৺দাশরথি রায়।

পাঁচালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ।

অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট বিশ্বামিত্র মুনির গমন।

শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব খর্ব্ব, নিশাচর-গর্ব্ব খর্ব্ব,—
হেতু হরি গোলোক শূন্য ক'রে।
পুণ্য-ফল সূর্য্যবংশে, অবনীতে চারি অংশে,
অবতীর্ণ দশরথের ঘরে॥ ১
যোগে বসি তপোধন, দেখেন যোগারাধ্য ধন,
সুর-মুনির সঙ্কট নাশিতে।
দেখে মগ্ন আনন্দ-নীরে, ভাসে আঁখি প্রেমনীরে,
মন্ত্রণা করয়ে সব ঋষিতে॥ ২

হ'ল এতদিনে পুণ্যযোগ, কর যজ্ঞের উদ্যোগ,
হয়েছে শুভযোগাযোগ,
আর দুর্য্যোগ ভেবো না।
কে করে আর যজ্ঞ নষ্ট, করিব সকল ইষ্ট,
ভবের ইষ্ট আন্‌লে কি ভাবনা॥ ৩
মুনি-বোলে সর্ব্ব জন, করেন যজ্ঞের আয়োজন,
বিজনেতে একত্রেতে বসি।
যান আনিতে ভবের মিত্র, রাম স্মরি বিশ্বামিত্র,
অযোধ্যায় গমন করেন ঋষি॥ ৪
বলেন,—ওরে চল পদ! তুচ্ছ পদ ব্রহ্মপদ,
সে রামপদ হেরিলে জ্ঞান হয়।
কর রে! তুমি কি কর, তুলসী চয়ন কর,
চন্দনাক্ত ক'রে দিবে সে পায়॥ ৫
কর্ণ রে! ও কথায় দিও কর্ণ,
যিনি বধিবেন রাবণ-কুম্ভকর্ণ,
সে গুণ-বর্ণন ভিন্ন কর্ণ দিও না।
শুন রে অজ্ঞান নেত্র! জ্ঞান-নেত্রে দেখ পদ্মনেত্র,
ত্রিনেত্র ত্রিনেত্র মুদে, যে রূপ করেন ভাবনা॥ ৬
রসনা! না বুঝে রস, ম'জোনা যাতে বিরস,
কর পান যে রস, পান করেন মুনিগণে।

শুন রে অধম ওষ্ঠ! সে নাম সুধা— হীন-উষ্ণ,
যাবে কষ্ট ডাকিলে সঘনে॥ ৭
মন! তোর মন্ত্রণা কত,
সে দিনের আর বাকী কত,
দিনমণি-সুত দিন গণে মনে মনে।
যখন বাঁধ্‌বে করে ধর্‌বে কেশে,
তখন কে ডাকৃবে হৃষীকেশে,
ভেবে মন! দেখ মনে মনে॥ ৮

মল্লার—কাওয়ালী।

কি কর রে মন! অনিত্য ভাবনা।
শমন-সঙ্কটার্ণবে, অনায়াসে পার হয়ে যাবে,
যে নাম ভাবিলে জীবের যায় ভাবনা॥
ওরে, কুমতে কুপথে সদা ক'র না ভ্রমণ,
চল রে চরণ! শ্রীরামের শ্রীচরণ,—
দরশন করিলে ভবে, হবে সিদ্ধ কামনা।
ওরে পদ! কর সে পদ সম্পদ, আপদের আপদ,
এ সম্পদ মিছে আর ভেবো না,
কর হৃদয়-পদ্মতে সে পদ-স্থাপনা॥

অবশ্য কলুষ তবে হবে রে নিধন,
হরের হৃদের ধন, করিলে আরাধন,—
ঘুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর-যন্ত্রণা ॥ (ক)

ভাবি রাম-চিন্তামণি, যান বিশ্বামিত্র মুনি,
যথা দশরথ নৃপমণি, রত্নসিংহাসনে।
দেখে আসুন ব'লে আসন দিয়ে, যত্নে পদ বন্দিয়ে,
মিষ্টভাষে ভাষেণ মুনিগণে ॥ ৯
কন প্রভু! কি প্রয়োজন, কিম্বা ভেবে প্রিয় জন,
এ দীন জনের সফল কায়া।
মুনি! তুমি দেব-দেহ, হলো তোমার দরশনে শুদ্ধ দেহ,
কেবল পদধূলী দেহ ক'রে দয়া ॥ ১০
সন্তুষ্ট হইয়ে মুনি, বলেন,—ওহে নৃপমণি!
অদ্য পূর্ণ কর মনোরথ।
রাজা কন, কি অদেয় আছে, মুনি বলেন আমার কাছে,
সত্যে বন্দী হও দশরথ। ১১
শুনে কন নরবর, সত্য সত্য মুনিবর!
সত্য করিলাম তোমার কাছে।
মুনি কন,—করিলে দিব্য, চাহিলে যদি সেই দ্রব্য,
প্রবঞ্চনা কর আমার কাছে ॥ ১২

দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের শ্রীরাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা।

শুনে রাজা কন—সে কি হয়, দাসে আজ্ঞা যাহা হয়,
তাই দিব সত্য করিলাম।
মুনি কন, করিলে স্বীকার, রক্ষা করে সাধ্য কার?
দেহ ভিক্ষা লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥ ১৩
অব্যর্থ এ বাক্য রাজন্! করেছি যজ্ঞের আয়োজন,
তাই প্রয়োজন শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
পূরাবেন মনোভীষ্ট, নিশাচরে করিবেন নষ্ট,
যজ্ঞ পূর্ণ হবে রাম-গমনে ॥ ১৪
শুনি দশরথ কন হাসি, অসম্ভব কথা ঋষি!
দুগ্ধপোষ্য রাম-লক্ষ্মণ শিশু।
নয় যজ্ঞের যুদ্ধের সম-যোগ্য,
আমি রক্ষা করিব যজ্ঞ,
মুনি কন, সে নয় বনপশু ॥ ১৫
সে দুরন্ত তাড়কাসুত, যার ভয়ে ভীত রবিসুত,
হয় মৃতকায় দেখিলে তাড়কায়।
চল যদি হয় সাধ্য, রাজা কন অসাধ্য,
জেনে শুনে কে যমের মুখে যায় ॥ ১৬
আশ্চর্য্য এ কথা মুনি, ভেকে আন্‌বে ফণীর মণি.
শৃগালে কি সংহার করে করী।

পিপীলিকায় আনে শিখরে, শার্দ্দূলকে নকুল ভক্ষণ করে,
গরুড়কে ভক্ষণ ভুজঙ্গ করে ধরি ॥ ১৭
অসম্ভব শ্রবণে কে করে গ্রহণ, বেলা দুই প্রহরে চন্দ্রগ্রহণ,
নিশি অর্দ্ধে সূর্য্যের উদয়।
মিথ্যাবাদী কমল-যোনি, ব্যাধিগ্রস্ত শূলপাণি,
অন্নপূর্ণার অন্নকষ্ট হয় ॥ ১৮
বরুণের জলকষ্ট, চণ্ডাল হ'ল দ্বিজের ইষ্ট,
বাক্‌বাদিনী হয়েছেন বোবা।
ধন নাই কুবেরের ঘরে, ভিক্ষা করে রত্নাকরে,
বাবলার বৃক্ষে ফুটলো জবা ॥ ১৯
সরোজ হ'ল মধুশূন্য, শিমুলে মধু পরিপূর্ণ,
নরকস্থ হ'ল সাধুগণে!
হলেন হীনশক্তি আদ্যাশক্তি, বোবায় করে বেদ-উক্তি,
হলেও—উক্তি কে করে বদনে ॥ ২০
এই কথা ব'লে মুনিরে, ভাসে রাজা আঁখি-নীরে,
কেমনে রঘুমণিরে, মুনিরে দিব দান।
কহিলেন নর-কান্ত, শ্রীরামধনে একান্ত,
হলে প্রাণান্ত, কর্‌বো না প্রদান ॥ ২১

পরজ—যৎ।

কব কায়, প্রাণ যায়, মুনির বচনে।
চাইলে পারি প্রাণকে দিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে,—
প্রাণাপেক্ষা চক্ষে দেখি রামধনে॥
রাম দুগ্ধপোষ্য কায়, সে কি তাড়কায়,
নিধন করবে সে ধন্ গিয়ে বনে।
এই কথা কি লয় মনে, যায় শঙ্কা করে শমনে মনে,—
দিয়ে অকূলে হারাব অমূল্য রতনে॥ (খ)

দশরথের বাক্য শুনি, বলেন বিশ্বামিত্র মুনি,
তখনি ত নৃপমণি! বলেছিলাম আমি।
যদি বট সত্যবাদী, শুনলেই হবে প্রতিবাদী,
সত্বরে রাম দিবে না হে তুমি॥ ২২
হয়ে সত্যে বন্দী নরবর! না দিলে তার কলেবর,
যুগে যুগে নরকেতে থাকে।
যে বংশে তব উৎপত্তি, মান্ধাতা রঘু নরপতি,
তাদের পুণ্যে পূর্ণিত বসুমতী,
বিখ্যাত তিন লোকে॥ ২৩
আর রাজা! শুন বলি; সত্যে বন্দী হয়ে বলি!
ত্রিলোক বামনে দিলেন দান।

হরিশ্চন্দ্র নৃপবর, সত্যে বন্দী দ্বিজবর,—
নিকটে হয়ে সর্ব্বস্ব করেন প্রদান ॥ ২৪
কর্ণ ছিল কেমন দাতা, কেটে দিল পুত্রের মাথা,
সত্যে বন্দী হয়ে দ্বিজের কাছে।
শুনে ভাবে দশরথ, রামের তুল্য রূপ ভরত,—
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে কি ভেদ আছে ॥ ২৫

* * *

শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলিয়া, দশরথ, ভরত শত্রুঘ্নকে
বিশ্বামিত্রের হস্তে দিলেন।

ক'রে প্রবঞ্চনা নৃপমণি, বলেন, শান্ত হও হে মুনি!
সত্যে বন্দী হয়েছি যখন।
কিঞ্চিৎকাল কর বিশ্রাম, অন্তঃপুর হতে শ্রীরাম,
লক্ষ্মণকে ডেকে আনি এইক্ষণ ॥ ২৬
গিয়ে অন্তঃপুরে সঘনে, ডাকেন ভরত শত্রুঘ্নে,
শিখাইয়ে দেন যুগল পুত্রে।
ভরত! জিজ্ঞাসিলে তোমার নাম,
বলো আমার নাম শ্রীরাম,
শত্রুঘ্ন! লক্ষ্মণ নাম বলো বিশ্বামিত্রে ॥ ২৭
রাজা সঙ্গে দুটী শিশু, সভামধ্যে আসি আশু,
যুগল পুত্র দিয়ে ঋষিবরে।

বলে, লও মুনি! এই যুগল কুমার,
আমার নয় এখন তোমার,
কর আশীর্ব্বাদ, পদধূলী দেও শিরে॥ ২৮
পেয়ে ভরত শত্রুঘ্ন, বলেন মুনি ঘন ঘন,
রাম-লক্ষণ-জ্ঞানে দশরথে।
করি আশীর্ব্বাদ রাজারে, গমন করেন বন-ত্রপান্তরে,
নিশাচরী তাড়কা যে পথে॥ ২৯
তখন মুনি কন, হে শ্রীরাম! এইস্থানে কর বিরাম,
আমাদের দুঃখ-বিরাম, করিতে ভবে আগমন।
এই দুই গমনের পথ, কোন্ পথে যাওয়া মত,
এই পথেতে ছয় মাসেতে তপোবন গমন॥ ৩০
আর এই পথে নিকট বটে, কিন্তু গমন সঙ্কটে,
তাড়কা নামেতে নিশাচরী।
ভরত বলেন, মুনিবর! শুনে কাঁপে কলেবর,
তবে এ পথে কেমনে যেতে পারি॥ ৩১

* * *

দশরথ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেন নাই বলিয়া, বিশ্বামিত্রের
সরোষে দশরথের নিকট গমন।

শুনি মুনি বিস্ময়, বলেন—এত নয় বিশ্বময়!
ধ্যানস্থ হয়ে দেখেন মুনি।

নন রাম—নন লক্ষ্মণ, দিয়েছে ভরত শত্রুঘ্ন,
প্রবঞ্চনা ক'রে নৃপমণি ॥ ৩২
হ'য়ে ক্রোধান্বিত কলেবর, যথা দশরথ নরবর,
মুনিবর আসিয়ে সভায়।
কোপদৃষ্টে বিশ্বামিত্র, বলেন, রে অজের পুত্র!
কোন্ পুত্র দিয়েছিস আমায়? ৩৩

খাম্বাজ—ঠেকা।

রাজা প্রবঞ্চনা ক'র না মোরে।
গোলোক শূন্য করি হরি, অবতীর্ণ তোমার ঘরে ॥
রামের পদ যোগীর পরমার্থ, মহাযোগী যায় কৃতার্থ,
দেখ্‌লে তোমার পুত্র, ভয়ে রবির পুত্র যায় দূরে।
আমাদের পূর্ণযোগ-সাধন, পেয়েছ হে অতুল্য ধন,
রাক্ষসকুল করে নিধন, উদ্ধারিবেন সুর-নরে ॥ (গ)

শুনে রাজা কন মহাশয়! ত্যাগ ক'রে প্রাণের আশয়,
বিদায় দিতে কি পারি রাম লক্ষ্মণে?
সকলি জ্ঞাত আছেন মুনি, শাপ দিয়েছেন অন্ধমুনি,
পুত্রশোকে হারাব জীবনে ॥ ৩৪

মুনি কন, তোমায় মুনি অন্ধ, দিয়াছেন শাপ ক'র না সন্ধ,
সে বিবন্ধ ঘট্‌তে পারে পরে।
এখন হয়েছ যাতে সত্যে বন্দী,
কৈ দেখি,—রামের চরণ বন্দি,
রাখ বন্দী ক'রে ইহ-পরে॥ ৩৫
ক্রমে বিশ্বামিত্র ঋষি, দশরথে কন রোষি,
রাজা ভাবে পাছে ঋষি, ভস্মরাশি করে।
ভয়ে কাঁপে কলেবর, দশরথ নৃপবর,
দেখে বশিষ্ঠ মুনিবর বলেন, দাও এনে রঘুবরে॥ ৩৬
শুনে রাজা কন রোদন ক'রে, এখন আমার রামের করে,
ধনুর্ব্বাণ দিই নাই হে মুনি!
মুনি কন, ভাব সেই কারণ, অবশ্য ধনুর্ব্বাণ ধারণ,
করিছেন রাম লক্ষ্মণ গুণমণি॥ ৩৭
রাজা কন, ধনুর্ব্বাণ ধারণ, আমার দুর্ব্বাদল শ্যামবরণ,
ক'রে থাকেন—দিব হে এক্ষণে।
কিন্তু আমারে মুনি! দোষী কর্‌লে,
যদি না দেন কৌশল্যে,
তবে কেমনে দিব রাম লক্ষ্মণে॥ ৩৮
শুনে কন গাধিসুত, অবশ্য কৌশল্যা দিবে সুত,
আশু ত রবিসুত-দমন।

আর কি ফল আছে বিলম্বে, গিয়ে অন্তঃপুরে অবিলম্বে,
রামে ল'য়ে কর হে আগমন ॥ ৩৯
পুনঃ মুনি কন সুমন্তরে, একটী কথা বলি শোন্ তোরে,
যে ভাবেতে আছেন রঘুমণি।
দরশন করিব তারে, বল সেই জগৎ-পিতারে,
এসেছেন দরশন করিবার তরে, বিশ্বামিত্র মুনি ॥৪০

* * *

বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শ্রীরামের স্তব।

অমনি ঘন ঘন জল আঁখিতে, না পান পথ নিরখিতে,
দুঃখেতে বক্ষেতে হানে কর।
এইরূপ দশরথ যান অন্তঃপুরে, হেথায় শুন তৎপরে,
বিশ্বামিত্র কয় পরাৎপরে, স্তুতি ক'রে যোড়কর ॥৪১

পরজ—ঠেকা।

ওহে দীননাথ! দেখিব এইবার হে—
ভক্তাধীন নাম কেমন বেদে বলে।
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু! নিদান কালের বন্ধু,
তারো জীবে ভবসিন্ধু-জলে।
হরণ করিতে ভূভার, শ্রীচরণে ভার,—

আছে ব'লে মধুকৈটভে বধিলে,
নৈলে বিপদবারী হরি কেন বলে,—
বেদেতে—নরসিংহরূপে ভক্ত প্রহ্লাদে রাখিলে ॥ (ঘ)

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রণবেশ-ধারণ।

মুনি স্তুতি করেন কাতরে, অন্তর্য্যামী অন্তরে,
জানিয়ে বিশেষ বিবরণ।
তুষ্ট হ'য়ে বিশ্বামিত্রে, কৌশল্যা সুমিত্রে,—
মায়ের কাছে উল্লাসেতে রন ॥ ৪২
করিতে ভূভার হরণ, দুর্ব্বাদল-শ্যামবরণ,
ভগবৎ-মায়া কে বুঝিতে পারে।
অমনি কন শ্রীরাম-মাতা, শুন সুমিত্রে! বলি কথা,
এসো সাজাই শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ॥ ৪৩
সুমিত্রে কন, রাম-রতনে, সাজাব দিয়ে কি রতনে,
ও রতনে কি রতনে শোভা করে?
শুনি কৌশল্যা বলে—বেশ, না হয় যদি বনে প্রবেশ,
রণবেশ বেশ হ'তে ত পারে ॥ ৪৪
শুনে হাসেন মনে মনে ভগবান, সুমিত্রে আনি ধনুর্ব্বাণ,
রাম লক্ষ্মণের করে আনি দিল।
কিবা শোভা অপরূপ, রামের রূপ বল-রূপ,

দেখে রূপ, কত রূপ বিরূপ হয়ে গেল ॥ ৪৫
কেউ দেখিছে বিশ্বরূপ, কেউ দেখিছে কাল-স্বরূপ,
কেউ দেখিছে শান্তরূপ, শ্রীরাম।
কেউ দেখিছে বাল্যরূপ, কেউ দেখিছে ব্রহ্মরূপ,
কেউ দেখিছে অনন্তরূপ, অনন্ত গুণধাম ॥ ৪৬
রাম ধারণ করেছেন রণবেশ, অন্তঃপুরে হয়ে প্রবেশ,
দশরথ হেরে সে বেশ, আবেশ হয়ে তনু।
গাত্র ভাসে নেত্রজলে, দেখে রণরূপ অন্তর জ্বলে,
বলে আনি কে দিলে, রাম লক্ষ্মণের করে ধনু ॥ ৪৭

বিভাস-আলিয়া—একতালা।

কে করলে সর্ব্বনাশ,—
আমারে বিনাশ করিতে এ মন্ত্রণা।
কে সাজালে কমল তনু, রাণি হে! কমল করে ধনু,
দেখে কাঁপে তনু, জীবনে যন্ত্রণা ॥
রামকে হৃদে রেখে দেখ্‌বো চিরকাল,
সে সাধে বিষাদ ঘটিল যে সে কাল্,
ভয় হয় হে মনে, অন্ধ মুনির শাপ ফল্‌লো এত দিনে,—
হলাম,—অযত্নে অমূল্য রতনে-বঞ্চনা ॥ (৬)

দশরথ করিছেন রোদন, রাণী হৃদে পেয়ে বেদন,
বলে রাজা! নিবেদন করি চরণে।
কেন নাথ! ভেবে অনাথ, কে আমাদের রঘুনাথ,
ক'রে অনাথ, লয়ে যাবে বনে॥ ৪৮
রাজা কন এ বিপত্ত, ঘটালে এসে বিশ্বামিত্র,
রাম লক্ষ্মণ যুগল পুত্র, লয়ে যাবেন তিনি।
কারো কথা করেন না রক্ষে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ যজ্ঞ রক্ষে,—
করবেন গিয়ে কহিছেন মুনি॥ ৪৯
তবু প্রবঞ্চনা ক'রেছিলাম, ভরত শত্রুঘ্ন দিয়েছিলাম,
লুকায়ে রেখেছিলাম রাম লক্ষ্মণে।
মুনি কন—এদের কর্ম্ম নয়, রাক্ষস-কুল করিতে লয়,
হয় কি এ সব লয়কর্ত্তা বিনে॥ ৫০
আমি বলি আমার শ্রীরাম বালক,
মুনি কন—গোলোক-পালক,
তিনি বালক—ভাবেন ত্রিলোকের লোকে।
আর অজ্ঞানেতেও বালক ভাবে,
বালকেতেও বালক ভাবে,
তোমার গৃহে বালক-ভাবে বাস যাঁর গোলোকে॥ ৫১
আমি বলি ধনুর্দ্ধারণ, দুর্ব্বাদল-শ্যামবরণ,
করে না এখন—তারা শিশু।

মুনি কন নৃপবর! ধনু ধারণ রঘুবর,—
করেছেন দেখ গিয়ে আশু ॥ ৫২
সত্যে বন্দী হয়েছি রাণি! রাম লক্ষ্মণ ধনুপাণি,—
হয়েছেন দেখ্‌লেই দিব দান।
এসে তাই করিলাম দৃশ্য, না দিলে কোপানলে ভস্ম,—
করিবেন গাধির নন্দন ॥ ৫৩
শুনে কন কৌশল্যা সুমিত্রে, শ্রীরাম লক্ষণ বিশ্বামিত্রে,—
দিয়ে দান রাখ কুলের ধর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ করিতে পালন, ধরায় ক্ষত্রিয় জন্ম লন,
অপালন ক'রো না—হবে অধর্ম্ম ॥ ৫৪
রাণীরে সুমন্ত্রণা দেয়, রাজার হ'লো জ্ঞানোদয়,
তবু হৃদয় ভাসে নয়ন-জলে।
অধৈর্য্য হয়ে অন্তরে, রাজা কন সুমন্তরে,
জীবন-রাম লক্ষ্মণকে কর কোলে ॥ ৫৫
তখন জনক-জননীর চরণ, প্রণাম করেনভবতারণ,
ভবতারিণী সুরধুনী যাঁর চরণে।
ঝোরে কৌশল্যার নয়নে বারি, অভিষেক হ'ল দান বারি,
মঙ্গলধ্বনি করেন রাণীগণে ॥ ৫৬
শুনি সুমঙ্গল বচন, মনে হাসেন পদ্মলোচন,
রাক্ষস নাশে স্বস্তিবাচন, আজ অবধি হলো।

করেন যাত্রা হেরে সুলক্ষণ, সুমন্ত্র লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
আনিয়ে সভায় উদয় হলো ॥ ৫৭
তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণের রূপ, মুনি কন কি অপরূপ !
বিশ্বরূপ-রূপ হেরে মরি মরি !
অপরূপ করি দৃষ্ট, পূরাবেন রাম মনোভীষ্ট,
হেরে আজ জনম সফল করি ॥ ৫৮

বিশ্বামিত্রের শ্রীরামরূপ দর্শন।

পরজ—যৎ।

দেখে রূপ কমল আঁখির, মুনির আঁখি ভাসে জলে।
ভবে দেখিলে এ রূপ রূপ, মন-প্রাণ যায় যে ভুলে ॥
ভব তাই ভাবেন এরূপ, সম্পদে ভেবে বিরূপ,
ত্রিনয়ন মুদে ওরূপ, বেঁধেছেন হৃদয়-কমলে।
বৈরী ভাবে কাল-রূপ, ভক্ত ভাবে বিশ্বরূপ,
দশরথ বাৎসল্য-রূপ, ভেবে রামকে করে কোলে ॥
জন্মে ভাবিনে ও-রূপ, কর্ম্ম করেছি যেরূপ,
কেমনে দাশরথি হেরবে, ঐ রূপ অন্তকালে ॥ (চ)

দশরথ,—শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র মুনির হস্তে দিলেন।

তখন বিশ্বামিত্রের ভাসে আঁখি, নিরখিয়ে কমল-আঁখি,
বলেন পূর্ণ কর মনস্কাম।
কর্ম্ম নয় দশরথের, কর্ম্ম নয় ভরতের,
রাক্ষসকুল-লয়কর্ত্তা রাম॥ ৫৯
কত স্তব করেন মুনি, দশরথ নৃপমণি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণে তখনি, মুনিরে সঁপিল।
রাজার বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, রাম-শোকে হৃদয় জ্বলে,
মিনতি-ভাষে ভাষিতে লাগিল॥ ৬০
শান্ত ক'রে নৃপবরে, লক্ষ্মণ আর রঘুবরে,
মুনিবর লয়ে করেন গমন॥ ৬১
মুনি বলেন, হে শমন-দমন! কোন্ পথে করিবেন গমন,
শমন-সম এই পথে তাড়কা।
রাম কন—ডরাই কায়, এক বাণেতেই তাড়কায়,
বিনাশ করিব—পেলেই তার দেখা॥ ৬২
মুনি কন, হে ভবতারণ! নৈলে কেন শ্রীচরণ,—
স্মরণ করেন সুর-মুনি।
তুমি ভিন্ন সাধ্য কার, বধ্য নয় অন্য কার,
নির্ব্বিকার তুমি চিন্তামণি॥ ৬৩

———

তাড়কার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার।

শ্রীরাম লক্ষ্মণের হয় নাই দীক্ষে,
মুনি দিলেন বাণ শিক্ষে,
রাম কন—আর কত দূরে তাড়কা।
মুনি কন, হে জগৎজীবন! ঐ বন তাড়কা-বন,
প্রবেশ হইলেই পাবে তার দেখা॥ ৬৪
পুনঃ ঋষি কন,—নীলকায়! আমি দেখাতে তাড়কায়,
পার্‌ব না হে,—যাব না সে বন।
আমি থাকি এইখানে, লক্ষ্মণ আমার রক্ষণে,—
থাকুন,—তুমি যাও ভবতারণ॥ ৬৫
শুনি ঈষৎ হাস্য করি মুখে, তাড়কার সম্মুখে,
যেন কালসম হয়ে কালবারী।
দূর্ব্বাদল-শ্যামকায়, দেখে মায়া হ'ল তাড়কায়,
বলে,—কিবা রূপ আহা মরি মরি॥ ৬৬
দাঁড়ায়ে আছেন রামচন্দ্র, দেখে তাড়কা সূর্য্য চন্দ্র,
এসে না পবন শমন ইন্দ্র, আমার ভয়ে এ বনে।
পশুপতি পদ্মযোনি, সৃষ্টিকর্ত্তা হন যিনি,
আর এসেন যিনি তিনি, করেন গমন শমন-ভবনে॥ ৬৭
রক্ষে নাই কোন পক্ষে, জীব জন্তু পশু পক্ষে,
যক্ষ রক্ষে বিনাশ করি, চক্ষেতে দেখিলে।

কিন্তু হেরে তোর আশ্চর্য্য রূপ, দাঁড়ায়ে আছিস্ যেরূপ,
আবার নয়ন মুদিলে ঐরূপ, হৃদয়-কমলে ॥ ৬৮

শ্রীরামরূপ-দর্শনে তাড়কার মায়া।

সিন্ধু-ভৈরবী—তেতালা।

আহা মরি, কি অপরূপ তোয় হেরি নয়নে!
ধরাতে ধরে না যে রূপ,—
এ রূপ বিরূপ হয়ে, কে তোয় দিল কাননে॥
এ লাবণ্য হেরে কে হলো কুপিতে,
যদি থাকে পিতে, সেও-তো তোর কু-পিতে,
প্রাণ থাকিতে, যদি হ'তো সে সু-পিতে,
তবে কি সঁপিতে, পারিত কি দিতে—আসিতে এ বনে
দাশরথি খেদে বলে তাড়কায়,
তোমার মত পুণ্যবতী বলি কব কায়, আসিয়ে ধরায়,
ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ ফল, যাতে চারি ফল,
পেয়েছ,—যেওনা বিফল-অন্বেষণে॥ (ছ)

তাড়কা-বধ।

তখন খেদ ক'রে তারকা বলে, হারায়েছি বুদ্ধি-বলে;
নিরখিয়ে ও চাঁদ-বদন।

আর দেখ্ছি চমৎকার, দূর হ'লো মন-বিকার,
　　শুনে হেসে নির্ব্বিকার কন ॥ ৬৯
আমার নাম শ্রীরাম, শুনে তাড়কা বলে—দুঃখ বিরাম,—
　　ওরে রাম-নাম শুনে মোর হ'লো।
আর একটী সুধাই কথা, বুঝি তোর কেউ নাই কোথা,
　　রাম বলেন, সে কথা শুনে কি হবে বল ॥ ৭০
এসেছি আমি যে কাজে, কাজ কি আমার অন্য কাজে,
　　কাজে-কাজে জান্‌বি পরিচয়।
তাড়কা কথা কয় উপযুক্ত, তুই কি যুদ্ধের উপযুক্ত,
　　তোর সঙ্গে যুক্তি যুদ্ধ নয় ॥ ৭১
ওরে আমি যুদ্ধে রাগিলে, চক্ষের নিমেষে গিলে,
　　খেতে পারি,—মায়াতে পারিনে।
যদি ইচ্ছা করি আহারে, মায়ায় বলি আহা রে!
শুনে রাম কন আহারে,—ব্যাভারে জানি এক্ষণে ॥ ৭২
ক'রে কমল-চক্ষু রক্তাকার, দেয় ধনুতে গুণ নির্ব্বিকার,
　　শুনি তাড়কার উড়িল পরাণ।
রাক্ষসী কয় নাই—নিস্তার, বদন করি বিস্তার,
　　দেখে বাণ যোড়েন ভগবান্ ॥ ৭৩
দেখে নিশাচরী কয় তিষ্ঠ, রাখি ধরণীতে অধ-ওষ্ঠ,
　　ঊর্দ্ধ-ওষ্ঠ ঠেকিল গগনে।

বলে মাগী জায়-বেজায়, রামকে গিলে খেতে যায়,
রামের বাণ বেগে যায়, পড়ে মুখে সঘনে ॥ ৭৪
রক্ষে করে সাধ্য কার, তাড়কা করে চীৎকার,
বিকট আকার পড়িল ধরণী।
নিধন করি তাড়কায়, নীল-সরোজকায়,
যান ত্বরায় যথায় আছেন মুনি ॥ ৭৫
ফিরে আসি চিন্তামণি, দেখেন অচৈতন্য মুনি,
লক্ষ্মণে কন রঘুমণি, একি সর্ব্বনাশ !
চৈতন্য-রূপ পরশমাত্র, ধরা হ'তে বিশ্বামিত্র,
উঠে কন হয়েছে ত বিনাশ ॥ ৭৬
রাম বলেন সে কি কায ! তাড়কা ব'ধে কালব্যাজ,
চল চল মুনিরাজ ! যথা যজ্ঞস্থান।
শুনে চলেন বিশ্বামিত্র, সঙ্গে লয়ে ভবের মিত্র,
বিচিত্র রূপ দেখে দেখে যান ॥ ৭৭
তখন মৃত্তিকায় তাড়কায়, দেখে মুনির শুকায় কায়,
বলেন, হে নীলকমল-কায় ! এ কায়-বিনাশে।
হয়েছে কত পরিশ্রম, অগ্রে সব মুনির আশ্রম,
ঐ বনে শ্রম দূর কর হে ব'সে ॥ ৭৮

ললিত-বিভাস—কাওয়ালী।

তারকব্রহ্ম রাম নৈলে কে পারে হে,সুর-সঙ্কট নাশিতে।
দুর্ব্বাদল-শ্যাম-কায়! কব অন্য কায়,
আসিয়ে একায়, তাড়কায়, বধিতে।
হরি! তুমি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ,
ছলিলে বলিরে বামন-রূপেতে॥
ভৃগুরাম-রূপ ধ'রে, ভূ-ভার হরিলে নিঃক্ষত্রি ক'রে—
রাক্ষস-বংশ ধ্বংস কর, এই শ্রীরাম-রূপেতে॥ (জ)

শ্রীরামচন্দ্র,—বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণের যজ্ঞ-বিঘ্নকারী
রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন।

শুনে তুষ্ট হয়ে রাম, কন—সব কষ্ট-বিরাম,—
ঐ চরণ দরশন ক'রে হলো।
আমার কি কষ্ট তাড়কা-নাশ, এক বাণে করি বিনাশ,
সৃষ্টিনাশ এখনি করি বল॥ ৭৯
তখন এইরূপ কত কথায়, মুনিগণের আশ্রম যথায়,
লয়ে মুনি যান তথায়, হইল শুভযোগ।
রাম আনিলেন বিশ্বামিত্র, সকল মুনি যুটে একত্র,
করিলেন যজ্ঞের উদ্যোগ॥ ৮০

অমনি হোমাগ্নির ধূম উঠে গগনে, দৃষ্ট করি নিশাচরগণে,
হাস্য করি সঘনে, ঘৃত ভোজনের আশে।
মারীচ সুবাহু প্রধান, সঙ্গে শত সহস্র যান,
যেমত আছে বিধান, গিয়ে দাঁড়ায় যজ্ঞের পাশে ॥ ৮১
যজ্ঞ নাশিতে যায় রাক্ষস, ক'রে রাম চাক্ষষ,
নানা অস্ত্র বরিষণ করেন হাসি।
ধরণী কাঁপে অনুক্ষণ, ছাড়েন বাণ লক্ষণ,
দিক্ হয় না নিরীক্ষণ, দিনে হলো নিশি ॥ ৮২
করেন সিংহনাদ মুহুর্মুহু, নিশাচর-সহ সুবাহু,
পড়িল আর নাহি কেহু, মারীচ রহিল।
যুড়িয়ে পবন-বাণ, মারীচেরে ভগবান,
না ক'রে তারে নির্ব্বাণ, সাগর-পারে ফেলিল ॥৮৩
করলেন নিশাচর দমন, কালের কাল-দমন,
মুনিরে হ'য়ে সুস্থ মন, যজ্ঞ সমাপিল।
দক্ষিণান্ত করিয়ে সবে, অনন্ত আর কেশবে,
ভক্তিভাবে স্তুতি আরম্ভিল ॥ ৮৪

* * *

মুনিগণ-কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।

তুমি বেদ, তুমি বিধি, তুমি মহেশ্বর।
তুমি যাগ, তুমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞেশ্বর ॥ ৮৫

তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি হে অনন্ত।
গোলোকেতে বিষ্ণু তুমি, পাতালে অনন্ত ॥ ৮৬
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
তুমি পবন, তুমি শমন, তুমি রত্নাকর ॥ ৮৭
তুমি সর্প, তুমি দর্প, তুমি দর্পহারী ॥
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ, তুমি বনে হরি ॥ ৮৮
তুমি অরুণ, তুমি বরুণ, তুমি খগপতি।
তুমি তীর্থ, তুমি নিত্য, তুমি বসুমতী ॥ ৮৯
তুমি জল, তুমি নির্ম্মল. তুমি হে পর্ব্বত।
তুমি বৃক্ষ, তুমি পক্ষ, তুমি ঐরাবত ॥ ৯০
তুমি আকাশ, তুমি পাতাল, তুমি দিকপাল।
তুমি ঋষি, তুমি যোগী, তুমি মহীপাল ॥ ৯১
তখন, এই প্রকারে স্তব করে যত যোগী মুনি।
বলে, চিন্তার্ণবে পার কর চিন্তামণি ॥ ৯২

সোহিনী-বাহার—একতালা।

কর হরি! কৃপাবলোকন।
সাধন-সঙ্গতি-হীনে দিয়ে শ্রীচরণ ॥
সুজন কুজন ত্যজে, যে জন বিজনে ভজে,
জোরে বাঁধে হৃৎসরোজে, পঙ্কজলোচন,—

হরি হে! হরিতে ভূ-ভার, অভয়-পদে আছে ভার,
দাশরথি দাসের ভার, আর কে করে গ্রহণ॥ (ঝ)

জনক-ভবনে যাইবার পথে, শ্রীরাম-লক্ষণ সহ বিশ্বামিত্রের,—
গৌতম-আশ্রমে প্রবেশ।

স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম, কহিছেন অবিরাম,
হবে পূর্ণ মনস্কাম, কর কিছু অপেক্ষে।
শুনে কহিছেন বিশ্বামিত্র, শুন হে নিদানের মিত্র!
তব অগোচর কুত্র, আছে হে ত্রৈলোক্যে॥ ৯৩
পুনঃ কন রঘুমণি, যজ্ঞ পূর্ণ হলো ত মুনি!
আছি ত হে হ'য়ে আমি, তোমাদের চিরবাধ্য।
আর কি ফল আছে বিলম্বে, অযোধ্যায় অবিলম্বে,
গমন কর না কেন অদ্য॥ ৯৪
মুনি কন—হে মধুসূদন! দাসের এক নিবেদন,
যেতে হবে আমার সদন, জনক-রাজার পুরে।
দিয়েছে নিমন্ত্রণ-পত্র, শুনে রাম কন—আমরা তত্র,
হইয়ে রাজার পুত্র, যাব কেমন ক'রে॥ ৯৫
জনকঋষি রাজা হন, নাই সেখানে আবাহন,
ঋষি কন,—আবাহন আছে আমার তথা।

গুরুর আবাহন হলে পরে, শিষ্য সঙ্গে যেতে পারে,
আছে বিধি পূর্ব্বাপরে, ব্যাভার যথা-তথা ॥ ৯৬
শুনে সম্মত হন রঘুবর, লয়ে রাম-লক্ষণে মুনিবর,
যাত্রা করেন শ্রীরাম-পদ ভাবি মনে।
নিজাশ্রম তেয়াগিয়ে, মুনি কিছু দূরে গিয়ে,
যুক্তি করিলেন মনে মনে ॥ ৯৭
না ব'লে রামে সবিশেষ, গৌতম-কাননে প্রবেশ,
হয়ে বলেন, বেশ বেশ এ অতি রম্যস্থান।
যেমন আছে ব্যবহার, উভয়ে কিছু কর আহার,
আমিও করিব আহার, ক'রে আসি স্নান ॥ ৯৮

আলিয়া—একতালা।

মুনি দেখেন জীবনে।
অনন্ত-রূপ ধরি হরি অনন্তাসনে।
হয়ে ভ্রান্ত উমাকান্ত সাধেন সেই চরণে ॥
হৃদয় প্রফুল্ল মুনির, নীর হ'তে তুলে শির,
নয়নে নীর—দেখে অনুজ,—
সহ রঘুবীর দাঁড়ায়ে ধরাসনে ॥ (ঐ)

অহল্যা-উদ্ধার।

তখন নীর হ'তে তীরে আসি, তুইটী আঁখি নীরে ভাসি,
হৃষীকেশে কন ঋষি, শুন দয়াল রাম!
দাঁড়ায়ে কেন ধরাসনে, দয়া ক'রে এই পাষাণে,
ব'সে একবার করহে বিশ্রাম ॥ ৯৯
শুনে কন নির্ব্বিকার, পাষাণে কেন এ প্রকার,
দেখ্‌ছি আকার—নর কি দেবতা।
আমি এতে কেমনে বসি, তুমি বসিতে বল ঋষি!
কোন দেবতা উঠ্‌বেন রুষি,
এতো নয় ভাল কথা ॥ ১০০
মুনি কন হে ভবতারণ! দেও পাষাণে কমল-চরণ,
পাষাণে এ রূপ ধারণ, সে কারণ বল্‌ব পরে।
শুনে কন চিন্তামণি, সত্য কথা বল্‌বে মুনি!
বিশেষ কথা মুনি অমনি, বলেন পরাৎপরে ॥১০১
শুনিয়ে কন শ্রীরাম, একি হয় রাম-রাম!
ঋষি কন তারকব্রহ্ম রাম, তুমি পাতকী তারিতে।
কভু রও গোলোকে, কভু রও নাগ-লোকে,
কভু রও ভূলোকে, কভু কারণ-বারিতে ॥১০২
শুনি মুনির স্তুতি-বচন, স্বীকার করেন সরোজ-লোচন,
করিতে অহল্যার শাপ-মোচন, যান ত্বরা করি।

দেখে কন লক্ষ্মণ গুণনিধি, এ নয় মুনির উচিত বিধি,
তবে আর বেদ-বিধি, কে মান্‌বে হে হরি॥ ১০৩

তুমি তো ব্রাহ্মণের মান, বাড়ায়েছ ভগবান,
দিয়ে দান কৃপানিধান, হবে দত্তাপহারী।
পূজিলে ব্রাহ্মণের পদ, হয় তার মোক্ষ পদ,
কোন্ তুচ্ছ ব্রহ্মপদ, হাঁহে ভৃগুপদ হৃদে ধারি।॥ ১০৪

ব্রাহ্মণ নন সামান্য, ব্রাহ্মণের কত মান্য,
ব্রাহ্মণে কর্‌লে অমান্য, শূন্য হয় বংশ।
ব্রহ্মণ্যদেব বলেছ তুমি, নরের মধ্যে ব্রাহ্মণ আমি,
ব্রাহ্মণ পেলেই পাই আমি, অন্যেতে নাই অংশ॥ ১০৫

ব্রাহ্মণেরে ক'রে কোপ, সগরবংশ হলো লোপ,
জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল।
কয়েছিল কটু ভাষা, মহামুনি দুর্ব্বাসা,
শাপ দিলেন—তাই অবনীতে এলো॥ ১০৬

কেবল ব্রাহ্মণের কোপে রঘুবর।
ভগীরথের হয় শাপে বর,
মাংসপিণ্ড অস্থি-নাস্তি ছিল।
হলো দেহ সুন্দর, ব্রহ্ম-শাপে ইন্দ্রের,
সহস্র চিহ্ন অঙ্গময় হলো॥ ১০৭

আর শুন হে রাম-চিন্তামণি! ব্রাহ্মণের রমণী,
তিন বর্ণের জননী, ব্যক্ত যে বেদেতে। ১০৮
মুনি কশ্যপের তিন বনিতে, তাঁর সন্তান অবনীতে,
পাতালেতে স্বর্গেতে, সুরাসুরকিন্নর।
পশুপতি দিক্‌পাল, মহীতে যত মহীপাল,
বরুণ প্রভৃতি বৈশ্বানর॥ ১০৯
তাই বলি হে ত্রিলোকমান্য! ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ সমান মান্য,
ব্রহ্মকুল ভাব্‌লে সামান্য, কুলক্ষয় হয়।
কে দিবে এমন বিধি, শুন ওহে বিধির বিধি!
এ কার্য্য অবিধি, করা উচিত নয়॥ ১১০

মহৎসিন্ধু—কাওয়ালী।

কে দেয় এ বিধি, হে বিধির বিধি!
দিতে পাষাণে কমল-চরণ।
রেখেছ হে তুমি ভগবান, দ্বিজের অতুল্য মান,
হরি! ভৃগুপদ করি হৃদয়ে ধারণ॥
তুমি এখন ধরায় বড় নও কেশব!
তোমাপেক্ষা গণ্য মান্য দ্বিজ সব,
বিধিমত বেদে আছে যে সব,
পূজিতে হবে সব, দ্বিজের চরণ।

তুমি শ্রেষ্ঠ বট বেদেতে বিধিতে,
দিতে নারেন বিধি আসিয়ে বিধিতে,
পার পায় জীব ভব-জলধিতে,
ঐকান্তেতে দ্বিজ ক'রে আরাধন ॥ (ট)

কলির ব্রাহ্মণের লোভ।

পুনরায় লক্ষ্মণ কন, বাক্য অতি সুচিকণ,
কলি আগমন হবে যখন, দ্বিজ হারাবেন মান।
সইতে নারিবে ভূ ভার,
দ্বিজের থাক্‌বে না দ্বিজের ব্যাভার,
সবার কাছে হবেন অপমান ॥ ১১১
ত্যাগ করেন ত্রিসন্ধ্যে, কুকর্ম্মেতে ত্রিসন্ধ্যে,
যাগ যজ্ঞ সকলি হবে হত।
এখন দিলে রাজ্য—দ্বিজ কি একটী পাই?
কলিতে দান করিলে একটী পাই,
সেই খানেতে যাবেন শত শত ॥ ১১২
আছে ব্রাহ্মণের যে আচার, কলিতে হবে অনাচার,
হবে অবিচার, যাবে জেতে বেজেতে।
লবে দান—হবে কুরীত, আহার দিলেই বড় পিরীত,
চণ্ডাল হলেও পারেন খেতে যেতে ॥ ১১৩

পক্কান্ন যদি শুনেন, সেধে গিয়ে আপনি বলেন,
পিরীত-ভোজন সকল বাড়ীতেই আছে।
যখন কিনে বাজারের দ্রব্য খাওয়া যায়,
হাড়ি হলেও যাওয়া যায়,
প্রণয়েতে জাত কোথা গেছে ? ॥ ১১৪
আমরা যদিও যাই কে কি করে ?
সে দিন শিরোমণি খুড়ো কেমন ক'রে,
ছেলেকে পাঠালেন জেলের বাড়ী।
ন্যায়বাগীশ সন্ধ্যাকালে,লয়ে গেছিলেন ভাইপোর ছেলে,
লুচি নিয়ে আস্‌ছেন তাড়াতাড়ি ॥ ১১৫
আমাদের অত নাই, কি বল হে নাজ্জামাই !
মূর্খ বটে,—ধর্ম্মভয়টা আছে।
খেতে যাওয়া উচিত নয়, থাকে না কেন প্রণয়,
বিদেশে কে তত্ত্ব লয়, যা কর্‌বে মনে আছে ॥ ১১৬
কিন্তু আজ পাকা ফলারের শুন্‌লে কথা,
ব্রাহ্মণী খেয়ে বস্‌বেন মাথা,
গণ্ডা-দশেক ছেলে দেবেন ছেড়ে।
যদি বলি,যাব না—আছে দলাদলি, সে বলে,ভাব্ গলাগলি,
দিবে মাগী গালাগালি,
তাড়কার মত খেতে আস্‌বে তেড়ে ॥ ১১৭

আমি বলি সে হয় জেতে, তবু মাগী চাবে যেতে,
কর্ম্মকর্ত্তার ভেজেতে—আমাতে গঙ্গাজল।
এবার গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম, ধর্ম্ম-সুবাদ ক'রে এলাম,
আমি না হয় খেতে গেলাম, তোর্ তাতে কি বল্ ? ॥১১৮
ছেলে গুলো মরে কেঁদে, খাবে দশখান আন্‌বে বেঁধে,
দিন রাত্রি মরি রেঁধে, এক দিন যায় সে ভাল।
আমরা বরং যেতে ভাবি, মাগীগুলো ভাই বড় লোভী,
ছেলের নামে পোয়াতি বর্ত্তায় চিরকাল॥ ১১৯
এইরূপ কলির আচার, এখন প্রভু! যে বিচার,
করতে উচিত যা হয় কর।
শুনে হেসে কন মুনি, শুন ওহে চিন্তামণি!
পাষাণ বেড়িয়ে ভ্রমণ কর॥ ১২০
না করেন কথা অবিজ্ঞে, শিরে ধরি মুনি-আজ্ঞে,
ভ্রমণ করেন পাষাণ বেড়ে।
অমনি পবন সাহায্য করে, মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে,
রামের পদধূলি উড়ে, পাষাণে গিয়ে পড়ে॥ ১২১
পেয়ে পদধূলী পাষাণ-কায়, অহল্যা পায় মানবী-কায়,
পতিত হ'য়ে মৃত্তিকায়, শ্রীরামে প্রণাম করি।
বলে হে নীলকমল-কায়! এত দয়া আছে কায়,
যদি কৃপা করি পাষাণ-কায়, মুক্ত কর্‌লে আজ্ হরি! ১২২

অহল্যা কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।

রাগেশ্রী—যৎ।

রক্ষাং কুরু দাশরথি! দাসীরে পদ-বিতরণে।
ভব-তিমির-নাশন জীবের ভুভার-হরণে॥
কুমতি-কুলপাতকী যদিও ভজন-বিহীনে,
তার তার হে তারকব্রহ্ম! তার তার নিজগুণে।
বেদে বিদিত আছে হে নাথ! থাক বারি,—কারণে,
ভক্তগণ-মুক্ত-হেতু এলে ভব-নিস্তারণে॥ (ঠ)

ব'লে অহল্যা করি স্তুতিবাণী, কি জানি রাম! স্তুতি-বাণী,
আপনি বাণী ভার্য্যা তোমার ঘরে।
কব ত্রিলোকের ভর্ত্তা! কোপ ক'রে অভাগীর ভর্ত্তা,
দিয়েছিলেন পাষাণ-কায় ক'রে॥ ১২৩
ভাগ্যে পাষাণী হয়েছিলাম, তাইতে পদ দেখ্‌তে পেলাম,
জনম সফল ক'রে নিলাম, আমি আজ ভারতে।
যে পদ পায় না কমলযোনি, সৃষ্টিকর্ত্তা হন যিনি,
আমি কিন্তু সকলে জিনি, চলিলাম গৃহেতে॥ ১২৪
কিন্তু নিবেদন আছে রাম! পতি—পদে অবিরাম,
দূষী হ'য়ে থাকে সব নারীতে।

ঠেকো দায়ে শিখিলাম, ও—পদ-রজের গুণ দেখিলাম,

আর তো পাষাণ পারবে না করিতে ॥ ১২৫

তাই বলি হে কৃপানিধান! পদধূলি কিছু কর দান,

যতনে অমূল্য ধন যাই হে লইয়ে।

আবার যদি পাষাণ-কায়, তা হ'লে নীল-নীরজকায়!

লেপন করি সর্ব্বকায়, রব না পাষাণ হয়ে ॥ ১২৬

* * *

পায়ে-মানুষ-করা ছেলে দেখিয়া কাঠুরিয়াগণের বিস্ময়।

এখন শ্রবণ কর তদন্তরে, না চিনিয়ে পরাৎপরে,

ছিল যত অন্য পরে, কাঠুরিয়াগণ।

স্বচক্ষে তারা দেখিল, পদ-পরশে পাষাণ মানবী হ'লো,

বলে, ভাই রে! একি হলো, আশ্চর্য্য দরশন! ॥১২৭

দেহ কাঁপিছে থর থর, কত কালের পুরাতন পাথর,

পড়েছিল এ বনে।

মুনি বেটা কোথায় পেলে, পায়ে—মানুষ-করা ছেলে,

বাপের কালে এমন তো দেখিনে ॥ ১২৮

ওরে ভাইরে! কি উৎপাত, ও ছেলের পায়ে প্রণিপাত,

দেখে শু'নে পাত হ'লো পরাণী।

এই ব'লে সব ধায় বেগে, দেখে নগরের প্রান্তভাগে,

পলারে পলারে কথা শুনি ॥ ১২৯

জিজ্ঞাসা করিছে তারা, কোথা হ'তে ভাই! এলি তোরা,
কার ভয়ে এত কাতরা, হয়ে আছ মনে।
শুনে বলে, ভাই! কাঁপে চিত্ত, বুড়োবেটা বিশ্বামিত্র,
পায়ে-মানুষ-করা কার পুত্র-দুটো ধরেছেন বনে ১৩০
গৌতম মুনির কাননে, গিয়ে কাষ্ঠ-অন্বেষণে,
দাঁড়াইয়ে দেখিলাম দূর হ'তে।
একটী কাঁচা সোণার বরণ, একটী দূর্ব্বাদল-শ্যাম-বরণ,
রূপ তাদের ভাই! জাগিছে হৃদয়েতে॥ ১৩১
বিশ্বামিত্র আছে ব'সে, গৌরবরণ দাঁড়ায়ে পাশে,
মানুষ হচ্চে নীলবরণের পায়ে।
বনে ছিল যত বৃক্ষ-পাষাণ, যাতে করে পদ প্রদান,
মানুষ হয়ে গেল সব চলিয়ে॥ ১৩২
দেখে পলায়ে আসি ভাই! পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই,
লতা বৃক্ষ সমুদাই, পায়ে মানুষ কর্‌লে।
করিতাম কাষ্ঠ বেচে দিন-পাত, কোথা হ'তে এ উৎপাত,
গরিব দুঃখীর পক্ষপাত, মুনি বেটা আজ কর্‌লে॥ ১৩৩
দেখ্‌লাম চমৎকার নয়নে, ঘাস একগাছি নাইকো বনে,
তৃণ-আদি সব মানুষ হ'লো।
এই দিকে ভাই আস্‌ছে তারা, দেখ্‌বি যদি দাঁড়া তোরা,
ভুল্‌বে তোদের নয়ন-তারা, রূপে ধরা আলো॥ ১৩৪

হেথা রাষ্ট্র হ'লো দেশ-বিদেশে,পায়ে-মানুষ-করা দেশে,—
এসেছে—এনেছে বিশ্বামিত্র।
এক গুণ যদি ঘটে, কোটী গুণ ধরাতে রটে,
অঘটন কত ঘটে, পেলে একটী সূত্র॥ ১৩৫

* * *

কাষ্ঠ তরীর সুবর্ণত্ব।

হেথা অহল্যারে সন্তোষিয়ে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি আসিয়ে,
ভাগীরথীর কূলেতে উপনীত।
পায়ে-মানুষ-করা শুনেছে তারা, তারানাথের নয়ন-তারা,
দেখে তারা ফিরায় না নয়ন-তারা,
হইল মোহিত॥ ১৩৬
হয় রূপ দে'খে মন মোহিতে, বলে ভাইরে! মহীতে,
দেখেছ কে, কহিতে পার তোমরা সকলে।
একি রূপ চমৎকার! হরিল মনের অন্ধকার,
বর্ণিবারে সাধ্য কার, আছে হে ভূতলে॥ ১৩৭
তখন কহিছেন ভব-নাবিক, ত্বরায় তরী আন নাবিক!
তরী আন শুনে নাবিক, তরণী লয়ে বেগে চলে।
নাবিক বলে—সে সব কথা,—শুনেছি, পার হবে কোথা,
আমার বুঝি খাবে মাথা, হেঁ রে সর্ব্বনেশে ছেলে! ॥১৩৮

তোমার দেখ্‌তে পেয়েছি পায়ের শোভা,
ত্রিলোকের মনোলোভা,
কিন্তু বাবা! পরিবারের পক্ষে নয় ভাল।
তোমার ঐ সর্ব্বনেশে পায়ের গুণ,
শুনিয়া বাছা! হয়েছি খুন,
তুমি দিবে আমার কপালে আগুন,
তরীখানা মানুষ ক'রে বল ॥ ১৩৯
কেন ঘুচাও ভাত-ভিক্ষে, সংসার এই উপলক্ষে,
চালাই বাছা! কর রক্ষে দীনে।
মুনি কন—ত্রিলোকের ইষ্ট! দেখ কেমন পারের কষ্ট,
মনোভীষ্ট পূর্ণ ক'র সে দিনে ॥ ১৪০

পরজ—একতালা।

পারের দুঃখ দেখ আজ মহীমণ্ডলে।
হতে পার্, যে ব্যাপার্,—
এম্‌নি কাতরে, তরিবার তরে,
দাঁড়িয়ে জীব ভবকূলে ॥
হরি কাণ্ডারী বিনে কে করে পার হে—
তাতে না পেলে চরণ-তরী, কেমনেতে তরি,
তরী বিনে আমরা রহিলাম পড়িয়ে ভবকূলে ॥(ঙ)

শুনে হেসে কন দীননাথ, মুনি! তুমি ভেবে অনাথ,—
হও কেন পারের তরে।
এক্ষণেতে যে ব্যাপার, বল কিসে হবে পার,
তোমায় পার করিব মাথায় ক'রে ॥ ১৪১
পুন কন ভব-তরী, নাবিক! একবার আন তরী,
তব কৃপায় আমরা তরি, যাব আজ পারে।
তুই যদি আজ করিস্ পার, স্বীকার হ'লাম—তোকেও পার,
কর্‌বো ব্যাপার লব না সেই পারে ॥ ১৪২
নাবিক বলে, ও কথাই নয়, তুমি দেখ্‌ছি রাজ-তনয়,
যা বল তা হ'বার নয়, আমি নয় কাঁচা ছেলে।
এ কথা কি গ্রাহ্য হয়, তোমায় দ্বারে বাঁধা হস্তী হয়,
তোমার কি এ কাজ শোভা হয়, তরী চালাবে জলে ॥১৪৩
রাম বলেন—তোর এ ব্যাপারে, রাখ্‌ব না—পাঠাব পারে,
পারের কার্য্য কর্‌তে হবেনা ফিরে।
নাবিক বলে—তোমার মানস,
বুঝেছি আমার নৌকা মানুষ,
ক'রে দিবে, পার করিব কেমন ক'রে ॥ ১৪৪
হেসে রাম বলেন—ভূলোকে,
রাখ্‌ব না—পাঠাব গোলোকে,
নাবিক বলে, কাযে কাযেই হবে।

দিবে নৌকাখানির দফা সেরে, খেতে না পেয়ে সংসারে,
যাব চলে—যেখানে তুই চক্ষু যাবে ॥ ১৪৫
ছেলেপিলে পাবে কষ্ট, কেমনে চক্ষে কর্‌বো দৃষ্ট,
রাম কন,—সব কষ্ট যাবে তোর দূরে।
নাবিক বলে, তা হতে পারে,
না খেলে কদিন বাঁচ্‌তে পারে,
অনাহারে সকলে যাবে ম'রে ॥ ১৪৬
রাম কন—তোদের পাঠাব স্বর্গে,
নাবিক বলে,—যাব না স্বর্গে,
যে উপসর্গে পড়েছি—বাঁচে না প্রাণ।
আমি স্বর্গে যেতে পার্‌বো নাই,
পার করিতে পারিব নাই,
চরণে তোমার ভিক্ষা চাই, নৌকাখানি কর দান ॥ ১৪৭
শুনে কন—নীলাম্বুজ, সকলে হবি চতুর্ভুজ,
নাবিক বলে—তোমার কথায় সব।
তোমার বাপ মা তো আছে ঘরে,
গিয়ে স্বর্গে পাঠাও তা'দিগেরে,
চার হাত কেন পাঁচ হাত করে, দাও না তাদের সব ॥ ১৪৮
তখন নাবিকের কথা শুনি রোষি, বলেন বিশ্বামিত্র ঋষি,
এখনি করিব ভস্মরাশি, নৈলে পার কর্‌।

তোর্ ভাগ্যে কি এ সব হয়, ভিখারীর হয় কি হস্তী হয়,
সুধা-ভাণ্ড ত্যজে বেটা! ধরিবি বিষধর ॥ ১৪৯
দেখে কোপ বিশ্বামিত্রের, নাবিকের যুগল নেত্রের,—
বারি দেখে সরোজনেত্রের, দয়া হয় অন্তরে।
ভবে যাঁর পদ তরণী, বলেন আন তরণী,
ভয়ে নাবিক আনি তরণী, কহিছে কাতরে ॥ ১৫০
মুনি! কর তরীতে আরোহণ, সঙ্গে লয়ে গৌরবরণ,
উনি কিন্তু ঐখানে র'ন্, শুনি ঋষি কন,—ধীবর!
ওঁর চরণের দোষ কিছুই নয়, ধূলাতেই মানবী হয়,
বসায়ে তরীতে জগন্ময়, চরণ ধৌত কর ॥ ১৫১
ছিল নাবিকের পুণ্যসূত্র, বিশ্বামিত্র হ'লেন মিত্র,
সদা সাধেন যাঁয় ত্রিনেত্র, তাঁয় নাবিক বসায় তরীতে।
রাখে বাম হস্তে যুগল-পদ, বিধি আদি ভাবেন যে পদ,
নাবিক সেই মোক্ষ-পদ, অনাসে করে করেতে ॥ ১৫২
মরি মরি কিবা পুণ্য, করেছিল নাবিক ধন্য,
ধন্য ধরায় ধীবরের পুণ্যফল!
হেরে কন বিশ্বামিত্র মুনি,
নাবিক! করে পেলি অতুল্য মণি,
যাতে আছে চতুর্ব্বর্গ ফল ॥ ১৫৩

সুরট্—একতালা।

ধন্য ধন্য নাবিক হে! তুমি আজ ভূতলে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করেছিলে॥
পেয়েছ ছেড় না পদ রে, বাঁধো জোরে হৃদ্‌কমলে।
রামকে পার ক'রে দে,
অনায়াসে পার হবি ভব-সিন্ধুজলে॥
ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, আশ্রিত যে পদকমলে,—
যে পদ যোগে মহাকাল, জপেন চিরকাল,
তুই পেলি সে পদ অবহেলে॥ (ঢ)

—

নাবিক, পরশ মাত্র পদকমল, মন হ'লো নির্ম্মল,
বলে ওহে নীলকমল! কি পদ আমি ধরি!।
যে পদ দিলে মোর করে, এ পদ বিধি ব্যাখ্যা করে,
শঙ্কর সেবা করে, যে পদ পান না হরি!॥ ১৫৪
ধরিয়ে তোমার পদ, তুচ্ছ হ'লো ব্রহ্ম-পদ,
বিপদের বিপদ, তোমার এই পদ দুখানি।
যদি কৃপা করি দিলে পদ, দিওনা যেন সম্পদ,
বাঞ্ছা নাই মোর অন্য পদ, ওহে চিন্তামণি!॥ ১৫৫
আমার মন বেড়ায় কু-রীতে, হবে পার করিতে,
তবে পার করিতে পারি আজ তোমারে।

শুনে কন ভবের স্বামী, স্বীকার করিলাম আমি,
অনায়াসে পার হবে তুমি, এ ভব-সংসারে॥ ১৫৬
শুনে নাবিক রাম-লক্ষ্মণে তরীতে, ল'য়ে যান্ ত্বরিতে,
পার হব ব'লে ত্বরিতে, দিলে তুলে পারে।
রাম নাবিকে হয়ে সুপ্রসন্ন, কাষ্ঠতরী করি স্বর্ণ,
উঠিলেন নীরজবর্ণ, ভাগীরথী-তীরে॥ ১৫৭
তরী কাষ্ঠ ছিল হয়ে স্বর্ণ, জলমধ্যে হ'লো মগ্ন,
নাবিক বলে একি বিঘ্ন, ওহে বিঘ্নহারি!
শুনে রাম বলেন তোর যা বাসনা,কাষ্ঠ ঘুচে হৈল সোণা,
কষ্ট জন্য উপাসনা, কর্‌তে হবে না কা'রি॥ ১৫৮
শুনে নাবিক ঘোর বিপদ, আমি চাইনে সম্পদ,
করে পেয়েছি যে সম্পদ, ও সম্পদ বিফল।
ভুগিতে হবে পদে পদে, কায নাই আমার সম্পদে,
পাছে বঞ্চিত হই পদে, যে পদে চারি ফল॥ ১৫৯

* *

মিথিলার জনক-রাজ-সভায় বিশ্বামিত্র,—শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রূপ-লাবণ্যে সকলেই মোহিত।

দিয়ে তুষ্ট হ'য়ে নাবিকে বর, সুমিত্রে-সুত রঘুবর,
বিশ্বামিত্র মুনিবর, উত্তরিলা মিথিলায়।

উপনীত রামচন্দ্র, রূপ জিনি কোটী চন্দ্র,
সভামধ্যে রামচন্দ্র, শোভা—তারা মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় ॥
চন্দ্র হেরে লজ্জা পায়, চন্দ্র,—রামচন্দ্র-পায়,
আছে প'ড়ে নখরে শত শত। ১৬১
হ'লো রূপ হেরে সব মোহিতে, করি দৃষ্টি মহীতে,
পরস্পর কহিতে, লাগিলেন সভায়।
জনক করেন সম্ভাষণ, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে আসন,
লয়ে রাম-লক্ষ্মণে উপবেশন, করেন ঋষি তথায় ॥ ১৬২
হইল আশ্চর্য্য শোভা, রাজসূয়-তুল্য সভা,
দেখে রামের রূপের আভা, শঙ্কা অনেকের।
কেহ বলে ভাই! মিথ্যা আসা, ত্যাগ কর মনের আশা,
ওদের হলো সিদ্ধ আসা, যে আশা জনকের ॥ ১৬৩
হবে না আর ধনু ভাঙ্গা, আমাদের ভাই! কপাল ভাঙ্গা
ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গিলে আজ দুই জনে।
তদন্তর কন গৌতম-সুত, এসেছেন যত রাজসুত,
ধনু লয়ে আসুক্ আশু ত মল্লগণে ॥ ১৬৪
অনুমতি পেয়ে রাজার, গিয়ে মল্ল দশ হাজার,
ধনু আনি সকল রাজার, সম্মুখে রাখিল।
দেখে কোদণ্ড রাজা সকল, মনোমধ্যে হ'য়ে বিকল,
বলে বিবাহ না দিবার কল, রাজা করেছেন ভাল ॥ ১৬৫

এমন পণ কেউ দেখেছ মজার,
যেটা আন্‌লে মল্ল দশ হাজার,
ভাঙ্গে সাধ্য কোন্ রাজার, শক্তি আছে ভারতে ?
ভাঙ্গার কথা থাকুক দূরে,করে ক'রে কেউ তুলিতে পারে,
এমন বিয়ে পূর্ব্বাপরে, কে পারে করিতে ? ১৬৬
তখন পরস্পর কাণে কাণে, কহিছে কথা—শুনে কাণে,—
শতানন্দ থাকি সেইখানে, বসিয়ে সভাতে।
বলে, ধনু দেখে তনু লুকিয়ে, ব'সে আছে বদন বেঁকিয়ে,
এসেছ বর সেজে ঘর ত্যজে,
এ পণ শুনিয়ে কাণেতে ১৬৭

খাম্বাজ—একতালা।

কে আছ হে ধনুর্দ্ধর।
ধরায় যত দণ্ডধর, কে এমন বল্ ধর,
আসি ত্বরায় ধনু ধর ধর॥
দিগম্বর তায় দিয়েছেন বর,
যে ভাঙ্গিবে ধনু সেই হবে বর,
সুসজ্জা ক'রে কলেবর,
এলে বর সেজে সব নরবর!

কে আছে বীর এই ভূতলে,
আজ হরের ধনু করে তুলে,—
ভঞ্জন করে অবহেলে,
সীতার পাণি গ্রহণ কর॥

বিরাট হরধনু দেখিয়া, সমাগত নরপতিগণের দুর্ভাবনা।

আবার হেসে কন শতানন্দ, এসেছ হয়ে ভারি আনন্দ,
ধনু দেখে নিরানন্দ, একবারে সকলে।
শুন হে সব ধনুর্দ্ধারি! এই ধনু বামহস্তে ধরি,
তুলিয়ে সীতাসুন্দরী, রাখিতেন বাল্যকালে॥ ১৬৮
শুনে হেসে কন সব নরবর, এ অসম্ভব মুনিবর!
দেখে আমাদের কলেবর, শুকায়ে গিয়েছে!
যারে আনে মল্ল দশহাজার, এমন সাধ্য কোন্ রাজার,
অসাধ্য সাধ্য হবে যার, যাবে ধনুকের কাছে॥ ১৬৯
যারে রাবণ দে'খে বিমুখে, পলায়ে গেল অধোমুখে,
আমরা আজ গিয়ে মুখে, মাখিব চুণকালি।
যে চৌদ্দভুবন করে জয়, এমন রাবণ দিগ্বিজয়,
তিনি মেনেছেন পরাজয়, যার প্রহরী জয়কালী॥ ১৭০
এ বিবাহ নয়,—ভাগাবার কথা,এমন পণ কে করে কোথা,
দেখি নাই শুনি এ অসাধ্য।

শতানন্দ কন ভূতলে, স্থান-ভ্রষ্ট ক'রে তুলে,
রাখিলেও হয় পণ সিদ্ধ ॥ ১৭১
আর যদি থাক কেহ রাজার ছেলে,
না পার ভাঙ্গিতে—তুলে ছিলে,
দিলেও, তাকে দিলেও দেওয়া যায় সীতে।
শুনে হেসে বলে সব রাজপুত্র, এইবারে গৌতমপুত্র,
বল্‌বেন মাত্র অগ্রে ধনু যে পার ধরিতে ॥ ১৭২
কিন্তু আছে এইরূপ কালে কালে,
সিংহ হ'তে চায় শৃগালে,
চাঁদকে বামন ইচ্ছা করে ধরে।
গাধা ডাকিবেন কোকিলের রবে,
বানরের ইচ্ছা দেবরাজ হবে,
ময়ূরের নৃত্য দেখে নাচে ছাতারে ॥ ১৭৩
ভেকের ইচ্ছা ধরে আনি, ভুজঙ্গের মাথার মণি,
চড়ুইয়ের মন হয় হব খগপতি।
দরিদ্র যেমন্ মনে করে, অমূল্য রত্ন পাব করে,
জোনাক যায় চন্দ্রের ঢাকিতে জ্যোতিঃ ॥ ১৭৪
এই প্রকার সব রাজশিশু, বুদ্ধি যেন বনপশু,
পশ্চাৎ হ'তে যায় আশু, ধনুর নিকটে।

পরস্পর হুড়াহুড়ি, সভায় করে জড়াজড়ি,
শতানন্দ ক্রোধ করি, গে ধনুকে উঠে ॥ ১৭৫
দেখিলাম শত শত রাজসুত, যার যেমন বীরত্ব,
নির্ব্বীর উর্ব্বীর তলে।
উঠে ক্রোধে লক্ষ্মণ কন কথা,
ব'লো না মুনি! এমন কথা,
বীর-শূন্য আছে কোথা, থাক্‌তে রঘুবীর মহীতলে ॥ ১৭৬
শুনে হেসে সভাশুদ্ধ বলে, থাম্ রে থাম্ জেঠা ছেলে,
তোমরা দিবে ধনুকে ছিলে, শুনি মরি লজ্জায়।
ব'সেছিলি থাক্‌গে ব'সে, দেখে শুনে গিয়েছি ব'সে,
কাজ নাই আর এত রসে, যায় রাবণ পরাজয় ॥ ১৭৭
শুনে লক্ষ্মণ ক্রোধে বলে, বল আছে যার সেইত বলে,
অমন রাজার মাকে ভান বলে, ঘরে ব'সে অনেকে।
এলি ক'রে বেঁড়ে জাঁক, ধনুক দেখে সকলে ফাঁক,
কুঁদের মুখে থাকে না বাঁক, দেখ্‌বে সকল লোকে ॥ ১৭৮
থাক্‌লে বিদ্যা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, দূর্ বেটারা গণ্ডমূর্খ,
কথাগুলি শুনিতে রূক্ষ, যেন সব রজকের বিশ্বকর্ম্মা।
পরিচয় দিস্ রাজার বংশ,
বেটাদের ক-অক্ষর যেন গোমাংস,
বিদ্যার মধ্যে অন্ন ধ্বংস, সকলে অকর্ম্মা ॥ ১৭৯

আরার হাসি দেখ সব পোড়ার মুখে,
ফিরে যাবি কোন্ মুখে,
কালিচূণ তোদের দিয়ে মুখে, ধনু ভাঙ্গিবেন রাম !
এখন শুনে কথা হয় না লাজ,
তোদের নাড়ী কাটিতে কেটেছেন ল্যাজ,
কোন্ মুখে এলি রাজ-সমাজ, রাম রাম রাম ॥ ১৮০
শ্রবণ করহ পরে, সীতা অট্টালিকা-পরে,
সখী-সঙ্গে আছেন কৌশলে !
সভামধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ, সখীরে ক'রে নিরীক্ষণ,
আনন্দে সব জানকীরে বলে ॥ ১৮১
যেমন তোমার সোণার বরণ, তেম্‌নি পেলে গৌর বরণ,
যেন চন্দ্র উদয় হয়েছে সভাতে !
শুনে সীতা কন, বলো না সখি !
ঐ গৌর বরণকে আমি দেখি,
সন্তানতুল্য জন্মেছে গর্ভেতে ॥ ১৮২

আলিয়া-বিভাস—একতালা।

সখি ! ও নয় আমার পতি, গর্ভেতে উৎপত্তি,
হেরি ওরে যেন, হেন জ্ঞান হয়।

সেই হরের মন হরে, সখি রে! দেখ্‌লে মন হরে,
অপরূপ-রূপ রূপ বিশ্বময়॥
দিবাপতি সুরপতি নিশাপতি,—
পশুপতির পতি সেই সীতাপতি, নাই আর অন্য মতি,—
বিনা সে চরণ, সব অকারণ,
কৃপা করি গোলোক-পতি দিবেন পদাশ্রয়॥ (ত)

———

শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ।

হেথা সীতারে কাতর দেখে একান্ত, অনন্ত ভুবনের কান্ত,
অন্তর্যামী জানিয়ে বিবরণ।
ভঞ্জনার্থে হর-ধনু, উঠিয়ে নীল-কমল-তনু,
বামহস্তে করিলেন ধারণ॥ ১৮৩
শিশু যেন তৃণ তুলে, তেমনি রাম ধনু তুলে,
অবহেলে সকলেতে দেখি।
বলে সব কিমাশ্চর্য্য, ধন্য ধন্য ধন্য বীর্য্য,
এমন আর না শুনি না দেখি!॥ ১৮৪
চমৎকার মনে গণে, হেথা তেত্রিশকোটী দেবগণে,
সবাহনে আসি গগনে, থাকেন অন্তরীক্ষে।
হেথা শুন জানকীর, দেখে রূপ কমলাখিঁর,
করে ধ'রে সব সখীর, দেখান পদ্মচক্ষে॥ ১৮৫

হেথায় ভুবন-জন-জনক, শুক-আদির সুখজনক,
ধনুর্ধারণ করেছেন জনক, দেখিয়ে আনন্দ !
লক্ষ্মণে কন নীলবরণ, কর ভাই ! ধরা ধারণ,
জানত বিশেষ বিবরণ, ঘটে পাছে বিবন্ধ ॥ ১৮৬

অম্নি পেয়ে শ্রীপতির অনুমতি, লক্ষ্মণ ধরেন বসুমতী,
হেরে রাম সুস্থমতি, ধনুতে দেন গুণ।
হেরে সীতার মনে সুখ অনন্ত,
হেথা পাতালে কাঁপে অনন্ত,
ভাঙ্গেন ধনু যার অনন্ত গুণ ॥ ১৮৭

ধনু ভাঙ্গ্‌তে করে মিড় মিড়, রাখ হে রাখহে মৃড়।
পরিত্রাহি শুনে মৃড়, নাড়িছেন মাথা।
দেখে হেসে কন পার্ব্বতী, অকস্মাৎ পশুপতি,
ব'সে ব'সে নাড়িছ কেন মাথা ॥ ১৮৮

শিবা কন করি যোড়পাণি, কিছু নয় কন শূলপাণি,
সিদ্ধির ঝোঁকে মাথা ন'ড়ে উঠিছে।
কাতর দেখে সর্ব্বমঙ্গলায়, শিব কন মিথিলায়,
ছিল ধনুক জনকালয়, সেই আমায় ডাকিছে ॥ ১৮৯

গুরু আমার ভাঙ্গ্‌ছেন ধনু, ধনু ডাকে তাই পুন পুন,
মাথা নেড়ে তাই বলিলাম, ধনু ! আমার কর্ম্ম নয়।

হয়েছেন রাম অবতার, নাহি তোর নিস্তার,
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতার, বিবাহ আজ হয়॥ ১৯০
হেথা ধনু ভাঙ্গেন ত্রিলোকের সার, স্তব্ধ হয় ত্রিসংসার,
রাজগণ আপনাকে অসার, ভাবে মনে মনে।
দেখে স্তব্ধ যত মহীপাল, কাঁপিতেছে দিক্‌পাল,
ভাঙ্গিয়া ধনু ফেলেন, ধরাসনে॥ ১৯১
দেখি সীতে উল্লসিতে, আনন্দিত যত ঋষিতে,
দেবগণ হরষিতে, জয়ধ্বনি করে।
আনন্দ-মন অনেকের, কি আনন্দ জনকের,
ত্রিভুবন-জনকের, ধন্যবাদ করে॥ ১৯২
উঠি জনক ভূপতি, কোলে লয়ে রঘুপতি,
বলে আমার সীতাপতি, তুমি হ'লে অদ্য।
ভেবেছিলাম হবে বিফল, ছিল কিঞ্চিৎ পুণ্যফল,
করলে রাম জনম সফল, আমার পণ হ'লো সিদ্ধ॥ ১৯৩
কর বাছা! সীতা-বিবাহ, রাম কন—অদ্য বিবাহ,—
নির্ব্বাহ হয় বল কেমনে।
বিবাহ করা কেমন কথা, পিতা মাতা রইলেন কোথা,
লোকে যেমন বলে কথা, বিয়ে হোগ্‌লা-বনে॥ ১৯৪
শুনে হেসে কন জনক, এ বড় সুখজনক,
আছে ভবে তোমার জনক, বিশ্বাস নয় এ কথা।

যদি আছেন তাঁরা কোন দেশে, দূত গিয়ে দেশ-বিদেশে,
কত জন আছেন কোন্ দেশে, বল কোথা কোথা ॥ ১৯৫
হেসে কন নিরঞ্জন, আমাদের পিতা এক জন,
আপনার পিতা ছিলেন ক'জন, এখন ক'জন আছে।
আপনার পিতার করিতে ঠিক, চিত্রগুপ্ত হয় বেঠিক,
বলুন-দেখি ক'রে ধিক্, সভাজনের কাছে ॥ ১৯৬
এ প্রকার শুনে রহস্য, সভাশুদ্ধ করে হাস্য,
কেও রাম-রূপ করি দৃশ্য, করে সফল নয়নে।
ত্রিভুবনে উৎসব, শত্রুপক্ষ যেন শব,
ধন্যবাদ দে জনকে সব, কহিলেন মুনিগণে ॥ ১৯৭

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা পুণ্যধর হে তুমি, ধন্য এ মহীমণ্ডলে।
গোলোক শূন্য ক'রে আছেন,
ত্রিলোক-মান্যে কন্যে ছলে ॥
জামাতা পেলে হে, যাঁরে যোগী করে আরাধন—
মহাযোগী জ্ঞান-নেত্র মুদে হৃদে দেখেন যে ধন,
পদ্মযোনি বাধ্য আছেন যে পদ-কমলে ॥ (থ)

দশরথের নিকট জনকের দূত-প্রেরণ।

মুনি-বাণী শুনি জনক, হয়ে অতি সুখজনক,
কন রাম যে আমার জগৎজনক, সেটা জানি ভাল।
পরমব্রহ্ম নির্ব্বিকার, ভিন্ন ধনু সাধ্য কার,
ভঙ্গ করিতে অন্য কার, সাধ্য হয় বল ॥ ১৯৮

দশরথ ধন্য ধন্য, ধরায় প্রকাশ কত পুণ্য,
বৈকুণ্ঠ করি শূন্য অবতীর্ণ তার ঘরে।
তখন ক'রে শুভলগ্নপত্র, পাঠান দূত লিখে পত্র,
সমিভ্যারে দুই পুত্র, লইয়ে সত্বরে! ১৯৯

আসি আমার মনোরথ, পূর্ণ করুন্ দশরথ,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত, আর শত্রুঘনে।
দিয়ে কন্যে হব পার, দুই ভেয়ে রবেনা অপার,
ভবে ব্যাপার করিব দুইজনে ॥ ২০০

অম্নি লয়ে পত্র দূত ধায়, সত্বরেতে অযোধ্যায়,
হেথা বিরহে অযোধ্যায়, ক্ষুণ্নমনে সকলে।
গেল দূত পত্র লয়ে করে, দিল দশরথের করে,
সকলে জিজ্ঞাসা করে কোথা হ'তে এলে? ২০১

শুনি করি ধন্যবাদ, শ্রীরামের সুসংবাদ,
শুনি রাজা আশীর্ব্বাদ দূতেরে করিল।

শুনে শুভ লগ্নপত্র, আনন্দে খুলিয়ে পত্র,
বশিষ্ঠের করে পত্র, দশরথ দিল ॥ ২০২

দশরথ—প্রভৃতির মিথিলায় আগমন।

জগতে যাঁর গুণবিশিষ্ট, পত্র পড়েন সেই বশিষ্ঠ,
বিবরণ শুনে হৃষ্ট,—চিত্ত হয়ে অমনি।
বলেন কর উদ্যোগ মুনিবর, হয়ে প্রফুল্ল-কলেবর,
চলিলেন নৃপবর, যথা সকল রাণী ॥ ২০৩
শুনি শুভ সমাচার, যেমন যেমন কুলাচার,
করে সব মঙ্গলাচার, যা আছে পূর্ব্বাপরে।
তখন শত্রুঘ্ন ভরত, সঙ্গে লয়ে দশরথ,
আরোহণ করে রথ, হরিষ অন্তরে ॥ ২০৪
উঠেন রথে বশিষ্ঠ, আর অনেক বিশিষ্ট,
মনের পূরাতে ইষ্ট, লয়ে সমিভ্যারে।
ত্বরায় শ্রীরাম জনক, উপনীত যথা জনক,
হয়ে অতি সুখজনক, সভার ভিতরে ॥ ২০৫
করেন পরস্পর সম্ভাষণ, নানা বাক্যে পরিতোষণ,
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে আসন, সকলকে জনক রাজা।
যিনি যেমন উপযুক্ত, তেমনি তাঁরে উপযুক্ত,
বাসা দেন করিয়ে যুক্ত, এসেছেন যত রাজা ॥ ২০৬

ক'রে সিধে সামগ্রী আয়োজন, দেন পাঠায়ে বহুজন,
যে দ্রব্য যার প্রয়োজন, সকলের বাসায়।
দেখে সক্রোধে বশিষ্ঠ বলে, এ সিধে দিয়েছে কি ব'লে,
ভয়ে কেঁপে দূত বলে, কেন মহাশয়! ২০৭
বশিষ্ঠ বলে, নে-যা বেটা! কি হবে আর চাল ক'টা,
খেঁশারীর দাল গোটা গোটা, মাল্‌সাটাও যে ফুটো।
দাঁড়া বেটা! জনককে চিনি, কণামাত্র দিয়েছেন চিনি,
কোন্ বেটা সিধে বাচ্‌নি, করে দিয়েছে উঠো॥ ২০৮

কেবল ধনুক-ভাঙ্গা করেছেন পণ,
যার জেতের হয় না নিরূপণ,
হয়েছে বেটার স্বপন, লক্ষ টাকা দেখে।

রাগে কাঁপে কলেবর, সত্বরেতে মুনিবর,
যথা দশরথ নৃপবর, কহিছেন কোপে ডেকে॥ ২০৯

সুরট—ঝাঁপতাল।

দিয়ে আজ রামের বিয়ে, রাজা রাখ্‌বে কলঙ্ক কুলে।
নাইকো দোষ সূর্য্যবংশে, ছিদ্রাংশে কোন কালে॥
জানকীর জন্মের কথা, শুনে ধরেছে মাথা,
দেখেছ বল কোথা,—
কার কন্যা উঠে লাঙ্গলের ফালে॥ (দ)

হেথা সিধে লয়ে ফিরে যায়, সংবাদ দেয় জনক রাজায়,
মহারাজ ! মরি লজ্জায়, মুনির কথা শুনে ।
বল্‌লেন কত জায় বেজায়, বিবাহ নিষেধ দশরথ রাজায়,
করিলেন সেখানে ॥ ২১০

বলে, তোমার কুল অকলঙ্ক, চন্দ্রকুলে আছে কলঙ্ক,
তুমি আজ সে কলঙ্ক, প'রে যাবে তুলে ।
শুনি রাজা নিরানন্দ, বলেন মুনি ! কেন বিবন্ধ,
ঘটনা শুনে শতানন্দ, ক্রোধভরে বলে ॥ ২১১

চন্দ্রবংশে কলঙ্ক খোঁটা, দিয়েছেন বুড়ো মুনি বেটা,
সূর্য্যবংশ আঁটাসাঁটা, কুল্‌ত কেমন আছে ।
শুনে আমাদের মাথা হেঁট, সূর্য্যবংশে পুরুষের পেট,
আবার ভগীরথের জন্মের কথা, কব কার কাছে ॥ ২১২

জানি সব সবিশেষ, কেন মরে হাসায়ে দেশ,
রাষ্ট্র আছে দেশ-বিদেশ, শুনে রাজা কন সে উদ্দেশ,
কাজ কি আমার শুনি ।
কি হবে ক'য়ে নানা কথা, এখন উত্থাপন যে কথা,
মুনি কন সে কথা ঘুচিবে এখনি ॥ ২১৩

এখনকার যজমেনে বামুনের রীত,
পেলে থুলেই বড় প্রীত,
হয়ে বসেন্‌ এমন সুহৃদ্‌, এক-মরণে মরেছে ।

বলে, এ আমার বড় যজমান,এ হ'তে কি পান জজ মান,
সুপ্রিমকোর্টের জজ মান, পান্ না এর্ কাছে ॥ ২১৪
শুনেন যদি দুর্গোৎসব, মনে হয় ভারি উৎসব,
ভার ভার আনেন সব, সামগ্রী বাঁধিয়ে।
জ্ঞান নাই শুচি অশুচি, ধন্য ধন্য ধন্য রুচি,
দৈ-মাখান পাতের লুচি,
নিয়ে দেন ব্রাহ্মণীকে গিয়ে ॥ ২১৫
ঘৃণা হয় না একটুক,
ওদের বাড়ীর মাগীগুলো ভাই ! এমন পেটুক,
তাদের্ ইচ্ছা যুটুক পটুক, পাকা ফলার।
মাগিদের ছেলে থাকে সম্মুখে,
পাছু ফিরে লুচি তুলে মুখে,
আড়ে গেলে পোড়ার মুখে, শব্দ হয় না গলার ॥ ২১৬
যদি ছেলেটা দেখ্‌তে পেলে, লুকিয়ে রাখে পাতের তলে,
বলে, দূর হ পোড়াকপালে! ছেলে একা ফেলে গেল জা।
বলে, তোর বাপ এনেছে লুচি আছে তোলা,
খাইও এখন সন্ধ্যাবেলা,
নাওগে একটা পাকা কলা, আছে মজা মজা ॥ ২১৭
এই কথা ব'লে জনক রাজায়, শতানন্দ ভাণ্ডারে যায়,
মনে ইচ্ছা যা যায়, উত্তম সামগ্রী।

খাদ্য দ্রব্য ভার ভার, ঘুচাতে মুনির মনোভার,
করিবারে ব্যবহার, পট্টবস্ত্র অলঙ্কার,
দিয়ে পাঠান শীঘ্রী ॥ ২১৮
গে দূত কন,—মহাশয়! যেমন যোগ্য,
এ নয় আপনার সমযোগ্য,
জনক মহারাজ যোগ্য, হয় কি তোমার।
শুন্‌লেম কথাটা অমঙ্গল, বিবাহের ক'রেছেন গোল,
বশিষ্ঠ কন কোন্ বেটা গোল, করে সাধ্য কার ॥ ২১৯
মুনি সিধে পেয়ে হয়ে সুস্থির, ক'রে দিলেন লগ্ন স্থির,
এ কর্ম্মে হলে অস্থির, কেমন ক'রে হবে।
হ'তে পারে কি এই দণ্ডে, লগ্ন রাত্রি চারি দণ্ডে,
তবে বিবাহ-নির্ব্বাহ হবে ॥ ২২০

* * *

বিবাহ সভায় শ্রীরামচন্দ্রের অপরূপ শোভা।

মুনি কন রাজাকে হ'লো শুভযোগ,
কর বিবাহের উদ্যোগ,
আর কি হয় ভঙ্গ যোগ, সিধেতে সিধে হলো।
অম্‌নি দিবসান্তে হৈল নিশি, সকলে সভায় আসি,
রাজগণ মুনি ঋষি, সভা হয়েছে আলো ॥ ২২১

তখন পূরাতে জনক-মনোরথ, সভায় আনিলেন দশরথ,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ভরত, বসায়ে রত্নাসনে।
হলো কি আশ্চর্য্য শোভা, তুচ্ছ সুর-পুরের সভা,
হয় সকলের মনোলোভা, রামের হেরে নয়নে॥ ২২২

পরজ—একতালা।

সভার শোভা হেরে সবার মন হরে।
দেবরাজ লাজে যায় দূরে॥
বর্ণনে না যায় বর্ণ, জনকের পুরে।
বেষ্টিত সব নৃপমণি, যোগী ঋষি যত মুনি,
ভাসিছেন আনন্দ-সাগরে॥ (ধ)

—–

হেথা শুন সমাচার, দেন রাণী নগরে সমাচার,
করিতে হবে কুলাচার, যে সব আচার আছে।
আছে যেমন স্ত্রী-আচার, শ্রীআচার মনোমধ্যে করি বিচার,
পাঠান সকলের কাছে॥ ২২৩
বাটী হ'তে গিয়ে দাসী, যেখানে যত প্রতিবেশী,
দাসী অমনি সকলে তুষি, বলে—সীতার বিয়ে।
তোমরা চল শীঘ্র সকলেতে, হবে বিয়ে সন্ধ্যে-রেতে,
বর আছে ব'সে সভাতে, দেখ্‌বে চল গিয়ে॥ ২২৪

শুনে পরস্পর করে ডাকাডাকি,
কোথা গেলি আয় লো থাকি,
আমি কি এক্ষণে থাকি,
আমাদের ডাকি ছুঁড়ি গেল কোথা ?।
শামী রামী বিমলী ভগী ! তিল্‌কী গুল্‌কী জয়া যোগী !
নবি ভবি শিবি সবি ! আয় লো তোরা হেথা ॥ ২২৫
পাঁচী পক্কী পদী পরাণী ! হৈমী হর হীরে হারাণী !
মুংলি মান্‌কী মুঞ্জরী মল্লিকে ! আয়।
দিগ্মিদের দই দিনী ! গণ্‌শী সই গৌরমণি !
রত্নী যত্নী ধুনী বদ্‌নী ! পুটী বেণেনী কোথায় ! ॥ ২২৬
আয় লো কোথা গঙ্গাজল ! কামিনী কোথা বল্ বল্,
যামিনী কোথা, যামিনী যে হ'লো।
আয় লো গোলাপ ! আয় লো আতর !
এখনো মাখন ! হয় না তোর ?
এখনো সজ্জা হয় না তোর ?
ও পাড়ার সব গেল ॥ ২২৭
তখন সাজে যত কুলাঙ্গনা, যার যত আছে গহনা,
পতিরে ক'রে প্রবঞ্চনা, যান বিবাহের বাড়ী।
কেহ্ট পরে শান্তিপুরে ধুতি, শিমূলের কোন যুবতী,
কেউ পরেছেন বারাণসী সাড়ী ॥ ২২৮

কেউ পরেছেন জামদানী, কেউ কাল ধুতিখানি,
কালার পাড় মিহিতে খাপ ভাল।
কেউ পরেছে পটাপটী, কেউ জন্ম-এয়স্ত্রী-শাটী,
কোন সুন্দরী নীলাম্বরী, প’রে করেছেন আলো॥ ২২৯
কেউ পরেছেন বুটদারি,
কেরেপ পরেছেন যার আদর-ভারি,
কেউ সুইসের ডালিম বুলের রং।
প’রেছেন কোন কোন নারী,
লালবাগানে লালকিনারী,
যান জনক-রাজার বাড়ী, চলেছেন এক ঢং॥ ২৩০
কেউ প’রে রঙ্গিণ মলমল, চরণে আটগাছা মল,
রূপে করে ঝলমল, মৃদুমন্দ হাসে।
যান সব কুলকামিনী, গমন জিনি গজগামিনী,
যে বাসে রাজকামিনী, দাঁড়ালেন সব এসে॥ ২৩১
হেথায় সভায় সকলে ব’সে, শুভলগ্ন উদয় এসে,
গললগ্নীকৃত বাসে, জনক সকলে কয়।
করুন্ আমায় অনুমতি, সকলেতে শুদ্ধমতি,
কন্যা দান করি সম্প্রতি, যেমন আজ্ঞা হয়॥ ২৩২
দেন সকলে অনুমতি-দান, কর মহারাজ! কন্যা দান,
শুনে দান দেন রাজা দানবারি-বরে।

যার বেদে হয় না সন্ধান, যে প্রকার আছে বিধান,
ক'রে সম্প্রদান জনম সফল করে॥ ২৩৩
যে প্রকার আছে আচার, শ্রী-আচার স্ত্রী-আচার,
করে অন্য পুরে।
তখন ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে, ভ্রমণ করে কন্যেগণে,
জানকীর কর রামের করে দিয়ে স্তব করে॥ ২৩৪

আলিয়া—ঠেকা।

হে কৃপানিধান! গ্রহণ কর দান,
যেমন বিধান আছে এ সংসারে।
ধরায় পুণ্যধর, হ'লাম হে শ্রীধর!
ধর নাথ! আজ ধর হে,—
তোমার কমলার শ্রীকরে, কমলকরে॥
এমন কি ধন আছে তোমায় দান করি,
হরি দিলেন কুবেরের ভাণ্ডার দান ত্রিপুরারি
লক্ষ্মী যার জায়া সদা আজ্ঞাকারী,—
কিঙ্কর হ'য়ে পদে আছে রত্নাকরে॥ (ন)

বাসর ঘরে শ্রীরামচন্দ্র।

নানামতে শ্রীরামে স্তব করেন জনক।
স্তবে তুষ্ট মহাবিষ্ণু জগৎ-জনক ॥ ২৩৫
শুভক্ষণে শুভলগ্নে শ্রীরামের বিবাহ।
কুশণ্ডিকা কার্য্য সকল হইল নির্ব্বাহ ॥ ২৩৬
জয় জয় শব্দ হয় ত্রিলোকেতে ধ্বনি।
রমণী সব করে উৎসব, করে শঙ্খধ্বনি ॥ ২৩৭
ভূলোকে ত্রিলোকের আছে যেমন ধারা।
যায় বাসর ঘরে লয়ে বরে, দিয়ে জলধারা ॥ ২৩৮
যত কুল-কন্যে বর কন্যে, লয়ে সমাদরে।
রাখে পৃথক্ ক'রে পৃথক্ ঘরে চারি সহোদরে ॥ ২৩৯
বাসর-সজ্জা দেখে লজ্জার লজ্জা যায় দূরে।
কি কব তাহার, যেরূপ ব্যবহার করেছে জনক-পুরে ॥ ২৪০
ইন্দ্রালয় মনে কি লয়, কি ছার রাবণ-বাসর।
তুল্য গোলোক করেছে ভূলোক, শ্রীরামের বাসর ॥ ২৪১

সব চতুরা রমণী, গিয়ে অমনি,
চিন্তামণি-পাশে।
বল ওহে রঘুবর। হয়ে ব'স বর,
জানকী ক'রে পাশে ॥ ২৪২

ওহে জানকী-রমণ! যেমন যেমন,
আছে পূর্ব্বাপরে।
কর নাই দৃষ্টি, রয়েছে ষষ্টি,
তায় প্রণাম কর পদোপরে॥ ২৪৩
শুনে কন কমল-আঁখি, বটে বটে সখি!
না দেখি উহারে।
উঠে ভব-ইষ্টি, কৃত্রিম ষষ্ঠী,
চরণে ঠেলে দেন দূরে॥ ২৪৪
হেসে নারী সব, জানকী-কেশব,
দেখে যেন যুগল শশী।
বসিল তারা, যেমন তারা,—
বেষ্টিত মধ্যে শশী॥ ২৪৫
রামে ঠকাব ব'লে, সকলে বলে,
যত কুলকন্যে।
শুনি বিবরণ, বলে নীল-বরণ!
বিবাহ করলে কার কন্যে? ॥ ২৪৫
শুনি স্বামী গোলকের, বলেন জনকের,
কন্যে বিবাহ করি।
সবে নারী বলে রাম! রাম্ রাম্ রাম্,
শুনে যে লাজে মরি॥ ২৪৭

এমন কথা, শুনিনে কোথা,
ভগিনী বিবাহ করে।
বেস তোমার দেশ, নাই দ্বেষাদ্বেষ,
সহোদরী-সহোদরে ॥ ২৪৮
আমাদের দেশে, অন্য দেশে,—
হ'তে আনি পরে।
আমাদের কপালে অগ্নি, পরকে ভগ্নী,—
দিয়ে, দেয় পর ক'রে ॥ ২৪৯
শুনে লাজে অধো-মুখ, করি কমলমুখ,
বলেন কমল-আঁখি।
শুন নাই গোল অনেকের, তোমাদের জনকের,
কন্যে বলেছি সখি! ॥ ২৫০
শুনে সব যুবতী বলে, এখনি ব'লে,
গোল ব'লে দোষ সারবে।
ব'লে ও কথা, গোল ব'লে কোথা,
শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে ॥ ২৫১
দে'খে আমরা কোথা আছি সব, আপনি কেশব,
ঠকলেন বাসর-ঘরে!
আমাদের সরে না বাণী, যাঁর ভার্য্যা বাণী,
তিনি বাণী হারান একেবারে ॥ ২৫২

ঠাকরুণদের গুণের বাণী, আপনি বাণী,
পারেন না বর্ণিতে।
নারী পাঁচ জনাতে, একত্রেতে,
যদি পান বসিতে ॥ ২৫৩
তখন এই প্রকার, নির্ব্বিকার
সঙ্গে সব রমণী।
রসাভাসে, রামকে ভাষে,
যত কুল-কামিনী ॥ ২৫৪
তোমার সঙ্গে, রস-রঙ্গে,
রজনী হ'লো শেষ।
ল'য়ে বামে জানকী, বস কমল-আঁখি।
কেমন দেখি হয় বেশ ॥ ২৫৫
ব'লে কুলবনিতা, জনকদুহিতা,
রামের বামে বসায়ে।
বলে দেখ অপরূপ, মরি কিবা রূপ,
সেজেছে উভয়ে! ॥ ২৫৬

আলিয়া—খৎ।

আহা মরি। কি রূপ হেরি, শ্রীরামের কমলাঙ্গ।
এরূপ হে'রে, যায় যে দূরে, অঙ্গ লুকায়ে অনঙ্গ ॥

সব সতী, হয় বিস্মৃতি, ভুলে পতির প্রসঙ্গ।
বলে, কুল ত্যজিলাম, আজি বিকালাম,
আমরা নিলাম রূপের সঙ্গ॥ (প)

বলে, নিশি হইওনা বিগত, হবে আমাদের জীবন গত,
দিনমণি হ'লে আগত, হারাব রাম-সীতে।
কৃপা করি কিঞ্চিৎ কাল, পোহাইওনা হয়ে কাল,
হ'লে প্রত্যুষ-কাল, ভানু উদয় হবে অবনীতে॥ ২৫৭
যদি বল আমার হয়েছে সময়, হ'ল প্রভাত নাই অসময়,
কিন্তু আমাদের রাম রসময়, যাবেন তোরে দেখে।
একবার হ'য়ে গৃহে প্রবেশ, শ্রীরাম সীতার যুগল বেশ,
দেখে রাখ্‌তে যাবি সুখে॥ ২৫৮
এখন আমাদের শুন নাই বারণ,
যদি একবার নীলকমল-চরণ,
দেখ নয়নে স্মরণ লয়ে থাকিবি।
আমরা তখন বলিব যেতে, দেখ্‌ব কেমন পার যেতে,
যেতে তুই। কখন নাহি পারবি॥ ২৫৯
আবার কোন যুবতী যুগ্মকরে, স্তুতি করে দিবাকরে,
বলে দিননাথ। দয়া ক'রে উদয় হইও না।

গে স্বল্পকাল কর বিশ্রাম, আমরা জন্মের মত জানকী-রাম,
ল'য়ে করি দুঃখ-বিরাম,
তুমি যদি প্রকাশ কর করুণা ॥ ২৬০
তখন এইরূপে সব কয় কাতরে,
যামিনী—প্রভাত হয় সত্বরে,
হেথা দশরথ সাদরে, জনকে কহিছে।
হইল উদয় দিননাথ, সত্বরেতে নরনাথ,
কর বিদায় যেমন বিধান আছে ॥ ২৬১
শুনি জনক সজল-আঁখি, বলে বিদায় দিব বল্‌লে সে কি,
প্রাণ থাক্‌তে কমল-আঁখি, বিদায় করি কেমনে।
দশরথ কন বটে এ কথা, কিন্তু এ ঘর সে ঘর সমান কথা,
ঘর ছেড়ে ঘরে যাবার কথা, দুঃখ ভাব কেন মনে ॥ ২৬২
তখন এইরূপ মিষ্টভাষে, উভয়ে উভয়কে ভাষে,
জনকের বক্ষ ভাসে, নয়ন-সলিলে।
গিয়ে প্রবেশ হ'য়ে অন্তঃপুরে, শত্রুঘ্ন ভরতেরে,
রাম-ব্রহ্ম পরাৎপরে, কন্যাগণ সকলে ॥ ২৬৩
বাহিরে আনিয়ে রাজা, যথা দশরথ মহারাজা,
বিবাহের সামগ্রী যা যা, দিলেন একেবারে।
আনন্দে বিলান ধন, তখন আসি তপোধন,
বলেন সকল সাধন, পূর্ণ আমাদের হ'লো ॥

আশীর্বাদ উভয়েকে ক'রে, রামাদি চারি সহোদরে,
সম্ভাষিয়ে সমাদরে, ঋষিগণ চলিল ॥ ২৬৫
হেথা পুত্রবধূসহ চারি পুত্র, লইয়ে অজের পুত্র,
বশিষ্ঠাদি হয়ে একত্র, অযোধ্যায় গমন।
দশরথপুত্র শ্রীরাম, ধনু ভেঙ্গেছেন অবিরাম,
লোক-মুখে শুনি ভৃগুরাম, সক্রোধে আগমন ॥ ২৬৬

অযোধ্যা-পথে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পরশুরামের সাক্ষাৎকার
এবং পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

ভৈরবী—একতালা।

এ কথা শ্রবণে ক্রোধিত-অন্তরে।
চলেন ভৃগুরাম, রাম ধরিবারে,—
কম্পিতা হ'লো ধরণী চরণভরে ॥
না মানে বারণ, যেন মত্তবারণ, শমনসম কোদণ্ড করে।
বলেন নিঃক্ষত্রি করেছি কত শতবার, বার বার এইবার,
দেখি কত বল ধরে, হরধনু ভঙ্গ করে,
আজ নিতান্ত কৃতান্ত-পুরে পাঠাব তারে ॥ (ফ)

তখন ক্রোধ-ভরে পরশুরাম, আসিছেন অবিরাম,
যথা শ্রীরাম দশরথ-পুত্র।

কোপে বলেন তিষ্ঠ তিষ্ঠ, পূরণ করি মনোভীষ্ট,
জান না আমায় পাপিষ্ঠ ! গমন করিছ কুত্র ॥ ২৬৭
বিবাহ ক'রে সমাদরে, চ'লেছ চারি সহোদরে,
এখনি শমন-দ্বারে, পাঠাব নিশ্চয় ।
কোথা লুকাল দশরথ, বেটা বেটায় লয়ে চড়ে রথ,
এঁস পূরাই মনোরথ হয় না প্রাণে ভয় ! ॥ ২৬৮
বেটার এখন কি সে কথা মনে পড়ে,
আমার ধনু লয়ে মাথায় টাক পড়ে,
মর্‌তো ভৃত্য হয়ে ফির্‌ত সঙ্গে সঙ্গে !
মনে নাই বুঝি সে সব দিন,
বেটা পেয়ে বেটা ! পেয়েছিস্‌ দিন,
বাঁচিস্‌ যদি আজিকার দিন, গৃহে যাস্‌ রঙ্গে ॥ ২৬৯
বেটার কিছু শঙ্কা নাই গাত্রে, কত বুদ্ধি কব অজ্ঞের পুত্রে,
ডে'কেছে আজ রবির পুত্রে, যা পুত্রগণ—সহিতে ।
যেদিন তোর বেটা হরের ধনু ভাঙ্গে,
সেদিন গেছে তোর কপাল ভেঙ্গে,
ক'রে বিবাহ জনক দুহিতে ॥ ২৭০
আমি আছি ভারত-মধ্যে রাম,
•বেটার নাম রেখেছিস্‌ শ্রীরাম,
এখনি যাত্রা শমনধাম, আজ এই রামের করে ।

শুনে দশরথের নয়ন ভাসে, ভাষে কত মিনতি ভাষে,
সম্ভাষে ভৃগুরামে যুগ্মকরে ॥ ২৭১
তখন না শুনে স্তব দশরথের, কোপে গিয়ে রামের রথের
সম্মুখে দাঁড়ায়ে পরশুরাম।
না জানে রামে দর্পহারী, গিয়ে আপনি দর্পহারী,
হইতে বলেন শোন রাম! ॥ ২৭২
দেখি কত ধরিস্ বল, বল্ রে রাম! বল্ বল্,
ধনু ভেঙ্গেছ হ'য়ে প্রবল, জনকের ভবনে।
শুনে কন চিন্তামণি, ধনুর্ব্বাণের কি জান তুমি,
তপস্যা কর সঙ্গে ঋষি মুনি, ব'সে তপোবনে ॥ ২৭৩
শুনে কোপ বাড়িল দ্বিগুণ, জামদগ্ন্য সম-আগুন,
হ'য়ে কন—আমার ধনুতে গুণ দে রে পাপিষ্ঠ!
যদি পারিস্ দিতে গুণ, তবেই ধরায় ধরিস্ গুণ,
তবে জানিলাম রামের গুণ, নৈলে এখনি করিব নষ্ট ॥
ব'লে রাম দেন ধনু রামের করে, লন শ্রীরাম বামকরে,
ধনু সহিতে রাম করে, রামের বল হরণ।
যাঁর ত্রিলোক-বিখ্যাত গুণ, চরণেতে তিন গুণ,
অবহেলে ধনুতে গুণ, দেন নীলবরণ ॥ ২৭৫
করি হাস্য আস্যে গোলোকেশ্বর, যোজনা করিলেন শর,
নৈলে কি বিশ্বেশ্বর, গুরু ব'লে মানে।

ভৃগুরাম অসম্ভব দৃষ্টে হে'রে, দৃষ্টমুদে দেখে অন্তরে,
গোলোকপুরী শূন্য ক'রে বসিয়ে বিমানে ॥ ২৭৬

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

একি ভবে অসম্ভব, হে ভবধব ! হেরিলাম রথাসনে
হরি ! আমি জ্ঞান-শূন্য, করি গোলোক শূন্য,
আসি অবতীর্ণ, হ'লে ধরাসনে ॥
আমি মূঢ়মতি, নাই সাধন-সঙ্গতি,
কর যদি গতি অগতির গতি !
কে হরে দুর্গতি, ও চরণে মতি, মনের নাই হে,—
তারো দিয়ে ভক্তি-গতি ভব-বন্ধনে ॥ (ব)

———

পরে স্তুতি করেন ভৃগুরাম, তুমি পূর্ণব্রহ্ম রাম,
আমি রাম অবিরাম, আশ্রিত শ্রীপদে।
ব্যক্ত গুণ পরস্পর, চরাচর তোমার চর,
হ'য়ে অগোচর দূষি পদে পদে ॥ ২৭৭
যদি রাখ রাম ! কৃপা করি, মম মন-মত্তকরী,
রাখ রাখ স্নেহে বন্ধন করি, নিজ গুণে গুণে।
শুন হে ভব-সম্ভব ! নাই মোর ভবসম্ভব,
পাব কি পদ অসম্ভব, মরি সে দিন গুণে গুণে ॥ ২৭৮

করি ভ্রমণ লয়ে কুজনে, না ভজিলাম পদ বিজনে,
সদা ছয় দুর্জ্জনে, না ভাবিয়া পর পরকাল।
মিছে এলাম মিছে গেলাম, কমল-চরণ না ভজিলাম,
সঙ্গ-দোষেতে মজিলাম, জড়ায়ে জঞ্জাল-জাল ॥ ২৭৯
তুমি সৃজন-পালন-লয়কারী, বিধি আদি আজ্ঞাকারী,
ত্রিলোকের সাহায্যকারী, এলে গোলোকপুরী পরিহরি,
হরিতে ভূভার-ভার।
যার ভবে জ্ঞান হবে অনন্ত, সে তোমার পাবে অন্ত,
তুমি কর একান্ত, কৃতান্ত-ভয়-নিস্তার তার ॥ ২৮০
যে জন ও রস ত্যজে, কু-রসে সদা রয় ম'জে,
আপনা আপনি মজে, জ্ঞান নাই তাঁহারে যার।
ভবে যারা মূঢ় ব্যক্তি, না করে ও গুণ-উক্তি,
কেমনে সে পাবে মুক্তি, যাবে ভব-পারাবার ॥ ২৮১
শুন হে দীনবান্ধব! ধৈর্য্য হও ত্রিভুবনধর,
হে মাধব! দাসে কৃপা করি।
শুনিয়ে কহেন রাম, তুমি আমি সম রাম,
অবিচ্ছেদ অবিরাম, সদাকাল হরি বিহরি ॥ ২৮২
পুনঃ কন ভগবান্, এখন যোজনা করেছি বাণ,
অব্যর্থ আমার বাণ, না ফিরিবে তূণে।

শুনে কন ভৃগুরাম, কর যা হয় তারকব্রহ্ম রাম।
আমি পদে শরণ নিলাম, যে বিধান হয় মনে ॥ ২৮৩
কহিছেন শমন-দমন, তোমার স্বর্গের পথ-গমন,
নিবারণ কর্‌লেম শর-জালে।
কত মতে সান্ত্বনা ভৃগুরামে, দশরথ ল'য়ে শ্রীরামে,
অবিশ্রাম অযোধ্যায় রথ চলে ॥ ২৮৪
দেখে রামাদি দশরথ রাজায়, দুন্দুভি সবে বাজায়,
বাজায় বাজায় কাণে লাগে তালি।
দে'খে পুরবাসীর মনাবেশ, রাম-সীতা গৃহে প্রবেশ,
দে'খে যুগলরূপ বেশ, আনন্দ-মন সকলি ॥ ২৮৫

ললিত—একতালা।

রাম-সীতা-যুগলেতে কি শোভা হ'ল উজ্জ্বল।
নীল-গিরিবরে যেন কনকলতা জড়িল ॥
আসি সব প্রতিবাসী, হেরে ঐরূপ মন উদাসী,
হ'য়ে উদয় যুগল-শশী, অযোধ্যা করেছেন আলো।
দাশরথি খেদে কয়, মিছে আশা দুরাশয়,
রেখেছে বেঁধে ঐ পদদ্বয়,
বক্ষে করি চিরকাল কাল ॥ (ভ)

রামায়ণ অর্থাৎ

শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন ও সীতা-হরণ।

শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইবেন শুনিয়া সকলের আনন্দ।

ত্রিভুবনে আনন্দ অপার সবাকার।
দশরথ রামচন্দ্রে দিবে রাজ্যভার॥ ১
অভিষেক আয়োজন হয় পূর্ব্বদিনে।
ত্রিভুবন-আগমন অযোধ্যাভবনে॥ ২
পূর্ণঘট স্থাপন হইল সারি সারি।
দূতগণে যত্নে আনে, নানা তীর্থবারি॥ ৩
ভাসিল অযোধ্যাবাসী আনন্দ-সাগরে।
জয় জয় শব্দ করি কয় পরস্পরে॥ ৪
চিন্তা নাই কালি, ভাই! রাম রাজা হবে।
রবে না অকাল-মৃত্যু সব দুঃখ যাবে॥ ৫
নগর-নাগরী যত যায় সরোবরে।
কামিনীর চরণ না চলে প্রেম-ভরে॥ ৬
বলে, সখি! আনন্দ ধরে না মোর মনে।
বসিবেন রামরত্ন রত্নসিংহাসনে॥ ৭

কালি সবে রামরূপ দেখিব নিরালা।
এইরূপে আনন্দ-মগনা কুলবালা॥ ৮
স্বর্গবাসী পাতালবাসী দিল দরশন।
অরণ্যবাসী যোগী তপস্বী আইল অগণন॥ ৯
কুবের আসি, রাশি রাশি, রত্নপ্রদান করে।
দিবানিশি প্রেম-উল্লাসী, হইল ত্রিপুরে॥ ১০
শ্রীরামশশী, নিশি পোহালে, হইবেন রাজন।
'ভালবাসি ভালবাসি' শব্দ ত্রিভুবন॥ ১১
দেবঋষিবর্গ আসি আশীর্ব্বাদ করে।
সুজন, দোষী, সবে প্রত্যাশী রামরাজ্য-তরে॥ ১২
বশিষ্ঠ ঋষি, সভায় বসি, করেন জয়ধ্বনি।
কুব্জিদাসী, সভায় আসি, দেখে সব তখনি॥ ১৩
অমনি দাসী সর্ব্বনাশীর মন উদাসী হয়!
ত্বরায় আসি রাজ—মহিষী কেকৈ প্রতি কয়॥ ১৪

* * *

কুব্জিদাসীর কেকয়ীকে কুমন্ত্রণা দান।

বলে, শুন গো কেকৈ, মা! তোরে কৈ,
তোর থাকে কৈ মান।
রাজা দশরথ বল্‌লে যেমত ;—তোর ভরত অজ্ঞান॥ ১৫

রামের মার অহঙ্কার, পার্‌বি না আর সইতে।
কথার জোরে, আর কি তোরে, দেবে সে ঘরে রইতে ॥ ১৬
মা! তুমি যে মানী, অভিমানী,
ফুলের ঘাটি সয় না।
এখন, হবে যে অন্যায়, মনের ঘৃণায়,
ঘরকন্না হয় না ॥ ১৭
তোমার ঘুচাল সে রাগ, যত অনুরাগ,
বিধি তো বিরাগ কর্‌লে।
তুই তো রতি বিনে, প্রাণে সবিনে,
সতীনে কথা বল্‌লে ॥ ১৮

ঝিঁঝিট—যৎ

আমি দেখে এলাম, রাণী গো! কি হয় কপালে।
হবে রাম রাজা, কালি নিশি পোহালে ॥
ওমা! লুকাইবে তব নাম, সপত্নী-সন্তান রাম,
সম্পদ্‌ পেলে তোর তো কিছু মান রবে না,—
অনুগত কেউ হবে না, মৃত্তিকাতে পা দেবে না,—
রাণী কৌশল্যে ॥ (ক)

রাম রাজা হইবেন,—এ সংবাদে কেকয়ীর আনন্দ ;—
এবং কুব্জীকে রত্নহার প্রদান।

শুনে কন ভরতের মাতা, ও দাসি! তুই কহিস্ কি কথা,
কি আমায় সব বলিস্ বৃথা, কেমন কথা হ্যাঁলো!
রাম যে পাবে রাজ্যভার, তাতে কি মোর মনোভার,
তোর্ আবার এ কোন্ ব্যাভার, তাই বুঝা ভার হ'লো॥১৯
যেমন কুমন আপনি কুব্জী, তাই আমায় বুঝেছিস্ বুঝি,
বল্‌লি কথা চক্ষু বুজি, সুখ কি এর পর?
আজি কি আমার শুভাদৃষ্ট, পূর্ণ হ'লো মনোভীষ্ট,
জ্যেষ্ঠপুত্র কুলশ্রেষ্ঠ রাম সে আমার হবে রাজ্যেশ্বর॥ ২০

ও দাসি। তুই মর্ মর্,
আমার ভরত আপন, রাম কি পর?—

তোর কথায় কি ভাঙ্গব ঘর, যা হয় নাই বংশে।
সতীনে সতীনে হবে দ্বন্দ্ব, কখন ভাল কখন মন্দ,
তা ব'লে কি রামচন্দ্র, বাছারে করিব হিংসে?॥ ২১
আমার ভরত হৈতে অধিক, রাম ত আমার প্রাণাধিক,
ধিক্ আমায় ধিক্ ধিক্, ভিন্ন ভাবি যদি।
রাম্ যে আমার প্রধান অপত্য, যত ধন সম্পত্ত,
অধিকার তার আধিপত্য, তায় কেহ বিবাদী॥ ২২

দশরথের পত্নী হই, প্রধান রাণী কেকৈ,
আমি কি রামের মা নই ? কে করে অমান্য।
অন্যেতে মান রাখে না রাখে, রাম যদি মা ব'লে ডাকে,
রাম আমারে সদয় থাকে, তবেই যে আমি ধন্য ॥ ২৩
আগে শুনালি কথা মধুর, শুনে দুঃখ হ'লো দূর,
আরে মলো দূর দূর! আর কথা কেহ বলে।
রাম রাজা হবে আমার, ব'লে,—সুখে নাই পারাপার,
কণ্ঠে ছিল রত্নহার, দিল দাসীর গলে ॥ ২৪

* * *

দেবতাগণের মন্ত্রণা ;—শ্রীরামস্তব।

তখন স্বর্গবাসী দেবগণে, সকলে প্রমাদ গণে,
একত্রে আসি গগনে, করিছেন যুক্তি।
কেকৈ কর্‌লে বিড়ম্বন, শ্রীরামে না দিল বন,
ম'লো না দুষ্ট-রাবণ, আমাদের নাই মুক্তি ॥ ২৫
যার জন্যে অবতার, হরি কি করেন তার,
কবে পাইব নিস্তার, রাবণ-জ্বালাতে।
ইন্দ্র বলে এ কি জ্বালা, কত তার যোগাব মালা,
বিধি দুঃখ দিলি ভালা, রাবণের হাতে ॥ ২৬
খেদ ক'রে বলে পবন, ঘুচালে বেটা রাবণ,
মোক্ত করি তার ভবন, ভারি কর্ম্মভোগে।

মনের দুঃখে বলে অগ্নি, আমার কপালে অগ্নি !
ভেবে ভেবে মোর মন্দাগ্নি, রন্ধনকালে যোগাই অগ্নি,
না যোগালে রে'গে অগ্নি, দে'খে শঙ্কা লাগে ॥ ২৭
খেদ ক'রে যম বলে শেষে, দুঃখে চক্ষের জলে ভে'সে,
আমাকে রেখেছেন ঘোড়ার ঘাসে, ভয়ে হয়েছি বদ্ধ।
শনি বলে, ভাই ছিছি ছি, মনের ঘৃণায় ম'রে আছি,
আমি ব্যাটার কাপড় কাচি, অপমানের হদ্দ ॥ ২৮
খেদ ক'রে কয় পরস্পরে, এত দুঃখ দেবের উপরে,
যাহো'ক দেখ অতঃপরে, কিবা আছে ভাগ্যে।
যতেক অমর পরে, স্তব করে শূন্যপরে,
শ্রীরাম ব্রহ্ম-পরাৎপরে, করি করযোগে ॥ ২৯

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত হ'য়ে কি লাগিয়ে আছ হে চিন্তামণি।
ভূভার-হরণে হ'লে রঘুকুল-শিরোমণি ॥
দশ-জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ-নিবারণে,
দশ অবতার মধ্যে দশানন-উদ্ধারণে,
দশরথসুত-রূপ ধ'রেছো আপনি ॥
ওহে দিনমণি-কুলোদ্ভব। তব পদ ভাবে ভব,
লঙ্ঘিবারে ভবতরঙ্গ অঙ্ঘ্রি তরণী।

হরিলে দেবের মান দশানন দুরাচারী হ'তে—
হরি দেবের দুঃখ-হারী,—
তব অবতার, ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী,
এলে হে ধরণী ॥ (খ)

কেকয়ীর স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব ও কুমন্ত্রণা দান।

দেবগণে চৈতন্য দিলেন গোলোকপতি।
স্মরণ করিলা সবে দুষ্টা সরস্বতী ॥ ৩০
বলে বিনয়বাণী, বীণাপাণি !
তোমা বিনা ত্রাণ কৈ !
কর শীঘ্র যাতে, রঘুনাথে,
বনে দেয় কৈকৈ ॥ ৩১
গিয়ে ত্বরায় আনি, কৈকৈ রাণীর
স্কন্ধে কর ভর।
যেন ঘটায় বিবাদ, শত্রুতা-বাদ,
সাধে রামের উপর ॥ ৩২
শু'নে দেবেব বাণী, দুষ্টা বাণী,
বসেন রাণীর স্কন্ধে।
অমনি রাণীর, উড়িল প্রাণী,
পড়িল বিষম ধন্ধে ॥ ৩৩

বলে যাইস্‌নে দাসী, ফিরে বল্ল আসি,
কি শুনালি সমাচার।
আমি দেখে কি স্বপন, তোরে সমর্পণ,
করেছি গলার হার? ॥ ৩৪
হবে রাম রাজা, তারি কি রাজা, কর্‌তেছে প্রসঙ্গ?
তঁবেই হ'লো, বল ফুরালো, আমার দফা সাঙ্গ ॥ ৩৫
তবে কৌশল্যে, প্রমাদ কর্‌লে, এই ছিল ললাটে।
হ'লো ঘোর-সোহাগী, শেষে মাগী,
গরবে মরিবে ফেটে ॥ ৩৬
মনের গরবে একে, দেখে না চক্ষে, কক্ষে ধ'রে রামচন্দ্র।
আমার এ কি দশা, একে মনসা, তাতে ধূনার গন্ধ ॥ ৩৭
একে সতিনী, আবার তিনি, হবেন রাজ-জননী।
যেমন কুষ্ঠের উপর বিষফোড়া,
তেম্‌নি পোড়া জানি ॥ ৩৮
বৈশাখী রৌদ্রে, বালির শয়ন, সহ্য হইতে পারে।
জ্বলন্ত আগুনে যদি, অর্দ্ধেক অঙ্গ পোড়ে ॥ ৩৯
মাঘের শীতে সহ্য হয়, জলমধ্যে বাস।
সপ্তাহ কাল সওয়া যায় নিরম্বু উপবাস ॥ ৪০
সহস্র বৃশ্চিকে যদি, দংশে কলেবরে।
এক দিনে যদি কারুর শত পুত্র মরে ॥ ৪১

সর্ব্বস্ব লইলে চোরে, সহ্য বরং হয়।
রোগে হয় জীর্ণকায়া, তাহাও প্রাণে সয়॥ ৪২
সওয়া যায় তপ্ত তৈল, অঙ্গে কেউ ঢালে।
কারাগারে ফে'লে যদি বুকে চাপায় শিলে॥ ৪৩
সওয়া যায়,—বুকে যদি দংশে কালসর্প।
তথাচ না সওয়া যায়, সতীনের দর্প॥ ৪৪
অকস্মাৎ রাণীর অম্‌নি প'ড়ে গেল মনে।
রাজা মৃগয়া কর্‌তে, তুই সত্যে, বন্দী আমার সনে॥ ৪৫

* * *

কেকয়ীর অভিমান।

ঘুচাব বালাই, চে'য়ে লব তাই, দিবেন আমায় ভূপ।
হবে রজনী-প্রভাত, দেখি রঘুনাথ, রাজা হয় কিরূপ॥৪৬
ক'রে কপট ছলা, হইয়া উতলা, কেকৈ রাজ-নারী।
করে ভূতলে শয়ন উথলে নয়ন, দাসী তোলে ধরাধরি॥৪৭
এলাইল কেশ, এলো-থেলো বেশ, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত।
না সম্বরে বাস, ঘন ঘন শ্বাস, মণিহারা ফণীর মত॥ ৪৮
গিয়া জানায় দাসী, শুনে উদাসী, রাজা হয়ে অন্তরে।
আস্তেব্যস্তে, অন্তরীক্ষে, এলেন অন্তঃপুরে॥ ৪৯

রাজা দশরথ কর্ত্তৃক কেকয়ীর মানভঞ্জন।

ধ'রে যুগল হস্ত, রাজা ব্যস্ত,
দে'খে রাণীর কান্না।
হে হে! কও কি লাগি, এত বিরাগী,
তোমারি ঘরকন্না॥ ৫০

কও মনের কথা, কি মনের ব্যথা,
কে দিলে,—কি হ'লো মনে।
প'ড়ে ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে,
সয় না দে'খে প্রাণে॥ ৫১

বুঝি হারালে কি ধন, তাই কি রোদন,
বল হে বদন তুলে।
দিব চাও হে রতন, দেহটা পতন,—
কর কার শোকানলে॥ ৫২

হ'লে রজনী-প্রভাত, প্রাণের রঘুনাথ,
হবে আমার রাজ্যেশ্বর।
দিয়ে রামকে রাজ্যধন, করিব সাধন,
আমি হয়ে অবসর॥ ৫৩

ছি ছি! হ'লে কি পাগল, এ কি অমঙ্গল,
কি বলিবে লোকে শু'নে।

কর সুখের আলাপ, দুঃখের বিলাপ,
কেন কর শুভদিনে ॥ ৫৪

* * *

দশরথের নিকট কেকয়ীর দুই বর গ্রহণ ; এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ; অন্য বরে শ্রীরামের বনবাস।

শু'নে রাজার বাণী, কৈকৈ রাণী,
কহিছে ভূপের স্থানে।
যদি রাখ মুখ, যায় হে মনোদুঃখ,
নতুবা প্রাণে বাঁচিনে ॥ ৫৫
মনে নাই হে নৃপবর ! দিবে তুমি দুই বর,
সত্য ক'রেছিলে বনে।
আজি তাই দেহ, তবে রাখি দেহ,
শুনিতে বাসনা মনে ॥ ৫৬
দিয়ে ভরতে রাজ্য, কর হে ধার্য্য,
আমারে কর হর্ষ।
দেহ কালি বিহানে, রামকে বনে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ॥ ৫৭
শু'নে বাক্য দশরথ, বাতাসে কদলীবৎ,
থর থর কম্পে কলেবরে।

ঝর ঝর চক্ষে ধারা, যেন উন্মাদের ধারা,
ফাটে বুক বাক্য নাহি সরে ॥ ৫৮

* * *

দশরথের বিলাপ।

হ'য়ে মায়া-রিপু বলবন্ত, জ্ঞানের করিল অন্ত,
দন্তেতে লাগিল দন্ত, ভ্রান্ত হয়ে রয়।
চৈতন্য পাইয়া শেষে, চক্ষু-নীরে বক্ষ ভাসে,
দুঃখে পড়ি রুক্ষ ভাষে, রাণী-প্রতি কয় ॥ ৫৯
এত মনে ছিল সাধ, সাধিলে একি বিসম্বাদ,
পুত্র-সঙ্গে শত্রুবাদ, এম্নি পাষাণ হলি।
যায় প্রাণ, কি বল্লি বাণী, তোর তুণ্ডে কি কাল্‌বাণী,
দংশিতে পতির প্রাণী, মুণ্ডে বাজ দিলি ॥ ৬০
বন্দী হ'য়ে তোর সত্যে, সকলি মোর হ'লো মিথ্যে,
ঘোর পাতকী তোর চিত্তে, এত বাদ কে জানে।
ক'রেছিলাম মন্দ কার, হলো জগৎ অন্ধকার,
অন্ধমুনির শাঁপ আমার, ফল্‌লো রে এত দিনে ॥ ৬১
আমি প্রাণপণে তোর যোগাই মন,করি বিশেষ আলাপন,
সব করেছি সমর্পণ, তার ধার খুব শুধ্‌লি।
আমার রাম হবে রাজন, প্রেমে মত্ত জগজ্জন,
কিবা শত্রু প্রিয় জন, সকলের ইথে প্রয়োজন,

সকলে ক'রেছে আয়োজন, ক'রে কুবুদ্ধি সৃজন,—
তুই দিয়া সব বিসর্জ্জন, আমায় কেন বধিলি ॥ ৬২

খাম্বাজ—যৎ।

কি কথা শুনালি, রাণি! শুনে প্রাণে বাঁচিনে
কালি হবে রাম রাজা আমার,
আজি দিলি তারে বনে ॥
বধিতে পতির প্রাণী, শুনালি কি কালবাণী,
হ'য়ে কাল-ভুজঙ্গিনী, দংশিলি এবে প্রাণে।
জীবনের জীবন হরি,—সেই হইলে বনচারী,
জীবনে ত্যজিব জীবন, কাজ কি এ পাপজীবনে ॥ (গ)

শ্রীরামচন্দ্র বনে যাইতেই সম্মত;—কৌশল্যার বিলাপ।

রাণী-বাক্যে দশরথ পড়িয়া বিপাকে।
জীবন সঙ্কল্প করি রামচন্দ্রে ডাকে ॥ ৬৩
না সরে বদনে বাণী নয়নের জলে।
রাণীর নির্ঘাত বাণী রঘুনাথে বলে ॥ ৬৪
শু'নে রাম তখনি করিলা অঙ্গীকার।
অযোধ্যানগর মধ্যে হইল হাহাকার ॥ ৬৫

কোথা রাম রাজা হবে, কোথা যায় বন।
হরিষ-বিষাদে মগ্ন হৈল ত্রিভুবন॥ ৬৬
অন্তঃপুরে কৌশল্যা শুনিয়া এই ধ্বনি।
মহাবেগে আইল যেন মণিহারা ফণী॥ ৬৭

সন্তানের তুল্য স্নেহ নাই,—যেমন—

পরমাণু-তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক-তুল্য মূর্খ, ভিক্ষা-তুল্য দুঃখ॥
সাধন-তুল্য কর্ম্ম, দয়া-তুল্য ধর্ম্ম, মানব-তুল্য জন্ম॥
মাহেন্দ্র-তুল্য যোগ, স্বর্গ-তুল্য ভোগ, কুষ্ঠ-তুল্য রোগ॥
পূর্ণিমা-তুল্য রাতি, ব্রাহ্মণ-তুল্য জাতি,
গোলোক-তুল্য ধাম, রাম-তুল্য নাম॥
বট-তুল্য ছায়া, কার্ত্তিক-তুল্য কায়া,
সন্তান-তুল্য মায়া॥ ৬৮
বিশেষ বৈকুণ্ঠপতি-পুত্র-হ'য়ে হারা।
কাঁদে রাণী,—দুই চক্ষে বহে শতধারা॥ ৬৯
কে মোর মস্তকে আজি হানে বজ্রাঘাত।
কে মোর পাঠাবে বনে পুত্র রঘুনাথ॥ ৭০
তোর রাজ্য-ধনে, কার্য্য কি রাম! আয়রে ত্যজ্য করি।
তোরে লয়ে কক্ষে, করিব রে ভিক্ষে, হয়ে দেশান্তরী॥৭১

হঁ্যা রে! কৈ সে রাজন, এত আয়োজন,
করলে তবে কেনে।
সে কি ধরবে হিয়ে, বিদায় দিয়ে,
আমার রামকে বনে ॥ ৭২
বাছা! কৈ সে ভূষণ, কৈ সে বসন,
সে বেশ কোথা লুকালি ?
বাজে রুণুঝুনু সুর, চরণে নূপুর,
সে নূপুর কারে দিলি ॥ ৭৩
ছিল শোভিত সুন্দর, বাহু-মূলে তোর,
বহু মূল্যের আভরণ।
ছিল মাণিক-অঙ্গুরী, অঙ্গুলে তোর, হরি!
হরি নিল কোন্ জন ? ॥ ৭৪
কেন, স্বর্ণহার, ত্যজিয়ে শূন্য, ক'রেছ গলদেশ।
কিসের জন্য, ছিন্ন ভিন্ন, দেখি এ চাঁচর কেশ ॥ ৭৫
কেন বাকল গাত্রে, সজল নেত্রে,
হেরি সজল-জলদরূপ!
ক'রে এত অযতন, ও নীলরতন!
কে তোরে হয়েছে বিরূপ ? ॥ ৭৬
চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র, কেন দেখিনে ললাটে।
কেন মলিন বদন, মরি রামধন! মুখ দেখে বুক ফাটে॥৭৭

ফিরে পর রে সে বেশ, নতুবা প্রবেশ,—
করিব সরযূ-নীরে।
হ্যাঁরে! সন্তানের, এমন বেশ,
কি মায় দেখিতে পারে? ॥ ৭৮

সিন্ধু—যৎ।

হ্যাঁ রে! কে তোরে সাজালে আহা মরি।
মরি রে গুমরি! এ নবীন বয়সে,
রাম! তোরে করলে জটাধারী রে ॥
সে আভরণ কৈ রে সকল, কক্ষে কেন বৃক্ষের বাকল,
চক্ষে হে'রে, মা হইয়ে কি প্রাণে সৈতে পারি রে ॥ (ঘ)

কৌশল্যার নিকট শ্রীরামচন্দ্রের বিদায়-প্রার্থনা।

রাম-শোকে কাঁদে রাণী দশরথ-জায়া।
মায়া বাক্যে বিষ্ণুর জন্মিল বিষ্ণুমায়া ॥ ৭৯
কহেন করুণাময়, 'কেঁদো না মা'! ব'লে!
কমল-নয়ন ভাসে নয়নের জলে ॥ ৮০
মা! তোমার চরণ, করি গো ধারণ,
ক'রো না বারণ তুমি।

দেহ মা! বিদায়,—পিতৃসত্য-দায়,
বনচারী হব আমি ॥ ৮১
যদি কর যাত্রা-বাদ, বড় অপরাধ,
অপবাদ বংশে রবে।
ভাল হবে না উত্র, হাসিবে শত্রু,
কুপুত্র নাম রটিবে ॥ ৮২
যাতে থাকে মোর নাম, রাখ পতির মান,
করি মা! প্রণাম তোরে।
আমায় কর মা! আশীষ, বল 'রাম রে! আসিস্,'
শত্রুজয়ী হ'য়ে ঘরে' ॥ ৮৩
পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
অতএব পিতৃসত্য পালিব জননি! ॥ ৮৪
যে বিদ্যায় ফল নাই, মিথ্যা বিদ্যা জানি।
যে ব্যবসায় লভ্য নাই, তাকে নাহি মানি ॥ ৮৫
যে পুষ্পে নাই দেবের অধিকার, মিথ্যা তাকে ধরা।
যে ভূষণে শোভা নাই, মিথ্যা তাকে পরা ॥ ৮৬
যে কার্য্যে যশ নাই, মিথ্যা সেই কার্য্য।
যে রাজ্যে বিচার নাই, মিথ্যা সেই রাজ্য ॥ ৮৭
যে গৃহে অতিথি নাই, মিথ্যা সেই গৃহ।
যে দেহেতে ধর্ম্ম নাই, মিথ্যা সেই দেহ ॥ ৮৮

যে দ্রব্যে রস নাই, মিথ্যা —তাহার কি মান।
যে গীতে নাই হরির নাম, মিথ্যা সেই গান॥ ৮৯
দৈবকার্য্যে লাগে না যে ধন সেই মিথ্যা মাত্র।
পিতৃকার্য্যে লাগে না যে জন, মিথ্যা সেই পুত্র॥ ৯০

এইরূপ, কহিয়া রঘুনাথ বিদায় লইলেন,—

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের বনযাত্রার কথা শুনিয়া, সীতার বিলাপ।
সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে যাইতে উদ্যত।

রঘুনাথের বন-যাত্রা-বার্ত্তা পেয়ে সীতে।
বরষার বৃক্ষ যেন শুকায় অতি শীতে॥ ৯১
ঘন ঘন কম্পে তনু, তাপেতে ত্রাসিতে।
জীবনে উদ্যত স্মরি জীবন নাশিতে॥ ৯২
শতবার পড়েন ভূমে আসিতে আসিতে।
না পান পথ, নয়নজলে, ভাসিতে ভাসিতে॥ ৯৩
বলে অকস্মাৎ কি বিষাদ, ঘটিল হরষিতে।
এখনই রাম রাজা হবে বল্‌লে গো দাসীতে॥ ৯৪
প্রেমে গদগদ চিত্ত হ'লো গত নিশিতে।
কে মোর সুখের তরু কাটিল রে অসিতে॥ ৯৫
চরণে ধরি, কহেন সতী, হ'য়ে মৃদু-ভাষিতে।
ও রামচন্দ্র! আমায় ভাল ভালবাসিতে॥ ৯৬

ভালবাসি ব'লে, কেবল বাক্যেতে তুষিতে।
এখনি দাসীরে ফেলে বনে প্রবেশিতে॥ ৯৭

কেকৈ রাণীর প্রতি সতী রাগে হ'য়ে গর গর।
নিরখি রামরূপ, অনুতাপে তনু জর জর॥ ৯৮

বলিতে বলিতে সতী, কাঁপে অঙ্গ থর-থর।
যোগীর বেশ দে'খে রামকে, ঝুরে আঁখি ঝরঝর॥৯৯

সোণার ভ্রমরী, বলে 'মরি হে রাম! মরি মরি!'
হরি! সে ভূষণ তোমার কে নিলে হে হরি! হরি॥ ১০০

তুমি পর্‌লে বৃক্ষ-বাকল, আমিও বাকল পরি, হরি।
দে'খ রঘুনাথ, ক'রে অনাথ, আমায় যেয়ো না পরিহরি॥

তোমার সঙ্গী হ'তে, আমায় মানা করছে, জনে জনে।
ফিরিব না হে! কারু-কথায়, ফিরিব তোমার সনে সনে॥

ও হে বাঞ্ছাকল্পতরু! বাঞ্ছা দাসীর মনে মনে।
হৃদয়ে ল'য়ে রাঙ্গাচরণ, সেবা করিব বনে বনে॥ ১০৩

ওহে রামচন্দ্র! তোমার চন্দ্রবদন দে'খে দে'খে।
মনের আগুন গুম্‌রে গুম্‌রে উঠিছে থেকে থেকে॥ ১০৪

চক্ষে দেখে, চক্ষের জল, রাখ্‌ব কত চক্ষে চক্ষে।
আমার প্রাণ ভোলে না, তোমার মায়া—
প্রাণের মধ্যে রেখে রেখে॥ ১০৫

ছিলায় এদ্দিন, জনকের ঘরে, দুঃখে বদন ঢেকে ঢেকে।
কত দুঃখে, তোমায় পেলেম, অন্তরেতে ডেকে ডেকে॥
আমার প্রতি, বিধির মন কি, সদাই উঠ্‌ছে রেখে রেখে
বুঝিলাম, দুঃখিনী সীতের জন্ম যাবে দুঃখে দুঃখে॥১০৭
আমায় সঙ্গী ক'রে, চল রঘুনাথ! লয়ে চরণের প্রান্তভাগে
যদি ত্যজ দাসীরে, রাজীবলোচন!
ত্যজিব জীবন তোমারি আগে॥ ১০৮

সিন্ধু—যৎ।

যেন ত্যজ না দাসীরে গুণমণি! প্রাণের রঘুমণি!
আমি সঙ্গে যাব তোমার,—হইয়ে যোগিনী॥
(হে) চৌদ্দবৎসর অদর্শন, হ'ব হে রাম নবঘন!
বল দেখি ততদিন, কি বাঁচে চাতকিনী॥ (ঙ)

লক্ষ্মণের বিলাপ।

উন্মাদ—লক্ষণ হ'য়ে, লক্ষ্মণ সভায় আসিয়ে,
যোগি-বেশ দে'খে প্রাণ হারায়।
ধূলাতে অঙ্গ আছাড়ে, আতঙ্কে নিঃশ্বাস ছাড়ে,
অপাঙ্গে তরঙ্গ ব'য়ে যায়॥ ১০৯

কাঁদে লক্ষ্মণ ধরাতলে প'ড়ে রামের পদতলে,
করে বিনয় করুণা-বচনে।
থাকিতে তব নিজ-দাস, কি জন্য হৈয়ে উদাস,
ত্যজে বাস করিবে বাস বনে॥ ১১০
করি মিনতি, করুণানিধি! এ দাসে দেও প্রতিনিধি,
পিতৃসত্য আমা হতেই হবে।
তুমি যদি যাও হে বন, ভুবনে হইবে বন,
ত্রিভুবন দুঃখেতে মগ্ন হবে॥ ১১১
ভাইকে ভালবাসি ভাল, আন্তরিকে নয়—কথায় বল,
কেমন কপট তব হিয়ে!
কর হে! কথায় মনোযোগ, অনুজ হয়ে করি অনুযোগ,
অনুতাপ অন্তরেতে পে'য়ে॥ ১১২

ভালবাসা কি প্রকার?—

নিতান্ত ঐ পদ-প্রান্তে অনুগত আমি।
তোমার অন্তরের অন্ত কিছু পাইনে অন্তর্য্যামী!॥ ১১৩
আশার অধিক দেয় যদি, তাকেই বলি দান।
পণ্ডিতে যারে মান্য করে, তাকেই বলি মান॥ ১১৪
দরিদ্র দুর্ব্বলে দয়া, তাকেই বলি পুণ্য।
স্বনামে বিক্রীত হয়, তাকেই বলি ধন্য॥ ১১৫

দেবতায় করে বশীভূত, তাকেই বলি সাধ্য।
ভোজনে অমৃত-গুণ, তাকেই বলি খাদ্য ॥ ১১৬
ব্যাধির রাখে না শেষ, তাকেই বলি ঔষধি।
সর্ব্বত্র সম্মত হয়, তাকেই বলি বিধি ॥ ১১৭
ঋণ-প্রবাস-রোগ-বর্জ্জিত,—তাকেই বলি সুখী।
নিত্য-ভিক্ষে, প্রাণ-রক্ষে, তাকেই বলি দুঃখী ॥ ১১৮
বাহুবলে করে যুদ্ধ, তাকেই বলি বীর।
আখের ভে'বে কর্ম্ম করে, তাকেই বলি ধীর ॥ ১১৯
ইসারায় করে কার্য্য, তাকেই বলি বশ।
মফস্বলে ব্যাখ্যা করে, তাকিই বলি যশ ॥ ১২০
দশের কাছে দূষ্য হয় না, তাকেই বলি ভাষা।
অন্তরেতে ভালবাসে, সেই তো ভালবাসা ॥ ১২১

অহং-সিন্ধু—যৎ।

সঙ্গী কর, রঘুবর! ত্যজ না,—রাম! নিজ দাসে।
এই যে বল ভালবাসি, একাকী যাও বনবাসে ॥
পীতবসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি।
মরি মরি! কাজ কি আমার,—
এ ছার অভরণ-বাসে।

রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুঃখ,
ছত্রধারী হবে কে এ'সে,—
ক্ষুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগাবে ফলমূল,
এ দাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি! হরিষে॥ (চ)

জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন।

প্রবোধিয়া মায়, পিতৃসত্য-দায়,
বিদায় ল'য়ে ভবনে।
দ্রুত যান বন, জানকী-জীবন,
জানকী লক্ষ্মণ সনে॥ ১২২
ত্যজে মায়ের কোল, ত্যজিয়ে সকল,
বৃক্ষের বাকল বাস।
রাজ্য তেয়াগিয়ে, প্রথমতঃ গিয়ে,—
বাল্মীকি-আলয়ে বাস॥ ১২৩
অহোরাত্রি হরি, তথায় বিহরি,
শ্রীহরি করেন প্রাতে।
অযোধ্যানিবাসী, হইয়ে উদাসী,
সবে যায় সাথে সাথে॥ ১২৪

গুহকচণ্ডালের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিতালি।

পরে যান গুণধাম, গুহক্চণ্ডাল-ধাম,
সহিত লক্ষ্মণ সীতে।
ধরি তার হাত, বৈকুণ্ঠের নাথ,
কহিছেন,—তুমি মিতে॥ ১২৫
ধন্য রে চণ্ডাল! মরি কি কপাল,
মহাকাল যাঁয় ভজে।
সদয় তার পক্ষে, ওরে হ্যাঁরে বাক্যে,
ত্রৈলোক্যের নাথ মজে!॥ ১২৬
কহিছে ত্রিলোক, ধন্য রে গুহক!
পে'লি অভয়-পদচ্ছায়া।
কহিতেছে অন্য, গুহক নহে ধন্য,—
ধন্য শ্রীরামের দয়া॥ ১২৭

শ্রীরামের দয়াকে ধন্য বলি—

বাসুকির ধৈর্য্যকে ধন্য, ধরে পৃথিবী মাথায়।
ধন্বন্তরির চিকিৎসাকে ধন্য, ম'রে জীবন পায়॥ ১২৮
অগ্নির তেজকে ধন্য, পাষাণ ভস্মরাশি।
মদনের বাণকে ধন্য, শিব যাতে উদাসী॥ ১২৯
কর্ণের দানকে ধন্য, পুত্রের মাথা চেরে।
পরশুরামের প্রতিজ্ঞা ধন্য, ক্ষত্রি-বিনাশ করে! ১৩০

ব্রাহ্মণের বাক্য ধন্য, ভগীরথের হয় অস্থি।
'ইন্দ্রায় স্বাহা' বল্‌লে, ইন্দ্রের দফা নাস্তি ॥ ১৩১
ভগীরথের তপস্যাকে ধন্য, আন্‌লে ভাগীরথী।
ভৃগুমুনির সাহসকে ধন্য, বিষ্ণুকে মারে লাথি ॥ ১৩২
ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তিকে ধন্য, জগন্নাথ দিয়ে।
ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন, একত্রে বসিয়ে ॥ ১৩৩
সাবিত্রীর ব্রতকে ধন্য, বাঁচে মৃতপতি যাতে।
রঘুনাথের দয়া ধন্য, চণ্ডালকে বলে মিতে ॥ ১৩৪
কেহ বলে রঘুনাথের দয়া ধন্য নয়।
স্বকর্ম্মেতে ফল প্রাপ্ত, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৩৫
কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য।
ছিল গুহকের, তাইতে রাম করিলেন ধন্য ॥
কেহ বলে, এত অপরিমাণ যদি ধর্ম্ম।
আপনি গিয়ে দেখা যারে দেন পূর্ণব্রহ্ম।
তার কেন হয় তবে, চণ্ডাল কুলে জন্ম ॥ ১৩৭
অতএব অপর ধন্য, বলা কেবল বৃথা।
রঘুনাথের মায়াকে ধন্য, মান্য এই কথা ॥ ১৩৮
গুহক-চণ্ডালধাম, এক রজনী বিশ্রাম,
পূর্ণ করি মনস্কাম, পূর্ণব্রহ্ম উঠিয়া বিহানে।

বলেন মিতা! শুন ভাই, বিলম্বে আর কার্য্য নাই,
পিতৃপণে বনে যাই, ফিরে দেখা করিব তোমার সনে॥১৩৯
গুহক বলে হ্যাঁ রে মিতে! তোর কি দয়া নাই রে চিতে?
কালি এসে চাইস্ আজি রে যেতে,
পিরীতের এমন রীত নয় রে ভাই!
তোর পে'য়েছি দেখা অসম্ভব, আর কি দেখা পাব,
জন্মের মত খেদ মিটাব, উড়ে যায় প্রাণ,—
তোর শু'নে যাই-যাই॥ ১৪০
অমন কথা মুখে করিস্‌নে,
এখন মাসেক ছ'মাস যে'তে পাবিনে.
আমার ঘরে কি খে'তে পাবি নে,
হ্যাঁ রে মিতে! তাই ভে'বেছিস্ মনে।
নিত্য বনে মৃগ বধিব, প্রাণপণে তোর সেবা করিব,
গেলে কিন্তু প্রাণে মরিব,
তোর সনে দেখা হ'লো কি ক্ষণে॥ ১৪১
দয়া ক'রে কন রঘুবর, কর কি মিতে! সমাদর,
এতো মিতে! আমার ঘর,
আসিব যাব কতবার ভবনে।
মিষ্টবাক্য দানে হরি, গুহকেরে তুষ্ট করি,
সেই স্থান পরিহরি, প্রস্থান করেন অন্য স্থানে॥১৪২

গুহক বলে হায় হায়, মিতে আমার যায় রে যায়,
একদৃষ্টে অমনি চায়, কমল-চরণ-পানে।
রঘুনাথের কৃপায়, রঘুনাথের রাঙ্গা পায়,
গুহক দেখিতে পায়, নানা চিহ্ন আছে নানা স্থানে ॥ ১৭৩
ভে'বে যোগিগণ জীর্ণ, চারি ফল যাতে উত্তীর্ণ,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, গোস্পদত্রিকোণে আছে পাশে।
চাঁপা চক্র মৎস্যপুচ্ছ, যে পদ ভে'বে পদ উচ্চ,
ব্রহ্মপদ হয় তুচ্ছ, গুহক দেখিল অনায়াসে ॥১৭৪
গুহক বলে, হে রে ভাই ! যে চরণ তোর দেখিতে পাই,
মনে মনে ভাব্ছি তাই, কেমনে ভ্রমণ করিবি বনে।
কাঁদিবি রে ভাই ! ঘোর বিপদে,
কুশাঙ্কুর ফুটিলে পদে, পাবি দুঃখ পদে পদে,
কি হবে ভাই ! সয় না আমার প্রাণে ॥ ১৭৫
দুগ্ধফেন-শয্যামাঝে, কিংবা রাখি হৃৎসরোজে,
তথাপি তোর পদে বাজে,
কমল-পদ এম্নি তোর রে মিতে !
এ চরণ দে'খে নয়নে, দয়া কি হ'লো না মনে,
কোন্ প্রাণে পাঠালে বনে,
কেমন পাষাণ তোর পিতে ॥ ১৭৬

খাম্বাজ—যৎ।

ভাই ! যাস্‌নে রে রামা মিতে ! তুই ভ্রমিতে কাননে !
বড় হবি কাতর,—বাজিবে রে তোর রাঙ্গা চরণে ॥
আমার যে চণ্ডাল-কায়া, জগতে নাই কারু মায়া !
তোরে দেখে কি হ'লো আমার,
প্রাণ কাঁদে কেনে ॥ (ছ)

ত্যজিয়া গুহক-পুরী, প্রভু ভগবান্‌।
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পরে যান ॥ ১৪৭
ভরদ্বাজ করিলেক বিধিমতে স্তুতি।
এক রাত্রি করিলেন, তথায় বসতি ॥ ১৪৮
যান মধ্যে সীতা, দুই পাশে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গায়ত্রীর আদ্য—অন্তে প্রণব যেমন ॥ ১৪৯
এই মতে ত্যজিলেন নানা মুনির স্থান।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহিলা ভগবান্‌ ॥ ১৫০

* * *

অযোধ্যায় ভরতের আগমন।

রাজা দশরথের মৃত্যু; ভরতের রাম অন্বেষণে বন-গমন।

হেথায় বিপত্তি ঘোর অযোধ্যানগরে।
রাম—শোকানলে রাজা দশরথ মরে ॥ ১৫১

ভরত—ছিলেন নিজ মাতুল-ভবনে।
দূতে গিয়া সংবাদ জানায় ততক্ষণে॥ ১৫২
দূতমুখে ভরত শুনিয়া সমাচার।
অযোধ্যানগর আইল, করি হাহাকার॥ ১৫৩
কোথা রাম বলিয়া, ভাসিল চক্ষুনীরে।
বজ্রাঘাত হইল যেন ভরতের শিরে॥ ১৫৪
জননীরে অনেক করিল অনুযোগ।
আমারে বিদায় দিয়ে কর রাজ্যভোগ॥ ১৫৫
অশেষ ভর্ৎসনা করি, জননীর প্রতি।
কৌশল্যারাণীর কাছে করে নানা স্তুতি॥ ১৫৬
শুন গো জননি! পাছে কর অভিরোষ।
কোন অংশে, মা! আমার নাহি কোন দোষ॥ ১৫৭
পাপিনী জননী মোর, ক'রে কুমন্ত্রণা।
পিতারে করিলে নষ্ট, তোমারে যন্ত্রণা॥ ১৫৮
ভয়েতে ভরত নানামত দিব্য করে।
রব না জননি! আমি এ পাপ-নগরে॥ ১৫৯
ভরত বিদায় ল'য়ে, কৌশল্যার স্থানে।
পুরোহিত বশিষ্ঠে ডাকিয়ে বিদ্যমানে॥ ১৬০
পিতৃস্বর্গে দানাদি করিল সেই দিনে।
পিণ্ডদান অপেক্ষা থাকিল রাম বিনে॥ ১৬১

সৈন্য সহ ভরত উন্মাদপ্রায় মন।
রাম—অন্বেষণে দ্রুত কাননে গমন ॥ ১৬২
নন্দীগ্রাম রহিল না, গেল নিজধাম।
হেথায় চিত্রকূট পর্ব্বতে, ভাবেন প্রভু রাম ॥ ১৬৩
আইসে যায় সর্ব্বদা অযোধ্যাবাসিগণে।
যথারণ্য তথা গৃহ জ্ঞান হয় মনে ॥ ১৬৪

* * *

পঞ্চবটীর বনে,—শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণ,—
শূর্পণখার নাসা-কর্ণ-চ্ছেদ।

তিন জন সঙ্গোপনে প্রত্যূষেতে উঠি।
চিত্রকূট ত্যজিয়া গেলেন পঞ্চবটী ॥ ১৬৫
দৈবে তথা রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা।
শ্রীরাম সঙ্গেতে পঞ্চবটী মধ্যে-দেখা ॥ ১৬৬
নবদূর্ব্বদলশ্যাম রামরূপ দেখি।
মনোহর রূপেতে মন হরে শূর্পণখী। ১৬৭
মন বুঝে বৈকুণ্ঠপতি কহিলেন তায়।
'ভজ গে' ব'লে, লক্ষ্মণে দেখান ইসারায় ॥ ১৬৮
শুনে নয়ন ঠেরে, ঘোমটা ক'রে,
প্রেমটা করিবার তরে।

যায় হেলিয়ে দুলিয়ে, গলিয়ে অঙ্গ,
সোহাগের ধনী পরে ॥ ১৬৯
আদরে মরেন, ইন্দ্রকে দেখে, ঠম্‌কে কথা কন না।
রাবণ দাদার, গরবে সদা, চক্ষে দেখ্‌তে পান না ॥ ১৭০
উচ্চ পয়োধর, হাস্য-অধর, প্রেম-ভরে তনু টলে।
মনোমোহিনী, গজগামিনী, গজমতি-হার গলে ॥ ১৭১
ঠাট-ঠমকে, মন্‌ চমকে, করিবে নব প্রণয়।
ঘুনিয়ে এসে, রসাভাষে, শুনিয়ে কথা কয় ॥ ১৭২
বিলম্ব সয় না, বিলাতে রতি, অতিশয় জ্বালা মনে।
বলে, বাঁচা রে বাঁচা, ত্যজ না বাছা!
এসেছি যাচা কন্যে ॥ ১৭৩

খাম্বাজ—আড়খেমৃটা।

কে বনে গৌরবরণ! নিলাম শরণ হও হে স্বামী!
কামিনীর মনোচোরা ধন,
এখন যোগীর যোগ্য নও হে তুমি ॥
মনের মতন, পেলাম রতন, ত্রিভুবন ভ্রমি,—
হও আমার প্রেমের গুরু কল্পতরু,
তোমায় দিব হে যৌবন প্রণামী।

সামান্য রমণী নই হে, হও প্রেমের প্রেমী,—
শুনেছ শমন-দমন, সেই রাবণ, রাজার ভগ্নী আমি ॥ (জ)

রস-ভাষে রাক্ষসী, লক্ষ্মণ কহেন রুষি,
কালামুখি! তুই কার রূপসী, এম্‌নি কি অসতী।
ত্যজ্য করে ঘরকন্না, কার কাছে তুই দিলি ধন্না,
কাঁদ্‌তে এলি প্রেমের কান্না, কে হবে তোর পতি ॥ ১৭৪
চাই নে নারীর বদন-পানে, দৃষ্টি রামের চরণ-পানে,
রাম-নামামৃত-পানে, হরণ করি কাল।
ফের্ হবে তোর ভাগ্যে জানি, ফের যদি কহ ও সব বাণী,
এক বাণে বধিব প্রাণী, করিস্ নে জঞ্জাল ॥ ১৭৫
কথা শুনে শূর্পণখী, রাগে ছল ছল আঁখি,
বলে, মরি ছি ছি হলো কি! আই আই আই!
ছাই দিলে মোর মানের আদরে,
ডুবাবে ছোঁড়া ভরা ভাদ্দরে;
লজ্জায় মরি মাটী বিদরে, তাহাতে মিশাই ॥ ১৭৬
মূর্খের সহিত শাস্ত্র-আলাপ, দুঃখের প্রধান গণি।
দুঃখীর সঙ্গে আমোদ করা, তার বাড়া দুঃখ জানি ॥ ১৭৭
তার বাড়া দুঃখ, কানার সঙ্গে চলা।
তার অধিক দুঃখ, রাগী লোক সঙ্গে খেলা ॥ ১৭৮

তার বাড়া দুঃখ, অবুঝের সঙ্গে কথা বলা।
তাহার অধিক দুঃখ, কালার সঙ্গে সলা॥ ১৭৯
তার বাড়া দুঃখ, না-বুঝ সঙ্গে ব্যবসা যদি ঘটে।
তার বাড়া দুঃখ, ফ'তো বাবুর সঙ্গে এয়ারকী বটে॥১৮০
তার বাড়া দুঃখ, বালকের সঙ্গে কাজিয়ে।
তার বাড়া দুঃখ, তাল-কাণার সঙ্গে বাজিয়ে॥ ১৮১
দুঃখ আছে নানামত, কিন্তু নহে দুঃখ এত।
অরসিকের সঙ্গে প্রেম-আলাপে দুঃখ যত॥ ১৮২
শূর্পণখা রাগে বলে, বরমালা তোর দিব যে গলে,
পোড়াকপা'লে! তোর কপালে, হবে কেন তা বল্ রে।
তুই যে হবি আমার পতি, হবি রাবণের ভগ্নীপতি,
মানবে তোরে সুরপতি, অনেক তপস্যার ফল রে॥ ১৮৩
দিবানিশি রঙ্গে রবি, আতর গোলাপ অঙ্গে দিবি,
সোণার পালঙ্কে শুবি, তাতে কি তোর ফল্ রে!
ফল্‌বে কেন সুখের ফল্, বিধি দিয়েছেন প্রতিফল,
বনে তু'লে খাবি ফল, কর্ম্ম-ফলাফল রে॥ ১৮৪
কথায় কি এত অপ্রতুল, কি কথায় তুই কর্‌লি তুল,
মর ছোঁড়া! শিমূলের ফুল, যাবি রসাতল রে।
জন্মেছিস্ কার কুবংশ, পেটে নাই তোর বিদ্যার অংশ,
ক-অক্ষর গো-মাংস, ঠিক মাখালের ফল রে॥ ১৮৫

নহিস্ শতাংশের মোর এক অংশ,
তোর কাছে মোর মানের ধ্বংস,
দশার বাপ নির্ব্বংশ! কি পোড়া কপাল রে!
নিতান্ত কি তোর কপাল ফাটা,
তোমকে শুলে বাজ্‌বে কাঁটা,
মজুরের কপাল খেজুরের চ্যাটা, শয়ন চিরকাল রে॥১৮৬
পরনেতে বাকল আঁটা, তৈল বিহনে মাথায় জটা,
তার যে এত গরবের ঘটা, এত মজা ভাল রে।
গায়ে যদি তেল মাখ্‌তো, পরনে যদি বস্ত্র থাক্‌তো,
তবে কি দেশের লোক রাখ্‌তো, ঘটাতো জঞ্জাল রে॥১৮৭
যদি গিয়ে দাদাকে বলি, চণ্ডীতলায় দেবে বলি,
জন্মের মতন তবে গেলি, সে বড় বিশাল রে।
শুনিস্ নাই মোর দাদার বল, ইন্দ্র চন্দ্র হুকুম-তল,
বরুণ গিয়ে যোগায় জল, ঘাস কাটে তার যম রে॥ ১৮৮
শুনি লক্ষ্মণ ক্রোধে বলে, প্রলাপ দেখিছিস্ মরণকালে,
কাল-ঘরে যাবি সকালে, কা'ল-বিলম্ব হবে না।
আমি ব্রহ্মাকে নাহি ডরাই, আমার কাছে দর্প নাই,
আমি দর্পহারীর ভাই, কর্‌লে দর্প রবে না॥ ১৮৯
স্বর্গে যম পুরন্দরে, তোর দাদার দাসত্ব করে,
শুনেছি ব্রহ্মার বরে, দ্বিগ্বিজয়ী হ'লো রণে।

হ'লো এক ব্রহ্মায় এত মানী, আশ্রিত সদত জানি,
কোটি ব্রহ্মা শূলপাণি, আমার দাদার চরণে ॥ ১৯০
বলিয়ে এতেক ভাষা, খড়্গ দিয়ে কাটেন নাসা,
জন্মের মত প্রেমের আশা, শূর্পণখার উঠিলো।
কেঁদে বলে শূর্পণখা, কি কর্‌লি ওরে লখা!
এত কি কপালের লেখা, হায় বিধি কি ঘটিলো ॥ ১৯১
অল্পে যদি কাণ কাট্‌তো, তবু বিধাতা মান রাখ্‌তো,
কেবা দেখ্‌তো চুলে ঢাকিতো, কাটিলি কেন নাক রে।
মুখে রক্ত মাখিয়ে, চলে লক্ষ্মণকে শাসিয়ে,
'দেখ্ কি করি তোর কপালে,' পোড়াকপালে! থাক্ রে॥

* * *

খর দূষণ ও রাবণের নিকট শূর্পণখার পঞ্চবটীর বৃত্তান্ত-কথন।

সরমে তনু জর জর, নয়নে বারি ঝর ঝর,
রাগেতে হয়ে খরতর, কহে গে খর-দূষণে!
তদন্ত জানাবার তরে, কহিতে গেল তদন্তরে,
রাবণ-অগ্রে রোদন ক'রে, বদন ঢেকে বসনে ॥ ১৯৩
শুন গো দাদা দশানন! আমার দুঃখ-বিবরণ,
ভ্রমণ করিতে বন, পঞ্চবটী-মাঝে।
রাম নামেতে জটাধারী, তার যে সুন্দরী নারী,
দাসী নয় তার মন্দোদরী, তোমায় বড় সাজে ॥ ১৯৪

মনে করিলাম তারে, হ'রে লইয়ে আসিবারে,
বিপত্তি বন-মাঝারে, ঘটিল আমার তায়।
অভিমানে অঙ্গ জ্বলে, মান যে গেল রসাতলে,
ঝাঁপ দিব সাগরের জলে, মনের ঘৃণায়॥ ১৯৫
এত দিনে, দাদা! তোমার সর্ব্বনাশ করলে!
ভেকেতে ধরিল সর্প, ইন্দূরে বিড়াল ধর্‌লে॥ ১৯৬
ঐরাবত পদ্ম-কাননেতে বন্দী হ'লো।
হস্তের বাতাসে মহাবৃক্ষ উপাড়িল॥ ১৯৭
চড়াইয়ের ভরেতে ভাঙ্গিল বৃক্ষডাল।
সিংহের বনেতে রাজা হইল শৃগাল॥ ১৯৮
পর্ব্বতটা নিয়া যায়, পিপীলিকার পালে।
কুম্ভীর পড়িল ক্ষুদ্র-মৎস্যধরা জালে॥ ১৯৯

বাহার—আড়খেমটা।

পঞ্চবটী এসে, দাদা গো!
আমার নাক কাটে এক সর্ব্বনেশে।
বরং স্বচক্ষে এই দেখ, দাদা! রুধিরে যায় অঙ্গ ভে'সে॥
এত দিনে নাম ঘুচালে তুচ্ছ মানুষে,—
তুমি সিংহ হ'য়ে শৃগাল হ'লে,
এই ছিল কি ভাগ্যে শেষে॥ (ঋ)

মারীচের নিকট রাবণের গমন, পঞ্চবটী বনে মারীচের স্বর্ণ মৃগীরূপ-ধারণ।

ভগ্নী-বাক্যে রাবণ জ্বলদগ্নি সম জ্বলে।
রাগে হস্ত কামড়ায়, হায় হায় বলে॥ ২০০
বিহিত করিব কিসে, করে বিবেচনা।
রাগিয়ে জাগিয়ে করে যামিনী যাপনা॥ ২০১
চলিল রাবণ পরে, প্রত্যূষেতে উ'ঠে।
সমুদ্র-দক্ষিণকূলে মারীচ-নিকটে॥ ২০২
মারীচ তপস্যা করে, করি যোগাসন।
সবিশেষ তাহারে জানায় দশানন॥ ২০৩
কহিছে রাবণ,—সঙ্গে আইস ত্বরিতে।
আনিব লঙ্কায় ভণ্ড-তপস্বীর সীতে॥ ২০৪
মারীচ কহিছে,—অবধান লঙ্কেশ্বর!
সে রাম মনুষ্য নয়, ব্রহ্ম পরাৎপর॥ ২০৫
মুনি-যজ্ঞ-নষ্টে গিয়াছিলাম বাল্যকালে।
এক বাণে তার পড়েছিলাম সমুদ্রের জলে॥ ২০৬
সেই হ'তে জেনেছি তারে, তারকব্রহ্ম রাম।
অদ্যাপি জাগয়ে মনে দূর্ব্বাদলশ্যাম॥ ২০৭
না চিনে সেই চিন্তামণি, বিনাশ-কারণে।
আতঙ্কে পতঙ্গ পড়ে, জ্বলন্ত আগুনে॥ ২০৮

শুনিয়া কুপিয়া উঠে রাবণ দোর্দ্দণ্ড।
ভণ্ড রাম ব্রহ্ম তোর, হ'লো রে পাষণ্ড ॥ ২০৯
খড়্গ ল'য়ে যায় প্রাণ দণ্ডিতে রাবণ।
ত্রাসিত তাড়না দেখে তাড়কা-নন্দন ॥ ২১০
উভয়-সঙ্কটে মারীচ হৈল উচাটন।
গেলে রামচন্দ্র বধে, না গেলে রাবণ ॥ ২১১
অতএব মরি কেন রাবণ-নিকটে।
যা করেন জগদ্বন্ধু, যাওয়া যুক্তি বটে ॥ ২১২
হরিতে জানকী, মারীচ হইল উদ্‌যোগী।
যুক্তি ক'রে অরণ্যে হইল স্বর্ণমৃগী ॥ ২১৩
যথায় লক্ষ্মণ লক্ষ্মী রাম জটাধারী।
আইল মারীচ স্বর্ণমৃগী-রূপ ধরি ॥ ২১৪
মায়াতে ভুলিলা সীতা, মৃগী দে'খে চক্ষে।
করিলেন রঘুনাথে স্বর্ণমৃগী ভিক্ষে ॥ ২১৫
শু'নে ভগবান্, বাণ ধনুকে যুড়িলে।
মায়াবী মারীচ রঙ্গে ভঙ্গে বনে চলে ॥ ২১৬
পিছে পিছে ধাইলেন কমললোচন।
গিয়ে বনান্তরে করেন বাণ বরিষণ ॥ ২১৭
মারীচ সঙ্কট গণে, দে'খে প্রাণে মরি।
যা হ'ক্ রাবণের কার্য্য মৃত্যুকালে করি ॥ ২১৮

লক্ষ্মণেরে ডাকি, ল'য়ে—শ্রীরামের স্বর।
আসিবে লক্ষ্মণ,—শূন্য হবে তবে ঘর ॥ ২১৯
শ্রীরামের বাণেতে বিন্ধিল কলেবর।
মায়া করি কাঁদিছে মারীচ নিশাচর ॥ ২২০
কোথা রে গুণের ভাই! লক্ষ্মণ ধানুকি!
মৃত্যুকালে দেখা দাও, হে প্রিয়ে জানকি! ॥ ২২১

জয়জয়ন্তী—যৎ।

আয় রে লক্ষ্মণ! যায় রে জীবন,বনে অন্য সখা নাই।
বধ করে নিশাচরে, প্রাণ বাঁচারে প্রাণের ভাই!
যদি আমায় রক্ষা কর, ত্বরায় নে আয় ধনুঃশর (রে),
আমি সকাতরে ডাকি তোরে,
তুই এলে নিস্তার পাই ॥
সাপক্ষ কেউ নাই রে সাথে, পড়েছি বিপক্ষ-হাতে,
বিপাকে আজি বুঝি লক্ষ্মণ! জীবন হারাই।
আমি যদি মরি প্রাণে,—
তায় ভাবি নে ভাবি নে, (রে),
ম'লে জন্মদুঃখিনী সীতার,
কি হবে ভাই! ভাবি তাই ॥ (ঐ)

মারীচের রোদন, বনে শ্রবণে শুনে সীতে।
কাঁপে গাত্র, যুগল নেত্র, লাগিল ভাসিতে ॥ ২২২
মনে মনে প্রমাদ গণি, চন্দ্রাননী মণিহারা ফণী,
হন জ্ঞানশূন্যা, অচৈতন্যা চৈতন্যরূপিণী ॥ ২২৩

শিরে করি করাঘাত, বলেন রঘুনাথ!
বুঝি হে ভাঙ্গে কপাল।
ঘটালে কুদিন, সোণার হরিণ,—
হ'লো বুঝি মোর কাল ॥ ২২৪
বিধি কি কুবুদ্ধি আমার হৃদি মাঝে দিলে।
আমি সাধ ক'রে, মোর সাধের নিধি,
সাগরে দিলাম ফে'লে ॥ ২২৫
আমি চাই সুখ, বিধি যে বৈমুখ!
সুখোদয় হবে কেনে।
নৈলে রাজার নন্দিনী, হব রাজরাণী,
কোথা রাণী দিলে বনে ॥ ২২৬
সতী হয়ে অধীরা, নাহি ধৈর্য্য ধরে মন।
উন্মাদ লক্ষণে, লক্ষ্মী লক্ষ্মণেরে কন ॥ ২২৭
বলে কি কর, দেবর! কাঁদে রঘুবর—কাননে।
শুন না কাণে, লয়ে তব নাম, ডাকিছেন রাম,
সঙ্কট ঘ'টেছে বনে ॥ ২২৮

অহং-সিন্ধু—যৎ।

লক্ষ্মণ! যাও রে বিপদে প'ড়েছেন—
আমার গুণনিধি রাম।
কর আর বিলম্ব কেন, ধর ধর ধনুর্ব্বাণ, (রে)
গিয়ে রাখ রে রঘুনাথের জীবন,
রাখ রে সীতার মান॥
ঐ যে তোরে ঘন ঘন,
ডাকিছে রাম নবঘন,
আজি আমায় হয়েছে বিধি বাম রে,—
ভাঙ্গিল কপাল এ অভাগী,
কেন চাইলাম স্বর্ণমৃগী, (রে),
ওরে বিপাকে আজি বুঝি লক্ষ্মণ!
রামকে হারালাম॥ (ট)

জানকীর বাক্যে লক্ষ্মণের রাম-অন্বেষণে গমন।

লক্ষ্মণ কহেন কথা, রক্ষ মা জনকসুতা!
কি নিমিত্ত চিন্তা গো অনিত্য।
তোমার রাম জগতের মূলাধার, বিপত্তির কর্ণধার,
কর্ণেতে না শুনি তার বিপত্ত॥ ২২৯

কাঁদ কেন কি লাগিয়ে, কাঞ্চন-হরিণী লয়ে,
রাম তব আসিবেন তিলার্দ্ধে।
আমায় আজ্ঞা দিলেন হরি, থাকিতে তব প্রহরী,
কিরূপে যাইব বনমধ্যে ॥ ২৩০
কে কাঁদিতে কি শুনিলে, বুঝিতে না পারি লীলে,
ক্ষম কেন ঘটাও বিবন্ধ।
যদি তব বাক্য শুনি, তোমায় রে'খে একাকিনী,
গেলে বিপদ হইবে নিঃসন্ধ ॥ ২৩১
শুনে সতী উন্মামতি, কহেন লক্ষ্মণ-প্রতি,
কার্য্যকালে বুঝা যায় মন।
অন্তরে এত খলতা, মুখে তোর অতি শীলতা,
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ॥ ২৩২
দুঃখিনীর কপাল মন্দ, হারাই বুঝি রামচন্দ্র,
কে যাবে!—প্রাণ যায় রে বিদরিয়ে।
পতিত রাম শত্রু-সনে, শত্রুতা করিয়া মনে,
তত্ত্ব না করিলি ভাই হয়ে ॥ ২৩৩
বুঝিলাম পেয়ে শত্রু, জ্ঞাতি যে পরম শত্রু,
মায়া-বাক্যে পূর্ব্বে কত বল্লি!
এত বাদ ছিল মনে, সঙ্গে সঙ্গে এসে বনে,
সঙ্গোপনে সর্ব্বনাশ কর্লি ॥ ২৩৪

শ্রীরামে ক’রে নিধন, ল’য়ে তার রাজ্য ধন,
হবে রাজা, ওরে পাপগ্রস্ত !
কন জানকী এইমত, অকথ্য বচন কত,
শু’নে লক্ষ্মণ কর্ণে দেন হস্ত ॥ ২৩৫
দুই চক্ষে বহে ধারা, অনুতাপে অঙ্গ জরা,
বাক্য নাহি সরে বাক্য-শরে ।
কন লক্ষ্মণ হয়ে দুঃখী, সন্তানে কি বল, লক্ষ্মী !
বলিয়ে কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২৩৬
যা করেন ভগবান্, ব’লে লয় ধনুর্ব্বাণ,
যাত্রা করিছেন বনে দ্রুত ।
ধনুকের রেখা দিয়ে, সীতারে কন নিষেধিয়ে,
হবে না এই রেখা-বহির্ভূত ॥ ২৩৭
এই রূপে লক্ষ্মণ যান, যথা বনে ভগবান্,
হেথায় শুনহ বিবরণ ।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে বনে,—একাকিনী সঙ্গোপনে,
বিলাপয়ে জানকী রোদন ॥ ২৩৮
এমন কপাল কার, জনক জনক যার,
শ্বশুর অসুর-সুরমান্য ।
পতি যার ত্রৈলোক্য-পতি, অযোধ্যায় নরপতি,
তার পত্নীর বসতি অরণ্য ॥ ২৩৯

এই রূপে রামপ্রিয়ে, রামপদে মন সমর্পিয়ে,
বিলাপিয়ে করেন রোদন।
কাঁদেন রাম-নাম স্মরি, বনমধ্যে একেশ্বরী,
রাবণ পাইল শুভক্ষণ ॥ ২৪০

* * *

যোগিবেশে রাবণের পঞ্চবটী বনে আগমন—সীতা-হরণ।

হরণে হ'য়ে উদ্‌যোগী, হইল কপট যোগী,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান কায়।
রুদ্রাক্ষের মালা-গলে, ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র কপালে,
ভস্মাভরণ সর্ব্বগায় ॥ ২৪১
যোগিবেশে লঙ্কাপতি, বোম্ বোম্ বাক্যেতে গতি,
কক্ষে ঝুলী—ভিক্ষা উপলক্ষি।
উপনীত হইল যথা, জনক-নন্দিনী সীতা,
কনক-বরণী স্বয়ং লক্ষ্মী ॥ ২৪২

ভৈরবী—যৎ।

ভিক্ষে দে কে গো বনে, বনবাসিনি নারি!
অহং তীর্থবাসী যোগী বিরাগী জটাধারী ॥
ভক্তি-মুক্তি-কারণ, ভজ রে মন! জয় নারায়ণ,
জয় শিব রাম বোম্, ভোলা ত্রিপুরারি।

প্রচণ্ড উদিত ভানু, ত্রাসেতে ত্রাসিত তনু,
দুঃখিপানে চাও, লক্ষ্মী ! বিলম্ব আর সৈতে নারি ॥

রেখার বাহিরে রহি, ভবতি ! ভিক্ষাং দেহি,
পুনঃ পুনঃ বলে দশানন।
নহে রাবণের শক্তি, লইতে রামের শক্তি,
রেখামধ্যে করিয়া গমন ॥ ২৪৩
দ্বারে যোগী করে দৃষ্টি, লইতে তণ্ডুল-মুষ্টি,
কন লক্ষ্মী,—লহ ভিক্ষা আসি।
নিকটে গিয়া না লয় ভিক্ষে, নিরখিয়া আড়চক্ষে,
বদন ফিরায় ভণ্ড ঋষি॥ ২৪৪
দেবর-লক্ষ্মণ-বাণী, ভুলিয়ে রাঘব-রাণী,
দেখা দেন রেখার বাহিরে।
ভিক্ষা দেন দশমুণ্ডে, দশানন সেই দণ্ডে,
রথে তুলে লয় জানকীরে ॥ ২৮৫
বিপদে পড়িয়া সতী, ঊর্দ্ধকরে করেন স্তুতি,
উদ্ধার, হে রঘুপতি ! মোরে।
দেখেন, দশদিক্ শূন্যাকার, শূন্যপরে হাহাকার,
মৃত্যুর আকার রথোপরে ॥ ২৪৬

মৃগী-বধে গেল হরি, মৃগী নয়'—জীবনের অরি,
মরি হে! গুমরি প্রাণ গেলো।
দুষ্ট যদি কু-বাক্য বলে, এখনি ঝাঁপ দিব জলে,
জন্মের শোধ বুঝি দেখা হ'লো॥ ২৪৭
কাঁন্দিয়া কহেন সতী, ওহে আত্মবিস্মৃতি!
বিস্মৃতি আমারে কি কারণ।
জীবন হারায় দাসী, অন্তরে বারেক আসি,
অন্তকালে দাও হে দরশন॥ ২৪৮

———

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত রাম! কান্ত! কোথা রহিলে রঘুমণি!
বিপদে রাম! রক্ষ হে বিপক্ষ-করে যায় প্রাণী॥
আসিয়া কানন-মধ্যে কপট যোগি-রূপ ধরি,
এ কোন্ পাষণ্ড দশমুণ্ড লয় হরি,
অকূলে কূল দেও হে রঘুকুল-শিরোমণি!
হরি! কোথা আছ পরিহরি,সীতে লয়ে যায় হরি,—
কি ক্ষণে চাহিলাম আমি হরি! হে হরিণী,—
আমারে মজালে দুষ্ট হয়ে কপট-সন্ন্যাসী!
তার হে তারকব্রহ্ম! বারেক দেখা দাও আসি,
বিপাকে মরে হে সীতে জনম-দুঃখিনী॥ (ভ)

হেথা রাম ক্রোধ-মনে, মারীচে মারিছেন বনে,
হেন কালে লক্ষ্মণ আইল।
ধনুহস্তে ধরা-নেত্র, অনুজে দেখিয়া মাত্র,
তনু যে রামের উড়ে গেল॥ ২৪৯
লক্ষ্মণ কি জন্যে এ'ল! লক্ষণে বুঝিনে ভাল,
ঘ'টেছে জানকীর অমঙ্গল।
হবে কি! রবে কি শু'নে,—প্রাণ জানকী বিহনে,
না জানি,—কি মোর আছে কর্ম্মফল॥ ২৫০
দুই চক্ষে শতধার, ভবনদীর কর্ণধার,
সুধান কি হ'লো রে বিবন্ধ!
বল রে লক্ষ্মণ! বল, দুঃখেতে অতি দুর্ব্বল,
দুর্ব্বলের বল রামচন্দ্র॥ ২৫১

অহং-সিন্ধু—যৎ।

ভাই! কেন লক্ষ্মণ! এলি একা রাখি,বনে চন্দ্রমুখী,
আজি বুঝি মারীচের মায়ায় হারালাম জানকীরে।
ডেকেছে কাল-নিশাচরে,
ভাই! আমি ডাকি নাই তোরে,
বিধাতা মোরে বৈমুখ, আজি দেখি রে॥ (৮)

সীতা-অন্বেষণ।

সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্রের সীতা-অন্বেষণ ;—

জটায়ুর মৃত্যু ;—সদ্‌গতি।

সীতা-হারা হয়ে রাম, নয়নে বারি অবিরাম,
বিরাম নাহিক অর্দ্ধ দণ্ড।
জিজ্ঞাসেন পশু পক্ষে, করাঘাত করেন বক্ষে,
জীবন নাশিতে প্রায় উদ্দণ্ড॥ ১

ভ্রমণ করেন বনে বনে, জিজ্ঞাসেন বৃক্ষগণে,
মুখে শব্দ, 'হা সীতে! হা সীতে!'
বলেন উপায় করি কিরে, চলেন অতি ধীরে ধীরে,
দুঃখনীরে ভাসিতে ভাসিতে॥ ২

প্রথমে দেখেন হরি, ভুমে যায় গড়াগড়ি,
পাখা নাই প'ড়ে একটা পাখী।
জিজ্ঞাসা করেন রাম, কিবা নাম কোথা ধাম,
তুই বেটা মোর সীতা খেয়েছিস্ নাকি॥ ৩

পক্ষী বলে শুন রাম! জটায়ু আমার নাম,
তোমার পিতার হই সখা।

রাবণ হরিল সীতে, গেলাম তারে বিনাশিতে,
সেই-ত কাটিল মোর পাখা॥ ৪
ব'লে পক্ষী ত্যজিল জীবন, লক্ষ্মণে কন মধুসূদন,
পিতার সখা পিতারিই সমান।
শুনরে লক্ষ্মণ! বলি, কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বালি,
অগ্নিকার্য্য কর সমাধান॥ ৫

* * *

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরাম লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার—সখ্য বন্ধন।

দুই ভাই তদন্তরে, দেখেন পর্ব্বতোপরে,
কপিসঙ্গে সুগ্রীব রাজন।
কহিছেন বিশ্বময়, কে তোমরা দেও পরিচয়,
কি হেতু এখানে আগমন॥ ৬
সুগ্রীব রাজন কয়, শুন মম পরিচয়,
শ্রীপাদপদ্মে করি নিবেদন।
কিষ্কিন্ধ্যানগরে ধাম, সুগ্রীব আমার নাম,
বালী কে'ড়ে নিল রাজ্য ধন॥ ৭
আপনি কে, কি জন্য বনে, বিস্ময় জন্মিল মনে,
লক্ষণে সব দেবের লক্ষণ।
কিবা রূপ আহা মরি! জ্ঞান হয় গোলোকের হরি,
আপনি আসি কৃপা করি, দিলেন দরশন॥ ৮

শুনি কন গুণধাম, দশরথ-পুত্র রাম,
পিতৃসত্য পালিতে আসি বন।
এই দেখ বিদ্যমান, জটা বাকল পরিধান,
সঙ্গে ভাই অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ৯
আর সঙ্গে ছিলেন জানকী, তার তত্ত্ব জান কি ?
কোথা গেল, কে করিল হরণ।
তোমরা তার অন্বেষণ লাগি, যদি হও উদ্যোগী,
তবে আমি পাই হারাধন ॥ ১০
এখন তুমি যদি সাপক্ষ হ'য়ে, বানর-কটক লয়ে'
কর যদি সীতার উদ্ধার।
তোমা ভিন্ন কেবা পারে, অলঙ্ঘ্য-সাগর-পারে,
পারে যেতে এত শক্তি কার ॥ ১১
অতএব তোমারে বলি, বলে তুমি মহাবলী,
কর যদি উপকার কার্য্য।
আমি তব সাপক্ষ হ'য়ে, কিষ্কিন্ধ্যানগরে গিয়ে,
বালি ব'ধে তোমায় দিব রাজ্য ॥ ১২
শুনিয়ে সুগ্রীব বলে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতলে,
সর্ব্বত্রেতে খুঁজিয়ে দেখিব।
করিলাম অঙ্গীকার, বার বার তিন বার,
তব সীতা উদ্ধার করিব ১৩

আর এক কথা নিবেদন, করি, হরি! কর শ্রবণ,
ঐ দুটি অভয় চরণ, দেও হে আমাকে।
ঐ পদ, রাম! ভালবাসি, শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা সদা ভাবেন ব্রহ্মলোকে॥ ১৪
শুন হে গোলোকের পতি! আমি ক্ষুদ্র পশু-জাতি,
পশুপতি-আরাধ্য-ধন তুমি।
কি জানি হে তব তত্ত্ব, কি জানি তব মাহাত্ম্য,
কি স্তব করিতে জানি আমি॥ ১৫
সুগ্রীবের ভক্তি দেখি, কমলাকান্ত কমল-আঁখি,
কমলহস্তে হস্ত ধরি তার!
সুধামাখা কন বাক্য, প্রাণ-তুল্য তুমি সখ্য,
অদ্যাবধি হইলে আমার॥ ১৬
সুগ্রীব বলে মাধব! দাসের যোগ্য হব না তব,
মৈত্র-যোগ্য বল কিসে হরি!
ওহে ভব-কর্ণধার! মৈত্র হ'য়ে ক'রো পার,
চরম-কালে দিয়ে চরণতরি॥

খাম্বাজ—একতালা।

দেখো, ভুলো না তখন।
চরমকালে দিও হে চরণ॥

আমি পশুজাতি, কি জানি ভকতি,
তুমি অগতির গতি, পতিতপাবন ॥
কর্ম্মভূমে আসি না হইল কর্ম্ম,
বিষয়ার্ণবে ডুবাইলাম ধর্ম্ম,
জন্মাবধি আমার বৃথা গেল জন্ম,
কালবশে কাল হ'লো হে হরণ ॥
অসার সংসারে তুমি সারাৎসার,
ভব-ভয়হারি ভব-কর্ণধার।
ভজন-বিহীন আমি দুরাচার,
শরণাগতেরে রেখো হে স্মরণ ॥ (ক)

সীতা-অন্বেষণের জন্য বানরগণের
উদ্যোগ,—যাত্রা।

ভূলোকে গোলোকেশ্বর, সুগ্রীবকে দণ্ডধর,
করিলেন বালীকে বধিয়ে।
পে'য়ে রাজসিংহাসন, করিতে সীতার অন্বেষণ,
চলিল বানর-সৈন্য ল'য়ে ॥ ১৮
নীল শ্বেত পীতবর্ণ, বানর কে করে গণ্য,
ভল্লুক আইল দেশ যুড়ি।

কেঁউ লম্ফ দিয়ে উঠে গাছে, নে'চে বেড়ায় গাছে গাছে
কেউ বা করে দন্ত-কিড়িমিড়ি ॥ ৯
বেড়ায় লোকের চালে চালে, যা খায় তাই রাখে গালে,
সভায় এসে বসেছে দেখ্‌তে পাই।
ও মানুষের কথা বুঝিতে পারে,
বল্‌লে পোড়ার মুখটী নাড়ে,
কথায় বলে,—মাথায় চড়ে,
বানরকে দিলে নাই॥ ২০
কোন বানরের লম্বা দাড়ি, আপনার গালে চড়াচড়ি,
দাঁত দেখায়ে লোককে দেখায় ভয়।
কেউ বা পড়ে আটচালায়,নোলাটী বাড়িয়ে কলাটী খায়,
সাক্ষাতে তা বলাটা উচিত নয়॥ ২১
সুগ্রীব রাজার আদেশে, জানকীর উদ্দেশে,
দেশে দেশে যায় কপিগণ।
কোন কোন বীর যায় পূর্ব্বে, অন্য দিক্ যাবার পূর্ব্বে,
সঙ্গে সৈন্য লয় অগণন॥ ২২
বলে, কাকে পাঠাই পশ্চিমে, কে জানে পশ্চিমের সীমে,
যে জানে সে যাও শীঘ্র চলি।
কে যাবি রে উত্তর, প্রদান কর উত্তর,
সৈন্য ল'য়ে যাও হে শতবলী! ২৩

শুন ওরে হনূমন্ত, তুমি বড় বুদ্ধিমন্ত,
লও রে প্রধান কপিগণে।
যাও রে তুমি দক্ষিণেতে, মৃগ দ্বিজ দক্ষিণেতে,
দৃষ্টি করি যাত্রা শুভক্ষণে ॥ ২৪
হও রে অতি তৎপর, মিতাকে না ভে'বো পর,
যার-পর বস্তু নাই রে আর।
তাঁর কার্য্যে ক'রো না হেলা, ডুবাইও-না রে ভবে ভেলা,
ভবার্ণবে উনি কর্ণধার ॥ ২৫
মুনি ঋষি যাঁরে ভাবে, এমন সুদিন আর কি পাবে,
দেখা দিলেন আপ্‌নি কৃপা করি।
সুর নর যাঁরে চিন্তে, তাঁরে কেবা পারে চিন্‌তে,
চিন্তিলে যায় ভবের চিন্তে, চিন্তামণি হরি ॥ ২৬
দুর্ল্লভ দুরারাধ্য ধন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
বেদ পুরাণেতে যাঁরে কয়।
একবার মুখে বল্‌লে রাম, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
চতুর্ব্বর্গ ফল লভ্য হয় ॥ ২৭
সদা ভাবেন কৃত্তিবাস, ত্যজে বাস গৃহবাস,
শ্মশানে গিয়ে করেন বাস, বাসনা ত্যজিয়ে।
ব্রহ্মা ইন্দ্র শমন পবন,পদ পেয়েছেন আপন আপন,
ঐ রামের চরণ পূজিয়ে ॥ ২৮

কর ভক্তি রাম-পদে, অশ্বমেধ পদে পদে,
হবে লভ্য দিব্য পদ পাবে।
এ দেহ পঞ্চত্বকালে, অধিকার না কর্‌বে কালে,
অনায়াসে যম-যন্ত্রণা এড়াইবে ॥ ২৯

আলিয়া—একতালা।

ওরে, রামকে চিন্‌তে পারা ভার।
ভজে ইন্দ্র চন্দ্র, ঐ পদারবিন্দ,
মহাযোগীর আরাধ্যধন,—
সে সব ধন, কি পায় রে অন্যে,
এত পুণ্য আছে কার ॥
যাঁর পদোপরে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন,
গোষ্পদাদি স্বর্ণরেখা ভিন্ন ভিন্ন,
অবনীতে আসি হলেন অবতীর্ণ,
করিতে জীব-উদ্ধার ॥
পদ্মযোনির হৃদিপদ্মের যে ধন,
অন্বেষণে যাঁর না হয় অন্বেষণ,
অনশনে ব'সে ভাবে ঋষিগণ,
অভয় চরণ তাঁর ॥ (খ)

সুগ্রীবের বাক্য-শেষ, হ'লে কন হৃষীকেশ,
শুন ওরে পবন-কুমার!
হয়ে বাছা! মনোযোগী, আমারে ঘুচাও যোগী,
কর বাপু! সীতার উদ্ধার॥ ৩০
হ'য়ে আমি সীতাহারা, দিবসে দেখি রে তারা,
দিগদিক্ সব শূন্যাকার।
এ বিপদে কিসে তরি, তুমি যদি দিয়ে তরী,
বিপদ-সাগরে কর পার॥ ৩১
আর তত্ত্ব-কথা কারে কই, সীতার তত্ত্ব তোমা বই,
কে করিবে পবন-নন্দন!
হারা হয়ে চন্দ্রমুখী, নয়নে না চন্দ্র দেখি,
লাগে না ভাল চন্দ্রের কিরণ॥ ৩২
প্রাণপ্রিয়ে—অদর্শনে, প্রাণ কি আমার ধৈর্য্য মানে,
সহ্য হয় না সীতার বিচ্ছেদ।
যেমন শারী অদর্শনে শুক, তিলেক নাহিক সুখ,
অসুখ সর্ব্বদা মনে খেদ॥ ৩৩
জীবন ত্যজিয়ে মীন, হব রে জীবন-হীন,
দিনমণি বিনে যেন দিন।
না দেখিয়ে নবঘন, চাতকের যেমন মন,
চন্দ্র বিনে চকোর মলিন॥ ৩৪

চক্ষু হারাইয়া অন্ধ, সদা থাকে নিরানন্দ,
করে তার ব্যাকুল পরাণী।
হারায়ে মণি, ফণী যেমন, সেইরূপ আমার মন,
বিনে সেই জনকনন্দিনী॥ ৩৫
জাগিছে আমার অন্তরে, মানে না প্রাণ—প্রাণান্তরে,
দেহান্তরে ভুলিব নারে সীতে।
মানে না প্রবোধ-জল, দারুণ বিচ্ছেদানল,
তুমি যদি পার বিনাশিতে॥ ৩৬

* * *

হনূমান কর্ত্তৃক শ্রীরামের স্তব।

হনূমান্ বলে হরি! চরণে নিবেদন করি,
শুনেছি তুমি ভবের বৈভব।
তুমি জগতের চিন্তা হর, চিন্তামণি নাম ধর,
তব চিন্তা একি অসম্ভব॥ ৩৭
শুন হে রাম গুণমণি! সুরমণির শিরোমণি,
ঋষি মুনি ভাবিয়ে না পায়।
অনীল নীলকান্তমণি, হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি,
তোমায় ডাক্‌লে চিন্তামণি, দিনমণিসুত দূরে যায়॥ ৩৮
ওহে রাম দয়াময়! তোমার অভয় পদদ্বয়,
ঐ শ্রীপদে জন্মিল জাহ্নবী।

বেদ পুরাণে আছে শোনা, কাষ্ঠতরী হ'লো সোণা,
ঐ চরণে পাষাণ মানবী ॥ ৩৯
বৈকুণ্ঠ পরিহরি, ভূভার হরিতে হরি,
অবনীতে হলে অবতীর্ণ।
তুমি হে পুরুষোত্তম, কে আছে তোমার সম,
পরম পুরুষ তোমা ভিন্ন ॥ ৪০

অহং—একতালা।

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না,
তোমারি তুলনা, তুমি হে হরি!
আছেন নাভিপদ্মে বিধি, তোমার গুণনিধি,
তুমি বিধির বিধি, সর্ব্বোপরি ॥
ভ'জে তোমার পদদ্বয়, মৃত্যুকে কল্লেন জয়,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি।
চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী,
স্বর্ণময় হ'লো কাষ্ঠতরী,
ওহে তোমার অভয় পায়, জীবে মুক্তি পায়,
ভবের উপায়,—পারের তরী ॥
বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ,
দিলে ইন্দ্রপদ, স্বর্গোপরি।

দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
ত্রাণ কর ভবসিন্ধুবারি ॥
হলে পূর্ণ অবতার, হরিতে ভূভার,
রাবণ বধিতে রামরূপ ধরি ॥ (গ)

হনূমানকে শ্রীরামের অভিজ্ঞান প্রদান।

রাম অগ্রে যোড়-করে, হনূ নিবেদন করে ;
কিছু নাই চরাচরে, তব অগোচর।
আমি যে তব অনুচর, মা যদি হন মোর গোচর,
করবে না তো সুগোচর, ব'লে বনচর ॥ ৪১
আমি যে তোমার দাস, কিসে হবে তাঁর বিশ্বাস,
হ'লে পরে বিশ্বাস, বিশ্বাস হবে না।
মিথ্যা হবে যাওয়া আসা, পূর্ণ না হইবে আশা,
দেখিয়ে আমার দশা, কথাটি কবেন্ না ॥ ৪২
আমি কিসে চিনিব তাঁরে, উপায় বল আমারে,
অন্য কিছু করিনে আর চিন্তে।
দাও কিছু চিহ্নিত মোরে. চিহ্নিত বল্‌লে আমারে.
মা জানকী যদি পারেন চিন্তে ॥ ৪৩
মারুতির শুনিয়ে বাণী, বাণীপতি কন বাণী,
সীতার লক্ষণ ভাল জানি।

রূপে হরে অন্ধকার, সৌদামিনী কোন্ ছার,
নখরেতে চন্দ্র তাঁর, গজেন্দ্রগামিনী ॥ ৪৪
আর, তোমাকে সীতা চিনিবেন যায়,
আয় রে আমার নিকটে আয়,
প্রত্যয় জন্মিবে যায়, জনক-ঝিয়ারি।
হবে না রে অচিনিত, মম নামে নামাঙ্কিত,
লও রে আমার হস্তের অঙ্গুরী ॥ ৪৫
সঙ্গে লও রে সৈন্যগণে, দেখিবে সকল স্থানে,
সাবধানে পবন-কুমার!
মনে বড় হয় শঙ্কা, কেমনে লঙ্ঘিবে লঙ্কা,
শত যোজন সাগর-পাথার ॥ ৪৬
হনূ বলে হে গুণধাম। পারের কর্ত্তা তুমি রাম,
তুমি প্রভু। কৃপা কর যারে।
এ সমুদ্র কোন্ ছার, গোষ্পদ তুল্য জ্ঞান তার,
ভব-সমুদ্রের যেতে পারে পারে ॥ ৪৭
কর হে লজ্জা নিবারণ, বিপদে রেখো মধুসূদন!
চরণে এই নিবেদন করি।
এত বলি ভূমিতে পড়ি, প্রণমিয়ে শ্রীহরি,
বদনে বলি শ্রীহরি, করিল শ্রীহরি ॥ ৪৮

সীতা-অন্বেষণে হনুমানের যাত্রা।

সঙ্গে লয়ে অনুবল, অঙ্গদাদি নীল নল,
ভল্লুক-প্রধান জাম্ববানে।
রামজয় শব্দ করে, পাতালে বাসুকি নড়ে,
শমনের শঙ্কা হয় প্রাণে ॥ ৪৯
পর্ব্বত-শিখর বারি, খুঁজে সবে বাড়ী বাড়ী,
হনুমানের চক্ষে বারি, দুঃখ আর সয় না।
বলে, একবার যদি দাও মা! দেখা,
বিধির বাক্য বেদে লেখা,
শমনের সঙ্গে দেখা, জনমে আর হয় না ॥ ৫০
শ্রীরাম কাঁদেন রাত্রি-দিন, ঘুচাও গো মা! এ দুর্দ্দিন,
আমাদিগে দেখে দীন, কর মা কৃপাদৃষ্ট।
যে জন্য এ ভবে আসা, ক'রো না নৈরাশা আশা,
পূরাও গো মা! সকলের ইষ্ট ॥ ৫১

খট্—একতালা।

আমি জানিনে গো আর, মা! তোমার,
কেবল অভয় পদ ভিন্ন।
হ'য়ে সীতে, ভার নাশিতে, অবনীতে অবতীর্ণ ॥

হই বঞ্চিত, নাই সঞ্চিত, জন্মার্জ্জিতকৃত পুণ্য।
হের দীনে,এ দুর্দ্দিনে, তোমা বিনে,নাই আর অন্য ॥
করিতে মা! তব তত্ত্ব, না জেনে এসেছি তত্ত্ব,
পরম পদার্থ পদ দিয়ে কর ধন্য।
মা! তোমারে নিরাহারে পূজে পদ-পাবার জন্য,
দাশরথি-প্রিয়া সতি! দাশরথির জ্ঞানশূন্য ॥ (ঘ)

সীতা-অন্বেষণ-রত বানরগণের পরস্পর কথাবার্ত্তা।

করিছে বানরগণ, জানকীর অন্বেষণ,
দেখে বন উপবন, পর্ব্বত-শিখর।
দুর্ব্বল বানর যারা, তারাসুতের ভয়ে তারা,
তাড়া পেয়ে সভয়-অন্তর ॥ ৫২
ঝকড়া করে পরস্পর, কতক গুলো নীচ বানর,
সদাই করে কিচিমিচি রব।
তার মধ্যে কতক ভদ্র, যেমন ভূতের ভদ্র বীরভদ্র,
বানরের দলে তেমন ভদ্র সব ॥ ৫৩
হ'লো কতকগুলো সঙ্গ হারা, হ'য়ে হ'লো সঙ্গ ছাড়া,
বলে পারিনে এমন ধারা, ওদের সঙ্গে যেতে।
কেউ বলে পাছু চল রে চল!

আমরা হ'লাম আর একদল,
সীতা খোঁজা কেবল ছল,
ফলটী মূল্‌টী খাব খুঁজে পেতে ॥ ৫৪
কোথা খুঁজে পাব জানকী, জানকী কেমন তা জান কি ?
কেউ কখন দেখেছ কি ? কেমন মূর্ত্তি সীতে।
মন ছিল ভাই কার আসিতে, ঘোর অরণ্য প্রবেশিতে,
যাব প্রাণ নাশিতে, সীতা অন্বেষিতে ॥ ৫৫
রাবণ তো ক'রেছে ভাল, নিবান আগুন কেন জ্বাল,
অন্বেষণে ফল কি বল, পরের ধন ল'য়ে গিয়েছে পরে।
নইলে ভুগিতে হ'তো কত ভোগ, হয়েছে ভাল শুভযোগ,
সাধে সাধে ডে'কে রোগ, এনো না আর ঘরে ॥ ৫৬
সীতে সীতে করিছ এখন, মানিবে কথা জানিবে তখন,
সময় পে'য়ে ধরিবে যখন, কাঁপিবে তখন শীতে।
সুগ্রীব তো বুড়া হয়েছে ! বুদ্ধিশুদ্ধি সকল গেছে,
সেই তো গ্রহ ঘটিয়েছে,রামের সঙ্গে পাতিয়েছে মিতে ॥
অঙ্গদটা রাজার বেটা, সেটার বড় বুদ্ধি মোটা,
দেখ্‌তে কেবল মোটা সোটা, মোনাকাটা জন্ম।
মন্ত্রী ওদের জাম্ববান, ওদের কাছেই মান্যমান,
কে বলে তারে বুদ্ধিমান্‌,
বিদ্যমান দেখ না তার কর্ম্ম ॥ ৫৮

হনূমান্ তো মস্ত ষণ্ডা, শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান পাণ্ডা,
মনটা তার নয়কো ঠাণ্ডা, খাণ্ডা ধরিই আছে।
সবারি সঙ্গে করে বাদ, বল্‌লে পরে ঘটে প্রমাদ,
কার আছে ম'র্‌তে সাধ, কে যাবে তার কাছে ॥ ৫৯
এইরূপে হয় বলাবলি, কেউ বলে, কালি যাব চলি,
কেউ বা দেয় গালাগালি, সুগ্রীব রাজারে।
সবাই মোড়ল জনে জনে, লাফালাফি করে বনে,
কেবা আর কথা শুনে, বানরের বাজারে ॥ ৬০

সুরট—কওয়ালী।

দেখ দেখ বানরেরি রঙ্গ।
দন্ত দে'খায়ে, লেজটী ঝুলায়ে,
করে লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, ডাল পালা ভঙ্গ ॥
মরকোট বানর যারা, সঙ্কট ভাবিয়ে তারা,
তারা-সুতে সদা করে ব্যঙ্গ,
দিলে কল্লাটী, বাড়িয়ে গল্লাটী,
মারে উঁকি-ঝুঁকি, দিয়ে ফাঁকি,
ছাড়ে তাদের সঙ্গ ॥ (৬)

অঙ্গদের সহিত সম্পাতির সাক্ষাৎকার, সম্পাতি অঙ্গদে গলাগালি।

এই রূপে দক্ষিণেতে যায় কপিগণে।
রাক্ষস-পিশাচ-জন্য মনে নাহি গণে॥ ৬১
হনূমান্ জাম্ববান্ ভাবিয়ে আকুল।
বলে, অকুল মাঝারে কেবা কুলাইবে কূল॥ ৬২
যদ্যপি না পাই, ভাই! সীতার উদ্দেশ।
সুগ্রীব হইবে ক্রুদ্ধ, কেমনে যাব দেশ॥ ৬৩
এই রূপেতে সকলেতে বলাবলি করে।
অঙ্গদ নিকটে দাঁড়াইল যোড় করে॥ ৬৪
কহিল অঙ্গদ বীর হাসিতে হাসিতে।
কিসের ভয়? হবে জয়, উদ্ধারিব সীতে॥ ৬৫
এত ব'লে সিন্ধুকূলে কুশাসন পাতি।
বসিল বানর সব, দেখিল সম্পাতি॥ ৬৬
বলে, আহা কি আশ্চর্য্য বিধির ঘটন।
বহু কাল পরে আজ মিলিল ভক্ষণ॥ ৬৭
শুনিয়া অঙ্গদ বলে, ম'লো বেটা পাখী।
আমাদের সঙ্গে একটা করিবে পাকাপাকি॥ ৬৮
পাখা নাই পাখী! তোর পাকাম কেন এত।
যত ক'র্‌তে পারিস্ কর, ক্ষমতা আছে যত॥ ৬৯

আমাদিগে ভেবেছ সামান্য বনচর।
যমালয় পাঠাইব মেরে এক চড়॥ ৭০
কোন্ বিপক্ষ পক্ষ রে তোর পাখা দিল পুড়িয়ে।
এখন মুণ্ডমালার দাঁতখামুটি ব'সেছ ডানা গুড়িয়ে॥ ৭১
কি আছে বাকী হাঁরে পাখি! হয়েছে তোর হদ্দ।
সব গেছে ফুরিয়ে তবু খুঁড়িয়ে মস্ত মোটা মর্দ্দ॥ ৭২
এখন প'ড়ে প'ড়ে মুণ্ডু নে'ড়ে ফড়িং ধরে খাও।
থাক চুপ্‌টী ক'রে মুখটী বুজে, বাঁচ্‌তে যদি চাও॥ ৭৩
শুনিয়ে হাসিয়ে পক্ষী, বলে বেটাদের ছেড়েছে লক্ষ্মী,
বান্দুরে ভাব দেখে আমি কি ভুলিব।
বেড়াচ্ছ বড় তাল ঠুকে, পড়েছ আমার সম্মুখে,
একবারে সব ভরিব মুখে, উবু-উবু গিলিব॥ ৭৪
যত বানর আছে পালে, অপমৃত্যু আছে কপালে,
কর্ম্ম-ফল আপনি ফলে, ফলাতে আর হয় না।
কি জন্য এত চড়া, বলিস্ কথা কড়া কড়া,
বোঝাই কর্‌লে পাপের ভরা, কখন ভর সয় না॥ ৭৫
শুনি হনূমান্ করে উষ্ম, বলে, বলিস্‌নে কথা দূষ্য,
চেপে ধর্‌লে বেরিয়ে যাবে নাড়ী।
তোকে কি আমরা করি ভয়, করিতে পারি সৃষ্টি লয়,
জান না বুদ্ধি পরিচয়, যমকে যমালয় পাঠাতে পারি ৭৬

সহায় আছেন শ্রীরামচন্দ্র, মানি কি আমরা ইন্দ্র চন্দ্র,
ভালবেসে হনূমান্‌চন্দ্র, নাম রেখেছেন হরি।
হ'তে পারি পার ভবসিন্ধু, হাত বাড়ায়ে ধরি ইন্দু,
অকুল পাথার জলসিন্ধু, বিন্দু জ্ঞান করি॥ ৭৭

* * *

রামনামের গুণে ছিন্ন-পক্ষ সম্পাতির দেহে নূতন পক্ষ-সঞ্চার।

রাম নাম শুনিয়ে পাখী, জলে ভাসে যুগল আঁখি,
কমলাকান্ত কমল-আঁখি, বদনে পাখী বলে।
কৃপা করি দাও হে দেখা, দীনবন্ধু দীনের সখা!
বলিতে বলিতে উঠিল পাখা, রাম-নামের ফলে॥ ৭৮
পক্ষীর পাখা উঠিল সব, ভয়ে বানর জীয়ন্তে শব,
ভাবে একি অসম্ভব, দেখিলাম আজি চক্ষে।
সম্পাতি কয় হনূমানে, বল মম বিদ্যমানে,
তোমরা যাবে কোন্ স্থানে, কোন্ উপলক্ষে॥ ৭৯
শুনিয়ে কহে মারুতি, সম্পাতি! শুন ভারতী,
সীতা হারিয়ে সীতাপতি, পাঠান সীতার অন্বেষণে।
পক্ষী বলে, জানি জানি, শুনেছি ক্রন্দনের ধ্বনি.
রাবণের রথে এক রমণী, দেখেছি নয়নে॥ ৮০

সুরট—পোস্তা।

শুনেছি ক্রন্দনের ধ্বনি,—সে ধনী কে তা কে জানে!
জানকী জানিলে তখন, রাবণ কি আর বাঁচিত প্রাণে?
আমার থাকিলে পক্ষ, হতেম রে তার প্রতিপক্ষ,
সে আমার হ'তো ভক্ষ্য, করতাম লক্ষ্য তারি পানে॥
দেখেছি রাবণের রথে, হ'রে লয়ে যায় যে পথে,
পড়িলে আমার হাতে,
তার যোড়া দিয়ে ধর্-তাম কাণে॥ (চ)

সাগর—পারের মন্ত্রণা।

এত বলি সম্পাতি, স্বস্থানে সম্প্রতি,
শ্রীরাম বলি গমন করিল।
তদন্তে বানর-সৈন্য, দশ দিক দেখে শূন্য,
কোথা যাব ভাবিতে লাগিল॥ ৮১
অঙ্গদ কয় জাম্ববানে, তুমি মন্ত্রী ভাল সকলে জানে,
কর দেখি ইহার মন্ত্রণা।
শুনি কহে জাম্ববান, পক্ষী দিল যে সন্ধান,
পারে যাওয়া এই যুক্তি সার॥ ৮২
অঙ্গদ কয় বারে বারে, যেতে হবে সিন্ধু-পারে,
সম্বোধন বাক্যে সবে ডাকে।

শুনি সিন্ধু-পারের কথা, পেট পানে হেঁট করে মাথা,
কেউ আর কয় না কথা, চুপ্‌টি ক'রে থাকে ॥ ৮৩
কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে, উত্তর প্রদান করে,
যোড়করে মনে পে'য়ে ত্রাস।
গয় গবাক্ষ মহোদর, শতবলী সহোদর,
বলে লাফাতে পারি সাগর, যোজন পঞ্চাশ ॥ ৮৪
যারা বৃদ্ধ কপি বুদ্ধিমান্, অঙ্গদের বিদ্যমান,
পরাক্রম কহিতেছে আসি।
হয়েছে এখন অঙ্গ ভার,
লাফাতে অধিক পারিনে আর,
হদ্দ যেতে পারি যোজন আশী ॥ ৮৫
হাসি জাম্ববান্ বলে, কি করিব আর বৃদ্ধ কালে,
যুবাকালের কথা বলি শুন।
যখন বলিরে ছলনা করি, বিরাট মূর্ত্তি হয়ে হরি,
পদে আচ্ছাদেন ত্রিভুবন ॥ ৮৬
বলিব কি সে চমৎকার, সেই মূর্ত্তি তিন বার,
একদিনে করি প্রদক্ষিণ।
আর কি আছে সে সব কাল,
এখন লাউতে চাপড় হারিয়ে তাল,
নিকট হ'লো কালাকাল, চক্ষে দৃষ্টি হীন ॥ ৮৭

এখনও কি করি শঙ্কা, লাফিয়ে যেতে পারি লঙ্কা
কিন্তু গিয়ে ফিরে আসিতে নারি।
অঙ্গদ বলে, কোন্ ছার, শত যোজন শত বার,
যাতায়াত করিতে আমি পারি ॥ ৮৮

* * *

সাগর-পারে যাইতে হনূমানের সম্মতি।

শুনি জাম্ববান্ কয়, তোমার যাওয়া উচিত নয়,
তুমি হে রাজপুত্র মহারাজ।
বানরের মধ্যে আছে বীর, অতি যোদ্ধা অতি সুধীর,
সে গেলে পর, সিদ্ধ হবে কায ॥ ৮৯
ঐ দেখ বিদ্যমান, বসে আছে হনূমান্,
সামান্য জ্ঞান ক'রো না উহারে।
ঐ যে বীর হনূমন্ত, বুদ্ধিমন্ত বলবন্ত,
লক্ষ যোজন উপরান্ত, যেতে আস্‌তে পারে ॥ ৯০
ওর পরাক্রম যত, সে সব কথা বলিব কত,
যে দিনেতে ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখেছিল শূন্যোপরে, রাঙ্গা ফলটি মনে ক'রে,
লাফিয়ে গিয়ে সূর্য্য ধরেছিল ॥ ৯১
ও ব'সে আছে কোন্ ভাবে, কি অভাবে মৌনভাবে,
ডাকো তারে নিকটে তোমার।

অঙ্গদ শুনিয়ে বাণী, বলে কত মিষ্ট বাণী,
এসো এসো পবন-কুমার! ৯২
পার হয়ে সিন্ধু-নীরে, দেখে এসো জানকীরে,
তুমি ভিন্ন সাধ্য আছে কার।
ত্রিজগতে যিনি পূজ্য, কর রে তাঁহার কার্য্য,
মুখ উজ্জ্বল কর রে আমার॥ ৯৩
হনূ বলে হে মহারাজ! সাধিব রামের কায,
তব আজ্ঞা পালন করিব।
করিলাম অঙ্গীকার, হরি যদি করেন পার,
তবেই ত সঙ্কটে পার পাব॥ ৯৪

মহারাজ! হরিই কেবল পারের কর্ত্তা।

খট্-ভৈরবী—একতালা।

যদি করেন পার, ভব-কর্ণধার,
তবে কে করে পারের চিন্তে।
সেই অচিন্ত্য অব্যয় জগতের মূলাধার,
নিত্য নির্ব্বিকার,—
তিনি সাকার কি নিরাকার, কে পারে জান্‌তে॥
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন।

পরম পদার্থ পরম কারণ,
পরমাত্মা রূপে জীবে অধিষ্ঠান,
পুরুষ কি নারী, নারি রে চিন্‌তে।
দয়াময় নাম শুনি চিরদিন,
দে'খে দীন হীন, দেন যদি দিন,
আমি দুরাচার ভজন-বিহীন,
স্থান কি পাব না সে পদ-প্রান্তে॥ (ছ)

অঙ্গদের শুনি বাণী, কহে যুগ্ম করি পাণি,
বিনয় করিয়া হনূমান্।
তব আজ্ঞা না লঙ্ঘিব, এখনি সিন্ধু-লঙ্ঘিব,
রাখিব হে তোমার সম্মান॥ ৯৫
ব'সে কর আশীর্ব্বাদ, ঘটে না যেন কোন প্রমাদ,
পারি যেন যাইতে আসিতে।
করো না সন্দেহ—শঙ্কা, এই আমি চল্‌লেম লঙ্কা,
প্রভু রামের অন্বেষিতে সীতে॥ ৯৬

* * *

হনমানের শ্রীরামপদ-চিন্তা।

এত বলি হনূমান্, রাম-পদ করে ধ্যান,
বাহ্যজ্ঞান-বর্জ্জিত সাধনে।

দেখিতেছে জ্ঞানচক্ষে, কমলার ধন কমলাক্ষে,
হৃদিপদ্মে পদ্মপলাশ-লোচনে ॥ ৯৭
দেখি বিভু বিশ্বময়, হ'লো জ্ঞান-চন্দ্রোদয়,
অজ্ঞান-তিমির দূরে যায়।
বলে,—হে নীরদ-কায়! রেখো দুটি রাঙ্গা পায়,
অনুপায়ে তুমি হে উপায় ॥ ৯৮
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সকলের মূল,
তুমি রাম গোলোকবিহারী।
তুমি নিত্য তুমি আদিত্য, তুমি পরম পদার্থ,
তব তত্ত্ব কিছু বুঝিতে নারি ॥ ৯৯
কখন সৃষ্টি কর পালন, কখন কর বিনাশন,
নানা মূর্ত্তি কর হে ধারণ।
কখন হে মধুসূদন, বটপত্রে কর শয়ন,
কখন বা বিরাট বামন ॥ ১০০
কখন সাকার নিরাকার, কত মূর্ত্তি কতবার,
অনন্ত না পান অন্ত তব।
আমি কি মাহাত্ম্য জানি, বলিতে নারেন বীণাপাণি,
তোমার মহিমা হে মাধব! ॥ ১০১
যে রূপ দেখিলাম প্রভু! এমন আর দেখি নাই কভু,
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর!

ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশন, পায় না তব দরশন,

অন্বেষণ করি নিরন্তর ॥ ১০২

অন্যে কি পায় অন্বেষণ, মূলাধার যাঁর মূলাসন,

পীতবসন আসন তোমার।

আছ তুমি সর্ব্ব ঘটে, জে'নে শু'নে কি লভ্য ঘটে,

পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, দেখি অন্ধকার ॥ ১০৩

অহং—একতালা।

তোমার, কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব,

মুকুন্দ-মাধব! শ্রীমধুসূদন

হরি! কে পায় তব অন্ত, অনন্ত যায় ক্ষান্ত,

তুমি হে নিতান্ত, কৃদান্ত-দলন ॥

কর্‌লে ক্ষীরোদ উদ্ধার, তুমি গদাধর!

সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন।

তোমার ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোকবিহারী,

হ'লে বনচারী কমললোচন!

কিবা বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল,

অনীল নীলকণ্ঠ-ভূষণ,—

অসার সংসারে, আসা বারে বারে,
ঘুচাও একেবারে বারিদবরণ,—
আমার পঞ্চত্ব-সময়, দীন-দয়াময় !
দিও হে অভয় ! অভয় চরণ ॥ (জ)

হনূমানের লঙ্কায় গমন ।

স্তব করি হনূমান্, সীতার উদ্দেশে যান,
এক লাফে উঠিল আকাশে ।
দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ভাস্কর মানি দুষ্কর,
রথ লয়ে পলাইল ত্রাসে । ১০৪
যায় বীর অতি বেগে, সুরসা সাপিনী আগে,
পথ-মধ্যে আগুলিল আসি ।
তারে করি পরাজয়, মুখে বলি রাম জয়,
বিনাশিল সিংহিকা রাক্ষসী ॥ ১০৫
উত্তরিল গিয়ে পরে, লঙ্কার উত্তর ধারে,
লঙ্কাখানা করে টলমল ।
রাবণ বলে দেখি দেখি, ভূমিকম্প হলো নাকি,
উথলে কেন সাগরের জল ॥ ১০৬
ভাবটা কিছু বুঝিতে নারি, অমঙ্গলটা বাড়াবাড়ি,
এক্ষণে সব হ'চ্ছে দেখ্‌তে পাই ।

হেথায় হনূ করে বিবেচনা, আর কত করিব আনা গোনা,
মাথায় ক'রে লঙ্কাখানা, রামের কাছে যাই ॥ ১০৭

লঙ্কার পথে উগ্রচণ্ডার সহিত হনূমানের সাক্ষাৎ।

আঁবার ভাবে উচিত নয়, রাগে সকল নষ্ট হয়,
কার্য্য-সিদ্ধি হয় না কোন মতে।
এত ভাবি চুপে চুপে, রুদ্র যান ক্ষুদ্র রূপে,
উগ্রচণ্ডার সঙ্গে দেখা পথে ॥ ১০৮
বাম হস্তে ধরি অসি, বলেন কে রে! ছদ্মবেশী!
কোথা যাবি বল কোন্ কার্য্যে।
হনূ বলে, হই রামের চর, পরম ব্রহ্ম পরাৎপর,
রাবণ হ'রে আনে তাঁর ভার্য্যে ॥ ১০৯
রাম-প্রিয়া জগতে মান্যে, এসেছি মা তাঁরি জন্যে,
কনকপুরে জনক-কন্যে, কর্‌তে অন্বেষণ।
তাঁর মহিমা কে বুঝিতে পারে,
অপার ভেবে এসেছি পারে,
দাসে যদি কৃপা ক'রে দেন দরশন ॥ ১১০
আপনি কে কার দারা, অসিতা রূপা অসি-ধরা,
শুনি হাসি কহেন তারিণী।

কৈলাসে আমার বাস, শুন ওরে রামদাস!
নাম আমার ভব-নিস্তারিণী ॥ ১১১

———

হনুমানের উগ্রচণ্ডা-স্তব; স্তব-তুষ্টা উগ্রচণ্ডার হনূমানকে
লঙ্কা-প্রবেশে অনুমতি প্রদান।

হনূ বলে, মা! দণ্ডবত, পূর্ণ কর মনোরথ,
তুমি গো মা! পতিতপাবনী।
যোগ-মায়া যোগাদ্যা আদ্যা, কালিকা সিদ্ধবিদ্যা,
মহাবিদ্যা হরের ঘরণী ॥ ১১২
ত্রিপুরে ত্রিপুরেশ্বরী, দিগ্বসনা দিগম্বরী,
ত্রিলোচনা ত্রিগুণধারিণী।
তুমি মা সকল গতি, নির্গুণা সগুণা সতী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ॥ ১১৩
তুমি গো মা সর্ব্বোপরি, ব্রহ্মাণ্ড—ভাণ্ডোদরী,
অম্বিকে! অভয়া স্বাহা স্বধা।
শরণ্যে শর্ব্বাণী, ঈশ্বরী ঈশানী,
শারদা বরদা বরপ্রদা ॥ ১১৪

———

অহং—একতালা।

এ মা জগৎ-জননি !
ওগো মা নগেন্দ্র-নন্দিনি। তারিণি ! সর্ব্বাণি !
ভবরাণি ! বাণি ! নারায়ণি !
এ মা কমলে ! কামিনি ! মাতঙ্গিনি ! রঙ্গিণি ! ॥
করাল-বদনি ! মহাকাল-রাণি !
কাল-বারিণি ! শিবানি ! ভবানি !
তারা নিরদবরণি ! নবীনে রমণি !
ত্রিনয়নি ! এ মা ! খট্টাঙ্গধারিণি !
নিশুম্ভদলনি। মায়া-প্রবর্দ্ধিনি !
কোটি-চন্দ্র-ভাতি, জিনি নিভাননি !
দিগ্বাসিনি ! রাতুল-চরণি !
দাশরথি চাহে চরণ দুখানি ॥ (ঝ)

স্তবে তুষ্টা ভগবতী, স্বস্থানে করেন গতি,
হনূমানে দিয়ে স্বর্ণলঙ্কা।
মনে মনে হনূমান্, করিতেছে অনুমান,
তবে আর কারে করি শঙ্কা ॥ ১১৫

* * *

লঙ্কার সৌন্দর্য্য এবং রাবণের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে হনুমানের বিস্ময়।

প্রবেশি লঙ্কার দ্বারে, দেখিতেছে চারি ধারে,
ফল-ফুলে শোভিত কানন।
বৃক্ষোপরে পক্ষী সব, করিতেছে কলরব,
কুহু কুহু ডাকে পিকগণ ॥ ১১৬
স্থানে স্থানে সরোবর, অতি রম্য মনোহর,
তাহে শোভে প্রফুল্ল কমল।
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহিতেছে সর্ব্বক্ষণ,
গুঞ্জরিছে ভ্রমর সকল ॥ ১১৭
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, সৌন্দর্য্য যথোচিত,
দেখে সব স্বর্ণময় পুরী।
হনূ বলে ইন্দ্রালয়, এর কাছে কি তুল্য হয়,
কিবা শোভা আহা মরি মরি! ॥ ১১৮
বরুণ পবন দিবাকর, সকলেতে দেন কর,
শমনের সদা ভয় অন্তরে।
হার গেঁথে দেন ইন্দ্র, প্রত্যহ পূর্ণিমার চন্দ্র,
চন্দ্রদেব আসি উদয় করে ॥ ১১৯
গ্রহদের সব গ্রহ বিগুণ, তাঁদের খাটিতে হয় দ্বিগুণ,
শনির তো রন্ধ্রগত শনি।

মানে কেবল সদানন্দে, সদা আছে সানন্দে,
নিরানন্দের নিরানন্দ ধ্বনি ॥ ১২০
রাবণের দেখি ঐশ্বর্য্য, হনূ বলে কি আশ্চর্য্য,
এমন তো দেখি নাই ত্রিভুবনে।
কি সাধনা সেধেছিল, কত পুণ্য করেছিল,
সেই পুণ্যে পরিপূর্ণ ধনে ॥ ১২১
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীবন্ত, লক্ষ্মীর কৃপা নিতান্ত,
আপ্‌নি লক্ষ্মী এসেছেন কৃপা করি।
ব্রহ্মা ধ্যানে পান না যাঁরে, দশানন কি আন্‌তে পারে
ভূলোকেতে গোলোকের ঈশ্বরী ॥ ১২২
কি দোষেতে লক্ষ্মীকান্ত, রাবণের প্রাণান্ত,
করিতে চান বুঝিতে কিছু নারি।
বলিকে যেমন ক’রে ছল, দিলেন তারে রসাতল,
আবার তার দ্বারে হলেন দ্বারী ॥ ১২৩
ভক্তির লক্ষণ নানা, আমার তো নাই সে সব জানা,
কোন্ সাধনা সাধিল রাবণ।
লক্ষ্মী এলেন অগ্রসর, এত পুণ্য—হবে কার,
পশ্চাতে আসিবেন নারায়ণ ॥ ১২৪
আবার ভাবে হনূমান্, ক’রেছে রামের অপমান,
ও বেটা তো পুণ্যবান্ নয়।

গুরুভক্তি থাকিলে পরে, তবে কি গুরু-পত্নী হরে ?
দুষ্টবুদ্ধি অতি দুরাশয় ॥ ১২৫
সকলি বেটার কুলক্ষণ, মদ্য মাংস ভক্ষণ,
কোন্ পুণ্যে হ'য়েছে লঙ্কাপতি !
কিন্তু শুনেছি পুরাণে কয়, পাপেতে পাপীর বৃদ্ধি হয়,
পশ্চাতে সব হয় বিনশ্যতি ॥ ১২৬
বিধির বুদ্ধি থাক্‌লে ঘটে, এ দুর্ঘট তবে কি ঘটে ?
বর দিয়ে তো মজাইল সৃষ্টি ।
আ ম'রে যাই চতুর্ম্মুখ, দেখ্‌তে নাই তাঁর মুখ,
আট্‌টা চক্ষে হলো না তাঁর দৃষ্টি ॥ ১২৭
বিধির যদি থাকৃত চক্ষু, ধার্ম্মিকের কি হ'তো দুঃখু,
অবশ্য তার হ'তো বিবেচনা ।
ইক্ষু-গাছে ফলের সৃষ্টি, হ'লে যে হ'তো কত মিষ্টি
তা হ'লে তাঁর বাড়িত গুণপণা ॥ ১২৮
আসল কর্ম্মে সকলি ভুল, চন্দন গাছে নাই ক ফুল,
যোগীর বাস বদরিকা-মূল, অধার্ম্মিকের কোটা ।
শ্রীরামচন্দ্র বনচারী, ধরা-কন্যা ধরায় পড়ি,
ছি ছি ছি গলায় দড়ি,
বিধি রে ! তোর বুদ্ধি বড় মোটা ॥ ১২৯

সুরট—পোস্তা।

বিধির নাই বিবেচনা, থাক্‌লে আর এমন হ'তো না।
স্বর্ণভূমি ফে'লে রে'খে, বেণা-বনে মুক্ত বোনা॥
ধার্ম্মিকের খাদি-কাচা, অধার্ম্মিকের উড়ে কোচা,
সতীদের অন্ন যোড়ে না, বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা॥
রাবণের স্বর্ণ-পুরী, শ্রীরামচন্দ্র বনচারী,
পদ্মফুল ত্যজ্য করি, যত্ন করে যুগী-পানা॥
সৃষ্টি সব সৃষ্টিছাড়া, বাজিয়ে পায় শালের যোড়া,
পণ্ডিতে চণ্ডী প'ড়ে, দক্ষিণা পান চারিটি আনা॥(ঐ)

পূর্ণ হ'লো পাপের ভরা, অপেক্ষা আর নাইকো বাড়া
হাতে হাতে কর্ম্মফল দেখাব।
কত আসিব বারে বারে, একবারে সপরিবারে,
সঞ্জীবনীপুরেতে পাঠাব॥ ১৩০
এত বলি হনূমান্, দে'খে বেড়ায় নানা স্থান,
কোন খানে সন্ধান করিতে পারে না।
দেখিতেছে অনিবারি, সকলের বাড়ী বাড়ী,
দুঃখে দুটি চক্ষে বারি, ধরে না॥ ১৩১

রাবণের অন্তঃপুরে হনূমানের প্রবেশ—মন্দোদরী ও বৈষ্ণব দর্শন।

গিয়ে রাবণের অন্তঃপুরে, দেখিতেছে ঘু'রে ঘু'রে,
কোন্ ঘরে আছেন জানকী।
গিয়ে রাবণের ঘরে, বসিয়ে গবাক্ষ-দ্বারে,
হনূমান্ মারে, উঁকি ঝুঁকি ॥ ১৩২
মন্দোদরীকে দে'খে কয়, এ মেয়েটি মন্দ নয়,
রূপেতে ঘর করিয়াছে আলো।
সকলি সুলক্ষণ বটে, ভাব দে'খে যে ভাবনা ঘটে,
ব্যভারেতে লাগ্‌ল না তো ভাল ॥ ১৩৩
যা হো'ক আমায় হবে দেখ্‌তে,
ফিরে যাব না প্রাণ থাক্‌তে,
পুনর্ব্বার খুঁজে সব দেখিব।
যদি না পাই মায়ের দরশন, লঙ্কাখানা বিনাশন,
প্রভাত কালে আমি তো কালি করিব ॥ ১৩৪
মনে মনে আবার কয়, সাধিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়,
মিথ্যা নয়, বেদের লিখন।
এত ভাবি চলে শেষ, দেখিল বৈষ্ণব-বেশ,
করিতেছে শ্রীরাম-কীর্ত্তন ॥ ১৩৫
হরি নামাঙ্কিত গাত্রে, প্রেমধারা বহে নেত্রে,
করমালা করেতে করিছে।

প্রশংসিয়া হনূ বলে, ধন্য রে রাক্ষসকুলে,
জীরের গাছে হীরের ফল ধরেছে ॥ ১৩৬
কি আশ্চর্য্য মরি মরি! রাক্ষসেতে বলে হরি,
একি প্রভুর লীলা চমৎকার!
শু'নেছি কথা পুরাণে বলে, প্রহ্লাদ জম্মে দৈত্যকুলে,
দৈত্যকুল করিল উদ্ধার ॥ ১৩৭
হরি-কথাতে মতি যার, পুনর্জন্ম হয় না তার,
বাস তার গোলোক-উপরি।
জানে না কো জীব সকল, যে নামেতে শিব পাগল,
হরি-নামের যে কত ফল, বলিতে নারেন হরি ॥ ১৩৮
হরি হরি যেবা বলে, মুক্তি তার করতলে,
শিব ইহা লিখেছেন তন্ত্রে।
কাটে মায়া-কর্ম্ম-পাশ, সর্ব্ব পাপ হয় বিনাশ,
তারকব্রহ্ম রাম-নাম-মন্ত্রে ॥ ১৩৯
যেখানে আছেন হরিদাস, সেই খানে হরির বাস,
ভক্ত ছাড়া রন্-না অর্দ্ধদণ্ড।
ভক্তের মানে তাঁর মান, ভক্তে দিলে তিনি পান,
ভক্ত-দণ্ডে হয় তাঁর দণ্ড ॥ ১৪০
যে সকল লোক হরি-ভক্ত, তারা সকলে জীবন্মুক্ত,
কেহ নহে তাঁদের সমান।

ত্রিজগতের চিন্তামণি, ভক্তের অধীন তিনি,
ভক্ত হয় তাঁহার পরাণ॥ ১৪১

ললিত—একতালা।

সুধুই হরি হরি কর্‌লে হরি পাওয়া ভার।
নামের ফল, হয় কেবল,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, দেহে আছে পরিপূর্ণ,
সাধু ভিন্ন কেবা নাশে অন্ধকার॥
সাধু-দরশনে পাপ থাকে না,
জনম সফল তার সিদ্ধ হয় কামনা,
একবারে যায় সব যন্ত্রণা,—
গণ্য নয় আর অন্য মতে, সার্থক সাধুর পথে,
পথের পথী হ'লে, হরি মেলে তার॥ (ট)

অশোক বনে সীতার সহিত হনূমানের সাক্ষাৎকার।

থাকিলে সাধুর বল, হ'তো এত দিন রসাতল,
এই ব্যক্তির পুণ্যে কিবল, আছে লঙ্কাখান।
আর দেখিলাম যত ঘরে ঘরে, পাপ কর্ম্ম সকলে করে,
কিছু মাত্র নাই ধর্ম্মজ্ঞান॥ ১৪২

ধন্য বলি বিভীষণে, যায় জানকী-অন্বেষণে,
অন্য স্থানে রম্য স্থান যথা।
সর্ব্বদা অসুখ মন, সম্মুখে অশোক-বন,
দেখি হনূ উপনীত তথা ॥ ১৪৩
বৃক্ষমূলে হয়ে দুঃখী, ব'সে আছেন পূর্ণলক্ষ্মী,
রূপে আলো করেছে কানন।
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, স্থিরচিত্তে হনূ চায়,
বলে বুঝি দেখিলাম স্বপন ॥ ১৪৪
আবার ভাবে তাতো নয়, ভূতলে কি চন্দ্রোদয়!
আবার ভাবে হবে সৌদামিনী।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে, আবার বিবেচনা করে,
ইনিই হবেন জনক-নন্দিনী ॥ ১৪৫
দেখিলাম একি চমৎকার, তুলনা কি দিব আর,
মা নইলে এতরূপ আর কার।
যা ব'লেছেন প্রভু রাম, স্বচক্ষে তা দেখিলাম,
দূরে গেল মনের আঁধার ॥ ১৪৬
প্রফুল্লিত হৃদ্‌পদ্ম, উদয় হ'লো জ্ঞানপদ্ম,
দেখি মায়ের পাদপদ্ম দুখানি।
দুটি চক্ষে বহে ধারা, বলে পরিচয় করি কেমন ধারা,
পশুজাতি,—কথার বা কি জানি ॥ ১৪৭

বিশেষ ক'রে বলিব কত, দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গত,
রাবণ আইল হেন কালে।
হনূ বলে দেখি রঙ্গ, কি কথার হয় প্রসঙ্গ,
ক্ষুদ্ররূপে লুকায় বৃক্ষডালে ॥ ১৪৮

* * *

সীতার নিকট রাবণের আগমন,—সীতা যাহাতে রাবণকে
ভজনা করেন, তাহার জন্য রাবণের চেষ্টা।

নারীগণ সব সঙ্গে ল'য়ে, গলায় বসন দিয়ে,
দাঁড়াইল সীতার সম্মুখে।
রাবণকে দেখে জানকী, জানুতে দুটি স্তন ঢাকি,
রামকে ডাকি বসিলেন অধোমুখে ॥ ১৪৯
রাবণ বলে,—ও সুন্দরি! এই দেখ মন্দোদরী,
ইনি তোমার হবেন আজ্ঞাকারী।
আমি তোমার দাস, থাকি তোমার পাশ,
তুমি আমার হবে পাটেশ্বরী ॥ ১৫০
রামকে মিছে ডাকাডাকি, মিছে কেন মুখ-ঢাকাঢাকি,
আমার সঙ্গে প্রীতি কর সম্প্রতি।
কেন মিছে ভাব দুঃখ, স্বর্গের অধিক পাবে সুখ,
আমার মন থাকিলে তোমা প্রতি ॥ ১৫১

রাম-নিন্দে করে রাবণ, দুটি করে দুটি শ্রবণ,
ঢাকিয়ে কন জনক-নন্দিনী।
তুই রামনিন্দে করিস্ পাষণ্ড, লোমকূপে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড,
যে রামচন্দ্র জগৎ-চিন্তামণি॥ ১৫২
তাঁরে জিন্‌তে ঠুক্‌ছিস্ তাল,
আয়ু নাই তোর অধিক কাল,
হয়ে এসেছে তোমার কাল পূর্ণ।
করিস্ নে আর বাড়াবাড়ি, আমার কাছে বেঁড়ে জারী,—
করিবেন সেই দর্পহারী তোর দর্পচূর্ণ॥ ১৫৩
শ্রীরাম-দর্পহারীর দাপে, রাখিবে তোর কোন্ বাপে ?
পাপাত্মা! তোর পাপের লঙ্কা হবে ধ্বংস।
তুই যজ্ঞেশ্বরের কি যোগ্য হবি,
কুক্কুরে পায় কি যজ্ঞের হবি,
বিলম্ব নাই শীঘ্র হবি, সবংশে নির্ব্বংশ॥ ১৫৪
সীতার কটূক্তর শু'নে, বিষদৃষ্টে বিষনয়নে,
রাগে যেন গর্জ্জে বিষধরে।
সীতার করিতে দণ্ড, অমনি হ'লো উদ্দণ্ড,
অ-স্বীয়ভাবে অসি লয়ে করে॥ ১৫৫
দে'খে সীতার জন্মে ভয়,বলেন,—কোথা হে রাম দয়ময়!
বিপদে রাখ বিরূপাক্ষ-সখা।

ডাক্‌ছি তোমায় অবিরাম, নিদয় হইও না রাম!
সদয় হ'য়ে দেও হে একবার দেখা॥ ১৫৬

———

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

আর নাই উপায়, অদ্য প্রাণ যায়,
সহায় কেহ নাই আমার পক্ষে।
এমন সঙ্কটে, কোথা আছ রাম! নবঘনশ্যাম!
আসি রাক্ষসের করে কর হে রক্ষে॥
জন্মাবধি আমায় বাদী চতুর্ম্মুখ,
সুখের সাগরে উপজিল দুখ,
ধিক্ ধিক্ ধিক্, এমন দুখিনী—
না দেখি ত্রৈলোক্যে।
কি দোষে দাসীরে হইলে হে বাম!
শ্রীচরণ ভিন্ন জানিনে হে রাম!
অনন্ত ভূধর অন্তর্য্যামী নাম,
দেখা দিয়ে রাখ নামের ব্যাখ্যে॥ (ঠ)

———

নিকটে ছিল মন্দোদরী, ব্যস্ত হয়ে হস্ত ধরি,
লঙ্কানাথে বুঝায় লঙ্কেশী।

গো স্ত্রী বালক বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সিদ্ধ,
এরা কখন নয় বধ্য, ব্রহ্মচারী দণ্ড্যাদি সন্ন্যাসী ॥ ১৫৭
মন্দোদরীর শুনি বচন, করিয়ে রাগ-সম্বরণ,
নিকটে ডাকিয়ে চেড়ীগণ।
বলে, বুঝায়ে বলিস্ ভালমতে, আমা প্রতি জন্মে যাতে,
এত বলি করিল গমন ॥ ১৫৮
শুনিয়ে আইল চেড়ী, শূর্পণখা-আদি করি,
সীতাকে সকলে ঘেরি, হানে বাক্যবাণ।
কহে নানা কটু ভাষা, তোর লাগি কর্ণ নাসা,
গিয়েছে আমার, হয়েছে হত মান ॥ ১৫৯

* * *

সীতার বিলাপ।

মারে ধরে করে তাড়ন, সীতা বলে হে ভবতারণ!
কোথা আছ তারো এ সঙ্কটে।
যাতনা আর কত সব, আমার ক্ষতি নাই মাধব!
নিষ্কলঙ্ক নাম তব, কলঙ্ক পাছে ঘটে ॥ ১৬০
তুমি হে রাম অন্তর্য্যামী! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
আছ হে রাম। সবারি অন্তরে।
কি দোষ দাসীর দেখিয়ে, অন্তরের অন্তর হ'য়ে,
রেখেছ নাথ! আমারে অন্তরে ॥ ১৬১

আমি আর কিছু জানিনে রাম! নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,—
ভিন্ন অন্য দেখিনে নয়নে।
তব পদ ভালবাসি, দিয়ে চন্দন তুলসী,
পূজি হে রাম! দিবানিশি শয়নে স্বপনে॥ ১৬২
কিসে বিড়ম্বিল বিধি, পে'য়ে হারালেম গুণনিধি,
পশুপতির আরাধ্য-ধন ধনে।
আমার কপাল—গুণে, পিতৃসত্য-সাধনে,
দ্বাদশ বৎসর এলে বনে॥ ১৬৩
সাধ ছিল অযোধ্যা-ধামে, রাজা হবেন রাম বসিব বামে,
সে আশা আর পূর্ণ হ'লো কই।
কোথা হবে অভিষেক, পেলাম অধিক শোক,
বন পাঠায়ে দিলেন কৈকেয়ী॥ ১৬৪
অদৃষ্টের লিপি কেবা খণ্ডে, যিনি কর্ত্তা এ ব্রহ্মাণ্ডে,
তাঁর ভার্য্যা হ'য়ে এত যন্ত্রণা।
কালেতে সকলি করে, সিংহের ধন শৃগালে হরে,
সেটা কিবল বিধির বিড়ম্বনা॥ ১৬৫
শুনিয়া সীতার দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
হনূ বলে আর তো সৈতে নারি।
হয় হবে নারী-হত্যে, আসি নাই আমি তীর্থ করতে,
নারী বেটীদের বারি করিব নাড়ী॥ ১৬৬

আবার বিবেচনা করে, যা হয় তাই করিব পরে,
আর কি করে তাও দেখা চাই।
থাকি এখন গুপ্ত হ'য়ে, শেষে যাব শাস্তি দিয়ে,
প্রকাশ হ'য়ে এখন কার্য্য নাই ॥ ১৬৭
এত ভাবি বীর বসিল ডালে, ত্রিজটা কয় হেন কালে,
স্বপ্ন দে'খে কেঁপে উঠিল প্রাণ।
প্রাতে একটা হবে দ্বন্দ্ব, ফলিবে স্বপ্ন নিঃসন্দ,
সীতাকে কেউ ব'লো না মন্দ,
চাও যদি কল্যাণ ॥ ১৬৮

* * *

সীতার প্রত্যয়ের জন্য হনূমান কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান-বর্ণন।

স্বপ্ন শুনি চেড়ীগণ, ত্যজিল অশোক-বন,
অন্য স্থানে করে পলায়ন।
সীতা রহিলেন একাকিনী, ত্রৈলোক্যের মাতা যিনি,
বৃক্ষমূলে করিয়া শয়ন ॥ ১৬৯
তখন মনে মনে হনূ বলে, হঠাৎ নিকটে গেলে,
বিশ্বাস তো করিবেন না তিনি।
শ্রীরাম ব'লে ডাকি দেখি, চান যদি চন্দ্রমুখী,
রাম নামে হ'য়ে আহ্লাদিনী ॥ ১৭০

বসিয়া বৃক্ষের ডালে, জয় সীতারাম বদনে বলে,
অশ্রুজলে ভাসে দু-নয়ন।
সময় পে'য়ে হনূমান্, আপন মনে করে গান,
মধুর স্বরে শ্রীরাম-কীর্ত্তন॥ ১৭১

বিভাস—ঝাঁপতাল।

ত্যজ রে বিষয়-বাসনা, ভজ রে রামচরণ।
ভবের বৈভব রাম,—ভব-ভয়-তারণ॥
দশরথের নন্দন, জগত-মনোরঞ্জন,—
দিয়ে তুলসী চন্দন, লহ রে তাঁর শরণ॥
দেখ রে মন! হইও না ভ্রান্ত,
রামনাম দ্বি-অক্ষর-মন্ত্র, জপ রে সেই মহামন্ত্র,
দে'খে ক্ষান্ত হবে শমন॥
গুণাতীত সে রঘুপতি, আরাধিয়ে পশুপতি,
পতিত-জনার গতি, হরি পতিত-পাবন॥ (ভ)

শুনিয়ে রাম নামের ধ্বনি, চক্ষু মেলি চান অমনি,
মৃগনয়নী শাখামৃগ-পানে।
দেখেন একটী ক্ষুদ্রকায়, নয়ন-জলে ভেসে যায়,
মত্ত চিত্ত রাম-গুণ-গানে॥ ১৭২

সীতাদেবী ভাবেন চিত্তে, এসেছে আমায় ভুলাইতে,
কপিরূপে রাবণের চর।
নইলে কে আসিবে লঙ্কা, নাশিতে অভাগিনীর শঙ্কা,
পার হ'য়ে অলঙ্ঘ্য সাগর ॥ ১৭৩
মায়াধারী কে হবে বানর, ভাবি সীতা অতঃপর,
বিশ্বাস না হয় কদাচিত।
চিন্তাযুক্ত হনূমান্, মা কিসে প্রত্যয় জান,
আরো কিছু করি গান, রামনামামৃত ॥ ১৭৪
অযোধ্যানগরে ধাম, দশরথ-পুত্র রাম,
পঞ্চবর্ষে তাড়কা বধিলা।
তদন্তে হরের ধনু, ভাঙ্গিল নীলাব্জ-তনু,
সীতা-সতী বিবাহ করিলা ॥ ১৭৫
কিবা গুণ আহা মরি, স্বর্ণ হলো কাষ্ঠতরী,
পাষাণ মানবী পদ-স্পর্শে।
দরশন করিলে রামে, মুক্ত জীব পরিণামে,
সুধামাখা রামনামে, বলিতে সুধা বর্ষে ॥ ১৭৬
জিনিয়া পরশুরামে, গেলেন অযোধ্যাধামে,
রাম-সীতা-শোভা চমৎকার।
দেখি সবার যুড়াল আঁখি, রাজা হবেন কমল-আঁখি,
শুনিয়া আনন্দ সবাকার ॥ ১৭৭

কৈকেয়ী যে হ'লো বাম, বনে দিল সীতা রাম,
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়।
সঙ্গে যান লক্ষ্মণ, ভ্রমণ করেন বন,
শূর্পণখা আইল তথায়॥ ১৭৮
রামকে ভজিতে চায়, সীতাকে খাইতে যায়,
লক্ষ্মণ কাটেন নাক কাণ।
শূর্পণখা রাবণে কয়, রাবণ হয়ে বিস্ময়,
রাগেতে হইল কম্পবান্॥ ১৭৯
সঙ্গে লয়ে মায়ামৃগী, হইয়ে পরম যোগী,
লুকাইয়া থাকে বৃক্ষ-আড়ে।
মৃগী দেখি মৃগনয়নী, রামকে কহেন অমনি,
স্বর্ণমৃগী ধরে দেহ আমারে॥ ১৮০
শুনিয়া সীতার বাক্য, ধরিতে মৃগী কমলাক্ষ,
ধনু লয়ে যান শ্রীরাম ধানুকী।
শুনি সীতার কটূ কথা, লক্ষণ গেলেন তথা,
দশানন হরিল জানকী॥ ১৮১
মৃগী বধি আসি তথা, কুটীরে না দেখি সীতা,
কেঁদে বেড়ান হইয়া অধৈর্য্য।
সুগ্রীবের পেয়ে দেখা, তাহাকে বলিয়া সখা,
বালি ব'ধে দেন তারে রাজ্য॥ ১৮২

সুগ্রীব সহায় হ'য়ে, বানর কটক ল'য়ে,

দেশে দেশে করেন ভ্রমণ।

সেই আজ্ঞা অনুসারে, আসিয়াছি সিন্ধু-পারে,

করিতে জানকী-অন্বেষণ॥ ১৮৩

* * *

হনুমানের মুখে রাম-চরিত শুনিয়া সীতা—

হনুমানকে অমরত্ব বর দিলেন।

শুনিয়ে বিশেষ কথা, বিশ্বাস করেন মাতা,

মৃদুস্বরে কন হনূমানে।

হও যদি রামের চর, আমার বরে হও অমর,

বাড়ুক বল, থাক বাছা! কল্যাণে॥ ১৮৪

যুড়াল কর্ণ যুড়াল প্রাণ, রাম-নামে রে হনূমান্!

তাপিত অঙ্গ শীতল হইল।

হয়ে ছিলাম রে জীবন-মৃত, শুনিয়ে রাম-নামামৃত,

দেহে আমার জীবন সঞ্চারিল॥ ১৮৫

খাম্বাজ—একতালা।

মরি, কি শুনালি রে সুফল রাম-নাম সুধা-মাখা।

কবে সে দিন হবে, দেখিব রাঘবে,

সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা॥

সর্ব্বদা অসুখ অশোক-বন-মাঝে,
যে করে পরাণী বলিব কার কাছে,
অবশেষে আমার আরো বা কি আছে,
কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা॥ (ঢ)

সীতাকে হনুমানের শ্রীরামচন্দ্র-দত্ত অঙ্গুরি-প্রদান।

হনূ বলে মা! তোমায় কই, জানি নে অভয় চরণ বই,
আসিবার কালে ব'লে দিয়েছেন হরি!
মা তোমার বিশ্বাসের জন্য, হীরাতে জড়িত স্বর্ণ,
দিয়েছেন তাঁর হস্তের অঙ্গুরী॥ ১৮৬
শুনিয়ে অঙ্গুরীর কথা, দাও বলি বিশ্বমাতা,
পদ্মহস্ত পাতিলেন অমনি।
আস্তে ব্যস্তে হনূমান্, অঙ্গুরীটি করে প্রদান,
দেখিয়ে কহেন চন্দ্রাননী॥ ১৮৭
হ'লো আমার বিশ্বাস-জনক,
রামকে যৌতুক দিয়েছেন জনক,
এ অঙ্গুরী বিবাহের কালে।
সে সকল সুখ হ'লো বঞ্চিত, রাক্ষসেতে করে লাঞ্ছিত,
আর কত আছে রে কপালে॥ ১৮৮

যা হয় হ'ক্ ভাগ্যে আমার, বল রে কুশল সমাচার,
কেমন আছেন লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
হনূ বলে মা! সুমঙ্গল, ভাল আছেন নীলকমল,
কমল-আঁখির আঁখির জল, নাই মা! বিরাম ॥১৮৯
তোমার জন্যে দুটি ভাই, অসুখ মনে সর্ব্বদাই,
বনে বনে করেন ভ্রমণ।
আহার-নিদ্রা কিছু নাই, বলেন বৈদেহীকে কোথা পাই,
এই বাক্য সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৯০
হনূর শুনিয়ে বাণী, কাঁদি কন রাম-রাণী,
তা হ'তে দুঃখ বেশী রে আমার।
দেখ রে বাছা বর্ত্তমান, দেহে মাত্র আছে প্রাণ,
তাও বুঝি থাকে না রে আর ॥ ১৯১
দুঃখের কথা বলি কায়, শয়ন আমার মৃত্তিকায়,
মৃত্যুপ্রায় হয়ে আমি আছি।
গিয়েছে রে সুখ দুঃখে প্রবর্ত্ত, সময় পে'য়ে বলবন্ত,
পঞ্চত্ব হ'লে এখন বাঁচি ॥ ১৯২
ত্রিভুবনে ছিলাম ধন্যা, জনক-রাজার কন্যা,
হয়ে এত হ'লো রে দুর্গতি।
জনক-কন্যা নইরে শুধু, দশরথ-পুত্রবধূ,
জগৎপতি রঘুপতি পতি ॥ ১৯৩

তথাপি রাক্ষসে দণ্ডে, দিবা নিশি দণ্ডে দণ্ডে,
দণ্ড যমদণ্ডকে জিনিয়ে।
শুন বাছা মারুতি! রামকে আমার ভারতী,
জানাইবে বিশেষ করিয়ে॥ ১৯৪
ভাল ক'রে বুঝায়ে কবে, বল রে আসিবি কবে,
বিলম্ব হ'লে না রবে জীবন আমার!
লক্ষ্মণে আর সুগ্রীবেরে, সকল দুঃখ জানাবে রে,
মারুতি রে! তোরে দিলাম ভার॥ ১৯৫

সুরট—কাওয়ালী।

ব'লো ব'লো হনূমান্! যত দুঃখ রে, সব দেখ রে,-
আর সহে না সহেনা হৃদে রাক্ষসের অপমান॥
ছি ছি রাজার নন্দিনী হ'য়ে, চিরকাল দুঃখ স'য়ে,
দুঃখের সাগরে আমি ভাসিলাম।
সুখের কি সুখ তা না জানিলাম॥
এ জীবনে ধিক্, কি বলিব অধিক,
দেহ ফেটে যেতো, যদি হ'তো রে পাষাণ॥ (গ)

হনূমানের আম্র-ফল ভোজন।

হনূ বলে, মা নিবেদন করি গো তোমারে।
আপনি যে করিলেন আজ্ঞা, বলিব সবাকারে॥ ১৯৬
আর চিন্তা ক'রো না মা চিন্তামণি-প্রিয়ে!
তোমায় উদ্ধারিবেন রাম, রাবণে বধিয়ে॥ ১৯৭
অচিরে তোমার দুঃখ হইবে মোচন।
রামকে কি দিবে দাও, তব নিদর্শন॥ ১৯৮
শুনিয়ে সম্মত হন জগত-জননী।
হনূমানের হস্তে দেন মস্তকের মণি॥ ১৯৯
আর পাঁচটি আম্র-ফল দিয়ে কন তাহারে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব বানরে॥ ২০০
তিন জনে দিবে তিনটি, আপনি একটি লবে।
আর একটী ফল বাটি, সব বানরে দিবে॥ ২০১
যে আজ্ঞা বলিয়ে হনূ করিল গমন।
সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভাবে মনে মন॥ ২০২
লুকিয়ে এলাম, লুকিয়ে যাব, ভাল হয় না কর্ম্ম।
চেড়ী বেটীদের মারিব আজি হয় হবে অধর্ম্ম॥ ২০৩
করিব একটা হানা হানি কীর্ত্তি যাব রে'খে।
সকলেতে হাসে যেন লঙ্কাখানা দেখে॥ ২০৪

এতেক চিন্তিয়া হনূ বসিল তখন।
আপনার ফলটী অগ্রে করিল ভক্ষণ ॥ ২০৫
খাইয়া অমৃত ফল পেয়ে আস্বাদন।
বলে, বহু সৈন্য এক ফল হবে না বণ্টন ॥ ২০৬
এতেক চিন্তিয়া বীর সে আম্রটী খায়।
সুগ্রীবের ফলটী পানে, বারে বারে চায় ॥ ২০৭
বলে, সুগ্রীব আমাদের রাজা, তার ফলের অভাব নাই
যা হয় তাই হবে ভাগ্যে, এ ফলটী খাই ॥ ২০৮
একে একে হনূমান্ খায় তিন ফল।
লক্ষণের ফলটী দে'খে জিহ্বায় সরে জল ॥ ২০৯
খাব কি না খাব ব'লে, অনেক ভাবিল।
লক্ষ্মণে প্রণাম করি, সে আম্রটী খাইল ॥ ২১০
শ্রীরামের ফলটী ল'য়ে নাড়া চাড়া করে।
একবার বলে খাই, একবার বলে খাব না ডরে ॥ ২১১
এইরূপে হনূমান্ অনেক চিন্তিল।
যা কর, হে রাম! ব'লে বদনে ফেলে দিল ॥ ২১২
চর্ব্বণ করিল ফল গিলিবারে চায়।
আটাকাটী দিয়ে আঁটি লাগিল গলায় ॥ ২১৩
ত্রাহি ত্রাহি করে হনূ বলে প্রাণ যায়।
কোথা আছ রামচন্দ্র! রাখ এই দায় ॥ ২১৪

তোমায় ভ'জে পায় লোকে চতুর্ব্বর্গ ফল।
সামান্য ফলের জন্য এতো দিলে প্রতিফল ॥ ২১৫
পশুকুলে জন্ম আমার জনম বিফল।
জানি নে হে রামচন্দ্র! ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল ॥ ২১৬
কর্ম্ম-ফলে বনে বনে খে'য়ে বেড়াই ফল।
ভবে এসে কোন কর্ম্ম হ'লো না সফল ॥ ২১৭

খাম্বাজ—একতালা।

গেল দিন ভবের হাটে।
ও কি হবে! রবি বসিল পাটে ॥
আসা-যাওয়া সার, হ'লো বারে বার,
কিসে হবে পার, ভবের ঘাটে ॥
না ফলিলো আমার আশা-বৃক্ষের ফল,
কর্ম্ম-ফলে বনে খে'য়ে বেড়াই ফল,
নাইকো পুণ্যফল, কর্ম্মসূত্র-ফল কি ফলে কাটে।
গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি,
ভুলাইয়া রাখে ছ'জন প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি, স্বীয় গুণে রাখ সঙ্কটে ॥ (ত)

হনূ বলে রাম রাম, নামিল ফল হ'লো আরাম,
বিরাম করিল চারি দণ্ড।
বলে, আঁটিটি গলায় লে'গে এঁটে,
মরেছিলাম দম ফেটে,
জ্ঞান ছিল না হয়েছিল প্রাণ দণ্ড ॥ ২১৮
লোকে বলে রাম দয়াময়, তার তো পেলাম পরিচয়,
বলিতে হ'লে অপরাধ হয় পাছে।
ভক্তাধীন শুন্‌তে পাই, তার তো লক্ষণ কিছু নাই,
কিবল নামের গুণ আর চরণের গুণ আছে ॥ ২১৯
সে সব কথায় কাজ কি আর, লঙ্কা গিয়ে পুনর্ব্বার,
ফলের শেষ ক'রে তবে ছাড়িব।
আম্র কাঁঠাল আনারস, নানা ফলের নানা রস,
পক্ক ফল বে'ছে বে'ছে পাড়িব ॥ ২২০
আর যে কার্য্যেতে এসেছিলাম, তাতে কৃতকার্য্য হ'লাম,
আসিবার সময় লুকিয়ে এলাম,
যাবার বেলায় লুকিয়ে যাওয়া, ভাল হয় না কর্ম্ম।
চুরি ক'রে কর্‌লে কাজ, পরে পে'তে হয় লাজ,
অপযশ ঘোষে লোকে জন্ম ॥ ২২১
লুকিয়ে কর্ম্ম যে যা করে, প্রকাশ হ'তে থাকে না পরে,
লুকিয়ে গেলে পরে লজ্জা পাব।

ঘটে ঘটিবে ব্যতিক্রম, জানাব কিছু পরাক্রম,
লঙ্কাখানা সমভূম ক'রে তবে যাব ॥ ২২২
এত বলি পুনরায়, অশোক-বনে হনূ যায়,
সীতা দেখি বলেন তায়, বাছা! এলে কি কারণ।
হনূ বলে, মা যজ্ঞেশ্বরি! ফল খেয়ে লোভ হয়েছে ভারি,
আর কিছু ফল করিব ভক্ষণ ॥ ২২৩

* * *

হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণের অশোক-বন-ভঙ্গ।

শুনি কন বিশ্বমাতা, সে ফল আর পাব কোথা,
হনূ বলে, তার বৃক্ষ দাও মা! দেখিয়ে।
সীতা বলে ঐ দেখা যায়, রক্ষক সব আছে তথায়,
যাবা-মাত্র তখনি দেবে বল্ দেখিয়ে ॥ ২২৪
হনূ বলে সে পরের কথা, পরে জান্‌তে পারিবে মাতা!
সে সব কথায় এখন কার্য্য নাই।
রক্ষকে কি করিবে বল, আমাকে যদি করে বল,
তার প্রতিফল পাবে আমার ঠাঁই ॥ ২২৫
শুনি জানকীর জন্মে ভয়, বলেন হনূটী বড় মন্দ নয়,
সন্ধ করে না, দ্বন্দ্ব কর্‌তে চায়।
মানে না কথা নিষেধ কর্‌লে, রামের চর জান্‌তে পার্‌লে,
হবে হনূর প্রাণ বাঁচান দায় ॥ ২২৬

যা হ'ক্ এখন কোন রূপে, কেউ না জানে চুপে চুপে,
দেশে যেতে পার্‌লে ভাল হয়।
সে কথা না শুনে হনূ, রুদ্র করে ক্ষুদ্র তনু,
বৃক্ষে উঠে নুইয়ে নির্ভয় ॥ ২২৭
কাননে যত ছিল ফল, মানসে রামকে দিল সকল,
বলে, প্রভু ফলে কর দৃষ্টি।
আর যেন লাগে না গলায়,
একবার খেয়ে ভুগেছি জ্বালায়,
পেয়েছিলাম অতি বড় কষ্ট ॥ ২২৮
এত বলি বসিল আহারে, দে'খে বলে সবে, আহা রে!
কোথা হতে এ বাহারের, বানর একটী এলো।
কাছে গেলে দেখায় ভাব্‌কি,
বল দেখি ভাই! এর ভাব কি?
ক্ষুদ্র ছিল এখনি বড় হল ॥ ২২৯
এ তো হ'লো বিষম জ্বালা, সুস্থ প্রাণে দিলে জ্বালা,
এর তো আর না দেখি উপায়!
আর জন কয় শুন রে ভাই! দূর করি সকল বালাই,
এ সংবাদ জানায়ে রাজায় ॥ ২৩০
এই যুক্তি স্থির করি, দু জনে করি গোহারী,
জানাইল রাবণ রাজারে।

শ্রবণেতে দশস্কন্ধ, মনেতে জানিয়ে সন্ধ,
ভয় মানি আপন অন্তরে ।। ২৩১

* * *

অশোক বনে রাবণ-পুত্র অক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধ, অক্ষের মৃত্যু ।

নিজ-পুত্র-অক্ষ প্রতি, করিলেন এ আরতি,
শুন পুত্র ! অক্ষয়-কুমার !
অশোকের কাননেতে, আসি একটা বানরেতে,
স্বর্ণ বন করিল ছারখার ॥ ২৩২
আন তারে বন্দী করি, স্বহস্তেতে সংহারি,
ঘুচাই এ যত দুঃখ-ভার।
পুত্র শুনি পিতৃ-বাণী, কোপেতে হ'য়ে আগুনী,
সঙ্গে সেনা লইয়া অপার ।। ২৩৩
উত্তরি অশোক-বনে, দৃশ্য করি হনূমানে,
হানিলেক বাণ খরশান।
রাম-ভক্ত হনূমান্, ক্রোধে হয়ে কম্পবান্,
সজোরেতে লম্ফ করি দান ।। ২৩৪
অক্ষয়ে ধরিয়া করে, আছাড়িয়া ভূমি-পরে,
সংহারিল সে অক্ষের প্রাণ।
অক্ষের হরিল প্রাণ, হেরি যত সৈন্যগণ,
সবে ভয়ে করিয়া প্রস্থান ॥ ২৩৫

আসি রাবণ-গোচর, ব্যক্ত করি সমাচার,
বিদিত করিল একে একে !
শুনি তাহা লঙ্কেশ্বর, দুঃখেতে দহি অন্তর,
চক্ষু মেলে কিছু নাহি দেখে ॥ ২৩৬
তদন্তে মুছি লোচন, ক্রোধে হয়ে হুতাশন,
ইন্দ্রজিতে করিল শরণ ।
ইন্দ্রজিত আজ্ঞা পে'য়ে, অমনি আসিয়া ধেয়ে,
নমস্কারি বন্দিল চরণ ॥ ২৩৭
বলে পিতা ! কহ কহ, কেন দুঃখ দুঃসহ,
নেত্র-জল কর বিসর্জ্জন ।
কার হেন যোগ্যতা, আসি করে অনিষ্টতা,
এবে তার বধিব জীবন ॥ ২৩৮
রাবণ বলে শুন পুত্র ! এমন না হৈল কুত্র,
কপি একটা আসি অশোক বনে ।
যে ঘটালে দুর্ঘট, বলিতে সে সঙ্কট,
মনে হৈলে ব্যথা পাই মনে ॥ ২৩৯
সেই সেই স্বর্ণ বন, সমূলে করি নিধন,
মনঃ-সুখে করয়ে বিহার ।
তাহার সংহার-আশে, অক্ষয় পুত্র ছিল পাশে,
পাঠাইনু কি বলিব আর ॥ ২৪০

দুষ্ট কপি বল করি, অক্ষয় কুমারে ধরি,
একেবারে করেছে সংহার।
শোকে অঙ্গ জর জর, অস্থির সদা অন্তর,
তার লাগি করি হাহাকার॥ ২৪১
কি আর কহিব কথা, অন্তরেতে পাই ব্যথা,
তুমি পুত্র বীরের প্রধান।
শীঘ্র করি তথা গতি, বাঁধিয়া সে দুষ্টমতি,
আনি কর মম সুস্থ প্রাণ॥ ২৪২

অশোক বনে ইন্দ্রজিতের সহিত হনূমানের যুদ্ধ; হনূমানের বন্ধন; হনূমান্ রাবণ-পুরে নীত।

শুনিয়ে পিতার বাণী, ইন্দ্রজিত ধনু আনি,
নমস্কারি পিতার চরণে।
আসিয়া অশোক-বনে, দৃশ্য করি হনূমানে,
বাণ হানে পরম যতনে॥ ২৪৩
হনূমান্ মহাবল, সমরে সদা অটল,
বাণ-গুলা লুফি ফেলি দূরে।
উপাড়িয়া বৃক্ষবর, মারে সৈন্যের উপর,
সৈন্য সব যায় ছারে খারে॥ ২৪৪

বিষম ব্যাপার হেরি, ইন্দ্রজিত ইন্দ্র-ঐরি,
আর কোপ সম্বরিতে নারি।
হাতে নাগ-পাশ বাণ, সৃজিয়া সর্প মহান্,
হনূরে ফেলিল বন্দী করি॥ ২৪৫
বন্দী হইল বীর হনূ, হর্ষিত রাবণ-তনু,
বলে আর যাবি রে কোথায়!
এখনি লইয়া পুরে, দিব তোরে যমপুরে,
সাবধান হও আপনায়॥ ২৪৬
হনূ বলে থাক থাক! সকলি কর্ম্ম-বিপাক।
এ বন্ধনে হনূ কি ডরায়।
এখনি পারি ছিঁড়িতে, প্রাণি-বিনাশ ভাবি চিতে,
তাই সহি আছি আপনায়॥ ২৪৭
এত বলি হনূমান্, রহিলেন বিদ্যমান,
ইন্দ্রজিত সে কালে কহিল।
শুন যত রক্ষঃ-সেনা! আছ তোমরা অগণনা,
এই হনূ, বন-ধ্বংস কৈল॥ ২৪৮
ইহারে লইয়া সবে, অতি মনের উৎসবে,
ভেট দেহ পিতৃ-বিদ্যমান।
শুনি ইন্দ্রজিত-বাণী, সেনা সবে ভয় মানি,
হনূ কাছে হ'য়ে অধিষ্ঠান॥ ২৪৯

কেহ ধরে হাতে পায়ে, কেহ তার ধরি পায়ে,
শূন্যে লয়ে যায় কিছু দূর।
হনূ তায় রঙ্গ করি, আপনার অঙ্গোপরি,
কিছু ভার বাড়ায় তনুর ॥ ২৫০
সে ভার সহিতে নারি, ডাক ছাড়ি মরি মরি,
পথি মধ্যে ফেলিয়া তাহারে।
বলে এটা কিবা ভারি, আর না বহিতে পারি,
কেমনেতে ল'য়ে যাব দ্বারে ॥ ২৫১
পথি মধ্যে এ প্রকারে, আনি তারে যত্ন ক'রে,
দ্বারদেশে কৈল উপস্থিত।
হনূর প্রকাণ্ড কায়, দ্বারেতে নাহি সান্ধায়,
সকলেতে হইল চিন্তান্বিত ॥ ২৫২

* * *

হনুমানকে রাবণের ভর্ৎসনা।

রাবণ এ বার্ত্তা শুনি, তথায় আসি আপনি,
হনূমানে করিয়া দর্শন।
বলে, এ সমান্য নয়, লেজ দেখি লাগে ভয়,
এরে পুরে না লব কখন ॥ ২৫৩
এত চিন্তি দশানন, হনূমান্ প্রতি কন,
শুন দুষ্ট বানর রে পশু!

নাহি তোর প্রাণে ভয়, আমি রাবণ দুর্জ্জয়,
কেন আইলি লঙ্কাপুরে আশু॥ ২৫৪
সুন্দর অশোক-বন, তারে কৈলি ঘোর বন,
আর তোর নাহিক নিস্তার।
এখনি করি বিচার, পাবি শাস্তি রে অপার,
কেবা তোরে রাখে এই বার॥ ২৫৫
বল্ তুই সত্য কো'রে, কেন আইলি মম পুরে,
কে পাঠালে তোরে এই ঠাঁই।
হ'য়ে তুই কার দূত, ঘটালি এ অদ্ভুত,
আমি তাই শুনিবারে চাই॥ ২৫৬

বাহার—আড়খেমটা।

ওরে হনূমান্! বল রে বল ইহার শুনি সুসন্ধান।
কে তোরে পাঠায়ে দিলে, হারাইতে নিজ প্রাণ॥
জান না আমি রাবণ, মোরে ডরে ত্রিভুবন,
এখনি দেখ্‌বি কেমন,—
আর কি তোর আছে ত্রাণ॥ (থ)

রাবণের ভৎসনা-বাক্যে হনূমানের উত্তর।

হনূ বলে, রাবণ হে! সকল আমি জানি।
আমায় পাঠালে লঙ্কা রাম গুণমণি॥ ২৫৭
সীতা উদ্ধারিতে তিনি করিল আদেশ!
তাঁহার লাগিয়া যত হয় দ্বেষাদ্বেষ॥ ২৫৮
মম বাক্য অবধান কর লঙ্কাপতি!
যদি রাখিবারে চাও লঙ্কার বসতি॥ ২৫৯
স্কন্ধে করি সীতা ল'য়ে রামের গোচর।
প্রদান করিয়া হও, নির্ভয়ে অন্তর॥ ২৬০
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র নরের আকার।
কেন তার করে, হবে সবংশে সংহার॥ ২৬১
রাম-আজ্ঞা শিরে ধরি আইনু হেথায়।
ভাঙ্গিনু আশোক-বন আপন ইচ্ছায়॥ ২৬২
কি করিবি কর, তোরে আমি না ডরাই।
শ্রীরাম-প্রসাদে আমি জয়ী সর্ব্ব ঠাঁই॥ ২৬৩

* * *

হনূমানের লেজে অগ্নি প্রদান—লঙ্কা-দাহ

এত যদি হনুমান্, কহিল রাবণ-স্থান,
শুনে রাবণ হ'য়ে ক্রোধ-মতি।

বলে আর কিবা কর, শীঘ্র এরে সংহার,
অসিঘাত দেখাইয়ে সম্প্রতি ॥ ২৬৪
তথা ছিল বিভীষণ. তিনি কহিল তখন,
কর রায়! ক্রোধ সম্বরণ।
আমার বচন শুন, যেমন ও দুষ্ট জন,
ভঙ্গ কৈল অশোকের বন ॥ ২৬৫
লেজে জড়া'য়ে বসন, তৈলেতে করি ভূষণ,
কর তাতে আগুন প্রদান।
আগুনে পুড়িবে লেজ, জ্বালায় না সবে ব্যাজ,
এখনি ও হারা হবে প্রাণ ॥ ২৬৬
গলেতে বাঁধিয়ে দড়ি, ফেরাবে সকল বাড়ী,
হেরি যত লঙ্কাবাসিগণ।
ধন্য ধন্য সবে কবে, কিছু ভয় নাহি রবে,
এই যুক্তি স্থির সর্ব্বক্ষণ ॥ ২৬৭
শুনি বিভীষণ-বাণী, রাবণ আনন্দ মানি,
তাহাতেই পূরিলেক সায়।
বিবিধ আনি বসন, তৈলে করি জুবড়ন,
হনূমান্-লেজেতে জড়ায় ॥ ২৬৮
কামরূপী হনূমান্, ক্রমে হয় বৃদ্ধিমান্,
লেজে বসন নাহিক কুলায়।

হে’রে রাবণ ক্রোধে কয়, শুন মম দূতচয়,
আন বসন করিয়া ত্বরায় ॥ ২৬৯
সীতা যে বসন পরি, আন তাহা পরিহরি,
তাহাতে পূরিবে মনোরথ।
হনূ এ বচন শুনি, মনে মহা-ভয় মানি,
চিন্তিতে লাগিল নিজ পথ ॥ ২৭০
সে কালে হেরিল সবে, পূর্ণ বসন লেজে শোভে,
আর নাহি বসনের কাজ।
রাবণ হেরিয়া কয়, আর দেরি করা নয়,
শীঘ্র কর আগুনের সাজ ॥ ২৭১
রাবণের শুনি বাক্য, সকলে করিয়া ঐক্য,
হনূ-লেজে অগ্নি জ্বালি দিল।
জ্বলিল আগুন ঘোর, উঠে শব্দ মহা জোর,
হেরি হনূ আহ্লাদে গলিল ॥ ২৭২
আর না বিলম্ব করি, রাম-জয় শব্দ করি,
উঠে বসে চালের উপরে।
বিষম লেজের অগ্নি, যেমন খরে অশনি,
ঘর সব পুড়ি-পুড়ি পড়ে ॥ ২৭৩
হেন কায যদি কৈল লঙ্কার ভিতর।
হেরিয়ে রাবণ হৈল ভাবিত-অন্তর ॥ ২৭৪

জলধরে ডাকি বলে করহ বর্ষণ।
জল বরষিয়া কর নির্ব্বাণ আগুন ॥ ২৭৫
আজ্ঞামাত্র জলধর ভাসাইল জলে।
জল পে'য়ে আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে ॥ ২৭৬
রত্নময় ঘর সব হ'লো ছার খার।
গেল গেল শব্দ মুখে করে হাহাকার ॥ ২৭৭
উলঙ্গ উন্মত্ত হ'য়ে পালিয়ে যায় ডরে।
পবন-পুত্র, জ্বলন-সূত্র অম্‌নি তাদের ধরে ॥ ২৭৮
পুড়িল সকল লঙ্কা, হ'লো ভস্মরাশি।
দাঁড়াইবার স্থান নাই, কান্দে লঙ্কাবাসী ॥ ২৭৯
কিবল রহিল বিভীষণের মহল।
হরিভক্ত জানি, অগ্নি না করিল বল ॥ ২৮০
বৃক্ষাদি পুড়িয়ে সব, হ'লো ছিন্ন ভিন্ন।
কার কোথা ঘর দ্বার, চিনিবার নাই চিহ্ন ॥ ২৮১
শঙ্কাতে রাক্ষসগণ লঙ্কাতে না রয়।
নাহি ত্রাণ গেল প্রাণ পরস্পর কয় ॥ ২৮২

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

এই পাবকে, নিস্তার পাব কে,
বল যাব কে কোথায়, কে করে রক্ষে

এখন আছে এক উপায়,—বলি শোন, শ্রীমধুসূদন
তিনি বিপত্তভঞ্জন, এ ত্রৈলোক্যে ॥
ভজ শ্রীরামচন্দ্রের দুটি পাদপদ্মে,
দ্বিদল পদ্ম মুদে দেখ হৃদি—পদ্মে,
পদ্মযোনি যাঁর জন্মে নাভিপদ্মে,
নীলপদ্ম যিনি রূপের ব্যাখ্যে ॥
লঙ্কাতে থাকিয়ে, শঙ্কাতে প্রাণ গেল,
অভয় পদ-প্রান্তে শরণ লই গে চল,
দুঃখের সময় মুখে হরি হরি বল,
বল না করিবে যম বিপক্ষে ॥ (দ)

লেজের আগুনে হনূমানের মুখ দগ্ধ।

লঙ্কা পোড়াইয়া হনূ, পুলকে পূর্ণিত তনু,
প্রণমিল জানকীর পায়।
জিজ্ঞাসে যোড় করে, মা তোমার এ কিঙ্করে,
লেজের আগুন কিসে যায় ॥ ২৮৩
শুনিয়ে কহেন সীতে, মুখামৃত লেজে দিতে,
হনূ বলে সে সব কেমন ধারা।
বানরে বুদ্ধি বুঝিতে নারে, লেজ্‌টা লয়ে মুখে ভরে,
মুখটো পুড়ে নাম হলো মুখপোড়া ॥ ২৮৪

আপনি দেখে আপনার মুখ, লজ্জায় হনু অধোমুখ,
বলে কি কপালের দুঃখ মুখ পুড়িয়ে চল্‌লাম।
কর্‌লেম কি হ'লো কি রঙ্গ, দেশে গেলে সব করিবে ব্যঙ্গ,
নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ
কথায় বলে, কাজে আমি কর্‌লাম ॥ ২৮৫
যেমন গুটিপোকায় গুটি করে,
আপনার বুদ্ধে আপনি মরে,
মাকড়সা যেমন বন্দী আপন জালে।
প্রকারে আমার ঘটেছে তাই,
করি কি উপায় কোথা যাই,
এত ভোগ ছিল কি কপালে ॥ ২৮৬
বুদ্ধি না থাকিলে ঘটে, দুর্ঘট তার অনাসে ঘটে,
সত্য বটে শাস্ত্র মিথ্যা নয়।
আনন্দ কি নিরানন্দ, বিধাতার সব নির্ব্বন্ধ,
করতে গেলে পরের মন্দ আপনার মন্দ হয় ॥ ২৮৭
কিন্তু ক'রেছি আমি যে সব কর্ম্ম,
বিচার কর্‌লে নাই অধর্ম্ম,
দৈবকর্ম্মে এ দায় কেন ঘটিল।
ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুসারে, পাষণ্ডে দণ্ডিতে পারে,
আমার তবে কোন্ বিচারে ঘরপোড়া নাম রটিল ॥ ২৮৮

কে'ন্দে বলে হনূমান্,   কি কর্‌লে হে ভগবান্,
ঘুচালে মাণ, প্রাণ কেন রাখিলে।
শুনেছিলাম ভবতারণ!   হয় বিপদ-ভঞ্জন,
শ্রীমধুসূদন ব'লে ডাকিলে ॥ ২৮৯
আমার বিপদ কাটেন কই,   জানি নে অভয় চরণ বই,
তবে কেন কর্‌লেন চরণ ছাড়া।
না জানি কি অপরাধে,   আমাকে ঠেলেছেন পদে,
এ বিপদ হইতে কি বিপদ আছে বাড়া ॥ ২৯০
আবার ভাবে হনূমান্,   বড় নিদয় ভগবান্,
মা জানকী নিদয় তো নন।
দয়াময়ীর বড় দয়া,   সন্তানে সদা সদয়া,
যোগে ব'সে যোগমায়ার ভজি শ্রীচরণ ॥ ২৯১

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বসিলেন যোগে, যোগ-সাধনে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র না পায় যাঁরে ধ্যানে ॥
বেদে নাই যার অন্বেষণ, দর্শনে নাই নিদর্শন,
কে করে তার নিরূপণ, ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে।
বর্ণময়ীর কিবা বর্ণ, লাজেতে বিবর্ণ স্বর্ণ,
বর্ণিতে পঞ্চাশ বর্ণ,—বর্ণেপরাভব মনে।

অসাধ্য সাধন অতি, গুণ গান গণপতি।
পতিত জনার গতি, দাশরথি কিবা জানে॥ (ধ)

সীতার কথায় সকল বানরেরই মুখ পুড়িল।

এই রূপে করে যোগ, করি মনঃ-সংযোগ,
দৈব-যোগে শুভযোগ হ'লো।
যোগ-আরাধ্যা যোগমাতা, যোগীর অগম্য তথা,
হনূর অন্তরের কথা, অন্তরে জানিল॥ ২৯২
দেখেন ভক্তিযুক্ত মারুতি, মায়া জন্মে মার অতি,
বলেন বাপু! ভাবনা কি সম্ভবে।
দেশে যাও রে ত্যজ দুঃখ, তোমার মতন অমনি মুখ,
তোমার যত জ্ঞাতিদের সব হবে॥ ২৯৩
মায়ের কথা করি শ্রবণ, গেলো রোদন, হাস্য বদন,
বন্দিয়ে যুগল চরণ, লইল বিদায়।

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হনূমানের প্রত্যাবর্ত্তন,—সীতার সংবাদ-কথন

রাম ব'লে মারে লম্ফ, তরণীর ন্যায় ধরণী কম্প,
শব্দ শু'নে, ত্রিলোক মূর্চ্ছা যায়॥ ২৯৪
হইল সমুদ্র-পার, মহারুদ্র অবতার,
অবহেলে চক্ষুর নিমিষে।

অঙ্গদাদি নীলনল, ধন্য বলে সকল,
হনূমানে দেয় কোল, মনের হরিষে॥ ২৯৫
কৃতকার্য্য হ'য়ে সব,, রামজয় করিয়ে রব,
চলেন উত্তর মুখে সুখে।
সকলেরি তুষ্ট মন, রুষ্ট নহে কোন জন,
মধুবন দেখিল সম্মুখে॥ ২৯৬
অঙ্গদের আজ্ঞা পায়, মধুবনে মধু খায়,
পরে যায় সুগ্রীব-নিকটে।
ব'সে আছেন সভাতে সবে, বেষ্টন করি রাঘবে,
হনূ দাঁড়াইল করপুটে॥ ২৯৭
সুধান সুগ্রীব ভূপ, কি রূপে গেলে বল স্বরূপ,
কি রূপ সীতার রূপ বল।
হনূ বলে, মহারাজ! সৌদামিনী পায় লাজ,
না দেখি ভুবন-মাঝ, উপমার স্থল॥ ২৯৮
গেলাম তব কৃপাবলে, সিন্ধু পারে অবহেলে,
রাবণে না করিলাম শঙ্কা।
দিলাম তারে গালাগালি, গালে দিয়ে চূণ কালি,
কালি পুড়িয়ে এসেছি তার লঙ্কা॥ ২৯৯
যুদ্ধ বিক্রম করলেন যথা, থাকুক এখন সে সব কথা,
মা জানকীর কষ্ট তথা, দেখে এলাম বড়।

বিলম্ব না কর আর, নিবেদন এই আমার,
মা জানকীর উদ্ধার, শীঘ্র গিয়ে কর ॥ ৩০০
যতেক দুঃখের কথা, বলিতে যা, বলেছেন মাতা,
সংক্ষেপেতে সকলি কহিল।
প্রণমিয়া চিন্তামণি, সীতার মাথার মণি,
রাম-গুণমণি-হস্তে দিল ॥ ৩০১

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

লও হে মণি চিন্তামণি হে! দিলাম চিহ্নিত আনি,
জানকীর মস্তকের মণি।
দিয়ে কত মরকত, হেম হীরাতে জড়িত,
ফণী মণিতে রচিত, দেখ হে নীলকান্তমণি!
জ্ঞান হয় তড়িৎশ্রেণী, কিম্বা উদয় দিনমণি,
লজ্জা পেয়ে দ্বিজমণি, ঘনেতে লুকায় অমনি ॥ (ন)

তরণীসেন বধ।

শ্রীরামের সহিত সমরে মকরাক্ষের মৃত্যু,—

রাবণের বিলাপ।

রণে পতন মরকাক্ষ, শ্রবণে বিংশতি-অক্ষ,
ত্রৈলোক্য অন্ধকার হেরি।
ছিল বসি সিংহাসনে, পতিত হ'য়ে ধরাসনে,
লাগিল খিল দশনে, লঙ্কার অধিকারী ॥ ১
দশমুণ্ড লোটায় ধরা, বিশ নয়নে বহে ধারা,
শ্রাবণের যেমন ধারা, পড়ে ধরাতলে।
ছিল সভাসদ্গণে, দেখিয়ে প্রমাদ গণে,
গিয়ে সকলে দ্রুতগমনে, রাবণে ধ'রে তোলে ॥ ২
সরে না বাণী কার মুখে, জল এনে দেয় মুখে,
দশাননের সম্মুখে, শুক সারণ বসিয়ে।
বুঝায় বিংশতিলোচনে, কত শত প্রবোধ-বচনে,
শত-ধারা বহে লোচনে, রাবণ কয় কাঁদিয়ে ॥ ৩
মন্ত্রী! কি দুঃখ কব অধিক আর, যায় মম অধিকার,
বীর শূন্য লঙ্কার হইল ক্রমে ক্রমে।

এ যাতনা কারে জানাই, কনকলঙ্কায় বীর নাই,
বেঁধে আনিতে দুই ভাই, লক্ষ্মণ-শ্রীরামে ॥ ৪
নাই ত্রিলোকে সম মোর সমরে, আমি পরাজিত সমরে,
যারে পাঠাই সমরে, মরে নরের করে।
মজিলাম মজালাম লঙ্কা, দে'খে রামকে হয় শঙ্কা,
ছিল বুঝি আয়ুর সন্ধ্যা, এই অবধি ক'রে ॥ ৫

খাম্বাজ—একতালা।

দুঃখ কি কব তোমারে, ভুবন শূন্যময় দেখি।
নই ত্রাসিত কোন কালে, বেঁধেছিলাম কালে,
কিন্তু কাল-সম রামকে রণে নিরখি।
হ'লাম একা রণে আমি জয়ী ত্রিভুবন,
হুতাশন কুবের বরুণ পবন, করে মার্জ্জিত ভবন,
ভয়ে ভীত সূর্য্য চন্দ্র, ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র,
আজ্ঞাকারী ত্রাসে সহস্র-আঁখি ॥
দাশরথি বলে, শুন দশানন!
ওরূপ হৃদয়ে ভাবেন পঞ্চানন।
শ্রীরাম মানব নন,—
তোয় পাঠাতে ভব-পারে, রাম এসেছেন পারে,
হ'লে তোরে কৃপা রে পারে যাই সঙ্গে থাকি ॥ (ক)

তরণী সেনের যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ—

মাতৃচরণ-বন্দনা।

পুন রাজা কন নয়নে বারি, মন্ত্রি হে! বিপদ-বারি,—
মধ্যে পার কে করে আমারে।
এলো রিপু সিন্ধুপারে, সংগ্রামে কেহ না পারে,
এমন বীর কে আছে পুরে, মারিবে রামেরে॥ ৬
শুনি মন্ত্রী কয়, হে ত্রিলোক-মান্য!
নর-বানর গণি সামান্য,
কেমনে কন বীর-শূন্য, হয়েছে লঙ্কায়।
যার ভয়ে কাঁপে ধরণী, আছে বীর তরণী,
দেব-দানব পলায় শঙ্কায়॥ ৭
সে গিয়ে করিলে রণ, সাধ্য কার রণে রন্,
শিব আইলে তাঁর মরণ, তরণীর করে।
আজ সমরে আইলে কাল, তাঁর দরশন মৃত্যুকাল,
ব্রহ্মা পলান ব্রহ্মত্ব ত্যাগ ক'রে॥ ৮
আইলে রণে হুতাশন, তিনি করিবেন যম-দরশন,
ছাড়িলে পরে শরাসন বিভীষণ-পুত্র।
রণে সুরগণ তেত্রিশ কোটী, এসেন যদি বাঁধিয়ে কটি,
পলাবেন রবে না একটী, ত্যজিয়ে সমরক্ষেত্র॥ ৯

তরণীর গুণ অবিরাম, শু'নে মন্ত্রি-মুখে দুঃখ-বিরাম,
হ'লো রাবণ, বলে—রাম জিনিবে তরণী।
কহিতেছে দশমুখে, দূতে দেখি সম্মুখে,
তরণীরে ডে'কে আন এখনি॥ ১০
রাবণ-আজ্ঞায় দূত আসিয়ে, তরণী যথা আছে বসিয়ে,
রাবণ-বাক্য প্রকাশিয়ে, সমস্ত কহিল।
শু'নে তরণী বলে শুভদিন, দীননাথ দিলেন দিন,
ভাবি যাঁরে নিশি দিন, বুঝি কুদিন ফুরাল॥ ১১
শুনি দ্রুত যান তরণী, পদভরে কাঁপে ধরণী,
ভবপারের তরণী—শ্রীরাম-চরণ স্মরি।
মুখে রামনাম উচ্চারণ, বলে শীঘ্র চল চরণ!
যদি দেখ্‌বি রামের চরণ, কর গমন ত্বরা করি॥ ১২

বিভাস—ঠেকা।

আজ দ্রুতগমনে চল চরণ! শ্রীরামচরণ-দরশনে।
চরমে রবে না দুঃখ সুখ সে পদ-শরণে॥
জনমিয়ে পাতকি-কুলে, আছি বিহ্বল স্থূলে ভু'লে,
রাম যদি কূল দেন অকূলে,—ভবকূলে তবে ডুবিনে।
ওরে কর! তুমি কি কর, আশু তুলসী চয়ন কর,
রামকে যদি প্রদান কর, কর চন্দনাক্ত যতনে।

বদন রে বলি শুন তোরে, ডাক সদা সীতাকান্তরে,
তবে কি ভয় কৃতান্তেরে অন্তরে আর ভাবিনে॥ (খ)

ভাবি রামের পদতরণী, দ্রুতগমনে গিয়ে তরণী,
ধরণী লুটায়ে প্রণাম করি।
দাঁড়ায়ে আছেন সম্মুখে, দিয়ে আলিঙ্গন দশ-মুখে,
তরণীর গুণের ব্যাখ্যা করে সুর-অরি॥ ১৩
বলে শুন বাছা তরণী! শোকসিন্ধুর তরণী,
হ'য়ে তুমি ধরণী মধ্যে আমায় রাখ
বীর নাই আর লঙ্কায়, নর-বানরের শঙ্কায়,
সদা সশঙ্কিত-কায়, কব কায় এ দুঃখ॥ ১৪
তোমার পিতা এর মূল সূত্র, সহোদর হ'য়ে হল শত্রু,
শত্রুপক্ষে সে আছে নিয়ত।
সেইত রিপু হয়েছে প্রধান, লঙ্কার সব অনুসন্ধান,
রামকে ব'লে সকলি করলে হত॥ ১৫
ছিল এমনি আমার প্রভুত্ব
তেত্রিশ কোটি দেবতা ভৃত্য,
রসাতল স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখে কম্পিত হ'ত মোরে।
ছি ছি কি লজ্জার কথা, ভেকে কাটে ভুজঙ্গের মাথা,
শৃগালে শুনেছ কোথা, হরির আসন হরে॥ ১৬

শুনিনে কথা কোন কালে, ব্যাঘ্রের মাথা গিলে নকুলে,
গরুড়কে ভক্ষিল আসি নাগে।
গিরি লয়ে যায় পিপীলিকায়, বিড়ালকে মূষিকে খায়,
দিবাকর হয়েছে উদয়, গিয়ে পশ্চিমদিগে ॥ ১৭
হ'লেন বাক্যহীন বাগ্বাদিনী,
পেঁচার মুখে কোকিলের ধ্বনি,
অপবিত্র সুরধুনী, স্পর্শ করে না তাঁরে।
মিথ্যাবাদী হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণুত্যাগী নারদ শর্ম্মা,
বিশ্বকর্ম্মা হ'লেন অকর্ম্মা, হে'রে সূত্রধরে ॥ ১৮
কুঞ্জরে করিয়া জয়, আসি একটী ক্ষুদ্র অজায়,
তেম্নি মোরে করে জয়, নর আর বানরে।
শুনে তরণী বলে মহারাজ! সিংহাসনে কর বিরাজ,
ক'র্‌বো না আর কালব্যাজ,
আমি গিয়ে সমরে ॥ ১৯
কর আশীর্ব্বাদ অনুক্ষণ, আশু যেন রাম লক্ষ্মণ,
গিয়ে যেন দেখিতে পাই রণে।
রণস্থল করিব জয়, ঘোষণা রবে হব বিজয়,
মৃত্যুঞ্জয় রাখিতে নারিবেন রণে ॥ ২০
শু'নে রাবণ দেহে প্রাণ পান, তরণী-করে গুয়া পান,—
দিয়ে অমনি শির ঘ্রাণ, মুখচুম্বন করি।

হ'য়ে বিদায় পূরাতে মনোরথ, সারথিরে কয় সাজাও রথ
ঘোষণা রাখিতে ভারত, কয় তরণী ত্বরা করি ॥ ২১

———

আলিয়া—ঝাঁপতাল।

ত্বরায় সাজা রথ, মনোরথ পূরাব রণে।
কর যোজনা অশ্ব, করি দৃশ্য, গিয়ে নীলবরণে ॥
দিলেন অনুমতি লঙ্কার প্রধান, মনেতে ক'রেছি বিধান,
লব শরণ ভবের প্রধান-চরণে,—
রাখ আমার এই ভারতী, আশু রথ ল'য়ে সারথি!
চল দাশরথি,—বিরাজ করেন যেখানে ॥
তা হ'লে কারে ভয়, রাম যদি দেন অভয়,
শমন দূরে যাবে পেয়ে ভয়, পাব ভবভয়-ভঞ্জনে ॥ (গ)

———

স্মরণ করি দাশরথি, তরণী কন রথ আন সারথি!
রথ লয়ে যোগায় সারথি, দেখে আনন্দিত তরণী রথী,
হইয়া অন্তরে।
স্মরণ হ'লো এমন সময়, প্রণাম না করিয়ে যায়,
গেলে চরণ দিবেন না আমায়, রাম রঘুবরে ॥ ২২
রথে না হ'য়ে আরোহণ, অন্তঃপুরে প্রবেশন,
দণ্ডাকার হয়ে হন, প্রণাম জননীরে।

দেখে তরণীর রণসজ্জা, সরমা বলেন কেন রণসজ্জা,
এ বজ্রাঘাত কে দিলে মোর শিরে॥ ২৩
বাছা! তোর যাওয়া হবে না সমরে,
কে আছে রামের সমরে, যারে পাঠায় সমরে
মরে রামের করে।
রণে রাঘব অক্ষয়, রাক্ষসকুল করিতে ক্ষয়,
গোলোকের ধন ভূলোকে উদয়,হ'য়েছেন কৃপা ক'রে॥২৪
সুর-অরি বিনাশিতে, এলেন লঙ্কায় রাম-সীতে,
শাসিতে নাশিতে দশাননে।
রামের রণে মৃত্যুঞ্জয়, এলে হন পরাজয়,
ঐ চরণে সর্ব্বজয়, হয় ত্রিভুবনে॥ ২৫
শরণ নিলে সফল জন্ম, হয় না আর তার ভবে জন্ম,
জন্ম-মৃত্যু-হরণ-কারণ রাম।
শ্রীরামের চরণ-পূজায়, শমন-শঙ্কা দূরে যায়,
ভব-পারে অনায়াসে যায়, গোলোকে বিশ্রাম॥ ২৬
তাই বাছা! করি বারণ, তাঁর সঙ্গে করিবা রণ,
এ কর্ম্ম নয় সাধারণ, যেতে দিব না রণে।
বলে কোলে করি তরণীরে, ভাসিয়ে নয়ন-নীরে,
অভাগিনী জননীরে যাবি বিনাশি পরাণে॥ ২৭

সুরট-মল্লার—একতাল।

বাপ তরণী ! নাই ধরণী-মাঝে, মা ব'লে ডাকে আমারে।
হ'লো শিরে সর্পাঘাত, হৃদে বজ্রাঘাত,
এমন নির্ঘাত বাণী, কে বলে তোরে॥
ওরে সে রাম মানব নন, বিধি পঞ্চানন,
সহস্রানন সাধেন যায় সাদরে,—
রাঘব ত্রিলোক-বিজয়, কে তাঁরে করে জয়,
দ্বারী যাঁর জয়-বিজয়, চতুর্দ্দশ ভুবন-
পরাজয়, যাঁর সমরে॥ (ঘ)

শুনি বাক্য জননীর, হৃদে আনন্দ তরণীর,
শ্রীরামের গুণের ধ্বনির, বর্ণন শুনিয়ে।
বলে, অনুমতি কর মোরে, যাই রাঘব-সমরে,
যদি কৃপা করেন পামরে, দয়া প্রকাশিয়ে॥ ২৮
অপরাধ কর ক্ষমা, আশীর্ব্বাদ করগো মা!
শুনি কাঁদিয়ে সরমা, বলে রে তরণী !
তুই যাবি করিতে রণ, পিতা তোর লয়েছে শরণ,
জেনে কারণ ভবতারণ-চরণ-তরণী॥ ২৯
দেখ বাছা ! এই ত্রিলোকে, আমায় মা বলে আর বল কে,
তোমায় ল'য়ে ভূলোকে, আছি মাত্র আমি।

হ'য়ে পাষাণ অন্তরে, কেমনে পাঠাই সমরে,
অগ্রে বিনাশ ক'রে মোরে, যাও রে বাছা ! তুমি ॥ ৩০
লঙ্কায় দুঃখাগ্নির বাড়াতে তাত, সূত্র তোমার জ্যেষ্ঠতাত,
রাম যে ত্রিজগতের তাত, তাতো জান মনে।
রাক্ষস-কুল বিনাশিতে, চুরি ক'রে এনেছেন সীতে,
নয়ন-জলে ভাসিছেন সীতে, প'ড়ে অশোক-বনে ॥ ৩১
শুনেছ কখন এমন কথা, বনের বানর কয় কথা,
জলে শিলে ভাসে কোথা, কে দেখেছে কোন কালে !
দিতে সুমন্ত্রণা যদি কেহ যায়, বুঝাইয়ে কয় রাজায়,
রাখে না তার মান বজায়, নাশয়ে সকলে ॥ ৩২
দেখ এমন বীর ইন্দ্রজিতে, একা এসে ইন্দ্রে জিতে,
যমাদি সূর্য্য চন্দ্র জিতে, এলো যে রাবণ।
তেমনি ঘ'টে উঠেছে বিলক্ষণ, নয় লঙ্কার সুলক্ষণ,
কাল-রূপেতে রাম লক্ষ্মণ, দিয়েছেন দরশন ॥ ৩৩

শুনে তরণী কয়, মা ! হবে অধর্ম্ম,
যুদ্ধে যাওয়া যোদ্ধার ধর্ম্ম,
না গেলে হবে অধর্ম্ম, প্রতিজ্ঞা করেছি।
গিয়ে যদি রামের রণে হারি, চিরদাস হব তাঁহারি,
সকলে জিনিলাম তবে কি হারি, সার মনে ভেবেছি ॥৩৪

মল্লার—তেতালা।

যদি কৃপা করেন রণে রাম।
মিছে সংসার-আশ্রমে, ভ্রমণ করি ভ্রমে,
সে চরণ শরণ হয় না কোন ক্রমে,—
কিছু পরিশ্রমে, পাই যদি চরমে,
তবে পূর্ণ হবে মনস্কাম॥
যদি এ পাপদেহ পতন হয় রামের শরে,
দেখ্‌ব সর্ব্বেশ্বরে, ডাকব উচ্চৈঃস্বরে,
শমন হ'য়ে দমন অম্‌নি যাবে স'রে,—
কর্‌বো গোলোকধামে বিশ্রাম॥ (৬)

শুনি বাক্য তরণীর, তরণীর জননীর,
নয়নেতে বহে নীর, শ্রাবণের ধারা।
বক্ষে করে করাঘাত, ভালে কত করে আঘাত,
মুণ্ডে হ'লে বজ্রাঘাত, পড়ে যেন ধারা॥ ৩৫
হ'লো বাক্যরোধ সরমার, মৃত্যু-তুল্য দেখে মার,
বলে কি হৈল আমার কুমার তরণী।
কর্ণমূলে অবিরাম করে শব্দ রাম রাম,
সরমা ক'রে রাম রাম, উঠে বসে অমনি॥ ৩৬

তরণীর নয়নজলে বসন গলে, বলে নিবেদিয়া পদযুগলে,
শ্রীরামের পদযুগলে, স্থান পাব না আর।
অনুমতি পে'লে তোমার, হয় সাধ পূর্ণ আমার,
কদাচারী এ কুমার, যদি হয় উদ্ধার ॥ ৩৭
শুনেছি শাস্ত্রের কথা, মহাগুরু পিতা মাতা,
হেলন কর্‌লে মায়ের কথা, নরকেতে বাস।
মাকে অমান্য কর্‌লে পরে, দুঃখ পায় ইহ পরে,
মাতা তুষ্ট থাকিলে পরে,
হয় গোলোক-নিবাসে বাস ॥ ৩৮

* * *

কলিকালের মাতৃ-ভক্তি পিতৃ-ভক্তি।

মায়ের তুল্য করিতে স্নেহ, ভারতে দেখিনে কেহ,
অমন স্নেহ কে করে ভুবনে।
কিন্তু এখনকার কলিযুগের অনেক ব্যক্তি,
তাঁদের দেখি মাতৃভক্তি, উড়ে যায় হরিভক্তি,
উক্তি করিতে যুক্তি হয় না মনে ॥ ৩৯
কিন্তু না ব'লেও থাকা যায় না,
করেন মাগ্‌কে নিয়ে ঘরকন্না,
মা ডাকিলে কথা কন্‌না সন্‌না মাগী বলে।

একে মর্‌ছি আপনার জ্বালায়,
বুড় মাগী আবার কেন জ্বালায়,
আমার জলায় মজুর ব'সে আছে সকলে ॥ ৪০
খেতে খামারে হয়নি ধান তুই মাগী বজ্জাতের প্রধান,
সংসারের অনুসন্ধান, নাইত কিছু তোর।
কেবল ব'সে ব'সে নিচ্চ আহার,
এখন গোটাকত হয় প্রহার,
তবে মনের দুঃখ ঘুচে মোর। ৪১
এক্‌লা খে'টে মরে ছুঁড়ী,
চক্ষের মাথা খেয়েছিস্ বুড়ি!
গুঁড়িয়ে মূড়ি খাচ্চ কাটা কাটা!
পরের মেয়ে সইবে কত, অন্যের মতন যদি ও হ'তো,
হাত ধরে বার ক'রে দিত, মেরে সাত ঝাঁটা ॥ ৪২
তুই মাগি! থাক্‌তে কাছে, ও ছেলের ন্যাকড়া কাচে,
বেড়াস্ কেবল কাছে কাছে, কত কথা ক'য়ে।
আমার সংসারটা কর্‌লি শূন্য, মাগি!
কবে যাবি উচ্ছন্ন, আপদ শূন্য হয় ফেলে দিয়ে ॥ ৪৩
এম্‌নি মায়ের সঙ্গে শীলতার কথা,
আহারের আবার শুন কথা,
উত্তম ব্যঞ্জন কাঁঠাল আর খীরে।

আপনারা খান সমুদয়, বৃদ্ধ মাকে নিত্য দেয়,
পুঁয়ের ডাঁটা অলবণ তাতে, ভাঙ্গা পাথরে বেড়ে ॥ ৪৪

বিভাস—ঠেকা।

এদের দেখে মাতৃভক্তি, হরিভক্তি উড়ে যায়।
মরি হায় হায়! দুঃখ কব কায়,
স্বর্গে গমন হয় স-কায়,
কর্‌লে ভক্তিতে জননী-চরণ পূজায়!
এরা এখন মাকে দেয় সাতগাঁটী বাস করিবারে,
ঢাকাই মলমল শান্তিপুরে, পরায় পরিবারে,
পান না কাচা দীক্ষাগুরু, যা করিবেন শয্যাগুরু,
মরণ বাঁচন তার কথায়।
আপনারা শোন দোতালায়,
মাকে ফেলে গাছতলায় ॥ (চ)

হ'লো কি আশ্চর্য্য কলির সৃষ্টি, সৃষ্টি ছাড়া এদের সৃষ্টি,
সৃষ্টিকর্ত্তা অবাক্ হয়েছেন দে'খে।
তাঁর আর সরে না বাণী, বাণী হারা হয়েছেন বাণী,
জ্ঞানশূন্য ভবানী, বাণী নাই তাঁর মুখে ॥ ৪৫

এদের দেখে শুনে অভক্তি, শুন্‌লে যেমন মাতৃভক্তি,
পিতৃভক্তি ততোধিক আবার।
বাপ থাকে বাহিরে দরজার উপর, তৃণকাষ্ঠ-হীন ছাপ্পর,
তালপত্র ঘেরা দুই ধার॥ ৪৬
আপনাদের শয়ন পালংখাটে,
বাপের শয়ন ছেঁড়া চটে,
কপ্নি একটুকু কটিতটে, ঘটে না সব দিন!
আপনারা খান খাসা মোণ্ডা ক্ষীর দুধ
বাপকে খাওয়ান আঁকা খুদ,
দিবসান্তর ভাল ব্যঞ্জন-হীন॥ ৪৭
যদি দিবানিশি মিন্‌সে চেঁচায়, ফিরে কেহ নাহি চায়,
বলে কেবল বেটা খেতে চায়, ভীমরতি হয়েছে।
বলে, তোর দেখে শুনে মেনেছি হার,
যোগাই কোথা হ'তে এত আহার,
এত রাত্রে কে যাবে তোর কাছে॥ ৪৮
যে দেখি তোর বাড়াবাড়ি, ফেলে রে'খে ঘর বাড়ী,
কা'র বাড়ী শুইগে না হয় গিয়ে।
এমন কলেরিয়াতে এত লোক মলো,
আরে মলো!—বুড় না মলো,
চিত্রগুপ্ত ভুলে গেল, খাতা না দেখিয়ে॥ ৪৯

যাদের পিতাকে ভক্তি এইরূপ, বুদ্ধি বানরের স্বরূপ,
পিতা যে বস্তু কিরূপ, জানে না সকলে।
অত মান্য নন দীক্ষে গুরু, পিতা মাতা মহা-গুরু,
শিববাক্য লেখা আছে মূলে॥ ৫০

রামকেলি—পোস্তা।

হন পরমগুরু পিতে।
গুরু পিতার তুল্য নাই জগতে,—
মায়ের মাথা কাটেন পরশুরাম,
শুনিলাম, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে॥
গোলোকপুরী করি শূন্য, হরি অযোধ্যাতে অবতীর্ণ,
চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্য, বনে রাম এলেন পিতার কথাতে।
পিতার আজ্ঞা ক'রে হেলন,
যদি কেউ করে সব তীর্থ-ভ্রমণ,
কর্‌তে হয় নরকে গমন,—
কিছু ফল ফলে না বিফল তাতে॥ (ছ)

তখন এই কথা ব'লে তরণীর, দুটী চক্ষে বহে নীর,
জননীর চরণ ধরিয়ে।

বলে অনুমতি কর মা! মোরে, কেন দুঃখ দাও পামরে,
সত্বরে গে সমরে, রামেরে দেখি গিয়ে॥ ৫১

অপরাধ ক্ষম মা! আমার, অভাজন এ কুমার,
চরণ-সেবন কর্‌তে তোমার, পারিনে একদিন।
আমায় পালন ক'রেছ সাদরে, দিয়েছিলে স্থান উদরে,
কত কষ্ট পে'য়েছ দেহ-পরে, দশ-মাস দশ-দিন॥ ৫২

মনে রৈল সে সব আশা, বৃথা হ'লো যাওয়া-আসা,
ভবে আসা বিফল হ'লো আমার।
হ'লাম দগ্ধ কলুষাগ্নির তাতে,
না দেখিলাম জননী-তাতে,
ভবে পার কেমনে তাতে, হবে তোমার কুমার॥ ৫৩

যার নাই জননী-পদে মনের গতি, ঘটে তার বহু দুর্গতি,
ভবের পতি গতি করেন না তার।
কর এই আশীর্ব্বাদ, যেন হয় না কোন বিসম্বাদ,
রাম আমার ল'য়ে সংবাদ, যেন করেন আজ নিস্তার॥৫৪

ব'লে, মায়ের চরণে করে প্রণাম, বদনে করে রাম-নাম,
পূর্ণ হেতু মনস্কাম, গিয়ে রথে ত্বরায় উঠে।
আনন্দিত তরণী রথী, বেগে রথ চালায় সারথি,
পথের মধ্যে মারুতি ঘটায় দুর্ঘটে॥ ৫৫

দেখে, যোড় করে বিভীষণ-সুত,
বলে, পথ ছাড়রে পবন-সুত!
রবিসুত-দমনে গিয়ে দেখি!
আমি নই রে বিপক্ষ, কেন হও মোর বিপক্ষ,
আজ হ'য়ে আমায় সাপক্ষ, দেখাও কমল-আঁখি ॥ ৫৬

আলিয়া—যৎ।

হয় দুঃখ বিরাম, যদি দেখাও রাম,
একবার নিরখি এ পাপচক্ষে।
আজ তুমি হও মোর তরী, তবেই ত্বরায় তরি,
রাখ মান, বাছা হনূমান্!
তোমার চরণ-যুগলে মাগি এই ভিক্ষে ॥
আমি জানি তুমি রামের প্রধান ভক্ত,
তোমার প্রসাদে ভবে পাই মুক্ত,
হেরব চরণ তাঁর, মনে এই যুক্ত, সাধেন পঞ্চবক্ত্র,-
রাখি তার বক্ষে।
ও পদ দাশরথি! কেন কর চিন্তে,
পান না শুক নারদ সদা করে চিন্তে,
বিধি আদি না পান ভাবিয়ে নিশ্চিন্তে,
পারে না যায়.চিন্তে সহস্র-চক্ষে ॥ (জ)

যুদ্ধ যাত্রার পথে হনূমানের সহিত তরণীর সাক্ষাৎ,—
তরণীকে হনূমানের ভৎ´সনা।

শুনি হনূমান্ কন হাসি, দূর বেটা বিড়াল-তপস্বি !
মায়া কর এখানে আসি, রাম দেখিব ব'লে।
দেখ্‌বি যদি ভগবান্, করে কেন ধনুর্ব্বাণ,
হবি যদি নির্ব্বাণ, ধনুখান দে ফেলে ॥ ৫৭

রাক্ষসকুলের জানি ধর্ম্ম,
জ্ঞান নাই তোদের ধর্ম্মাধর্ম্ম,
অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ দেহ।

দেখেছি বেটা তোদের রীত, হৃদয়ে বিষ মুখে পিরীত,
এসেন যখন এমন সুহৃদ, জানিয়ে কত স্নেহ ॥ ৫৮
বেটা তোর পিসী শূর্পণখা, কত গুণ তার যায় না লেখা,
পঞ্চবটীর বনে দেখা, করে রামের সঙ্গে।

বলে, তুমি আমার হও হে পতি,
মিলিয়ে দিলেন প্রজাপতি,

জানায় কত সম্প্রীতি, মাতিয়ে অনঙ্গে ॥ ৫৯
তোরে সে কথা বলা বৃথা, সে যেন কত পতিব্রতা,
অন্তর্য্যামী তার অন্তরের কথা, বুঝিয়ে ততক্ষণে।
রাম বলেন ও সব নারি, সঙ্গে আমার আছে নারী,
যাও ঐখানে সুন্দরি ! দেন দেখায়ে লক্ষ্মণে ॥ ৬০

জানে না লক্ষ্মণ ঘোর তপস্বী, রূপ দেখে মোহ রূপসা,
তোর পিসি সেই শূর্পণখা রাঁড়ি।
বলে করেছিলাম শিবের সাধন, হ'লো পূর্ণ যোগসাধন,
মিলিয়ে দিলেন পতি-ধন, আহা মরি মরি! ॥ ৬১
যত কথা কয় ঘুরে ফিরে, লক্ষ্মণ না দেখেন ফিরে,
শূর্পণখা ফেরেফারে, বলে রসের কথা।
দেখায় কত রসের দোকান, তোর পিসীর নাক কাণ,
কেটে লক্ষ্মণ খেয়ে দিলেন তার মাথা॥ ৬২

* * *

তরণীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ; হনূমানের পরাজয়।

কয় কটুবাক্য হনূমান্, শুনি তরণী অনুমান,
ক'রে বলে হনূমান,—সঙ্গে বিবাদ মিছে।
যত তরণী বলে মিষ্ট কথা, পবনপুত্র কয় যাবি কোথা,
এক চড়ে ভাঙ্গিব মাথা, পাঠাব যমের কাছে॥ ৬৩
সাল বৃক্ষ ছিল করে, তরণীকে প্রহার করে,
বাণেতে তরণী করে, কাটিয়ে খান খান॥ ৬৪
বলে বেটা বনপশু! পথ ছেড়ে দিবে না আশু,
পশুপতি-আরাধ্য ধন দেখিতে।
বলে, যা কর হে ভগবান্! ছাড়ে কোটি কোটি বাণ,
সহিতে না পারে বাণ, ভঙ্গ দেয় রণেতে॥ ৬৫

বানরে করিয়ে জয়, মুখে শব্দ রাম-জয়,
শমনে করিতে জয়, যায় অবহেলে।
দেখে কটক-মধ্যে আছেন রাম, নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম,
স্তব করিয়ে অবিরাম, কেঁদে তরণী বলে ॥ ৬৬

মল্লার—একতালা।

কৃপাং কুরু কমলাক্ষ! রক্ষ এ দীন পামরে।
গতি-বিহীন, ভেবে হীন, বঞ্চনা করো না মোরে ॥
ছ'জন কুজন ত্যজে, বিজন হয়ে তোমারে,—
ভজন ক'রেছে যে জন, সে জন অনায়াসে তরে,—
ক'রে তার দুঃখ-ভঞ্জন, পাঠাও ভবপারে ॥ (ঝ)

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তরণীর সাক্ষাৎকার—শ্রীরাম-বন্দনা।

তরণী কয় হে দয়াল রাম! এ দাসের দুঃখ-বিরাম,
কর রাম! নিদয় হও না।
নাই মোর সাধন-শক্তি, নিজগুণে কর মুক্তি,
মুক্তিদাতা! বঞ্চনা করো না ॥ ৬৭
আমি পাতকিকুলে উদ্ভব, মম ভাগ্যে অসম্ভব,
দয়া হবার সম্ভব, নাই বটে মোরে।

তা বল্‌লে শুন্‌ব না রাম। চণ্ডালের দুঃখ-বিরাম,
ক'রেছ দূর্ব্বাদলশ্যাম! মিতা ব'লে তারে॥ ৬৮
তোমার দেহে নাই বিকার, নাম যে ধর নির্ব্বিকার,
দে'খে আমার পাপাকার, ঘৃণা করো না তুমি।
শুন হে ভবকর্ণধার! অজামিলকে উদ্ধার,
ক'রেছ ভবের মূলাধার, শুনেছি ত আমি॥ ৬৯
এসে সুরশঙ্কা নিবারিতে, রাক্ষসকুল উদ্ধারিতে,
তা শুনেও ভরসা করিতে, পারি নাই রাম!
তখন স্তব শুনি তরণীর, কমলনেত্রে বহে নীর,
কেন বাছা! নয়নে নীর, কহিছেন রাম॥ ৭০

* * *

তরণীর স্তবে তুষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল রামচন্দ্র তরণীকে কোলে লইতে উদ্যত।

আমি জানিতাম নাই ভক্ত, লঙ্কায় সব অভক্ত,
ভক্ত মাত্র মিতা বিভীষণ।
আমায় ভক্তাধীন বলে সকলে, এস বাছা! করি কোলে,
তবে কেন বা যুদ্ধস্থলে, ল'য়ে শরাসন॥ ৭১
সুধান দশরথ-পুত্র, মিতে হে,—এ কা'র পুত্র!
বিভীষণ কন ভ্রাতুষ্পুত্র, দশাননের ইনি।
ভক্ত তোমার লঙ্কায়, এই তরণী আর অতিকায়,
শুনি তরণীর শুকায় কায়, মনে ভাবে অমনি॥ ৭২

শ্রীরামচন্দ্রকে তরণীর কটূবাক্য প্রয়োগ

স্তুতিপাঠ করিলে রাম, করিবেন না সংগ্রাম,
তবে আমার মনস্কাম, পূর্ণতো হ'ল না।
হৃদয়ে রাখিয়ে ভক্তি, মুখে করে কটু উক্তি,
প্রাণ বাঁচায়ে কর যুক্তি, ভাই দুই জনা॥ ৭৩
মনে ক'রেছ করব না রণ, এখনি তোদের ঘটাব মরণ,
পিতা মাতায় কর স্মরণ, ও ভণ্ড তপস্বী!
কাণ্ডজ্ঞান নাস্তি তোর ভক্ত কে তোর লঙ্কার ভিতর,
ভক্ত বিটল দেখে পায় হাসি॥ ৭৪
শুনি হাসি কন লক্ষ্মণ ভক্ত পাও ঠাকুর! বিলক্ষণ,
কোন্ দিন কি অলক্ষণ, ঘটান সত্বরে।
ব'লে লক্ষ্মণ যান বুঝিবারে, তরণী,—রামকে বারে বারে,
গালি দিয়ে বলে সারথিরে, শর ধনু দাও মোরে॥ ৭৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কোদণ্ড দে মোরে সারথি রে।
আর বিলম্বে ফল কি বল রে,—
এই দণ্ডে করিব দণ্ড, ভণ্ড রাম তপস্বীরে॥
ওরে নিতান্ত ডেকেছে কৃতান্ত, এসে সমরে,
মোর সমরে, ত্রাসিত সুরকান্ত,

নর-বানরের রুধিরে সাগর,—
আজি করিব সাগরতীরে ॥ (ঐ)

শ্রীরামের বাণে তরণীর শিরচ্ছেদ,—কাটা মুণ্ডে রাম নাম উচ্চারণ।

তখন আরক্তলোচন করি, ধনুখান করে করি,
সিংহনাদ করি, তরণী ধায়।
ধরণী হয় কম্পমান, বেগে যায় তরণীর বাণ,
দেখিছেন ভগবান্, পড়ে বিভীষণের পায় ॥ ৭৬
লক্ষ্মণ যান যুঝিবারে, বিভীষণ বারে বারে,
নিষেধ করি যুঝিবারে, শ্রীরামেরে কয়।
শ্রবণ কর রঘুবীর! তোমার বধ্য তরণী বীর,
অন্যের সাধ্য নয় ॥ ৭৭
শুনি দাঁড়ান রাম মহাবলী,
তরণী বলে রাম! শুন বলি,—
যদিও তুমি বড় বলী, কিন্তু বলির কাছে রও বাঁধা।
কি কর্‌ছ বলাবলি, যা মনের কথা,—নাও বলি,
আর কর্‌তে পাবে না বলাবলি, তাতে পড়িল বাধা ॥ ৭৮
শু'নে ক্রোধে ভগবান্, তরণীরে মারেন বাণ,
ত্রিভুবন কম্পমান, বাণের গর্জ্জনে।

অগ্নিসম পড়ে বাণ, বাণে তরণী কাটে বাণ,
বলে হরি নির্ব্বাণ, করিবেন কতক্ষণে। ৭৯
এইরূপ শরাসন, উভয়ে করেন বরিষণ,
রামে কন বিভীষণ, বৈষ্ণব বাণ ছাড়।
শুন ওহে রঘুবর! ব্রহ্মা ওরে দিয়েছেন বর,
বৈষ্ণব বাণে সত্বর, কেটে মুণ্ড পাড়॥ ৮০
শুনি মহানন্দে ভগবান্, বাহির ক'রে বৈষ্ণব বাণ,
যুড়িলেন ধনুকে বাণ, নির্ব্বাণের কর্ত্তা।
ক'রে মন্ত্রপূত ছাড়েন বাণ, ধরণী হয় কম্পমান,
দ্রুতগমনে গিয়ে বাণ, কাটে তরণীর মাথা॥ ৮১
তখন কাটা মুণ্ড বলে রাম, ক্ষণমাত্র নাই বিরাম,
গোলোকে যে গিয়ে বিশ্রাম, করেন তরণী।
অমনি হাহাকার শব্দ করি, তরণীর মুণ্ড কোলে করি,
বিভীষণ রোদন করি, পড়িল ধরণী॥ ৮২

পরজ—কাওয়ালী।

ও তরণী ধরণীতলে নাই তোমা ভিন্ন
গেলে আমার জীবন-কুমার,
ক'রে পিতার হৃদয় শূন্য॥

নাই মোর মায়া, পাষাণ কায়া,
মম সম কে আর অন্য।
ধিক্ জীবনে, ত্রিভুবনে, আজ হইলাম অগণ্য॥
ওরে ধিক্, আমার প্রাণাধিক! হারাইয়ে প্রাণাধিক,
কেন সাধ হইল অধিক, জীবন-ধারণ-জন্য।
তোয় খোয়ালেম, কেন নিলাম, শ্রীরাম চরণে শরণ্য,—
একবার চারে, প্রাণ বাঁচা রে!
শোকে হৃদয় হয় বিদীর্ণ॥ (ট)

পুত্র তরণী সেনের মৃত্যুতে বিভীষণের বিলাপ।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রয়োগ।

ল'য়ে পুত্রমুণ্ড বিভীষণ, বক্ষে করি ধরাসন,—
মধ্যে লুটায় উন্মাদের প্রায়।
বলে, গেলি পুত্র! ত্যজিয়ে আমায়, কি কব গিয়ে সরমায়,
সুধাইয়ে দেরে আমায়, ব'লে তার উপায়॥ ৮৩
বলিবে, তুমি এলে,—তরণী কই, তখন তারে কি কই,
কেমনে তাহারে কই, এমন নির্ঘাত বাণী।
এমন ধন আর কোথা পাই, কোলে দিয়ে তারে বুঝাই,
কোথা যাব বল'রে তরণী!॥ ৮৪

ডাকবে শোকে হ'য়ে কাতর, আর কি দেখা পাব তোর,
লঙ্কার ভিতর তোর সম পাব না।
আর দেখিতে পাব না চক্ষে, তোমা ধনে ত্রৈলোক্যে,
ছিলাম তোমার উপলক্ষে, আর গৃহে যাব না॥ ৮৫
কাঁদে এইরূপ বিভীষণ, করিয়ে রাম দরশন,
পরশন তায় করিয়ে সুদর্শনধারী॥ ৮৬
এখন শোক কেন মিতা! সুধাইলাম তখন তুমি তা
তোমার পুত্র বল্‌লে নহে আমায়।
তুমি তার বধের প্রধান, বল্‌লে সঁব অনুসন্ধান,
আমিও সন্ধান পূরিলাম তায়॥ ৮৭
আর কেন কর শোক, শোকটা কেবল ক্রিয়া-নাশক,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি করে হত।
করে শোকেতে আচ্ছন্ন যায়, যায় না দুঃখ, চক্ষু যায়,
ইহ পর থাকে না বজায়, যদি শোক থাকে নিয়ত॥ ৮৮
এইরূপ কহিছেন বিপদবারী, শুনি বিভীষণ নয়নের বারি,
নয়নে নিবারি অম্‌নি বলে।
নিবেদন শ্রীপদে জানাই, সে শোক আমি করি নাই,
শোক্‌কে স্থান দেই নাই, ভুলেও দেহ-স্থলে॥ ৮৯
তবে এ দুঃখ করিতেছিলাম, ভবে আমি রহিলাম,
অগ্রে তারে বিদায় দিলাম, যেতে গোলোকেতে।

সে ধন্য ধরায় পুণ্যবান্, দিলে পদ নির্ব্বাণ,
আমায় পাতকী জ্ঞানে ভগবান্,
রাখিলেন ভূলোকেতে॥ ৯০

বিভাস—তেতালা।

সে শোক করি নাই, শ্রীচরণে জানাই,
কি হবে মোর নাই সঙ্গতি।
যদি তার নিজগুণে, এ অধম নির্গুণে,
তবে রয়,—হয় গুণের সুখ্যাতি॥
সদা মনেতে সন্দেহ, কলুষপূর্ণ দেহ,
স্থান দেহ কি না দেহ, ঐ পদে শ্রীপতি!
ভয় হয় শমনে,—
যখন শমন বাঁধিবে তায় তরি কেমনে,
শমনদমনকারি! যদি কর দীনের গতি॥
মিছে দারা পুত্র সব, তারা সব কে সব!
আমি তারা মুদে শব হয়ে, শয়ন কর্‌লে ক্ষিতি!
তত্ত্ব লবে না ভুলে,
পেয়ে অনিত্য ধন গৃহে রবে ভুলে,
স্থূলে ভু'লে ভবের কূলে, কাঁদে দাশরথি॥ (ঠ)

মায়াসীতা বধ।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু,—রাবণের খেদ।

শ্রীরামের শরাসনে, বীরবাহু সমরাসনে
শয়ন করিয়ে দেখে রামে।
পাইল নির্ব্বাণ-পথ, আরোহণ পুষ্পক-রথ,
হ'য়ে বীর যায় গোলোক-ধামে ॥ ১
তখন ভগ্নদূত বিঘ্ন দেখি, করি ছল ছল আঁখি,
বিংশতি আঁখিরে যোড়করে।
বলে কি কর হে লঙ্কার স্বামী! কহিতে কম্পিত আমি,
বীরবাহু পতিত সমরে ॥ ২
এই কথা করিয়ে শ্রবণ, অন্ধকার দেখি ভুবন,
জীবন-সংশয় মনে গণে।
ছিল সিংহাসনোপরে, জ্ঞান-শূন্য ধরাপরে,
পড়ে রাজা ধারা বয় নয়নে ॥ ৩
অম্‌নি উঠিয়া লঙ্কার নাথ, বলে গেলি পুত্র! ক'রে অনাথ,
পাষাণ-সম হইলাম রে আমি।
ভে'বে শীর্ণ হ'লো বপু, এ কেমন হ'লো রিপু,
ফেরে না কেহ, যে যায় সমর-ভূমি ॥ ৪

আমি নিজ-বংশ বিনাশিতে, চুরি কর্‌লাম রামের সীতে,
প্রকাশিতে পারিনে দুঃখের কথা।
পারে না কেহ তাহারে, যে যায় সমরে হারে,
এমন শত্রু ছিল আমার কোথা॥ ৫
বাঁধিলাম যম পুরন্দরে, হ'লাম প্রবেশ তাদের অন্দরে,
ছিল লঙ্কাপুরে আনন্দ রে! কি আমার তখন।
দেহে মাত্র ছিল না শোক, শোক যে এমন প্রাণনাশক,
জন্মাবধি জানিনে কখন॥ ৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শোকানলে হ'লো দগ্ধ কায়।
আমি এ দুঃখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়,
সশঙ্কিত সদা রিপুর শঙ্কায়,
প্রাণ-সম হারাইয়ে অতিকায়,
আর কত সব শব-প্রায়॥
পুত্রশোকে হয় হৃদয় বিদীর্ণ,
কোথা গেল প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণ!
কেঁদে নয়ন অন্ধ, বধির হ'লো কর্ণ,
কি ফল আর স্বর্ণলঙ্কায়॥ (ক)

তখন পুত্রশোকে কাঁদে রাবণ, শূন্যময় দেখে ভুবন,
জীবনে ধিক্ দেয় শত শত।
আমায় ত্রিভুবন মানে হারি রে, আমি সমরে হারি রে!
ধন্য বল তাহারি রে, সকলি কর্‌লে হত॥ ৭
দেখিয়ে আমার বীর্য্য, ভয়ে অস্থির চন্দ্র সূর্য্য,
আর হয় কি সহ্য, মোর পরাণে এত।
হে'রে মানুষের রণে হেঁট মাথা, দৃষ্টে যার উড়ে মাথা,
সেই শনি মোর কাপড় কাচে নিয়ত॥ ৮
অন্য নন যিনি শমন, বেটাকে কল্লেম এমন দমন,
বারমাস ঘোড়ার ঘাস কাটে!
বরুণ আসি যোগায় জল, ইন্দ্র আছে হুকুম-তল,
মালাকার হ'য়ে আছে নিকটে॥ ৯
আর কথা কবার নাই যুক্ত, পবন করে ভবন মুক্ত,
দ্বারে মোর জয়কালী প্রহরী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কা করে, কিঙ্কর হ'য়ে রত্নাকরে,
যুগ্মকরে আছে আট প্রহরী॥ ১০
যত হার মে'নেছে দেবতারা, এখন দে'খে হাসে তারা,
আমার নয়নতারা দিবানিশি ভাসে।
নর বানর আহারের যোগ্য, তাদের রণে হ'লাম অযোগ্য,
সমযোগ্য হ'ল বেটারা এসে॥ ১১

বানরে করে লঙ্কা দগ্ধ, ভেবে হ'লো দেহ দগ্ধ,
প্রাণ দগ্ধ হ'লো মনাগুনে।
জানিনে হবে এ অবস্থা, পশুর হস্তে দুরাবস্থা
আর কত সব বল পরাণে ॥ ১২
গুরুর মান্য করিত দেবে,
এখন সম্মুখে দাঁড়য়ে গালি দেবে,
দেবে কত দেবে ধিৎকারী।
ছিলাম সকলের অগ্রগণ্য, মানুষের কাছে হ'লাম অগণ্য,
লো জঘন্য লঙ্কার অধিকারী ॥ ১৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আর বিফল জনম-ধারণ।
সকলি হ'লো অকারণ, শূন্য হ'লো স্বর্ণ লঙ্কাধাম,—
কি করিলাম, মানুষ-রামের সীতা ক'রে হরণ ॥
কে ছিল মম সম রে! ধরায় শর ধরে মম সমরে,
বাঁধিলাম পুরন্দর যমেরে,
হৃদয় বিদীর্ণ হয় হলে স্মরণ ॥ (খ)

মায়াসীতা নির্ম্মাণে—রাবণ-মন্ত্রী শুকসারণের মন্ত্রণা।

কেঁদে রাবণ বলে কি করি মন্ত্রী! শুনিয়ে কহিছেন মন্ত্রী,
ধৈর্য্য হও, কি হবে কান্দিলে।
ক'রো না মনে উদ্বিগ্ন, ঘটে তাতে বহু বিঘ্ন,
বিঘ্নহারীর পিতা লিখেছেন মূলে॥ ১৪
উদ্বিগ্ন থাকিলে পরে, পায় না ত্রাণ ইহ পরে,
দেহ পরে ব্যাধি জন্মায় যত।
যে রাজার উদ্বিগ্ন চিত্ত, থাকে না তার রাজত্ব,
উদ্বিগ্নে সকলি হয় হত॥ ১৫
সকলে কর স্থির যুক্ত, যেটা হবে উপযুক্ত,
কি প্রযুক্ত এত উচাটন।
সর্ব্বকাল ধাতার লিখন, সময় হবে যার যখন,
কার সাধ্য রাখে তখন, পারেন না পঞ্চানন॥ ১৬
তার আর মিছে অনুশোচন, শুন হে বিংশতিলোচন!
আমার বচন ধর এইবার।
যে'তে হবে না সমরে, যে কোন হেতুতে রিপু মরে,
যুক্তি স্থির করুন দেখি তার॥ ১৭
শু'নে রাবণ বলে না করলে রণ, কেমনে হবে রামের মরণ,
হেসে বলে শুক-সারণ, কি তব অসাধ্য।

কোন্ তুচ্ছ শত্রু রাম, হাসি পায় রাম রাম,
ত্রিসংসার সকলি যার বাধ্য ॥ ১৮
শুন হে লঙ্কার রায়! বিশ্বকর্ম্মা ডাক ত্বরায়,
সীতার মূর্ত্তি ক'রে দিক নির্ম্মাণ।
শু'নে হবে মনঃপূত, করিয়ে তার মন্ত্রপূত,
অবশ্য পাইবে জীবন-দান ॥ ১৯
দেয় রামের পরিচয় শিখাইয়ে, ইন্দ্রজিত যান ল'য়ে,
রামের সম্মুখে গিয়ে, কাটিবেন সীতার মাথা।
হবে মহারাজ! দুঃখ-বিরাম,
সীতা-শোকে মরিবে লক্ষ্মণ-রাম,
বানরগণ পলাবে যথা তথা ॥ ২০

মুলতান—কাওয়ালী।

আর কি ভয় করিতে রিপু-জয়।
ব'সে ব'সে লাভ কর বিজয়,
হয় ফণীন্দ্র-মুনীন্দ্র ইন্দ্র রণে পরাজয়,—
কি করিবে ভণ্ড, রণে শাসিব ব্রহ্মাণ্ড,
যদি সাধ পূরণ করেন আজ মৃত্যুঞ্জয়।
পার রণে প্রবেশিতে, ল'য়ে মায়াসীতে,
তায় পার নাশিতে অসিতে, সমরে পড়িলে সীতে,

রণে যারে জীবন নাশিতে,
অবশ্য ত্রাসেতে সীতে লইবে আশ্রয়॥ (গ)

মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিতে বিশ্বকর্ম্মাকে রাবণের
আদেশ প্রদান।

শুনে রাবণ বলে শুক সারণ। এ যুক্তি নয় সাধারণ,
এইবার রামের মরণ, হইবে নিশ্চয়!
মনে হয় পুলকিতে, বিশ্বকর্ম্মায় ডাকিতে,
লঙ্কাপতি দূত প্রতি কয়॥ ২১
দূত গিয়ে বিশ্বকর্ম্মায়, বলে লঙ্কেশ্বর তোমায়,
ডাকিতে পাঠালেন আমায়, চল সত্বরেতে!
তখন শুনি বিশ্বকর্ম্মা চলে, যুগ্মকরে বসন গলে,
উপনীত রাবণ অগ্রেতে॥ ২২
ভয়ে শুকায়েছে কায়, কয় না কথা শঙ্কায়,
মৃত্যুকায় অপেক্ষায় বেশী।
মনে ভাবে কত কি, কি জানি এখন বলে কি,
কাল-স্বরূপ আছে বেটা বসি॥ ২৩
অমনি বেটা করেছে রব, কার মুখে নাহিক রব,
কি গৌরব রব, ক'রে দিয়েছেন বিধি।

ত্রিলোক ক'রেছে শূন্য, কবে যাবে উচ্ছন্ন,
সত্বরেতে লঙ্কাশূন্য, রাম করেন যদি ॥ ২৪
এইরূপ ভাবে বিশ্বকর্ম্মা, দেখে মন্ত্রী বলে,—
বিশ্বকর্ম্মা, এসেছে মহারাজ! আজ্ঞা যা হয় কর।
শু'নে রাবণ বলে বিশ্বকর্ম্মায়,
যে জন্যে ডেকেছি তোমায়,
হও তৎপর বিলম্ব না কর ॥ ২৫
যেরূপ আকার রামের সীতে, সেই রূপ নির্ম্মাণ সীতে,
মূর্ত্তি প্রকাশিতে হবে তোমারে।
শু'নে বিশ্বকর্ম্মা কয় লঙ্কাপতি, যা করিবেন অনুমতি,
অবিলম্বে দিব তাই ক'রে ॥ ২৬
কি ফল আছে মায়াসীতে, বিরাজমান ত আছেন সীতে,
কি দিবা-নিশিতে, অশোকের কাননে।
কি হেতু হে মহারাজ! থাক্‌তে আসল,
নকলে কি কাজ, ভাব কিছু বুঝিতে নারি মনে ॥ ২৭
শুনে রাবণ বলে মায়াসীতে, সমরে হবে বিনাশিতে,
অসিতে হবে তারে কাটিতে।
ঐ সীতায় মোর জন্মেছে মায়া,
তাইতে প্রকাশ করিব মায়া,
কেমনে পারি ও সীতে নাশিতে ॥ ২৮

এখন বল্‌লে আমার প্রিয়জন, নাই সমরে প্রয়োজন,
রামলক্ষ্মণ ভণ্ড দুজন, আশু ম'রে যায়।
সমরে ডাক্‌বে রামকে মায়াসীতে,
রামের সম্মুখে অসিতে,
নাশিতে হইবে গিয়ে তায় ॥ ২৯
মর্‌বে বেটা ততক্ষণ, রামের শোকে লক্ষ্মণ,
ত্যজিবে জীবন কপিগণে।
পলাবে সাগর-পারে, তারা কি করিতে পারে,
সিংহাসন উপরে, বসিব সীতার সনে ॥ ৩০
হবে মনের দুঃখ দূরীকরণ, লঙ্কা শূন্য যে কারণ,
হয় যদি প্রতিজ্ঞা পূরণ, শোক কিছু করিলে।
দেখ্‌ছি শুন্‌ছি সর্ব্বকাল, থাকে না হলে পূর্ণকাল,
কালাকাল মানেনা ত কালে ॥ ৩১

পরজ—একতালা।

কাল পূর্ণ হ'লে পরে।
নিয়ম আছে পূর্ব্বাপরে ॥
ভারতে প্রকাশ ভারতে,—শুনি সকল শাস্ত্রেতে,
কিছু নাই কালাকাল অগ্র পরে।
যত পাতকীরে এই মহীতে,

মায়ায় কেবল হয় মোহিতে,—
অজ্ঞান চিত্ত রয় ভ্রমেতে,
দুঃখ পায় সে ইহ পরে॥ (ঘ)

রাবণের আত্মতত্ত্বে চিন্তা,—জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে

পুনরায় বিশ্বকর্ম্মায় রাবণ কহিছে।
কারো মৃত্যু হ'লে পরে,
তাঁর উপর শোক করা মিছে॥ ৩২
পিতা সত্ত্বে পুত্র মরে, বলে অকাল মরণ।
কালপূর্ণ হ'লে ধরায় কেহ নাহি রন্॥ ৩৩
যার যেটা নিয়মকাল সে পর্য্যন্ত রয়।
অকালে শুনেছ কোথা কালপ্রাপ্ত হয়॥ ৩৪
জন্মিলে মরণ হয়, আছে সর্ব্বকাল।
কালের কাল হয় তার, হ'লে পূর্ণকাল॥ ৩৫
যক্ষ রক্ষ নাগ অসুর জন্ম লয়েছে যারা।
স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী রবে না কেউ তারা॥ ৩৬
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর রাত্রিকর প্রভৃতি।
ভূচর খেচর চরাচর আদি রবে না বসুমতী॥ ৩৭
যাদের অমর বলে সকলে, কিন্তু তারাও অমর নয়
সৃষ্টিকর্ত্তা রবেন্ কোথা, হ'লে তাঁর সময়॥ ৩৮

পঞ্চম পাতকী যারা তারাই শোক করে।
শোক প্রবেশ করিতে নারে কখন পুণ্যবান্-শরীরে ॥ ৩৯
শোকার্ণবে মগ্ন হয়ে কি নরকে মজিব।
চিত্ত প্রফুল্লিতে রব যত দিন রব ॥ ৪০
কেহ সার ভাবে সংসার, কিন্তু সকলি অসার।
দারা পুত্র পৌত্র-আদি কেহ নয় কার ॥ ৪১
বাজিকরের ভেল্কি যেমন দেখ হে সকলে।
কোথা থাকেন ভাই বন্ধু দুনয়ন মুদিলে ॥ ৪২
আমার গৃহ, আমার ধন, সকলি আমার কয়।
কিন্তু আমার কে, আমি কার, করে না নির্ণয় ॥ ৪৩
কেবল ভ্রমেতে ভ্রমণ করে, আসি সংসারক্ষেত্রে।
অসার বস্তু সার ভাবে, সারকে দেখে না নেত্রে ॥ ৪৪
সংসারে আসা, সকলের আশা, ধন জন পরিবার।
যায় না ভ্রম, মিছে পরিশ্রম, করিছে বার বার ॥ ৪৫
মায়ার ফাঁদে, পড়িয়ে কাঁদে, জ্ঞানশূন্য হ'য়ে।
কিন্তু অনিত্য দেহ, দেখেনা কেহ, তিলার্দ্ধ ভাবিয়ে ॥ ৪৬
কিসের রোদন, কিসের বেদন, কি জন্যে লোক ভাবে।
কেমন অভাব কেমন ভাব, ঠিক হয় না ভে'বে ॥ ৪৭
জন্মিলেই মৃত্যু হয়, শুনেছি বেদ পুরাণে।
যাতে জন্ম নিতে না হয়,জীব তার চিন্তে করে না কে'নে ॥

সুরট জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

যাতে জন্ম নিতে না হয় আর জন্মভূমে।
হ'য়ে ধৈর্য্য, কর সৎকার্য্য, ত্যজ অসার সংসার আশা,
ভুল না আর মায়ার ভ্রমে॥
কেহ ভাবে না ক এক দিন, দিন গেল, ফুরাল দিন,
সে দিন ত রবে না কোন ক্রমে,—
জঠর কঠোর দায়, সে যন্ত্রণা যাতে যায়,
আসিতে না হয় ফিরে আশ্রমে,—
যা হ'লো এবার, না হয় পুনর্ব্বার,
আসা যাওয়া বার বার, গেল অমূলক পরিশ্রমে॥ (৬)

রাবণের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ স্মরণ,—ভক্তিভাব।

আবার রাবণ বলে হে বিশ্বকর্ম্মা! তুমিত বট বিশ্বকর্ম্মা,
দেবের মধ্যে গণ্য এক জন।
সকলিত জান তুমি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভূমি,
আছে চতুর্দ্দশ ভুবনে যত জন॥ ৪৯
আমি কি বুঝিনে, সূক্ষ্ম, যত মূর্খ বেটারা আমায় মূর্খ,
জ্ঞান করে একি দুঃখ, হাসি পায় শুনে।
করি দেব-পক্ষে সদা দ্বেষ, না জেনে সব উদ্দেশ,
বুঝায় কত উপদেশ বচনে॥ ৫০

সৌজন্য শিখাতে মোরে, এসে যত পামরে,
অমরে দুঃখ দিই ব'লে।
আমার যেটা মনের ভাব, কে করিবে অনুভাব,
এ ভাব বুঝিতে পারে কি সকলে ॥ ৫১
হেসে অবাক তাদের শুনে বাণী,
যেমন বাণীকে এসে শিখাইতে বাণী,
পতিভক্তি ভবানীকে শিখাতে যেমন যায়
এসে যত বেটা মূর্খের হাট,
দিতে বৃহস্পতিকে ব্যাকরণের পাঠ,
ধৈর্য্য ধরা শিখায় ধরায় ॥ ৫২
নারদকে দেয় হরিভক্তির দীক্ষে,
মহাযোগীকে যোগ-শিক্ষে,
ঊর্ব্বশী মেনকাকে নৃত্য শিখাতে চায়।
দে'খে শুনে মরি দুঃখে, ধন্বন্তরিকে নাড়ী পরীক্ষে,
কর্ণকে দেয় দানের দীক্ষে, শুনে হাসি পায় ॥ ৫৩
এসে ধর্ম্মাচার প্রকাশিতে, দিতে বলে রামকে সীতে,
কেবা রাম কেবা সীতে, আমি যেন জানিনে।
ছিলাম আমরা বৈকুণ্ঠের দ্বারে,
জয় বিজয় দুই সহোদরে,
বলিতে হৃদয় বিদরে, ধরায় যে কারণে ॥ ৫৪

দেখিবারে চিন্তামণি, দৈবযোগে দুর্ব্বাসা মুনি,
উপনীত হন অমনি, বৈকুণ্ঠের দ্বারে।
দোষ কি দিব বিধাতায়,
আমরা দ্বার ছেড়ে দিলাম না তায়,
মুনি মোদের অভিশাপ করে॥ ৫৫
তোদের বৈকুণ্ঠে থাকা নয় যুক্ত,
ধরায় করা বাস উপযুক্ত,
আসা অবনীতে সেই প্রযুক্ত, তুচ্ছ অপরাধে।
হ'লো পাপে পূর্ণ কলেবর, তাই ব্রহ্মার কাছে মাগি বর,
ঐ ব্রহ্ম পীতাম্বর, দেখ্তো আমাদের সেধে॥ ৫৬
অন্য কি ছার শূলপাণি, দরশনার্থে চক্রপাণি,
যুগ্মপাণি করতেন আমাদের কাছে।
আমরা কি দেবতায় মানি, ছিলাম কত হ'য়ে মানী,
তাইতে হ'য়ে অপমানী, ভূতলে থাকা মিছে॥ ৫৭
তাই দাসের ঘুচাতে দুর্গতি, রাম-রূপে অগতির গতি,
করেছেন লঙ্কায় গতি, পশুপতি-আরাধ্য।
যারে পায় না যুগে যুগে আরাধিয়ে,
রেখেছি সেই লক্ষ্মী বাঁধিয়ে,
দেখেন ভক্তি ভাব যার হৃদয়ে, হরি হন তার বাধ্য॥ ৫৮

ভৈরবী—যৎ।

নিলে তারকব্রহ্ম রামের নাম।
যায় ভবভয় দূরে' শমন পলায় ডরে,
জঠর যন্ত্রণা হয় না বারে বারে,
গোষ্পদ জ্ঞান হয় জলধিরে,
অন্তে পায় মোক্ষধাম॥
মম তুল্য কে ধরায় ভাগ্যবন্ত,
অশোক বনে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীকান্ত,
হয়ে ভ্রান্ত যার পদ ভাবেন উমাকান্ত,
শ্মশানবাসে অবিশ্রাম॥ (চ)

রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।

আমার ভাগ্যফলে এসেছেন রাম, কি কব দুঃখ রাম রাম,
ভ্রান্তগণে বলে আমাকে ভ্রান্ত।
মম তুল্য কে আছে ভক্ত, ধরাতলে রামের ভক্ত,
ভক্তবিটল্‌রা বুঝেনা ত অন্ত॥ ৫৯
ওঁর নাই ভক্তের কাছে আসিতে বাধা,
ভক্তের কাছে চিরকাল বাঁধা,
তার সাক্ষী দেখ না বাঁধা, বলির কাছে পাতালে।

দেখ ভক্ত প্রহ্লাদে করে রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
তাই ভক্তাধীন নাম ব্যাখ্যে, আছে ধরাতলে ॥ ৬০
দেখ অস্পর্শীয় কদাচারী, হিংস্রক পাপী মাংসাহারী,
মিতা ব'লে তাহারি গৃহে যান ভক্ত ভে'বে।
দেখ হিংস্রক কত বনপশু, সেই বনে পঞ্চবর্ষীয় শিশু,
তারে রক্ষে করেন অমূল্যবস্তু, ভক্ত ভে'বে ধ্রুবে ॥ ৬১

অতএব দেখ রামের গুণের তুল্য গুণ জগতে কার আছে,—

যেমন কমল-তুল্য ফুল নাই, পূর্ণিমা-তুল্য নিশি।
শিবের তুল্য দেবতা নাই, দেবর্ষি তুল্য ঋষি ॥ ৬২
ভীষ্ম তুল্য যোদ্ধা নাই, কৌরব তুল্য মানী।
সূর্য্য-তুল্য বীর্য্য নাই, বলির তুল্য দানী ॥ ৬৩
প্রহ্লাদ-তুল্য বৈষ্ণব নাই, শুকের তুল্য মুনি।
গরুড়-তুল্য পক্ষী নাই, অনন্ত-তুল্য ফণী ॥ ৬৪
গঙ্গার তুল্য জল নাই, অঙ্গার তুল্য মসী।
ব্রাহ্মণ-তুল্য জাতি নাই, বাসের তুল্য কাশী ॥ ৬৫
তুলসী-তুল্য বৃক্ষ নাই, কোকিল-তুল্য রব।
সতী-তুল্য সতী নাই, ভব তুল্য ধব ॥ ৬৬
বটের তুল্য ছায়া নাই, শঠের তুল্য কুজন।
কার্ত্তিক-তুল্য কায়া নাই, মনের তুল্য গমন ॥ ৬৭

চক্ষুর তুল্য রত্ন নাই, ভিক্ষের তুল্য দুঃখ।
অপহরণ তুল্য পাপ নাই, ধর্ম্ম তুল্য সুখ ॥ ৬৮
আশ্বিনের তুল্য পূজা নাই, ধ্রুব তুল্য শিশু।
ভগীরথ তুল্য পুত্র নাই, সিংহ তুল্য পশু ॥ ৬৯
স্বর্ণ তুল্য ধাতু নাই, কর্ণ তুল্য দাতা।
তেম্নি রামের তুল্য গুণ কার, জগতে আছে কোথা ॥৭০

* * *

রাবণের মোহ।

বলিতে বলিতে রাবণ অম্‌নি যায় ভু'লে।
যেমন মাদক দ্রব্য পান করিলে, কত কয় বিহ্বলে ॥ ৭১
বলে, কি কর হে বিশ্বকর্ম্মা! তোমায় কি কহিলাম আমি
অবিলম্বে মায়াসীতে নির্ম্মাণ কর তুমি ॥ ৭২
এবার দেখি কোন্ বেটা রাখে জটাধারী রামে।
কেটে মায়াসীতে, ল'য়ে সীতে বসাইব বামে ॥ ৭৩
ভণ্ড বেটার কাণ্ড দে'খে ব্রহ্মাণ্ড যায় জ্বলে।
আর কেন করে সীতার মায়া, যাক্‌না দেশে চলে ॥ ৭৪
মানুষ বেটার মানস আবার উদ্ধারিবেন সীতে।
এসে, বনের কটা বানর ল'য়ে, লঙ্কা প্রবেশিতে ॥ ৭৫
বিরক্ত হইয়ে রাবণ আরক্ত-লোচনে।
বিশ্বকর্ম্মায় বলে, শীঘ্র যা অশোক-কাননে ॥ ৭৬

ওরে বেটা বিশ্বকর্ম্মা! তোরে কে বলে বিশ্বকর্ম্মা।
কাজের ব্যবহারে জান্‌লাম তুই রজকের বিশ্বকর্ম্মা।। ৭৭
শু'নে ভয়ে বিশ্বকর্ম্মা, চলে দূত সঙ্গে ল'য়ে।
সীতার গুণ বর্ণন করে আনন্দ হৃদয়ে।। ৭৮

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কমল-চরণ দেহি কমলা! বাঞ্ছা আছে দরশনে।
কৃপণতা ক'রো না মা! এ অকৃতি-সন্তানে॥
ঐ পদাশ্রিতে দাস তোমারি,
শুন গো মা ধরা-কুমারি!
পদে পদে দোষ আমারি, তোষ যদি মা নিজ গুণে,
এ মা! সুরশঙ্কা-বিনাশিতে, রাবণ-কুল নাশিতে,
ভূ-সুতা হইয়ে সীতে, এলে লঙ্কা ভুবনে,—
কভু সীতে কভু অসিতে, কভু অন্নদা কাশীতে,
এবে হবে মহিমা প্রকাশিতে,
যদি তার দাশরথি দীনে।। (ছ)

বিশ্বকর্ম্মার মায়া-সীতা নির্ম্মাণ।

তখন বলে ওরে শুন শুন! ত্বরায় কর গমন,
বৃথা ভ্রমণ ক'রো না মিছে কাযে॥

সফল হবে জীবন, দেখি গিয়ে ভুবন-জীবন,
কান্তা আছেন অশোক-বন-মাঝে ॥ ৭৯
নৈলে ভবে কিসে তরি, বিনা মা জানকীর চরণ-তরী,
আসি অবতরি হয়েছেন লঙ্কায়।
তাঁর পদে উত্তীর্ণ চারি ফল, হেরে জনম করি সফল,
ত্যজ অন্বেষণ বিফল, এমন ফল পাবে কোথায় ॥ ৮০
গিয়ে দেখে ত্রিজগতের মাঝে, পতিত অশোক-বনের মাঝে,
হৃদয়মাঝে হইল বেদন।
বলে কবে হবে দুঃখ-নিবারণ, রাবণ বেটার দেখিব মরণ,
মায়ের দুঃখ দূরীকরণ, কর্‌বেন নীলবরণ ॥ ৮১
ব'লে, প্রণাম করি জগৎ-মাতায়,
যায় দরশন করিয়ে সীতায়, যথায় সিংহাসনে বসে রাবণ।
অম্‌নি দে'খে দশানন বিশ্বকর্ম্মায় বলে,
যে কার্য্যবশতঃ তোমায়,
পাঠালাম তার বিলম্ব কি কারণ ॥ ৮২
পে'য়ে রাবণের অনুমতি, নির্ম্মাণ করি সীতা-মূর্ত্তি,
বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কাপতিকে দেয়।
দৃষ্ট করি মায়াসীতে, হ'য়ে রাবণ হরষিতে,
বলে হয়েছে অভেদ সীতে,
সেই সীতা আর এই সীতায় ॥ ৮৩

দে'খে হ'লো রাবণের মনঃপূত, ক'রে অম্নি মন্ত্রপূত,
মায়াসীতা জীবন প্রাপ্ত হ'লো।
শ্রীরামের সব পরিচয়, মায়াসীতাকে সমুদয়,
হে'সে হে'সে রাবণ শিখায়ে দিল ॥ ৮৪

* * *

দ্বন্দ্বস্থলে ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিতে উদ্যত ;—
মায়াসীতার কাতরতা।

তখন ডে'কে বলে ইন্দ্রজিতে, এসেছিলে ইন্দ্রে জিতে,
আজ এস গে রামকে জিতে, মায়াসীতে কে'টে।
শুনি পিতার চরণে প্রণাম করি, শিবের চরণ স্মরণ করি,
লয়ে মায়াসীতে ত্বরা করি, ইন্দ্রজিত রথে উঠে ॥ ৮৫
অতিশয় আনন্দ হৃদয়, বলে, আজ বিধি হলেন সদয়,
আর নিদয় রবেন কতকাল।
দূর হবে লঙ্কার পাপ, ঘুচিবে পিতার মনস্তাপ,
এখন সুখে সীতায় ল'য়ে কাটান কাল ॥ ৮৬
এইরূপ মনে হ'য়ে উল্লসিতে,
রণে প্রবেশ হয় ল'য়ে মায়াসীতে,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিছে সীতে, 'কোথা রাম'! বলে।
অম্নি দূরে ছিল হনূমান্, সীতায় দে'খে অনুমান,
না করে ইন্দ্রজিত-বিদ্যমান, বলে ভাসি নয়ন জলে ॥ ৮৭

তুই কেন রণে এনেছিস্ সীতে,
ইন্দ্রজিত বলে,—হবে নাশিতে,
এই সীতের জন্যে লঙ্কা যায় ।
কর্‌লে সর্ব্বনাশী সর্ব্বনাশ, রাক্ষস-কুল সব হ'লো নাশ,
এর জীবন কর্‌লে নাশ, রামকে করি জয় ॥ ৮৮
শুনি হনূর নয়ন-যুগলে, অবিশ্রাম বারি গলে,
কর-যুগলে কয় রামেরে গিয়ে ।
দেখে রাবণপুত্র মেঘনাদ, করে বীর বীর-নাদ,
রণমধ্যে রাম যথা বসিয়ে ॥ ৮৯
ইন্দ্রজিত ভাবিয়ে আশু যান,
আশু যাতে রাম দেখ্‌তে পান,
দক্ষিণ করে ক'রে কৃপাণ, ধরে বাম করে সীতার কেশ।
কত দুর্ব্বাক্য কহিয়ে সীতে, কাটিতে যায় মায়াসীতে,
ত্রাসিতে হ'য়ে সীতে, বলে, রাখ হে হৃষীকেশ ! ॥ ৯০

———

সিন্ধু—একতালা।

প্রাণ যায় রঘুনাথ ! অনাথের নাথ রাখ নাথ !
এ পাপ-নিশাচরের করে ।
দাসীর কেহ নাই ত্রৈলোক্যে, হের পদ্মচক্ষে
এ জন্মের মতন চক্ষে নিরীক্ষণ ক'রে

মধুসূদন ! নির্ব্বেদন কর্‌লে কই,
কে আছে সুহৃদ, কারে দুঃখ কই !
বাদ সাধিলেন কেবল বিমাতা কৈকই,
কৈ কথা কই হে !
একবার দরশন দেও হৃৎপদ্মোপরে ॥ (জ)

মায়াসীতা-বধ—মায়াসীতার কাটা-মুণ্ডে রাম নাম উচ্চারণ,—
শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিলাপ—বিভীষণের সান্ত্বনা।

আবার কেঁদে বলে মায়াসীতে,হ'য়ে রাম তোমার সীতে,
অসিতে নাশিতে চায় রাক্ষসে !
রাখ আমায় রঘুবর ! কোথা প্রাণের লক্ষ্মণ দেবর !
জীবন রক্ষে কর আমার এসে ॥ ৯১
আমি জানিনে রাম ! তোমা ভিন্ন,
নিজ দাসীরে বিভিন্ন,
কেন ভাব ভিন্ন ভিন্ন দেখি।
শুন হে ভুবনজন-জনক ! কোথা রইলেন পিতা জনক,
এ বড় দুঃখজনক, হ'লো হে কমলআঁখি ! ॥ ৯২
কত মোরে করেন মমতা, সুমিত্রে কৌশল্যা মাতা !
রৈলে কোথা ভরত শত্রুঘ্ন।

প্রজ্বলিত হয় মনের অগ্নি, কোথা উর্ম্মিলা নাম ভগ্নী,
সেই দেখা হয়েছে ভগ্নি! এ জন্মের মতন ॥ ৯৩
কত এইরূপ কাঁদে মায়াসীতে, ইন্দ্রজিত অসিতে,
কাটিতে সীতের পড়ে মাথা।
মায়াসীতার কাটা মুণ্ড বলে রাম,
কোথা রাম! রাখ রাম!
একবার দেখা দেও হে রাম! রৈলে এখন কোথা
অম্নি দে'খে, রাম চিন্তামণি, ধরায় পতিত হন অমনি,
লক্ষ্মণ গুণমণি হলেন অচেতন।
কাঁদিছে যত কপিগণে, শব্দ উঠিল গগনে,
দে'খে প্রমাদ গণে,—বিভীষণ তখন ॥ ৯৫
বলে,—একি হরি! হলে হে ভ্রান্ত,
ভ্রান্তিমোচন! কেন হে ভ্রান্ত,
হও হে ক্ষান্ত, লক্ষ্মীকান্ত! তুমি।
রাক্ষসের মায়ায় ভু'লে, গেলে রাম স্থূলে ভুলে,
তোমার মায়ায় জগৎ ভুলে,
আছে হে ভবস্বামী ॥ ৯৬
ব্রহ্মা মোহ তোমার মায়ায়, তুমি নিশাচরের মায়ায়,
ভুলে রাম! পড়িলে ধরাতলে।

কার সাধ্য বিনাশিতে, পারে জনকস্থতা সীতে,
অশোক-বনে আছেন সীতে, চল দেখে আসি সকলে ॥৯৭
বহে নয়নে বারি অবিরাম, কাঁদিয়ে কহেন রাম,—
বন্ধু ! আমার দুঃখ-বিরাম, করিবার জন্যে ।
আর কি আমি পাব সীতে, চক্ষে দেখিলাম অসিতে,
নাশিতে পড়িল জনক-কন্যে ॥ ৯৮

হনুমানের অশোক বন-গমন ;—সীতা-দর্শন ; শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন ;—সীতার সংবাদ দান।

শুনে বিভীষণ বলে হনূমান্ ! যাহকু কর অনুমান,
বর্ত্তমান দেখ গিয়ে সীতে ।
আছেন অশোকের বনে, সংবাদ ল'য়ে ভুবন-জীবনে,
দিয়ে আশু রাখ উল্লাসেতে ॥ ৯৯
অমনি প্রণাম করি রামের পায়,
উপায়ের উপায়ের উপায়—
করিতে গমন করে বীর ।
গিয়ে রুদ্র ক্ষুদ্র-বেশে, দেখে ধরাসুতা ধরায় ব'সে,
সত্বরে উত্তরে এসে, বলে—শুন রঘুবীর ! ॥ ১০০

ললিত—ঝাঁপতাল।

কেন ভ্রান্ত হে কমলাকান্ত! অন্ত না বু'ঝে অন্তরে।
শান্ত হও কৃতান্ত-অরি! দে'খে এলাম তব কান্তারে॥
হলে রাক্ষসের মায়ায় ত্রাসিতে,
এলে জগতে লীলা প্রকাশিতে,
কে পারে সীতে নাশিতে, রাবণান্তকারিণীরে।
পড়ি চেড়ী-বেষ্টিত ক্ষিতিতে, ধারা যুগল আঁখিতে,
মায়ের দুঃখ দেখি আঁখিতে,
দুঃখ পেলাম হে অন্তরে॥
কেঁদে দাশরথি কয় দাশরথি!—
এ তব কোন্ ভার অতি, কত সবে ভূভার অতি,
আশু রাবণে পাঠাও কৃতান্তপুরে॥ (ঝ)

———

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

ইন্দ্রজিতের পতনে দেবগণের আনন্দ,—রাবণের শোক।

লক্ষ্মণের সমরে, ইন্দ্রজিত প্রাণে মরে,
সুখে পূর্ণিত অমরে, দেখিয়ে বিমানে।
করে জয়ধ্বনি সুরপুরে, লক্ষ্মণের শিরোপরে,
পুষ্পবৃষ্টি করেন সুরগণে ॥ ১
বলেন, সাধু সাধু হে লক্ষ্মণ! এত দিনে সুলক্ষণ,
দেবের হইল জ্ঞান হয়।
দেখিলাম পৃথিবীর, মধ্যে তব তুল্য বীর,
আর নাই, কহিলাম নিশ্চয় ॥ ২
তোমরা সূর্য্যবংশ-তিলক, রক্ষা কর ত্রিলোক,
গোলোকের ধন ভূলোকে অবতীর্ণ।
সামান্য নন তব জ্যেষ্ঠ, পূজেন সদা সুরজ্যেষ্ঠ,
দেব-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্ম পূর্ণ ॥ ৩
কে বুঝে তোমার অন্ত, তুমি সাক্ষাৎ অনন্ত,
স্বয়ং লক্ষ্মী জগৎ-মাতা সীতা।
রাবণ তাঁর গণ্য নয়, কর্‌তে পারেন সৃষ্টি লয়,
তিনি কভু সীতা কখন অসিতা ॥ ৪

আর স্বয়ং রুদ্র অবতার, ভৃত্য রাম জগৎপিতার,
পলকে ত্রিলোক নাশিতে পারে।
এই ভিক্ষা মাগে দেবে, দেবের ধন দেবে দেবে,
কবে ব'ধে দুষ্ট নিশাচরে॥ ৫
শুনি ঈষৎ হাসি লক্ষ্মণ, সঙ্গে মিতা বিভীষণ,
আর পরম ভক্ত বীর মারুতি।
জয়ী হ'য়ে সমরে, ভেটিবারে শ্রীরামেরে,
চলেন আনন্দভরে অতি॥ ৬
হেথা কটক-মধ্যে নবঘন, থাকি দেখিছেন ঘন ঘন,
হেন কালে লক্ষ্মণেরে হেরি।
ঘন ঘন জল আঁখিতে, লক্ষ্মণেরে কোলে নিতে,
যান রাম দু বাহু পসারি॥ ৭
ক'রে লক্ষ্মণে কোলে জগৎপিতে, জয়ধ্বনি করে কপিতে,
হেথায় রণবার্ত্তা দিতে, ভগ্নদূত চলে।
প্রবেশিয়ে লঙ্কায়, গিয়ে অতি শঙ্কায়,
রাবণ-অগ্রে রোদন করি বলে॥ ৮
শুন মহারাজ! নিবেদন, কহিতে হয় হৃদে বেদন,
ইন্দ্রজিত পড়িল সমরে।
এই কথা শুনিবা মাত্র, বারিপূর্ণ কুড়ি নেত্র,
বক্ষে কুড়ি করাঘাত করে॥ ৯

ছিল রাবণ সিংহাসনে, দশ শির ধরাসনে,
লোটায় মূর্চ্ছিত দশানন।
চেতন পাইয়ে পরে. কাঁদে রাবণ উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা আয় রে প্রাণের মেঘনাদ!
তোর হেরি চন্দ্রানন॥ ১০

আলিয়া—একতালা।

কোথায় গেলি রে ইন্দ্রজিতে! আমার এ সকল
ঐশ্বর্য্য, হল রে অসহ্য, না হেরিয়ে তোমার সে
রূপ মাধুর্য্য, তব বীর্য্য-ভয়ে, কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য,
ইন্দ্রে বেঁধেছিলি ইন্দ্র জিতে॥
তোমার বাহুবলে নাশিলাম সব, শাসিলাম
রিপু যত, কত কব, এ সব বৈভব, তোমা
হতে সব, আজ মরে প্রাণে তোর পিতে॥
গেলি পুত্র! এখন শোকে আমি মরি,
শূন্য হ'লো আমার স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী, বনচারী
জটাধারি-নারী,—চুরি ক'রে এনে কাল-সীতে॥ (ক

শুক সারণের মন্ত্রণা—রাবণের সমর-সজ্জা।

কুড়ি নেত্র ভাসে জলে, পুত্রশোকে হৃদয় জ্বলে,
হ'লো রাবণ উন্মাদের প্রায়।
করিতে শোক-সম্বরণ, পাত্র মিত্র শুক সারণ,
মন্ত্রী তখন রাবণে বুঝায়॥ ১১
বলে ক্ষান্ত হও লঙ্কাপতি! তোমাতে সকল উৎপত্তি,
চিন্তা কিসের আপনি বর্ত্তমানে।
ভণ্ড লক্ষ্মণ রামেরে, এখনি সমরে মে'রে,
রণজয় করিবেন চল রণে॥ ১২
সারথি সাজাক রথ, হবে পূর্ণ মনোরথ,
দশরথ-পুত্র দুটা ব'ধে।
কোন কর্ম্ম হবে না আটক, পালিয়ে যাবে বানর-কটক,
কিন্তু ঘরপোড়াকে আনতে হবে বেঁধে। ১৩
সেই বানরটাই কুয়ের মূল, সমূলে করলে নির্ম্মূল,
সকল কর্ম্মে আগিয়ে বেটা জুটে।
বেটার কি ভাই লেজ লম্বা, চেহারাটাও আখাম্বা,
কিন্তু গুণের-মধ্যে দেখালে রম্ভা,
অমনি সঙ্গে ছোটে॥ ১৪
বেটার দয়া মায়া নাই শরীরে, গাছ পাথর নে যুদ্ধ করে,
ঐ বেটাই সকল করলে শূন্য।

তখন মন্ত্রি-বাক্যে শোক পাসরি, শঙ্কর-চরণ স্মরি,
বলে রাবণ সাজ সাজ সৈন্য ॥ ১৫
প্রাণের ইন্দ্রজিত মরে, স্বয়ং যাব সমরে,
শু'নে শব্দ স্তব্ধ অমরে, কাঁপে বসুন্ধরা।
পূরাতে রাজার মনোরথ, মাণিক-জড়িত রথ,
সারথি সাজায়ে যোগায় ত্বরা ॥ ১৬
বলে, মারিব লক্ষ্মণ করিলাম কোটি,
যারে ডরায় তেত্রিশ কোটি,
চলে সেনা বিরাশী কোটি, শব্দ ভয়ঙ্কর।
বলে বধিব নর বানরের জীবন, নৈলে ধিক্,
রাবণ-জীবন, মিথ্যা নাম শঙ্কর-কিঙ্কর। ১৭
আমি রাবণ ত্রিভুবন বধি, এসে লঙ্কায় সেই অবধি,
বেঁচে রয়েছি অদ্যাবধি, এ বড় আশ্চর্য্য !
করলে বংশ ধ্বংস লণ্ড ভণ্ড, সেই পরমহংস রামা ভণ্ড,
আজি নাশিব ব্রহ্মাণ্ড, আমি হয়েছি ধৈর্য্য ॥ ১৮

* * *

রাবণের রণযাত্রায় উদ্যোগ—মন্দোদরীর নিষেধ।

হেথা অন্তঃপুরে মন্দোদরী, রাজার প্রধানা সুন্দরী,
পুত্রশোকে ছিলেন অচৈতন্য।

সৈন্যরব বাদ্যধ্বনি, করি শ্রবণে শ্রবণ ধনী,
ধায় আঁখিতে বারি পরিপূর্ণ ॥ ১৯
দেখে রণসাজে দশানন, সেনা সাজে অগণন,
শুকায়েছে চন্দ্রানন, বলে ছি ছি কি কর।
ওহে নাথ ! করি বারণ, কার সনে করিবে রণ,
ক্ষান্ত হও লঙ্কার ঈশ্বর ॥ ২০

বিভাস—একতালা।

তাই করি হে বারণ করোনা আর রণ, লও
শরণ, নীলবরণ-চরণপল্লবে, আর কেন রণসাজে,
আর কি রণ সাজে, কে জিনে ভুবন-মাঝে,
সে লক্ষ্মীবল্লভে ॥
জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে, যে চরণ পূজেন
হর হরষিতে, তাঁর হরণ করে সীতে, স্ববংশ নাশিতে
আনিলে যে ! এখন,ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে॥
মানব-জ্ঞানে অশোক-বনে রাখ্‌লে সীতে,
পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে,
তুমি যাও সীতে, অসিতে নাশিতে, জ্ঞান নাই হে !
ঐ সীতে কি অসিতে যে যা ভাবে ভবে ॥ (খ)

মন্দোদরীর নিষেধ-বাক্যে রাবণের ক্রোধ,—রাবণের রণ-গমন ;—
যুদ্ধস্থানে প্রথমেই হনুমানের সহিত রাবণের
সাক্ষাৎকার—তিরস্কার।

শু'নে রাবণ বলে মন্দোদরি ! তুই দিতে এলি শিক্ষে।
তুই জানিস্ জানকীকান্তে আমার অপিক্ষে ॥ ২১
বিধির উপর দিস্ বিধি, মরি ঐ দুঃখে।
শিবকে চাস্ যোগের বিষয় দিতে যোগশিক্ষে ॥ ২২
নারদকে দেয় দেখ কৃষ্ণ-ভক্তির দীক্ষে।
বৃহস্পতির বানান ফলার নিতে চাস্ পরীক্ষে ॥ ২৩
জয় বিজয় দুই ভাই ঠাকুরের দ্বার করিতাম রক্ষে।
গোলোক ত্যজে এসেছি মুনির শাপ-উপলক্ষে ॥ ২৪
শত্রুভাবে তিন জন্ম পাব কমলাক্ষে।
সাত জন্মে পাব চরণ ভজিলে পরে সখ্যে ॥ ২৫
আমাকে বুঝাতে কেবল এসে যত মূর্খে।
সহে না সহে না আমার এত দিন অপিক্ষে ॥ ২৬
বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধে হুতাশন।
রথে আরোহণ হন যথায় আসন ॥ ২৭
উষ্মায় করিছে শব্দ দশনে দশন।
বলে, দিয়ে দণ্ড ভণ্ডরে আজ করিব শাসন ॥ ২৮

করে নর-বানরে লণ্ডভণ্ড মম ভদ্রাসন।
দেবের নিকটে হৈল এ বড় ভর্ৎসন ॥ ২৯
খেলে যারে খেতে পারি সে হয় দুরশন।
নখে খণ্ড খণ্ড করি পেলে তার দর্শন ॥ ৩০
শৃগাল হয়ে বাঞ্ছা করে সিংহের আসন।
সে চায় বিভীষণে দিতে মম সিংহাসন ॥ ৩১
তখন সসৈন্যে যায় রাবণ সিংহনাদ ক'রে।
সারথি চালায় রথ পশ্চিম দুয়ারে ॥ ৩২
সম্মুখে দেখিতে পে'য়ে পবননন্দনে।
বলে, কোথা লুকায়ে রেখেছিস্ বেটা!
সেই ভণ্ড রামলক্ষ্মণে ॥ ৩৩
আজ বিভীষণের সহিত পাঠাব যমালয়।
আজিকার রণে সৃষ্টিস্থিতি করিব প্রলয় ॥ ৩৪

* * *

হনুমানের উত্তর।

শুনি হাসি হাসি অমনি কহিছে হনূমান্।
যাবি ইন্দ্রজিতের কাছে বেটা করেছি অনুমান ॥ ৩৫
বেটা! নির্ব্বংশ হলি, তবু শ্রীরামে না চিন্‌লি।
সুধার সাগর ত্যজে বেটা হলাহল গিল্‌লি ॥ ৩৬

সুরট-মল্লার—একতালা।

ওরে পাষাণ্ড! ভণ্ড বলিস্ রামধনে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি, মার্কণ্ডেয় আদি মুনি,
আছেন হরের রমণী, চিন্তামণির পদ-ধ্যানে।
ওরে রাম যে অখিলের পতি, যারে ভজে প্রজাপতি,
সুরধুনী উৎপত্তি ঐ চরণে,
ভবে তরিবার তরণী, জীবের নাই ঐ পদ বিনে॥
পাষাণ মানব, পদ-পরশে, নামে জলে শিলা ভাসে,
কাষ্ঠতরী স্বর্ণ চরণের গুণে,—
ভাবিস্ ওরে সামান্যমূঢ়জ্ঞান!
ভেবে তাঁরে দৃঢ় জ্ঞান,
ভব, গুণ্ গান শ্মশান-ভবনে।—
তাঁরে না ভজিয়ে দাশরথি রহিল ভব-বন্ধনে॥ (গ)

রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের সাক্ষাৎকার—বানরগণের পরিচয়।

তখন সসৈন্যে ত্বরান্বিত উপনীত রাবণ।
যেখানে কটক মধ্যে ভুবন-জীবন॥ ৩৭
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আছে বানর অগণন।
দে'খে হে'সে হে'সে কহিছে সব নিশাচরগণ॥ ৩৮

ঐ রামের সম্মুখে ব'সে,দাঁত খিচাচ্ছে ঐ বেটার নাম নল
সমরেতে ফেরে বেটা, যেন দীপ্তানল ॥ ৩৯

ঐ মোটা-পেট, ক'রে মাথা হেঁট,
কেবল লম্বা-ল্যাজ উহার।

বিদ্যার মধ্যে করেন পৃথিবীর,—কলাবাগান সংহার ॥ ৪০
ঐ উত্তর ধারে, মাথা ধ'রে, গা চুলকায় ব'সে।
বানর একটা হ'তো গোটা, যদি আহার পেত ক'সে ॥ ৪১
ঐ ভোজনে দড়, সুগ্রীব বুড়, বসে পশ্চিম পাশে।
ওর বলবুদ্ধি পাশের আঙ্গুল, কেবল মাথা নাড়িছে ব'সে ॥
ও ঘরপোড়াটা বিষম ঠ্যাঁটা-বেটার কি ভাই বল।
ঐ বানর বেটাদের মধ্যে, কেবল ঐ বেটাই প্রবল ॥ ৪৩
ওর ল্যাজের সাটে, ভুবন ফাটে,যখন খিঁচিয়ে উঠে দাঁত
আমরা আতঙ্কেতে গড়িয়ে প'ড়ে, অমনি কুপোকাত ॥৪৪
ঐ দক্ষিণ ধারে লেজটী নাড়ে, বসে বালির বেটা।
রাবণের ঘাড়ে চ'লে, মুকুট কেড়ে, এনেছিল ঐ বেটা ॥৪৫
অঙ্গদ বীর মন্দ নয় সংগ্রামেতে কিন্তু রোকা।

ঐ লেজটী বেঁড়ে, ঐ ভেড়ের ভেড়ে,
বানরের মধ্যে বোকা ॥ ৪৬

ঐ নীল বানরটা, কোণে ব'সে, মিটীর মিটীর চায়।
চাপা চাপি, দেখ্লে বেটা পিছয়ে দাঁত খিচায় ॥ ৪৭

কেউ বলে ভাই! ভাগ্যে যা থাক্ দেখ্‌তে বড় ভাল।
লেজটি আছে, গাটি সাদা, মুখটী কেমন কাল॥ ৪৮
আজ সমরে, যদি রামেরে, জিনি বানরগণে।
এদের একটাকে ধ'রে, পিঞ্জরে পূরে,
নিয়ে রাখ্‌ব গে বাগানে॥ ৪৯
বানরপালে যে জন পালে, খরচ নাইত দড়।
কলা কুমড়া, শসা, মূলা দিলেই বাধ্য হয় বড়॥ ৫০
খাদ্যের ওদের বিচার নাই, তাতে ওরা ভাল।
পাতা লতা, ফল কি ফুল, যাহ'ক্ পেলেই হ'ল॥ ৫১
নাই গুণের কম, দেখ না রকম, প্রভুভক্ত বটে।
ঐ দেখ, পোষ মানালে,
পশুজেতে প্রাণপণেতে খাটে॥ ৫২
আর একটী আছে কল, ওদের গলায় শিকল
দিয়ে, রাখ্‌তে হয় আট্‌কে।
পারি পাঁচ দিনেতে পোষ মানাতে
যদি না যায় ছুট্‌কে॥ ৫৩
যদি রম্ভাতরু গোটা কত, রাখি বাগানের পাশে।
কলার কাঁদি দেখে বসে বসে, যাবে বেটাদের মন ব'শে॥
তখন এইরূপ নিশাচরগণ কহে পরস্পরে।
গাছ-পাথর ল'য়ে বানর প্রবেশে সমরে॥ ৫৫

রাবণ কহিছে রোষে, নিজ সারথিরে !
চালা রথ, মারি শীঘ্র ভণ্ড তপস্বীরে॥ ৫৬

মূলতান—কাওয়ালী।

দেরে দেরে শরাসন সারথি রে ! চালা রথ,
মনোরথ, পূরাই ব'ধে আজি দশরথ-সুত দাশরথিরে॥
তায় সসৈন্যে দিব উচিত দণ্ড,
দেখিব কি করে যোগী ভণ্ড,
কে রাখে ব্রহ্মাণ্ডে, নর-বানরের রুধিরে
সাগর করিব সাগর-তীরে॥
আমি কোদণ্ড ধরিলে রে নিতান্ত,
এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, মম অখণ্ড, দাপে কাঁপে রবিসুত,
রসাতল পাঠাই বসুমতীরে॥ (ঘ)

যুদ্ধারম্ভ—দশাননের মস্তকে নীলবানরের প্রস্রাব ত্যাগ।

অগ্রে সেনা পাছে রাবণ, আতঙ্কে কাঁপে ত্রিভুবন,
উভয় দলে হইল মহামার।
ক্রমে নিশাচর-চরে, মারে বাণ গাছ পাথরে,
সৈন্য সব হইল সংহার॥ ৫৭

মারে বানর গাছ পাথর, কাঁপে রাবণ থর থর,
কখন বানর-কটক জয়ী, কভু দশানন।
কীল লাথি চড় মারে, বলে রাক্ষস, বাপ্‌রে মারে,
না পারে পবন-কুমারে বিংশতিলোচন॥ ৫৮
ক্রোধভরে লঙ্কেশ্বর, বে'ছে বে'ছে তীক্ষ্ণ শর,
হানে রাম-কিঙ্কর-উপরে।
বিন্ধিছে বানর-অঙ্গ, দিল বানর রণে ভঙ্গ,
তখন নীল বানর করিতে রঙ্গ, উঠে দশমুণ্ডোপরে॥ ৫৯
হ'লো বিব্রত পৌলস্ত্য-নাতি,মারে রাবণের মাথায় লাথি,
মারে চড় দশাননের গালে।
একটা মাথা হ'লে পরে, তাহলেও বা ধর্ত্তে পারে,
দশমুণ্ডের উপরে আনন্দে নীল খেলে॥ ৬০
হাসে নীল খিল খিল, মারে কীল ঘাড়ে।
ধড়াধর মারে চড়, টেনে চুল উপাড়ে॥ ৬১
রাবণ বলে কি হ'ল দায়, নীল বানর কোথায়।
ক'রে দাপ্ করে প্রস্রাব রাবণের মাথায়॥ ৬২
মুখ বুক দিয়ে প্রস্রাব, গড়িয়ে পড়ে যত।
দুর্গন্ধে দশস্কন্ধের প্রাণ ওষ্ঠাগত॥ ৬৩
একে ত দুর্গন্ধ তাতে বানরের প্রস্রাব।
দশানন বলে, প্রাণ গেল বাপ্ বাপ্॥ ৬৪

বলে, ওরে বেটা দুরাচার! কি কর্‌লি মাথায় ব'সে।
নীল বলে, কিছু মনে ক'রো না মূতেছি তরাসে॥ ৬৫
ক'রে প্রস্রাব, দিয়ে লাফ, পলায় নীল বীর।
সমরে প্রবর্ত্ত হন লক্ষ্মণ সুধীর॥ ৬৬
ডে'কে বলেন, লক্ষ্মণ, ওরে ভ্রান্ত রাবণ!
কথা শোন যদি তুই রাখিবি জীবন॥ ৬৭

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

যদি রাখিতে জীবন, রাবণ! করিস্ বাসনা মনে।
একান্ত দুখান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে নিতান্ত,
নিলে শরণ শ্রীকান্ত-চরণে॥
শুক নারদের যায় পরমার্থ, মহাযোগী যায় কৃতার্থ,
বিধি ব্যাস আদি না পায় সাধনে,—
জ্ঞান পরিহরি সেই হরির শক্তি হরিলি কেমনে।
তুই অতি মূঢ়মতি, সম্প্রতি রেখে সম্প্রীতি,
সঁপিতিস্ মতি দৃঢ়-জ্ঞানে,—তুই করিস্ তার
উপরে দর্প, যে হরে ভুবনের দর্প,
এ যে সর্প—দর্প নাশিতে ভেকের মনে,
যে ধন নয়ন মুদে, সদা সাধেন ত্রিনয়নে॥ (৬)

রাবণ ও লক্ষ্মণে যুদ্ধ,—শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতন।

আছে হেঁট মাথায় লজ্জিত রাবণ, বানরের প্রস্রাবে।
সক্রোধে লক্ষ্মণ বীর কহেন বীরদাপে ॥ ৬৮
আজ মলি বেটা দশানন! তোর পূর্ণ হ'লো পাপে।
তোয় মারিব নিশ্চয়, দেখি রাখে তোর কোন্ বাপে ॥ ৬৯
আর নাই রক্ষে, তোর পক্ষে, প'ড়েছিস্ রামের কোপে।
ক'রে হেঁট মাথা ভাব্‌লে মাথা,থাকে না কোন রূপে ॥৭০
তোর পারেন না ভার, ভূভার আর, সহিতে কোন রূপে।
থাক্‌বি কত কাল, নিকট হ'লো কাল,
রাম তোর এসেছেন কালরূপে ॥ ৭১
শুনে উষ্মায়, করিয়ে সায়, রাবণ উঠে কোপে।
বেটা! সাধ ক'রে এসেছিস্ ধরিতে কালসাপে ॥ ৭২
বেটার গলা টিপলে বেরয় দুধ অকালে গেছিস্ বুড়িয়ে।
জ্ঞান নাস্তি, পাবি শাস্তি, মস্ত হচ্ছিস্ খুঁড়িয়ে ॥ ৭৩
ঐ বিদ্যায়, অযোধ্যা হ'তে দিয়েছে তাড়িয়ে।
ঢে'লে ঘোল বাজিয়ে ঢোল, মাথা দিয়েছিল মুড়িয়ে ॥৭৪
রাজার ছেলে হ'লে কি হয়, বুদ্ধি গিয়েছে কুড়িয়ে।
বানরের মতন হয়েছে বুদ্ধি, বানরের সঙ্গে বেড়িয়ে ॥ ৭৫
জ্যেঠা বেটার কথা শুনে গাটা উঠ্‌লো জুড়িয়ে।
পাকাম ক'রে লঙ্কেশ্বরে, কেন মারিস্ পুড়িয়ে ॥ ৭৬

লঙ্কায় এসেছিস্ বেটা। মঘায় পা বাড়িয়ে।
এখনি সমরে তোর মাথা যাবে গড়িয়ে॥ ৭৭
অম্নি বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধে হুতাশন।
অবিরত নানা অস্ত্র করে বরিষণ॥ ৭৮
নিশ্বাস বহিছে যেন প্রলয়ের ঝড়।
ঘন ঘন সিংহনাদ দন্ত কড়মড়॥ ৭৯
বিংশতি করেতে রাবণ ছাড়িতেছে বাণ।
অমনি, বাণে বাণে লক্ষ্মণ করেন নির্ব্বাণ॥ ৮০
ডে'কে কন লঙ্কাপতি, শুনরে লক্ষ্মণ!
তোরে মারিব পশ্চাতে, অগ্রে মারি বিভীষণ॥ ৮১
সক্রোধেতে শেলপাট দশানন ছাড়ে।
চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্মণ শেল-কাটি পাড়ে॥ ৮২
ব্যর্থ হৈল শেলপাট, ক্রোধিত রাবণ।
শক্তিশেল ধনুকে যুড়িল ততক্ষণ॥ ৮৩
ডাক দিয়ে লক্ষ্মণেরে কহিছে রাবণ।
রক্ষা কর দেখি, বেটা! আপনার জীবন॥ ৮৪
ছাড়ে রাবণ, শক্তিশেল মন্ত্রপূত ক'রে।
শক্তিশেলের গর্জ্জনেতে কাঁপে চরাচরে॥ ৮৫
দুরন্ত শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে ধক্ ধক্।
অন্য কি ছার, দে'খে ভাবিত ত্র্যম্বক পাবক॥ ৮৬

বায়ুবেগে পড়ে শেল, লক্ষ্মণের বুকে।
হাহাকার শব্দ অমনি হইল ত্রিলোকে ॥ ৮৭
রণজয় ক'রে লঙ্কায় চলিল রাবণ।
চেতন হারায়ে লক্ষ্মণ ভূতলে শয়ন ॥ ৮৮
ঘন ঘন ঘনবরণ বলেন,—গা-তোল লক্ষ্মণ!
বিপদে পড়িয়ে কাঁদেন বিপদভঞ্জন ॥ ৮৯

লক্ষ্মণের শোকে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেঁ'দে আকুল নারায়ণ, বলেন গা তোলরে লক্ষণ!
আর ধরায় কতক্ষণ,—রবি,—হেরি কুলক্ষণ,
মলিন চন্দ্রানন।
কি বিষাদে খেদে মুদিলি নয়নতারা, বল রে প্রণাধিক!
তুই'রে নয়নতারা, কি করিলি! যেমন অন্ধের নয়নতারা,
ভাই রে! হারায়ে কাতরা,
মন্দ ছিল চন্দ্র তারা আসি যখন বন ॥
ও তোর দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,
এ বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল সয়, এত কি প্রাণে সয়,
ছিল মনে যে আশয়, ভাই রে! হ'লো নিরাশয়,
এখন গিয়ে নীরালয় ত্যজি পাপ-জীবন ॥ (চ)

তখন বারিপূর্ণ দু-লোচন, উচ্চৈঃস্বরে পদ্মলোচন,
কাঁদিছেন লক্ষ্মণে করি কোলে।
প'ড়ে অকূল কাণ্ডারী অকূলে, বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে,
কোমলাঙ্গ লুটায় ভূমিতলে ॥ ৯০
বলেন, বিধি আমায় কুপিতে,বনে এলেম হারালেম পিতে,
তাইতে তাপিত হয়ে থাকি।
ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে, এসে পঞ্চবটীর বনে,
রাবণ হরিল জানকী ॥ ৯১
দে'খে তোর চাঁদ বদন, সে বেদন হ'লো নির্ব্বেদন,
এখন এ বেদন—কিসে বল নিবারি।
এ জ্বালা কিসে নিভাই, হারায়ে প্রাণের ভাই,
বল ভাই। কি উপায় করি ॥ ৯২
হাঁরে আমায় কে আর এনে দিবে ফল,
সকলি হ'লো বিফল,
আমার প্রতি প্রতিফল, এই কি বিধির বিধি।
আমার জন্যে বনে বনে, কষ্ট পেয়েছ জীবনে,
তাই ভেবে তোর এই কি হ'লো বিধি ॥ ৯৩
একবার কথা ক'য়ে রাখ রে জীবন,
তুই আমার জীবনের জীবন,
ত্রিভুবন শূন্যময় দেখি।

ধিক্ আমায় ধিক্ ধিক্, প্রাণ-তুল্য প্রাণাধিক,
হারা হ'লেম কাজ কি আর জানকী ॥ ৯৪
থাকুক্ সীতে অশোকবনে, সাগরের জীবনে,
জীবন এখনি সমর্পিব।
কি ব'লে যাব অযোধ্যায়, যাওয়া উচিত অরণ্যয়,
থাক্‌তে প্রাণ কি লক্ষ্মণে ত্যজিব ॥ ৯৫
আমার বক্ষে সদা রবে লক্ষ্মণ, ভ্রমণ করিব অনুক্ষণ,
শিরে সতী লয়ে যেমন, ভ্রমেছিলেন ভব।
বালতে কথা প্রাণ বিদরে, হারা হ'য়ে সহোদরে,
দেহে জীবন রাখা কি সম্ভব ॥ ৯৬

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে ভাই লক্ষ্মণ! একি হেরি কুলক্ষণ,
কি দুঃখে, ভাই! মুদিলি নয়ন।
একবার ডাকরে দাদা বলে,লক্ষণ রে! ও বদনকমলে
দুঃখের কালে আমার যুড়াক রে জীবন ॥
কাজ কি আমার রাজ্যে, কাজ কি আমার ভার্য্যে,
যদি তুমি কর্‌লে সমর-শয্যায় শয়ন,
দুঃখ আর সইতে নারি, তোর শোকে ভাই!
মরি মরি, দারুণ শক্তিশেলে কত পেলি রে বেদন ॥

ভাই! হারায়ে তোমারে, ধিক্ ধিক্ আমারে,
এখনও পাপদেহে রয়েছে জীবন,—
একবার কও রে কথা, দূরে যাক মনের ব্যথা,
হারাই অকূল সাগরে অমূল্য রতন ॥ (ছ)

হয় না শোক-সম্বরণ, দূর্ব্বাদল শ্যামবরণ,
কেঁদে কন লক্ষ্মণেরে ডাকি।
শুন ওরে প্রাণের ভাই! এ জ্বালা কিসে নিভাই,
জীবন-ল'য়ে কি সুখে আর থাকি ॥ ৯৭
কেঁদে কন দামোদর, হারা হ'য়ে সহোদর,
সংসারেতে কি সুখে লোক থাকে।
ভার্য্যা গেলে ভার্য্যা হয়, গেলে রাজ্য রাজ্য হয়,
সহোদর মেলে না এ তিন লোকে ॥ ৯৮
শুন রে দারুণ বিধি! আমার প্রতি কি এই তোর বিধি,
হৃদির নিধি লক্ষ্মণে হরিলি।
অযোধ্যায় হব রাজা, সিংহ হ'য়ে হ'লাম অজা,
সকল সাধে বিষাদ করিলি ॥ ৯৯
তাতেও আমার ক্ষতি নাই,
আবার হরণ করলি প্রাণের ভাই,
এ জ্বালা কি সহ্য হয় বুকে।

ত্যজ্য করে সিংহাসন, শয়নাসন কুশাসন,
তাতেও সুখী লক্ষ্মণের মুখ দেখে ॥ ১০০
এ যাতনা কারে কই, বাদ সাধিলেন মাতা কৈকৈ,
সহিতে নারি কহিব দুঃখ কারে।
অযোধ্যায় আর যাবনা ফিরে কি কব কৌশল্যা মারে,
কি ধন দিয়ে তুষিব সেই সুমিত্রা-মাতারে॥ ১০১
মা যখন সুধাবে কথা, রাম এলি আমার লক্ষ্মণ কোথা,--
কি কথা কহিব মায়ের কাছে।
ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে, উচিত জীবন জীবনে,
সঁপিয়ে যাই সহোদরের কাছে ॥ ১০২
সহোদরের শোক যে যে পেয়েছে,
তার দেহে প্রাণ কেমনে আছে,
পক্ষিহীন থাকে যেমন খাঁচা।
বারি-শূন্য সরোবর, রাজ্যশূন্য নরবর,
সহোদর-শূন্য তেম্নি বাঁচা ॥ ১০৩
ভার্য্যা-রাজ্যে কার্য্য নাই, কোথা লক্ষ্মণ! প্রাণের ভাই,
অন্ধকার হেরি রে জগৎ-ময়!
একবার ডাক তেম্নি ক'রে দাদা ব'লে,
আয় আয় ভাই! করি কোলে,
দুঃখের সময় যুড়াক রে হৃদয় ॥ ১০৪

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

কি হ'ল হায়! কি নিশি পোহায়!. আজ
রে, কেন ভাই! নীরব, রব কি হারায়ে তোমায়॥
রাখিয়ে তোরে অন্তরে পাই রে বেদন,
ও চাঁদবদন, হেরি অন্তরে, কি লয়ে অযোধ্যা
যাব, কি কব সুমিত্রা মাতায়॥
কেন ভাই! হ'লে বিবর্ণ, সুবর্ণ জিনি
তোমার ছিল বর্ণ, শশিবদন মসী হ'ল,
সে বর্ণ লুকাল কোথায়॥ (জ)

জাম্ববানের পরামর্শে শ্রীরামের আদেশে হনুমানের গন্ধমাদনে যাত্রা।

শোকেতে ব্যাকুল রাম, কান্দিছেন অবিরাম,
অবিশ্রাম কমল আঁখিতে বারি।
ভবের বিপদহারী যিনি, বিপদে প'ড়েছেন তিনি,
বুঝায় রামে উন্মাদের প্রায় হেরি॥ ১০৫
কহে মন্ত্রী জাম্ববান্, ভয় নাই ভগবান্।
কার সাধ্য মারিতে লক্ষ্মণে!
ঔষধার্থে মধুসূদন! পাঠাও পর্ব্বত গন্ধমাদন,
আনিবারে পবননন্দনে॥ ১০৬

শুন রাম রঘুমণি! উদয় হ'লে দিনমণি,
বাঁচাতে নারিব কোন মতে।
গন্ধমাদন আর লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ গণনায়,
কার সাধ্য যাইতে সে পথে॥ ১০৭
শু'নে কন বিপদভঞ্জন, ওরে আমার বিপদভঞ্জন!
তোমা বিনে কেহ নাই সংসারে।
তুমি গিয়ে গন্ধমাদন, ঔষধ আনি লক্ষ্মণের জীবন,
দান দাও বাছা! শীঘ্র ক'রে॥ ১০৮
শু'নে কন হনূমান্, এই জন্যে ভগবান্!
এত চিন্তা চিন্তামণি! তোমার।
আজ্ঞা পেলে কৃপাসিন্ধু! গোষ্পদ-জ্ঞানে পার হই সিন্ধু,
অসাধ্য কায, জগবন্ধু! কি আছে আমার॥ ১০৯
দিলেন রাম অনুমতি, প্রণমি পদে মারুতি,
রামের আরতি শিরে ধরি।
করেন নিজ কীর্ত্তি প্রকাশ, মস্তক ঠেকিল আকাশ,
উ'ঠে আকাশ রাম জয় জয় করি। ১১০
হেথা-লঙ্কায় থাকি রাবণ, জে'নে বিশেষ বিবরণ,
মনে মনে ভাবিছে উপায়।
ঐ বেটা আপদের গোড়া, হ'ল ঘোর পোড়া ঘরপোড়া,
ঐ বেটা বুঝি গন্ধমাদন যায়॥ ১১১

কালনেমির সহিত রাবণের পরামর্শ ;—কালনেমির গন্ধমাদনে গমন।

বলে যা কর শঙ্করি শ্যামা! কোথা গো কালনিমে মামা!
তোমা বিনে কে আছে হিতকারী।
করি মামা! নিবেদন, কর আমায় নির্ব্বেদন,
গিয়ে পর্ব্বত গন্ধমাদন গিরি॥ ১১২
মারিলে পবনকুমারে, লঙ্কার অর্দ্ধেক তোমারে,
দিব ভাগ অর্দ্ধেক রমণী।
এই রূপ রাবণ ভাষে, শু'নে কালনেমি আনন্দে ভাসে,
মুচ্‌কে হে'সে কহিছে অমনি॥ ১১৩
যাই তাতে ক্ষতি নাই, বাছা! তোমাকে বিশ্বাস নাই,
ফাঁকি দিয়ে বা'র কর ছাগল-ছা।
তার যাবা-মাত্রেই সা'রব দফা, যাহ'ক্ এখন একটা রফা,
আগিয়ে কেন ভাগ চুকাও না বাছা!॥ ১১৪
বরং থাকুক স্থাবর অস্থাবর বিষয়,
কায নাই এখন সে সব আশয়,
নারীর ভাগটা চুকিয়ে ফেল আগে।
কায নাই রে'খে সে সব গোল, তোমার সঙ্গে গণ্ডগোল,
করা ভাল নয়, যা থাক এখন ভাগ্যে॥ ১১৫
মনোমধ্যে করো না রাগ, ক'রে নিব ঘুঁটি-ভাগ,
ঐটি বাপু! হয় ভাগের রীত।

চক্ষুলজ্জা কর্‌লে পরে, ঠক্‌তে হয় জানি পরে,
ভবিষ্যৎ ভেবে করা উচিত ॥ ১১৬
ক'রে কালনেমি এই রূপ রস, রাবণ হ'য়ে মনে বিরস,
বলে পৌরুষ কর কেবল ঘরে।
জানি বিদ্যা বুদ্ধি যত গুণ, আহারের বিষয় শতগুণ,
এই বারে মামা! দেখিব তোমারে॥ ১১৭
হেথায় চলেন পবন-অঙ্গজ, বলে কোটি মত্তগজ,
শব্দে স্তব্ধ হৈল ত্রিভুবন।
শ্রীরাম পদে সঁ'পে মন, ঔষধ আন্‌তে করে গমন,
ক'রে রামগুণানু—কীর্ত্তন ॥ ১১৮

জয়জয়ন্তী মল্লার—ঝাঁপতাল।

মজ না মজ না মন! জানকী-বল্লভ-পদে।
ত্যজ না ত্যজ না সদা, ভজ না হৃদে নয়ন মুদে॥
জে'ন অনিত্য সংসার, ভু'ল না যেন সারাৎসার,
ত্রিসংসার সকলি অসার, ম'জ না সংসার-মদে।
যাতে জনম জন্মহারা, জাহ্নবী শঙ্করদারা,
সদানন্দে সদানন্দ ধারণ করেন যে পদ হৃদে।
না ভ'জে ঐ দাশরথি, কুমতি পাতকী দাশরথি!
না ক'রে সঙ্গতি ও ধন, দুঃখ পায় সে পদে পদে॥ (ঝ)

হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিতি ; কুম্ভীররূপিণী গন্ধকালীর শাপমোচন,—কালনেমির নির্ঘাতন।

মুখে শব্দ জয় শ্রীরাম, করিতেছে অবিরাম,
নাই বিশ্রাম হনূর বদনে।
কি ছার পবন-গতি, যায় হেন শীঘ্রগতি,
সঁ'পে মতি শ্রীরাম-চরণে ॥ ১১৯
গন্ধমাদন লঙ্কায়, ছয় মাসের পথ গণনায়,
ক্ষণমধ্যে যাইয়ে বীর তথায়।
বিবরণ শুন পরে, উত্তরি পর্ব্বতোপরে,
খুঁজিয়ে ঔষধ নাহি পায় ॥ ১২০
কত কব সে বিস্তার, ক্রমে রুদ্র অবতার,
নানা বিঘ্ন করি নিবারণ।
দেখে কুঠরি মধ্যে একটা বসি, হনূমান্ তার নিকটে আসি,
প্রণমিল তপস্বি-চরণ ॥ ১২১
আছে কালনেমি মায়া ক'রে, জিজ্ঞাসে রাম-কিঙ্করে,
বলে আসুন আসুন আসুন মহাশয়!
হনূমানের যে কাজে আসা, কহিল সকল আশা,
পশ্চাতেতে আসা যে আশয় ॥ ১২২
মুনি কন রাম-কিঙ্করে, অনেক দিন অবধি ক'রে,
অতিথির পাইনে দরশন।

এলে কৃপা করি আমার স্থান, কর আহারাদি স্নান,
আছি চৌদ্দ বৎসর অনশন ॥ ১২৩
পূরাও আমার আশা, তোমার যে কাযে আসা,
সব আশা পূর্ণ হবে পরে ।
দেখিছেন হনূমান, কাঁদি কাঁদি মত্তমান,
নানা ফল বর্ত্তমান, জিহ্বায় জল সরে ॥ ১২৪
ঔষধ ল'য়ে যাব পরে, আহারটা করি উদর পূ'রে,
গায়ে বল না হ'লে পরে, কেমন করেই বা যাই ?
কাচা কাপড় যাচা মেয়ে, উপস্থিতটে ত্যাগ করিয়ে,
গেলে, সে দিন আহার যুটে নাই ॥ ১২৫
কলার কাঁদি দেখে বসে বসে,তখনি গিয়াছে মনটা ব'শে,
ইচ্ছা হয় যায় বসে, দেখে মুনি বলে কি কর ।
আসিতে অনেক কষ্ট হৈল, স্নান ক'রে এস মেখে তৈল,
ঐ যে দেখা যায় হে সরোবর ॥ ১২৬
তৈল মেখে হনূমান, দেখে সরোবর বিদ্যমান,
স্নান করিতে জলে নামে বীর ।
অবগাহন করিবা মাত্র, নখ দিয়ে হনূর গাত্র,
ধরিলেক দুরন্ত কুম্ভীর ॥ ১২৭
অমনি কুম্ভীর ধরি বীর সাপুটে, লম্ফ দিয়ে উঠে তটে,
কুম্ভীরের নাশিল পরাণী ।

হ'ল গন্ধকালীর শাপ-মোচন, পেয়ে উপদেশ-বচন,
যায় হনূমান যথা মায়ামুনি॥ ১২৮
বলে বেটা দুরাচার, ঐ বেটা রাবণের চর,
আমার মনের অগোচর নাই।
যাঁরে ভজে চরাচর, আমি সেই রামের চর,
শমন-পুরে এ বেটারে সত্বরে পাঠাই॥ ১২৯
বেটা! আমার কাছে করিস্ মায়া,
জানিস্ ত আমার যত মায়া,
মহামায়া এলে ফেরেন নাই।
অমনি বাড়ায়ে ল্যাজ জড়ায়ে ধরে,
কালনেমি ডাকে গঙ্গাধরে,
রক্ষা কর হনূমানের করে, প্রাণ পেয়ে পলাই॥১৩০
আবার কখন প্রাণের ভয়ে, ডাকে কোথা রাখ অভয়ে!
সভয়ে কর মা! পরিত্রাণ।
কখন বলে কোথা হরি! হনূমান লয় জীবন হরি,
তুমি নাকি ভয়হারী ভক্তের ভগবান॥ ১৩১

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা শঙ্কর! আসি এ কিঙ্করে রক্ষা কর।
এ দাসের বিনা দোষে, জীবন নাশে রামকিঙ্কর॥

ধনের লোভে এলেম গন্ধমাদন, কায নাই ধন,
থাকিলে জীবন, দেশান্তরে ক'রে গমন,
খাব ভিক্ষে মাগি ওহে হর !—
কোথা গো মা জগদম্বা ! ওমা ! এ যন্ত্রণা হর,—
কোথা হে মধুসূদন, বিপদ-তারণ বিপদ হর ॥ (ঞ)

হনুমান যত লেজ টানে, কালনেমি বলে, লেজটা নে,
হেঁচ্‌কা টানে, লেজ মচ্‌কাতে না পারে।
হইয়ে ক্ষুদ্র-আকৃতি, বা'র হ'য়ে হয় নিজাকৃতি,
মারে কীল পবন-কুমারে ॥ ১৩২
উঠে শব্দ হুম হাম, মারে লাথি গুম গাম,
ধূম ধাম হইল সমর !
কভু জয়ী নিশাচর, কভু জয়ী রামের চর,
কাঁপিতেছে চরাচর, বিমানে অমর ॥ ১৩৩
রুষিয়ে পবন-অঙ্গজ, বলে কোটি মত্তগজ,
কালনেমিকে জড়ায়ে লাঙ্গূলে।
আতঙ্কে কালনেমি বলে, ভাই ! কি হবে মেরে দুর্ব্বলে,
পলাই এখন প্রাণটা রক্ষে পেলে ॥ ১৩৪
শুন রে হনু ! কথা শুন, যেমন তোদের বিভীষণ,
নিয়েছে শরণ, আমিও তাই চরণে।

শুনে কন পবন-সুত, ডেকেছে তোরে রবিসুত,
যা আশু ত সাক্ষাৎ-কারণে॥ ১৩৫
এখন মিতালির কর্ম্ম নয়, রাবণ-বাবা কোথা এ সময়,
ধ'রেছে তোর পবন বাবার ছেলে।
এক আছাড়ে ফেল্‌ব পিষে,
এখন বাঁচাক এসে তোর মেসো পিসে,
এই বেটাটা পালা দেখি পিছ্‌লে॥ ১৩৬
না হয় ডাক তোর কোথা খুড়া জ্যেঠা,
আছে তোর যে যেখানে যেটা,
লেজটা টেনে বাহির কর্‌তে তোকে।
এসে রাখ্‌তে পারে না তোর ভগ্নীপতি,
জানিস্ তো রাম গোলোকপতি,
যখন তাঁর কিঙ্কর ধরেচে তোকে॥ ১৩৭
হয়ে হনুমান ক্রোধান্বিত, শ্রীরাম স্মরি ত্বরান্বিত,
নিশাচরে পর্ব্বতে আছাড়ে।
সাপুটে বীর ল্যেজের সাটে,
টেনে ফেলে রাবণ-নিকটে,
যেন বায়ুভরে গিরি উপাড়ে পড়ে॥ ১৩৮
দেখিয়ে বিস্ময় রাবণ, গেল কনকলঙ্কাভুবন,
জীবন-সংশয় আর রক্ষে নাই।

মন্ত্রি! আছে আর কি বিধান, না পাই ক'রে সন্ধান,
নাহি ফিরে যাহারে পাঠাই ॥ ১৩৭

সুরটমল্লার—একতালা।

মন্ত্রি! বল কি করি এক্ষণে।
আর যাতনা সয় না প্রাণে ॥
মজ্‌লো কনক লঙ্কাপুরী,—
বনচারী জটাধারী রামের রণে ॥
কোথা গেল আমার ছিল যত সৈন্য,
দশদিক আমি সদা হেরি শূন্য, হয় হৃদয় বিদীর্ণ,
হারাইয়ে প্রণাধিক কুম্ভকর্ণে ॥
পুত্রশোকে আমার সদা দগ্ধ কায়,
কোথা গেল ইন্দ্রজিত অতিকায়,
এ দুঃখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়,
ঐ বড় খেদ মনে ॥
যাদের বাহুবলে শাসিলাম সব,
বধিলাম কত বাঁধিলাম বাসব,
এখন শব—প্রায় হ'য়ে কত সব, বিপক্ষ ভবনে। (ট'

রাবণ বলে কি হ'ল দায়, কি করি মন্ত্রি! এ বিধায়,
নর-বানরে লঙ্কা মজাইল।
পাঠাই যারে সমরে, নর-বানরের হাতে মরে,
একজন ত কেহ নাহি ফিরিল ॥ ১৪০
বলে লঙ্কার অধিকারী, সুমন্ত্রণা এর কি করি,
এই যুক্তি শুন হে সকলে!
পাঠাও এখন ভাস্করে, উদয় হ'তে শীঘ্র ক'রে,
রথ লয়ে গমন-মণ্ডলে ॥ ১৪১

* * *

রাবণের আদেশে মধ্যরাত্রে সূর্য্যদেবের উদয়;—
হনূমানের বগলে সূর্য্যদেব রক্ষিত।

হ'লে উদয় দিনমণি, লক্ষ্মণ মর্‌বে অমনি,
রাম মরিবে অনুজ-শোকেতে।
ডেকে কয় ভাস্করে, যাও তুমি ত্বরা ক'রে,
উদয় হ'তে উদয়গিরি পর্ব্বতে ॥ ১৪২
বিলম্ব ক'রো না সূর্য্য! শীঘ্র প্রকাশ কর বীর্য্য,
সহ্য আর হয় না কোন মতে।
শুনে কন দিবাপতি, কেমনে লঙ্কার পতি,
উদয় হব নিশাপতি থাকিতে ॥ ১৪৩

হয়েছে হদ্দ অৰ্দ্ধ নিশি, দীপ্তিমান্ রয়েছে শশী,
শুনে রাবণ হয় কোপান্বিত।
দেখে রাবণের রাগ দুষ্কর, ভয়ে চলেন ভাস্কর,
হইতে উদয় গিরি ত্বরান্বিত॥ ১৪৪
হেথায় কালনেমিরে করি দমন, ঔষধার্থে করে ভ্রমণ,
না পারে বীর করিতে নির্ণয়।
বলে যা কর রাম চিন্তামণি! করে পর্ব্বত অমনি,
উপাড়িয়া মাথায় তুলে লয়॥ ১৪৫
করি শব্দ ভয়ঙ্কর, করি রাম-কার্য্য রাম-কিঙ্কর,
পবনপুত্র চলে পবন-বেগে।
ক'রে শব্দ জয় শ্রীরাম, ডাকিতেছে অবিরাম,
হেন কালে দেখে পূর্ব্বদিকে॥ ১৪৬
উদয় হয় ভাস্কর, মনে গণি দুষ্কর,
দিবাকর নিকটে গিয়া কয়।
একি অসম্ভব হেরি, থাকিতে অৰ্দ্ধ-শর্ব্বরী,
কেন উদয় হও মহাশয়!॥ ১৪৭
তব বংশে উৎপত্তি, রামরূপে ত্রৈলোক্যপতি,
গুণমণি লক্ষ্মণ অনন্ত।
রাবণেরই পূরাবে ইষ্ট, লক্ষ্মণের করবে প্রাণ নষ্ট,
চরণে ধরি কৃপা করি, হও ক্ষান্ত॥ ১৪৮

দয়া কর হও হে ধৈর্য্য, কর কিছু রাম-সাহায্য,
এসো দু'জনায় করি হে মিতালি।
তুমি ভানু আমি হনূ, উভয় অঙ্গ এক-তনু,
এস দু'জনে করি কোলাকুলি ॥ ১৪৯
তখন হনুমান মহাবলী, বলে, কাছে এ'সো বলি বলি,
গলাগলি করি জড়িয়ে ধ'রে।
মুখে বলে জয় বগলে! দিবাকরে করে বগলে,
ভয়ে সূর্য্যের নয়ন গলে, আর ডাকে শ্রীরামেরে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কৃপা কর, এ কিঙ্করে কৃপাময়!
তব কিঙ্করে করে জীবনসংশয়,
অশেষ যন্ত্রণা প্রাণে আর নাহি সয়।
বিনা অপরাধে বধে, শরণাগত ও পদে,
প'ড়ে বিপদে ডাকি তোমায় ॥
তুমি ভক্ত-ভয়হারী হরি! ত্রৈলোক্যে,
ভূলোকে সেই উপলক্ষে, যদি ভক্তে কর রক্ষে;
হের আসি পদ্ম-চক্ষে, রেখেছে পবনসূত,
কক্ষেতে আমায় ॥ (ঠ)

ডাকে সূর্য্য ঘন ঘন, দেখা দাও নবঘন,—
বরণ রাম রঘুমণি !
পবনপুত্র হনূমান্, হরিল আমার মান,
ভয়ে মরি কাঁপিছে পরাণী ॥ ১৫১
আবার মনে মনে ভাবে সূর্য্য, প্রকাশ করি নিজ বীর্য্য,
পোড়াইতে পারি হনুমানে !
থাকিতে হ'ল ক'রে সহ্য, করি কিঞ্চিৎ রাম-সাহায্য,
কি হবে বিবাদ ক'রে বানরের সনে ॥ ১৫২
এখন এই যুক্তি মনে লয়, রাবণ বেটা যমালয়,
গেলে হয় দেবের নিস্তার।
মান গেল সব রসাতলে, খাটি বেটার হুকুম-তলে,
আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে তার ॥ ১৫৩
এত কি প্রাণে সহ্য হয়, যম হয়ে বেটার রাখে হয়,
রজক হয়ে শনি কাপড় কাচে।
ছত্রধর নিশাকর, ইন্দ্র হয়েছেন মালাকার,
রত্নাকর কিঙ্কর এ অপমানে কি প্রাণ বাঁচে ॥ ১৫৪
ত্রিলোকমাতা কালী যিনি, প্রহরী হ'য়ে আছেন তিনি,
লঙ্কার দ্বারে থাকেন আদ্যাশক্তি।
এম্নি বেটা দুর্জ্জয়, সকলে মানে পরাজয়,
মৃত্যুঞ্জয় প্রজাপতি প্রভৃতি ॥ ১৫৫

এইরূপ দুঃখে ভানু ভাষে, শুনে হনূমান্ মুচ্‌কে হাসে,
থাক তোমাকে ছেড়ে দিব না আর।
বুঝি নানান কথায় মন ভুলিয়ে, উদয় হবে গগনে গিয়ে,
রাবণ-কার্য্য করিবে উদ্ধার॥ ১৫৬

* * *

নন্দীগ্রামে হনূমান্—হনূমানকে ভরতের বাঁটুল প্রহার।

তখন মাথায় পর্ব্বত বগলে ভানু, বায়ুবেগে চলেন হনূ,
বাড়ায়ে তনু শত যোজন প্রায়।
ছাড়াইল নানা গ্রাম, সম্মুখেতে নন্দীগ্রাম,
শ্রীরামকিঙ্কর দেখিতে পায়॥ ১৫৭
শুনেছি প্রভুর নিকটে, সেইত এই গ্রাম বটে,
যাই না সংবাদ নিয়ে দিয়ে।
যায় ঘোর শব্দ ক'রে, ভরত বলেন কেরে কেরে,
যায় রামের পাদুকা লঙ্ঘিয়ে॥ ১৫৮
হ'য়ে ভরত কোপাংশ, রামানুজ-রামাংশ,
ধ্বংস জন্য বাঁটুল মারেন হৃদে।
বজ্রসম বাঁটুল প্রহারে, 'রাম রাম' শব্দ ক'রে,
বলে, হনুমান্ রাখ রাম! বিপদে॥ ১৫৯

———

খাম্বাজ—মধ্যমান-ঠেকা।

কোথা হে অনাথ বন্ধু হরি! মরি মরি।
দারুণ বাঁটুল প্রহারি, দাসের জীবন লয় হে হরি,
ধ্যান ক'রে ঐ কমল পদ, জ্ঞান করি সিন্ধু গোষ্পদ,
যে করে ও পদ-সম্পদ, তার থাকে কি বিপদ,
ভব-নদীর তরী ঐ পদ, জীবে দেও হে মোক্ষপদ!
আমার বাঞ্ছা নাই আর অন্য পদ,
ওহে ভক্ত বিপদহারি! ॥ (ঙ)

পড়ি বীর ধরণীপরে, ডাকে ব্রহ্ম পরাৎপরে,
যাতনা পায় বক্ষোপরে পবননন্দন।
ছিল যত হৃদয়ে বেদন, রামনামে হয় নির্ব্বেদন,
নৈলে নাম বিপত্তে মধুসূদন কেন॥ ১৬০
ভরত রাম-নাম করি শ্রবণ,
যেন মৃতদেহে পায় জীবন,
ভবন হ'তে বাহির হইয়ে অমনি।
যেখানে পবনসুত, আসি দশরথ-সুত,
বলেন বল বল বল আশু ত কোথা চিন্তামণি॥১৬১
পশুজাতি বনে থাকা, পেলি রাম নাম সুধামাখা,
যে নামের গুণের লেখা জোখা নাই।

তুমি কে কাহার পুত্র, তোমার সঙ্গে দেখা কুত্র,
কি সূত্রে তাঁর তত্ত্ব পেলে ভাই ! ॥ ১৬২
শুনে কন মারুতি তখন, আমি সেই পবননন্দন,
রবিনন্দন-দমনের দাস।
প্রভু ছিলেন পঞ্চবটীর বনে, সীতামারে হরে রাবণে,
ক'রেছেন তার সবংশে বিনাশ ॥ ১৬৩
লঙ্কায় হয়েছে বীর শূন্য, রাগে হ'য়ে পরিপূর্ণ,
পাপিষ্ঠ আসিয়ে পুত্রশোকে।
শুন তার বিবরণ, রাবণ করিয়ে রণ,
মেরেছে শেল লক্ষ্মণের বুকে ॥ ১৬৪
হ'লেন লক্ষ্মণ সমরে পতন, দেখে ধরায় হারায়ে চেতন,
পড়ে আছেন রাম রঘুমণি।
ঔষধ জন্যে যাইলাম, খুঁজে ঔষধ না পেলাম,
পর্ব্বত তুলিলাম অমনি ॥ ১৬৫
এই কথা শুনিবা মাত্র, ভরতের ঝরে নেত্র,
কহিছেন বপন-নন্দনে।
বিনয়ে বলি তোমারে, চল রে বাছা ! লয়ে আমারে,
রাঙ্গাচরণ দেখি গে নয়নে ॥ ১৬৬
হ'য়ে আছি অতি দীন, কোমলাঙ্গ অনেক দিন,
না দেখিয়ে জীবন মৃতপ্রায়।

আর রাম কি দয়া প্রকাশিবে,
আর কি অযোধ্যায় আসিবে,
স্থান কি আমায় দিবেন রাঙ্গাপায় ? ॥ ১৬৭

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

ওরে, দীননাথ কি দীনে দিবেন দিন।
ভবের নিধি আসিবেন ঘরে, কবে হবে এমন সুদিন ॥
জন্ম ল'য়ে পাপোদরে, না ভজিলাম দামোদরে,
বলিতে হৃদি বিদরে, বল আর কাঁদ্‌ব কত দিন,—
কুরঙ্গে কুসঙ্গে গতি, ক্রিয়াহীন কুমতি অতি,
দেন যদি দিন দাশরথি, দাশরথির আগত দিন ॥ (ঢ)

তখন ভরত ক'রে রোদন, বলে কোথা, হে মধুসূদন !
হৃদের বেদন আশু হর।
ভেবে পাপিনী-কুমার, অপরাধ গ্রহণ আমার,
ক'রো না আর ভবভয়হারি ! ॥ ১৬৮
কোথা গো মা সীতা সতি ! সন্তানে হ'য়ে বিস্মৃতি,
আছ লক্ষ্মী ! রাবণের ভবনে।
কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়,
শাস্ত্রে কয় শুনেছি শ্রবণে ॥ ১৬৯

দুঃখের কথা কারে কই, পাপিনী মাতা কৈকৈ,
এ যাতনা দিবার মূল তিনি।
শুনে শেল বাজে বুকে, শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
তার মস্তক কাটা উচিত এখনি॥ ১৭০
পাপিনীর পাষাণ-কায়া, বনে নব নীরদ-কায়া,
দিয়ে লজ্জা হয় না দেখাতে মুখ।
পিতার করিল নাশ, সর্ব্বনাশী সর্ব্বনাশ,
কালে আমার কৈইতে ফাটে বুক॥ ১৭১
হেথা কৌশল্যা রাণী সুমিত্রা, শ্রীরামের শুনিয়ে বার্ত্তা,
আসিছেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
ডাকিছেন অবিরাম, কোথা রাম! কোথা রাম!
ব'লে কাঁদেন চেতন হারাইয়ে॥ ১৭২
জ্ঞান-শূন্য ধরাতলে, ভরত করে ধ'রে তুলে,
নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে।
সান্ত্বনা করিছে ভরত, মা! পূর্ণ হবে মনোরথ,
ত্বরায় আসিবেন রাম-সীতে॥ ১৭৩
তখন রাবণ-সঙ্গে বিসংবাদ, হনূমান্ বলে সংবাদ,
শক্তিশেলে প'ড়েছেন লক্ষ্মণ।
লয়ে যাই ঔষধি, সুমিত্রা কন মহৌষধি,
আছে তো সেথা শ্রীরামের চরণ॥ ১৭৪

সেই কমল-আঁখির চরণ লয়ে,
দিবে লক্ষ্মণের বুকে ঝুলাইয়ে,
তার কাছে আর কি ঔষধ আছে।
তোরে ধিক্ তোদের মন্ত্রণায় ধিক্,
মরে শক্তিশেলে প্রাণাধিক,
ঔষধ খুঁজ, মহৌষধি থাক্‌তে কাছে ॥ ॥ ১৭৫

ললিত ভেঁরো—একতালা।

ওরে হনূমান্! নারিলি রামকে চিন্তে চর্ম্মচক্ষে।
সৃষ্টি স্থিতি, লয় উৎপত্তি, হয় যে রামের কটাক্ষে ॥
ভাবিলে সে পদ,—রয় কি বিপদ,
বিপদহারী যার পক্ষে,—
শিবের সম্পদ, সে কমলপদ,
সদা সাধেন সুর যক্ষে ॥
দিও না আর অন্য ঔষধি, থাক্‌তে কাছে মহৌষধি,
অপার জলধি,—পারে এলি মরি দুঃখে,—
প্রাণ কাতরা, যা বাপ! ত্বরা, ত্বরায় বল্‌গে পদ্মচক্ষে,-
ও নীলবরণ! যুগল চরণ,—
দেও রাম লক্ষ্মণের বক্ষে ॥ (৭)

হনূমান,—গন্ধমাদন লইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত,—লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে ঔষধ দান,—লক্ষ্মণের চৈতন্য লাভ,—হনূমানের বগল হইতে সূর্য্যদেবের নিস্কৃতি।

শুনে হনূমান কয় নাই বিস্মৃতি,
রাম যে তোমার আপ্তবিস্মৃতি,
হয়ে আছেন রাবণের শঙ্কায়।
লোমকূপে যাঁর চৌদ্দভুবন, শত সহস্র কোটি রাবণ,
কটাক্ষে যার ভস্ম হ'য়ে যায়॥ ১৭৬
জনকনন্দিনী সীতে, পলকে সৃষ্টি নাশিতে,
পারেন তিনি রাবণের ভয়ে ভীত।
গুণের যাঁর নাই অন্ত, লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ অনন্ত,
রাক্ষসের মায়ায় জ্ঞান হত॥ ১৭৭
এইরূপে হনূমান ভাষে, শুনে কৌশল্যার নয়ন ভাসে,
বক্ষ ভাসে ভরতের নয়ন জলে।
তখন পবনপুত্র মহাবল, জানিতে ভরতের বল,
কাতর হ'য়ে ভরতেরে বলে॥ ১৭৮
হ'লাম তব প্রহারে মৃতবৎ, তুলিতে নারি পর্ব্বত,
কৃপা করি খুড়া মহাশয়!
আমায় হও কৃপাবান, শুনি ভরত ছাড়িল বাণ,
গিরি সহ হনূমান্, শূন্যমার্গে যায়॥ ১৭৯

ভরত বাণে দেন হনূমানে তুলে,রাম জয় রাম জয় শব্দ তুলে,
ক্ষণমধ্যে সাগর-পারে বীর।
গিয়ে বলে, হে মধুসূদন, এনেছি গিরি গন্ধমাদন,
আর চিন্তা কেন রঘুবীর ॥ ১৮০
তখন সুষেণ ঔষধ ল'য়ে, বিধিমতে বাটিয়ে,
দেয় ঔষধ লক্ষ্মণের বুকে।
উঠিলেন গৌরবরণ, দুর্ব্বাদলশ্যাম-বরণ,
চুম্ব দেন লক্ষ্মণের মুখে ॥ ১৮১
যথা ছিল গন্ধমাদন, রেখে এলেন বায়ুনন্দন,
কক্ষ হ'তে ছেড়ে দেন ভাস্করে।
বামে লক্ষ্মণ দক্ষিণে রাম, হেরি বানরে জয় জয় রাম,
আনন্দেতে অবিরাম করে ॥ ১৮২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ঠেকা।

কি অপরূপ শোভা উজ্জ্বল।
হায়, রঘুকুল-তিলক-রূপে ত্রিলোক ক'রেছে আলো ॥
দেখ রে ক'রে নিরীক্ষণ, মরি মরি হেমগিরি,—
বামেতে লক্ষ্মণ, ত্রিপুরারি অনুক্ষণ,যাঁর পূজেন চরণ-কমল ॥
কিবা পদতলারুণ, নখরে নিশাকরের কিরণ,
মুনিগণের মন-হরণ, হেরে হয় পদ-যুগল ॥ (ত)

অথ মহীরাবণ-বধ

রাবণ ও মহীরাবণে কথাবার্ত্তা।

রাবণের করে অন্ত, লক্ষ পুত্র লক্ষ্মীকান্ত,
উপলক্ষ নাই কিছু মাত্র।
মহীতে নাই একজন, পাতালে মহীরাবণ,
ভাবে রাবণ আছে এক পুত্র ॥ ১
কোথা রে প্রাণপুত্র মহী! আগমন কর মহী,
মহিষমর্দ্দিনী-পরায়ণ।
তত্ত্ব নাই চিরকাল, তোর পিতার সঙ্কটকাল,
আসি দুঃখ কর নিবারণ ॥ ২
ছিল বীর রসাতলে, অকস্মাৎ আসন টলে,
ভাবে একি ঘটিল আজি ঘটে।
জনকের জানি স্মরণ, ত্বরায় আসি লইল শরণ,
রাজা দশাননের নিকটে ॥ ৩
প্রণমে হ'য়ে ভূমিষ্ঠ, রাবণ বলে বাক্য মিষ্ট,
ইষ্ট সিদ্ধ হউক পুত্র! তোর।
শুন রে মহী! বলি শুন, কি জন্যে তোমার আকর্ষণ,
সে গুমর নাই রে পুত্র মোর ॥ ৪

সবে জেনেছে সবিশেষ, দশাননের দশা শেষ,
জীবন-মৃত্যু হ'য়ে সবে আছি।
রামনামে এক যোগী ভণ্ড, লঙ্কা কৈল লণ্ড ভণ্ড,
শঙ্কা প্রাণে বাঁচি কি না বাঁচি ॥ ৫
সেই ভণ্ড রামের সীতে, বলিলাম তারে বামে বসিতে,
রূপসী দেখি প্রেয়সী-বাঞ্ছা ছিল।
অশোক-বনে কাঁন্দিছে ধনী, করিয়া রাম-রাম-ধ্বনি,
অতুল ঐশ্বর্য্যে না ভুলিল ॥ ৬
কিমাশ্চর্য্য বলিব তোরে, সাগর বাঁন্ধিল গাছ-পাথরে,
নর বানরে ভাঙ্গিল লঙ্কাপুরী।
এক বানর নাম ঘরপোড়া, বল্‌ব কি সে ঘরপোড়া,
তার পোড়াতে ইচ্ছা হয় হই দেশান্তরী ॥ ৭
এক বানর নাম ধরে নল, বল্‌ব কিরে দুঃখানল,
সে এসে প্রস্রাব করে স্কন্ধে।
সহোদরের গুণ শুন, ঘরের শত্রু বিভীষণ,
শরণ লয়েছে রামচন্দ্রে ॥ ৮
বড় রাগে মেরেছি লাথি, তারি দোষে মোর পুত্র নাতি,
সবংশে হইল সব নষ্ট।
অভিমানে বুক চড় চড়, বানরে এসে মারে চড়,
এর বাড়া কি আছে আর কষ্ট! ॥ ৯

এর বাড়া কি হতমান, হরে মান হনূমান্,
করিতে কিছু নারি।
বুড়ো ভল্লুক জাম্ববান্, সে বেটার কি বাক্যবাণ,
ভগবান্ দুঃখ দিলেন ভারি॥ ১০
মহী কয় তোমায় কই, পিতা! তোমার জ্ঞান কই?
কার সঙ্গে ক'রেছ তুমি দ্বন্দ্ব।
সে রাম ব্রহ্মাণ্ডপতি, ব্রহ্মাণ্ড যাতে উৎপত্তি,
তুমি বল ভণ্ড রামচন্দ্র!॥ ১১
তুমি আমার কু-পিতা, জগন্মাতা কোপিতা,—
ক'রে রেখেছ অশোক-অরণ্যে।
তোমায় বলিতাম সু-পিতে, যদি রাম-পদে মন সঁপিতে,
সম্পদে মজেছ কিসের জন্যে॥ ১২
সার ক'রেছ চণ্ডীকে, রাম বা কে চণ্ডী বা কে,
দণ্ডকে না চিনে দণ্ড পে'লে।
এক ভিন্ন নাস্তি আর, রাম ভিন্ন কি অভয়ার,
মূর্ত্তি ভেদে কীর্ত্তি নানা ছলে॥ ১৩

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম মানুষ নয়,—রাম জটাধারী।
পিতে! কি নাশিতে বংশ, সীতে তাঁর ক'রেছ চুরি॥

যে পদ ভাবে সুর-জ্যেষ্ঠ, বাল্মীকি-আদি বশিষ্ঠ,
যে নাম জপি পূরান্ ইষ্ট, তব ইষ্ট ত্রিপুরারি ॥
কত গুণ রাম প্রকাশিলে, গুণে সলিলে ভাসিল শিলে,-
হ'লো বনপশু বন্দী গুণে,—কত গুণ তাঁর মরি ॥
এখনো তাঁয় পার চিন্তে, তথাচ না থাকে চিন্তে
চল লক্ষ্মী দিয়ে লক্ষ্মীকান্তে,—
শরণ লও ার চরণ ধরি ॥ (ক)

রাবণ বলে, তুই কি আমায় দিতে এলি সুশিক্ষা।
আমি ভ্রান্ত,—জ্ঞানবন্ত তুমি আমার অপেক্ষা ॥ ১৪
রাম যে পরম বস্তু, তুই আমায় দিলি দীক্ষা।
দরিদ্র যেমন দেন কমলাকে ভিক্ষা ॥ ১৫
আমি জানি মূল, নানা শাস্ত্রে করে ব্যাখ্যে।
রাম যে ব্রহ্ম পরাৎপর দেখ্‌ছি দিব্য চক্ষে ॥ ১৬
জয় বিজয় দুই ভাই করিতাম প্রভুর দ্বার রক্ষে।
ঘটিল পাপ অভিশাপ দু'জনার পক্ষে ॥ ১৭
হরি কন তোমরা দু'জন দোষী হয়েছ মুখ্যে।
লঙ্কাতে পাঠান প্রভু সেই উপলক্ষে ॥ ১৮
সদ্‌ভাবে হয় সপ্ত জন্ম তায় কিছু অপেক্ষে।
তিন জন্মে শত্রুভাবে দিবেন মুক্তি ভিক্ষে ॥ ১৯

মম সম কে আছে জগতে ভাগ্যবন্ত
দারা সহ দ্বারস্থ যাহার লক্ষ্মীকান্ত ॥ ২০
বলিতে বলিতে রাবণ অমনি হয় ভ্রান্ত ।
পুত্র প্রতি ক্রোধমতি কহিছে দুরন্ত ॥ ॥ ২১
ক্ষুদ্র সঙ্গে যুদ্ধে বেটা ! হ'তে বলিস্ ক্ষান্ত ।
মানুষে মিশাব গিয়ে, শুনে তোর বৃত্তান্ত ॥ ২২
ভণ্ড যোগী, কাণ্ড মিছে, নাম জানকীকান্ত ।
বেটা বস্তুহীন ! পরম বস্তু তারে করিস্ একান্ত ॥ ২৩
তুই ভেবেছিস্ তারই কোপে মম সর্ব্বস্বান্ত ।
জন্মিলে জীবের মৃত্যুকালে হয় অন্ত ॥ ২৪
বেটা রসহীন ! রসাতলে গিয়াছিস্ নিতান্ত ।
রামকে বলিস্ সীতে দিতে, এ যে মরণান্ত ॥ ২৫
শুনিলে এ কথা এখনি হাসিবে সুরকান্ত ।
দূরহ রে দুর্ব্বল বেটা ! বুঝেছি তোর অন্ত ॥ ২৬
পিতৃবাক্যে ঐ রঘুনাথ বনচারী হন্‌ত ।
পরশুরাম ক'রেছিল মাতৃ-জীবনান্ত ॥ ২৭
তুই বেটা হয়ে পিতাকে দিতে এলি গুরুমন্ত্র ।
লাথি খেয়েছে বিভীষণ তু'লে ঐ তন্ত্র ॥ ২৮
মোর বংশে পুত্র কেবল ছিল ইন্দ্রজিত ।
পিতার বাক্যেতে মহী হইল লজ্জিত ॥ ২৯

ত্যজ উষ্মা, পিতা! আর বল শিব শিব।
আজি আমি তোমার শত্রু শীঘ্র বিনাশিব ॥ ৩০

* * *

মহীরাবণের মায়াচ্ছল।

যাত্রা ক'রে পিতৃপদ ধরিয়া মস্তকে।
মনে বলে রাখ লজ্জা হে ছিন্নমস্তকে! ॥ ৩১
ভেবেছি সামান্য পুরুষ তাতো নয় তাঁরা।
মায়া ক'রে দেখিব এক বার যা কর মা তারা! ॥ ৩২
লাঙ্গূড়ের গড় করি পবন-অঙ্গজ।
তন্মধ্যে রাম রাখি বীর যেন মত্তগজ ॥ ৩৩
গড়ের রক্ষক বিভীষণ ধর্ম্মময়।
মায়া করে মহীরাবণ রজনী সময় ॥ ৩৪
সূর্য্যকুল-পূজ্য কভু হন বশিষ্ঠ মুনি।
মুখে বলে জয় জয় জগৎ-চিন্তামণি! ॥ ৩৫
বিভীষণ সন্ধান জানায় হনুমানে।
যে রূপে যাউক মায়া-রূপ আর কি হনু মানে ॥ ৩৬
জানকীর জনক হ'য়ে একবার যায়।
প্রকাশ হইল কর্ম্ম হ'ল না বজায় ॥ ৩৭
পুত্র-শোকে দুটি আঁখি হইয়া মুদিতে।
রামের মা হইয়া যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ ৩৮

অহং সিন্ধু—যং।

জীবন রাম রে! একবার, মা ব'লে আয় কোলে,
মায়ের জুড়াক তাপিত প্রাণ।
তোর পিতার কি পুণ্য ছিল,
তোর শোকে প্রাণ ত্যজিল,
রাম ওরে অভাগী ম'লো না রাম!
তোর মা বড় পাষাণ॥
চেয়ে দেখ রে নয়ন তারা, নয়নে সদাই নয়ন তারা,
কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন রে!
সেই যে রাম! তুই গেলি বনে,
সেই প'ড়েছি ধরাসনে,
রাম! মায়ের উঠিবার শকতি,
নাই রে অঙ্গ অবসান॥ (খ)

———

বিভীষণ বার্ত্তা দিয়ে যায় অকুশল।
কৌশল্যা-রূপ ধরি রক্ষা হ'ল না কৌশল॥ ৩৯
অন্তরে থাকিয়া বীর ভাবিছে অন্তরে।
খুড়া বিভীষণের মূর্ত্তি ধরে তদন্তরে॥ ৪০
খুড়া বেটা ঘরের ভেদী মন্ত্রণার চূড়।
দেখি দেখি কপালে কি করেন চন্দ্রচূড়॥ ৪১

গড়ের নিকটে গিয়া মায়া করি কয়।
ছাড় দ্বার বারেক রে পবন-তনয়! ॥ ৪২
দুরন্ত রাবণ-পুত্র ফিরে মায়া ছলে।
কোন্ ছিদ্রে কি জানি ফেলিবে কোন ছলে ॥ ৪৩
সহোদর সহ আছেন কি রূপে শ্রীরাম।
বারেক নয়নে হেরি দূর্ব্বাদল-শ্যাম ॥ ৪৪
চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি আছেন হেন বাসি।
কি ভয় বলি, উভয় ভাইকে অভয় দিয়ে আসি ॥ ৪৫
বিভীষণ-জ্ঞানে জ্ঞান-হত পবনপুত্র।
ছাড়ি দিল দ্বার, চিন্তা না করিয়া উত্র ॥ ৪৬

* * *

মহীরাবণের রাম-লক্ষ্মণ-হরণ। হনুমানের হস্তে বিভীষণের লাঞ্ছনা।

হরিতে হরিরে মহী ব্যস্ত অতিশয়।
যুগল হস্ত ধরি ত্রস্ত পাতালস্থ হয় ॥ ৪৭
হেথায় আইসে যায় বার্ত্তা লয় বারে বারে।
বিভীষণ দরশন দিলেন গড়ের দ্বারে ॥ ৪৮
দিতেছে উত্মায় সায় পবনকুমার।
পাঁচ বার চোরের,—সাধুর একবার ॥ ৪৯
এখনি গড়ের মধ্যে গেলি বিভীষণ!
মায়া করি এলি বেটা রাবণ-নন্দন! ॥ ৫০

মহীরাবণের কথা গণিয়ে মানসে।
বামহস্তে ধরি অমনি বিভীষণের কেশে ॥ ৫১
কড়মড় করে দন্ত ঘন মারে চড়।
রক্তারক্তি করে দিয়া নখের আঁচড় ॥ ৫২
ঘন ঘন বলে ঘনশ্যাম রামকে হর।
দয়া মায়া ঘুচায়ে বেটা! মায়া শিখেছ বড় ॥ ৫৩
ঘন ঘন মারিছে ঘুসা, ঘুরায়ে দুটা আঁখি।
হেসে বলে বেটার আজি ফাঁক হয়েছে কাঁকি ॥ ৫৪
পারিস্ যদি যুদ্ধে জিন্‌তে অযোধ্যার ঈশ্বরে।
বাপের বেটা হ'য়ে কেটা লুকিয়ে চুরি করে ॥ ৫৫
ধর্ম্ম খেয়ে কর্ম্ম বেটা! খুড়ার মূর্ত্তি ধর।
সরমের মাথা খেয়ে সরমার ঘর ঢুকিতে পার ॥ ৫৬
ধরাতলে বিভীষণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ।
ত্রাহি ত্রাহি বলে রক্ষা কর ভগবান্ ॥ ৫৭
এসো ভগবান্ দেখাই ব'লে হনূমান্ রোকে।
বজ্রসম তিন কিল পুনঃ মারে বুকে ॥ ৫৮
বেটা! রোগের শেষ,—তোকেই শেষ করিলে গেল লেটা।
রাবণ বেটার বেটা মারিতে, হাতে পড়িল ঘাঁটা ॥ ৫৯
রসাতলে থেকে বেটার হয়েছে রস পিত্ত।
রাম লক্ষ্মণ হরিবে বেটা ক'রে চৌর্য্যবৃত্ত ॥ ৬০

ভদ্রকালীর পূজা ক'রে মর্দ্দ হয়েছে ভারি।
ভদ্রাভদ্র না গ'ণে যাও ভদ্রলোকের বাড়ী ॥ ৬১
এখন কোলে রাখিলে ভদ্রকালী তোর ভদ্র নাই।
তোর যখন হয়েছেন শত্রু, শত্রুঘ্নের ভাই ॥ ৬২
তখন গালী খেয়ে দাখিল খুন বলে বিভীষণ।
বলে, আমারে নষ্ট করো না পবননন্দন ! ॥ ৬৩
কপট রাবণপুত্র ধ'রে মোর মূর্ত্তি।
রাম লক্ষ্মণ লইল বুঝি কোরে চৌর্য্যবৃত্তি ॥ ৬৪
যাউক, প্রাণ যাউক মান, ছিল কর্ম্মসূত্র।
রাজীবলোচন রামকে এক বার দেখ রে পবনপুত্র ! ॥ ৬৫
অন্ত বুঝে হনুমান্ গড় পানে চায়।
না দেখে নয়নে নবদূর্ব্বাদল-কায় ॥ ৬৬
আকাশ ভাঙ্গিয়া অঙ্গ আছাড়িল ধরা।
উন্মাদের প্রায় চক্ষে বহে শতধারা ॥ ৬৭
ধনহারা গৃহী যেমন, জ্ঞান-হারা মুনি।
মনেতে ব্যাকুল যেমন, মান হারায়ে মানী ॥ ৬৮
বাণহারা বিবন্ধে যেমন যোদ্ধাপতি থাকে।
বৎসহারা গাভী যেমন উর্দ্ধমুখে ডাকে ॥ ৬৯
গো-হারা হইয়া যেমন গো-রক্ষকের জ্বালা।
মন্ত্রহারা গুণী যেমন অন্তর উতলা ॥ ৭০

মণিহারা ফণী করে মণি অন্বেষণ।
তেমনি চিন্তামণি-হারা হ'য়ে পবননন্দন॥ ৭১

ভৈরবী—যৎ।

মরি রে! জীবন-রামকে হারালাম।
রেখেছিলাম হৃৎকমলে, নীলকমল জটাধারী রাম॥
দীনের কর্ত্তা দিনকর! কোন্ পথে গেল আমার,
হে! ও হে তব কুলোদ্ভব আমার নবদূর্ব্বাদলশ্যাম॥
মায়াবী রাক্ষস-চোরে, ঘরে আনিলাম ডেকে যতন ক'রে,
রে! কেবল অযতন-সাগরে
আমার নীলরতন ডুবালাম॥ (গ)

মহীরাবণের পুরে হনূমানের গমন,—জলের ঘাটে স্ত্রীলোকগণের মুখে রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ শ্রবণ, ভদ্রকালী-স্তব।

যাঁরে ধ্যানে চিন্তে মুনি, হরিয়ে রাম-চিন্তামণি,
মহী ছাড়ি মহীরাবণ, প্রকাশে নিজ বিদ্যে।
স্মরণ করি মহামায়া, সৃজন করিল মায়া,
স্থানে স্থানে রাখে পথ রুদ্ধে॥ ৭২
কোন স্থানে অগ্নি জ্বলে, কোন স্থানে পূরিত জলে,
কল কল ধ্বনি তায় তরঙ্গ।

ভয় পাইয়া ভগবান্, থর থর কম্পমান,
দেখি মহীরাবণের রঙ্গ ॥ ৭৩
যুগল ভাইয়ের যুগল করে, নিগড়-বন্ধন করে,
ভববন্ধন মুক্ত যাঁর নামে।
রঙ্গ-মনে সঙ্গোপনে, ভদ্রকালী ভদ্রাসনে,
রাখে বীর বৈকুণ্ঠপতি রামে ॥ ৭৪
বাঁধি লক্ষ্মণ রঘুবরে, পুরোহিত দ্বিজবরে,
আনন্দে কহিছে রাবণ-পুত্র।
পূজিব নররুধিরে, নরকান্তকারিণীরে,
এনেছি পিতার দুটা শত্রু ॥ ৭৫
হেথা বীর হনূমান্, ত্যজি শোকে বাহ্যজ্ঞান,
পাতাল সুড়ঙ্গপথে চলে।
শরণ করি কৃপাসিন্ধু, মায়া-অগ্নি মায়াসিন্ধু,
উদ্ধার হইল অবহেলে ॥ ৭৬
বলে যাব কার সন্নিধান, কে দিবে মোরে সন্ধান,
না পান সন্ধান যার যোগী।
গিয়া বীর পাতালপুরে, বলে দুর্গে হে ত্রিপুরে!
যোগিপ্রিয়ে মা! হও উদ্‌যোগী ॥ ৭৭
বৃক্ষতলে বসি বীর, মন্ত্রণা করিছে স্থির,
সব সন্ধান রমণী-নিকটে।

নারী-ছিদ্র পেলে পরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে,
সব জানিব সরোবরের ঘাটে ॥ ৭৮
পুরোহিত দ্বিজ আসি, নিজ স্ত্রীকে ভালবাসি,
বলে, তোমায় বলি,—কারে বলো না।
ব্রাহ্মণী কয় কৃষ্ণ-গোপাল! এমন বলার পোড়াকপাল!
কারে বলিব,—তুমি করিলে মানা ॥ ৭৯
তখন, প্রবেশ হ'য়ে কথার ছিদ্রে,
রাত্রে ধনীর না হয় নিদ্রে,
বলে, বলিলে পতির নিন্দা হয়।
যা থাকে তাই হবে কপালে, এ কথা তো রাত্রি পোহালে,
ছোট দিদীকে না বলিলে নয় ॥ ৮০
রাত্রে না পেয়ে ফাঁক, পেট ফুলে হইল ঢাক,
গুমরে গুমরে বলে, ওমা মলাম।
একি পোড়া ছি ম'লো ম'লো, আজি কি রাত্রি দুটো হ'ল,
কখন পোহাবে পেট ফেটে যে গেলাম ॥ ৮১
যোগে-যোগে পোহায় নিশি, প্রভাতে কক্ষে কলসী,
ব্রাহ্মণী রামমণিকে জাগাচ্ছে।
রাজবাড়ীর এই গুপ্ত বাণী,
কালি বলিলেন আমাদের তিনি,
দেখো দিদি! ব'লনা কার কাছে ॥ ৮২

রামমণি কয়, হরি হরি, ধিক্ ধিক্ মোর গলায় দড়ি,
বলিলে কথা তোর হবে সঙ্কট লো।
ভাল বাসিস্ বল্লি আমাকে, এই কথা বারি করিব মুখে,
আগুন দিয়া পোড়াই এমন ঠোঁট লো॥ ৮৩
তোর সঙ্গে কি সম্বন্ধ, তোর ভাতারের ভাল মন্দ,
হবে দায়, তাই আমি করিব? মর লো।
তুই খেলে ভাতারের মাথা, মোর তাতে কি থাকে মাথা,
তোর ভাতার আর মোর ভাতার কি পর লো॥৮৪
কথা শুনি রামমণির পেটে, উদরীর সমান ফুলে উঠে,
জলের ঘাটে জানায় গিয়ে ত্বরা।
গাঁয়ে কি দৈব করেছেন বিধি, শুনেছিস্ লো নাগরি দিদি!
কালিকের কথা শুনেছিস্, লো তোরা॥ ৮৫
দেখি নাই, আমি শুনিলাম বাছা!
কোন্ দুঃখিনীর দুটী বাছা,
বয়স কাঁচা তারা দুটী ভাই লো।
পূজা ক'রে ভদ্রকালী, রাজা নাকি মাকে দিবে বলি,
শুনিয়া অবধি দিদি! আমি নাই লো॥ ৮৬
পুরুতঠাকুরাণী করিলেন মানা,
বলিলেন কথা কারে ব'লো না,
অতএব আমার প্রকাশ করা হয় না।

কেবল বল্‌ছি কথা লুকায়ে ঘাটে,
তোরা পাছে বলিস্ হাটে,
তোদের পেটে কথা জীর্ণ পায় না ॥ ৮৭
আমাদের মত নহিস্ যে পেটে,
বারো শ জন্মের কথা পেটে,
জীর্ণ ক'রে গিন্নী হয়েছি বাছা।
তোদের কাঁচা বয়স তের চৌদ্দ, সদাই চেষ্টা রস-গদ্য,
বিবেচনা নাই আগা-পাছা ॥ ৮৮
নারীর মুখে পেয়ে অন্ত, হরষিত হনূমন্ত,
যায় ভদ্রকালীর নিবাসে।
দুই চক্ষু ভাসে নীরে, ভক্তিভাবে ভবানীরে,
কহে গললগ্নীকৃতবাসে ॥ ৮৯
কঙ্কালি কালবারিণি! কালান্ত-কালকারিণি!
কৃশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত।
খরশান খড়্গ ধরা, খলে খণ্ড খণ্ড করা,
ক্ষেমঙ্করি! ক্ষীণে হও মা! ক্ষান্ত ॥ ৯০
গৌরি! গজাননমাতা! গতিদা গায়ত্রী গীতা,
গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণে গান্ ত।
ঘণ্টানাদ-বিলাসিনি! ঘটনায় ঘটরূপিণি!
ঘনরূপিণি! কুরু মা! ঘোরান্ত ॥ ৯১

উমে। ত্বং উমেশ-রাণী, উৎকট পাপ উদ্ধারিণী,
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত।
চিদানন্দ-স্বরূপিণি! চিত-চৈতন্যরূপিণি!
চণ্ডি! চরাচর-জন্য চিন্ত॥ ৯২
ছলরূপে! ত্যজি ছলে, পদছায়া দেও ছাওয়ালে,
ছাড় ছন্দ ঘুচাও ও মা! ভ্রান্ত।
তুমি করিবে জননি! জায়া, জয়ন্তী যোগেশ-জায়া,
জানকী-জীবনের জীবনান্ত।। ৯৩

ঝিঁঝিট—যৎ।

তুমি কি বধিবে রঘুনাথের প্রাণ!
ও মা! তব পতি পশুপতি, রঘুপতির গুণ গান॥
কর দুর্গে! দুঃখের অন্ত, ত্রাসিত জানকীকান্ত,
লাগি রামের জীবনান্ত,—
ভয়ে কুরু অভয়দান॥ (গ)

লক্ষ্মণের বিলাপ।

না হইয়া মূর্ত্তিমান্, গুপ্তভাবে হনূমান্,
পাতাল মধ্যেতে কাল কাটে।

রাজা আজ্ঞা দিল চরে, নিকটেতে কে আছ রে!
যাহ শীঘ্র সরোবরের ঘাটে ॥ ৯৪
হৌক পূজার সংকল্প, শক্র রাখা গৌণকল্প,
করা নয় করায়ে আন স্নান।
শুনি দূত যায় ত্রস্ত, যথায় বন্ধন-গ্রস্ত,
ভবের আরাধ্য ভগবান্ ॥ ৯৫
রাজা দশরথ-পুত্রে, চারি হস্ত এক সূত্রে,
বন্দি করি যায় সরোবরে।
প্রাণ-সংহার-লক্ষণ, মনেতে ভাবি লক্ষ্মণ,
কাঁদিয়া কহেন রঘুবরে ॥ ৯৬
ও হে ব্রহ্ম-সনাতন! অদ্য জন্মেরি মতন,
গেল প্রাণ ভাঙ্গিল আশার বাসা।
দুরন্ত রাজকিঙ্কর ভয়ঙ্কর বাঁধে কর,
ভগবান্! কি কর হে ভরসা ॥ ৯৭
প্রাণ-ভয়ের উৎকণ্ঠে, মহাপ্রাণী এলো কণ্ঠে,
বলির আরাধ্য! তোমায় বলি।
বাজিছে দুন্দুভি মন্দিরে, ভদ্রকালীর মন্দিরে,
বলিছে অদ্য দিবে নরবলি ॥ ৯৮
হ'লো না মা সীতার উদ্ধার, ও হে ভবকর্ণধার!
সারোদ্ধার অদ্য নাই উপায় হে।

কি কাল রজনী-অন্ত, প্রভু হে! জান না অন্ত,
মধুসূদন! বিপত্তে প্রাণ যায় হে ॥৯৯
স্নান করাইয়া পরে, ত্রিপুরেশ্বরীর পুরে,
অস্ত্রাঘাতে করিবে প্রাণাঘাত।
তরঙ্গ-মাঝারে তরী, অনাসে আইল তরি,
ঘাটে ডুবাইলাম রঘুনাথ! ॥ ১০০

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

হরি হে! আজ বুঝি প্রাণ হারালাম।
আগে নাগপাশ-বন্ধনে, দারুণ শক্তিশেলে তরিলাম ॥
পূজা ক'রে ভদ্রকালী, বলিতেছে দিবে বলি,
রাম! কেবল প্রাণ লয়ে ভরসা ছিল,—
সে আশা আজি ঘুচাইলাম ॥
দুটি ভাইকে বনে দিয়ে, ঘরে মা রয়েছেন পথ চেয়ে।
রাম! আমরা দুজনে জননীর গর্ভে বৃথা জন্মেছিলাম ॥(ঙ)

শ্রীরাম লক্ষ্মণের মনোহর রূপ দর্শনে পুর-নারীগণের বিস্ময়।

বেঁধে দুটী ভেয়ের কর, রাজার কিঙ্কর,
ল'য়ে যায় রাজ-আজ্ঞামতে।

যত রমণীমণ্ডল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রীরামের দেখে পথে ॥ ১০১
কিবা তরুণ-অরুণ, কিরণ-চরণ,
বিধুগর্ব্ব নখে নাশে।
শিবের সম্পদ, পদেতে ষট্‌পদ,
সরোজ-জ্ঞানে বিলাসে ॥ ১০২
যৎপদে উৎপত্তি, জহ্নুসুতা সতী,
শিবশির-নিবাসিনী।
কালীয় ফণী ভুষ, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ,—
চিহ্নিত পদ দুখানি ॥ ১০৩
কিবা কান্তি সুকোমল, নিন্দি নীলোৎপল,
অঞ্জনে করে গঞ্জনা।
যতেক দুর্ব্বলে, দূর্ব্বাদল বলে,
রামরূপে কি তুলনা ॥ ১০৪
ভুজ কি শোভিত, আজানুলম্বিত,
সব্য করে শোভে ধনু।
চিকুর চাঁচর, মগ্ন চরাচর,
নিরখি শ্রীরাম-তনু ॥ ১০৫
শোভা-পরিপাটী, অঙ্গে রাঙ্গা মাটি,
কটি-আঁটা তরুছালে।

ভালে দীর্ঘ ফোঁটা, কি শোভার ঘটা,
গলে বনফুল-মালে ॥ ১০৬
হেরি অপরূপ, বিশ্বরূপ-রূপ,
বিস্ময় যত রমণী।
বলে দেন যদি তারা, নয়নের তারা,—
মাঝে রাখি রূপখানি ॥ ১০৭
হেঁগো! এর কাছে কি গণি, সর্প-শিরোমণি,
এ যে মুনি-মন হরে।
ইচ্ছা,—পদমূলে, বিকাই বিনি মূলে,
যাই নে সে অসার ঘরে ॥ ১০৮
মন যে উদাসী, ও চরণে দাসী,
হ'তে পেলে ধন্যা আমি।
তুচ্ছ করি হরে, ব্রহ্মা পুরন্দরে,
কোন্ তুচ্ছ ঘরে স্বামী ॥ ১০৯
তখন জনেক নাগরী জানায় ত্বরা করি,
যারা ছিল গৃহ-কাজে।
বলে আয় লো সখি! তোরা, মুনির মন-চোরা,
রূপ দেখ্‌সে পথমাঝে ॥ ১১০
রাজা করি চৌর্য্য, এনেছেন আশ্চর্য্য,
দুটি যেন কোটি শশী।

হেরে সে মাধুর্য্য,　মন হ'ল অধৈর্য্য,
তোদিগে জানাতে আসি ॥ ১১১
কালো জলধরে,　কার মন্ ধরে,
সে কালোবরণ-কাছে।
একটি কাঁচা স্বর্ণ,　স্বর্ণ যে বিবর্ণ,
দেখে মোহিত হয়েছে ॥ ১১২

* * *

শ্রীরামরূপ-লাবণ্য দেখিয়া রমণীগণ কেমন আনন্দিত ?

যেমন নব জলধর হেরে চাতকীর আনন্দ।
পূর্ণ সুখ চকোরের, হেরে পূর্ণচন্দ্র ॥ ১১৩
বসন্তে স্বদেশে কান্ত এলে কামিনীর মন।
প্রেমীর মন সুখী,—হ'লে বিচ্ছেদে মিলন ॥ ১১৪
হারা সন্তান পেলে যেমন জননীর আনন্দ।
হঠাৎ চক্ষু পেলে যেমন হরষিত অন্ধ ॥ ১১৫
সাধুর আনন্দ যেমন গুরুকে দান করি।
চোরের আনন্দ যেমন অন্ধকার হেরি ॥ ১১৬
পশুর আনন্দ যেমন আহারে উদর পুষ্ট।
শিশুর আনন্দ যেমন হাতে পেলে মিষ্ট ॥ ১১৭
ক্ষত্রিয় আনন্দ যেমন যুদ্ধে জিনে বৈরী।
মেনকার আনন্দ পেয়ে, তিন দিন গৌরী ॥ ১১৮

বন্ধ্যার আনন্দ যেমন, সন্তান পেয়ে জানি।
ততোধিক আনন্দ হেরে রামরূপ রমণী ॥ ১১৯

ঝিঁঝিট—যৎ।

আয় তোরা কেউ দেখ্‌বি,—রামরূপ দেখ্‌সে আয়।
যেমন শরৎশশী, পড়্‌ল খসি, নবঘন-মিশেছে তায় ॥
একটীর অঙ্গ মেঘের বরণ, একটি যেন চাঁদের কিরণ,
সই গো! তাতে চাঁদ ব'লে ধায় চকোরিণী,—
মেঘ ব'লে চাতকী ধায় ॥ (চ)

মহীরাবণের ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা একান্ত অসম্ভব, সে কেমন?—

যেমন ক্রোড়পতির অন্নবস্ত্র-জন্য চিন্তা করা।
ধন্বন্তরির চিন্তা যেমন, দেখে মাথাধরা ॥ ১২০
ঐরাবতের চিন্তা যেমন, দেখে পিপীলিকা ক্ষুদ্র।
অগ্নি-ভয়ে চিন্তা করেন অগাধ সমুদ্র ॥ ১২১
কল্পতরুর চিন্তা যেমন, এক জন অতিথি রাখিতে।
বৃহস্পতির চিন্তা যেমন, আঙ্ক ফলা লিখিতে ॥ ১২২
কুবেরের চিন্তা যেমন, ষোল কড়ার দায়ে।
চিন্তামণির তেম্‌নি চিন্তা মহীরাবণের ভয়ে ॥ ১২৩

* * *

শ্রীকালীর নিকট বলিদানের উদ্যোগ ;—হনুমানের আবির্ভাব,—
শ্রীরামের ভদ্রকালী-স্তব।

কেঁদে কহেন জানকীকান্ত, গেল রে গেল একান্ত,
প্রাণের লক্ষ্মণ ! প্রাণ আমাদের ভাই রে।
বাঁচন অতি সুদুর্ল্লভ, শঙ্কটে কার শরণ লব,
বন্ধু-বান্ধব এখানে কেউ নাই রে ॥ ১২৪
কে আমাদের হবে মিত্র, রাজার যত পাত্রমিত্র,
এই-কর্ম্মে কে করিবে রক্ষে।
এ কি নির্ম্মায়িক রাজ্য, কেহ না করে সাহায্য,—
দুটি ভাই অনাথের পক্ষে ॥ ১২৫
এখন মহীরাবণ করে রক্ষা, ভাই ! তোমারে পাই ভিক্ষা,
আমায় ব'ধে ভদ্রকালী-কাছে।
মরি,—তার শঙ্কা করি নে, সুমিত্রা মায়ের ঋণে,
মুক্ত পেলে পরকাল বাঁচে ॥ ১২৬
কোথা মিত্র বিভীষণ ! এ বিপদে অদর্শন,
কোথা হে সুগ্রীব প্রাণসখা !
কোথা রে পবন-পুত্র ! প্রাণাধিক প্রিয় পাত্র,
প্রাণান্ত-কালেতে দে রে দেখা ॥ ১২৭
জনমের মত আসি, বারেক দেখা দেহ আসি,
আশীর্ব্বাদ করি অন্ত-কালে।

দুঃখের ক'রেছ শেষ, রক্ষা না হইল শেষ,
আজি মৃত্যু লিখন কপালে ॥ ১২৮
হরি কাঁদে উৎকটে, ছিলা বীর সন্নিকটে,
অসিত-মক্ষিকা-রূপ ধরি ।
প্রভু ! শান্ত হও বলিয়ে, কহিছে প্রবোধ দিয়ে,
ভব-কর্ণধার-কর্ণ-মূলে ॥ ১২৯
হরি হে ! ত্যাজ্য ঔদাস, এই আইল তোমার দাস,
তব নাম-গুণে সন্নিকটে ।
কি চিন্তা হে চিন্তামণি ! সুরমণির শিরোমণি !
ব্রহ্মবস্তুর পতন কি ঘটে ! ॥ ১৩০
কর কটাক্ষে সৃজন-অন্ত, আমি কি কহিব অন্ত,
অন্তরে অনন্ত চিন্তে যায় হে !
কি ভয়ে কম্পিত অঙ্গ, ও হে নীলপঙ্কজাঙ্গ !
মাতঙ্গের আতঙ্গ যেন পতঙ্গের দায় হে ॥ ১৩১
জলে স্নান করাইয়া, জলদবরণে লইয়া,
দূতগণে দিল কালী-ধামে ।
প্রাণ-শঙ্কায় নরহরি, কাঁপিছেন থরথরি,
প্রাণের লক্ষ্মণে ল'য়ে বামে ॥ ১৩২
সম্মুখে হেরি শঙ্করী, সবর্ণ বর্ণন করি,
স্তব করেন রঘুবংশপতি ।

শিবানি! শিবে! শর্ব্বাণি! সর্ব্বাপদ-সংহারিণি!
সন্তানে সঙ্কটে রক্ষ সতি! ॥ ১৩৩
সারদা শুভদা, সর্ব্ব-সম্পদ-সম্প্রাদা,
সুরেশি! ষোড়শি! সুরারাধ্যে!
শুম্ভপ্রাণ-বিনাশিনি! শম্ভু-হৃদি বিলাসিনি!
শক্তি! শক্তিধরা শিব-সাধ্যে॥ ১৩৪
শিশু-শশধরভালিনি! শশি-শেখর-সীমন্তিনি!
সুরেন্দ্র-সাধিকে! সুরেশ্বরি!
শঙ্কা শরীর নাশিবে, শরণাগতোহহং শিবে!
সঙ্কটে রক্ষ মে শুভঙ্করি! ॥ ১৩৫

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

ও মা কালি! মনের কালি ঘুচাও গো মা কালদারা।
এ দাসের হয় অকাল মৃত্যু, বাঁচাও গো মা মৃত্যুহরা॥
মহীরাবণ করি মায়া, প্রাণ বধিবে মহামায়া!
যেন মা হয়ে সন্তানের মায়া, ভুলনা গো ত্রিপুরা!
যাত্রা কালে ওমা তারা! মন্দ ছিল চন্দ্র-তারা,
এখন ভরসা কেবল, তারা!
তোমার করুণা-নয়নের তারা॥ (ছ)

ভদ্রকালীর পূজার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যের আয়োজন,—
হনুমানের নৈবেদ্যাদি ভোজন।

দেখি দেবীর নিকটে হনুমান্, নৈবেদ্য বিদ্যমান,
রেখেছে পূজক দ্বিজবরে।
মিষ্টান্ন নানা রস, মধুর আম্র আনারস,
লোভে ব্যস্ত জিহ্বায় জল সরে॥ ১৩৬
ইদমর্ঘ্যং এতৎপাদ্যং, সোপকরণ নৈবেদ্যং,
রামচন্দ্রায় নমঃ বলি মুখে।
আড় চক্ষে চান দেবী-পানে, ব'সে গেলেন জলপানে,
দুই হাতে তুলিয়ে দিচ্ছে মুখে॥ ১৩৭
খেয়ে হনুমান্ নানা মিষ্ট,
বলে ক'রো না মা! কোপদৃষ্ট,
পাকে পড়িব পাক হবে না তবে।
দেব-দ্রব্য ভাবিতে হ'লে, আত্মাপুরুষ যায় মা! জ্বলে,
প্রাণান্তে পাতক নাস্তি, শিবে!॥ ১৩৮
আমায় আদর ক'রে কে খেতে বলে,
খাই গো মা! হাতের বলে,
তোমার অগোচর সে ত নয় মা!
যেখানে খেতে যাই তারা! সেই আমাকে দেয় তাড়া,
ধর্ম্ম ভাবিলে প্রাণ ত আর রয় না॥ ১৩৯

কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়,
অগ্রভাগ খেয়েছি খেয়ে ধর্ম্ম।
খেয়েছি তা তোর ক্ষতি কি মা!
তোমার খাবার অভাব কি মা!
জন্ম-সুখী রাজার ঘরে জন্ম॥ ১৪০
বিশেষ একটু মনে বুঝ, জগত জুড়ে করে পূজ,
নানা দ্রব্য দিয়ে করি ঘটা।
খেতে কি বাকি আছে হেঁটে, ব্রহ্মাণ্ড ভরেছ পেটে,
খাবে কি আর আলোচালী ক'টা॥ ১৪১
তখন ঠেলে ফেলি মণ্ডা ছাবা,
আলোচালী থাবা থাবা,
তাড়াতাড়ি পূরিছে দুটো গালে।
বুট ভিজে আর মুগ ভিজে, তাতেই গেল মন ভিজে,
চিনির পানার মালসা ভুমে ঢালে॥ ১৪২
খোসা সহ খায় সশা, মণ্ডার খসায় খোসা,
বীজ খাইবে, বিবেচনা করি।
আনন্দে পবন-সুত, দেখে কলা কুলপুত,
তাতেই কিছু মনঃপূত ভারি॥ ১৪৩
যত পরিচারক দ্বিজবর্গ, বলে এটা কি উপসর্গ!
ও রে ভাই রে! দেখে মরি ডরিয়ে।

কোথা থেকে এ আপদ এলো,
সকল করিলে এলো-মেলো,
কিছু রাখে নাই, সব খেয়েছে জড়িয়ে ॥ ১৪৪
কি হ'লো মা জগদম্বা ! ঘটের খেয়েছে রম্ভা,
ভূমিতলে ঘট ফেলেছে গড়িয়ে।
নিকটে যেতে লাগে ডর, দন্ত করে কড় মড়,
শঙ্কা বেটা পাছে মারে চড়িয়ে ॥ ১৪৫
কোথা গেলে ভট্টাচার্য্য, কি সঙ্কট কিমাশ্চর্য্য !
আমি ত ভাই ! বাঁচিনে মনস্তাপে।
তিনটে হাঁড়ি গোল্লা ভাই ! দিব্য করিতে একটা নাই,
ঘেরিল আসি কোথাকার পাপে ॥ ১৪৬
আলোচালী কলা ছোলা, খেতো যদি এসব গুলা,
ক্ষতি ছিল না,—ও সব মাল কাঁচি।
পদ্ম-পুষ্প-বর্ণ চিনি, খেয়েছে যাটী বস্তা চিনি,
আমি কি ভাই ! এ দুঃখেতে বাঁচি ॥ ১৪৭
ছিল হাঁড়ি আষ্টেক্ সিকায় তোলা,
তাও রাখে নাই এ ভোলা,
ভোলে খেয়েছে দেড় শো মোন ভুরো।
সাজিয়েছিলাম একটা চূর, প্রচুর করি মতিচুর,
বেটা তাহার রাখে নাই একটু গুড়ো ॥ ১৪৮

ছিল মধু কলসী উনিশ কি কুড়ি, খেয়েছে দিয়ে চুমকুড়ি,
মাছি ব'সে তায় একটু নাই ভাই রে!
সম্বৎসর খাব আশা, একখানি যে ফুলবাতাসা,
ছেলের হাতে দিব এমন নাই রে॥ ১৪৯
তাড়াতে কে পারে বল, বেটার কি ভাই বিষম বল,
নিঃসম্বল করিল অনায়াসে।
তিন শ গদা পড়িলে ঘাড়ে, তবু বেটা ঘাড় কি নাড়ে?
লাঙ্গুল নাড়ে আর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে॥ ১৫০
তখন মহীরাবণ শুনিতে পায়, রাগে জ্বলদগ্নি-প্রায়,
সঙ্গে সৈন্য শীঘ্র সাজাইয়া।
তারা ছুটে যেন যায়, তারা-গুণ বদনে গায়,
যতনে জকার বর্ণাইয়া॥ ১৫১

টৌরী—কাওয়ালী।

জয়দে! মাতা জগদম্বে! জননি!
যোগেশরমণি! জয়া জগদানন্দকারি!॥
জগন্মোহিনি! জগজ্জন-প্রসবিনি! মা!
যমযাতনাবারিণি! যোগমায়া জগদীশ্বরি!।
মা যশোদে-নন্দিনি! যশপ্রদা যোগেন্দ্রাণি!
জীবের জীবাত্মা-রূপা যজ্ঞেশ্বরি!॥

জগতব্যাপিনি ! জলদরূপিণি !
জাহ্নবি ! জীবের জনমবারিণি !
জগততারিণি জহ্নুকুমারি ! ॥ (জ)

সপুত্র মহীরাবণের নিধন,—রাম-লক্ষ্মণের মুক্তি।

রামকে মনে করি ধ্যান, হনূমান্ অন্তর্দ্ধান,
রাজা গিয়ে দেখিতে না পায়।
পুনঃ করি আয়োজন, দেবীর করে পূজন,
জবাঞ্জলি দিয়ে৷ রাঙ্গা পায় ॥ ১৫২
রাম-লক্ষ্মণে সাজাইতে, বলি বাদ্য বাজাইতে,
রাজা আজ্ঞা করে বাদ্যকরে।
দেখিয়া রাজার নীত, ত্রিভুবন কম্পান্বিত,
ত্রিভুবন-নয়ন দুঃখে ঝোরে ॥ ১৫৩
রামের দেখি দুর্গতি, হনূমান শীঘ্রগতি,
মূর্ত্তিমান হয়ে বিদ্যমানে।
ভদ্রকালী প্রতি বলে, পেয়েছ কোন্ দুর্ব্বলে,
বধিতে সাধ কর ভগবানে ॥ ১৫৪
অসুরক্ত পানে রক্ত, মান না কো ব্রহ্মরক্ত,
বিরক্ত তোর দায়ে জগজ্জনা।

পা দিয়ে শিবের বুকে, বুক বেড়েছে ঐ বুকে,

সে বুক তোর আজি বুঝি থাকে না॥ ১৫৫

করিসনে লোক হাসা-হাসি,

এলো-মেলো রাখ এলোকেশি!

আপনার মান থাকে আপনার হাতে।

চণ্ড মুণ্ডের মুণ্ড কেটে, অহঙ্কারে মরেছ ফেটে,

হাতে রেখেছ লোকে ভয় দেখাতে॥ ১৫৬

কাণে পরেছিস্ দু'টো শব, শব নিয়ে তোর রঙ্গ সব,

শবোপরে শব্দ হুহুঙ্কার।

অধর ব'য়ে রক্ত গলে, কাটা-মুণ্ড-মালা গলে,

হাস্য মুখ ভারি অহঙ্কার॥ ১৫৭

আমারে প্রভু যদি দেন আজ্ঞে,

যা ঘটাই আজ তোর ভাগ্যে,

এখনি দেখ্‌তে পাবে সকল লোকে।

আমি জানি সব তোমার তদন্ত,ভাবকি দেখান বিকট দন্ত,

ডরাই নে তোর করাল বদন দেখে॥ ১৫৮

শিব তোকে নাহি ডরায়, সাধ ক'রে পড়েছে পায়,

খেপার মন যখন যাতে রাজী।

ও রে যেমন মেরেছ লাথি, আমাকে কর উহার সাতী,

শক্তি! তবে তোর শক্তি বুঝি॥ ১৫৯

আমি তোকে ভয় কি করি, ভব-ভয়-ভঞ্জন হরি,
ভক্তি যদি প্রভুর পায় থাকে।
দেখ্‌ছি আমি মনে গ'ণে, শুন ত্রিগুণে! এখনি গুণে,
বন্দী ক'রে রাখ্‌তে পারি তোকে ॥ ১৬০
মুখে রাগ হৃদে ভক্তি, বুঝিলেন শিবশক্তি,
অভয় দিলেন হনূমানে।
অভয় পেয়ে অভয়ার, কহে বীর পুনর্ব্বার,
সুমন্ত্রণা রামচন্দ্রের কাণে ॥ ১৬১
মহীরাবণ কহিল রাম! কালীরে কর প্রণাম,
শুনে কহিছেন জটাধারী।
রাজপুত্র দুটী ভাই, প্রণাম করা জানিনে ভাই!
দেখাও তুমি তবে করিতে পারি ॥ ১৬২
শুনে মহী পড়ে ধরা, দেখায় প্রণাম করা,
হনূমান্ ল'য়ে দেবীর খড়্গ।
মুখে বলে জয় জগন্মাতা, কাটে মহীরাবণের মাথা,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব স্বর্গে ॥ ১৬৩
পতির শোক সহিতে নারি, এলো মহীরাবণের নারী,
দশমাস গর্ভবতী ধনী।
মরি মরি বাপরে মারে! কে আমার পতিরে মারে,
যায় করি মার্ মার্ ধ্বনি ॥ ১৬৪

হনূমান্ কন হে'সে কথা, এসো এ'সো পতিব্রতা!
সঙ্গে মরিবার সতীর লক্ষণ বটে।
একবার ভাবে নারী-হত্যে, আবার ভাবে শত্রু মার্‌তে,
কি দোষ বলি, এক লাথি মারে পেটে॥ ১৬৫
বাহির হ'য়ে তার দুটা শিশু, বলে রে মুখপোড়া পশু!
কি বলিব আমরা ছিলাম গর্ভে।
বলি গদা ল'য়ে হাতে, আঘাত করিতে হনূ-মাথে,
ব্যস্ত হ'য়ে যায় অতি গর্ব্বে॥ ১৬৬
হাসি কয় পবনপুত্র, আরে ম'লো পুনকে শত্রু!
ছুস্‌নে বেটারা! কি করিস্! করিস্!
এখনো তোদের কাটে নাই নাড়ী,ঘৃণা হয় কেমনে নাড়ি,
নেয়ে আয়গে তবে আমারে মারিস্॥ ১৬৭
হাসি হনূমান্ কয় হে'লে হে'লে, আহা মরি দিব্য ছেলে,
কাল কাল চুল গুলি মাথায়।
এখনি হলি আগুন কইরে, আঁতুড়ে গিয়ে সেক নে পড়ে,
জল বাতাসে মরিতে এলি কোথায়?॥ ১৬৮
থোড়াল থোড়াল গড়ন দেখি, নাকটি যেন টিয়ে পাখী,
বাপের মতন সব কি হয়েছে ছেলে!
নাড়ী কাটায়ে থালে নাওগে,পোয়াতির কোলে মাই খাওগে
বাহিরে এসো পাঁচুটের দিন গেলে॥ ১৬৯

তখন তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে, হনূমানের উপরে,
গদাঘাত করিতে দু'টো যায়।
হনূমান্ পাতিয়ে হেঁটো, তিন অঙ্গুলে ধরে দুটো,
আসমানে হাসিয়ে পাক লাগায়॥ ১৭০
করি মহীরাবণকে নির্ব্বংশ, বাড়িল সুখের অংশ,
প্রণমিয়ে কালীর চরণে।
সঙ্গে লক্ষ্মণ ভগবান্, স্বর্ণ-লঙ্কায় পুন যান,
নাশিতে দুরন্ত দশাননে॥ ১৭১
সুগ্রীব আদি বিভীষণ, রামকে করি দরশন,
বিচ্ছেদ-হুতাশন গেল মনে।
রাম জয় রাম জয় ধ্বনি, স্বর্গে সুখী সুরমণি,
শ্রীরামের লঙ্কায় আগমনে॥ ১৭২

সুরট—যৎ।

ভানুজ-ভয়হারী রাম অনুজ সহ কি বিহরে।
সজল জলধরে যেন শশধর উদয় করে॥
শরণার্থে শরদিন্দু পড়ি পদনখে,—
হেরি চিন্তামণি-কান্ত মুনীন্দ্র-মন হরে॥ (ঝ)

রাবণ-বধ।

রাবণের রণ-যাত্রার উদ্যোগ,—মন্দোদরীর নিষেধ।

মহীরাবণ পাতালে মরে, সুখে মোহিত যত অমরে,
শোকে মহীতে পড়ে দশানন।
দংশে যেন বিষধর, কপালে হানে বিশ কর,
বিশ নয়নে ধারা বরিষণ॥ ১
সুধায়ে যুক্তি শুক সারণে, স্বয়ং সাজিতে রণে,
সৈন্যগণে কন লঙ্কাস্বামী।
সহে না শোক অবিরাম, আজি রণে সে ভৃগুরাম,—
দণ্ডীর দণ্ডিব * প্রাণ আমি॥ ২
হুহুঙ্কার ঘন ঘন, যেন প্রলয়ের ঘন,
প্রলয়কর্ত্তা আদি প্রলয় গণে।
টলমল করে ক্ষিতি, অনন্ত প্রভৃতি ভীতি,
প্রাণান্ত মানিছে ত্রিভুবনে॥ ৩
বহির্দ্বার-বহির্ভূত, হ'য়ে রণ সজ্জীভূত,
গর্জ্জিয়ে চলেন মহাবীর্য্য।

---

* আজি রণে ইত্যাদির পাঠান্তর—আজি রণে সে ভণ্ড রাম,—দণ্ডীর ইত্যাদি।

রাবণের প্রধানা সুন্দরী, জেনে মন্দ মন্দোদরী,
অন্তঃপুরে অন্তরে অধৈর্য্য ॥ ৪
হ'য়ে বিগলিতকেশী, দ্রুত আসি লঙ্কেশী,
ভাসি চক্ষু জলে রাণী বলে।
চিন্‌লে না রাম-চিন্তামণি, অন্ধে যেমন চিন্‌তে মণি,
পারে না পাইয়ে করতলে ॥ ৫
জ্ঞান-শক্তি হারাইলে, হরির শক্তি হরিলে,
শক্তি-কোপে সকল শক্তি-লগ্ন।
রেখে শক্তি অশোক-বনে,
পেলে কত শোক অশোক-মনে,
তবু নাই জ্ঞান হৃদয়ে উদয় ॥ ৬
জনক যার জনক, পতি যার জগজ্জনক,
গজমুখ-জনক যারে ভজে।
কোন্ বস্তু জানকী, তুমি তার গুণ জান কি?
জান্‌লে কি সোণার লঙ্কা মজে ॥ ৭
আবার তারকব্রহ্ম তার কান্ত, যে রাম করে তাড়কান্ত,
নরকান্ত করেন যে গুণমণি।
তুমি, তার সনে কি করিবা রণ, ওহে মহারাজ! করি বারণ,
ক'রো না নাথ! আমায় অনাথিনী ॥ ৮

* * *

আলিয়া—একতালা।

নাথো! রাম কি বস্তু সাধারণ।
ভূভার হরিতে, অবনীতে, অবতীর্ণ সে ভবতারণ॥
তাঁর সনে কি তোমার রণ সাজে!
ছি ছি রণ-সাজ কি কারণ,—
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা, তুলসীতে,
আন্‌লে তাঁর সীতে, বংশ-বিনাশিতে,
কাটিলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে,
না শুনে কার বারণ,—
একবার নয়ন মু'দে দেখ্‌লে না হে চিতে,
তোমারে কুপিতে শ্রীরাম জগৎ-পিতে,
জগন্মাতা সীতে কোপিতে,
তাই করে কপিতে মান হরণ॥ (ক)

———

রাবণ বলে সুন্দরি! বুঝালে আমাকে সুন্দরি,
আর ব'লো না মন্দোদরি! সৈতে নারি চিতে।
তুমি চিনেছ নীলবরণ, জেনেছ আমার বুদ্ধি সাধারণ,
বৃহস্পতিকে ব্যাকরণ, এসেছো পড়াইতে॥ ৯
এলে, ধরাকে শিখাতে ধৈর্য্য ধরা, বৈদ্যনাথকে নাড়ীধরা,
ঊর্ব্বশীকে নৃত্য করা, শিক্ষা দিতে এলে।

শিবকে এলে শিখাতে যোগ, ধন্বন্তরিকে মুষ্টিযোগ,
নারদকে দিতে ভক্তিযোগ, ভাল জ্ঞানযোগ পে'লে ॥১০
শিখাতে এলে আমাকে সৌজন্য, সব যায় সীতার জন্য,
সীতে দিয়ে রামের রাগশূন্য, ক'রে বল পায় ধর্‌তে।
আমার প্রতি হয়েছে রাগ নাশ,ছিল কিঞ্চিৎ রাগ-প্রকাশ
সেই রাগে দেন শ্রীনিবাস, লঙ্কায় বাস কর্‌তে ॥ ১১
আমার লঙ্কায় যে এত বিভোগ, কেবল অপরাধের ভোগ,
ছিল অটল সুখভোগ, বৈকুণ্ঠপুরী।
প্রভুর দ্বারী জয় বিজয়, দু'ভাই মোরা দিগ্বিজয়,
মোদিগে সেধে মৃত্যুঞ্জয়, দেখ্‌তে পেতেন হরি ॥ ১২
বরং লঙ্কায় এসে ক্ষুদ্র হই, ব্রহ্মার কাছে বর লই,
দুঃখের কথা কারে কই! ম'রে আছি ভূতলে।
ব্রহ্মাকে কি মনে ধর্‌তাম, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ কর্‌তাম,
ব্রহ্মাকে বর দিতে পার্‌তাম, ব্রহ্মবস্তুর বলে ॥ ১৩

* * *

রাম রাবণের যুদ্ধ।

বিচিত্র শুনে লজ্জায়, অবাক হ'য়ে রাণী যায়,
রাবণ রণ-সজ্জায়, যায় যথা শ্রীপতি।
দাঁড়ালেন ভগবান্, ধনুর্গুণে যুড়ি বাণ,
যার গুণেতে নির্ব্বাণ, গীর্ব্বাণ প্রভৃতি ॥ ১৪

রাবণ বলে রাম! কথা শোন, আমার হচ্ছে রথাসন,
তোর হচ্ছে পথাসন, কত হীন তোয় বলি।
তাতে পরনে বাকল, নাই বসন, বনের ফলমূলাশন,
জঠরের হুতাশন, জন্য জীর্ণ হ'লি ॥ ১৫
মুকুট নাই তোর জটা ভূষণ, ক্ষুদ্র কর্ম্ম তোর শাসন,
ইচ্ছা হয় না বিনাশন, করি হেন দুর্ব্বলে।
তোর শমন-ভবন-দরশন, কাজ নাই রে পীতবসন!
প্রাণ বাঁচাবার অন্বেষণ, দিলাম তোয় ব'লে ॥ ১৬
তখন রাক্ষস-কর্কশ-বাক্য, ক্রোধে হ'য়ে লোহিতাক্ষ,
বিবিধ শর সরোজাক্ষ, ছাড়েন লঙ্কেশ্বরে।
হেতু শত্রু-প্রাণ-হরণ, যত হানেন নীলবরণ,
বাণেতে বাণ নিবারণ, দশানন করে ॥ ১৭
অতি ক্রোধে অর্দ্ধচন্দ্র, ছাড়িলেন রামচন্দ্র,
জ্যোতি যেন সূর্য্যচন্দ্র, গগনে বাণ চলে।
অনিবার্য্য অতি প্রচণ্ড, কাটিল রাবণ-তুণ্ড,
বিচ্ছেদ হয়ে এক খণ্ড, পড়িল ভূতলে ॥ ১৮
আবার উঠে তুণ্ডে লাগিল শির, বলে কান্ত ষোড়শীর,
ক্রোধে গোলকনিবাসীর, সেই বাণ ধায় পুন।
কেটে মুণ্ড ফেলে ধরায়, ধরায় প'ড়ে ত্বরায়,
উঠে মুণ্ড পুনরায়, কি বলে তা শুন ॥ ১৯

সুরট—ঝাঁপতাল।

বঞ্চিত ক'রো না, কুরু কিঞ্চিৎ করুণা শিব!
ভব! তব করুণা বিনে, ভবে আর কত আসিব॥
বিনা করুণা উদ্ভবো, কত দিন বল হে ভব!
কুলবিহীন্ হ'য়ে ভব,—জলধি জলে ভাসিব।
ওহে সঙ্কটবিনাশি! কবে বিলাবে করুণারাশি,
যারা বাদী ভজনে আসি, ছ'জনে কবে নাশিব॥
দাশরথির বাসনা, যোগি! যবে হব জীবন-ত্যাগী,
হ'য়ে মোক্ষফলভাগী, ভাগীরথীতে ভাসিব॥ (খ)

বিভীষণের মু াবণের মৃত্যু-শর-রহস্য-প্রকাশ।

ভেবে আকুল চিন্তামণি, বিভীষণ কহেন অমনি,
গুণমণি! চিন্তা কিসের তরে।
অন্ত শুন ভগবান্! রাবণ-অন্তক বাণ,
আছে রাবণের অন্তঃপুরে॥ ২০
কহেন ভুবনেশ্বর! রাবণের ভবনে শর,
কার শক্তি আনে কোন্ জনে।
প্রণাম হ'য়ে হনূমান্, দাঁড়িয়ে কয় বিদ্যমান,
আমি আনিব ঐ চরণের গুণে॥ ২১

* * *

হনুমানের শ্রীরাম-স্তব।

কিসের জন্য চিন্তা তুমি কর হে অনাথনাথ!
যোগীন্দ্রজয়ী তোমায়, জানি হে জগত্তাত! তাতো॥ ২২
আজ্ঞা দিলে ধ'রে আনি কেবা গঙ্গাধরে ধরে।
গগনে উঠিয়া আনি, সুধাকরে করে॥ ২৩
বল যদি বল্ ক'রে আনি দেবতাগণে।
শমন-দমন! তোমার বলে, মানিনে শমনে মনে॥ ২৪
আজ্ঞা দাও তো এখনি আমি ব্রহ্মার মান হরি, হরি!
যমের জননীকে এ'নে তব পায় কিঙ্করী করি॥ ২৫
কটাক্ষে নির্ব্বংশ করি সুরাসুর-কিন্নরে নরে।
গণ্ডূষে পান করি হরি! ধরি রত্নাকরে করে॥ ২৬
তুমি আজ্ঞা দিলে রাম! আমি কি ব্রহ্মাণী মানি।
কৈলাস ভাঙ্গিয়া আনি শুনি না ভবানী-বাণী॥ ২৭
বরুণকে ডুবাই জলে, বেঁধে রাখি পবনে বনে।
জয় জয় রাম বোলে আমি সদা জয়ী মরণে রণে॥ ২৮

* * *

রাবণের মৃত্যু-শর আনিতে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে হনুমানের লঙ্কায় গমন।

এইরূপ ভক্তি-ভারতী, বলিয়ে চলে মারুতি,
রামের আরতি শিরে ধরি।

গিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে, ভাবিছে ধীর অন্তরে,
এরূপে কি রূপে প্রবেশ করি ।। ২৯
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর, জীর্ণতম কলেবর,
মূর্ত্তি হইলেন বায়ুপুত্র ।
মুখে বাণী সর্ব্বমঙ্গলে ! কুশাসন খানি বগলে,
নয়ন জলে গলে যজ্ঞসূত্র ।। ৩০
হ'য়ে শঠের প্রধান, রাণী-সন্নিধান ধান,
দূর্ব্বা ধান কর মধ্যে ধরি ।
গিয়া অন্তঃপুর-দ্বারে, ডাকেন রাবণ-প্রেমদারে,
কোথা গো মা রাণি মন্দোদরি ! ॥ ৩১

* * *

রাবণের অন্তঃপুরে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশী হনূমান্।

দ্বারে দ্বিজ দেখ্তে পায়, রাণী গিয়ে প্রণাম করে পায়,
মানসে আশীষ ক'রে কন অমনি ।
শীঘ্র স্বামীর মাথা খাও, দীর্ঘ কালটা দুঃখ দাও,
সেটা আর কর্ত্তব্য নয় লো ধনি ! ॥ ৩২
তোর পতির এক গুপ্ত কথা, ব'লে আমারে পাঠায় হেথা,
অদ্য রণে দেখে অপার সিন্ধু ।
বড় বিশ্বাস তাই এলাম, রামদাস-শর্ম্মা নাম,
আমি, তোর পতির পরমবন্ধু ॥ ৩৩

আমার নাম জানে বিশ্ব, শ্রীরাম শিরোমণির শিষ্য,
লক্ষ্মীকান্ত ন্যায় ভূষণের ছাত্র।
লবণ-সমুদ্র-পারে ভবন, বীর-নগরের মধ্যে পবন,
বিদ্যাধরের হই আমি পুত্র ॥ ৩৪
আমরা পুরুষানুক্রমে, বদ্ধ রা,—বনের প্রেমে,
বিপদ কালে স্বস্ত্যয়নে হই ব্রতী।
নাই অন্ন ব্যবহার, ফল মূল করি আহার,
তাইতে ভক্তি করে তোর পতি ॥ ৩৫
নাপিত ছুঁইনে, তৈল মাখিনে,
চারি চাল বেঁধেও থাকি নে,
জেনে ধার্ম্মিক মোরে বড় বিশ্বাস।
কাণে কাণে নিকষাকুমার, বল্যে মৃত্যুশরটী আমার,
অন্তঃপুরে পূজে এসো রামদাস! ॥ ৩৬
কোথা আছে দাও দেখিয়ে শর, শর-মধ্যে মহেশ্বর,
পূজা করিব বিলম্ব না সহে।
নহে বিশ্বাস রাণীর তায়,
বলে জানিনে বাণ কোথায়,
শুনে দ্বিজ উষ্মা করি কহে ॥ ৩৭

———

সুরট—একতালা।

বাঁচাবো তোর প্রাণেশ্বরে,
আজ বাসরে, পূজিয়ে তার মৃত্যুশরে।
সরল হ'য়ে বল্ শর কোথায়,
নৈলে হও বিধবা রামের শরে॥
সাধন ক'র্‌লে নিধন-শরে, যদ্যপি কুবুদ্ধি সরে,
তোর পতি সেই কনকপুরেশ্বর!
যদি রাম প্রতি রাগ পাসরে॥
লঙ্কাতে তার নাই দোসর,
লক্ষসুত প্রাণের সোসর,
না ল'য়ে শরণো রামশরে,
হারায় সব জীবন এই বৎসরে॥ (গ)

মন্দোদরীর মুখে রাবণের মৃত্যু-শরের অবস্থান-স্থান প্রকাশ;
হনুমান্ কর্ত্তৃক শর গ্রহণ,—রাবণ-রাণীগণের বিলাপ,—
হনুমানকে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন।

দিলে তত্ত্ব পতির হানি, না দিলে পতির পরাণী,
যায় বা রাণী ভাবিয়ে অন্তরে।
যা করেন ভগবান্, স্তম্ভ-মধ্যে আছে বাণ,
সন্ধান দিলেন দ্বিজবরে॥ ৩৮

নিরখি স্ফটিক স্তম্ভ, অমনি করি অবিলম্ব,
পদাঘাতে ভাঙ্গেন হনূমান্।
বাণটী করি বগলে, মুখে বলে, জয় বগলে!
ক'র্লে মাগো কল্যাণি! কল্যাণ॥ ৩৯
হাসি কি ধরে অধরে, অমনি নিজমূর্ত্তি ধরে,
প্রাচীরে বৈসেন মহাবীর।
হইলেন হনূমান্, দশ যোজন আরে পরিমাণ,
দীর্ঘে শতযোজন শরীর॥ ৪০
ভেদ করিল ব্রহ্ম-কটা, লোম গুলো অঙ্গের কটা,
লোম-পরিমাণ হস্ত এক শত।
দশ যোজন লেঙ্গুড়ের ঘটা, তারি উপযুক্ত মোটা,
লেঙ্গুড়ে গরুড় পান নাই পথ॥ ৪১
কালান্তক যমাকৃতি, নাকটী কিছু খর্ব্বাকৃতি,
তবু হবে যোজন দেড়েক প্রায়।
নাসার ছিদ্র দিয়া আছে পথ, পতাকা শুদ্ধ যায় রথ,
মহাবৃক্ষ নিশ্বাসে উড়ায়॥ ৪২
দুই হাত যোজন সাত, তার এক চড় চারি বজ্রাঘাৎ,
চড়ের শব্দে কাঁপেন চরাচর।
অন্য কি ছার যার চাপড়ে, শমন-দমন রাবণ পড়ে,
ম'লাম ব'লে ভূতলে ধড়ফড়॥ ৪৩

সেই মহাবল হনূমন্ত, প্রাচীরে বোসে দেখায় দন্ত,
অন্তঃপুরে রাবণের স্ত্রীগণে।
দেখে রাবণের ভার্য্যা সব, সবে যেন জীয়ন্তে শব,
হাহাকার হইল ভবনে ॥ ৪৪
বিগলিত কুন্তলে, কেউ পড়েছে ধরাতলে,
ধরাধর সমান ধারা চক্ষে।
দশ সহস্র সুন্দরী, গিয়া যথা মন্দোদরী,
কত মন্দ কহিছে মনোদুঃখে ॥ ৪৫
এক নারী কন্যা শনির, নয়ন দুটী সনীর,
মণির বিচ্ছেদে যেমন ফণী।
দুঃখের কথা আর এক জায়, দ্রুতগতি বল্‌তে যায়,
বিধি বাম গো দিদি চন্দ্রাননি! ॥ ৪৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওগো দিদি! বিধি বুঝি, বিধবা ঘটায়।
প্রাণকান্তের প্রাণ ত বাঁচানো দায় ॥
ভুলায়ে রমণী মুনিবরের সজ্জায়,
ঘরে গিয়া ছলে, একি ঘরপোড়া ঘটালে,
ঐ যে ঘরপোড়া বাণ লয়ে যায় ॥

আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন,
অশ্বপাল যার শমন,—
আজ্ঞাধর শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর,
সে আদর আজ আমাদের সব ফুরায় ॥
এখন কুল-ভয় ছাড় যদি কুল পাবে,
কুলরমণী সবে অনুকূল হ'য়ে হরি,
অকূলে মিলাবেন তরি,—
ধরি গে সেই অকূলকাণ্ডারীর পায় ॥ (ঘ)

নিরখি রামকিঙ্কর,　সবে হানে কপালে কর,
এক ধনী কয়, যুক্তি মোর শোন।
জিনে যদি কিন্নর নর,　তবু ওটা জাতি বানর,
কাতি ক'রে শর ল'তে কতক্ষণ ॥ ৪৭
কর লোভ দেখিয়ে বুদ্ধি হত,
টোপ দিয়ে মাছ ধরার মত,
কতক গুলো ফল আন লো দিদি!
সৃষ্টি জগদম্বার,　ও বড় ভক্ত রম্ভার,
তাই এক ভার শীঘ্র আনা বিধি ॥ ৪৮
দেখাই বরং বর্ত্তমান,　গোটা দশ বারো মর্ত্তমান,
রম্ভা এনে তামাসা দেখ ব'সে।

তত্ত্ব-কথা যাবে ভুলে, খাবে মত্ত হ'য়ে বগল তুলে,
মর্ত্ত্যে বাণ অমনি পড়বে খসে॥ ৪৯
ও পাগল কলার লাগি, কলার জন্য গৃহ-ত্যাগী,
কদলী-কাননে বাস করে।
কলা পেলে আর কিছু না চায়, কাঁচকলা গুলো কাঁচা খায়,
মোক্ষ ফল ফেলে মোচা ফল ধরে॥ ৫০
শুনে বলে আর এক নারী,
কিসে প্রীতি ওর বুঝিতে নারি,
কলা কিম্বা আম্র ভাল বাসে।
এসে এই লঙ্কা-ভুবন, আগে ভেঙ্গেছে মধুবন,
কদলীবন ছিল তো তার পাশে॥ ৫১
শুন উহার প্রতিফল, সীতে ওরে পাঁচটী আম্রফল,
দিয়েছিলেন পাঁচ জনার তরে।
ও পথে গিয়ে তার চারিটী খায়,
শেষে রামের ফলটী পানে চায়,
পুনঃ পুনঃ জিহ্বায় জল সরে॥ ৫২
হ'ল না লোভসম্বরণ, খেয়ে শেষে হয় মরণ,
গলায় লেগে তলায় না ফল পেটে।
যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি দণ্ড, বিধি করেন নাই প্রাণদণ্ড,
চারি দণ্ড ম'রে ছিলো দম ফেটে॥ ৫৩

তাইতে জানি আম্রে আছে ওর, লোভের নাহিক ওর,
কিন্তু আশ্বিন মাসে আম্র কি না আছে।
এক ধনী কহিছে পরে, গৌড়ে-আম্র আমার ঘরে,
দৌড়ে আনে হনূমানের কাছে ॥ ৫৪
জেনে অনর্থের মূল, নানা জাতি ফল মূল,
আনে রমণী তত্ত্ব করি পাড়া।
কেউ বকুল কেউ বা কুল, বলে যদি দেয় কুল,
অনুকূল হ'য়ে ঘরপোড়া ॥ ৫৫
ইন্দ্রজিতের মাতৃষসা, এনে দিল দুটা সশা,
ঘোর তামাসা দেখে হনূমান্।
শূর্পণখা সর্ব্বনাশী, দুটা দাড়িম্ব দেখায় আসি,
যার দোষে যায় সোণার লঙ্কা খান ॥ ৫৬
কুম্ভনশী ক'রে রস, দেখায় একটা আনারস,
নানা রস কথায় আবার করে।
অতি ত্বরায় অতিকার-বুন, দেখায় এনে দুটো বেগুন,
বলে যদি বেগুণে গুণ ধরে ॥ ৫৭
কেউ দেখায় দুই বাঁধা কোপি, বলে যদি ভোলে কপি,
কোন রূপে রূপী ভুল্‌লেই হ'লো।
কেউ দেখাচ্ছে কর পাতি, ক্ষুদ্র লেবু কাগজি পাতি,
জামির হাজির কেউ করিলো ॥ ৫৮

কেউ কমলা এনে দেখায় করে, কমলাকান্তের চরে,
হেসে হনূমান্ নারীগণকে কয়।
মিথ্যে ফলের আয়োজন, ও ফল কেবা করে ভোজন,
ফলে তোদের ফল ভাল নয়॥ ৫৯
যে দেয় চতুর্ব্বর্গ-ফল্, তার সঙ্গে অকৌশল,
যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল ফলাবো।
রামের জয়পতাকা উড়িয়ে, সে দিন গেলাম ঘর পুড়িয়ে,
আজ তোমাদের কপাল পোড়াবো॥ ৬০

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে॥
শ্রীরামচরণ কল্পতরু-মূলে রই,
যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥ (৬)

শ্রীরামের নিকট রাবণের মৃত্যুশর সহ হনূমানের প্রত্যাগমন,—
হর-পার্ব্বতী-সংবাদ।

যথায় প্রভু ভগবান্, হনূমান্ গিয়ে দিল বাণ,
আনন্দিত কৌশল্যা-সুত।
বাণ পেয়ে নির্ব্বাণকর্ত্তা, রাবণকে কহেন বার্ত্তা,
কর যাত্রা,—এই এলো যমদূত॥ ৬১
রাবণ-সংহার-কারণ, করেন মৃত্যুশর ধারণ,
এলেন সার্দ্ধত্রিকোটি দেবগণ।
বাণেতে হ'য়ে প্রবিষ্ট, সেই স্থানে উপবিষ্ট,
ইন্দ্র চন্দ্র পবন শমন॥ ৬২
হেথা কৈলাসে কহেন হর, আয় রে পুত্র বিঘ্নহর!
চল ত্বরা রাম-হিত করা কর্ত্তব্য।
ব্যস্ত দেখি ত্রিলোচনে, ত্রিলোচনী কোপ-লোচনে,
কহেন, তোমার ভাল ভব্য॥ ৬৩
ওহে ভ্রান্ত দিগম্বর! তুমি তারে দিয়েছ বর,
প্রাণাধিক বরপুত্র রাবণ।
যে করেছে ক'রে সাধন, ভক্তিডোরে বন্ধন,
করবে আবার সে ধন নিধন॥ ৬৪
তোমায় আমি বলিব ছাই! খাও ধুতূরা মাখ ছাই,
কপালে আগুন আমারো কপাল মন্দ।

ছিলাম মায়ের সাধের ঈশানী, বিধি করেছে সন্ন্যাসিনী,
সদা পোড়া হয়েছো সদানন্দ ॥ ৬৫
রাবণকে বধিবে ভব, সেটা কি তোমার অসম্ভব,
নিজেরি অপমৃত্যু জ্ঞান নাই।
বিষ ল'য়ে কর আহার, বিষধর গলার হার,
তোমার জ্বালায় ইচ্ছা হয় বিষ খাই ॥ ৬৬
শিব কন শুন শঙ্করি! অপমৃত্যুর ভয় না করি,
যে হ'তে এনেছি তোমায় ঘরে।
সদাই কর বিষ বিষ, সাধে কি আমি খাই বিষ,
বিশ যুগ পড়েছি বিষ-নজরে ॥ ৬৭
তুমি খরতর বিষহরি, বিষে জর জর করি,
ভয়ঙ্করি! রেখেছো আমাকে।
শুভ দিন ক্ষণ না দেখিয়ে, কাল্ করেছেন কাল্-বিয়ে,
দাঁড়িয়ে কাল্টা কাটালে কালের বুকে ॥ ৬৮
নারুদে পাগল হ'লো ঘটক, আমারে পাগুলে ঠোক,
রাশি গণ না দেখি মিলন করে।
তোমার রাক্ষসগণ, আমার হচ্ছে নরগণ,
চিরকালটা খেয়ে ফেল্লে মোরে ॥ ৬৯
আমি দয়াহীন গঙ্গাধরো, তুমি শরীরে দয়া ধরো,
সত তাতো আমি সকলি জানি।

আমি বিষ খাই তাই দিচ্ছ ধিক্,
তোমার গুণ যে ততোধিক,
প্রাণের মায়া তোমার আছে কি ঈশানি ! ॥ ৭০

বাগেশ্রী-বাহার—একতালা।

জানি জানি পাষাণের সুতা !
তোমার দয়া মায়ার কথা।
ছিন্নমস্তা হ'য়ে অভয়ে !
তুমি আপনি কাট আপনার মাথা।
তোমার পিতা সে তো শিলে,
তার ঔরসে প্রকাশিলে, বড় সুশীলে,—
লোকে জানে হে তোমার শীলতা ॥ (চ)

শ্রীরামের ধনুকে রাবণের মৃত্যু-শর সংযোজিত।
শর-মধ্যে মহাদেবের স্থান গ্রহণ, রাবণের ত্রাস—অম্বিকার আরাধনা।

পুন শিব কন, ও শঙ্করি ! বাধা দিও না যাত্রা করি,
না গেলে অধর্ম্ম আমার আছে।
শুনে ক্রোধে কন কালকামিনী, আমিও পশ্চাদ্গামিনী
হ'য়ে যেতেছি বাছা রাবণের কাছে ॥ ৭১

হেন বলবান্ পুত্র, বধে আমার বরপুত্র,
গণেশ অপেক্ষা স্নেহ মোর তারে।
কার শরীরে এত বিকার, ভয় করে না অম্বিকার,
অহঙ্কার করে এত সংসারে ॥ ৭২
তুমি কিম্বা হউন রাঘব, ব্রহ্মার হবে লাঘব,
যে হবে মোর বরপুত্র-বাদী।
সদা করে যাগ যজ্ঞ ব্রত, অনুগত মোর অনুব্রত,
রাবণ আমার কিসের অপরাধী ॥ ৭৩
যাও যাও হে রণভূমি, জয়কেতে যোগীন্দ্র তুমি,
লওগে শরণ হও গে রামের পক্ষে।
কোটি দেবতা গিয়ে তত্র, কোট ক'রে হৈও একত্র,
দেখি আমার বরপুত্র হয় কি না হয় রক্ষে ॥ ৭৪
তখন না শুনে কথা দেবীর, যথা প্রভু রঘুবীর,
আশুতোষ আনন্দে আশু যান।
রামকে জয়ী করতে রণে, প্রণাম হ'য়ে রাম-চরণে,
শরমধ্যে হর নিলেন স্থান ॥ ৭৫
তখন হরি করেন হুহুঙ্কার, হরিতে রিপু-অহঙ্কার,
দিয়ে টঙ্কার ধরেন ধনু খান।
জয়ধ্বনি দেবে করে, দশানন রামের করে,
দেখিছে আপন মৃত্যু-বাণ ॥ ৭৬

দাঁড়িয়েছিল পর্ব্বত, অম্‌নি জীবন্মৃত্যবৎ,
কম্পমান দেখিয়ে হৃদয়।
চক্ষে ধারা তারাকারা, বলে মা কোথা রৈলি তারা!
আজি সমরে মরে তোর তনয়॥ ৭৭
তুমি বল তুমি সম্বল, শমন প্রতি করি যে বল,
সে বল কেবল ঐ চরণ।
হে মা দুর্গে দক্ষসুতে! তুমি যদি মা! রক্ষ সুতে,
আজি আমার বিপক্ষ ত্রিভুবন॥ ৭৮

— — —

খট্ ভৈরবী—একতালা।

মা! আর নাই মোচন, পিতে ত্রিলোচন,
বসিলেন শরমধ্যে জীবন বধ্যে।
এমন বিপদ-সময় আমার,
কোথা রৈলে গো মা ঈশানি! বিপদনাশিনি!
যদি মা! রাখ সন্তানে শ্রীপাদপদ্মে॥
আজি আমার শঙ্করি! পিতে শঙ্কর বিরূপ,
ভাই হয়েছে চিরকাল কালস্বরূপ,
বিনা চরণতরি, তরি গো কিরূপ,
ব্রহ্মময়ি! বিপদসাগর-মধ্যে॥

যে ভাই ছিল আমার প্রাণের অনুগত,
ছিল নিদ্রাগত, সে ভাই সে দিন গত,
হ'ল কাল আগত, না ক'রে কাল গত,
ভেঙ্গেছিলাম যা তার অকাল নিদ্রে॥ (ছ)

রণস্থলে পার্ব্বতীর আগমন,—রাবণকে অভয় দান,—
পার্ব্বতী-কোলে রাবণ।

বিপদে ডাকে রাবণ, ভবানী ভব-ভবন,
ত্যজে যান কনক লঙ্কাপুরী।
এত ভাগ্য কার ভারতে, ভুবনের জননী রথে,
বসিলেন রাবণে কোলে করি॥ ৭৯
দিয়ে কত প্রিয় বচন, অঞ্চল দিয়া লোচন,
মুছায়ে কন ত্রিলোচন-মোহিনী।
বাছা! কেন বারি নয়নে তোর, কার ভয়েতে এত কাতর,
আমি তোর ভবভয়হারিণী॥ ৮০
বিরিঞ্চি আদি কেশব, কারণ-জলে হই প্রসব,
ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আমি আদ্যে।
রামের অতি অবিজ্ঞতা, এত কি আছে যোগ্যতা,
বরদার বরপুত্র ব'ধ্‌তে॥ ৮১

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের অকালে দুর্গোৎসব,—দুর্গাস্তব।

হেথায় রথে দেখি শিব-শক্তি, অমনি হারা হ'য়ে শক্তি,
যুগল নয়নে শতধার।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে ভূমিতে,
কেঁদে বলেন রাম, ওহে মিতে!
দুঃখিনী সীতার হ'লো না উদ্ধার॥ ৮২
হ'য়ে শত্রু-বশীভূতা, বসিলেন বিশ্বমাতা,
ঐ দেখ রাবণে করি কোলে।
আর মিথ্যে আয়োজন, সকল হ'লো দুর্জ্জন,
প্রাণ বিসর্জ্জন দিই গিয়ে জলে॥ ৮৩
বিপদ জানিয়া বিধি, শ্রীরামে কহেন বিধি,
করতে হ'লো শক্তি-আরাধন।
ভক্তি পথে ভর দিয়া, কর পূজা শারদীয়া,
শুনিয়া কহেন নারায়ণ॥ ৮৪
দেবী নিদ্রাগতা রন, শরতে নিলে শরণ,
অকালে তার না হয় যদি দয়া!
বিধি কন হবে সাধন, ষষ্ঠীতে করি বোধন,
পূজিলে অভয় দিবেন অভয়া॥ ৮৫
নির্ম্মাইয়া দশভুজা, নির্ম্মল মানসে পূজা,
করেন দেবীরে নারায়ণ।

নহে বাল্মীকের উক্তি, রঘুনাথ পূজে শক্তি,
মতান্তরে আছে রামায়ণ॥ ৮৬
পূজে দেবতা শত শত, নীলকমল অষ্টোত্তর শত,
দুর্গাপদে করিয়া প্রদান।
নবমী-পূজান্তে হরি, যুগল কর যুগ্ম করি,
কেঁদে কন জননী-বিদ্যমান॥ ৮৭
কংকালি! কালবারিণি! কালে কৃতার্থ-কারিণি!
কৃষকরা কটাক্ষে কৃতান্ত।
খরশান খড়্গধরা! খলে খণ্ড খণ্ড করা,
ক্ষেমঙ্করি! ক্ষীণে হও মা ক্ষান্ত॥ ৮৮
গৌরি! গজানন-মাতা! গতিদা! গায়ত্রি! গীতা!
গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণ গানৃত!
ঘণ্টানাদ-বিলাসিনি! ঘটনায় ঘটরূপিণি!
ঘনরূপিণি! কুরু মা ঘোরান্ত॥ ৮৯
উমে! ত্বং উমেশ-রাণি! উৎকট পাপ-উদ্ধারিণি!
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত।
চিদানন্দ-স্বরূপিণি! চিত-চৈতন্য-কারিণি!
চণ্ডি! চরাচর জন্য চিন্ত॥ ৯০
ছলরূপ ছাড়ি ছলে, পদ-ছায়া দাও ছাওয়ালে,
ছন্দরূপিণি! ঘুচাও মা! ছন্দ।

আমার করিবে কি জননি! জয়া! জয়ন্তি! যোগেশ-জায়া,
　জানকী-বিচ্ছেদে জীবনান্ত॥ ৯১

———

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

এ যাতনা আর সহেনা, জননি! জগদম্বে!
দিয়ে চরণ, দুখ হরণ, যদি করো অবিলম্বে॥
হের শ্যামা! হর-রমা! হের উমা! হের অম্বে!
হের করুণা নয়নে, যেমন,—হের মা! হেরম্বে॥
বিশ্ব-বিপদ-বারিণী,—সুর-সঙ্কট-হারিণী,—
হ'য়েছ তারিণি! নাশ করিয়ে নিশুম্ভে;—
এ সংসারো, নাশ করো, যেমন নাশো জল-বিম্বে।
দাশরথির দুখ নাশিবে, শিবে! আর কত বিলম্বে!

———

শ্রীরামের শরে পার্ব্বতীর আবির্ভাব,— মৃত্যু-ভয়-ভীত
রাবণের শ্রীরাম-স্তব।

শ্রীরামের স্তবে অপর্ণা　উভয় সঙ্কটাপন্না,
　ব'সে আছেন রাবণের রথে।
একবার একবার অদর্শনা,　হ'য়ে অমনি শবাসনা,
　রামকে অভয় দিচ্ছেন গিয়া পথে॥ ৯২

রাবণ বলে বুঝেছি মা, বিপদ-নাশিনি ! শ্যামা !
বিপদে পড়েছো আজি তুমি ।
মন হ'য়েছে চঞ্চলা, মোর কাছেতে মনছলা,
মনে মনে মন বুঝেছি আমি ॥ ৯৩
অনেক দিন তোর এ তনয়, জেনেছে দিন ভালো নয়,
শুভদা ! শুভ দিন হ'রেছ মোর ।
যে দিন তোমার স্থতের,—বন ভেঙ্গেছে বনপশুতে,
তার আগে মা ! মন ভেঙ্গেছে তোর ॥ ৯৪
অশ্বশালে যম নিযুক্ত, পবন করে ভবন মুক্ত,
ইন্দ্র যার হার গাঁথে জননি !
ভাঙ্গে তার ঘর পশুপালে, এত কি ছিল কপালে,
কপালমালিনি ! কপালিনি ! ॥ ৯৫
করবে এখনি তো প্রাণদণ্ড, বদ্ধ হইয়ে অৰ্দ্ধদণ্ড,
মা ! তোমার কি থাকায় প্রয়োজন ।
লজ্জায় অধোবদনা, দিয়ে বেদনা পেয়ে বেদনা,
রামের শরে শক্তির গমন ॥ ৯৬
হ'লো বাণ শক্তিবান্, প্রেমানন্দে-ভগবান্,
করেন বাণ পিনাকে সংযোগ ।
লাগিলে অঙ্গে যেই শর,, মূৰ্চ্ছিত হন মহেশ্বর,
শমনের সত্বরে প্রাণ বিয়োগ ॥ ৯৭

শরের বীর্য্য শত-সূর্য্য, পূজেন শর হর-পূজ্য,
চন্দনাক্ত মালতী-মালায়।
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্, বাণের মুখে পাবক,
ত্র্যম্বক ভাবক আছেন তায়॥ ৯৮
পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করেন শর,
লঙ্কেশ্বরের দেখে প্রাণ যায়।
বসন-গলে নয়ন গলে, পতিত হইয়ে বলে,
পতিতপাবন রামের পায়॥ ৯৯
ওহে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন! করি নাই ও পদ-সাধন,
জ্ঞানধন মোর ল'য়ে ছিলে হরি।
তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হ'লো দুঃখের তরঙ্গ,
আজি নিদ্রাভঙ্গ হ'লো হরি!॥ ১০০

ভৈঁরো,—একতালা।

দীনের দিন গত কিন্তু নহে রাম!
তব চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে,—
দেও হে চরণ হ'লাম চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গে হ'য়ে স্বতন্তর, করি অসৎ ক্রিয়া সতত,—

তোমায় শত শত মন্দ, ব'ল্‌লাম হে রামচন্দ্র!
না ভাবিয়ে ভবিষ্যত॥
ওহে গুণধাম! স্বগুণ প্রকাশো,
গুণহীন জ্ঞানহীন—দোষ নাশ,
স্বগুণে তারিলে কি পৌরুষ,
সে তো স্বগুণে পাবে সুপথো,—
জননী-জঠরে কঠোর যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম! কত,
ওহে দশরথাত্মজ! দাশরথি!
ঘুচাও দাশরথির গতায়াত॥ (ঝ)

রাবণ বলে, হে দয়াল রাম! কি দোষ আমি করিলাম,
প্রাণদণ্ড কর কি অপরাধে।
কি দোষে বান্ধিলে সাগর, পশু দিয়ে পোড়ালে নগর,
বংশটা নাশ করলে সাধে সাধে॥ ১০১
না জানিয়া সংবাদ, সাধুকে চোর অপবাদ,
দিয়া বাদ সাধো কেন হে হরি!
যদি বল সীতে চোর, তাইতে এত দণ্ড তোর,
দিয়ে বানর হত মান তোর করি॥ ১০২
যদ্যপি চোর আমি হই, দণ্ড-যোগ্য চোর নই,
বেদ পুরাণে আছে এমন যুক্তি।

আমি শুনেছি ব্রহ্মার ঠাঁই,　চুরি কর্‌তে দোষ নাই,
　　যে বস্তুতে জীবে পায় মুক্তি॥ ১০৩
তুলসী পুষ্প শালগ্রাম,　মুক্তির ধন এ সব রাম!
　　মুক্তিদাত্রী তোমার সুন্দরী।
কোটি জন্মের পাপ নাশিতে,　চুরি ক'রে আনিয়ে সীতে
　　পবিত্র করেছি লঙ্কাপুরী॥ ১০৪
সেই পুণ্যে তুমি সদয়,　দেখ আমার পুণ্যোদয়,
　　পূর্ণ সুখী হয়েছি ভগবান্!
যে রত্ন নাই রত্নাকরে,　ঘরে ব'সে পেয়েছি করে,
　　পদ্মযোনির হৃৎপদ্মের ধন॥ ১০৫
চুরি ক'রে আমি যদি না আনিতাম সীতে।
ওহে রাম! অধমের লঙ্কায় তুমি কি আসিতে?॥ ১০৬
সীতে নৈলে আসিতে কিসে ভাল বাসিতে।
তুমি কি দেখা দিয়া আমার কালভয় নাশিতে?॥ ১০৭
সাগর বাঁধা কি দে'খ্‌তে পেতো ত্রিলোকবাসীতে।
জগতে কে দে'খতে পেতো জলে শিলে ভাসিতে?॥ ১০৮
যে চরণ পূজেন ব্রহ্মা গন্ধ ও তুলসীতে।
যে চরণ চিন্তেন হর কৈলাস-আর কাশীতে॥ ১০৯
যে চরণ ভাবেন ইন্দ্র দিবস নিশিতে।
যে চরণ ভাবেন সদা সনকাদি ঋষিতে॥ ১১০

পাষাণ মানবী হ'লো যে চরণ পরশিতে।
সীতে নৈলে সে চরণ কি এখানে প্রকাশিতে ॥ ১১১
শত জন্ম শতদলে পূজেছিলাম অসিতে।
তুমি কেটে দিলে মোর দুঃখের তরু করুণা অসিতে ॥১১২
যদি বল সীতে মোর অশোকবনে ত্রাসিতে।
হরের আরাধ্যে আছেন সদা মা হরষিতে॥ ১১৩
সীতে চোর ব'লে বাণ এসেছো বর্ষিতে।
বেদ প্রমাণে পারিবে না রাম! কোন দোষ দর্শিতে ॥১১৪
না ব'লে মোরে কিত্তীমান্, বাঞ্ছা যদি ভগবান্!
চোর কথাটাই কর্‌তে বলবান্।
এ চোরের এক দণ্ড বিধি, আছে হে বিধির বিধি!
প্রাণ-দণ্ড করা নয় বিধান॥ ১১৫

ললিত—ষৎ।

ধর চোরকে ধরো দণ্ড কর হে রাম রাখ চোরে।
এ জনমের মত বন্দী কর চরণ-কারাগারে॥
ওহে যদি বাঞ্ছা হয় অন্তরে, রাখ্‌তে চোরকে দ্বীপান্তরে
সেই তো পার করবে তবে, পাঠাও ভবসিন্ধু-পারে।
ক'রে কত কুমন্ত্রণা, মাকে দিয়েছি যন্ত্রণা,
স্থান দিতে রাম ক'রো মানা, আমায় জননী-জঠরে ॥(ঐ)

রাবণের স্তবে শ্রীরামের কৃপা,—শ্রীরাম,—বাণক্ষেপণে নিবৃত্ত ;—
হনুমান্ ও রাবণের পরস্পর ভৎসনা।

শুনে রাবণের স্তুতিবাক্য, কৃপাসিন্ধু কমলাক্ষ,
হাতের বাণ-অমনি রৈল হাতে।
ক'রে বিপদ অনুমান, রণ মধ্যে হনুমান্,
গর্জ্জিয়া কহিছে লঙ্কানাথে ॥ ১১৬
ক্রমে ক্রমে গেল শক্তি, মরণ-কালে কপটভক্তি,
বাক্য গুলি যেন মধু মধু।
জেতের বাহির যৌবনে যে ধনী, বৃদ্ধকালে তপস্বিনী,
অশক্ত তস্কর যেমন সাধু ॥ ১১৭
এখনি বল্‌লি ভণ্ড যোগী,
আবার এখনি ভজন-উদ্‌যোগী,
হয়ে বল্‌ছিস তুমি হে তারকব্রহ্ম !
তোর ভক্তি আলাপ বুঝ্‌বো কিসে,
একবার মামা একবার পিশে,
বেটা ! ওটা তোর প্রলাপের ধর্ম্ম ॥ ১১৮
জীবনে ধিক্ বেটা ! এম্‌নি,—গণ্ডমূর্খের শিরোমণি,
ইন্দ্র-তুল্য লক্ষ পুত্র মরে।
তাতে তিল মাত্র নাই বিষাদ, বাঁচিতে বেটার কত সাধ
দিনে দিনে আটুনি বাড়িছে ঘরে ॥ ১১৯

কার জন্যে এত ভোগ, কে করিবে বিভোগ ভোগ,
বাড়ি শুদ্ধ গিয়েছে যমের বাড়ী।
গেল ঠাকুরের ধন কুকুরে ব'র্ত্তে,
রাজার বিষয় ভোগ কর্‌তে,
আছেন কেবল হাজার কতক রাড়ী॥ ১২০
ছি ছি এমন পাপ কি জগতে আছে,
এত পুত্র-শোকে বাঁচে,
এ অধমের আশ্চর্য্য মত।
একটি পুত্র বনে দিয়ে, সেই শোকে আঁখি মুদিয়ে,
প্রাণ ত্যজেছেন রাজা দশরথ॥ ১২১
পুত্র জন্যেই জগজন, করে ধন উপার্জ্জন,
পুত্র জন্যেই ভার্য্যে প্রয়োজন।
দেখ্‌লে পুত্র নরক যায়, পিণ্ড দিলে মুক্তি পায়,
ওরে বেটা! পুত্র এমনি ধন॥ ১২২
শুনে রাবণ উঠলো কুপি, বলে বেটা! থাক রে কপি!
লেঙ্গূড়ধারী! জটাধারীর দূত।
পাষাণ ভাসিলো জলে, বানরেতে কথা বলে,
রামের গুণে দেখলাম অদ্ভুত॥ ১২৩
আমাকে জ্ঞান শিক্ষে দিস্, ওরে বাটা ন্যায়বাগীশ!
কিষ্কিন্ধ্যায় ক'খানা টোল আছে।

বড় যদি গুণমন্ত, তবু তুই হনূমন্ত,
মাণিক দিলে কেউ বসিতে দেয় না কাছে ॥ ১২৪
যদি প'ড়ে থাকো ষড় দরশন, দিতে পারো বেদ-সাধন,
যদি বিদ্যা থাকে তন্ত্রসারে।
তবু তোমার বুদ্ধি খাটো, মতির মালা দাঁতে কাটো,
জেতের বিদ্যে যেতে কখন পারে ? ॥ ১২৫
রমণী যদি সতী হয়, তবু গুপ্ত কথা পেটে না রয়,
জেতের ধর্ম্ম বিধাতার সৃষ্টি।
অঙ্গার ধুলে শত বার, যেমন মূর্ত্তি তেম্নি তার,
মাখালে চিনি মাখালে হয় না মিষ্টি ॥ ১২৬
বল্‌লি রামকে দিয়ে বন, আন্ধার দেখে ভুবন,
রাজা দশরথ ত্যাগ করেছে তনু।
দশরথের পুত্র সনে, দশাননের পুত্রগণে,
তুলনা কর্‌লি হাঁরে হনূ ! ॥ ১২৭

আলিয়া—একতালা।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়।
এ সব অনিত্য কুপুত্র অন্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র দশরথের পুত্র মাত্র,
যার গুণ শ্রবণমাত্র, ত্রিনেত্র পবিত্র, রবিপুত্র দূরে যায় ॥

ধন্য দশরথ শ্রীরামধনের ধনী,
রত্নগর্ভা রাণী, সে কৌশল্যা ধনী,
হেন পুত্র গর্ভে ধরেন ধনী,
জন্মেন স্বরধুনী যাঁর পায় ॥ (ট)

পুন হনূমান্ কচ্ছেন রব, রাবণ হৈয়ে নীরব,
মন্ত্রণা করিল মনে মনে।
কাছে থাক্‌তে কালবারণ, মিছে কেন কাল হরণ,
বাদানুবাদ করি বানরের সনে ॥ ১২৮
পুন রাজা কন নয়নে বারি, ও হে রাম বিপদ-বারি!
যদি বল তোয় কিসে করিব দয়া।
দুষ্ট জাতি দুরাচার, হিংসাপাপী মাংসাহার,
চণ্ডাল সমান তোর কায়া ॥ ১২৯
গিয়া চণ্ডাল ভূমিতে, চণ্ডালে বলেছো মিতে,
যদি বল তোয় পশু মধ্যে গণি।
ব্যক্ত আছে সুরাসুরে, যত দয়া বন-পশুরে,
এত দয়া আর কারে চিন্তামণি! ॥ ১৩০
যদি বল তোয় হব না রত, নীরস-কাষ্ঠের মত,
রাবণ রে! তোর রসহীন শরীর।

কাষ্ঠ-তরি ক'রে সোণা, নাবিকের পূরাও বাসনা,
যে দিন পারে গেলে ভাগীরথীর ॥ ১৩১
যদি বল দয়া করিনে, দয়া নাই রে দয়া হীনে,
তুই পাষাণ দয়াহীন তোর তনু।
তুমি পাষাণের দোষ কৈ ধ'র্‌লে, পাষাণ মানবী ক'র্‌লে,
দিয়ে হে রাম! ঐ চরণের রেণু ॥ ১৩২
যদি পতিত ব'লে দয়া না কর, পতিতপাবন নাম যে ধর,
পদে জন্মেন পতিত-পাবনী।
রাবণের স্তবেতে হরি, ত্যজে ধনু রোদন করি,
কোলে আয় রে! কহেন চিন্তামণি ॥ ১৩৩

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

ত্বরায় ভগবান্, ধরায় ফেলে বাণ,
হ'লেন কৃপাবান্, রাবণোপরে।
করেন মুখে উক্ত, ওরে দশবক্ত্র!
তুই রে প্রাণের ভক্ত, কে বধে তোরে॥
মিতে বল্‌লে রাবণ তোমার ভক্ত নয়,
হ'লে রে মিতের কথা মিথ্যাময়,
মিতেয় কার্য্য নাই, সীতেয় কার্য্য নাই,
চল, যাই রে বাছা! তোরে ল'য়ে আজি অযোধ্যাপুরে ॥(ঠ)

রাবণের স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব,—শ্রীরামকে রাবণের তিরস্কার।

যুক্তি করেন যত অমর, রাবণের স্কন্ধে ভর,
করেন গিয়া দুষ্টা সরস্বতী।
অম্‌নি ভুলে গেল ভক্তি, কত শত কটু উক্তি,
শ্রীপতিরে করে লঙ্কাপতি ॥ ১৩৪
বলে শোন রে কপট সন্ন্যাসী!
আজি দিব তোর প্রাণনাশি,
দিয়ে অসি প্রিয়সী কাটাবো তোর।
ওরে ভণ্ড জটাধারী! জটাধারী কি রাখে নারী,
কপট লম্পট জুয়াচোর ॥ ১৩৫
কপট ভকতি ক'রে, কালি তুই কালের ডরে,
কালীর পায়ে দিয়েছিস্ কমলফুল!
তাতে ত পাবে না সীতে, শরতে বাঁচতো মরিবে শীতে,
আমার হাতে ম'রবে নাই তার ভুল ॥ ১৩৬
ব'ধে একটা বানর বালী, বালীর বাঁধ ভেঙ্গেছো বলি,
পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিতে অভিলাষী।
বিন্ধে সাতটা তালের গাছে, তাল ঠুকচিস্ আমার কাছে,
ওরে রাঘব! তাল-কানা সন্ন্যাসী! ॥ ১৩৭
উনি আবার ব্রহ্মচারী, বাস করেন গে চাঁড়াল বাড়ি,
কুহক দিয়ে গুহক জাত্ মেরেছে।

স্বলোকের কথা শোনে না, ভালুকের শুনে মন্ত্রণা,
মুলুকের হনূ ডেকে এনেছে ॥ ১৩৮
ভুলে রাবণ সত্ত্বগুণ, মত্ত হ'য়ে ধনুর্গুণ,
তত্ত্ব করিছেন দশানন।
ডেকে বল্‌ছেন সারথিরে, শর ধনু দাও সারথি রে।
রামকে করাই যমালয় দরশন ॥ ১৩৯

সুরট—কাওয়ালী

দেরে দেরে দে মোরে কোদণ্ড।
রাখ ভারতী ওরে সারথি!
করি ভণ্ড যোগীরে এই দণ্ডে দণ্ড ॥
আমি করি বিশিষ্ট গুণে পালন শিষ্টগণে,
সদা করি দলন পাষণ্ড ॥
ভুবন পূজ্য সদা ভয়েতে সূর্য্য,
কাঁপে দেখে মম প্রতাপ অখণ্ড।
জিনিতে মোরে, এসে সমরে,
করে জারি বনচারী জটাধারী বেটা ভণ্ড ॥ (ড)

শ্রীরামের শর-নিক্ষেপ ;—রাবণের বুকে মৃত্যু-শর বেধ ।

তখন, শক্তি বাণযুক্ত হরি, আরক্ত লোচন করি,
বিরক্ত হইয়া ধরেন বাণ ।
রাবণের প্রাণান্ত পণ, ক'রে করেন নিক্ষেপণ,
যায় বাণ ভুবন কম্পবান ॥ ১৪০
বক্ষেতে বিন্ধি শর, রথ হৈতে লঙ্কেশ্বর,
হারিয়ে চেতন পতন ভূতলে ।
স্থির হন্ ধরা ধনী, রামজয় রামজয় ধ্বনি
সঘনে হয় গগনমণ্ডলে ॥ ১৪১
ইন্দ্র বলেন, ও ভাই ইন্দু! আজি বড় সুখের সিন্ধু,
এক বিন্দু সুখ ছিল না মনে ।
ইন্দ্র হ'য়ে এত প্রহার, রাবণ বেটার গাঁথি হার,
হাড় জ্বলে গিয়াছে মনাগুনে ॥ ১৪২
পবন বলেন ও ভাই শমন !
ভালো শত্রু হ'লো দমন,
শমন বলে অমন কথা রাখ ।
ও বেটা ভারি অসৎ, ভাবিতে হয় ভবিষ্যৎ,
ম'ল না ম'ল কিছু কাল দেখ ॥ ১৪৩
যদি নাসায় থাকে নিশ্বাস, তবে নাই বিশ্বাস,
বিশ্বাস হইলে বিশ্বাস ঘটে ।

ওর মরা কথাটা মিথ্যা বলা, দশবার রাম কাটেন গলা,
তখনি তুণ্ডেতে মুণ্ড ওঠে ॥ ১৪৪

তখন শনি গিয়ে দেখিছে কাছে, এখন গায়ে শোণিত আছে,
দৌড়ে গিয়ে শমনে শনি কয়।
ও চিতে জ্বলে হ'লে ছাই, তবু বিশ্বাস হয় না ভাই।
বেটাকে আমার ভারি ভয় হয় ॥ ১৪৫

শমন বলে ম'লো না ম'লো, শ্রাদ্ধ গেলে তবে ব'লো,
শনি বলে তাতেও করি মানা।
গেলে ওর সপিণ্ডীকরণ, তার পর রটাবো মরণ,
সংবৎসর কোন কথা বল্‌বো না ॥ ১৪৬

তখন লক্ষ্মণকে বলেন রাম, দশাননের শুনিলাম,
আছে কিঞ্চিৎ মরণ অপিক্ষে।
এই ভার তোমার প্রতি, শীঘ্র কিছু রাজনীতি,
তার কাছেতে ক'রে এসো শিক্ষে ॥ ১৪৭

বহুদিন ক'রে রাজত্ব, বহু জানে সে রাজতত্ত্ব,
তারে শিক্ষা দিয়েছেন শূলপাণি।
শুনে লক্ষ্মণ শীঘ্র ধান, সুধামাখা রবে সুধান,
রাবণের রাজনীতি বাণী ॥ ১৪৮

লক্ষ্মণের জিজ্ঞাসায়, দশানন দেন সায়,
অতিশয় কাতরে মৃতুস্বরে।

থাকে যদি প্রয়োজন, যাও হে দুঃখভঞ্জন!
রামকে পাঠাও আমার গোচরে॥ ১৪৯
বুঝিয়া রাজার ইষ্ট, ত্বরায় যান রাম-কনিষ্ঠ,
ঘনিষ্ঠ হইয়ে রামকে কন।
বুঝে রাজার মনস্কাম, দয়ার জলধি রাম,
দয়া করি দিলেন দরশন॥ ১৫০
ছিল রাজা ধরা-শয়নে, রামকে দেখি ধারানয়নে,
অতিশয় কাতরে মনোদুঃখে।
হে অনন্ত গুণধারী! মেঘের বরণ জটাধারী!
একবার আমার দাঁড়াও হে সম্মুখে॥ ১৫১
যদি মৃত্যুর বিলম্ব থাকে, রাজনীতি কিছু তোমাকে,
পশ্চাৎ বলিব ভবস্বামী!
শরণ লয়েছি পরে, অগ্রে আমার উপরে,
করহে করুণা, করুণাসিন্ধু! তুমি॥ ১৫২

আলিয়া—একতালা।

প্রাণ ত অন্ত হ'লো আজি আমার কমল-আঁখি!
একবার হৃদয়কমলে দাঁড়াও দেখি॥
ইন্দ্র বেটা হার যোগাত অশ্বপালে কালকে রাখি।

এই কাল পেয়ে কাল পাছে ধরে,
ঐ ভয়ে রাম ! তোমায় ডাকি।
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা আর,
কিছু মোর নাই হে বাকী।
একবার বন্ধু হ'লে পরকালে,
কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি॥ (ঢ)

আসন্নমৃত্যু রাবণের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষা :-
রাবণের মৃত্যু ;—রাবণ পত্নীগণের বিলাপ।

রাবণ বলে হ'য়ে ভীতি, দাসের কাছে রাজনীতি,
শুন্‌বে কি ? আশ্চর্য্য শুনিলাম।
ব্যক্ত আছে চরাচর, ব্রহ্মাণ্ডে কি অগোচর,
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি রাম !॥ ১৫৩
তব তত্ত্ব চমৎকার, নিরাকার নির্ব্বিকার,
অম্বিকার পতি পান না তত্ত্ব।
তুমি ব্রহ্ম আদি-শূন্য, অহমাদিত জ্ঞানশূন্য,
কীটাদির সম ধরি সামর্থ্য॥ ১৫৪
কি জানি আমি অকৃতী, যা জেনেছি রাজনীতি,
আজ্ঞা-জন্য বলি তব নিকটে।

সঙ্কেতে এক বলি ধর্ম্ম, শীঘ্র ক'রো শুভ কর্ম্ম,
বিলম্ব হইলে বিঘ্ন ঘটে॥ ১৫৫
অশুভতে কাল হরণ, ক'রো ওহে কালবরণ!
অশুভ কায শীঘ্র করা মন্দ।
শূর্পণখার কথা ধ'রে, অশুভ কায শীঘ্র ক'রে,
সবংশে মরি হে রামচন্দ্র!॥ ১৫৬
কাটিয়া সুমেরু গিরি, স্বর্গের করিতাম সিঁড়ি,
আর এক শুভ কর্ম্ম ছিল চিতে।
লবণ-সমুদ্র-জল, এ জল ক'রে বদল,
দুগ্ধসিন্ধু পূরিব ইহাতে॥ ১৫৭
ওহে গুণসিন্ধু রাম! এ সব শুভ মনস্কাম,
হ'লো না করিয়া কাল-হরণ।
এই বলিয়া মুখে, রাম-রূপ হেরি সম্মুখে,
শ্রীরাম বলি ত্যজিল জীবন॥ ১৫৮
রাবণ বধিয়ে রাম, করেন গিয়া বিশ্রাম,
বন্ধুগণ সহ সিন্ধুতটে।
হেথা যাতনা পেয়ে দুঃসহ, দশহাজার পত্নী সহ,
মন্দোদরী আইল নিকটে॥ ১৫৯
ধূসরাঙ্গ ধরাতলে, কেবা কারে ধ'রে তোলে
হ'য়ে অধরা পড়িয়া ধরায়।

ধরে না ধৈর্য্য পরাণী, 'হা নাথ!' বলিয়া রাণী,
কেঁদে কয় নাথের ধরি পায়॥ ১৬০

অহংসিন্ধু—একতালা।

কি কর্‌লে হে কান্ত! অবলার প্রাণ ক্ষান্ত,
হয় না কান্ত! এ প্রাণ-অন্ত বিনে।
যে নাথ কর্ত্তা কনকরাজ্যে, আজ যে সে লয় ধরাশয্যে,
তোমার ভার্য্যা ধৈর্য্য হয় কেমনে॥
যম করে হে দাসত্ব, এমন আধিপত্য,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে কারো দেখি নে।
ইন্দ্র আদির ঠাকুরাণী, হ'য়ে তোমার রাণী,
আজ্ যে কাঙ্গালিনী হৈ ভুবনে॥
সেই যে নবীন জটাধারী, বিপিন-বিহারী,
সব হারালে তায় মনুষ্য জ্ঞানে।
যার পদ অভিলাষী, ঈশান শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা অভিলাষী সেই রতনে।
কিছুই মান্‌লে না হে নাথো! শুনেছিলে তাতো,—
পাষাণ মানবী সেই রাম-চরণে॥ (গ)

মন্দোদরীকে শ্রীরামচন্দ্রের বরদান,—বিভীষণকে রাজ্যদান,-
সীতার উদ্ধার;—সীতার আনন্দে মন্দোদরীর ক্লেশ,—
অভিশাপ দান।

তখন, কেঁদে গিয়া মন্দোদরী রামকে প্রণমিলো।
রাম বলেন হও জন্মাওতি, দয়া জনমিলো॥ ১৬১
শুনে বলে রাণী, চিন্তামণি! দিলো সধবা-বর।
ব্রহ্ম-বাক্য অন্যথা হবে না, রঘুবর!॥ ১৬২
শুনে কন সনাতন হইয়া লজ্জিত।
বৈধব্য-যাতনা তোমার করিব বর্জ্জিত॥ ১৬৩
ওহে সতি! গুণবতি! না চিন্তিও চিতে।
চির দিন জ্বলিবে তোমার পতির চিতে॥ ১৬৪
বিভীষণে রাজাসনে রাম দেন বসিতে।
অনুমতি দেন শ্রীপতি উদ্ধারিতে সীতে॥ ১৬৫
ক'রে শ্রবণ, অশোক বন, গেল বিভীষণ।
পরায় সীতাকে দিব্য বসন ভূষণ॥ ১৬৬
জানকীর রূপে তাপে সুবর্ণ বিবর্ণ।
বর্ণের বর্ণনা করতে না পারেন বর্ণ॥ ১৬৭
চন্দ্র মুখ দেখে চন্দ্র নখাশ্রিত তিনি।
জগতের প্রধানা রামা রাম-সীমন্তিনী॥ ১৬৮

দেখ্‌তে পতি, ভুবনপতি, ভুবন-মোহন।
চরণ তুলে, চতুর্দ্দোলে, হ'লেন আরোহণ॥ ১৬৯
হৃষ্টমন, দেবগণ. দেখিছে গগনে।
ধেয়ে যায় দেখিতে লঙ্কার কুলকামিনীগণে॥ ১৭০
বন-বহির্ভূতা হন রামের সুন্দরী।
পথে গিয়ে প্রণমিয়ে দেখে মন্দোদরী॥ ১৭১
হাসিতে হাসিতে সীতে ভূষিতে ভূষণে।
যানে চ'ড়ে যান রাম-রামা রাম-দরশনে॥ ১৭২
মন্দোদরী, মলো গুমরি, মনে পেয়ে তাপ।
কেঁদে বলে, তুমি ঘুচালে, আমার প্রতাপ॥ ১৭৩
কাল হ'য়ে অশোক-বনে তুমি প্রবেশিয়ে।
চল্‌লে আমায় অকূলসিন্ধু-সলিলে ভাসায়ে॥ ১৭৪
মরি পরাণে, অভিমানে, করি অভিসম্পাত।
রামচন্দ্র তোমার আনন্দ করিবেন নিপাত॥ ১৭৫

পরজ—একতালা।

ভূষণে হ'য়ে ভূষিতে, ভূসুতা! যাও রাম তুষিতে।
দেখো, দুঃখে মর্‌বে, রামের বিষনয়নে পড়্‌বে সীতে!
চল্‌লে ব'ধে আমার পতি, মোর কোপে তোমারে সতি!
দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, বাম হ'য়ে বামে বসিতে॥

শুন গো সীতে রূপসি! সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি,
বিমুখ হবেন গোলোকশশী,—কলঙ্ক দিয়ে শশীতে॥ (ত)

সুসজ্জিতা সীতার উপর শ্রীরাম চন্দ্রের বিরূপতা;—সীতার খেদ

চলেন সীতা সুর-মান্যে, ধরাকন্যে ধরাধন্যে,
গুণবতী অনন্ত গুণধরা।
দর্শনে যার না হয় তত্ত্ব, সেই চরণ দরশনার্থ,
প্রেমে চক্ষে তারাকারা ধারা॥ ১৭৬
যথায় ল'য়ে লক্ষ্মণ, আশাপথ নিরীক্ষণ,
সীতার করেন সীতাপতি।
নিকটে হয়ে উপনীতা, ধরায় পড়ি ত্বরান্বিতা,
প্রণাম করেন সীতা সতী॥ ১৭৭
সভূষণ সীতা-রূপ, দেখে অমনি বিশ্বরূপ,
হ'ন বিরূপ ভেবে অপরূপ।
শুনেছিলাম জীর্ণতমা, মম শোকে মৃত্যু-সমা
তবে কেন দেখি এমন রূপ॥ ১৭৮
চৌদ্দ বৎসর অনাহার, চেড়ীতে কর্‌তো প্রহার,
ব্যবহার এম্‌নি যদি ছিল।
তবে কেন শরীর পুষ্ট, কিসে হই সন্তুষ্ট,
দেহ-মধ্যে সন্দেহ জন্মিল॥ ১৭৯

এ যে মন্দ বিবরণ,　কিছু হয় নাই বি-বরণ,
　　দিব্য আভরণ-যুক্ত দেহ।
ছিল বনে একাকিনী,　হয়েছে কুলকলঙ্কিনী,
　　তাতে আর কিছু নাই সন্দেহ॥ ১৮০
জ্ঞানের মত জানিলাম,　মনে কথা মানিলাম,
　　আমার নাম ডুবিয়েছে জানকী।
দেখিব না জানকী-মুখ,　বসিলেন হ'য়ে বিমুখ,
　　কমলার কান্ত কমল-আঁখি॥ ১৮১
দেখিয়া ত্রাসিতে সীতে,　বরষার বৃক্ষ শীতে,—
　　শুকায় যেমন, শুকালেন তেমনি।
কেঁদে কন,—কেন দাসীরে,　বধ বজ্র দিয়ে শিরে,
　　কি অপরাধ বল চিন্তামণি!॥ ১৮২

আলিয়া—কাওয়ালী।

ও নীল-বরণ! জানিনে বিনে তব শ্রীচরণ।
কি দোষে দ্বেষ এখন।
আদেশ ক'রে আসিতে, জনম-দুঃখিনী সীতে,-
বদন দেখে যে ফিরালে বদন॥
ওহে তুমিতো অন্তরের অন্ত জানো রাম!
অনন্ত দুখে,—নাথ! রাম ব'লে কাল হরিলাম,

আশা ছিল আজি বিপদে তরিলাম,
শিবের সম্পদ পদ হেরিলাম,
না দিয়ে আশ্রয় পদে, আবার কেন পদে পদে,—
বিপদ কর হে বিপদ-ভঞ্জন !
আমি তোমার চাতকিনী জানকী,—
সজল জলদকায় ! তুমি হে কমলাখি !
সয় এ যাতনা আর প্রাণে কি,
ঘন বৈ চাতকী আর জানে কি !
বাঁচাতে চাতকী-প্রাণ, না দিয়া তায় বারি-দান,
বজ্র দিয়ে করিলে প্রাণ হরণ ॥ থ)

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

কেঁদে ব্যাকুলা রামজায়া, হয় না রামের দয়া মায়া,
কহেন রাম, কেন মায়া-রোদন।
লজ্জা পেলাম তোর দ্বারা. লব না এমন দারা,
পণ করেছি জনমের মতন ॥ ১৮৩
যাও যেখানে প্রয়োজন, যাও যেখানে প্রিয় জন,
আয়োজন কর গিয়া তার।
আর যাব না অন্বেষণে, ছি ছি ! যদি অন্যে শুনে,
তবে আমার মুখ দেখান ভার ॥ ১৮৪

তখন মনের অগ্নিতে সীতে, চাহেন অগ্নি প্রবেশিতে,
শ্রীরাম কহেন উচিত এক্ষণে।
সীতার জীবন হরিবারে, অগ্নিকুণ্ড করিবারে,
অনুমতি করেন লক্ষ্মণে॥ ১৮৫
তখন,রামের কাছে কেউ এসে না,কেঁদে কয় রামের সেনা,
হরিভক্তি আমাদের হরিলো।
শোকযুক্ত সুর-নর, ব্যাকুল যত বানর,
শোকানলে নল ভূমে পড়িল॥ ১৮৬
রামের লক্ষণ দেখি, লক্ষ্মীর পদ নিরখি,
লক্ষ্মণের শোক লক্ষ গুণ।
ঘন ঘন ধারা চক্ষে, ঘনবরণের বাক্যে,
জ্বালায় প'ড়ে জ্বালান আগুন॥ ১৮৭
জানকীর অপমান, কিছু জানে না হনূমান্,
এল বীর নীলপদ্ম করি করে।
দীর্ঘশ্বাস ঘন ছাড়ে, ধরায় অঙ্গ আছাড়ে,
রোদন করি কহে রঘুবরে॥ ১৮৮
কর হে! কি রঙ্গ হরি! তরঙ্গে আনিয়ে তরী,
কিনারায় ডুবালে কি কারণ।
ওহে রাম নিরদয়! ওহে পাষাণ-হৃদয়!
এই জন্যে জলধি বন্ধন॥ ১৮৯

পুড়েছে মা মোর মনাগুনে,
আর কেন পোড়াও আগুনে,
যা হউক তোমার প্রেমে হ'লাম ক্ষান্ত।
মান্‌বো না কাহার মানা, থাকিতে মা বর্ত্তমানা,
আমি প্রাণ ত্যজি গিয়ে শ্রীকান্ত। ॥ ১৯০

ললিত-ঝিঁঝিট একতালা।

চল্‌লাম গুণধাম! জন্মের মত রাম! প্রণাম হই চরণে।
আম দিব হে জানকী-জীবন! জীবন জীবনে ॥
রাম দয়াময় নাম শুনিলাম, আশায় চরণ সার করিলাম,
কিন্তু দাসের আশাবাসা হে রাম!
আজ ভাঙ্গিলো এত দিনে।
ওহে! মা যদি মোর হন অনলে দাহন,
আমার ভুবন আঁধার, ভুবনমোহন।
অজ্ঞাত নও ভুবনস্বামী! অজ্ঞান বালক মায়ের আমি,
শেষে বুঝিতে পারিবে না তুমি, মাতৃহীন সন্তানে ॥ (দ)

অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা উত্তীর্ণ, রত্নসিংহাসনে রাম-সীতার উপবেশন।

হেথা তাপে জানকীর তনু ক্ষীণ, করেন কুণ্ড প্রদক্ষিণ,
প্রজ্জ্বলিত হইল আগুন।

রাম-শোকে রাম-বনিতে, পড়েন গিয়া বহ্নিতে,
বর্ণিতে বর্ণিতে রামের গুণ ॥ ১৯১
তখন শীতল প্রকৃতি করি, সীতাকে শীতল করি,
রাখেন অগ্নি করিয়া আদর।
কিঞ্চিৎ কালের পর, পরম দুঃখী পরাৎপর,
যত রাগ অগ্নির উপর ॥ ১৯২
হাতে করি ধনুর্ব্বাণ, দাঁড়াইলেন ভগবান্,
করিবারে অগ্নির সংহার।
অগ্নি বলে করি স্তুতি, কি দোষে অগ্নির প্রতি,—
প্রভু! তুমি অগ্নি-অবতার ॥ ১৯৩
তখন রামকে দিয়ে রামের শক্তি, খেদে অগ্নি করে উক্তি,
প্রণাম করি জানকীবল্লভে।
দেখিলাম এইতো কার্য্য, যে দিন হবে রাম-রাজ্য,
দীনের প্রতি তো এমনি বিচার হবে ॥ ১৯৪
তখন সীতে পেয়ে শীতলান্তর, শীতে সূর্য্য উঠিলে পর,
তৃপ্ত যেমন জগতের প্রাণী।
দুঃখিনী জানিয়ে সীতে, করেন সীতা সন্তোষিতে,
মধুর বচনে চিন্তামণি ॥ ১৯৫
প্রেমানন্দে বিভীষণ, আনি রত্নসিংহাসন,
মনের মানস পূরাইতে।

জটা বাকল খসাইয়া, রত্নাসনে বসাইয়া,
রাজভূষণে সাজান রাগ-গীতে॥ ১৯৬
ত্রিভুবন সুখে মগন, নৃত্য করেন দেবগণ,
রামানন্দে সানন্দ হইয়ে।
জগতের যাতনা হরি, রাজবেশে বসিলেন হরি,
স্ববামে জনক-সুতা ল'য়ে॥ ১৯৭

ললিত—একতালা।

কি শোভা রে! রামরূপ,—রূপসাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতা-সনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্রে দুখী পায় আতঙ্গ।
মরি, হরির অঙ্গ হেরি অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ।
রামরূপ হেরে ত্রিনয়নরে, প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা কন নয়নে, ছেড় না রামরূপ সঙ্গ!
চিন্তামণির গুণের বাণী বল্‌তে বাণীর বাণী সাঙ্গ।
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ॥ (ধ)

শ্রীতারকব্রহ্ম রামচন্দ্রের দেশাগমন।

সবান্ধব শ্রীরামচন্দ্রের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আগমন ;—

ভরদ্বাজ মুনির আনন্দ।

উদ্ধার করিয়া সীতে, ভরতের দুঃখ নাশিতে,
দেশে আসিতে শ্রীরাম উচাটন।
সবান্ধবে জগবন্ধু, পার হন জলসিন্ধু,
মুক্ত করি জলধিবন্ধন ॥ ১
পশুপতির গতি হরি, পশুগণ সঙ্গে করি,
তথা হৈতে গিয়ে কিঞ্চিত পথে।
বলেন, ওরে হনূমান্! বেলা অধিক অনুমান,
হবে একটু নিকটে তিষ্ঠিতে ॥ ২
আমার যতেক হনূ, অপেক্ষা করে না ভানু,—
পূর্ব্বে না উঠিতে পূর্ব্বে খায়।
জানিরে আমার নল, সইতে নারে ক্ষুধানল,
যায় প্রাণ কহে না লজ্জায় ॥ ৩
অঙ্গদের অঙ্গ শীর্ণ, নীলের মুখ নীলবর্ণ,
ঐ দেখ হয়েছে ক্ষুধানলে।
নিকটে আছেন মুনিরাজ, বড় ভক্ত ভরদ্বাজ,
চল যাই সেই খানে আজি থাকিব সকলে ॥ ৪

শ্রদ্ধা অতি শুদ্ধাচার, অগ্রে গিয়ে সমাচার,
জানাও তুমি মুনির নিকটে।
শুনি মুনি বিদ্যমান, এক লম্ফে হনূ যান,
ধনু হইতে যেন বাণ ছোটে॥ ৫
জানায়ে আপন নাম, মুনিরে করি প্রণাম,
কহে রাম-আগমন-তত্ত্ব।
আসিতেছেন পীতাম্বর, শুনি সানন্দ মুনিবর,
কহিছেন প্রেমে হ'য়ে মত্ত॥ ৬
মরি মরিরে প্রাণধন! তোরে বিলাব কি ধন,
নাইরে ধন আমিরে তপোধন।
যদি বাঞ্ছা হয় মনে, প্রাণ ত্যজে আজি যোগাসনে,
তোরে জীবন করিয়ে বিতরণ॥ ৭

সুরট—একতালা।

শ্মশান-ভবনে ভব যায় ভাবে।
পাব ভবের ধন সে রাঘবে,
হবে এমন দিন,
দীননাথের দয়া দীনে, এমন দিন কি হবে
আমি দীন হীন অতি নিরাশ্রয়,
করিবেন আমার আশ্রমে আশ্রয়,

দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ-পল্লবে,—
ওহে বন-যাত্রাকালে, একদিন মম ধাম,
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আবার দয়া ক'রে আসিবেন কি রাম,
এত দয়া কি সম্ভবে ;—
তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার,
স্বগুণে গুণসিন্ধু-অবতার,
দাস বিনে দাশরথির ভার,
গ্রহণ করে কে ভবে ॥ (ক)

বাহাত্তর-কোটি বানর-সহ শ্রীরামচন্দ্রের ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে
আতিথ্য গ্রহণ ;—বিশ্বকর্ম্মার গৃহ নির্ম্মাণ।

তখন, স্বগণ সঙ্গেতে করি, সঘনে আনন্দে হরি,
উপনীত ভরদ্বাজ-ধামে।
আনন্দ অতি ঋষির, ধরায় সঁপিয়ে শির,
ত্বরায় প্রণাম করিল গিয়ে রামে ॥ ৮
মুনির মন ছলিবারে, কহেন রাম বারে বারে,
দেখা হ'লো এক্ষণে বিদায়।
বাড়ী ছাড়া অনেক দিন, কেঁদে মরিছে অনেক দীন,
আমার লাগিয়ে অযোধ্যায় ॥ ৯

অদ্য না হয় থাকিতাম, তোমার মান রাখিতাম,
উভয়ের আছে ভালবাসা।
শুধু নই আমরা কটি, বানর বাষট্টিকোটি,
কোথা তুমি দিতে পাবে বাসা॥ ১০
শুনিয়ে কহেন মুনি, চিন্তা কি হে চিন্তামণি!
কিনিতে হেথা সকলি পাওয়া যায়।
যদি থাকে ভালবাসা, দিতে পারি ভাল বাসা,
কোটি কোটি লোক এলে এ বাসায়॥ ১১
তখন মুনি যোগাসনে, করিলেন আকর্ষণে,
বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সত্বর।
মুনি-বাণী শুনি শ্রবণে, গঠিলেন তপোবনে,
কটাক্ষেতে কোটি কোটি ঘর॥ ১২
প্রতি-ঘরে স্বর্ণখাট, স্বর্ণকোশা স্বর্ণ ঠাট,
স্বর্ণহাট হ'লো মুনির পুরী।
প্রতি ঘরে গড়ে বসি, দীর্ঘকেশী সুরূপসী,
খাটে বসি মায়া বিদ্যাধরী॥ ১৩

* * *

ভরদ্বাজ-আশ্রমে অতিথি, রঘুনাথ প্রভৃতির জন্য অন্নপূর্ণার রন্ধন

পুনঃ যোগে করি মন, অন্নপূর্ণা আগমন,
প্রণাম করি কহেন বিশেষ।

মা! কর গো রন্ধন, অতিথি রঘুনন্দন,
দশাননে ব'ধে যা'চ্ছেন দেশ ॥ ১৪
ঘুচায়ে দীনের পাক, অন্ন ব্যঞ্জন আদি শাক,
অন্নদা রান্ধেন নিজ করে।
ভোজন কর্‌লে সুর নরে, ফুরায় না শত বৎসরে,
ধরে না অন্ন দামোদর উদরে ॥ ১৫
মুনি বড় আনন্দ মনে, কহিতেছেন বানরগণে,
ক্ষেউরি হয়ে স্নান ক'রে সবে এস।
ব'লে যান মুনি ঠাকুর, নাপিত লইয়ে ক্ষুর,
বলে কে কামাবে এসো বস ॥ ১৬

* * *

বানরগণের ক্ষেউরি,—কপিদের লাঞ্ছনা।

ক্ষুর দেখে নাপিতের হাতে, ভয়ে বানর যায় তফাতে,
এক বানর উঠিল বৃক্ষ-ডালে।
ক'রে দন্ত কড়মড়, এক বানর মারে চড়,
নাপিত করে ধড়ফড়, পড়িয়া ভূতলে ॥ ১৭
মুনি বলে কেন মেলে, কি দোষী নাপিতের ছেলে,
বানর বলে মেরেছি বটে মুনি!
ও বেটা কি জন্য আনে, শাণিয়ে অস্ত্র গলা পানে,
অপমৃত্যু ঘটেছিল এখনি ॥ ১৮

একটা অস্ত্র পাথরে ঘ'ষে, পায়ের অঙ্গুলি কাটিতে আসে,
দাড়ি ভিজায়ে দিল কিসের তরে।
জানে না যে রামের ভক্ত, বেটার এত ঘাড়ে রক্ত,
আমাদের ঘাড় নুয়ায়ে ধরে ॥ ১৯
মুনি কন যা হবার হউক, আজকের মতন কামান রহুক,
অন্ন প্রস্তুত ভোজনে বস সবাই।
শুনি এক বানর কয়, ভোজন কথাটা ভাল নয়,
বেটা বুঝি দুখ দিলে হে ভাই ! ॥ ২০

* * *

রন্ধন-শালার দ্বারদেশে অন্নপূর্ণা দণ্ডায়মানা।—বানরগণের বিস্ময়

মনের দুখে ভাসিয়ে, সবে দেখে পুরে প্রবেশিয়ে,
স্বর্ণথালে অন্ন সারি সারি।
অতশীকুসুমবর্ণা, দাঁড়িয়ে আছেন অন্নপূর্ণা,
রন্ধন ঘরের দ্বার ধরি ॥ ২১
বানর বলে ওহে মুনি ! দাঁড়িয়ে উনি কে রমণী,
ইন্দ্রাণী কি ব্রহ্মাণী অভয়া।
মুনি বলেন শোন্‌রে বানর ! দীনতারিণী নামটি ওঁর,
দীন দেখে আমারে বড় দয়া ॥ ২২
উহাঁর পরিবার শুদ্ধ বাস, বারাণসীতে বারো মাস,
এমন মেয়েটী দেখি নাই কোন রাজ্যে।

উনি গণেশ-ঠাকুরের মাতা, গিরিবর-ঠাকুরের সুতা,
গঙ্গা-ঠাকুরাণীর সতীন, গঙ্গাধরের ভার্য্যা ॥ ২৩
অসময়ে এসেছেন হরি, কিরূপে নির্ব্বাহ করি,
দেখিলাম ভবন অন্ধকার।
বড় দায়ে ঠেকেছিলাম, বরদাকে ডেকেছিলাম,
সেইতো কল্লে বিপদে উদ্ধার ॥ ২৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

দীননাথ হয়েছেন অতিথি।
না এলে দীনতারিণী, কি হ'ত দীনের গতি ॥
মন-পত্র ভক্তি-ডাকে, লিখিয়ে এনেছি মাকে,
তাইতে এ মান রাখ্‌তে, হলেন অন্নদা রন্ধনে ব্রতী।
ভবের উক্তি বটেন উনি, ভুবনের গতিদায়িনী,
কিন্তু মায়ের চিরদিনই, বড় দয়া দীনের প্রতি ॥ (খ)

হেসে বানরগণে বলে, ভাল বুঝালে বানর ব'লে
অন্নপূর্ণা দিলেন পাক করি।
তাঁর কপালে এত পাক, তোমার ঘরে করেন পাক,
এসে সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ॥ ২৫

ছাড় ব্যঙ্গ ছাড় ছলনা, ভেঙ্গে বল না কার ললনা,

মুনি বলেন ঐ হরের মনোরমা।

শুন ওরে রামের চর! কাজ কি রেখে অগোচর,

উনি কেউ নন উনি আমার মা॥ ২৬

বানর বলে ওহে মুনি! ছিলে বৃদ্ধের শিরোমণি,

বসেছ এখন বুদ্ধির মাথা খেয়ে।

তোমার অন্ত নাই দন্ত নাই, বয়সের অন্ত নাই,

তোমার মা কি ঐ ষোড়শী মেয়ে॥ ২৭

আজি কালি কি ছয় মাস বাঁচ, যাত্রা ক'রে বসে আছ,

উরু ভেঙ্গেছে ভুরু পেকে গেল।

মা গঙ্গা দিলে ঠাঁই, মঙ্গল বই ক্ষতি নাই,

ছেলে পিলে সব বেঁচে, থাকিলেই ভাল॥ ২৮

তোমার হাঁড়িতে বসেছে কথা,

বাহির হয়েছে যমের খাতা

পাকা ফল আর কদিন রয় গাছে।

তুমি যদি হও উহাঁর কুমার,

উনি যদি হন মা তোমার,

তবে ওঁর কপালে পুত্রশোক আছে॥ ২৯

বানরগণের ভোজন, মোচার ঝালে বানরগণের আপনা-আপনি
গালে-চড়া-চড়ি,—আচমন, পানের খয়ের চূণে বানরগণের
ওষ্ঠের রক্তিমা ;—বানরগণের ত্রাস।

মুনি বলে হে বানর ভাই ! ভোজনে এসে বস সবাই,
ভোজনান্তর ইহার উত্তর হবে।
শুনি বানর মহা মহোৎসবে, ভোজনে বসিল সবে,
রামের চর সব রাম জয় রবে ॥ ৩০
খাইয়ে মোচার ঝাল, ঝাল লেগে বানরপাল,
আপনার গাল আপনি চড়াচড়ি।
মুনি কন শঙ্কা কিরে, লঙ্কা কিছু অধিক ক'রে,
বেঁটে বুঝি দিয়েছেন কাশীশ্বরী ॥ ৩১
তখন নল বলে রে নীল ভাই !
লঙ্কা আমাদের ছাড়ে নাই,
মনে করেছ জিনেছি লঙ্কারে।
কই লঙ্কা জয়ী হ'লো, লঙ্কা যদি ফিরে এলো,
নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসিতেও পারে ॥ ৩২
মুনি কন শুনিয়ে গোল, সে লঙ্কা নয় ওরে পাগল !
গুড় অম্বল খাওরে ঝাল যাবে।
তখন, শুনিয়ে মুনির বোল, করিয়ে খাবল খাবল,
গুড়অম্বল খায় বানর সবে ॥ ৩৩

ভোজন সাঙ্গ হ'লে পর, কহিতেছেন মুনিবর,
আচমনে ব্যবস্থা হকু তবে।
বানর বলে মুনি গোঁসাই! আচমনে আর কায নাই,
রেখে দাও গে রাত্রে খেতে হবে॥ ৩৪
গলায় গলায় হয়েছে সবে, দিলে পাতে পাতে প'ড়ে রবে,
আচমন তো আর পেটে ধরে না।
শুনি মুনির আনন্দ বড়, বলেন ধর রে তাম্বূল ধর,
মুখশুদ্ধি কর সর্ব্বজনা॥ ৩৫
এক বানর কয় নোয়াইয়ে মাথা, অনেক রকম খেয়েছি পাতা,
ও আমাদের নিত্য-ভোজন বনে।
মুনি কন খাও রে পান, এর সত্ব সুধা পান,
শীঘ্র অন্ন জীর্ণ পান পানে॥ ৩৬
তখন, শুনি কথা সকলে মেলি, চিবায় পানের খিলি,
খদির চূণে ওষ্ঠ হ'লো লাল।
এ চায় উহার পানে, বলে বিপদ ঘটিল পানে,
হাহাকার করে বানরের পাল॥ ৩৭
বলে, এইবারইত বিপদ শক্ত, মুখে কেন, ভাই উঠে রক্ত,
এত বাদ কি মুনি বেটার মনে।
ব্যঞ্জনে দেয় লঙ্কা পূরে, এমন বিপদ লঙ্কাপুরে,
হয় নাই ত রাবণের ভবনে॥ ৩৮

কাঁপে অঙ্গ থরহরি, বলে ভাই! মরি মরি,
বিপদ্‌কালে একবার সবে, হরি ব'লে ডাক।
ডাকে করি উর্দ্ধহাত, বলে, উদ্ধারো জানকীনাথ!
বিপদ-সাগরে প্রাণ রাখ॥ ৩৯

খাম্বাজ—একতালা।

হরি! বিপদে রাখ,
ওহে অনাথের নাথ চিন্তামণি!
কর দৃষ্টিপাত, ওষ্ঠে রক্তপাত,
কি দিয়ে বধিল এ বেটা মুনি॥
ভাল ভাল ব'লে এলে মুনির বাসে,
মুনি বেটা তোমায় ভাল ভালবাসে,
খেতে দিয়ে নাশে, তব নিজ দাসে,
এমন বেটার বাসে এলেন আপনি।
এ বেটার কপটে অপমৃত্যু ঘটে,
বিপদ শক্ত বটে, মুখে রক্ত উঠে,
কাল এল নিকটে, এমন সঙ্কটে,
কোথা রইলে মা জনক-নন্দিনি!॥ (গ)

বানরগণ ও মায়া রমণী ; শ্রীরামচন্দ্রের ভরদ্বাজ-আশ্রম-ত্যাগ।

মুনি কন দিয়ে অভয়, ওরে বাছা! কিসের ভয়,
হও রে ধীর এ নয় রুধির।
মুনি দিলেন শঙ্কা নাশি, যেমন কান্না তেমনি হাসি,
কোপ-লোপ হইল কপির ॥ ৪০
এমনি আছে পূর্ব্বাপর, ভোজনের পূর্ব্ব পর,
যেমন যেমন ব্যবহার চলে।
বলেন, যাও রে শয়ন-ঘরে, স্বর্ণখাট শয্যোপরে,
অলস ত্যাগ কর গে সকলে ॥ ৪১
বানর বলে তা হবে না, ও কথাটী আর রবে না,
ঘরে আমাদের যেতে বল মিছে।
আমরা মিছে রামের কোপে পড়িব,
অলস কেন ত্যাগ করিব,
অলস আমাদের কি দোষ করেছে ॥ ৪২
শুনি হাসি কন মুনিবর, অলস বুঝ না বর্ব্বর!
চক্ষু মুদে পা মেল গে খাটে।
অনেক ইসারার পর, চলিল যত বানর,
শয়ন-ঘরের দ্বারের নিকটে ॥ ৪৩
পুরে প্রবেশিতে দেখে অমনি, খাটে বসে মায়া-রমণী
মৃগনয়নী উচ্চ কুচদ্বয়।

বানরকে দেখে বলে নারী, একাকী আমি রইতে নারি,
এস হে! খাটে বস হে রসময়! ॥ ৪৪
বানর দেখে চেয়ে চেয়ে, বলে এ নয় সামান্য মেয়ে,
কোন দেবী বসেছেন এসে ছলে।
বানর অতি মৃদুভাষে, গললগ্নীকৃতবাসে,
চরণ-পাশেতে গিয়ে বলে ॥ ৪৫
বলে যদি হও কমলা সতী, কিম্বা হও সরস্বতী,
কিম্বা হও হরমনোরমা।
রামের কিঙ্কর হই, দয়া কর দয়াময়ি!
আমি তোমায় প্রণাম করি গো মা! ॥ ৪৬
মায়ানারী কয় উষ্মা ক'রে, ধর্‌লি পায়ে বল্‌লি কিরে,
কর্‌লি প্রণাম, হয়ে কেন রে স্বামী।
বানর বলে দোষত নাই, রাগিলে কেন মা গোসাঞি!
অজ্ঞান বালকের উপর তুমি ॥ ৪৭
এইরূপে আমোদ কত, মুনির মনের মত,
কি আনন্দ সে দিবা-রজনী।
অস্তাচলে যান চন্দ্র, প্রভাত কালে রামচন্দ্র,
বলেন আমি বিদায় হই হে মুনি। ॥ ৪৮
মুনি কন রোদন ক'রে, দৈবে মাণিক পেলে পরে,
দরিদ্র কি দিতে পারে অন্যে।

কহিতেছেন পরাৎপর, তুমি আমার নও পর,
এত বলি বিদায় সসৈন্যে ॥ ৪৯

* * *

গুহক চণ্ডালের ভবনে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন।

হেথা গুহকের শুভগ্রহ, হ'লো রামের অনুগ্রহ,
যেতে গুহকের গৃহ দিয়ে।
গুহক রামের লাগি, গৃহ মধ্যে গৃহত্যাগী,
ব'সে আছেন আশা-পথ চেয়ে ॥ ৫০
কাঁদিছে ব'সে গণিছে পথ, হেন কালে দশরথ—
পুত্র রাম দিলেন দরশন।
রামকে দেখিতে পায়, গুহক পড়িল পায়,
এলি বলে করিছে রোদন ॥ ৫১
যে দিন মিতে! গেলি বনে, বনে আছি কি আছি ভবনে,
আর কি আমার জীবনে জীবন ছিল।
দিন গুণ্‌ছি দিন দিন, চৌদ্দ বৎসর তিন দিন,
আজিকার দিন ল'য়ে ভাই! হ'লো ॥ ৫২
গণ্য না করিয়ে মোরে, অন্য পথ দিয়ে গেছ রে,
ভেবেছিলাম তোর দিন বিলম্ব দেখে।
আসিব ব'লে গেলি যেদিন, সেই একদিন আর এই একদিন,
এত দিন কি দীনকে মনে থাকে ॥ ৫৩

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বলে গেলিনে ব'লে রে ভাই! ভেবেছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ দিন পেয়ে রে রামা মিতে! ॥
গণ্য না করিয়ে মোরে অন্য পথে গেলে পরে,
ত্যজিতাম রে! প্রাণ, বাণ-দান ক'রে হৃদয় পরে,
নতুবা জীবনে যেতাম জীবন সঁপিতে॥
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আসিব বলে আসা-কালে,
সেই আশার আশাতে আছি তব আশা-পথে ;—
সতত নবঘন-রূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগনে দেখি নবঘন ঘন ঘন নয়ন ঝ'রে।
ভাল বাসি রে মিতে! তোরে জীবন-সহিতে॥ (ঘ)

গুহকের দুখ নিবারি, স্বহস্তে নয়ন বারি,
মুছায়ে কন দুঃখবারী।
বঞ্চিলাম গিয়ে দূরে, প্রাণ ছিলো তোমার উপরে,
আমি কি তোমারে ভুলিতে পারি ॥৫৪
ঘরে থাকি বা থাকি বনে, আছে দেখা মনের সনে,
নয়নের দেখাটাই কি দেখা।
দেহ-মধ্যে আছে প্রাণ, প্রাণকে কেবা দেখ্‌তে পান,
প্রাণের তুল্য কেবা আছে সখা ॥৫৫

গুহক বলে, ওরে হাঁরে। শক্তিশেল যেন প্রহারে,
সেই বাক্য লক্ষ্মণের বুকে।
সহ্য না হইল প্রাণে, সুগ্রীবের কানে কানে,
কহেন লক্ষ্মণ মনোদুঃখে ॥ ৫৬
চরণে যার সুরধুনী, শরণাগত সুর-মুনি,
গুণ-ধাম দেন মোক্ষধাম।
কটাক্ষে বংশ উৎপত্তি, গুণ গান গণপতি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি রাম ॥ ৫৭
সাধেন সনক সনাতন, যিনি ব্রহ্ম সনাতন,
চিন্তামণি মুনির মনোহারী।
ব্রহ্মা ধ্যানে নাহি পায়, আমার দাদার পায়,
সদানন্দ সদা আজ্ঞাকারী ॥ ৫৮
হেদে গুহ ওরে হাঁরে, কি সাহসে বলে উহাঁরে,
এমন ব্যবহারে করেন দয়া !
পদে পদে সকলি নিন্দে, কি গুণ আছে পদারবিন্দে,
জানেন তবু-দেন পদচ্ছায়া ॥ ৫৯
এসে চণ্ডালের বাড়ী, একি পিরীত বাড়াবাড়ি,
এ স্থানে কি এসে ভদ্রলোকে।
প্রভুর কিছু বিচার নাই, ছোট লোককে দিলে নাই,
মানীর কোথায় মান থাকে ॥ ৬০

এ যে দয়া অবিধান, এলেন হারাতে মান,
দয়াহীনের ঘরে দয়াময়।
অন্ধে যেমন দর্পণ, করলে পরে অর্পণ,
দর্পণের দর্পচূর্ণ হয় ॥ ৬১
এ কথা কি মান্য করি, চণ্ডালে বলিবে হরি,
চণ্ডালের পাখী হরি বলে না।
রাগ করুন ভগবান্, আমি কিন্তু দিয়ে বাণ,
বধিব ওরে নতুবা সহে না ॥ ৬২
রাগে চক্ষু রক্তাকার, অঙ্গ-জ্বালা অঙ্গীকার,—
না করিয়ে ধরেন অমনি ধনু।
তূণের বাণ গুণে সঁপিয়ে, অগ্রজের অগ্রে গিয়ে,
বধিতে যান গুহকের তনু ॥ ৬৩
জানি বিশেষ বিবরণ, করে ধরি নীলবরণ,
নিবারণ করেন ত্বরিতে।
ক্ষান্ত হও রে ভ্রান্ত ভ্রাতা! অন্তরের অন্ত-কথা,
তুমি মিতার পার নাই বুঝিতে ॥ ৬৪

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা

কার প্রাণ নাশন, করবি রে ভাই! শুন,
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।

প্রেমে ওরে হাঁরে ও বলে আমারে,
আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই ! ॥
ওরে হাঁরে বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরে উহার বড় ভক্তিভাব,
লইনে আমি ধন, সাধু জনার মন, যুড়াই রে ;—
আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে যুড়াই ॥
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই,
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই,
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর, সুধাই না রে,—
আমায়, ভক্তি ক'রে ভক্তে বিষ দিলে খাই ॥ (ঙ)

গুহক অতি সুপবিত্র, রামের অতি সুমিত্র,
সুমিত্রানন্দন ক্ষান্ত শুনে।
আনন্দ সাগরে রায়, এক রজনী বিশ্রাম,
করিলেন গুহকের ভবনে ॥ ৬৫
উদয় হ'লেন দিনমণি, কহিতেছেন গুণমণি,
আসিব আবার আমি, অদ্য আসি।
শুনি উন্মাদের প্রায়, পথ না দেখিতে পায়,
গুহক অমনি নয়ন-জলে ভাসি ॥ ৬৬

কেঁদে বলে রে দুঃখবারী।
আমি কি থাক্‌তে বলিতে পারি,
আমি কি তোরে পারি রে বিদায় কর্‌তে।
আবার আস্‌বি,—ও যে আশা,
আমি যে তোর করি আশা,
এ কেবল বামনের আশা, আকাশে চাঁদ ধর্‌তে॥ ৬৭
বিরিঞ্চি তোয় বাঞ্ছা রাখে, সদানন্দ সদা ডাকে,
সঁপে মন পায় নাকো তোর দেখা।
আবার আসিবি এত প্রণয়, ও কথাতো কথাই নয়,
তুই রে হরি! চণ্ডালের সখা॥ ৬৮
গুহকের শুনি বচন, তোষেন মধুসূদন,
মধুনিন্দি মধুর বচনে।

নন্দীগ্রামে শ্রীরামচন্দ্র।

রথে চড়ি ত্বরান্বিত, নন্দীগ্রামে উপনীত,
প্রাণ-তুল্য ভরত যেখানে॥ ৬৯
এত বলি ঝরে নয়ন, হেন কালে নারায়ণ,
ভরত নিকটে আগমন।
প্রণমিতে পদতলে, ভক্তের নয়ন-জলে,
হ'লো রামের চরণ-সিঞ্চন॥ ৭০

চক্ষু-জল চরণে দিয়ে, অপরাধ হ'লো বলিয়ে,
যুগল পদ কেশ দিয়ে মুছায়।
ভরতকে করিয়া কোলে, দুঃখানলে শোকানলে,
জল দিলেন জলধর-কায় ॥ ৭১
ভরতের গুণ তখন, সুগ্রীবে ডাকিয়ে কন,
ভবে ভক্ত আছে বহু জন।
ভরতের তুল্য ভাই, ভারতের মধ্যে নাই,
শরতের শশী তুল্য মন ॥ ৭২

* * *

অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের আগমন,—সকলের আনন্দ।

সব সঙ্গী ল'য়ে সঙ্গে, শ্রীরামচন্দ্র নানা রঙ্গে,
নিজ পুরের প্রান্তে উদয় গিয়ে।
সব শবাকার ছিল নীরব, রাম এলো এই শুনিয়ে রব,
করে রব গৌরব করিয়ে ॥ ৭৩
রাম-গত রাজ্যেতে-যত, রাম-শোকেতে অবিরত,
কাঁদিতেছিল নয়ন-জলে ভাসি।
কি শুনিলাম বল বন্ধু, রাম রাম! রাম কি এলো?
ধ'রে তোল দেখে একবার আসি ॥ ৭৪
বালক যুবক জরা, অমনি চলিল ত্বরা,
তারা-হীন তারা যায় ত্বরায়।

গুণনিধি এলো ব'লে, দুগ্ধের বালক ফেলে,
রামাগণ সব রাম দেখ্‌তে যায়॥ ৭৫
ভরত বলে শুন ভাই! পুরবাসী এলেন সবাই,
কৈকেয়ী মা এসে যদি আর বার।
হারায়ে হরি আবার সবে, হরিষে বিষাদ হবে,
পুনঃ ভবন হবে অন্ধকার॥ ৭৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একবার অবিলম্বে ওরে শত্রুঘ্ন!
কর ভাই রে! অন্তঃপুরে গমন।
রাখ্‌রে পাপিনী মাকে করিয়ে বন্ধন,
শঙ্কা বড় আছে, পাছে আবার এসে রামের কাছে,
বলে রাম! তুই যারে বন॥
সেতো মা নয় পাপিনী সাপিনীর আকার,—
দয়া নাই, মায়া নাই মার,
সেইতো মনে দিয়ে কালি,—বনে দিল বনমালী,
সেই অবধি হয়েছে আন্ধার অযোধ্যা ভুবন॥ (চ)

কৈকেয়ের বন্ধন কথা, নগরের নাগরী যথা,
শুনি সব আনন্দ অন্তরে।
কহিছে নারী পরস্পরে, পরের মন্দ কর্‌লে পরে,
আপনার মন্দ হয় পরে ॥ ৭৭
কৈকেয়ী মাগীর ছিল মন, চৌদ্দ বৎসর বন-ভ্রমণ,
এত কষ্টে রাম কি বেঁচে রবে!
পশুতে প্রাণ নাশিবে, ফিরে ঘরে না আসিবে,
আমার ভরতের রাজ্য হবে ॥ ৭৮
লজ্জা কি ইহার পর, আপন ছেলে হ'লো পর,
ভরত বলে, দেখ্‌ব না আর মুখ।
সেই ত রাম! এলো ঘরে, লাভে হতে স্বামীটে মরে,
পরের মন্দ ক'রে এইতো সুখ ॥ ৭৯
দিদি! আমরা বেঁচেছি লো!, রামধন বিনে আঁধার ছিল,
রজনী আন্ধার বিনা যেমন শশী।
যেমন জল-বিনে মীনের দশা, ঘন বিনে ঘন পিপাসা,
চাতকের যাতনা দিবা-নিশি ॥ ৮০
পতি বিনে যেমন নারী, নারী বিনে সংসারী,
সারী বিনে শুকের কি সুখ আছে।
চক্ষু বিনে যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনে সাধু-সঙ্গ,
অন্তরঙ্গ বিনে বসতি মিছে ॥ ৮১

দেহ যেমন প্রাণ-বিহনে, চিন্তামণির চিন্তা বিনে,
প্রাণের প্রশংসা কিছু নাই।
সুত বিনে প্রাণ মিথ্যা ধরি, কর্ণধার বিনা তরি,
রাম বিনে অযোধ্যাপুরী তাই॥ ৮২

* * *

শ্রীরাম চন্দ্রের কৈকেয়ী ;—সম্ভাষণ।

হেথায় রাম গুণধাম পুরে প্রবেশিতে।
চিন্তামণি পরে অম্নি চিন্তিলেন চিত্তে॥ ৮৩
কৈকেয়ী মাতা মনে ব্যথা পেয়েছেন অতিরিক্ত।
উচিত অগ্রে মাকে শীঘ্র দুঃখে করা মুক্ত॥ ৮৪
দিবা নিশি ব'লে দোষী গঞ্জনা দেয় জনে জনে।
কারে বলি মনের বেদন আছে রাণীর মনে মনে॥৮৫
রাম গেল বন, নাই অন্বেষণ, চৌদ্দ বৎসর যায়-যায়!
ভরত শত্রুঘ্ন রামের চরণ লোটায় প'ড়ে পায়॥ ৮৬
হেন কালে শুনি অম্নি রাম এলো এই ধ্বনি ধনী,
ধরিয়ে ধরা উঠিয়ে ত্বরা পাইল পরাণী রাণী॥ ৮৭

— ——

আলিয়া—একতালা।

তুই কি ঘরে এলি রে রামধন!
আমার অন্তরের যে ব্যথা তুই বই কে জানে তা,

আমি যে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা,
কই কই দুঃখের কথা, কই কই রাম! তুই কোথা!
আয় দেখি রে দেখি চাঁদবদন॥
ভুবন-জীবন! তোমায় বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরি কথা জান অন্তর্যামী!
রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি,
আমায় ক'রে বিড়ম্বন॥
বিধির চক্রে, বাছা! বনে গমন তোমার,
বনপশু আমার, দুখে কাঁদে কুমার।
পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার,—
পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন॥ (চ)

শ্রীরামচন্দ্রের কৌশল্যা-সম্ভাষণ ও রাজ্যাভিষেক।

বিমাতারে সন্তোষিয়ে, স্বমাতার কাছে গিয়ে,
বসিয়ে ভাসিল আঁখির জলে।
পরশে যার পদরেণু, পাষাণ মানবী তনু,
সেই রাম পতিত পদতলে॥ ৮৮
রাণীর অন্ধ ছিল যুগল আঁখি, আঁখির তারা কমলআঁখি,
দেখে রাণীর মনের আঁধার যায়।

যেমন গুরু-বাক্যে জগজ্জন, প্রাপ্ত হয় জ্ঞানাঞ্জন,
চক্ষে মোক্ষধাম দেখ্‌তে পায়॥ ৮৯
যে চন্দ্রমুখ দরশনে, দেখা নাই শমনের সনে,
পুন জন্ম না হয় মহীতলে।
উথলে রাণীর সুখসিন্ধু, জগবন্ধুর বদন-ইন্দু,
নিরখিয়ে নীর নয়ন-যুগলে॥ ৯০
এইরূপেতে দুঃখনাশন, করেন সকলের দুঃখ নাশন,
নগরে করেন সম্ভাষণ, সকলের কাছে আসি।
বেদে নাই যার অন্বেষণ; সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশন,
কর্ত্তা যে পীতবসন, কমলা যার দাসী॥ ৯১
তন্ত্র মাঝে অদর্শন, দর্শনে নাই নিদর্শন,
ধরেন চক্র সুদর্শন, কখন ধনুক-বাঁশী।
যাঁর নাভিকমলে কমলাসন, ভজে ইন্দ্র হুতাশন,
তুলসী দিয়ে অর্চ্চন, করেন যারে ঋষি॥ ৯২
সেই রামেরে বিভীষণ, আনি রত্ন-সিংহাসন,
বলেন রাজ্য শাসন, কর হে গোলোকবাসী!
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, ল'য়ে পাত্র প্রিয়জন,
অভিষেক-আয়োজন, অমনি হয় বসি॥ ৯৩
ভবে আনন্দ সবারি, আনিবারে তীর্থবারি,
অমনি ভার ল'য়ে ভারী, যাচ্ছে অবিরত।

সকলেতে মনে সুখী, রাম রাজা হবে আজি কি?
পাতাল হ'তে বাসুকি,-আদি আসিছে কত ॥ ৯৫
কতকগুলি দ্বিজ দীন, ভিক্ষাজীবী দুঃখী-ক্ষীণ,
বৃক্ষমূলে হ'য়ে মলিন, বসেছে সেই পথে।
জিজ্ঞাসিছে ভারিগণে, ভার লয়ে যাও কার ভবনে?
এত ভার লয় কোন্ জনে, এমন ভাই কে আছে ভারতে ॥
ভারী কহে দ্বিজবর, রাজা হবেন রঘুবর,
দধি-দুগ্ধ-ক্ষীরসাগর, করিবেন রাঘব।
আজ্ঞা দিয়েছেন একেবারে, যত ভার যে দিতে পারে,
বঞ্চিত করিব না কারে, সবারি ভার লব ॥ ৯৬
এই কথা যেই ভারী বলে, শুনি দ্বিজ কয় নিজদলে,
রামের যদি আজি ভূতলে, এত ভারগ্রহণ।
এমন দিন পাব না আর, দীনবন্ধু রাম-রাজার,
কাছে গিয়ে দীনের ভার করিগে সমর্পণ ॥ ৯৭

খাম্বাজ—পোস্তা।

চল ভাই! ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে ॥
দিব ভার লবে স্মরণ, বলিব তাঁর ধ'রে চরণ,
এবার ভার বইলাম যেমন, হরি! এ ভার আর দিও না ভবে।

পাপে হয়েছি ভারী, আর তো ভার সইতে নারি!
না ভ'জে ভূভারহারী,
ভার হ'লো ভার বইতে ভবে॥ (জ)

মেঘনাদ বধে লক্ষ্মণের সংযমশীলতা।

রাজা হইবেন রাম, জগতে জয় জয় রাম,
অবিরাম সর্ব্বত্র জয় ধ্বনি!
আনন্দিত হ'য়ে অন্তরে, ত্রিপুরারি-পূজিত-পুরে,
আগমন সুরে নরে যক্ষ রক্ষ ফণী॥ ৯৮
রত্নাসনে চিন্তামণি, সুধান অগস্ত্য মুনি,
মনে বড় আশ্চর্য্য হে হরি!
ওহে ইন্দ্রাদি-পূজিত! কে বধিল ইন্দ্রজিত,
আমি তারে আশীর্ব্বাদ করি॥ ৯৯
হইয়ে অরণ্যবাসী, চৌদ্দ বৎসর উপবাসী,
নারীর বদনদৃষ্টি-নিদ্রাশূন্য।
সেই বধিবে মেঘনাদ, পুরাণে শুনি সংবাদ,
বধিতে নারিবে তারে অন্য॥ ১০০
কহেন মধুসূদন, লক্ষ্মণ তার নিধন,—
করেছেন, জানেন সবাই।

কিন্তু চৌদ্দ বৎসর সন্দেহ, আহার-নিদ্রা-শূন্য-দেহ,
এ লক্ষণ লক্ষ্মণের তো নাই ॥ ১০১
বেদ-বাক্য হবে বিফল, আমি তারে দিয়েছি ফল,
প্রতিদিন ভোজন-কারণে।
সঙ্গে ছিলেন সীতে নারী, এ কথা কহিতে নারি,
নারীর বদন দেখেন নাই নয়নে ॥ ১০২
চৌদ্দ বৎসর জাগরণ, আহার বিনে প্রাণ ধারণ!
কভু নয় প্রত্যয় অন্তরে।
জানিতে বিশেষ বিবরণ, ভানুজ-ভয়-নিবারণ,
অনুজে ডাকিয়ে কন সত্বরে ॥ ১০৩
কি কথা শুনিলাম হাঁরে! চৌদ্দ বৎসর অনাহারে,
তুমি নাকি ছিলে রে লক্ষ্মণ!
জাগরণে অনশনে, এত দিন আমার সনে,
প্রাণাধিক! কিসে প্রাণ ধারণ? ॥ ১০৪
দৃষ্টি নাই নারীর মুখে, জানকীর সম্মুখে,
মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইতে ভাই!
ব'লে ছিল কটুভাষা, শূর্পণখার কাট্‌লে নাসা,
নারীর বদন কেমনে দেখ নাই ॥ ১০৫
লক্ষ্মণ কহেন হরি! ঐ রূপেতে কাল হরি,
মুনিবর কহিলেন যে ভাষা।

দেখি নাই নারীর মুখ, বন-মধ্যে বিমুখ,
হ'য়ে কেটেছে শূর্পণখার নাসা ॥ ১০৬
নিশিযোগে হ'য়ে প্রহরী, তুমি নিদ্রা যেতে হরি,
বনে সব বিপক্ষ-ভবনে।
অনাহারের কথা,—শ্রীপতি! শ্রীমুখের অনুমতি,—
বিনা ভোজন করিব্ কেমনে ॥ ১০৭

রাগেশ্রী বাহার—একতালা।

দিয়েছ ফল ধর ব'লে!
এ ফল খেলে কি ফল ফলে,
ক্ষুধার বেলায় সুধা পেতাম হে,—
কেবল রাম! তোমার রাম-নামের ফলে ॥
চৌদ্দ বৎসর নারীর বদন,
আমি দেখি নাই হে মধুসূদন!
বাঁধা ছিল যুগল নয়ন,
মা জানকীর চরণকমলে ॥ (ঝ)

শুনিয়ে কহেন রাম, নিত্য নিত্য ফল দিতাম,
সে ফল রেখেছ তবে কোথা?

লক্ষ্মণ কন সকল, যতন করিয়ে ফল,

রেখেছি হে মোক্ষফলদাতা ! ॥ ১০৮

তূণে হ'তে বারি ক'রে, শুষ্ক ফল যুগ্মকরে,

লেখা ক'রে দেখান ত্বরিতে।

চৌদ্দ বৎসর গণনাতে, তিনটি ফল নাইকো তাতে,

লক্ষ্মণ কন যে দিন হারাই সীতে ॥ ১০৯

বনে বনে কাঁদি দুই জন, কেবা করে ফল অন্বেষণ,

নাগপাশে বন্ধনে যায় এক দিন।

শক্তিশেলে এক দিবে, তুমি ফল কারে দিবে,

সে দিন উভয়ে জ্ঞানহীন ॥ ১১০

লক্ষ্মণের এই বাক্য, শুনি অমনি ভাসে বক্ষ,

কমলআঁখির কমলআঁখির নীরে।

বলেন, এছার প্রাণে ধিক, চৌদ্দবৎসর প্রাণাধিক,

বিষ ভোজন আমি করেছি রে ॥ ১১১

তখন ভব-দুঃখ-নিবারণ, মন-দুঃখ-নিবারণ,—

কারণ সীতাকে ডাকি কন।

যত দিন অরণ্যবাসী, প্রাণের লক্ষ্মণ উপবাসী,

শুনি ক্ষান্ত নহে হে জীবন ॥ ১১২

* * *

লক্ষ্মণ-ভোজন।

রঘু-ভাই অনশন, আমি রত্নসিংহাসন,—
মধ্যে থাকি কিছু খেতে বসি।
অবিলম্বে সমাদরে, অন্ন দেহ সহোদরে,
অন্য কার্য্য রাখহে প্রেয়সি! ॥ ১১৩
জানকী রন্ধন করে, সঁপে অন্ন রঘুবরে,
দেবরে অন্ন আনন্দে দেন সীতে।
গুণময়ী লক্ষ্মীর করে, লক্ষ্মণ-ভোজন করে,
সুখে যান সুরগণে দেখিতে॥ ১১৪
দেবর লক্ষ্মণ প্রতি, জিজ্ঞাসেন গুণবতী,
রন্ধনের গুণ কিছু বল্লে না।
লক্ষ্মণ কহেন শুনে, চরণের গুণ আমি জানিনে,
রন্ধনের গুণ করিব কি বর্ণনা॥ ১১৫
ত্রিভুবনের শিরোমণি, এই রন্ধন, রঘুমণি,
গ্রহণ করেছেন অগ্রভাগ।
ভববন্ধনহারিণী, রন্ধন করেছেন তিনি,
আমি কি করিব অনুরাগ বিরাগ॥ ১১৬

সুরট—ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য ওমা সীতে! তব রন্ধন দূষিতে,
তুমি সীতে তুমি অসিতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসিতে-রূপে অসিধরা, দনুজ-কুল-নাশকরা,
সীতা রূপে এসেছ ধরা, রাবণ-কুল নাশিতে॥
দেহি অন্ন দাসে দেহি, বিশ্বমাতা! বৈদেহি!
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিও না আসিতে॥
যদি কৃপা না হয় দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
দাশরথিরে হবে নিদানে, ঐ চরণ দানে তুষিতে॥(ঐ)

হনুমানের অভিমান,—ক্রোধ, দর্পনাশ।

তখন, হনুমানের ছিল সাধ, লক্ষ্মণের পরে প্রসাদ,
আমি খাব আর সকলের অগ্র।
সে সাধ করি বিষাদ, জানকী সাধিলেন বাদ,
সাদরে সুগ্রীবেরে ডাকেন শীঘ্র॥ ১১৭
তার পর আমোদ-ছলে, ডেকে অন্ন দেন নলে,
নীলে ডাকি দেন তার পরে।
মনে মনে হনুমান, করিতেছেন অভিমান,
অপমানটা করিলেন আমারে॥ ১১৮

অপরে দেন আগে অন্ন, আমার বেলাতেই অপরাহ্ণ,
তাতে, ক্ষুধা পারিনে সহিতে।
মায়ের এমন কর্ম্ম নয়, তাতে আমি জ্যেষ্ঠ তনয়,
উচিত কি অমারে কষ্ট দিতে॥ ১১৯
আমি মরি ক্ষুধানলে, আগে অন্ন দিলেন নলে,
হায় বিধি এ বড় কৌতুক।
এই লেগে প্রেম বাড়াইতে. লঙ্কা খানা পোড়াইতে,
পোড়াইলাম আপনার মুখ॥ ১২০
সদা আজ্ঞা শুনিতাম, শিরে পর্ব্বত আনিতাম,
ঘরপোড়া নাম কিনিলাম দেশে।
বাঁচি যদি হয় মৃত্যু, এমন নির্দ্দয়ভৃত্য,
হ'য়ে থাকা আর নাই মানসে॥ ১২১
হনূমান্ করিয়ে রাগ, কহিতেছে করি বিরাগ,
সংবাদ শুনিয়ে গুণবতী।
নিকটে আসিয়া বলেন হাঁরে, তুমি নাকি আমার উপরে
রাগ করেছ কুমার মারুতি!॥ ১২২
তুমি আমার ঘরের ছেলে, আগে খেলে পশ্চাতে খেলে
তাতে কি বাছা! হয় রে অপমান।
মায়ের সোহাগে ভুলে, চরণ-কল্পতরুমূলে,
প্রণাম করিল হনুমান॥ ১২৩

সব রাগ হ'লো নিপাত, পাতিয়ে কদলী পাত,
বলে অন্ন আন গো জননি!
স্বর্ণথালে অন্ন আনি, দিতেছেন রামরাণী,
এক গ্রাসেতেই ভক্ষণ অমনি॥ ১২৪
যতবার দেন অন্ন, দিবা মাত্র পাত শূন্য,
হেসে হনূমান্ লাগিল কহিতে।
আমি পেলাম মনে ব্যথা, তুমি পেলে চরণে ব্যথা,
গতিদায়িনি! গতায়াত করিতে॥ ১২৫
আর আমায় দিও না অন্ন, হয়েছে আমার সম্পূর্ণ,
আর খেয়ে কি হব দোষী।
আরও আছে দাস দাসী, তারা থাকিবে উপবাসী,
আমি যদি নাশি অন্নরাশি॥ ১২৬
হ'তে পারে অনটন, অদ্য সদ্য আয়োজন,
চৌদ্দ বৎসর প্রভু ছিলেন না ঘরে।
হরির অনেক পরিবার, এক পুরুষে সকল ভার,
শুনি জানকী হাসিলেন অন্তরে॥ ১২৭
বলেন হেসে হনূমান্! অন্ন আছে মেরু-প্রমাণ,
তুমি খেয়েছ খায় যেমন একটী পিপীলিকে।
তখন, অন্নদা—রূপিণী হ'য়ে, ঢেলে অন্ন দেন গিয়ে,
গায়ে পায়ে আর হনূর মস্তকে॥ ১২৮

সাম্‌লাতে পারে না হনূ, অন্নেতে ডুবিল তনু,
উঃ মরি উঃ মরি প্রাণ করে।
সীতে কন করি দৈন্য, খাও বাছা! কাঙ্গালের অন্ন,
গোটা কত হাতে বল ক'রে। ১২৯
হনূমান্ কয় ওগো মাতা! খেয়েছিলাম জ্ঞানের মাথা,
তোমার সঙ্গে ব্যাপকতা করি।
শিশুর উপর সাধিলে বাদ, তোমারি হবে অপবাদ,
অপরাধ ক্ষম গো ক্ষেমঙ্করি! ॥ ১৩০

আলিয়া—একতালা।

কৃপা কর মা! কর মা কি!
অতি অগণ্য জঘন্য দাসের দর্প চূর্ণ,—
কর মা। ইথে বাড়িবে কি মান্য, হও মা! ক্ষমাপন্ন,
আর দিওনা অন্ন স্বর্ণময়ী জানকি! ॥
আমি পশুজাতি অতি অপবিত্র,
জেনে শুনে বনচরেরি চরিত্র,
রেখেছ মা! আমায় ক'রে চরিতার্থ,
চরণে চন্দ্রমুখি!

গুণময়ী হ'য়ে নির্গুণে দূষিছ,
দিয়ে দর্প তুমি আপনি নাশিছ,
মা হ'য়ে হাসিছ, আনন্দে ভাসিছ,
সন্তানের দুঃখ দেখি ॥ (ট)

কেঁদে বলে হনূমান্, হয়েছি মা মৃতসমান,
ভোজন কালে এ দীন দাসেরে।
ব'ল্লে মা! কিসের জন্য, গোটাকত কাঙ্গালের অন্ন,
খাও বাছা! হাতে বল ক'রে ॥ ১৩১
তোমার, কাঙ্গালের ঘরকন্না, এ কথাতো হর কন্ না,
ব্রহ্মাণ্ডের পতি রঘুপতি।
রত্নাকর সুধাকর, শঙ্কর আদি কিঙ্কর,
স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরণী মা তুমি সীতা সতী ॥ ১৩২
তোমার অভাব কিসের আছে, তুমি অভাব সবারি কাছে
মা! তোমার ঐ চরণ-অভাবে শিব শ্মশানে ফিরে।
ল'য়ে শতদল পদ্ম, মা! তোমার ঐ চরণপদ্ম,
পদ্মযোনি নিত্য পূজা করে ॥ ১৩৩
কি বল মা! কাঙ্গালের কাছে, থাক মা! কাঙ্গালের কাছে
সে কাঙ্গালের কপালে করে জানি।

কৃপণ গোলোকের স্বামী, মা! বড় কৃপণা তুমি,
হও অতুল ধনের ঠাকুরাণী ॥ ১৩৪
দয়াময়ী ধর নাম, নামের তুল্য মনস্কাম,
পূরাও কই ঘুরাও কেবল দুঃখে।
মা ব'লে যে মায়ায় ডাকে,
তোমার মায়া আছে মা! কা'কে,
মহীজা! সন্তানে ক'রো রক্ষে ॥ ১৩৫
আমি দিই নাই মা! ঐহিকের ভার,
হউক যাতনা যা হবার,
বল কাঙ্গাল ক্ষতি নাই মা! তায়।
পাছে জীবনান্ত-কালে মাতা! করিবে এমনি দৈন্যতা,
যখন সুত পড়িবে রবিসুত-দায় ॥ ১৩৬

* * *

বানরগণের ভোজন।

তখন দয়া জন্মে মার অতি, পরম ভক্ত মারুতি,
পরম যতনে যত কয়।
মধুর বচন দ্বারা, মধুসূদনের দারা,
দয়া ক'রে দিলেন অভয় ॥ ১৩৭
সতী মনের উৎসবে, অপর বানর সবে,
ডেকে কন সকলে ভোজন কর।

নীল বলে, গো দাদা নল! নাই আমাদের ক্ষুধানল,
দুখানল জ্বলে উঠেছে বড় ॥ ১৩৮
জননীর বিদ্যমান, হনূ দাদার হতমান,
দেখে অবাক হয়েছি সর্ব্বজন।
এত রাগ কিসের জন্য, মাতা হয়ে মাথায় অন্ন,—
দিয়ে করেন এত বিড়ম্বন ॥ ১৩৯
নিশ্বেসটা করেন রোধ, মানেন না কারু অনুরোধ,
দয়াময়ী নাম শুনেছি জন্ম।
তপ্ত অন্ন গাত্রে ঢেলে, নিধন করেন নিজ ছেলে,
মায়া নাই মায়ের কি এই ধর্ম্ম! ॥ ১৪০
দেহে নাই কিছু মমতা, বিমাতা হ'তে কুমাতা,
সুমাতা ইহাকে বলিতে নারি।
এমন কু-মায়ের কাছে, কুমার কেমনে বাঁচে,
আমার হয়েছে ভয় ভারি ॥ ১৪১
রুদ্র দাদার এই গতি, আমরা তো সব ক্ষুদ্র অতি,
আর আমাদের ভোজনে কার্য্য নাই।
ত্যজ মায়ের পাদপদ্ম, এস্থান হইতে অদ্য—
প্রস্থান করিব চল যাই ॥ ১৪২
নল বলে রে নীল ভাই! মায়ের নিন্দা করতে নাই,
মায়ের তুল্য গুণ কে ধরায় ধরে।

মায়ের অনেক সম্বরণ, তাইতে সন্তান বেঁচে রন,
নানাবিধ অপরাধ ক'রে ॥ ১৪৩
জগৎ-মাতা আদ্যাশক্তি, তাঁর কাছেতে ভোজন-শক্তি,
জানান গিয়ে অবোধ হনূমান।
এত কোপে কি প্রাণ বাঁচে,
মায়ের প্রাণ ভেঁই প্রাণ রয়েছে,
দয়া ক'রে মা রেখেছেন পরাণ ॥ ১৪৪
দর্পহারীর ঘরণী, জানকী দর্পহারিণী,
দর্পহারীর দুঃখ হরিতে পারেন আশু।
যিনি বিধি-গর্ব্ব খর্ব্বকরা, তাঁর গর্ভে থেকে গর্ব্ব করা,
করে একটি খর্ব্ব বনের পশু ॥ ১৪৫
এ কথাতে সর্ব্বজন, অমনি গিয়ে করে ভোজন,
মায়ের কাছে পেয়ে অভয় দান।
তদন্তে নিশি-প্রভাতে, সিংহাসনে রঘুনাথে,
বসিতে কন বশিষ্ঠ ধীমান্ ॥ ১৪৬

* * *

রাম রাজা, রত্নসিংহাসনে রাম-সীতা।

চিন্তামণি মুনি-আদেশে, জানকী-সহ যুগল বেশে,
বসিলেন রত্নসিংহাসনে।

জয়ধ্বনি পৃথিবীতে, স্বর্গে ধ্বনি দুন্দুভিতে,
আনন্দে করেন দেবগণে ॥ ১৪৭

ললিত ভৈরোঁ—একতালা।

কি শোভা রে, রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতাসনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্গ।
মরি, হরির হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রাম-রূপ হেরে ত্রিনয়নে, প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা ক'ন নয়নে, ছেড়ো না রামরূপের সঙ্গ,—
চিন্তামণির রূপের বাণী বল্‌তে বাণীর বাণী সাঙ্গ ॥
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথ অন্তরঙ্গ ॥(ঠ)

লবকুশের যুদ্ধ।

বাল্মীকির তপোবনে সীতা-বর্জ্জন,—সীতার বিলাপ।

শ্রবণে পবিত্র চিত, বাল্মীকের সুরচিত,
রামতত্ত্ব সুধার সোসর।
রাবণে করি নিপাত, রাজ্য করেন রঘুনাথ,
ক্রমে সপ্তহাজার বৎসর ॥ ১
পঞ্চমাস গর্ভবতী, আছেন সীতা গুণবতী,
আনন্দ অন্তরে অন্তঃপুরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন-ভার্য্যা, আছেন তারা পরিচর্য্যা,
জানকীর বেশ বিন্যাস করে ॥ ২
একাসনে জায় জায়, কত বাক্য ক'য়ে যায়,
কহিছেন লক্ষ্মণ-বনিতা।
পূরাই সাধ গো, জানকি দিদি! তুমি অদ্য রাখ যদি,
দয়া করি দাসীর একটী কথা ॥ ৩
লঙ্কাপুরে যে রাবণ, তোমায় করে বিড়ম্বন,
সে পাপাত্মার কেমন গঠন।
দেখাও ভূমে অঙ্ক পাতি, মুণ্ডে তার মারি লাথি,
খণ্ডে তবে মনের বেদন ॥ ৪

জানকী বলেন ভগ্নি! আর কেন নির্ব্বাণ অগ্নি,
জ্বালিয়ে জ্বালা দেহ মোর মনে।
সে পাষণ্ড রাক্ষস, প্রতি মোর চাক্ষস,
ছিল না অশোক-বৃক্ষ-বনে॥ ৫
দুষ্ট যখন নিজালয়, রথে ক'রে মোরে লয়,
জলে মাত্র ছায়া দেখি তার।
ছি ছি! সে বড় কলঙ্ক, এত বলি ভূমে অঙ্ক,
লিখি দেখান রাবণ-আকার॥ ৬
না করি অঙ্ক-মোচন, দশমুখ কুড়ি লোচন,
লেখা অমনি থাকিল ভূমেতে।
দৈবে নিদ্রা-আকর্ষণ, ধরায় পেতে বসন,
নিদ্রা জান জনক-দুহিতে॥ ৭
কিঞ্চিত কালের পরে, জানকীর অন্তঃপুরে,
শান্তমূর্ত্তি যান রঘুপতি।
দেখেন জলদকায়, সীতার পাশে মৃত্তিকায়,
লেখা আছে রাবণ-আকৃতি॥ ৮
হয় না রাগ সম্বরণ, নবঘন-শ্যাম-বরণ,
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস।
সীতা সতী পতিব্রতা,—সে কথা ভাবেন বৃথা,
যায় জানকী জায়ার অভিলাষ॥ ৯

একি কলঙ্ক ললাটে, এখনি সরোবর-ঘাটে,
শুনে এলেম রজক-বদনে।
কার সনে করি বিবাদ, পরিবাদ করি বাদ,
পুনরায় জানকী দিয়ে বনে॥ ১০
নহে সহ্য তৎক্ষণাৎ, ডাকিয়ে ত্রিলোকনাথ,
লক্ষ্মণে নির্জ্জনে ল'য়ে কন।
সূর্য্যবংশে যে পুরুষ, কার নাই অপৌরুষ,
মোর ভাগ্য ভেঙ্গেছে লক্ষ্মণ! ১১

সুরট—কাওয়ালী।

ওরে ভাই! জানকীরে দিয়ে এস বন।
যে লক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষ্মণ।
বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ॥
অতি অগণ্য কাযে, ছিছি জঘন্য সাজে,
ঘোর অরণ্য মাঝে কেন কাঁদিলাম,
অপার জলধি কেন বাঁধিলাম,
ছিছি ধিক্ ধিক্ ধিক্, কার লাগি রে প্রাণাধিক।
শক্তিশেল হৃদে ক'রেছ ধারণ॥ (ক)

বজ্র-সম রাম-বাক্য, শুনে লক্ষ্মণ সজলাক্ষ,
ধরিয়ে চরণে কন ধীরে।
করেছ হে ভগবান্! পরিবাদে পরিত্রাণ,
পরীক্ষা করিয়ে জানকীরে ॥ ১২
কেঁদে লক্ষ্মণ যোড় করে, বার বার বারণ করে,
সে বারণে রঘুবীর বিরত।
ক্ষান্ত হন না কোন রূপ, উষ্মাযুক্ত বিশ্বরূপ,
অনুজে করেন অনুযোগ কত ॥ ১৩

সীতার প্রতি রঘুনাথের দ্বেষ কি প্রকার ?—

যেমন দেবতার দ্বেষ অসুরগণে।
যবনের দ্বেষ হিন্দু পানে ॥ ১৪
রাবণের দ্বেষ হনূমানে।
বৈরাগীর দ্বেষ বলিদানে ॥ ১৫
কুপুত্রের দ্বেষ বাপ-খুড়াকে।
ষষ্ঠীর দ্বেষ আঁটকুড়াকে ॥ ১৬
হিংস্রকের দ্বেষ পরশ্রীতে।
ত্রিপুরাসুন্দরীর দ্বেষ তুলসীতে ॥ ১৭
পাগলের দ্বেষ বারিতে।
শুক মুনির দ্বেষ নারীতে ॥ ১৮

দক্ষের দ্বেষ সদানন্দে।
মনসার দ্বেষ ধূনার গন্ধে॥ ১৯
গোঁড়ার দ্বেষ ভগবতীকে।
শিবের দ্বেষ রতিপতিকে॥ ২০
ভীমের দ্বেষ কুরুকুলে।
সাপের দ্বেষ ইষের মূলে॥ ২১
চোরের দ্বেষ হিতবাক্যে।
তেমনি রামের দ্বেষ জানকীর পক্ষে॥ ২২
কহেন, হাঁরে লক্ষ্মণ! এ কেমন তব লক্ষণ,
আর কি উপেক্ষা মোর কর।
রাখিব না সীতা ভবনে, বাল্মীকির তপোবনে,
রাখ রে! জানকী ল'য়ে ত্বরা॥ ২৩
তত্ত্ব যেন না পায় অন্যে, কৌশলে দিবে অরণ্যে,
রথে তুলি করি গৌরব অতি।
মোর সুমন্ত্রণা রাখ, সুমন্ত্রেরে শীঘ্র ডাক,
তুমি রথী,—সে হবে সারথি॥ ২৪
আছে বাক্য মোর সনে, মুনিপত্নী-দরশনে,
জানকীর জানি অভিলাষ।
অনুমতি দিলাম তায়, শীতল করি সীতায়,
ছলক্রমে দেহ বনবাস॥ ২৫

দূর্ব্বাদলশ্যাম-বাক্যে, দুর্ব্বল হইয়া দুঃখে,
চক্ষুর জলেতে বক্ষ ভাসে।
করিতে আজ্ঞা পালন, ছল ছল দুনয়ন,
ছলে যান জানকীর বাসে॥ ২৬
অন্ত না জানেন সীতে, লক্ষ্মণে পুরে আসিতে,
দেখে কন হাসিতে হাসিতে।
এসো এসো ওহে দেবর!
দেখা যে অনেক দিনের পর,
সে ভাব ভুলেছ নাকি চিতে॥ ২৭
দুঃখের দিনে এক যোগ, বনে বনে কর্ম্মভোগ,
করিলে হ'য়ে রামসনে সন্ন্যাসী।
পরের দায়ে বাকল পর, বন্ধুকে তোমার পর,
তাইতে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি॥ ২৮
ইদানী ডুমুরের ফুল, হয়েছ,—তাতে প্রতিকূল,
তোমার প্রতি আমি হ'তে নারি।
হয়েছে আসা-আসি বাদ, তবু তোমায় আশীর্ব্বাদ,-
বিনে কি আমি জল খাইতে পারি? ২৯
তোমার রাম নাম সর্ব্বদা মুখে,
তাতে কি আমি ছিলাম সুখে,
ভাল ভাল বৈরাগ্য সে সব গেছে।

ঘরকন্নায় হয়েছে মতি, ভগ্নীটী মোর ভাগ্যবতী,
এর বাড়া কি শ্লাঘ্য আমার আছে ॥ ৩০
শক্রু হউক অধোমুখ, বাড়ুক তোমার সুখ,
সেই সুখ শুনিলে হই সুখী।
তবে কিঞ্চিৎ খেদ মাত্র, কমল-আঁখির প্রিয়পাত্র,
মধ্যে মধ্যে দেখ্‌লে জুড়ায় আঁখি ॥ ৩১
ওহে দেবর! সম্বৎসর,—না হয় যদি অবসর,
এক দিন্‌তো দেখা পাব তোমাকে।
বিজয়াতে নমস্কার, করিতে আস্‌বে সাধ্য কার,-
সে দিন তোমাকে বাধ্য ক'রে রাখে ॥ ৩২
শুনিয়ে লক্ষ্মণ কন, বাক্য অতি সুচিক্কণ,
শুন লক্ষ্মী! দাসের নিবেদন।
চরণে শরণ ল'য়ে তোমার, সংসার নাহিক আর,
অসার আশ্রয় প্রয়োজন ॥ ৩৩
তোমার হয়েছে রাজ্য-সম্পদ,পড়ে না এখন মাটিতে পদ
চরণে তোমার ধূলা-বিন্দু নাই।
কি আশাতে আমি আসি, পদধূলীর অভিলাষী,
সে আশায় পড়েছে আমার ছাই ॥ ৩৪
বলে, এই কথা সতীর পাশে, নেত্রজলে গাত্র ভাসে,
সকাতরে কহেন লক্ষ্মণ।

কথা আছে কি রঘুনাথ-সনে, মুনিপত্নী-দরশনে,
যেতে বাল্মীকির তপোবন ॥ ৩৫
রথে হও উপবিষ্ট, পূরাতে তোমার অভীষ্ট,
অনুমতি হয়েছে দাদার।
এই কথা শুনিয়ে সীতে, হয়ে সীতে উল্লাসিতে,
পরেন বিবিধ অলঙ্কার ॥ ৩৬
ভূষণে হয়ে ভূষিতে, রথে উঠিলেন সীতে,
সন্ধান না পান কোন অংশে।
কাঁদে লক্ষ্মণ উচ্চরবে, শক্তি ভাবেন ভক্তিভাবে,
কাঁদে লক্ষ্মণ সাধু সূর্য্যবংশে ॥ ৩৭
গিয়া যমুনার পারে, পড়ে ধৈর্য্য কি ধরিতে পারে ?
লক্ষ্মণ শোকে ধরাতলে।
তপোবনে প্রকাশিতে, প্রকাশ পাইয়ে সীতে,
ভাসিতে লাগিল আঁখি জলে ॥ ৩৮
কন হে জীবনকান্ত! রাখিব না এই জীবন্ ত,
জীবো দিয়ে জীবনে জীবন।
একি বজ্রাঘাত শিরে, দোষ বিনে এ দাসীরে,
কেন হে রাম! এত বিড়ম্বন ॥ ৩৯

আলিয়া—কাওয়ালী।

ও রাম ! না জানি চরণ-ধ্যান ভিন্নে।
হ'লো কি মনে উদয়, ওহে নিদয়-হৃদয় !
নাথ ! দাসীরে দিলে আবার আজি অরণ্যে ॥
রাখিতে দাসী রে হে নাথ !
তোমার শিবের সম্পদ, পদে বঞ্চিত ক'রে,
ঘরে বঞ্চিতে দিলে না কি জন্যে।
দুঃখ দিলে হে বিষম, সীতে জনক-নন্দিনী সম,
জনম-দুঃখিনী আর নাই, রাম ! অন্যে ॥
দাসীরে বিলাতে কৃপা কৃপণ,—হ'য়েছো,—
তোমার কি পণ, জানিনে তাতো স্বপনে,—
উদ্ধারিয়ে বনে দিবে এ বাদ যদি সাধিবে,
তবে কেন এ দুঃখিনীর কারণে,
দুঃখসাগরে ভাসিলে তোমরা দুজনে ॥
বনে বনেতে রোদন, বন-পশুর সাধন,
বৃথা জলধি-বন্ধন রাম ! কি জন্যে ॥ (খ)

দিয়ে কাননে বিদায়, রাম-প্রেমদায়,
লক্ষ্মণ বিদায় কেঁদে।

গিয়া অযোধ্যায়, হ'লেন উদয়,
হৃদয়ে পাষাণ বেঁধে ॥ ৪০
অনুজেরে হেরি, দনুজ-নিবারী,
অনিবার চক্ষে জল।
বলেন, ওরে ভাই! কি দিয়ে নিবাই,
জানকী-বিরহানল ॥ ৪১
কি করিলাম হায়! কি নিশি পোহায়!
না হেরিয়া সীতা-রূপ।
নাই সংসার স্বীকার, বিশ্ব অন্ধকার,
দেখিছেন বিশ্বরূপ ॥ ৪২
শোক সম্বরিতে, স্বর্ণময়ী সীতে,
নির্ম্মাণ করিয়া ঘরে।
তারে করি দৃষ্ট, নাহি জন্মে তুষ্ট,
রঘুবর-কলেবরে ॥ ৪৩
হেথায় পড়িয়া ধরণী, রামের ঘরণী,
বাল্মীকি-বাস নিকটে।
তখন তপোধন, করেন তর্পণ,
যমুনা নদীর তটে ॥ ৪৪
কিঞ্চিৎ কালান্তরে, হইল অন্তরে,
রামপ্রিয়ে মমালয়ে।

আনন্দিত মন, করেন গমন,
শিষ্যগণ সঙ্গে ল'য়ে ॥ ৪৫

আসিয়া ত্বরায়, দেখেন ধরায়,
পড়িয়া জনক-ঝি।
মুনি কন বাণী, চিন্তামণি-রাণি!
ছি ছি মা! করেছ কি ॥ ৪৬

গা তোল জননি! জনক-নন্দিনি!
জগত-জনক-প্রিয়ে।
কিসের রোদন, কিসের বেদন,
আপনারে না চিনিয়ে ॥ ৪৭

ষাটি হাজার বর্ষ, হয়ে আছি হর্ষ,
রামের রমণী তুমি।
আসিবে এ বনে, ও পদ-সেবনে,
পবিত্র হবে এ ভূমি ॥ ৪৮

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ওগো এসো মা রামপ্রিয়ে! ভেস না নয়ননীরে।
থাকৃতে হবে কিছু দিন, অতি দীন মুনিমন্দিরে ॥

ভবভাব্য-ভাবিনি ! সীতে ! তুমি ভাব কি অন্তরে,
সহজে কি এসেছ আমার সাধ পূরাতে সাধ ক'রে,
বেন্ধে এনেছি ও পদ, নিজ সাধনের ডোরে ॥
তোমায় বন্ধে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বর,
সম্প্রতি কৃপা বিতর, ধন্য কর মুনিবরে ॥
রাজভূষণ রাজ-বাস ভালবাস গো রাজরাণি !
আমি কোথা পাব দিতে কেবল দিব,
গো জগদ্বন্দিনি ! চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে ॥ (গ)

বাল্মীকির আশ্রমে সীতার গমন ;—লব-কুশের জন্ম।

করি দুঃখ সম্বরণ করীন্দ্রগমনে !
চিন্তামণি-রাণী যান অমনি মুনির ভবনে ॥ ৪৯
মুনি করে যত্ন যেন মণির অধিক।
মুনির রমণী যত্ন করেন ততোধিক ॥ ৫০
দেন গ্রীষ্মে শীতল ভোগ যাতে সীতার মানস।
শীতে অগ্নি জ্বেলে করেন সীতারে সন্তোষ ॥ ৫১
দশ-মাস গর্ভ যে দিনেতে পূর্ণ হয়।
প্রসব হন পুত্র এক পূর্ণ চন্দ্রোদয় ॥ ৫২
পূর্ণব্রহ্ম রামের সংপূর্ণ অবয়ব।
মনের সুখে মুনি নাম রাখিলেন লব ॥ ৫৩

ক্রমেতে বয়স পূর্ণ পঞ্চম বৎসর।
বনে করেন রণশিক্ষা লইয়া ধনুঃশর॥ ৫৪
এক দিন লবেরে রাখি মুনি সন্নিকটে।
জনকনন্দিনী যান যমুনার ঘাটে॥ ৫৫
মুনি আছেন অন্য মনে হেন কালে লব।
মায়ের পশ্চাৎ ধায় করি মহারব॥ ৫৬
হেথায় কুটিরে মুনি না হেরিয়ে লবে।
লবের জন্যেতে পড়েন সঙ্কটার্ণবে॥ ৫৭
তপোবনে না পেয়ে শিশুর অন্বেষণ।
লবাভাবে ভাবিয়ে বিকল তপোধন॥ ৫৮
মোর স্থানে শিশু রাখি গেলেন জানকী।
হারাইলাম তাঁর সবে ধন হায় হায় হবে কি॥ ৫৯
লব নাই কুটীরে সীতা করিলে শ্রবণ।
জীবন হইতে আসি ত্যজিবে জীবন॥ ৬০
কে দিবে রে সন্ধান বিধান কিবা করি।
কি জানি করিল ধ্বংস ধরি করি-অরি॥ ৬১
করিল বা সাধের শিশু শার্দ্দূলে ভক্ষণ।
কোথা লব গেলি বোলে উন্মাদ লক্ষণ॥ ৬২

সুরট—একতালা।

ওরে লব! কোথায় লুকালি।
জানকী-কুমার! জীবন আমার,
জীবন পাছে হারালি॥
তোরে এসে নয়নে না হেরিলে সীতে,
নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে,
জলে প্রবেশিতে জীবন-নাশিতে,
যাবে মনোদুঃখে জ্বলি॥
একে হয় না সীতার শোক-সম্বরণ,—
নিরপরাধে সে নীরদ-বরণ,
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়েছেন বন,
শোকে সোণার অঙ্গ কালি,—
দৃষ্টিহীন জনের যষ্টিরে যেমন,
তেমনি রে তুই জানকীর সবে ধন,
আর আছে কি ধন, কিসে সম্বোধন,
করিব বল কি বলি॥
দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,
তপনের তাপ তোকে নাহি সয়,
তপোধন ত্যজে কোন্ বনমাঝে,
কি খেলা খেলিতে গেলি,—

বনে বনে তোর না পেয়ে সন্ধান,
হ'লোরে আমার হত ধ্যান জ্ঞান, মরিরে,—
আবার হরিসুত আমার হরিসাধন ভুলালি ॥ (ঘ)

সঙ্কট গণিয়া মুনি করেন বিধান।
লবাকৃতি করেন এক কুশেতে নির্ম্মাণ ॥ ৬৩
মন্ত্রপূত করি তার দিলেন জীবন।
কে পারে চিনিতে নহে জানকীনন্দন ॥ ৬৪
হেথায় এসেন সীতা করিয়ে উৎসব।
বামকক্ষে কলসী, দক্ষিণ কক্ষে লব ॥ ৬৫
দেখেন সীতা লবাকৃতি দ্বিতীয় নন্দন।
বিস্ময় হইল বিশ্ববন্দিনীর মন ॥ ৬৬
তপোধন কন সব বিস্তারিয়া বাণী।
বিস্তর আনন্দ সীতা নিস্তারকারিণী ॥ ৬৭
কুশায় নির্ম্মিত জন্য নাম রাখেন কুশি।
এরূপে কাননে আছেন জানকী রূপসী ॥ ৬৮

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ,—যজ্ঞের বার্ত্তা,—হনূমানের বিস্ময়।

হেথায় অযোধ্যাপুরে রাজ্য করেন রাম।
অন্তরে অনন্ত শোক নাহিক বিশ্রাম ॥ ৬৯

ব্রহ্মকুলোদ্ভব ছিল লঙ্কার রাবণ।
ভাবেন অন্তরে তাই ব্রহ্ম-সনাতন॥ ৭০
মহাপাপ জন্য তাপ পাইয়া নিরবধি।
সভা-শুদ্ধ ল'য়ে অশ্বমেধ যজ্ঞবিধি॥ ৭১
ত্রিভুবনে দিতে পত্র ত্রিভুবনের পতি।
নারদের প্রতি করিলেন অনুমতি॥ ৭২
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ শুনি ভাগ্য মানি মনে।
ভবাদি চলেন ভব-বন্দিত-ভবনে॥ ৭৩
হেথায় হনূমান্ কদলীবনে, শ্রবণ করি শ্রবণে,
শ্রীনাথ রামের যজ্ঞ-বার্ত্তা।
সব দুঃখ-বিস্মরণ, বিশ্বরূপ করি স্মরণ,
শরণ লইতে করেন যাত্রা॥ ৭৪
চলেন রাঘবক্ষেত্র, ছুটে যেন নক্ষত্র,
আশু আসি পবননন্দন।
শুনিলেন রাবণ-বংশ,—ধ্বংস জন্য পাপ-ধ্বংস,—
জন্য যজ্ঞ করেন নারায়ণ॥ ৭৫
উপহাস করি মনে, গঞ্জনা সভাস্থগণে,
দিয়া কন অঞ্জনাকুমার।
বিধির বিধাতা যেই, তার প্রতি বিধি এই!
করেন বিধিমতে নিন্দা সবাকার॥ ৭৬

হাঁ হে! তোমরা যত মুনি, চিন্তা করি চিন্তামণি,
চিন্‌তে পেরেছ ভাল তাঁরে।
কই তোমাদের শাস্ত্র দৃষ্ট, বশিষ্ঠ শুনি বিশিষ্ট,
অপকৃষ্ট দেখি ক্রিয়া দ্বারে॥ ৭৭
শুক! তুমি বুঝনা সূক্ষ্ম, মরীচি ধরেছি মূর্খ,
দেবল কেবল নাম-ঋষি।
মহামুনি দুর্ব্বাসায়, কহেন হনূমান্ দুর্ভাষায়,
শুনিলাম তুমি বড়ই তপস্বী॥ ৭৮
ব'ধেছেন রাম দশাননে, দশে তোমারা দোষ গ'ণে,
দর্শাইবে ব্রহ্মবধ-ভয়।
যাঁর সৃষ্টি তাঁর লয়, যাঁর জীবন সেই লয়,
সে রামের দোষ লয়, কোন্ রাজ্যে তাহার আলয়!॥ ৭৯
অন্তে শমনের ডরে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে,
জগতে যতেক জীবগণ।
হরি করিলেন দোষাচার, কে করে দোষ বিচার,
রাম যে আমার শমনের শমন॥ ৮০

[পাপের ভয় রঘুনাথের অসম্ভব, সে অসম্ভব কেমন,—]

অশ্বত্থ গাছে আম্র, স্বর্ণদরে বিকায় তাম্র,
বামন ধরে গগন-চাঁদে, মূষিকের ভয়ে বিড়াল কাঁদে,

গণেশের গৌরব নষ্ট, বরুণের জল কষ্ট,
চন্দ্রের কিরণ উষ্ণ, চণ্ডাল দ্বিজের ইষ্ট,
সিমুলে জন্মিল মধু, নরকস্থ হ'লো সাধু,
মহাদেবের জন্মিল ব্যাধি, ব্রহ্মা হ'লেন মিথ্যাবাদী,
বোবায় পড়িছে বেদ, কমলার ঐশ্বর্য্য খেদ,
নিম্বপত্র হ'লো মিষ্ট, সাপের চরণ দৃষ্ট,
গরুড়কে দংশিল নাগে, চন্দ্রগ্রহণ দিবা-ভাগে,
মধুসূদন বিপদ্‌গ্রস্ত, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য অস্ত,
শীতের ভয়ে অগ্নি ব্যস্ত, সীতাপতি পাপগ্রস্ত,
তেমনি জানিবেন ॥ ৮১

তোমরা যত সভাজন, দেখ্‌ছি অতি অভাজন,
এত বলি ভেটিতে শ্রীরাম।
আশা করি মোক্ষপদে, আশুতোষ আরাধ্য পদে,
আশু আসি করেন প্রণাম ॥ ৮২

প্রেমে পুলকিত বক্ষ, ঘন ঘন সজলাক্ষ,
সজল জলদ রূপ হেরি।
কৃতাঞ্জলি বিদ্যমান, কহিছেন হনূমান্‌,
ভগবান্‌! নিবেদন করি ॥ ৮৩

এ কোন্‌ তোমার যোগ্য, কি মানসে কর যজ্ঞ,
তুমি যজ্ঞেশ্বর সুরজ্যেষ্ঠ।

অযোগ্য মন্ত্রণা ল'য়ে, কোন্ যজ্ঞে ব্রতী হয়ে,
যজ্ঞবেদী পরে উপবিষ্ট ॥ ৮৪
ক'রে তব প্রীতে শত যজ্ঞ, নর হয় ইন্দ্র-যোগ্য,
যদি করে অযোগ্য বধ কারে।
তোমার কর্ম্ম যজ্ঞফল দিতে, যোগ্যতা কার জগতে,
যুগ্ম করে ব্রহ্মা যাঁর দ্বারে ॥ ৮৫

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমার কি ভয় ব্রহ্মবধ,
তব পদ ভাবিলে পায় ব্রহ্মপদ,
ওহে সহ্মসনাতন!
ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি ব্রহ্মার হৃৎপদ্মের ধন ॥
ব্রহ্মার বেদের বাণী, ব্রহ্মলোক-নিবাসিনী,
ব্রহ্মকমণ্ডলে যিনি, ঐ পদে উদ্ভব হন ॥
কি শুনি রাম! অসম্ভব, ঐ চরণ ভাবেন ভব,
তুমি ভবে বৈভব, শুনেছি ভবের বচন ॥ (৬)

হনুমান্ বাক্যে রাঘব-ব্রাহ্মণের ক্রোধ,—হনুমানের উত্তর।

শুনে যজ্ঞের অয়োজন, রাঘব ব্রাহ্মণ এক জন,
আছে কিঞ্চিৎ লোভে দাঁড়ায়ে একটী পাশে

হনূমানের কথা শুনে, অনুমান করিছে মনে,
বেটা বুঝি ছাই দিলে আশ্বাসে॥ ৮৬
কোথা হ'তে এলো এটা, ঘরপোড়া মুখপোড়া বেটা,
বুঝি পাকিয়ে কথা পাক পেড়ে দেয় কাযে।
কারু হবে না কার্য্য সিদ্ধি, কি জানি বান'রে বুদ্ধি,
গ্রাহ্য যদি হয় রঘুরাজে॥ ৮৭
দ্বিজ হ'য়ে রাগে ভোর, ডেকে বলে ওরে বানর!
হাঁরে বেটা! তুই ছিলি কোন্ বনে।
দান করিবেন শ্রীরাম দাতা,
তোর কেন তায় মাথা-ব্যথা,
লোকের মাথা খেতে তুই এলি কেনে॥ ৮৮
রঘুনাথ করিলে যজ্ঞ, কাঙ্গালের ফিরিত ভাগ্য,
কত সামগ্রী খেত, যেতো না বলা।
সুমন্ত্রণা যদি দিতিস্, আপনিও ত খেতে পেতিস্,
দুটা একটা কুমড়া সশা কলা॥ ৮৯
যেখানে বশিষ্ঠ আদি অগস্ত্য, সেখানে আবার মধ্যস্থ,
হনূ হয়েছে, তনু জ্বলে যায় রাগে!
লাফ দিয়া পার হয়ে সাগর,
হ'য়েছ বুঝি বুদ্ধির সাগর,
এসেছ বুদ্ধি দিতে রামের আগে॥ ৯০

তোর শুনেছি যত বিদ্যা-সাধন,
লাঙ্গুলে আগুন লাগায়ে বদন,
পুড়িয়ে বেড়াস্ তোর উপর বৃথা রাগা।
তোর থাক্‌তো যদি বুদ্ধি বল,
সীতা দিয়েছেন রামকে ফল,
সেই ফল কেউ কি খায় রে হতভাগা! ॥ ৯১
শুনে রাঘব বামনের কথা রুক্ষ,
হনূমান্ কন্ থাক্‌রে মূর্খ!
পঞ্জ্যা বেটাদের সংখ্যা পাইনে কত।
বেটা বড় মান্যমান, তুই আমার রাখ্‌লি না মান,
তবেই হনূমানের মান হত ॥ ৯২
বেটার ক-অক্ষর গো-মাংস, বিদ্যার মধ্যে অন্ন-ধ্বংস,
বর্ণ-বিচার-শূন্য আবার তাতে।
বানর বানর কর্‌ছ বড়, কথার বানর ইহাকে ধর,
কর্ম্ম-বানর তুই বেটা ভারতে ॥ ৯৩
ভিন্ন মধ্যে থাকিস্ নে গাছে,
ল্যাজ নাই আর সকলি আছে,
তন্নুর ভিতর হনূর কীর্ত্তি সব।
পশুর সঙ্গে সম্ভাষণ, পশুর মত পেট-পোষণ,
কভু ভাব না পশুপতি মাধব ॥ ৯৪

আমি ত হয়েছি সাগর পার,
তোর বেটার পার হওয়া ভার,
লাফ দিবি তার বল ঘুচায়ে চল্‌লি।
আমাকে বলিস্ মুখপোড়া, তো বেটার কি কপাল-পোড়া,
জ্বেলে মনের আগুন সকলি পোড়া কর্‌লি ॥ ৯৫
আমি ত বাস করি বনে, সদাই ফলের অন্বেষণে,
তো বেটার যে বিফল অন্বেষণ।
নইলে সামান্য ধন-অভিলাষে,
আসিলি আমার রামের পাশে,
চিন্‌তে প্যারিস্ নে রামধন কি ধন ॥ ৯৬
পেয়ে পরমার্থ বিদ্যমান, দু-সের চেলের অভিমান,
এমন বাসনায় দিয়ে আগুন।
অতি অধম ধনের কার্য্যে আশা, কল্পতরু-মূলে আসা,
হাঁরে অল্পবুদ্ধি! অল্পেয়ে বামুন ॥ ৯৭

খাম্বাজ—খং

ওরে দুরাচার! চাইলে পাস্ রামের কাছে মোক্ষধন
কি ছার উদর-পরিতোষের জন্য,
হারায়েছো রে জ্ঞানরতন ॥

এসেছ কি ধনের লোভে,
দু-সের তণ্ডুলে কি সুসার হবে,
দশার ফেরে কু পসার ক'রে—
অসার বস্তুর আয়োজন ॥ (চ)

অশ্বমেধ যজ্ঞে ত্রিভুবনের নিমন্ত্রণ,—যম ভিন্ন সকলের আগমন,—
মুনিগণের নারদ-নিন্দা।

ব্রাহ্মণ হইল নীরব, যজ্ঞের কারণ সব,
শ্রীরাম বুঝান হনূমানে।
এলেম নরযোনিতে ধরণীতে, না চলিলে নর-রীতে,
ধর্ম্মপথ নরে নাহি মানে ॥ ৯৮
হয় যদি যায় বেজায়, সেই পথে প্রজায় যায়,
রাজার বজায় রাখা সেই ধর্ম্ম।
প্রমাণ পাইয়া মনে, জ্ঞানোদয় হনূমানে,
প্রণাম করেন পূর্ণব্রহ্ম ॥ ৯৯
যোগিগণ যাঁরে ধায়, সেই রামের অযোধ্যায়,
ত্রিলোক ধ্যায় পেয়ে নিমন্ত্রণ।
এলেন পুর ত্যজি পুরন্দর, শশধর বিষধর
শ্রীধর রামের যজ্ঞ জন্য ॥ ১০০

শুভদিন মনে গণি, চলিলেন দিনমণি,
শিবা সঙ্গে শিবের আগমন।
যান শক্র আদি শুক্র শনি, যথা দেব চক্রপাণি,
কেবল বক্র হয়ে এলেন না শমন ॥ ১০১
সভায় না হেরে শমনে, মুনিগণ সব মনে গণে,
চিন্তামণির প্রতি অতি রাগ।
হবে কি উহার যজ্ঞ পূর্ণ পাগলের অগ্রগণ্য,
নারদের বাড়ান অনুরাগ ॥ ১০২
কি দেখে সদ্‌ব্যবহার, সব কর্ম্ম তাঁরই ভার,
সম্প্রতি যজ্ঞে করিল হানি।
পথে বুঝি পেয়ে বিবাদ, যমকে দিতে সংবাদ,
যায় নাই নার'দে আমরা জানি ॥ ১০৩
জগদীশ দিলে অভয়, নাই যেন যমের ভয়,
তা বো'লে তার মান খর্ব্ব কেনে।
যাতে গিয়াছে ঐ পাগল, ঘ'টে রয়েছে অমঙ্গল,
গোল বই মঙ্গল কই দেখিনে ॥ ১০৪
ঘোর লেটা ব্রহ্মার বেটা, ব্রহ্মার কুপুত্র ওটা,
ওটা একটা উৎপাত-উৎপত্তি।
সাজায়ে কথাটি পরিপাটী, কাজিয়ে বাধায় বাজিয়ে কাঠি,
লাঠালাঠি দেখ্‌তে বড় আর্ত্তি ॥ ১০৫

হ'য়ে কপট যোগীর বেশ, অন্তঃপুরে হয় প্রবেশ,
অন্ত না জানিয়ে লোকে মানে।
হ'লে কাজিয়ে বগল বাজিয়ে নাচে,
রাজার কথা কয় রাণীর কাছে,
রাণীর কথা গিয়ে বলে রাজার কাণে॥ ১০৬
যাদের বাসনা হরি, সর্ব্বসুখ পরিহরি,
হরীতকী ভক্ষিয়া হরি সাধে।
ও কোন্ কালেতে হরিতে রত, চঞ্চল হরিণের মত,
হরে কাল কেবল বিবাদে॥ ১০৭
ওরে করুণা কোরেছেন হরি, কি গুণেতে হরি হরি,
হরি পেলে কি কেবল ছাই মেখে।
হরিও উহার অনুরক্ত, লোকে বলে হরিভক্ত,
হরিভক্তি উড়ে যায় ওরে দেখে॥ ১০৮
ও কি সাধনীয় হ'লো মুনি, কুমন্ত্রণার শিরোমণি,
ঘর ভাঙ্গাবার পণ্ডিত ভারতে।
লোকের হয়েছে ভারি মরণ, বিবাহ আদি করণ কারণ,
বারণ হয়েছে নারদের জ্বালাতে॥ ১০৯
কারু শুনে যদি বিয়ের সম্বন্ধ,
ক'রে বসেছে অমনি মন্দ,
কন্যাকর্ত্তার বাড়ী গিয়া বলে।

কি শুনিলাম ওরে ভাই ! মেয়েটাকে জলসাই,
করবে নাকি বেঁধে হাতে গলে ॥ ১১০
কে দেখে এসেছে বর, সেটা অতি বর্ব্বর,
পাত্র কোথা পত্র করিলে কিসে।
এক কড়া নাই তার যোত্র, বয়েস সেটার সত্তর,
লভ্য করবে কি সোণা দিয়ে সীসে ॥ ১১১
এই কথা তাহারে ক'য়ে বর-কর্ত্তার বাড়ী গিয়ে,
বলে, ভাই ! কি করেছ কারখানা।
বাহ্যজ্ঞান নাই করেছ ক্রিয়ে, সাধের ছেলের দিচ্ছ বিয়ে,
খেয়ে চক্ষু দেখে এসেছ, মেয়েটা যে কাণা ॥ ১১২
পুত্র লয়ে উত্তর কাল, বাধ্‌বে একটা গোলমাল,
বিবেচনা করিতে হয় বিহিত।
বলিলাম কথাটা রয় না রয়, জানিলে কথা কইতে হয়,
ভদ্র লোকের কাছে এমনি রীত ॥ ১১৩
এইরূপ নারদের কর্ম্ম, কিছু বুঝে না ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মিথ্যা কথার বিদ্যা-অধ্যয়ন।
কিছু বুঝে না ষত্ব ণত্ব, তারে আবার প্রধানত্ব,
প্রদান করেন নারায়ণ ॥ ১১৪

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট নারদের আগমন,—আত্ম-দুঃখ কাহিনী নিবেদন
যজ্ঞে যম কেন আসেন নাই তাহার বিবরণ।

নারদে করিয়া তুচ্ছ, মুনিগণ করেন কৃচ্ছ,
হেথায় নারদ তপোধন।
প্রেমে ভাসিছে নয়ন জলে, হাসিছেন হৃৎকমলে,
আসিছেন রামের ভবন॥ ১১৫
বাসনাকে করিয়া ছাই, অঙ্গেতে মেখেছেন ছাই,
সেই ছেয়ে মানের বৃদ্ধি অতি।
নয় স্বর্ণ কি রূপার ভক্ত, কিনে রেখেছেন মুক্ত,
ভক্তির হাটেতে বেচে মতি॥ ১১৬
হরি হয়েছেন পরিবার, হরিকে সুখী করিবার,
জন্য ব্যস্ত সর্ব্বদা অন্তরে।
যে রূপ বাহ্য আচরণ, ত্যাজ্যগণের গ্রাহ্য নন,
পূজ্যগণের শিরোধার্য্য করে॥ ১১৭
নাই অন্য ধনের অভিমান, সেটা ক'রেছেন অবিধান,
অবিরত শ্রীকান্তে মন আছে।
রামের করুণা-ধন, প্রাপ্তি হেতু তপোধন,
বীণাকে বিনয় করি যাচে॥ ১১৮

মূলতান—কাওয়ালী।

ও বীণে! লবি নে জানকী-প্রাণকান্তের নাম বিনে!
ভরসা করেছি ভবে তোয় রে,
বীণে! দেখো রে যেন ভুলিনে॥
ভাবিলে দুঃখহারী শ্রীকান্ত, দুঃখান্ত একান্ত,
জ্ঞানপথে চল চল!
যে পথে আছে কাল-রবিসুত রে,—
সে পথে যেন রবিনে।
ওরে হর-আরাধ্য,—হরি চরণ-পদ্ম,
মনে ভাবিলে রে ভাবনা ভাবিনে,
ম'জনারে কুরস-প্রসঙ্গে কুরঙ্গে কুসঙ্গে,
রাখ দাশরথির শেষ,—
মিছে রস-আশে আর কে রে,—
যা হ'লো হ'লো নবীনে॥ (ছ)

হেথা যজ্ঞস্থলে ঋষি যত, অবজ্ঞা করিয়া কত,
নারদ প্রতি কহেন বচন।
শুনিয়া কর্ণকুহরে, দূরে হৈতে হরে হরে,
করি নিজ মনকে মুনি কন॥ ১১৯

শুন রে মন! জ্ঞান-চক্ষে, ধন নাস্তি জ্ঞানাপেক্ষে,
কিবা বন্ধু কি বিপক্ষে, হিতকর উভয় পক্ষে,
সদানন্দ মন রেখে, হবে পরকাল-রক্ষে,
কখন থেকো না দুঃখে, দুঃখে থাকা দোষ মুখে,
যদি গায় ধূলা দেয় কোন মূর্খে,
রাগ ক'রো না তার পক্ষে,
বৈরাগ্যটা বড় ব্যাখ্যে, হরিনাম উপলক্ষে,
হর কাল করি ভিক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
হরিময় জল নিরীক্ষে, যে অগোচর চর্ম্মচক্ষে,
যে করে প্রদান মোক্ষে, যে দেয় পার্থে যোগ-শিক্ষে,
যে যাচে বলিরে ভিক্ষে, যে বধিল হিরণ্যাক্ষে,
যে করে প্রহ্লাদে রক্ষে, অসংখ্য যাহার আখ্যে,
সৃষ্টি লয় যার কটাক্ষে, যারে ভজে ইন্দ্র যক্ষে,
শ্রীদাম যারে ভজে সখ্যে, পীতাম্বর যার কক্ষে,
ভৃগুপদ যার বক্ষে, সর্ব্বদা সেই পদ্মচক্ষে,
দেখ রে মন জ্ঞানচক্ষে ॥ ১২০
মুনি এইরূপ ধ্যানে, শ্রীরামের সন্নিধানে,
আনন্দ-বিধানে আশু আসি।
দেখেন কাল দণ্ডধারী, দশমুণ্ড-অন্তকারী,
মুনিমণ্ডলের মাঝে বসি ॥ ১২১

পতিত হ'য়ে ধরায়, পতিতপাবন-পায়,
প্রণাম করিয়া মুনি বলে।
ওহে জানকী-জীবন, তব আজ্ঞায় ত্রিভুবন,
নিমন্ত্রণ করিলাম সকলে ॥ ১২২
দিয়াছি বার্ত্তা হিমালয়, যমালয় সোমালয়,
রামালয় আসিতে হবে বলি।
নাই অনর্থে মন অনিবারি, জান হে কৃতান্ত অরি!
যথার্থ কর্ম্মে কভু কি আমি ভুলি ॥ ১২৩
আমি যে দাস তব পায়, কেহ না সন্ধান পায়,
পায় পায় কি পায় শত্রুগণ।
কি করি যত ক্ষেপায়, ক্ষৈপা বলিয়ে ক্ষেপায়,
উপায় কর হে নারায়ণ! ॥ ১২৪
বশিষ্ঠ আমাকে পাগল ধরে, ভৃগু বড় ভ্রূকুটি করে,
কত কথার ক'রে যাচ্ছে উক্তি।
যদি ভোজনে দ্রব্য ভাল পান, ভজনের তত্ত্ব ভুলে যান,
ক'জন উহাঁরা ঐ গতিকে ব্যক্তি ॥ ১২৫
সুধু তপস্যাতে রণ-না, আছে উহাঁদের ঘরকন্না,
যোগে মন কখন যোগে-যাগে।
শুন ওহে রাবণারি! সঙ্গে না থাকিলে নারী,
বনে উহাদের ভয় লাগে ॥ ১২৬

যায় যজ্ঞ কর্‌তে যার ঘরে, হোমের ঘৃত চুরি করে,
যমের ভয় লোভেতে মনে হয় না।
গলিয়ে ঘৃত চুরে চুরে, শনিকে দেয় কুশি পূরে,
সোমকে উহারা সমভাগ দেয় না॥ ১২৭
যম এসে নাই তব যজ্ঞে, দরশন নাই তার ভাগ্যে,
উহাদের কেন আমার সঙ্গে আড়ি।
ওদের বল হে ভুবনের ভর্ত্তা!
দিলাম কি না দিলাম বার্ত্তা,—
সুধাতে তত্ত্ব যাউক না যমের বাড়ী॥ ১২৮
আমি পরোক্ষে শুনিলাম কথা,
যমের সঙ্গে বিপক্ষতা,
তোমার কিছু আছয়ে ভগবান!
যেখানে যে পায় মান, যায় তারি বিদ্যমান,
যাবে কেন যেখানে হতমান॥ ১২৯
যেখানে আবাদ সেইখানে উৎপত্তি।
যেখানে পিরীত, সেইখানে প্রবৃত্তি॥ ১৩০
যেখানে কৃপণ সেইখানে সম্পত্তি।
যেখানে আপত্তি সেইখানে বিপত্তি॥ ১৩১
যেখানে অধম সেখানে অপকীর্ত্তি।
যেখানে বিরোধ সেইখানে মধ্যবর্ত্তী॥ ১৩২

যেখানে কুভোজন সেই খানে বায়ু-পিত্তি।
যেখানে কুরাজন, সেই খানে দস্যুবৃত্তি॥ ১৩৩
যে খানে শ্রীমন্ত সেই খানে নান্য-বিধি।
যেখানে জ্ঞানবন্ত সেই খানে বেদবিধি॥ ১৩৪
যেখানে মহাপাপ সেই খানে মহাব্যাধি।
যেখানে জ্ঞানী বৈদ্য, সেখানে মহৌষধি॥ ১৩৫
যেখানে সুজন সেইখানে প্রিয়বাদী।
যেখানে দুর্জ্জন, সেইখানে প্রতিবাদী॥ ১৩৬
যেখানে অসৎ, সেইখানে প্রতিনিধি।
যেখানে সমাদর, সেইখানে গতিবিধি॥ ১৩৭

আলিয়া—একতালা।

সে আসিবে কেন তব ধাম!
তব নাম শুনে, ওহে কমল-আঁখি!
কেন হ'লো না সে শমন মনে সুখী,
শুনিলাম কথা সে কি,
হাঁ হে! তুমি নাকি শমন-দমন রাম।
পরম পাপী যারে বলে হে পণ্ডিতে,
যম যায় তার জীবন দণ্ডিতে।

তুমি যাবে তার বিপদ-খণ্ডিতে,
একবার বল্‌লে রাম নাম।
শমনের মন অনুমানে বুঝি,
নিকটে আসিতে অভিমান ত্যজি,
দূরে থেকে বুঝি, অভিমানে মজি,—
ক'রেছে পদে প্রণাম॥ (জ)

বাল্মীকির তপোবনে শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব,—লবকুশের অশ্বরক্ষা,—
লবকুশের সহিত শত্রুঘ্ন, ভরত ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ,—
শত্রুঘ্ন ভরত লক্ষ্মণের পতন।

নারদেরে যথাযোগ্য ক'রে সম্ভাষণ।
যজ্ঞেশ্বর করেন পরে যজ্ঞ প্রতি মন॥ ১৩৮
সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত আনি এক অশ্ব।
মুনি মন্ত্রে অভিষেক করিলেন তস্য॥ ১৩৯
জয়-পতাকা লিখে দেন ঘোড়ার কপালে।
জয়ী হৈতে জগতে যতেক মহীপালে॥ ১৪০
সজ্জা ক'রে অশ্ব ছেড়ে দেন নারায়ণ।
শত্রু-নিবারণে সঙ্গে যান শত্রুঘন্॥ ১৪১
ভুবনে বেড়ায় ঘোড়া পবনের বেগে।
কোন দেশে করি দ্বেষ ধরে যদি রাগে॥ ৪২

ঘোটক আটক রাখা কারু সাধ্য নয়।
ক্রমে হন শত্রুঘ্ন ভুবন-বিজয় ॥ ১৪৩
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি ভ্রমিয়া ভুবনে।
দৈবে ঘোড়া গেল বাল্মীকির তপোবনে ॥ ১৪৪
হেথায় লব-কুশে করি বন-রক্ষা-ভারার্পণ।
চিত্রকূট পর্ব্বতে গেছেন তপোধন ॥ ১৪৫
করে করি ধনুঃশর দুই শিশু খেলে।
দেখিছে বিচিত্র ঘোড়া তরুবর-তলে ॥ ১৪৬
হাস্য ক'রে অশ্ব ধ'রে বান্ধে বনমাঝে।
শুনে শত্রুঘ্ন, বনে আইল রণসাজে ॥ ১৪৭
তরুণ বালক দুটী তরুতলে দেখি।
ঘন ঘন শত্রুঘ্ন বলে, হাঁরে একি ॥ ১৪৮
অবোধ বালক কোথা, ঘোড়া দেরে এনে।
লব বলে, নব্য বালক কি লাগ্‌ল না তোর মনে ॥ ১৪৯
ক্ষুদ্র দেখে যুদ্ধ-ইচ্ছা, হয় না বেটা বুড়া।
এক বাণেতে ক'র্‌ব তোর রথ-শুদ্ধ গুঁড়া ॥ ১৫০
মহাপাশ বাণ এড়ে, জানকী-নন্দন।
চেতন হারায়ে বীর ভূতলে পতন ॥ ১৫১
সারথি সংবাদ দিল ল'য়ে শূন্য রথ।
শুনি ক্রোধে ধাইলেন লক্ষ্মণ ভরত ॥ ১৫২

শুধান সীতার সুতে হাসিতে হাসিতে।
কে তোরা, বালক বাছা! জীবন হারাতে॥ ১৫৩
হাসি হাসি লব কুশ দেন পরিচয়।
দুটী ভাই যমের দূত আর কেহ নয়॥ ১৫৪
এনেছি তলব-চিঠি তোমাদের নামে।
সসৈন্য যাইতে হবে শমনের ধামে॥ ১৫৫
তবে যদি কর যুদ্ধ না বুঝিয়ে মর্ম্ম।
সেটা কেবল মৃত্যুকালে প্রলাপের ধর্ম্ম॥ ১৫৬
কাঁচা কাঁচা কথা কস্ নে, ভেবে কাঁচাছেলে।
ঘোড়া দেনা বল্‌লে যেন ঘোড়ায় চড়ে এলে॥ ১৫৭
এক বেটা পুনকে শত্রু নাম শত্রুঘ্ন।
সে বেটার চটক অমনি ঘোটকের কারণ॥ ১৫৮
মহাপাপটা চালিয়ে দিলাম দিয়ে মহাপাশ।
তোমাদের পূরাই অবিলম্বে অভিলাষ॥ ১৫৯
এই রূপ দর্প করি কন লব-কুশি।
ভরত কহেন, নাহি ধরে অধরেতে হাসি॥ ১৬০
ভাল মন্দ যা বলুক, শুনে হ'লেম তুষ্ট।
বালকের বচন শুনিতে বড় মিষ্ট॥ ১৬১
লব বলে, মিষ্ট নয় সংহারিব সৃষ্টি।
এত বলি, ভরতের উপরে বাণবৃষ্টি॥ ১৬২

ক্রোধভরে ভরত ধনুকে যুড়ি বাণ।
জানকী-সন্তান প্রতি করিল সন্ধান॥ ১৬৩
উভয়ে নির্ভয়-যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
উভয়ের কাটা যায় শরে শরে শর॥ ১৬৪
কার শক্তি জিনে সীতা-শক্তির সন্তান।
ঐষিক বাণেতে যায় ভরতের প্রাণ॥ ১৬৫
লক্ষ্মণ পতিত হন পাশুপত বাণে।
ভগ্নদূত গিয়া বার্ত্তা দেন ভগবানে॥ ১৬৬
বজ্রাঘাত-সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পতিত ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত-পাবন॥ ১৬৭
থরহরি কাঁপেন হরি, হরিল চেতন।
কোথা রে ভরত! কোথা ভাই শত্রুঘন্!॥ ১৬৮
হায়! কোথা গেলি রে লক্ষ্মণ সহোদর!।
প্রাণের সোসর আমার দুঃখের দোসর? ১৬৯

সুরট—তেওট।

'কোথা রে লক্ষ্মণ'! বলি,—রামের ধ্বনি অধরে।
নয়ন-যুগলে জলধরের কি জল ঝরে॥
একে শক্তি নাই দেহে, সীতা-শক্তি-বিরহে,
কেবল তোর মায়ায় আছি সংসারে।

তুমি যে শক্তিশেলে, লঙ্কায় প্রাণ হারাইলে,
সেই শক্তিশেল, লক্ষ্মণ!
আজি আমার বক্ষোপরে॥ (ঝ)

হেথা জানকী-নন্দন যান, জননীর বিদ্যমান,
ব'ধে রামের সৈন্য কোটি কোটি।
জননী জানিবে ব'লে, মুক্ত করে গিয়া জলে,
রক্তমাখা কলেবর দুটী॥ ১৭০
ধুয়ে অঙ্গের শোণিত, অঙ্গনেতে উপনীত,
সুধান সুধাংশুমুখী সীতে।
বিলম্বের হেতু কিবা, অবসান দেখি দিবা,
অবশাঙ্গ ভেবে মরি চিতে॥ ১৭১
ছলক্রমে লব-কুশি, প্রিয়বাক্যে মাকে তুষি,
দুজনে ভোজন দ্রব্য চান।
লক্ষ্মী দেন দুই পুত্রে, শাক-অন্ন শালপত্রে,
দোঁহে খান সুধার সমান॥ ১৭২
হ'লো নিদ্রা-আকর্ষণ, কুশাসন করে আসন,
মাতৃকোলে পোহান রজনী।
দেখে শশধর গগনে অস্ত, দুই ভাই শশব্যস্ত,
রাম এসেছেন রণস্থলে শুনি॥ ১৭৩

মাকে কন করপুটে, মুনি গিয়াছেন চিত্রকূটে,
বন-রক্ষণ ভার আমাদের দিয়ে।
বিদায় দে মা! বন রাখি, যে স্থানেতে নিত্য থাকি,
করিব খেলা সেই স্থানে গিয়ে॥ ১৭৪
জানকী বলেন হাঁরে লব! ভয়ে মরি কি অসম্ভব,
পরস্পর কর্‌তেছে ঘোষণা।
ক'রে কার ঘোড়া বন্ধ, বনের মাঝে কর দ্বন্দ্ব,
কপাল মন্দ,—ও সব ক'রো না॥ ১৭৫
কহেন শক্তি-তনয়, যা জেনেছ মা! তা নয়,
হ'লই যদি,—তাতেই বা ক্ষতি কি।
ধরি কায় ধরামণ্ডলে, খণ্ড করি আখণ্ডলে,
তব চরণ বলে মা জানকি!॥ ১৭৬
মনে হয়ে সন্তোষিতে, সন্তানে সাজান সীতে,
কটিতে আঁটিয়া দেন ধটি।
শিরেতে বন্ধন ঝুঁটি, যেন কোটিচন্দ্র দুটি,
অঙ্গে আভরণ রাঙ্গামাটি॥ ১৭৭
দিয়ে শিরে হস্ত বার্ বার্, বলে,—দুঃখিনীর কুমার
সর্ব্বত্র জয়ী হও দুই জনে।
দুটি নন্দনের কেশে, রক্ষা-বন্ধন করি শেষে,
সঁপিছেন শঙ্করী-চরণে॥ ১৭৮

শ্রীরাগ—কাওয়ালী।

বিপদভঞ্জিনি! শিবে!
মাগো! দেখো দুঃখিনী-তনয়ে লয়ে, রেখো পদপল্লবে ॥
আমার অবোধ, বালক মনে প্রবোধ,
মানে না ওগো তারিণি!
ভয়ে কাঁপে মোর থর থর পরাণী!
রঙ্গ করে ক'রে, তুরঙ্গ এনে ঘরে,—
বিপদে পড়িলে, কৃপা অপাঙ্গে প্রকাশিবে ॥ (ঐ)

শ্রীরামের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ।

ভক্তি ভাবে দুই জন, মন দিয়া সীতার চরণ,
বন্দিয়া যান করিতে সংগ্রাম।
হেথা ভ্রাতৃশোক নিবারিতে, যজ্ঞ-অশ্ব উদ্ধারিতে,
যুদ্ধবেশে এসেছেন রাম ॥ ১৭৯
যেন বনে উদয় তিন রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
সুধামাখা বাক্যেতে সুধান।
আপন সন্তান জ্ঞানে, কুশ আর লব পানে,
ঘন ঘন ঘনশ্যাম চান ॥ ১৮০

কন রাম ক্ষিতিপালক, হাঁরে অবোধ বালক!
অশ্ব তোরা বেঁধেছিস্ দু'জনে।
তোরা কার সন্তান বল, ভুবনে কার এত বল,
বিবাদবাসনা মোর সনে॥ ১৮১
ব্যঙ্গচ্ছলে লব কয়, বাণে বাণে পরিচয়,
পাবে তখনি যে হয় বাপ্ জ্যেঠা।
দেখে নব্য বালক দুটী, প্রথমে এসে দাঁত-খামুটী,
অম্‌নি ধারা করেছিল তিন বেটা॥ ১৮২
ক'রে, ক্ষুদ্র শিশু অনুমান, তিনটী জনার তনু যান,
তারা যত বাণ মেরেছে হৃদে।
আমাদের অঙ্গে একটী ঠাঁই, আঁচড় একটা লাগে নাই,
দেখ হে! জননীর আশীর্ব্বাদে॥ ১৮৩
তুমি এলে কার পুত্র! তোমার নিবাস কুত্র,
বল না আগে,—বল জানাও যে বড়।
শুনিয়া কহেন রাম, শ্রীরাম আমার নাম,
আর নাম রাঘব রঘুবর॥ ১৮৪
অযোধ্যায় অজ ভূপ, ভূতলে ইন্দ্র-স্বরূপ,
তাঁর পুত্র দশরথ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র আমি রাম, বিজয়ী ত্রিলোকধাম,
ব্রহ্মা মোরে ব্রহ্ম জ্ঞান করে॥ ১৮৫

রাবণ জগতের জ্বালা, ইন্দ্র যার গাঁথে মালা,
সবংশে সংহার ক'রেছি তাকে।
দুগ্ধপোষ্য বালক তোরা, বন্ধন ক'রেছিস্ ঘোড়া,
বা'র ক'রে দে মারবো না তোদিগে॥ ১৮৬
আমি সাজিব সমরে, কে আছে মোর সম রে,
শুনে দর্প লব হেসে কন।
অন্য তোমার যোগ্য নাই, কিন্তু আমরা দুই ভাই,
আছি তোমার সংহার-কারণ॥ ১৮৭
এখন আমাদের কুত্র, আমরাই প্রধান মাত্র,
সতীপুত্র লব কুশ নাম।
তোমারে পারিব না জিন্‌তে, এই কথাটাই হ'লো শুন্‌তে,
ওহে রাম! রাম রাম রাম॥ ১৮৮
হাঁ হে! এখনি কি শুনিলাম, রাঘব তোমার নাম,
তবে যে হইল সব বৃথা।
শুনি ভিক্ষা করে রাঘবেতে, রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ দিতে,
সেটা বড় লাঘবের কথা॥ ১৮৯
শুনে শুনে পরিচয়, মনে যে অশ্রদ্ধা হয়,
হয় ল'তে এসেছ ক'রে জারি।
অযোধ্যানাথ! একি কহ, অজ তোমার পিতামহ,
এটা যে অযশের কথা ভারি॥ ১৯০

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি করিবে রঘুপতি ! ভূপতি !
রণে জিন্‌তে তব কি শকতি !
সিংহ সঙ্গে সাধ সংগ্রামে, হে অযোধ্যাপুরস্বামি !
কি যুদ্ধে এলে তুমি অজের হ'য়ে নাতি ॥
কোন্ সামান্য মানব তুমি হে রাম !
তব অশ্ব বান্ধিলাম, কি ভয় সংগ্রাম !
গিয়ে বান্ধি ব্রহ্মার করে,
যদি মা আমায় করে হে অনুমতি ॥ (ট)

রাম কন ওরে অবোধ ! বালকের প্রতি করলে ক্রোধ,
অপযশ আমারি ঘোষণা।
তুই শিশু হ'য়ে সুধালি মোরে,
পরিচয় দিলাম তোরে,
তুই কেন করিস্ প্রবঞ্চনা ॥ ১৯১
মনেতে সামান্য গ'ণে, লব কহেন নবঘনে,
বার্ বার্ কি সুধাও বারতা।
তুমি ভয়ে দিয়াছ পরিচয়, আমার কিসের ভয়,
তোমারে জানাব তত্ত্ব-কথা ॥ ১৯২

কেবল, বাঞ্ছা করেছি তোমার মরণ,
তোমার সঙ্গে করণ-কারণ,
কুটুম্বিতে প্রার্থনা রাখিনে।
করতে হবে কাটাকাটি, মধ্যে আবার চটাচটি,
এ কথাটী সে কথাটী কেনে॥ ১৯৩
রাম বলিছেন ওরে লব! আমার অঙ্গের অবয়ব,
সকলি তোদের দেখ্‌তে পাই।
কথার একটা সূত্র পেলে, কোলে করি পুত্র ব'লে,
দুঃখের বেলা জীবন জুড়াই॥ ১৯৪
জনকনন্দিনী সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী,
তৎকালে দিয়াছি তারে বন।
অনুমান করি সর্ব্বে, বুঝি জানকীর গর্ভে,
জন্মিয়াছ তোমরা দুই জন॥ ১৯৫
যদি হই তোমাদের বাপ, শেষে পাব মনস্তাপ,
বধ করি সন্তান-রতনে।
ভ্রান্তি ঘুচা, কে তোদের পিতা,
অন্তরেতে অন্ত কথা,
শুনতে পেলে ক্ষান্ত হই রণে॥ ১৯৬
লব বলে ওহে রাম! বল বুদ্ধি বুঝিলাম,
ছেড়েছো তরঙ্গ দেখে হালি।

যার কাছে যার প্রাণের ভয়, বাবা ব'লে ডাক্‌তে হয়,
হেঁরে! বেটা বেটা ব'লে দিস্ গালি ॥ ১৯৭
প্রাণের বিষয় সন্ধ, পাতিয়ে বস্‌লে সম্বন্ধ,
তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে।
কাল পূর্ণ হ'লে পরে, ঔষধে কে রক্ষা করে,
বাঁচাবাঁচি হবে না বচনে ॥ ১৯৮
কহেন রাঘব রথী, ওহে সুমন্ত্র সারথি!
সুমন্ত্রণা করা উচিত হয়।
দু'টো ছোঁড়া বিষম পোড়া, সহজেতে দেয় না ঘোড়া,
যে হউক পাঠাই যমালয় ॥ ১৯৯
ত্যজ্য করি ধ্বরাসন, করে করি শরাসন,
উঠেন দশরথ-পুত্র রথে।
পিতা-পুত্রে ঘোর রণ, ঘন ঘন ঘনবরণ,
নিক্ষেপ করেন বাণ সুতে ॥ ২০০
লব ছাড়ে বিবিধ শর, বিশ্বের ঈশ্বরোপর,
বিস্ময় জন্মিল বিশ্বরূপে।
ভাবিলেন দর্পহারী, এদের দর্পে বুঝি হারি,
পরিত্রাণ পাইনে কোন রূপে ॥ ২০১
লব প্রতি যত বাণ, হানিছেন ভগবান,
সে বাণ বাণেতে কাটে লব।

অস্থির আছেন প্রাণে, দুরন্ত লবের বাণে,
ভবের কাণ্ডারী পরাভব॥ ২০২
ত্যক্ত হন শিশু সঙ্গে, ভকত বৎসলের অঙ্গে,
শক্তি বাজে রক্ত ব'য়ে যায়।
কিরূপে হইব মুক্ত, চিন্তামণি চিন্তাযুক্ত,
উপযুক্ত ভাবেন উপায়॥ ২০৩

সুরট—কাওয়ালী।

ভীত ভগবান রণে।
হ'লেন জানকীসুত-লব-বাণে-বাণে॥
শরে শরে সরোজ-শরীর সব জর জর,
সঘনে শঙ্কাযুক্ত ভুবনেশ্বর।
না পান হস্তে শর, লব-শরে অবসর,
জীবন-জন্য ভয় মনে মনে॥ (ঠ)

লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়;—পতন;—জাম্ববান্, বিভীষণ ও হনুমান্‌কে বন্দী করিয়া লইয়া লব-কুশের জননীর নিকট গমন।

রামের বিষম দায়, সৈন্যগণ সমুদায়,
শিশুতে ফেলিল সব নাশি।

আছেন জগদীশ্বর, রথোপরে একেশ্বর,
দুই দিকে হানে শর, লব আর কুশি ॥ ২০৪
পুনশ্চ লব হানে বাণ, সেই বাণে ভগবান,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন রথে।
নহে বাল্মীকি-কথন, রঘুনাথ রণে পতন,
এ বচন জৈমিনির মতে ॥ ২০৫
পরস্পর পরাভব, কুশলযুক্ত কুশি-লব,
নিরক্ষিছেন রণস্থলোপর।
দেখেন চিন্তামণির গলে, নীলকান্তমণি জ্বলে,
হীরা-মুক্তা শিরেতে টোপর ॥ ২০৬
হরির অঙ্গের আভরণ, হরিষে করি হরণ,
দুই জন যান হেনকালে।
দেখেন বৃহৎগাত্র, কিঞ্চিৎ চেতন-মাত্র,
তিন বীর পড়িয়া ভূতলে ॥ ২০৭
ক'রে আছেন ধরাশয়ন, জাম্ববান বিভীষণ,
আর বায়ুপুত্র হনূমান।
ধনুর্গুণে বন্দী ক'রে, তিন বীরে স্কন্ধে ক'রে,
আনন্দে জানকী-পুত্র যান ॥ ২০৮
চেয়ে হনূমানে হাসি, লব বলিছে, ও ভাই কুশি।
এমন পশু দেখি নে এ সব বনে।

রাম রাজার এ ভারি যশ, বনের বানর এমন বশ,
মানুষের সঙ্গে এসে রণে ॥ ২০৯
করেছিলাম এইটে মন, বুঝি শয়েক দেড়শ মণ,—
ওজনে হবে, দুজনে তোলা ভার।
শঙ্কা ছিল চাগিয়ে তোলা, কিছু নাই তার যেন সোলা,
এইটে দেখি ভারি চমৎকার! ॥ ২১০
বল বুদ্ধি কিছুই নাই, হনূটোর কেবল তনুটো ভাই!
যে কেতে থোও, সেই কেতেই যে পড়ে।
প্রাণের ভয়ে করে উপ্, চুপ বল্‌লেই অম্‌নি চুপ,
কুড়িয়ে লেঙ্গূড় জড় সড়ো করে ॥ ২১১
গাটী সাদা মুখটী কালো, এ একতর দেখ্‌তে ভালো,
তামাসা গিয়ে দেখাব তপোধনে।
মানস করেছি মনে মনে, এটা যদি ভাই পোষ মানে,
শিকলি দিয়ে রাখ্‌ব তপোবনে ॥ ২১২
দুই ভাই হইয়ে মত্ত, করেন কত পুরুষত্ব,
শুনিয়া কহেন হনূমান্।
কে আছেন স্কন্ধোপরে, প্রকাশ পাইবে পরে,
এখনতো সামান্য অনুমান ॥ ২১৩
বলেছেন জ্ঞানিবর্গ, হেথাই নরক স্বর্গ,
সাধুর কথা সত্য বটে সব।

সম্প্রতি ভাই! আপনা দিয়ে, বারেক আঁখি মুদিয়ে,
বিবেচনা ক'রে দেখ্‌রে লব! ॥ ২১৪
যে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন, শঙ্কর করে সাধন,
সংসারের কর্ত্তা তোর পিতে।
সেই হরিপ্রিয়ে হরিণাক্ষী, গোলোক-বাসিনী লক্ষ্মী,
জননী তোর জনক-দুহিতে ॥ ২১৫
আমি তোদের স্কন্ধে করেছি ভর, বুঝ না রে বর্ব্বর!
স্বর্গ কি ইহার পর আছে।
বিবেচনা কর সমস্ত, তোদের মত নরকস্থ,
নরলোকে কে কোথা হ'য়েছে ॥ ২১৬
যাদের জন্ম অতি বিফল, বনের পশু খায় বন-ফল,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই রে জ্ঞানোদয়।
গাছে গাছে করে ভ্রমণ, জানে না শৌচ আচমন,
ছুঁলে যাদের স্নান কর্‌তে হয় ॥ ২১৭
তোরা স্কন্ধে ক'রে নিলি তাহারে,
এর বাড়া কি নরক, হাঁরে!
কে হারে, কে জিনে,—দেখ না মনে।
বড় আয়াসে যাচ্ছ ব'লে,
ভর দেই নাই বালক ব'লে,
বাঞ্ছা করেছি মাকে দরশনে ॥ ২১৮

বেঁধেছ বৃহৎ অঙ্গ, ঐ রসে করিছ রঙ্গ,
হেতু বিনে কি ইনি হন বাধ্য।
মিছা তোদের আস্ফালন, ইনি আপনি বন্ধন লন,
নৈলে কি বাঁধিতে তোর সাধ্য॥ ২১৯

খটভৈরবী—একতালা।

ওরে কুশি লব! করিস্ কি গৌরব,
বাঁধা না দিলে পারিতে না বাঁধতে।
ভব-বন্ধন-বারণ-কারণ, শুন রে জ্ঞানহীন!
আমি অনেক দিন,
বাঁধা আছি মা জানকীর চরণপ্রান্তে॥
ভব-চিন্তাহারী প্রতি আমি রত,
প্রাণ দিয়াছি পদপ্রান্তে অবিরত,
আমি চিন্তামণির প্রিয়সুত,—
ওরে চিন্তামণি-সুত! পার না চিন্‌তে॥ (ভ)

লব-কুশ, মায়ের নিকট উপস্থিত; মায়ের নিকট সমর-সংবাদ কথন,-
শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয় ও পতন-সংবাদে সীতার বিলাপ।

লব বলেন, কুশ ভাই! কি অপরূপ শুন্‌তে পাই,
পশুর মুখে পশু-ভাবের বাণী।

বানরটাকে যে স্কন্ধে করা, সত্য এটা পাপের ভরা,
অনুযোগ করিবে রে জননী ॥ ২২০
কাঁধে কত যাতনা স'য়ে, কত দূরে এনেছি ব'য়ে,
এখানেতে ফেলে যাওয়া ভার।
হয় হবে উপহাস, তবু জননীর পাশ,
দেখাব কপির রূপটী চমৎকার ॥ ২২১
ক'রে হনূমানকে সমাদর, চলেন দুই সহোদর,
গিয়া কুটীরের প্রান্ত ভাগে।
তিন বীরে তথা রাখিয়া, রণবার্ত্তা দেন গিয়া,
ব্যস্ত হ'য়ে জননীর আগে ॥ ২২২
অযোধ্যার রাজা রাম, অশ্ব তার বেঁধেছিলাম,
উষ্মা ক'রে এসেছিলেন তিনি।
তাদের সৈন্য সহ চারি জনে, সংহার করেছি রণে,
শুভ সংবাদ শুন গো জননি! ॥ ২২৩
বেটা রণেতে নয় পরিপক্ক, ভয়ে পাতায় সম্পর্ক,
বার বার ধরিয়ে মোর হাতে।
আমি বলি তোর কেউ নই, বেটা বলে তোর বাবা হই,
প'ড়েছিলাম বিষম উৎপাতে ॥ ২২৪
সমুচিত দিয়াছি শাস্তি, রণে একটী প্রাণী নাস্তি,
নাস্তি একটী হস্তী ঘোড়া উট।

এই দেখ মা ! রাম রাজার, মণিময় কণ্ঠের হার,
হীরা-যুক্ত শিরের মুকুট ॥ ২২৫
বজ্রাঘাত সম বাক্যে, আঘাত করিয়া বক্ষে,
বলে, বিধি ! এত ছিল মনে কি।
রামের ভূষণ করি দরশন, অমনি ধরি ধরাসন,
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন জানকী ॥ ২২৬

আলিয়া—কাওয়ালী।

কি শুনিলাম মরি রে নিতান্ত।
ডুবাইলি দুঃখ-নীরে,—দুঃখিনীরে,
তোরা কিরে ক'রে এলি,আমার জীবনের জীবনাৎ
ওরে লব কুশ কুসন্তান ! যদি তোদের সন্ধানে,
রণে শ্রান্ত হ'লো রে নরকান্তকারী সে প্রাণকান্ত,-
সকাতর দেখে রণে, আমার জলদবরণে,
বাছা ! তোরা কেন হলি নে রণে ক্ষান্ত ॥
সীতার শিরোমণি, সে নীলকান্তমণি,
সাধের শ্রীকান্ত, পতিত ধরণীতে,
মরি মরি এই লাগিয়ে, যতনে দুগ্ধ দিয়ে,

পুষেছিলাম আমি কালফণীরে,—
বধিবারে সে রতন চিন্তামণিরে,—
সে জীবন-ধন বিনে, আর বিফল জীবনে,
আমি জীবনে ত্যজিব আজি পাপ জীবনৃত ॥ (ঢ)

সীতা ও লব-কুশের রণস্থলে আগমন,—
জীবন-নাশ উদ্দেশে লব-কুশের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালন,—
বাল্মীকির আগমন।

ধরণী লোটায় সীতা কেশ করি মুক্ত।
নয়নের ধারায় ধরণী অভিষিক্ত। ২২৭
পতিতপাবন-পতি পতিত যথায়।
চঞ্চল চরণে যান চঞ্চলার প্রায় ॥ ২২৮
মৃতকল্প হেরে রঘুনন্দন-বদন।
ক্রন্দন করিয়া নিজ নন্দনেরে কন ॥ ২২৯
রামশোক পাসরিতে নারি রে পাষণ্ড।
ঘুচাই মনের অগ্নি জ্বাল অগ্নিকুণ্ড ॥ ২৩০
লব বলে, পুত্র হ'য়ে বধিলাম জনক।
এ কলঙ্ক ল'য়ে বাঁচা কি সুখ-জনক ॥ ২৩১
জনকনন্দিনী মা যাবেন যেই পথে।
আমাদের গমন উচিত, সেই মতে ॥ ২৩২

তিন অগ্নিকুণ্ড লব সেই দণ্ডে জ্বালে।
উঠিল অনলশিখা গগনমণ্ডলে॥ ২৩৩
ঢাকিল অগ্নির ধূমে সূর্য্যের প্রকাশ।
আকাশ গণিছে লোক দেখিয়া আকাশ! ২৩৪
চিত্রকূট গিরিগর্ভে আছেন তপোধন।
প্রাতঃসন্ধ্যা শিবপূজা করি সমাপন॥ ২৩৫
অর্পণ করিয়া মন, রাম-পদতলে।
তর্পণ করেন মুনি যমুনার জলে॥ ২৩৬
অকস্মাৎ জল দেখিছেন রক্তময়।
ধ্যান করি অন্তরে সকল ব্যক্ত হয়॥ ২৩৭
রাম-সহ কটক বেঁধেছে কুশি লব।
সেই রক্তে যমুনার জল রক্ত সব॥ ২৩৮
অমনি চিত্রকূটে হয় চিত্ত উচাটন।
চলিলেন অচল ত্যজিয়ে তপোধন॥ ২৩৯
তাপিত হইয়া তপোধন পথে ধান।
পথমধ্যে জ্ঞানপথ মনেরে দেখান॥ ২৪০
কি কর পামর মন! পথ দেখে চল না।
যাইতে যাইতে যেন, সে পথ ভুল না॥ ২৪১
সেই পথ চিন্তিয়া, মন! পথ কর আপনি।
যে পথে উৎপত্তি হন, ত্রিপথগামিনী॥ ২৪২

সাথে সাথে সদা রেখো পরমার্থ ধন ।
কি জানি পরাণ যদি পথে হয় পতন ॥ ২৪৩
যদি বল, পথে লইতে করি দস্যু-ভয় ।
সাধু বিনে সে ধন, অন্যেতে নাহি লয় ॥ ২৪৪
যে পথে যখন যাবে, রেখে মোর বোল ।
ছেড় না শ্রীরাম নাম পথের সম্বল ॥ ২৪৫

সুরট—কাওয়ালী ।

রাম-চরণে মজ না রে ।
ভ্রান্ত মন ! নিকটে চরম দিন আমার,
পরম বিপদে পার,—
কারণ চরণ যাঁর ব্রহ্মা সাধে সাদরে ॥
যাঁর পদ হয় সম্পদ, পরশে পরম-পদ,
পাষাণ মানবী রূপ ধরে ।
কি চরণ মরি মরি !
ধীবরের কাষ্ঠতরী, রঘুবর-পদে হেম করে,-
যাতে জন্মহরা, সুরধুনী শিবদারা,
নরকবারিণী নরাদি কিন্নরে ॥ (ণ)

মুনি কন রসনা! তুমি সদা বল রাম রাম!
চরণ! চল রে যথা রাম গুণধাম ॥ ২৪৬
জপ রে যতন করি জানকীরমণ, মন!।
লোভ! তুমি সঞ্চয় কর, শ্রীরামসাধন-ধন ॥ ২৪৭
শ্রীরাম নামের মালা ধারণ রে কর! কর।
করে পাবে মোক্ষ-ধন, দিবেন রঘুবর বর ॥ ২৪৮
তত্ত্বজ্ঞানী মহামুনি তুল্য অপমান-মান।
তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসিতে সীতে সন্নিধানে ধান ॥ ২৪৯
ধূলায় প'ড়ে দেখেন, চিন্তামণি-রমণী-মণি।
করিছেন অবিশ্রাম রাম রাম ধ্বনি ধনী ॥ ২৫০
বলেন, রামের শোক জগতে আর সবে সবে।
মোর সবে না, এ জানকী কিসের গৌরবে রবে ॥ ২৫১
ছিল জানকীর বর্ণ স্বর্ণপঙ্কজিনী জিনি।
শোকে কেমন হয়েছেন রাম সীমন্তিনী তিনি ॥ ২৫২
রাহুতে যেমন গিয়া পূর্ণ শশধরে ধরে।
সীতার দুঃখেতে দুঃখী অমর কিন্নরে নরে ॥ ২৫৩
ধরায় পড়েছে যেন শারদশশী খসি।
দুই পাশে রোদন করিছে লব কুশি বসি ॥ ২৫৪
বিগলিত কেশ অশ্রুধারা বক্ষঃস্থলে চলে।
কাজল হয়েছে জল নয়নের জলে জলে ॥ ২৫৫

মুনি বলে, গা তোল মা! কি যাতনা কহ কহ।
ধূলায় ধূসর ক'রে কেন সোণার দেহ দহ॥ ২৫৬

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বল জানকি! ওমা একি! ধরাতনয়া! প'ড়ে ধরা।
সঙ্কট কি হ'লো কেন পঙ্কজনয়নে ধারা॥
কোন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধ্বনি অবিরাম, 'রাম রাম' গো রামদারা!
ওমা বল ব্রহ্ম-স্বরূপিণি! কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী,
গো মা! শিরোমণি হয়ে হারা।
নিরখিয়ে মা! তব মুখ বিদরিছে আমার বুক,
ভানু-তাপে ঘেমেছে-মুখ, অনুতাপে তনু-জরা॥ (ত)

বাল্মীকির কৃপায় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেরই
জীবনলাভ,—বৈকুণ্ঠ-ধামে রাম-সীতা।

রোদন করিয়ে রামকান্তা কন বাণী।
শান্ত হও, মা! বলিয়া সান্ত্বনা করেন মুনি॥ ২৫৭
ধ্যানে বসি মহাঋষি দেখেন সকল।
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীব-জল॥ ২৫৮

জানকীর নয়নবারি অমনি নিবারি।
শীঘ্রতর মুনি গিয়া আনেন সেই বারি॥ ২৫৯
বিপদনিবারি-অঙ্গে সে বারি বর্ষণ।
বারি স্পর্শে উঠিলেন বারিদ-বরণ॥ ২৬০
সে বারি সবারি অঙ্গে সিঞ্চিলেন মুনি।
বারিতে বারিল মৃত্যু সবে পায় প্রাণী॥ ২৬১
শব ছিল সবে হ'লো সজীব অন্তরে।
মিলন হইল মুনিবর-রঘুবরে॥ ২৬২
না হয় মিলন তথা লব কুশ-সনে।
চিন্তামণি ভুলিলেন মুনির প্রতারণে॥ ২৬৩
অশ্ব ল'য়ে চারি ভাই অযোধ্যাতে যান।
দিতেছেন দীননাথ দীন-দৈন্যে দান॥ ২৬৪
আসিয়ে কুটীরে পরে বাল্মীকি মহাঋষি।
শ্রীরামের যজ্ঞে যান ল'য়ে লব-কুশি॥ ২৬৫
লব কুশির মুখে রাম শুনেন রামায়ণ।
নন্দন করিয়া কোলে করেন ক্রন্দন॥ ২৬৬
সীতা আনাইয়া চান পুনরায় পরীক্ষে।
কাঁদিয়া জানকী কন রামের সমক্ষে॥ ২৬৭
এখনো বাদ সাধ, আজো সাধ পূর্ণ নয়।
নিদয় হৃদয়! দয়া উদয় না হয়॥ ২৬৮

ভালে-ভালে ভালে যা ছিল জ্বাল হে অনল।
চরণ স্মরণ করি মরণ মঙ্গল॥ ২৬৯
সীতার রোদনে দুঃখে ধরা ত্বরা ফাটে।
মূর্ত্তিমতী বসুমতী রথ ল'য়ে উঠে॥ ২৭০
ধরিয়া ধরণী রাম-ঘরণীর করে।
বলে, মা! কেঁদ না এসো পাতাল নগরে॥ ২৭১
জন্ম-জ্বালা দিলে ছি ছি! এমন জামাই।
মাটি হ'য়ে আছি মা! আমাতে আমি নাই॥ ২৭২
মায়ে ঝিয়ে চল গিয়া কিছু দিন থাকি।
সুখে থাকুন রামচন্দ্র, এসো চন্দ্রমুখি!॥ ২৭৩
চিরকাল পোড়ালে তোমারে পোড়া পতি।
এখন পোড়াতে চায় ভাবিয়ে অসতী॥ ২৭৪
মেদিনী বিদায় হয়ে সীতারে ল'য়ে যান।
পৃথিবীর প্রতি উষ্মা করেন ভগবান্॥ ২৭৫
আমায় এত বিড়ম্বন ক'রে গেল বুড়ী।
মানিব না করিব নষ্ট কিসের শাশুড়ী॥ ২৭৬
নারদ কহেন শুন রামদয়াময়।
জামাই হ'য়ে শাশুড়ীকে নষ্ট করা নয়॥ ২৭৭
একেতো প্রাচীণা মাগী হয়ে গেছে জরা।
তোমার উচিত নহে, ধরাকে এখন ধরা॥ ২৭৮

পৃথিবী সংহার জন্য রামের মানস।
ব্রহ্মা গিয়ে তত্ত্ব ক'য়ে ঘুচান অভিরোষ॥ ২৭৯
পাতাল হইতে সীতে বৈকুণ্ঠেতে যান।
কালপুরুষ আসি কহে রাম বিদ্যমান॥ ২৮০
লব কুশে দেন রাজ্য বুঝে মৃত্যু-লগ্ন।
চারি ভাই হইলেন সরযূতে মগ্ন॥ ২৮১
চতুর্ভুজ-রূপ ধরি চলিলেন সত্বর।
চারি অংশে ছিল অঙ্গ হ'লো একত্তর॥ ২৮২
উৎকণ্ঠা-বিহীন সব বৈকুণ্ঠের মাঝে।
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হয়, বামে লক্ষ্মী সাজে॥ ২৮৩

বেহাগ—তিওট।

হরি রত্নসিংহাসনে, বঞ্চেন কমলাসনে।
বাঞ্ছেন রূপ দেখিতে পঞ্চানন।
অযোধ্যা পরিহরি, বৈকুণ্ঠে এলেন হরি,
হরিষে সুরপুরগণ। যান ইন্দ্র ফণীন্দ্র,
রবি চন্দ্র যোগীন্দ্র,—
পদারবিন্দ হেতু দরশন॥ (থ)

দক্ষ-যজ্ঞ।

চন্দ্র-মহিষীগণের দক্ষ যজ্ঞে যাত্রা ;—কৈলাসে সতীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার :—দক্ষ যজ্ঞে শিবের ও সতীর নিমন্ত্রণ রহিত।

বাহার—পঞ্চম-সওয়ারী।

নারদ সংবাদ কহে বিনয় বাক্যে,
শুন গো মা দাক্ষায়ণি !
দক্ষরাজার যজ্ঞ-বাণী ॥
যে প্রকাণ্ড কাণ্ড, মাগো !
অশ্রুত অদ্ভুত গণি।
তব পিতার যজ্ঞে যোগ্যাযোগ্য,—
কভু নাহি দেখি শুনি ॥
সকল হ'লো সম্পূর্ণ, কিন্তু বড় আছি ক্ষুন্ন,
ত্রিলোকে হয়েছে নিমন্ত্রণ,
ভিন্ন কেবল ত্রিশূলপাণি ॥ (ক)

নারদের মুখে সতী শুনিয়া সংবাদ।
হৈমবতী হইলেন হরিষে বিষাদ ॥ ১
মণিময় মন্দির ত্যজিয়া মৌন হ'য়ে।
কৈলাসের প্রান্তভাগে রহিলেন দাঁড়াইয়ে ॥ ২

হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
শশীর সাতাইশ ভার্য্যা করিছে গমন ॥ ৩
জনকের যজ্ঞে যাত্রা জানিয়া সকলে।
চতুর্দ্দোলে চড়িয়া চন্দ্রের জায়া চলে ॥ ৪
বাহকগণেরে সব বারতা শুনান।
বল দেখি, বাপ! এই বটে কোন স্থান ॥ ৫
বিনয়ে বাহকগণ বলিতেছে বাণী।
শিবের কৈলাস এই শুন গো ঠাকুরাণি! ॥ ৬
শুনে কন দক্ষসুতা, সন্তোষ হইয়া।
চল যাই সতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ॥ ৭
এই কথা বলি সবে করিল গমন।
দাক্ষায়ণীর সঙ্গে পথে হৈল দরশন ॥ ৮
উভয়ে জিজ্ঞাসা করে কুশল-সংবাদ।
শুনি পরস্পার হৈলা পরম আহ্লাদ ॥ ৯

টৌরী—আড়া।

অশ্বিনি দিদি! আমারে দুঃখিনী দেখিয়া পিতে।
অবজ্ঞা করিয়ে যজ্ঞে, আজ্ঞা না করিলেন যেতে ॥
কহিছ গমন জন্য, শুনে হৃদে হই ক্ষুণ্ণ,
আমা ভিন্ন নিমন্ত্রণ, করেছেন এই ত্রিজগতে ॥ (খ)

অশ্বিনী কহিছে সতি! কহ লো বচন।
পিতার যজ্ঞেতে কবে করিবে গমন॥ ১০
শুনিয়া তারার তারায় বহিতেছে ধারা।
অভিমানে কাঁদিয়া কহিছেন ভবদারা॥ ১১
তখন শঙ্করীর শুনি বাক্য, অশ্বিনীর দুই চক্ষু,
করিছে ছল ছল।
স্নেহেতে আবৃত হ'য়ে, অঞ্চল বসন দিয়ে,
মোছান সতীর নেত্র-জল॥ ১২
সান্ত্বনা করিয়ে শেষে, কহিছেন মিষ্ট ভাষে,
শুন শিবে! কহি গো তোমারে।
আপনার পিতৃ-ভবন, করিতে তথায় গমন,
নিমন্ত্রণ অপেক্ষা কে করে?॥ ১৩
যেও তুমি হরজায়া! জনকের হবে দয়া,
দেখিয়া তোমার চন্দ্রানন।
নতুবা আমার সঙ্গে, চলহ পরম রঙ্গে,
সবে মেলি করিব গমন॥ ১৪
তখন অশ্বিনী ভরণী দোঁহে, খেদান্বিত হ'য়ে কহে,
আমাদের নিদারুণ পিতা।
সবার কনিষ্ঠা সতী, তাহাতে দুঃখিনী অতি,
কিছু মাত্র না করে মমতা॥ ১৫

মম বাক্য শুন শিবে! তোমার জন্যেতে সবে,
আনিয়াছি বস্ত্র অলঙ্কার।
পরিধান কর অঙ্গে, চল আমাদের সঙ্গে,
মনোতুঃখ না করিহ আর ॥ ১৬
তখন শুনি মঘা চন্দ্রমুখী, কৃত্তিকায় বিরলে ডাকি,
কহিছেন শুন বলি তবে।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি, এখানেতে দেও যদি,
আমাদের নাম নাহি হবে ॥ ১৭
মায়ের সম্মুখে গিয়া, অলঙ্কার আদি দিয়া,
শিবারে সাজাব কুতূহলে।
জননী হবেন সুখী, পুরবাসিগণ দেখি,
ধন্য ধন্য করিবে সকলে ॥ ১৮
তখন শুনিয়া মঘার বাক্য, সকলে হইল ঐক্য,
মায়ের সম্মুখে গিয়া দিব।
পুষ্যা হেসে কহে বাণী, কহ দেখি দাক্ষায়ণি!
কেমন আছেন তব ভব ॥ ১৯
বাঞ্ছা বড় আছে মনে, দেখিবারে পঞ্চাননে,
পূর্ণ কর মম অভিলাষ।
এই বাক্য শুনি শিবে, বলে একবার তিষ্ঠ সবে,
দেখে আসি কোথা কৃত্তিবাস ॥ ২০

তখন শঙ্করে কহিতে বার্ত্তা, শঙ্করী করিলেন যাত্রা,
উপনীত শিবসন্নিধানে।
দেখে দিগম্বর হ'য়ে, সনকাদি ঋষি·ল'য়ে,
আছেন শিব যোগ আলাপনে॥ ২১
তখন শঙ্করীকে দৃষ্টি করি, কহিছেন ত্রিপুরারি,
দাক্ষায়ণি! কহ কি কারণ।
শুনি কহেন সতী,—গঙ্গাধরে, আজি তোমায় দেখিবারে,
আসিয়াছেন মম ভগ্নীগণ॥ ২২
তব দিগম্বর সজ্জা, দেখিলে পাইবে লজ্জা,
বস্ত্রাদি করহ পরিধান।
শুনি তখন পঞ্চানন, নন্দীরে ডাকিয়া কন,
শীঘ্র বড় ব্যাঘ্রচর্ম্ম আন॥ ২৩
আনিলে পোষাকী ছাল, পরিলেন মহাকাল,
দেখি সতী করিলেন পয়াণ।
গিয়া কহেন সব ভগ্নীগণে, চল শিব-দরশনে,
শুনে সবে মহানন্দে যান॥ ২৪

চন্দ্রমহিষীগণের শিব-দরশন।

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবে চন্দ্রমহিষীগণে যোগেন্দ্র-দরশনে,
গজেন্দ্র-গমনে চলে রে।
অতুল রূপের প্রভা, চরণে সরোজ-শোভা,
অলি তাহে মধু-লোভা, ধায় কুতূহলে রে॥
কিবা হৃদিপুলকিত তারা, নিশানাথের মনোহরা,
তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাৎপরা,
চাঁদেতে যেমন তারা, বেড়া ধরাতলে রে॥ (গ)

এই মতে শীঘ্রগতি, উপনীত হৈল তথি,
যে স্থানেতে পশুপতি, বৃক্ষমূলে বসি।
দেখে সবে মহেশ্বর, হয়েছেন দিগম্বর,
কটি হৈতে বাঘাম্বর, পড়িয়াছে খসি॥ ২৫
শঙ্করের সজ্জা দেখি, লজ্জায় বদন ঢাকি,
সবে মেলি অধোমুখী মৃদু মৃদু হাসে।
দৃষ্টি করি গঙ্গাধর, অগ্রে পসারিয়া কর,
'এস' ব'লে সমাদর, করেন মিষ্ট ভাষে॥ ২৬
দাক্ষায়ণীর ভগ্নী হও, আমার তো ভিন্ন নও,
কেন অধোমুখে রও, দাঁড়ায়ে এক পাশে।

ডাকিলেন মহাকাল, মনে করে কি জঞ্জাল,
দেখিতে এসেছি ভাল, ক্ষেপা কৃত্তিবাসে॥ ২৭
আই মা লাজে মরে যাই! আলাপের কার্য্য নাই,
চক্ষে দেখ্‌তে নাহি পাই, পলাবার দিশে।
সর্পগণে দর্প ক'রে, সর্ব্বদা অঙ্গেতে ফেরে,
বাঁচে বুড়া কেমন ক'রে, ভুজঙ্গের বিষে॥ ২৮
একে পাগল আবার তায়, দিবা-রাত্রি সিদ্ধি খায়,
বুঝা গেল অভিপ্রায়, বুদ্ধি গেছে ভেসে।
ভস্মমাখা কলেবর, হাড়মালা দিগম্বর,
কিবে মূর্ত্তি মনোহর, দেখিলাম এসে॥ ২৯
অশ্বিনী সবারে কন, হৈল হর-দরশন,
আর নাহি প্রয়োজন, থাকিয়া কৈলাসে।
সতী প্রতি কহেন তবে, আপনি বুঝায়ে ভবে,
অবশ্য যেও গো শিবে! পিতার নিবাসে॥ ৩০

শিবের নিকট সতীর দক্ষযজ্ঞে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা,—
সতী ও শিবের উত্তর প্রত্যুত্তর।

আমরা গমন করি, বলিয়া চন্দ্রের নারী,
চতুর্দ্দোলে সবে চড়ি, চলিলেন হরিষে।

হেথায় শঙ্করী ধেয়ে, করপুটে দাণ্ডাইয়ে,
চরণে প্রণতি হোয়ে, কহিছেন গিরিশে ॥ ৩১
আর কিবে নিবেদিব, আজ্ঞা কর ওহে ভব !
যজ্ঞ দেখিবারে যাব, জনকের বাসে।
ভবানীর শুনি বাণী, হৃদয়ে প্রমাদ গণি,
কহিছেন শূলপাণি, মৃদু মৃদু ভাষে ॥ ৩২
শিব বলেন সতি ! তুমি যেতে চাচ্ছ বটে।
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে ॥ ৩৩
তাহার সঙ্গেতে আমার প্রণয় যেমন।
কল্পান্তরের কথা কিছু শুন দিয়া মন ॥ ৩৪

কেমন ভাব—

আমাদের ভাব কেমন জামাই শ্বশুরে,
যেমন দেবতা আর অসুরে।
যেমন রাবণ আর রামে, যেমন কংশ আর শ্যামে,
যেমন স্রোতে আর বাঁধে, যেমন রাহু আর চাঁদে ॥
যেমন যুধিষ্ঠির আর দুর্য্যোধনে,
যেমন গিরগিটী আর মুসলমানে।
যেমন জল আর আগুনে, যেমন তৈল আর বেগুনে ॥
যেমন পক্ষী আর সাতনলা, যেমন আদা আর কাঁচকলা।
যেমন ঋষি আর জপে, যেমন নেউল আর সাপে ॥

যেমন ব্যাঘ্র আর নরে, যেমন গৃহস্থ আর চোরে।
যেমন কাক আর পেচকে, যেমন ভীম আর কীচকে॥
যেমন শরীর আর রোগে,
যেমন দিনকতক হইয়াছিল ইংরাজে আর মগে।
এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায়,
শুন প্রিয়া আর কিছু কহিব তোমায়॥ ৩৫

কানেড়া-বসন্ত—তেওট।

ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি! যেওনা দক্ষরাজার ভবনে।
যে যজ্ঞে অযোগ্য আমি, সে যজ্ঞে যাবে কেমনে॥
শুনিয়া তোমার বাক্য নৃত্য করে বাম-অঙ্গ, হে!
পাঠাইতে বিপক্ষ মাঝে হে,
ঐক্য নাহি হয় মনে॥ (ঘ)

কহিলেন বিরূপাক্ষ, অমান্য করিয়া দক্ষ,
বারণ করেছে নিমন্ত্রণ।
যাইতে এমন যজ্ঞে, কেমনে করিব আজ্ঞে,
প্রিয়া! তুমি হও ক্ষমাপন্ন॥ ৩৬
না পাইয়া তাঁহার বার্ত্তা, আপনা হইতে যাত্রা,
করিলে হইবে মানে খর্ব্ব।

প্রজাপতি করি দৃশ্য, বিধিমতে উপহাস্য,
করিয়া করিবে মহাগর্ব্ব ॥ ৩৭
শুনি এই বাক্য আদ্যে, শঙ্করের সান্নিধ্যে,
কহিছেন শুন সদানন্দ ! ॥
ভৃত্য গুরু শ্বশ্রূ পিতা, নিকটেতে অনাহূতা,
গমনে নাহিক প্রতিবন্ধ ॥ ৩৮
পুন কন উমাকান্ত, যাইতে তুমি হও ক্ষান্ত,
তথাচ শিবের বাক্য খণ্ডি ।
ক্রোধ করি হৃদি মধ্যে, পশুপতি পাদপদ্মে,
প্রণমিয়া বিদায় হৈল চণ্ডী ॥ ৩৯
শঙ্করীকে ক্রোধযুক্ত, দৃষ্টি করি পঞ্চবক্ত্র,
নন্দীরে কহেন ভ্রূভঙ্গে ।
হইয়া অবিলম্বিত, বৃষ করি সুসজ্জিত,
ল'য়ে তুমি যাও সতীর সঙ্গে ॥ ৪০

* * *

সতীর দক্ষালয়ে যাত্রার উদ্যোগ,—কুবের কর্তৃক সতীর বেশভূষা করণ।

শিব আজ্ঞা হইয়া শ্রুত, বাহন লইয়া দ্রুত,
উপনীত যথা দক্ষপুত্রী ।
করপুটে কহে নন্দী, পদদ্বয় শিরে বন্দি,
বৃষে চড়ি চল জগদ্ধাত্রি ! ॥ ৪১

শুনে হৃদে মহাতুষ্ট, বৃষে হ'য়ে উপবিষ্ট,
নন্দীরে লইয়া যান সঙ্গে।
কহেন দুর্গা মধুর ভাষে, চল রে কুবেরের বাসে,
অলঙ্কার প'রে যাই অঙ্গে ॥ ৪২
শুনে আনন্দিত অতি, চলিলেন শীঘ্রগতি,
যথায় বসতি করে যক্ষ।
উপনীত পুরী মধ্যে, হেরিয়া শিবের সাধ্যে,
ধনেশ প্রণমে লক্ষ লক্ষ ॥ ৪৩
অদ্য কিবা মম ভাগ্য, বলি দিল পাদ্য অর্ঘ্য,
বসিবারে রত্নসিংহাসন।
পুলকিত হ'য়ে চিত্তে, বারি বহে দুই নেত্রে,
বিনয়েতে নন্দী প্রতি কন ॥ ৪৪

বাহার—একতালা।

আজ কি আনন্দ নন্দি হে!
আমার গৃহে শঙ্কর-গৃহিণী।
হেরি ও পদ-কমল অদ্য যে সকল প্রাণী ॥
আজি মম শুভাদৃষ্ট, মায়ের হৈল শুভদৃষ্ট,—
সুর-জ্যেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ আপনারে গণি ॥ (৬)

গললগ্নীকৃতবাসে, দাঁড়াইয়া সতী-পাশে,
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে, কুবের তখন।
কহে, গো মা দাক্ষায়ণি ! নিজ প্রয়োজন বাণী,
শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি, যুড়াক জীবন॥ ৪৫
এই বাক্য শুনি শিবে, কুবেরে কহেন তবে,
পিতৃগৃহে যেতে হবে, যজ্ঞ দেখিবারে।
অতএব শুন সমাচার, দিলাম তোমারে ভার,
দিয়ে রত্ন অলঙ্কার, দেহ সজ্জা ক'রে॥ ৪৬

* * *

সে কালের গহনা।

শুনে হৃদে হৃষ্টমতি, হইলা কুবের অতি,
আভরণ শীঘ্রগতি, আনিলা আপনি।
প্রথমতঃ পাদদ্বয়ে, রতন নূপুর দিয়ে,
দিল যক্ষ সাজাইয়ে, কটিতে কিঙ্কিণী॥ ৪৭
ভুজেতে বলয়া তাড়, কঙ্কণ দিলেন আর,
গলে গজমতি হার, কর্ণেতে কুণ্ডল।
ভালে শোভা ভাল হইল, চন্দ্রকান্তমণি দিল,
শশী যেন ত্যজি এলো, গগনমণ্ডল॥ ৪৮
নাসায় বেশর শোভা, মস্তকে মুকুট-আভা,
চমকে তাহার প্রভা, যেন সৌদামিনী।

এই মত সুসজ্জিত, করিয়া কুবের কত,
হৃদে হ'য়ে পুলকিত, কহে স্তুতি-বাণী ॥ ৪৯
কিন্তু যদি এক্ষণে ভাই! দক্ষ-যজ্ঞ হৈত।
নূতন নূতন গহনা কুবের মাকে কত দিত ॥ ৫০
না ছিল তখন এই গহনা বই।
এখনকার গহনার কথা শুন কিছু কই ॥ ৫১

* * *

একালের গহনা।

ছাবা চুট্‌কী পাঁয়জোর, গুজরি ঘুঙ্ঘুর বোর,
গোলমল হীরাকাটা যায়।
হাতমাদুলি চন্দ্রহার, চৌ-নরগোট চমৎকার,
চাবি-শিকলি চাবি গাঁথা তায় ॥ ৫২
গোখরি বালা পরিপাটী, হাতমাদুলি পলাকাটি,
তিলে-লোহা হীরের অঙ্গুরী।
তিন থাক মর্দ্দানা, কাটা পৈঁছে রোসনা,
স্বর্ণতাড় দমদম ফুল্‌ঝুরি ॥ ৫৩
মহিষে শিঙ্গের শাখা, দুই দিকে তায় রেখা-রেখা,
মধ্যখানে সুবর্ণের মোড়া।
বাউটির কোলে কত বন্ধ, বাহুমূলে বাজুবন্ধ,
তাড আর তাবিজ একজোড়া। ৫৪

গলে দোলে সাত থাকি, প্রতি থাকে ধুক্‌ধুকী,
সর্ব্বদা করয়ে ঝিক্‌মিক্।
পদক মোহন-মালা, উজ্জ্বল করয়ে গলা,
তদুপরে শোভা করে চিক্॥ ৫৫
চাঁপাকলি মটরমালা, কর্ণে শোভে কাণবালা,
ঢেঁড়ি ঝুমকা পিপুল পাতা আর।
বিবিয়ানা কর্ণফুল, আড়ানি মীনের দুল,
ঝুম্‌কাতে ঘুণ্টির বাহার॥ ৫৬
নাকে নত হিন্দুস্থানী, তাহে শোভে মতি চুণি,
নাকচোনা ঝুমকা নলক।
দক্ষিণ নাসায় কিবে, ময়ূরে বেশর শোভে,
জ্ঞান হয় দামিনী-ঝলক॥ ৫৭
মস্তকে জড়োয়া সিঁতি, তার মাঝে গাঁথা মতি,
কত শোভা ধন্য পয়সাকে।
এ সব গহনা পেলে, যক্ষরাজ কুতূহলে,
বিপিনেতে সাজাইত মাকে॥ ৫৮

* * *

সতীর দক্ষালয়ে প্রবেশ, প্রসূতির আনন্দ।

তথাপি সে চমৎকার, দিয়া রত্ন অলঙ্কার,
শঙ্করীকে সাজাইয়া দিল।

নন্দীকে ডাকিয়া কন, কর দেখি নিরীক্ষণ,
মা আমার কেমন সাজিল ॥ ৫৯
হেরি তখন নন্দী কয়, হৈল বড় মন্দ নয়,
মনে যক্ষ হইল কুপিত।
বুঝি নন্দী শীঘ্র চলে, জবা দূর্ব্বা বিল্বদলে,
চন্দনাক্ত করিল ত্বরিত ॥ ৬০
হরষিত অন্তরে, মায়ের চরণোপরে,
অর্ঘ্য আনি করিল প্রদান।
সেইক্ষণে নন্দী কন, কর দেখি নিরীক্ষণ,
নিরক্ষিয়া জুড়াল নয়ন ॥ ৬১
ধনেশ করিয়া দৃষ্ট, হইলেন মহাতুষ্ট,
শিবভক্তে সাধুবাদ করে।
এমন সুসাজ করি, বৃষ-পৃষ্ঠে ত্বরা করি,
শঙ্করী চলেন দক্ষ-পুরে ॥ ৬২
হেথায় প্রসূতি রাণী, নাহি হেরি দাক্ষায়ণী,
কাঁদি কহে কাতর অন্তরে।
বুঝি বা আমার সতী. অভিমানী হ'য়ে অতি,
না আইলা যক্ষ দেখিবারে ॥ ৬৩
এমন সময়ে তবে, দ্বারে উপনীতা শিবে,
দেখিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

পুরী মধ্যে ধেয়ে চলে, দক্ষ-মহিষীরে বলে,
আসি মা গো! কর নিরীক্ষণ ॥ ৬৪

ঝিঁঝিট—যৎ।

ওমা প্রজাপতি-মহিষি! প্রসূতি!
হের, তোমার যজ্ঞেশ্বরী সতী এলো ঐ ॥
যে দুঃখে দুঃখিত ছিলে,
আজি আসি কর কোলে, সেই ব্রহ্মময়ী।
সামান্য নয় তব কন্যা, ত্রিলোচনী ত্রিলোক-মান্যা,
এ যজ্ঞ কি পূর্ণ হয় অন্নপূর্ণা বৈ ॥ (চ)

এই বাণী শুনে রাণী উন্মাদিনী প্রায়।
'কৈ সতী' বলিয়া অতি বেগে তথা যায় ॥ ৬৫
অম্বিকারে দৃষ্টি ক'রে বাহিরেতে এসে।
একবার 'আয় মা' বোলে, লইয়া কোলে,
নয়ন-জলে ভাসে ॥ ৬৬
সতী যথা, যান তথা, দক্ষসুতাগণ।
বলে ভব-গৃহিণীরে দিব, দিব্য আভরণ ॥ ৬৭
তথাকারে, গমন ক'রে অভয়ারে হেরে।
হেরি তারা, তাদের তারা, আর নাহি ফিরে ॥ ৬৮

মৃগশিরা-আদি করি পরস্পর কয়।
পশুপতির প্রিয়া সতীর, দুঃখ অতিশয়॥ ৬৯
কোথায় এমন, সুশোভন, আভরণ পেলে।
আমরা অনুমানি, শূলপাণি, চাহি আনি দিলে॥ ৭০
বড় ঘটা, জানি সেটা, বড় জটাধারী।
পাবে লজ্জা, তাতে ভার্য্যা, দিল সজ্জা করি॥ ৭১
কেহ কয়, মৃত্যুঞ্জয়, সুধু নয় সে ক্ষেপা।
আমরা জানি চন্দ্রচূড় মিন্‌শে বড় চাপা॥ ৭২
তারি ছিল, বুঝা গেল, প্রকাশ হ'লো এবে।
দেখ যত, নহে তত, অমনি-মত হবে॥ ৭৩
সতী যথা, যান তথা, দক্ষসুতা সবে।
হেন কালে রাণী, কোলে নিতে ভবানী,
যায় পরম উৎসবে॥ ৭৪
মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ, করি স্বর্ণথালে।
তাহে হৃষ্টমতি, হ'য়ে অতি, আয় মা সতি। বলে॥ ৭৫
তখন প্রসুতির স্তুতি-বাণী, শুনি তবে দাক্ষায়ণী,
শীঘ্র গতি উঠিয়া আপনি।
ভগ্নীগণে সম্ভাষিয়ে, মায়ের আশ্রিত হ'য়ে,
কহিলেন ত্রিলোক-জননী॥ ৭৬

* * *

যজ্ঞস্থলে সতীর গমন,—দক্ষের মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণে সতীর দেহ-ত্যাগ।

যজ্ঞস্থানে আগে গিয়া, আসি সব নিরক্ষিয়া,
পশ্চাতে মা! করিব ভোজন।
এই কথা বলি শিবে, হৃদয়ে ভাবিয়া শিবে,
যজ্ঞস্থানে করিলেন গমন॥ ৭৭
উপনীত হ'য়ে তথা, দেখিল জগত-মাতা,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবগণ।
ত্রিলোক-নিবাসী যত, সবে হ'য়ে উপস্থিত,
বসেছেন দক্ষের ভবন॥ ৭৮
স্থানে স্থানে কত জন, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ,
করিতেছে শাস্ত্র আলাপন।
কেবল ঈশান ভিন্ন, ঈশান রয়েছে শূন্য,
দেখি তাঁর দুঃখী হৈল মন॥ ৭৯
রত্নবেদী কত শত, নির্ম্মাণ করেছে কত,
ঘৃতের কলস সারি সারি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি, রাখিয়াছে নৃপমণি,
হ্রদে হ্রদে পরিপূর্ণ করি॥ ৮০
আর কত আছে দ্রব্য, কহিবারে অসম্ভব্য,
সুশ্রাব্য করেছে যজ্ঞ কুণ্ড।

কত কুস্তিগিরি মাল, বাহুতে ধরয়ে তাল,
পাথরে আছাড়ে নিজ মুণ্ড ॥ ৮১
সম্মুখেতে রত্ন-শোভা, তাহাতে সুন্দর আভা,
প্রকাশ করেন দক্ষ নৃপমণি।
আপনি আছয়ে বসি, চতুর্দ্দিকে শত ঋষি,
সকলে করয়ে বেদধ্বনি ॥ ৮২
চোপদার জমাদার, হাতে লেঙ্গা তলোয়ার,
সম্মুখে সর্ব্বদা আছে খাড়া।
নৃত্য গীত বাদ্য কত, হইতেছে অবিরত,
দেখিয়া বিস্ময়াপন্না তারা ॥ ৮৩

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

কিন্নর করিছে গান, তাল মান,
তাহে মিশাইয়া রাগ বাহার।
ধির্ কুট্ কুট্ তানা নানা তাদিম তা তা দিয়ানা,
ঝেন্না ঝেন্না কত বাজায়ে সেতার ॥
গায় শুনি নাদেরে দানি নাদের দানি,
ওদের তানা দেরতানা, তাদিম তায়রে তায়রে দানি,
দে তারে তারে দানি ধেতেলে,
তেলেনা বাজে সভায় রাজার ॥ (ছ)

এই মত সভা দৃষ্টি করিছেন সতী।
মঞ্চে বসি দেখিলেক দক্ষ প্রজাপতি ॥ ৮৪
শঙ্করীকে দৃষ্টি করি ক্রোধান্বিত-মনে।
কহিতে লাগিল রাজা সভা বিদ্যমানে ॥ ৮৫
শিব সম লজ্জাহীন নাহি সুরলোকে।
এ জন্যেতে নিমন্ত্রণ না করিলাম তাকে ॥ ৮৬
তথাচ আপনি দেখ নাহিক আসিয়া।
আপন ভার্য্যা, করি সজ্জা, দিল পাঠাইয়া ॥ ৮৭
অভক্ষণ সিদ্ধিগুলা করয়ে ভক্ষণ।
আমিত না দেখি তারে শিবের লক্ষণ ॥ ৮৮
ছাই ভস্ম মেখে বলে অপূর্ব্ব ভূষণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করে উদর পোষণ ॥ ৮৯
বস্ত্র বিনা ব্যাঘ্রচর্ম্ম করে পরিধান।
দেবের মধ্যে দুঃখী নাহি শিবের সমান ॥ ৯০
ভৃত্য সঙ্গে শ্মশানে সর্ব্বদা করে বাস।
মাথার খুলি বাবাজীর জলখাবার গেলাস ॥ ৯১
কেবল এ গ্রহ আনি, নারুদে ঘটালে।
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে ॥ ৯২
ক্রোধে রাজা সভামধ্যে শিব-নিন্দা করে।
শুনিয়া কহেন সতী ক্রোধিত-অন্তরে ॥ ৯৩

শুন পিতা ! তুমি কৈলে শিবেরে ইতর।
না রাখিব তোমার উৎপত্তি কলেবর ॥ ৯৪
প্রতিজ্ঞা করিয়া সতী বসি যোগাসনে।
ত্যজিলেন তনু শিব-পদ ভাবি মনে ॥ ৯৫
ধরাতলে পড়িলেন ত্রিলোক-জননী।
দেখিয়া করেন নন্দী হাহাকার ধ্বনি ॥ ৯৬

আলিয়া—আড়া।

কাঁদি কহে নন্দী, কি বিপদ ঘটিল !
স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো ॥
লঙ্ঘি আসি শিব-আজ্ঞে, আসিয়া অশিব-যজ্ঞে,
অকস্মাৎ কিমাশ্চর্য্য ! হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য,
হর-হৃদি করি ত্যাজ্য, শয্যা মায়ের ধরাতল ॥ (জ)

দক্ষসেনাগণের সহিত নন্দীর যুদ্ধ ;—নন্দীর পরাজয় ও পলায়ন।

সতী-অঙ্গ ত্যাজ্য দেখি, নন্দী হৈল মহাদুঃখী,
আরক্ত যুগল আঁখি, ঘুরিছে তখন।
ছাড়িয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস, ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ-নাশ,
করিবারে শিবদাস, করিলা গমন ॥ ৯৭

নন্দী ক্রোধান্বিত অতি, দেখি তবে প্রজাপতি,
কহিলেন দূত প্রতি, যুদ্ধ করিবারে।
রাজাজ্ঞা করিয়া মান্য, যতেক দক্ষের সৈন্য,
চলে সবে যুদ্ধ জন্য, কুপিত অন্তরে ॥ ৯৮
আসিয়া নন্দীর সঙ্গে, রণ করে মহা-রঙ্গে,
হরভক্ত ভ্রূভঙ্গে, পরাস্ত করিল।
দেখি দক্ষ ক্রোধে জ্বলে, ব্রহ্মতেজ যোগবলে,
বহু সৈন্য রণস্থলে, তখনি সৃজিল ॥ ৯৯
আসি সব সেনাগণে, হুহুঙ্কার ছাড়ে রণে,
যজ্ঞ রক্ষার কারণে, নন্দী সনে করে মহারণ।
রণেতে পরাস্ত হ'য়ে, নন্দী নিজ প্রাণ-ভয়ে,
চলিলেন প্রাণ ল'য়ে, শিবের সদন ॥ ১০০

* * *

কৈলাসে নারদের মুখে মহাদেবের সতীদেহ-ত্যাগ-সংবাদ-শ্রবণ,—
ক্রুদ্ধ মহাদেবের জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি।

হেথায় নারদ মুনি, দেখিলেন দাক্ষায়ণী
শঙ্করের নিন্দা শুনি, ত্যজিলেন অঙ্গ।
সভা হৈতে শীঘ্র উঠি, বাজাইয়া দুই কাটি,
কৈলাসে চলেন হাঁটি, বাধাইতে রঙ্গ ॥ ১০১

বায়ুর সমান গতি, উপনীত হৈল তথি,
কৈলাসেতে পশুপতি, আছেন যেখানে।
নারদে দেখিয়া হর, করিলেন সমাদর,
বসিলেন মুনিবর, শিব সন্নিধানে ॥ ১০২
জিজ্ঞাসেন পঞ্চানন, কহ যজ্ঞ-বিবরণ,
শুনিয়া নারদ কন, মৌন হ'য়ে মনে।
বলে শুন বিরূপাক্ষ! তোমাকে কুৎসিত বাক্য,
অনেক কহিল দক্ষ, সতী-বিদ্যমানে ॥ ১০৩
তব নিন্দা শ্রুতি মূলে, শুনে সতী ক্রোধানলে,
দেখিলাম যজ্ঞস্থলে, ত্যজিলা জীবন।
শুনিয়া উন্মত্ত হর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
জটা ছিঁড়ি গঙ্গাধর, ফেলিলা তখন ॥ ১০৪
জন্মিলা বীরভদ্র তাতে, কহে আসি বিশ্বনাথে,
কহ প্রভু! কি জন্যেতে, করিলে সৃজন।
পৃথিবী মণ্ডল তুলে, দিব কি সাগরে ফেলে,
কিম্বা আজি সিন্ধুজলে, করিব শোষণ ॥ ১০৫
তখন কহিছেন কৃত্তিবাস, যাও রে দক্ষের পাশ,
স্বযজ্ঞ সহিত নাশ, করগে সকলে।
শুনি বীরভদ্র চলে, মার মার মার বোলে,
ভূতগণে কুতূহলে, সমরেতে চলে ॥ ১০৬

আলিয়া—কাওয়ালী।

চলে রে বীরভদ্র রঙ্গে।
রুদ্র পিশাচ সঙ্গে॥
মহাকাল কোপে, প্রতি লোমকূপে,
অনল মিশ্রিত যেন অঙ্গে॥
লম্ফে কম্পে ধরণীতল, দম্ভ করিয়া শিবের দল,
যায় রণস্থল, বলে মহাবল,
নাশিল সকলে ভ্রূভঙ্গে॥ (ঝ)

যজ্ঞ-বিনাশ উদ্দেশে শিব-সৈন্যগণের দক্ষভবনে গমন, দক্ষযজ্ঞ-নাশ।

দক্ষের বিনাশ জন্য, দিবাকর আচ্ছন্ন,
করিয়া শিবের সৈন্য, মহানন্দে যায় রে।
পদভরে কম্পে পৃথ্বী, হইল নিকটবর্ত্তী,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী, দক্ষের আলয়ে রে॥ ১০৭
দিনে যেন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত, দেখিয়া যত সভাস্থ,
সবে হয় শশব্যস্ত, চারিদিকে চায় রে।
কহে সব ঋষিবর্গে, না জানি কি আছে ভাগ্যে,
আসিয়া দক্ষের যজ্ঞে, বুঝি প্রাণ যায় রে॥ ১০৮
সকলে করয়ে তর্ক, হও সবে সতর্ক,
নন্দী অমঙ্গল তর্ক, বুঝি বা ঘটায় রে।

ভৃগু কয়, ভট্টাচার্য্য ! থাকুক সকল কার্য্য,
বুঝিলাম নির্দ্ধার্য্য, পড়িলাম লেঠায় রে ॥ ১০৯
ভয়েতে ব্যাকুলচিত্ত, কলা মূলা ঘৃত পাত্র,
বন্ধন করিতে গাত্র-মার্জ্জনী বিছায় রে।
শীঘ্র পলাবার চিন্তে, তাড়াতাড়ি করি বাঁধ্‌তে,
এক টেনে আর আন্‌তে, আর দিকে এড়ায় রে ॥ ১১০
পুন শুন বৃত্তান্ত, যত শিব-সামন্ত,
দক্ষ-যজ্ঞ করে অন্ত, আসিয়া ত্বরায় রে।
শব্দ শুনি হুম্‌হাম্‌, করে মহা-ধূম্‌ধাম্‌,
মারে কীল গুম্‌গাম্‌, সবার মাথায় রে ॥ ১১১
সবে করে যজ্ঞ দৃষ্ট, কেবা করে যজ্ঞ নষ্ট,
কেহ কারে সুস্পষ্ট, দেখিতে না পায় রে।
বাড়িল বিষম দ্বন্দ্ব, দেখিয়া গতিক মন্দ,
ভয় পেয়ে ইন্দ্র চন্দ্র, সকলে পলায় রে ॥ ১১২
দ্বিজ ক্ষত্রি শূদ্র বৈশ্য, পলাইছে করি দৃশ্য,
ভূতগণ মহাদস্যু, তেড়ে ধরে তা'য় রে।
ভৃগুর উপাড়ে চক্ষু, মুনি বলে একি দুঃখ,
ছাড়্‌ বেটা গণ্ডমূর্খ ! প্রাণ বাহিরায় রে ॥ ১১৩
বীরভদ্র বলবন্ত, অনেকেরে কৈল অন্ত,
ভৃগুর ভাঙ্গিয়া দন্ত, ভুমিতে ফেলায় রে।

কাহার ভাঙ্গিল তুণ্ড, কার হস্ত কার মুণ্ড,
অবশেষ যজ্ঞকুণ্ড মূতিয়ে ভাসায় রে॥ ১১৪
কেহ বলে, বীরভদ্র! আপনি বট হে ভদ্র,
মোরা হই দ্বিজ-ছদ্ম, মেরো না আমায় রে।
দক্ষ কন একি কাণ্ড, বেটারা কি দোর্দ্দণ্ড,
যজ্ঞটা করিল ভণ্ড, হায় হায় হায় রে॥ ১১৫
অষ্টদিক্ অধঃ উর্দ্ধ, সকলি করিল রুদ্ধ,
বীরভদ্র করে যুদ্ধ, কোথা কে এড়ায় রে।
পাইয়া শিবের আজ্ঞে, নাশিতে দক্ষের যজ্ঞে,
মহানন্দে ভূতবর্গে, নাচিয়ে বেড়ায় রে॥ ১১৬

বাহার—কাওয়ালী।

চতুরঙ্গে নাচে কিবে চন্দ্রচূড়-সেনা।
যজ্ঞ পাইয়া দানা, আনন্দে মগনা॥
বিরূপাক্ষ-বিপক্ষ-সাপক্ষ জনারে করে প্রাণে তাড়না,—
বাজিছে মাদল কিবে ধাগুড় ধাগুড় ধাধা কেনা,
ধেঞা তে-থাইয়া তাক্ ধেলাং,
তাকিটি তাক্ তেরেকিটি তাক্,
ধেলাং, তাকিটি তাক্ তেরেকিটি তাক্ ধেলাং,
ত্রিকুট-ধেন্না নাদের দানি দেয়্না॥ (ঐ)

ভৃগুমুনির নির্য্যাতন।

বীরভদ্র বলে ধর, রাগে করে গরগর,
ভৃগুর ধরিয়া কর, দাড়ি ছেঁড়ে পড়পড়,
বহিয়া তার কলেবর, রক্ত পড়ে ঝর ঝর,
মুখে নাহি সরে স্বর, গলা করে ঘড় ঘড়,
ভূমে পড়ি মুনিবর, করিতেছে ধড়ফড়,
অন্য যত শিবচর, দন্ত করি কড়মড়,
আঁচড় কামড় চড়, মারিতেছে ধড়াধড়,
ভয়ে মুনির অন্তর, কাঁপিতেছে থর থর,
পিন্ধন বসনোপর, মূতে ফেলে ছরছর,
বলে বাপু! রক্ষা কর, তনু হৈল জর জর,
পলাই রে আপন ঘর, তবে তোরা সর সর,
দক্ষেরে যাইয়া ধর, সেই বেটাতো বর্ব্বর,
তোমাদের যজ্ঞেশ্বর, নিন্দা করে নিরন্তর,
কিছু মাত্র নাহি ডর মনে।
এই মত মহাবীরে, ভৃগুমুনি ধীরে ধীরে,
বিধিমতে স্তব করে,
বলে আমায় বধিওনা জীবনে॥ ১১৭
দয়া করি বীরভদ্র, করি দিল অচ্ছিদ্র,
পলা বেটা দরিদ্র! আপনার ভবনে।

মুনিবর শীঘ্র উঠে, তথা হৈতে যায় ছুটে,
আবার পাছে ধরে জটে, ভয় আছে পরাণে ॥ ১১৮
পলায় আর করে মনে, অনেক পেলেম দক্ষিণে,
এমন হইবে কেনে, কপালটা যে বাথানে।
হেথায় শিবের দল, করে মহা কোলাহল,
উপনীত মহাবল, দক্ষ রাজার সদনে ॥ ১১৯

* * *

ভূতের হাতে দক্ষ-রাজার শিরশ্ছেদ।

ধরিয়া রাজার চুলে বীরভদ্র ভূমে ফেলে,
ক্রোধান্বিত হ'য়ে বলে, নিন্দা কর ঈশানে।
ভয়ে রাজার অন্তর, কাঁপিতেছে থরথর,
বলে আমায় রক্ষা কর, কে আছরে এখানে ॥ ১২০
মহাবীর হাস্য ক'রে, মস্তক ফেলিল ছিঁড়ে,
অমনি রাজা পৃথ্বীপরে, রহিলা যে শয়নে।
শিবের দলস্থ যত, সবে হ'য়ে আনন্দিত,
হুহুঙ্কার কত শত ছাড়িতেছে সঘনে ॥ ১২১
অন্দরে প্রবেশে গিয়া, নারীগণ নিরক্ষিয়া,
ভয়েতে কম্পিত হৈয়া, কহে, মিষ্ট মিষ্ট বচনে।
শুন শুন ভূত বাবা! মেয়ে মানুষ হাবা-গোবা,
মেরোনা রে থাবা থোবা, ধরি তোদের চরণে ॥ ১২২

আমরা তো ভিন্ন নই, তোমাদের মাসী হই,
কাতর হইয়া কই, রক্ষা কর পরাণে।
ভূতগণ কহে হাসি, শীঘ্রগতি চল, মাসি!
তোমাদের রেখে আসি, মা আছেন যেখানে॥ ১২৩
একেলা আছেন মাতা, এ বড় দুঃখের কথা,
বিরাজ করগে তথা, একত্রেতে সেখানে।
বিস্তর অপেক্ষা নয়, দুটা কীল খেলেই হয়,
কেন মাসি! কর ভয়, যমালয়-গমনে॥ ১২৪
শুনি দক্ষ-সুতাগণ, কাতর হইয়া কন,
তাহে নাহি প্রয়োজন, বৈস বাপু! ভোজনে।
নানা দ্রব্য মিষ্টান্ন, পিঠা আদি পরমান্ন,
আছে সব পরিপূর্ণ, তোমাদেরি কারণে॥ ১২৫
শুনিয়ে শিবের দল, সবে বলে খাই চল।
কিছুমাত্র নাহি ফল, মাসীদিগে মারিলে জীবনে।
গৃহেতে প্রবেশ করি, অনেক সামগ্রী হেরি,
দুহাতে অঞ্জলি পূরি, তুলে দেয় বদনে॥ ১২৬
কাহার গুহ্যেতে মুখ, ব'সে খেতে বড় সুখ,
কেহ বলে একি দুখ, না ভরে পেট পরিতোষণে।
মা যাহা দিতেন খেতে, পেট ভরিত খেতে খেতে,
এ খাওয়াতে দুঃখ হ'চ্চে মনে॥ ১২৭

শেষে উদর পূরিয়া খাইল, দক্ষের বিনাশ হৈল,
সকলে গমন কৈল, আপনার স্বস্থানে।
হেথায় বলিতে বিবরণ, নারদ করিছে গমন,
অর্পণ করিয়ে মন, হরগুণ-কীর্ত্তনে ॥ ১২৮

ভৈরবী—একতালা।

একান্ত চিত্তে চিন্ত, মন! শ্রীকান্ত-চরণদ্বয়।
নিতান্ত কাটিবে ইথে, দুরন্ত-কৃতান্ত-ভয় ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র যে চরণ ধ্যায়,—
সে চরণ-স্মরণ নিলে মরণে মঙ্গল হয় ॥ (ট)

দক্ষের জীবনার্থ দেবগণের কৈলাসে মহাদেবের
নিকট যাত্রা।

এই মতে হরিগুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত মহামুনি ব্রহ্মলোকে ত্বরান্বিতে ॥ ১২৯
ব্রহ্মারে কহেন দক্ষ-যজ্ঞ-বিবরণ।
শুনি রজোগুণ হৈল অতিউচাটন ॥ ১৩০
প্রজাপতি দক্ষ যদি হইল বিনাশ।
কেমনে হইবে তবে সৃষ্টির প্রকাশ ॥ ১৩১

শীঘ্রগতি হংস-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
বিষ্ণুর নিকটে আসি দিল দরশন। ১৩২
দক্ষের বিনাশ-বার্ত্তা কহেন শ্রীকান্তে।
নারদে পাঠান সবে দেবগণে আন্‌তে॥ ১৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু-আদি করি যত দেবগণ।
একত্র হইয়া করে কৈলাসে গমন॥ ১৩৪
এই মতে দেবগণ শিবের নিকটে।
শঙ্করে করেন স্তব সবে করপুটে॥ ১৩৫

আলিয়া—একতালা।

শিখরনাথ! হে শিখরনাথ! শঙ্কর!
অপার-পার-মহিমে।
আদ্য বন্ধু হে! অনাদ্য! পাদপদ্ম দেহি মে।
লট্ট-পট্ট জটাজূট-শূলহস্ত-ধারিণে!
দেব-উক্তি পঞ্চবক্ত্র ভক্তমুক্তকারিণে॥
ভালে ভাল শোভা সিন্ধুসুত-ইন্দু-কিরণে।
দেবাদিদেব! সর্ব্ব-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারিণে।
বিশ্বনাথ! শ্রীঅঙ্গ-ভূষণ ভস্মভূষণে॥
সর্ব্বত্রাতা মোক্ষদাতা কর্ত্তা তো ত্রিভুবনে।

রঙ্গে ভঙ্গে ভূত-সঙ্গে, যজ্ঞভঙ্গ-মানিনে ॥
ব্যোমকেশ ভীম ঈশ পতিত-প্রদায়িনে।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভু পতিত-পাবনে ॥
দুঃখে রক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রৈলোক্য-পোষিণে ॥ (ঠ)

মহাদেবের দক্ষালয়ে গমন,—দক্ষের ছাগমুণ্ড,—সতীকে স্কন্ধে লইয়া মহাদেবের নৃত্য,—বায়ান্ন পীঠ ;—হিমালয়ের গৃহে উমারূপে সতীর জন্ম,—শিবসতী-সম্মিলন।

এই মত দেবগণে, স্তব করে পঞ্চাননে,
সদানন্দ স্তব শুনে সন্তোষ হইল।
কহিলেন বিরূপাক্ষ, কেমনে বাঁচিবে দক্ষ,
সকলে করিয়া ঐক্য, উপায় কি বল ॥ ১৩৬
তবে শুনিয়া শিবের বাণী, কহিলেন চক্রপাণি,
গমন কর আপনি, যথা দক্ষ আছে,
দেবগণ-কথা শুনি, চলিলেন শূলপাণি,
প্রজাপতি নৃপমণি, যজ্ঞকুণ্ড আছে ॥ ১৩৭
হেরি দেব-পশুপতি, করিয়া অতি মিনতি,
প্রসুতি করয়ে স্তুতি, দুঃখিনীর মত।
কহিছে দক্ষের জায়া, মম কন্যা মহামায়া,
ছিলেন তোমার প্রিয়া, ঘোর দুঃখ এত ॥ ১৩৮

বিধিমত প্রসূতি করিল বহু স্তব।
দক্ষে প্রাণ দিতে যুক্তি ভাবিছেন ভব॥ ১৩৯
যে মুখে করিল শিব-নিন্দা প্রজাপতি।
সে মুখ হইবে অজ, শাপ দিল সতী॥ ১৪০
এ কারণে শিব কন নন্দীকে ডাকিয়া।
দেহ দক্ষ-স্কন্ধে অজমুখ বসাইয়া॥ ১৪১
অজমুখ আনে নন্দী দক্ষের কারণ।
প্রজাপতি-স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন॥ ১৪২
শিব-বাক্যে দক্ষরাজ সজীব হইল।
সতী-দেহ ল'য়ে, শিব নাচিতে লাগিল॥ ১৪৩
ত্রিশূলেতে সতী-দেহ ধারণ করিয়া।
কৈলাস ত্যজিয়া ভব বেড়ান ভ্রমিয়া॥ ১৪৪
শ্রীকান্ত উন্মত্তপ্রায়, দেখি ত্রিলোচনে।
চক্রে কাটি সতী-দেহ ফেলে স্থানে স্থানে॥ ১৪৫
পরে যথা সতী অঙ্গ পীঠ সেই স্থান।
সেই স্থানে ভব গিয়া করে অধিষ্ঠান॥ ১৪৬
এই মতে বায়ান্ন অঙ্গ বায়ান্ন পীঠ হৈল।
ত্রিশূলেতে সতী নাই, মহেশ দেখিল॥ ১৪৭
হা সতি! বলিয়া ভব বসি যোগাসনে।
তপস্যা করেন নিত্য, সতীর কারণে॥ ১৪৮

হেথা হেমগিরি-ঘরে জন্ম নিলা সতী।
শিব-ধ্যান ভঙ্গ করি দিলা রতিপতি॥ ১৪৯
নারদ দিলেন, শিববিভা সতী-সঙ্গে।
সতী লয়ে কৈলাসে গেলেন ভব রঙ্গে॥ ১৫০

টৌরী—আড়া।

হের আসি, হর-ভঙ্গি আজি কিবা শোভা হ'লো।
সদানন্দের শ্রীঅঙ্গে আনন্দময়ী মিশাইল॥
দেখ রে নয়ন ভরি, এই স্বর্ণময় পুরী,
স্বর্ণ-মা বিনে সব শূন্যময় হ'য়ে ছিল॥ (ভ)

ভগবতী এবং গঙ্গায় কোন্দল।

জগদম্বার যুদ্ধে শুম্ভের সৈন্য সংহার ;—ভীমদূতের মুখে শুম্ভের এ দুঃসংবাদ শ্রবণ,—শুম্ভের সমর-যাত্রা।

শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে কালীরূপ ধরি।
দৈত্যবংশ-প্রাণ ধ্বংস করিতে শঙ্করী॥ ১
ক্রোধ করি ভয়ঙ্করী স্বয়ং ধরি অসি।
দৈত্যমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করে মুক্তকেশী॥ ২
রণমধ্যে মহাবিদ্যা লইয়া সঙ্গিনী।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্তা মাতঙ্গিনী॥ ৩
দেখি রূপ অপরূপ সমর-মাঝারে।
সৈন্য সব অনুভব করে পরস্পরে॥ ৪
বলে ভাই! দেখি নাই হেন রূপ চক্ষে।
কে রমণী ত্রিনয়নী ত্রিনয়ন-বক্ষে॥ ৫
যেমন বৃত্তির শেরা ব্রহ্মোত্তর মূর্ত্তির শেরা শশী।
কীর্ত্তির শেরা নিত্যদান তীর্থের শেরা কাশী॥ ৬
জাতির শেরা ব্রহ্মকুল ধাতুর শেরা স্বর্ণ।
বুদ্ধির শেরা বৃহস্পতি, যুদ্ধের শেরা কর্ণ॥ ৭

পক্ষীর শেরা খঞ্জন, চক্ষের কত ব্যাখ্যা ।
বৃক্ষের শেরা অশ্বত্থ, দুঃখের শেরা ভিক্ষা ॥ ৮
ধান্যধন ধনের শেরা মান্য ভূমণ্ডলে ।
পদ্মফুল ফুলের শেরা, কুলের শেরা ফু'লে ।
তেমনি রূপের শেরা কালো রূপ, ঐ দানবের কুলে ॥ ৯

খাম্বাজ—খং ।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী ।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল-নলিনী ॥
প্রভাতের ভানুপ্রভা, চরণ-কিরণ-শোভা,
রণশোভা করেছে ঐ রণরঙ্গিণী ।
দ্বিজ দাশরথি কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হর-ঘরণী ॥ (ক)

তখন প্রাণভয়ে ভঙ্গ দিয়ে শুম্ভসেনা যায় ।
ব্যাঘ্র-ভয়ে ব্যস্ত হ'য়ে মৃগ যেন ধায় ॥ ১০
সিংহ-ভয়ে প্রাণ ল'য়ে, যেমন মাতঙ্গ ।
ব্যাধ-ভয়ে বনে যেন, পলায় বিহঙ্গ ॥ ১১
অতি দ্রুত ভগ্নদূত, শুম্ভরাজায় বলে ।
মহারাজ ! কালব্যাজ নাহি কালাকালে ॥ ১২

তব সৈন্য, সব শূন্য, আজি যুদ্ধে হ'লো।
ল'য়ে প্রাণী, এলাম আমি, বুঝি পিতৃ-পুণ্য ছিলো ॥১৩
গেলো দাপ, মহাপাপ, রাজ্যে হ'লো কিসে।
রাজ্যভ্রষ্ট, প্রাণ নষ্ট, নহে অল্প দোষে ॥ ১৪
রণভূমি, গিয়া তুমি, দেখ রাজা!—ত্বরা।
এলোকেশে, এলো কে সে, রমণী প্রখরা ॥ ১৫

সিন্ধু—কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী, হে রাজন্!
তোমারে নিদয়া বামা কি জন্যে।
এলোকেশী করে অসি ষোড়শী কুল-কন্যে ॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছ, রাজন্! তাতো জানি নে।
তুমি দ্রুত গিয়ে দেখ ধেয়ে, এমন নিদ্রয়া মেয়ে,
সাধিলে না করে দয়া, বধিলে প্রাণে ॥
চল হে রাজন্! চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকূল-সাগরে কুল আর দেখি নে।
করি চরণে ধরি মিনতি, যদি হে দানবপতি!
দাশরথি গতি পায়, অতি যতনে ॥ (খ)

তখন দূত-মুখে পেয়ে বার্ত্তা, করে শুম্ভ রণযাত্রা,
রথগামী যোদ্ধাপতি-সঙ্গে।
দ্রুত আসি রণস্থলে, দেখিল দানব-দলে,
শ্যামা মত্ত সমর-তরঙ্গে॥ ১৬
সঙ্গে ভৈরবী ভৈরব, মা ভৈ মা ভৈ রব!
শ্যামা বই এ নয় সামান্যে।
পদে প'ড়ে মৃত্যুঞ্জয়, রঙ্গে করে রণজয়,
পরাজয় হইল সসৈন্যে॥ ১৭
শুম্ভ বলে, এ রমণী, ত্রিভুবন-শিরোমণি,
সুরমণির পূরাতে বাসনা।
করে অসি করে রণ, কার সাধ্য নিবারণ,
ওহে সৈন্য! সমর করো না॥ ১৮
এ বটে সুরপালিনী, এলো কালী কপালিনী,
না জানি আজি কি আছে কপালে।
আমি যদি করি যুদ্ধ, পাছে স্বর্গপথ হবে রুদ্ধ,
বিরূপাক্ষ বিরূপ হইলে॥ ১৯
পুনরায় মনে ভাবে, করি যুদ্ধ শত্রুভাবে,
শীঘ্র যদি পাই পরিত্রাণ।
তনু-শঙ্কা না করিয়া, ধনুকে টঙ্কার দিয়া,
নির্ব্বাণ দাত্রীরে হানে বাণ॥ ২০

ডেকে বলে দৈত্যপতি, শুন ওহে যোদ্ধাপতি
যুদ্ধ কর আমার বচনে।
শ্যামা-সঙ্গে কর রণ, হবে শীঘ্র বিমোচন,
ভঙ্গ দিয়ে যেও না কেহ রণে॥ ২১

স্ত্রী—যৎ।

ওরে শুম্ভ-সেনাপতি ! রণে ভঙ্গ দিও না।
বধো যদি ব্রহ্মময়ী, ভবে জন্ম আর হবে না॥
অদ্য কি শত বৎসরে, যাবে এ প্রাণ রবে না রে !
প্রাণভয়ে হাতে পেয়ে, পরমার্থ হারাও না॥ (গ)

রণস্থলে নারদের আগমন ;—জগদম্বার সহিত কথা।

তখন বরদার দেখিতে রণ, নারদের আগমন,
দেবীরে নিন্দিয়া কন ঋষি।
লেঙ্‌টা বেশ রণঘটা, এ কি কর্ম্ম ভক্তি-চটা,
সর্ব্বনাশ ! একি সর্ব্বনাশি !॥ ২২
মা ! তোর কর্ম্ম যে প্রকার, সাধ্য আছে হেন কার,
করিলে কি গো মেনকার বেটি !
সতী নাম শুনি জন্ম, এই কি তোমার সতীর ধর্ম্ম,
পতি-বক্ষে দিয়া পদ-দুটী॥ ২৩

তোর পাষাণ-কুলেতে জন্ম, তোর কি আছে দয়াধর্ম্ম,
জানি মা! তোর জানি বিবেচনা।
নৈলে কেন কৈলাসেতে, ঘরে তারা মা থাকিতে,
আমি করি হরি-আরাধনা॥ ২৪
নির্ম্মায়া তোয় দেখে আমি, মা না বলি,—বলি মামী,
কেন কালি! কুলে দিয়ে কালি।
দিয়া পতির বুকে পা-টা, মেয়ের এ'ত বুকের পাটা,
ধর্ম্মপথে কেন কাঁটা দিলি॥ ২৫

খাম্বাজ—খেমটা।

কেন শ্যামা গো! তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হইয়ে পতি-পরে, করিলি কি বদনামী॥
কার সনে মা ঝগড়া করো,আপনার ছেলে আপনি মারো,
বুঝি ঝগড়া নইলে রইতে নারো, নারদ-মুনির মামী॥
মান অপমান নাই ভবানি! মাতুল বেটা বাতুল জানি,
আমি কখন জানি নে আছে—তোর এতো ক্ষেপামী॥ (দ)

———

অর্পণ করিয়া পদ পতি-হৃৎপদ্মে।
ভগবতী লজ্জাবতী দেবাদির মধ্যে॥ ২৬

করি রণ সম্বরণ রক্ষা করি ধরা।
অধোমুখী কৌশিকী কৈলাসে গেলো ত্বরা ॥ ২৭

যুদ্ধান্তে কৌশিকীর কৈলাস গমন,—ভগবতীকে
গঙ্গার তিরস্কার,—ভগবতীর উত্তর।

কৈলাসে বসিয়া গঙ্গা, পতিতপাবনী।
অপবাদ-সংবাদ শুনিয়া সুরধুনী ॥ ২৮
কুপিলেন জাহ্নবীদেবী সপত্নী-উপরে।
বলে, এমন কুকর্ম্ম নাকি কামিনীতে করে॥ ২৯
যে কর্ম্ম করেছো, দুর্গা! ধিক্ তব চিত!
পুনরায় কৈলাসে আসিতে অনুচিত ॥ ৩০
দেবাদিদেব মহাদেব, তাঁর হৃৎপদ্মে পদার্পণ করিলে, তুমি কোন্ মুখে কৈলাসে মুখ দেখাও?
তখন গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভবানী রুষিলা।
বলে, কেন লো দুঃশীলা গঙ্গা! আমারে দূষিলা ॥৩১
পতিবক্ষে দিয়া পদ আমি আছি পদে।
পদার্থ নাহিক তোর দেখি পদে পদে ॥ ৩২
ত্রিলোক-আরাধ্য পতি, দেব ত্রিলোচন।
তাঁরে ছেড়ে লয়েছিলি শান্তনু শরণ॥ ৩৩

এক পথে কখন থাক না তুমি জানি।
সহজে তোমার নাম ত্রিপথগামিনী॥ ৩৪
গঙ্গা বলেন, পতিতা হইলে সুরধুনী।
তবে কে বলিত গঙ্গা পতিতপাবনী॥ ৩৫
আর পতিত হইয়া কেবা, পতিতে উদ্ধারে।
অন্ধ কি অন্ধেরে পথ দেখাইতে পারে॥ ৩৬
আমা হইতে কি গুণ ত্রিগুণ! ধর তুমি।
নরকান্তকারিণী জাহ্নবী গঙ্গা আমি॥ ৩৭
দীন দৈন্য জ্ঞানশূন্য পতিত পামর।
পশু পক্ষি যক্ষ রক্ষ নরাদি কিন্নর॥ ৩৮
জগন্ময় যত রয় শ্রীমন্ত শ্রীহীন।
পঞ্চ-পাতকী অতি জরা গতি-হীন॥ ৩৯
ছোট বড় সকলে সমান মোর কৃপা।
পাতকী চাতকী,—আমি নবঘন স্বরূপা॥ ৪০
আর ধন ধান্য প্রচুর অদৈন্য যেই নরে।
স্থিররূপা কমলা অচলা যার ঘরে॥ ৪১
ধনীরে সদয়া, দুর্গা! তুমি চিরদিন।
ভালো, কোন্ কালে দেহ তুমি দীনের প্রতি দিন॥ ৪২

খট্-ভৈরবী—একতালা।

তুমি কি গুণ ধর ভবানি!
দেখি ভাগ্যবান্, তোমার অধিষ্ঠান,
আমি যত দীন-হীন-জননী॥
জীবন্মুক্ত জীব শিবতুল্য হয়,
জীবনান্তে যম জীবনে যে রয়,
যমভয় নয় কৈবল্য-আলয়,
সে লয়,—প্রলয়কারীর বাণী॥
আমি ভয়হরা এ ভব-সাগরে,
ত্রাণকর্ত্রী কৃত-পাতকী নরে,
আমি না তারিলে দাশরথিরে,
তারো দেখি তবে মহিমা জানি॥ (৬)

মহাদেবের নিকট গঙ্গার নিজ দুঃখ-বর্ণন;
মহাদেবের জটায় গঙ্গার স্থান-লাভ।

তখন গঙ্গার শুনিয়া বাণী ভগবতী কন।
পতিতোদ্ধারিণী নাম শিবের লিখন॥ ৪৩
ও নাম এক্ষণে আমি দিতে পারি খণ্ডি।
নতুবা বৃথা নাম ধরি আমি চণ্ডী॥ ৪৪

কিন্তু খণ্ডিলে খণ্ডিয়া যায় পশুপতির বাণী।
এই জন্যে হয়ে মান্যে রইলি সুরধুনী॥ ৪৫
কিন্তু অহং-মান্যা ব'লে কি করিস্ অহঙ্কার।
স্বামি-সোহাগিনি! সুখ হবে না তোমার॥ ৪৬
আমি সুশীলা দুঃশীলা হই তবু পুত্রবতী।
বশীভূত সতত আমার পশুপতি॥ ৪৭
তুমি গর্ব্ব করো, গর্ভেতে সন্তান আগে ধর।
এখন, বন্ধ্যানারী হয়ে কেন বন্ধ্যা কোন্দল কর॥ ৪৮
তখন, দুর্গার শুনিয়ে বাণী, অভিমানে গঙ্গা গিয়ে ত্বরা।
শিবের নিকটে কন হয়ে সকাতরা॥ ৪৯
ভগবতী ভাগ্যবতী পুত্রবতী দেখি।
ভগবতীর ভোগমাত্র তব ঘরে থাকি॥ ৫০
গৌরীসঙ্গে বৈরিভাব আমার নিয়ত।
তুমি তারি অনুগত থাক অনুব্রত॥ ৫১
সুখের সাগরে ভাসে গণেশজননী।
দুঃখের তরঙ্গে পড়ি ভাসে তরঙ্গিণী॥ ৫২
তব ঘরে যে সুখ, সংসারের লোক জানে।
দুঃখে সুখ ছিল মাত্র পতির সম্মানে॥ ৫৩
তুমি সে সুখে এক্ষণে যদি করিলে বঞ্চিত।
এ স্থান হইতে মম প্রস্থান উচিত॥ ৫৪

ললিত—ঝাঁপতাল।

রবো না তব ভবনে, শুন হে শিব! শ্রবণে।
শৈলজার কথা আর, সইলো না সইলো না প্রাণে
যে নারী করে নাথ,-হৃদিপদ্মে পদাঘাত,
তুমি তারি বশীভূত, আমি তা সবো কেমনে॥
পতিরে পদ হানি, ও হইলা না কলঙ্কিনী,
মন্দ হলো মন্দাকিনী, দ্বিজ দাশরথি ভণে॥ (চ)

তখন মনো-দুঃখে ম্রিয়মাণ, ক্রোধ করি গঙ্গা যান,
সঙ্কট ভাবেন শূলপাণি।
করে ধরি আশুতোষ, করিছেন পরিতোষ,
নানামত দিয়া প্রিয়বাণী॥ ৫৫
যাহে মান থাকে তব, হে গঙ্গে! আমি রাখিব,
গঙ্গা কন, ওহে গঙ্গাধর!
যদি মান রাখ কান্ত! গৌরী হ'তে অধিকান্ত,
গৌরব যদ্যপি আমার কর॥ ৫৬
যদি সপত্নীর হর মান, আমার বাড়াও মান,
তবে তব অনুরোধ রাখি।
ও যেমন মন-সুখে, চড়িল তোমার বুকে,
মস্তকে চড়িয়া আমি থাকি॥ ৫৭

কহিছেন শূলপাণি, স্বীকার করিলাম বাণী,
জটা মধ্যে থাকহ গোপনে।
সে কথা স্বীকার করি, শিরে চড়েন স্বরেশ্বরী,
কিন্তু কি করি ভাবেন গঙ্গা মনে॥ ৫৮
আমি শিব-শিরোপরে, গণেশজননী মোরে,
না দেখিলে মিছে মোর মান!
এতো ভাবি স্বরধুনী, জটায় করেন ধ্বনি,
শুনে দুর্গা শিব পানে চান॥ ৫৯
কহেন গণেশ-মাতা, বল হে! যথার্থ কথা,
বিশ্বময় বিস্ময় জন্মিল।
বুঝিতে না পারি চিতে, তুমি বিঘ্নহরের পিতে,
শিরে তব কি বিঘ্ন হইল॥ ৬০

খাম্বাজ—একতালা।

হে কি শুনি ত্রিশূলপাণি!
নাহি পাই কূল, ভেবে প্রাণাকুল,
শিরে কুল-কুল কিসের ধ্বনি॥
সে ভূষণ কোথা লুকাইল সব,
করিত অঙ্গেতে ভুজঙ্গেতে রব,
কল-কল রব শুনি কলরব,
ভয়েতে নীরব সে সব ফণী।

কর দিয়ে শিরে বলো হে কারণ,
কারে শিরে তুমি করেছো ধারণ,
দাশরথি বলে শুন মা! কারণ,
কারণ বারি ও পাপবারিণী ॥ (ছ)

———

মহাদেবের জটায় গঙ্গার কুলকুলধ্বনি,—
ভগবতীর কারণ-জিজ্ঞাসা।

তখন ছল করি, ত্রিপুরারি, কন ধীরে ধীরে।
দুর্গা! অকস্মাৎ, কি উৎপাত, হইল শিরঃপীড়ে ॥ ৬১
শুনে ভাষ, উপহাস, করি কন শিবে।
মৃত্যুঞ্জয়! লাগে ভয়, না জানি কি হবে ॥ ৬২
তোমার জ্বরজ্বালা, কোন জ্বালা, জন্মে শুনি নাই।
আজি শুনে শিরঃপীড়া, বড় মনঃপীড়া পাই ॥ ৬৩
বহু কালে পীড়া হ'লে হয় বড় ভাবনা।
ঐ ভয়, পাছে হয়, বৈধব্য-যন্ত্রণা ॥ ৬৪
তোমার ভাঙ্গ খেয়ে, ভেঙ্গেছে কপাল,
ভাঙ্গিলো ভুয়ো-জারি।
খেয়ে সিদ্ধি, রোগ বৃদ্ধি, করিলে ত্রিপুরারি ॥ ৬৫
যত খেয়েছো ধূতুরার ফল, ফলিল তারি ফল।
বসেছে জঠর,—হ'য়ে মস্তকেতে জল ॥ ৬৬

হ'লো দুঃখ, যত রুক্ষ, ভোজন আজন্ম।
ঊর্দ্ধগত জল ওটা, ঊর্দ্ধকের ধর্ম্ম ॥ ৬৭
তখন মর্ম্ম জানি, হররাণী, হরষিত মনে।
নন্দিরে ডাকিয়ে কন কপট বচনে ॥ ৬৮

বেহাগ—যৎ।

বিধি কর্‌লে কি রে!
আজি মনে ভাবি তাই।
নন্দি রে! মন্দিরে সুখ নাই।
বৈদ্যনাথের শিরঃপীড়ে,
বৈদ্য কোথা পাই ॥ (জ)

একি অপরূপ কথা, শিব-শিরোব্যথা,
বিধিরে বিধি বাম হ'লো।
শুনে মরি আতঙ্গে, গরুড়ের অঙ্গে,
ভুজঙ্গ আসি দংশিলো ॥ ৬৯
হ'লো প্রজাপতি ভগ্ন, বিবাহ-লগ্ন,
একি অপরূপ রঙ্গ।
আমি গণেশের জননী, কখন শুনি নাই,
গণেশের যাত্রাভঙ্গ ॥ ৭০

ওরে অপরূপ কথা শুন, শীতে ভীত হুতাশন,
বরুণের বড় পিপাসা।
কভু শুনি নাই কর্ণে, কর্ণ কৃপণ,
কমলার দৈন্যদশা॥ ৭১
তখন গৌরী কন,—শূলপাণি! আমি কি প্রবোধ মানি,
ছল করি বল যত বাণী।
তব পীড়া হ'লো ভব! শুনি মাত্র অসম্ভব,
মনে ভাবো ভুলেছে ভবানী॥ ৭২
তুমি নাম ধর মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিজগতে তব জয়,
প্রলয়-কারণ ত্রিপুরারি।
যে তোমায় সাধে শঙ্কর! সঙ্কটে উদ্ধার কর,
বিশ্বনাথ! বিপদসংহারী॥ ৭৩
পীড়াগ্রস্ত হ'লে জীব, আরাধনা করে শিব,
আশুতোষ! আশু দুঃখ হর।
তুমি অসাধ্য সুসাধ্য হও, কৃপায় কৃপণ নও,
কৃতপাপী জনে মুক্ত কর॥ ৭৪
আরাধিয়ে তব পায়, গতিহীনে গতি পায়,
গলিত শরীর আদি যার।
তব অনুগ্রহ গুণে, বিমুক্ত গ্রহবিগুণে,
পাপার্ণবে তুমি কর্ণধার॥ ৭৫

আদ্যাশক্তি পত্নী আমি, বিধির বিধাতা তুমি,
নামে হরে বিবিধ যন্ত্রণা।
তব পীড়া বিশ্বময়! শুনিয়া লাগে বিস্ময়,
নাহি সয় মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥ ৭৬

* * *

মহাদেবের নিকট ভগবতীর স্বীয় মনোদুঃখ-বর্ণন।

তখন কৌতুকে কন কৌশিকী,
তোমার শিরে কর দিয়ে দেখি,
শিরোরোগ তোমার কেমন।
ছলে কন গঙ্গাধর, পতির শিরে দিতে কর,
শাস্ত্রমত বিরুদ্ধ লিখন॥ ৭৭
কহেন গণেশ-মাতা, মাথা আর দেখিব মাথা,
ঘুচাইলে কৈলাসের বাস।
আমারে ভাসায়ে নীরে, শিরে রেখে সপত্নীরে,
কি কীর্ত্তি করেছো কৃত্তিবাস! ॥ ৭৮
পুত্রহেতু করে ভার্য্যে, এই মত সর্ব্ব রাজ্যে,
সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
আমি পুত্রবতী নারী, কি জন্যে হে ত্রিপুরারি!
অসম্মান আমার করিলে ॥ ৭৯

আমি যে দুঃখে হে দিগ্‌বাস! তব ঘরে করি বাস,
উপবাস বার মাস করি।
যে দুঃখেতে করি সেবা, হেন শক্তি ধরে কেবা,
স্বয়ং শক্তি—সেই শক্তি ধরি॥ ৮০
অন্নচিন্তা বার মাস, অন্য সুখের অভিলাষ,
কোন কালে নাহিক আমার!
জানি হে জানি শঙ্কর! শঙ্খ দিতে শঙ্কা কর,
দূরে থাকুক অন্য অলঙ্কার॥ ৮১
রাজকন্যা আমি দুর্গে, প'ড়ে তব কুসংসর্গে,
বন্ধুবর্গ না দেখি নিকটে।
আমি সিদ্ধেশ্বরী নাম ধরি, লোকের বাঞ্ছা সিদ্ধি করি,
তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেঁটে॥ ৮২
আপনি মাখহ ছাই, আমারে বলহ তাই,
চিরস্থাই এক দশা জানি!
কে আছে হেন জঞ্জালি, অন্নাভাবে অঙ্গ কালি,
বস্ত্রাভাবে হৈলাম উলঙ্গিনী॥ ৮৩
দেখিয়া দরিদ্র ঘর, ঘুচাইলাম দশ কর,
চারি হস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হ'য়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠর-জ্বালা,
দৈত্য কেটে রক্ত পান করি॥ ৮৪

আমি দুঃখেতে ভাবিনে দুঃখ, বলি,—পতিসুখ অতি সুখ,
সপত্নীর ছিল না সম্মান।
তুমি সে সুখে নৈরাশ কর, এক্ষণে থাকা দুষ্কর,
প্রাণের অধিক জানি মান॥ ৮৫

হর-গৌরীর দ্বন্দ্ব
খাম্বাজ—যৎ।

ও হে মহাদেব! এ পাপ সংসারে আর রবে কে।
তুমি বন্ধ্যা নারীর বন্দী হ'য়ে, রাখিলে মস্তকে॥
পূর্ব্বেতে আমার লাগি, হয়েছিলে সর্ব্বত্যাগী,
এখন করিলে সুখভাগী, ভাগীরথীকে॥ (ঝ)

তখন করি যোড়পাণি, সাধেন শূলপাণি,
গৌরী না শুনেন কথা।
হরগৌরী-দ্বন্দ্ব, দেখিতে আনন্দ,
নারদ এলেন তথা॥ ৮৬
কহেন মাতুল! কেন কর তুল,
কিসের অপ্রতুল শুনি।
কি জন্যে কলহ, আমারে বলহ,
কোথা যান মাতুলানী॥ ৮৭

কন দিগম্বর, ওহে মুনিবর!
কি কব তব নিকটে।
গৃহেতে রহিলে, দরিদ্র হইলে,
সর্ব্বদা কলহ ঘটে॥ ৮৮
আমি তো ভিখারি, রাখি দুই নারী,
নাহি কিছু সম্ভাবনা।
আমি শূলপাণি, দুজনারে মানি,
আমারে কেহ মানে না॥ ৮৯
দুঃখে দহে হিয়ে, অক্ষম দেখিয়ে,
ক্ষেমঙ্করী তুচ্ছ করে।
দুটি কথা হ'লে, ল'য়ে দুটি ছেলে,
সদা যান পিতৃঘরে॥ ৯০
বিনে উপার্জ্জন, ল'য়ে পরিজন,
কোন্ জন আছে সুখী।
নহে কারু পূজ্য, জগতের ত্যজ্য,
নির্ধন পুরুষ দেখি॥ ৯১
বলে ত্রি-জগতে, হরের বনিতে,
সতী সাধ্বা দুই জনা।
দুজনার গুণে, জ্বলি মনাগুনে,
যতনে সহি যাতনা॥ ৯২

গণেশ-জননী, হ'য়ে উলঙ্গিনী,
হৃদে পদ দেন তিনি।
তাতে করি কোপ, করি ধর্ম্ম লোপ,
শিরে রন সুরধুনী ॥ ৯৩
কহেন নারদ, যে জন্যে বিরোধ,
সবিশেষ আমি জানি।
দক্ষের ভবন, যেতে প্রতারণ,
করিছেন দাক্ষায়ণী ॥ ৯৪
যজ্ঞ করে দক্ষ, দেখিলাম প্রত্যক্ষ,
এলো যক্ষ রক্ষ আদি।
দেব পুরন্দর, সূর্য্য শশধর,
আগমন বিষ্ণু বিধি ॥ ৯৫
তোমার উন্মাদ, দিয়ে অপবাদ,
নিমন্ত্রণ বাদ করে।
কপটে অভয়া, ছেড়ে তব মায়া,
যেতে চান তারি ঘরে ॥ ৯৬
শুনিয়া বচন, লোহিত-লোচন,
দুঃখে ত্রিলোচন বলে।
নারদের বাণী, শুন হে ভবানি!
আমারে ছ'লো না ছলে ॥ ৯৭

তুমি নাম ধর সতী, হ'য়ে কি বিস্মৃতি,
পতির মান ঘুচাবে।
কি ভাবিয়া চিতে, হ'য়ে আমারে কুপিতে,
কু-পিতের যজ্ঞে যাবে ॥ ৯৮
থাকে যদি দোষ, ক্ষমা কর রোষ,
পৌরুষ রাখ ভবানি!
তুমি এ সময়, গেলে দক্ষালয়,
আমি হই হতমানী ॥ ৯৯

সতীর দক্ষালয়ে গমন-উদ্যোগ, মহাদেবের নিষেধ;
গৌরীর দশ মহাবিদ্যারূপ ধারণ।

সুরট—যৎ।

ওহে আমারে করি অভিমানী (হে)।
তুমি দক্ষধাম যেও না দুর্গে! মোক্ষধাম-দায়িনি!
তোমায় দেবাদিদেব বাখানে, দেবাদির বিদ্যমানে,
দানবে মানবে মানে, তব মানে মানী।
তুমি না মানিলে তারা। সে মান হইবে হারা,
তুমি শক্তি, মম শক্তি হে শক্তিরূপিণি!
ওহে, বিধি আদি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞে আগমন তার,
মোরে নিমন্ত্রণ দক্ষ দিলে না ভবানি!

যাইতে সে পাপ-যজ্ঞে, তব যোগ্য নয় হে দুর্গে!
অযোগ্য করেছে তোমায় জনক জননী ॥ (ঐ)

তখন, শঙ্করী কহেন ছলে, না গেলে কি মোর চলে,
চঞ্চলা হইল মোর প্রাণী।
দক্ষ হরে তব মান, মনে করি অনুমান,
এ সন্ধান জানে না জননী ॥ ১০০
আমার মা রয়েছে পথ চেয়ে, এখন এলো না মেয়ে,
বলি মার জীবন্মৃত্যু কায়া।
তুমি জান না হে পশুপতি! সংসারে সন্তান প্রতি,
গর্ভধারিণীর কত মায়া ॥ ১০১
এত বলি মহামায়া, করিয়ে মায়ের মায়া,
ছলে আঁখি ছল ছল করে।
দ্রুত যান এত বলি, যেও না যেও না বলি,
গঙ্গাধর ধ'রে দুটী করে ॥ ১০২
তথাচ চঞ্চলমতি, কিন্তু বিনা পতির অনুমতি,
শক্তির গমন-শক্তি নয়।
অনুমতি লইতে শিবে, আতঙ্ক দেখান শিবে,
দশমহাবিদ্যা রূপোদয় ॥ ১০৩

প্রথমে হন কৌশিকী, কালিকে করালমুখী,
শবাসনা বিবসনা অঙ্গ।
ক্রোধ করি হরোপরে, বিহরে হর-উপরে,
হররাণী করে নানা রঙ্গ ॥ ১০৪
নীলাম্বুজ-নিন্দিত প্রভা, এলোকেশী লোল-জিহ্বা,
মহীর বিপদ পদভরে।
অসিতাঙ্গী ভালে শশী, অসিতে অসুর নাশি,
অট্টহাসি ধরে না অধরে ॥ ১০৫
ভয়ঙ্কর রূপ-ধরা, হুহুঙ্কারে কাঁপে ধরা,
দৈত্য-অহঙ্কার-হরা কালী।
কঙ্কালীর কত খেলা, গলে নরশির-মালা,
নরকর-বেষ্টিত কঙ্কালী ॥ ১০৬
দেখে ভয়ে পঞ্চমুখ, আতঙ্কে ফিরান মুখ,
সম্মুখ হইল দৈত্যনাশা।
মুখে দিয়া বাঘাম্বর, যে দিকে যান দিগম্বর,
সেই দিকে যান দিগ্‌বাসা ॥ ১০৭
পূর্ব্বে গেলে পূর্ব্বে যান, দক্ষিণে করিলে প্রয়াণ,
দক্ষিণে দক্ষিণে-কালী যান।
তারার দেখিয়া ধারা, মুদিয়া নয়ন-তারা,
ত্রিনয়ন তারার গুণ গান ॥ ১০৮

ললিত—ঝাঁপতাল।

মহিমা কি আমি জানি, মোহিনীরূপা ভবানি !
মহীভার-নিবারিণি ! মহিষাসুর-নাশিনি !
মোহিত রূপে ভব, ভবানি ! ভব-মোহিনি !
ময়ি দীনে কুরু দয়া, দীনময়ি ! ত্রিনয়নি !
তারারূপ সম্বরো, ভয়ে ভীত দিগম্বর,—হে রমে !
দাশরথির কর্ম্মজ-দুঃখবারিণি ॥ (ট)

———

দিগম্বরী সম্বরি দক্ষিণে-কালীরূপ।
তৎপরে হইলা তারারূপ অপরূপ ॥ ১০৯
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী পরে হইল সতী ॥
ছিন্নমস্তা বিদ্যাদি বগলা ধূমাবতী ॥ ১১০
তদন্তে ভৈরবীরূপ ধরেন ভবানী।
পরে মাতঙ্গিনী যেন মত্তা মাতঙ্গিনী ॥ ১১১
মৃত্যুঞ্জয় পেয়ে ভয়, পড়িয়ে দুষ্করে।
অভয়ারে অভয় যাচেন যোড়-করে ॥ ১১২
বলেন, পিতৃভূমি, তারা ! তুমি যাও অতি ত্বরা !
মোরে তুমি দুঃখ আর দিও না দুখহরা ১১৩
থাকে দয়া হে নিদয়া ! এসো পুনরায়।
মোর শক্তি নাই, শক্তি ! রাখিতে তোমায় ॥ ১১৪

কোন্দল করিলে মাত্র বাড়িবে অযশ।
ভিক্ষাজীবী জনের রমণী কোথা বশ ॥ ১১৫
বিশেষ, তোমার কাছে আমি নই গণ্য।
রাজকন্যা, তুমি মান্যা, আমি দীনদৈন্য ॥ ১১৬
দুটী কর আমার, তোমার দশ কর।
আমি বৃষোপর, তুমি সিংহের উপর ॥ ১১৭
তুমি হেমবর্ণা, আমি রজত-বরণ।
রজত কাঞ্চনে তুল্য নহে কদাচন ॥ ১১৮
তবে, কি গুণে, ত্রি-গুণে! তুমি হবে বশীভূত।
জীবনে কি ফল মোর আছে,—জীবন্মৃত ॥ ১১৯
জ্বালার উপর জ্বালা, আবার দেখাও নানা ভয়।
এড়াই তোমার জ্বালা মৃত্যু যদি হয় ॥ ১২০

সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি করি শবাসনা! তুমিতো স্ববশে রবে না!
সতত করিবে যাতে, নিজ বাসনা।
তব জ্বালাতে শঙ্করি! মৃত্যু বাঞ্ছা মনে করি,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি, তাতো হ'লো না ॥
শুন হে সর্ব্বমঙ্গলে! মরণ মঙ্গল ব'লে,
ফণিহার করিলাম গলে, তারা দংশে না।

বিশ্বম্ভর নাম ধরি, বিষ খেয়ে জীর্ণ করি,
বিষে প্রাণ যায় না, কি বিষম যাতনা ॥
পশুপতি নাম শুনে, শঙ্কা করে পশুগণে,
ব্যাঘ্র সিংহ তারা আসি, প্রাণে বধে না।
জীবনে কি গুণ ব'লে, দিলাম আগুন কপালে,
'কপাল-বিগুণে সে আগুনে দহে না ॥ (ঠ)

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

পতির অভিমান-বাক্যে, বাজিল সতীর বক্ষে,
সজলনয়নে কন তারা।
দক্ষ হরে তব মান, ইথে কি মোর আছে মান!
অপমান করিবো গে তায় ত্বরা ॥ ১২১
দিব সমুচিত ফল, করিবো যজ্ঞ বিফল,
ফলাফল হবে কর্ম্মদোষে।
এত বলি ক্রোধমতি, নন্দী সঙ্গে ল'য়ে সতী,
ধেয়ে যান দক্ষরাজবাসে ॥ ১২২
অপমানী হইয়ে শিবে, সুবর্ণবরণী শিবে,
বিবর্ণা হইল দুখে কায়া।
দৈন্য-দুঃখিনীর প্রায়, মায়া করি গিয়া মায়,
দরশন দেন মহামায়া ॥ ১২৩

কন্যার বিবর্ণ কায়া, চক্ষে হেরি দক্ষজায়া,
চক্ষে বারি,—বক্ষে কর হানি।
বলে, সতি! সত্য বলো, তবে পাই অঙ্গে বল,
কালো কেন কাঞ্চনবরণি! ॥ ১২৪

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

মা! কিরূপ দেখালি, কেন তোর সোণার অঙ্গ কালি
সুবর্ণবরণি! কেন বিবর্ণা হ'লি ॥
সবে ধন তুমি মেয়ে, শ্মশানবাসীরে দিয়ে,
কখন গেল না, আমার মনের কালি।
হর কি, অন্নদা! তোরে, রাখে এত অনাদরে,
দুখের তরঙ্গে, তারা! ডুবে কি ছিলি ॥ (ভ)

কোথা মা! আমার দিবে জল মনের আগুনে।
তা না হ'য়ে, দ্বিগুণ আগুন তোর গুণে ॥ ১২৫
তোমারে দেখিতে সতি! নক্ষত্র সপ্তবিংশতি,
ভগ্নী তব এলো যজ্ঞস্থলে।
এরূপ দেখিলে তারা! মরমে মরিবে তারা,
ভাসিবে নয়ন-তারা জলে ॥ ১২৬
কত দুঃখ কব কায়, নারদের মন্ত্রণায়,
সারদে! তোমার এ দুর্গতি।

আমি না দেখিলাম ঘর বর, উদাসীন দিগম্বর,
সেই হ'লো রাজকন্যার পতি ॥ ১২৭
আমায়, সে কালে সকলে বলে, রাণী তোর পুণ্যফলে,
জামাই হইল ত্রিপুরারি।
আমায় সবাই কহিলো শিবে! মেয়ে মোর সুখে ভাসিবে
সে শিবের কুবের ভাণ্ডারী ॥ ১২৮
তখন কেহ না কহিল আসি, শঙ্কর শ্মশানবাসী,
তবে কি সঙ্কট হয় মোরে।
কপালের লিখন, চণ্ডি! কারো সাধ্য নহে খণ্ডি,
পতি দণ্ডী ঘটিবে তোমারে ॥ ১২৯
কপালে যা ছিল হইল, কেঁদে আর কি করি বলো,
গতকর্ম্মে বৃথা চিন্তা করি।
যদি রক্ষা করো মোরে, অক্ষম শিবের ঘরে,
এক্ষণে আর যেওনা শঙ্করি! ॥ ১৩০

বেহাগ—যৎ।

তুমি আর যেও না মা! শিবের শিবিরে।
দক্ষ-ধামে থাক দাক্ষায়ণি!
কত পুণ্য ক'রে তোরে ধরেছি উদরে।
যেও না গো তারা! নয়ন-তারার অগোচরে ॥

পরাণ বিদরে, (তোরে) রেখে অতি দূরে,
এবার পরাণে রাখিব, আমার দুঃখ যাক্ মা দূরে।
শরীরে না সহে, বেশ না হেরি শরীরে,
হেমাঙ্গ সাজাব তোমার হেম-অলঙ্কারে॥
যতনে রাখিব তোমায় রতন-মন্দিরে।
যেন বৈমুখ হৈও না তারা! দীন দাশরথিরে॥ (ঢ)

———

পতিনিন্দা-শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ।

জগৎ-জননী কন, শুন গো জননি!
মৃত্যু-হেতু আজি আমার প্রভাত যামিনী॥ ১৩১
পতি মোর পশুপতি,—সংসারের পতি।
তারে করে অনাদর দক্ষ প্রজাপতি॥ ১৩২
অঙ্গ কালি হৈল মোর, সেই দুঃখে দুঃখী।
নতুবা সংসারে কেবা, মোর তুল্য সুখী॥ ১৩৩
আমার দুর্গতি তোরে, কে বলে জননি!
আমি জানি, আমি তো মা দুর্গতিনাশিনী॥ ১৩৪
কাশীকান্ত মোর কান্ত, আমি কাশীশ্বরী।
অন্নপূর্ণারূপে লোকে অন্ন দান করি॥ ১৩৫
শুনি বাণী, দক্ষরাণী, মোক্ষদারে বলে।
মা! তোমার অপমান শুনি, মোর প্রাণ জ্বলে॥ ১৩৬

কুলের মধ্যে থাকি আমি, কুলের কামিনী।
কুকর্ম্ম করেছে দক্ষ, স্বপনে না জানি ।। ১৩৭
অশেষ দেবতা আছে, এই ত্রিভুবনে।
বিশেষ সম্পর্ক মোর, শঙ্করের সনে ।। ১৩৮
এত বলি ভাষে রাণী, নয়নের জলে।
সঙ্গে করি শঙ্করীরে, যান যজ্ঞস্থলে ।। ১৩৯
মহারাজ! বুদ্ধিবলে যত মূর্ত্তিমন্ত তুমি।
কন্যার দেখিয়া মূর্ত্তি, বুঝিলাম আমি ।। ১৪০
হাঁটু ধরি গঙ্গাধরে, দিলে কন্যাদান।
শিরোধার্য্য হরের কি জন্য হর মান ।। ১৪১
নিতান্ত তোমার বুদ্ধে ঘটেছে যন্ত্রণা।
কুমন্ত্রী নারদ বুঝি দিলে কুমন্ত্রণা ॥ ১৪২
রাজা বলে, নীতি-শিক্ষা শুনিব কি তোর।
সাধে কি বিষাদ ঘটে, হেন সাধ কি মোর ॥ ১৪৩
তারে যত্ন করি, রত্নপুরে চেয়েছিলাম রাখিতে।
কপালে সুখ নাইকো তোর,
পারিবে কেন থাকিতে ॥ ১৪৪
পাগলে সম্ভাষা করা, কোন্ প্রয়োজন।
সাগরে ফেলেছি কন্যা, ব'লে বুঝাই মন ॥
হ'লো না জামাতা, মোর মনের মতন ॥ ১৪৫

যায় বলদে ব'সে, গলদেশে মালা-গুলো সব অস্থি।
সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা, বুদ্ধি সেটার নাস্তি ॥ ১৪৬
অদ্ভুত, অঙ্গেতে ভূত, শ্মশানে ভ্রমিছে।
সেটা, পূর্ণ ক্ষেপা, তারে কৃপা করা মোর মিছে ॥ ১৪৭
তার কথা বলিব কি আর, মাথা মুণ্ড ছাই।
তৈল বিনে সর্ব্বদা সে, গায়ে মাখে ছাই ॥ ১৪৮
সেটা মহাপাপ, ধরি সাপ, গলায় পরেছে পৈতে।
তারে আনিলে ডেকে, হাসিবে লোকে
তাই হবে কি সৈতে ॥ ১৪৯
পতি-নিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ।
ঘন ঘন চক্ষে ধারা, সঘনে নিশ্বাস ॥ ১৫০
অহং শক্তি,—ঘুচাইলাম তোমার অহঙ্কার।
ছাগমুণ্ড হবে তুণ্ড, ঘুচায় শক্তি কার ॥ ১৫১
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান।
ধরাশয্যা করি তারা, ত্যজিলেন প্রাণ ॥ ১৫২
কান্দিছে প্রভাতে রাণী, শোকেতে অধরা।
দেখি কন্যা, অচৈতন্যা হইয়া পড়ে ধরা ॥ ১৫৩

মহামায়ার মৃতকায়া দরশন করিয়া নন্দী গিয়া কি বলিতেছে,—

সুরট—কাওয়ালী।

তোমার নন্দী এলো, মা হরঘরণি!
ফিরে চাও মা! বাঁচাও পরাণী!।
ধূলাতে পতিত কেন, পতিতপাবনী॥ (ণ)

ওমা ঈশানের ঈশানি! ত্রিতাপনাশিনি!
কি তাপ পেয়েছ মনে।
দুটী নয়ন তারা, মুদিয়া তারা!
অধরা কেন ধরাসনে॥ ১৫৪
ওমা! নিন্দিতচ-পলা, চারু চাঁদমালা,
বিজয়ী রূপে ত্রৈলোক্য।
ক'রে শিব অপমান, রাহুর সম্মান,
সে রূপ গ্রাসিল দক্ষ॥ ১৫৫
ওগো জগৎ-জননি! জনমে না শুনি,
জননীর হেন যাতনা।
কি জননীর গুণে, জয়ী ত্রিভুবনে,
যতন করে জগৎজনা॥ ১৫৬
যদি ত্যজিলে পরাণী হরের ঘরণি!
হর-অপমান-শোকে।

তবে চরণের সঙ্গী, করো মাতঙ্গি !
মাতৃহীন বালকে ॥ ১৫৭

* * *

দক্ষযজ্ঞ নাশ,—দক্ষের ছাগমুণ্ড,—মেনকার গর্ভে সতীর জন্মগ্রহণ,—
শিব-গৌরীর বিবাহ ;—কৈলাসে যুগল-মিলন।

নন্দী গিয়ে সমাচার জানায় কৈলাসে।
ক্রোধে জন্মে জ্বরাসুর, হরের নিশ্বাসে ॥ ১৫৮
জটায় বীরভদ্র জন্মিলেন মহাবীর।
যাহার দম্ভেতে কম্প হয় পৃথিবীর ॥ ১৫৯
সৈন্যসহ গঙ্গাধর হইয়া কোপাংশ।
সতী-শোকে দক্ষযজ্ঞ করেন গিয়া ধ্বংস ॥ ১৬০
ছাগমুণ্ড কাটি দেন দক্ষ রাজার স্কন্ধে।
সতীদেহ মস্তকে করিয়া নিরানন্দে ॥ ১৬১
মনোদুঃখে বনে বনে করেন রোদন।
সতী-অঙ্গ কাটেন হরি দিয়া সুদর্শন ॥ ১৬২
হিমালয়ে তপস্যা করেন গিরিরাণী।
মেনকার গর্ভে পুনঃ জন্মিলেন ভবানী ॥ ১৬৩
নারদ উদ্‌যোগী হইয়া পুনঃ দেন বিভা।
কৈলাসে হইল হরপার্ব্বতীর শোভা ॥ ১৬৪

বেহাগ—যৎ।

রূপ কি বিহরে রে, কৈলাস-শিখরে।
হরবামে হর-মনোমোহিনী,—
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো, উভয় শরীরে॥
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে।
হেরি হৈমবতী মুখ, হর-তুঃখ হরে॥
সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেম-সুধা-সিন্ধু-নীরে॥ (ত)

শিববিবাহ।

সতী-শোকে মহাদেবের বিহ্বলতা,—হিমালয়ে যোগ-আরম্ভ।

শিব গিয়া দক্ষ-দ্বারে, দক্ষসুতা মোক্ষদারে,
মৃতাঙ্গী করিয়া দরশন।
ক্রোধে যজ্ঞ করি ভঙ্গ, শিরে ল'য়ে সতী-অঙ্গ,
শক্তি-শোকে শিবের ভ্রমণ ॥ ১
সুদর্শনে অনুমতি, করেন কমলাপতি,
মৃতাঙ্গ ছেদন করিবারে।
কাটে অঙ্গ সুদর্শন, শিরে সতী অদর্শন,
হেরিয়া হরের প্রাণ হরে ॥ ২
শিবের শিরে ঐশ্বর্য্য, সে বিচ্ছেদ নহে সহ্য,
শোকে ধৈর্য্য-বিহীন ধূর্জ্জটি।
নিরস্ত নহে অন্তর, নীরযুক্ত নিরন্তর,
তারার বিহনে তারা দুটী ॥ ৩
হারায়ে হেমবর্ণ সতী, ন ভূত ন ভবিষ্যতি,
কি বিচ্ছেদ ভূতপতির উৎপত্তি।
ত্যজিয়ে বৃষবাহন, ধরায় পতিত হন,
পতিতপাবন পশুপতি ॥ ৪

ফণি সব নীরব গলে, কোথা সর্ব্বমঙ্গলে !
বলে ধারা আঁখিযুগলে গলে।
সঙ্গে কান্দে ভূতঘটা, এলো থেলো শিরে জটা,
শম্ভুর ডম্বুর ভূমিতলে ॥ ৫
কপালে শশী মলিন, শশধর শোভাহীন,
শিবের শোভন সেই শিবে।
চক্ষু না থাকিলে পরে, কি শোভা তার কলেবরে,
সরোবর বারি বিনে কি শোভে ॥ ৬
না থাকিলে সৌরভ, পুষ্পের কি গৌরব,
মেঘ বিনে কি সৌদামিনী-প্রভা।
কভু হয় না শোভাকর, পক্ষী বিনে পিঞ্জর,
লক্ষ্মী বিনে কেশবের কি শোভা ॥ ৭
পুত্র না থাকিলে বংশে, শোভা নাই কোন অংশে,
পণ্ডিত বিনে সভার শোভা নাই।
নিশির নাশে অহঙ্কার, চন্দ্র বিনে অন্ধকার,
চন্দ্রচূড় চণ্ডী বিনে তাই ॥ ৮
থাক্‌তে গৃহ সন্ন্যাস, তার উপরে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বেশ্বরী সঙ্গে নাই সতী।
সহজে পাগল-ভাব, তাহে ভবানী-অভাব,
সে ভাবের প্রাদুর্ভাব অতি ॥ ৯

একে দরিদ্র সহজে দুঃখ, তাহে দেশে দুর্ভিক্ষ,
একে মূর্খ তার উপ্‌রে ব্যঙ্গ।
একে শয়ন মৃত্তিকায়, দংশে আবার পিপীলিকায়,
একে সাগর, তায় আবার তরঙ্গ ॥ ১০
একে অন্ধ নাই দৃষ্টি, তাহে হারালে হাতের যষ্টি,
একে দস্যু তাতে আবার উগ্র।
একে শনি তায় গত রন্ধ্র,—মনসা তাতে ধূনার গন্ধ,
সদানন্দ শত গুণে ঔদাস্য ॥ ১১
নন্দীরে কন কি করি, মদন মদনান্তকারী,
বদন ভাসে নয়নের জলে।
এ দেহে আর মিছে যত্ন, হারালেম দুর্ল্লভ রত্ন,
দুর্গতিহারিণি! কোথা গেলে ॥ ১২
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনশ্যতি, ঘুচালে বসতি, সতি!
প্রসূতিনন্দিনি! এ কৈলাসে।
কাঁদে প্রাণ দিবা-শর্ব্বরী, সর্ব্ব সুখ শূন্য করি,
সর্ব্বেশ্বরি! সঁপিলে সন্ন্যাসে॥ ১৩
উচাটন কৃত্তিবাস, শবাসনা বিনে বাস,
বাসেতে বাসনা নাহি হয়।
করি অতি অবিলম্ব, যোগপতির যোগারম্ভ,—
কারণ গমন হিমালয় ॥ ১৪

যোগেতে চৈতন্য-হারা, চৈতন্যরূপিণী তারা,—
রূপ-চিন্তা হৃদয়-কমলে।
মানসে ডাকেন কাল, কাল-হরা হ'লো কাল,
কত কালে করুণা হবে কালে ॥ ১৫

———

সুরট—ঝাঁপতাল।

ভব-তিমির-নাশা! শিবের আশা-পথে কবে আসিবে।
কবে দুঃখ নাশিবে, শিবে! শিবে করুণা প্রকাশিবে ॥
অসিতরূপা অসিধারিণি! অসাধারণ-গুণধারিণি!
আশু দুখনাশিনি! আসি আশুতোষে কবে তুষিবে।
নীলবরণি! নিস্তারো, নীলকণ্ঠে কত আরো,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসাইবে।
হর দুঃখ হর-কারণে, আপদ হর পদ প্রদানে—
কবে দুর্গে! দাশরথির ভব-ভাবনা বিনাশিবে ॥ (ক)

———

মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীর জন্মগ্রহণ,—পার্ব্বতী-দর্শনে দেবগণের গিরিপুরে আগমন,—আনন্দ-উৎসব।

গিরি-ভার্য্যা মেনকার, শূন্য হ'লো অন্ধকার,
পুণ্যের হইল পূর্ণোদয়।

রাণী হৈল গর্ভবতী, ভরকর্ত্রী ভগবতী,
পুণ্যবতীর উদরে উদয়॥ ১৬
শুনিয়া পর্ব্বতপতি, অন্তরে আনন্দ অতি,
আনন্দে পূরিল পুরখানি।
প্রতিবাসী নারী সব, শুনিয়া করি উৎসব,
অন্তঃপুরে যায় যথা রাণী॥ ১৭
বলে, আহা ভালবাসি, প্রেমবিলাসী পৌর্ণমাসী,
আসিয়া আশীষ করি বলে।
হউক মা! কোলে হউক তোর, মৈনাকের শোক-পাশর,
হ'লো সূত্র,—পাবে পুত্র কোলে॥ ১৮
ক্রমে দশ মাস গত, প্রসবের কালাগত,
রাণী বসি সূতিকা-মন্দিরে॥
কালপ্রাপ্ত কালে তারা, জন্মিলেন জন্মহরা,
জয়ধ্বনি দেবগণ করে॥ ১৯
ভূমিষ্ঠা হন জগদ্ধাত্রী, চরণ ধরিয়া ধাত্রী,
বলে মা গো! কন্যা হ'লেন ইনি॥
কর্ণে শুনি কন্যারব, ঘুচিল যত গৌরব,
নীরব হইল গিরি-রাণী॥ ২০
মৃতকল্পা মনোদুঃখে, বিমুখী হইয়া থাকে,
শ্রীমুখ না দেখে নন্দিনীর।

মনেতে করে মন্ত্রণা, ভুগি মিছে যন্ত্রণা,
শোকে চক্ষু রাণীর সনীর ॥ ২১
ছি ছি কি কপাল পোড়া,
মিথ্যা খেলেম ভাজা-পোড়া!
হইল সকলি মোর বৃথা।
মিথ্যা লোকে দিলে সাধ, হরিষে হ'লো বিষাদ,
সাধে বাদ সাধিলি রে বিধাতা! ॥ ২২
একি মোর হ'লো শাল। নাপিত পাইত শাল,
তাপিত হইল কথা শুনে।
স্বর্ণ-ঘড়ায় তৈল পূরে, বিলাইতাম গিরিপুরে,
পেতো মুদ্রা ক্ষুদ্র কত জনে ॥ ২৩
সুসন্তান শুনে গিরি, কর্‌ত কত বাবুগিরি,
কিছু সাধ ঘট্‌লো নারে ঘটে।
সকল আশায় দিয়ে কালি,
কোথাকার এ পোড়া কপালি!
মর্‌তে এসেছিস্ মোর পেটে ॥ ২৪
না ক'রে কোলে অম্বিকায়, পড়ে রন্ মা মৃত্তিকায়,
নারীগণ শুনিল পরস্পারে।
সকলে হৈয়ে একযোগ, গিয়ে কর্‌ছে অনুযোগ,
মন্দিরের দ্বারের বাহিরে ॥ ২৫

মেয়ে ব'লে কি অনাদরে, ফেলেছি ধ'রে উদরে,
তুইত মায়ের মেয়ে বটিস্ কি না।
চ'ম্‌কে মরি চমৎকার, মর! মাগীর কি অহঙ্কার,
দেখি নাইতা করে এত কারখানা॥ ২৬
পুত্র কিম্বা কন্যা ঘটে, বেদনাতো সমান বটে,
তাতে অন্য নাই,—মা বলে ডাকে।
মেয়ে হ'লে কি হ'লো না ছেলে?
পেটের ফল কি হাটে মিলে?
গাছ-তলে না পথে প'ড়ে থাকে? ২৭
ধুলায় ফেলেছ করি ধাঁচা, ষাটি ষাটি! ষেটের বাছা!
এমন পোড়া পোয়াতির মুখে ছাই!
কহিছে রমণী সর্ব্বে, কেমন মেয়ে হ'লো গর্ব্বে,
দেখি একবার দেখা দেখিলো দাই!॥ ২৮
দ্বার মুক্ত করে ধাত্রী, কালিকা বালিকা মূর্ত্তি,
নয়নে নির'খে নারীগণ।
দেখে তরুণী হেম-বরণী, তরুণ অরুণ জিনি,
চরণ দুখানি সুশোভন॥ ২৯
চক্ষে হেরি তারা কারা, তারায় মিশিল তারা,
ফিরাতে না পারে তারা,
ত্বরায় তারা তারার মাকে বলে।

পেতেছো কি পুণ্য-ফাঁদ, পুণ্য-ফলে পূর্ণচাঁদ,
ধরা তোর পড়েছে ধরাতলে ॥ ৩০

খট্-ভৈরবী—একতালা।

এ নয় নন্দিনী, জগতবন্দিনী,
রাণি!—কন্যে-গুণে হলে ধন্যে।
তব পতি ধরাধর,
ধরাতে কি ভাগ্যধর্ গো,—রাণী। ধর গো,-
শশধরমুখী গর্ভে ধর কি পুণ্যে ॥
নয়নে হের গো নগেন্দ্রমহিষি!
চরণাম্বুজ-নখরেতে শশী,
ত্রিলোচনী ত্রিলোকেশী,
ইনি ত্রিলোচনের মহিষী,
ত্রিলোক-মান্যে।
ধন্য জনম তোমার গো রাণি!
জঠরে জনম জনমহারিণী,
জগতজননী কহিবে জননী,
হেন পুণ্যবতী ভবে কে অন্যে ॥ (খ)

শুনে রমণী-বচন, অমনি লোচন
ফিরাইল গিরিজায়া।
হেরি তনয়া-বদন, করেন রোদন,
প্রেমে পুলকিত কায়া॥ ৩১
ভূধর-ঘরণী, অধরের ধ্বনি,—
কি কপাল মন্দ বলে!
ক'রে, কোলে ঈশানী, ভাসে পাষাণী,
সুখ-জলধি-জলে॥ ৩২
যত দেবগণ, সুখেতে মগন,
নিরখিতে জননীরে।
সবে স্ববাহন, করি আরোহণ,
চলিলেন গিরিপুরে॥ ৩৩
ত্যজিয়া ভবন, ইন্দ্র পবন,
যায় করি জয়ধ্বনি।
সূর্য্য শশধর, যথায় ভূধর,—
ঘরেতে হরঘরণী॥ ৩৪
চলিল কুবের, হেরিতে শিবের—
শিরোমণি ভবানীরে।
গোলোক-প্রধান, করুণানিধান,
হরি যায় হেরিবারে॥৩৫

অজায় আসন, করি হুতাশন,
অচল-আলয়ে চলে।
চলিল শমন, শমন-দমন,—
কারিণী তারিণী ব'লে ॥ ৩৬
ঋষিগণ সব, করিয়া উৎসব,
চলিলেন দরশনে।
সনকাদি ধায়, দেখ্‌তে সুখদায়,
শুক আদি সুখ-মনে ॥৩৭
চলেন নারদ, নারায়ণ-পদ,—
ভাবি ভবানী নিকটে।
হরষিত মন, মহা-তপোধন,
চলে হিমালয়-বাটে ॥ ৩৮
ঢেঁকীতে বাহন, অবগাহন,—
করি মন্দাকিনী-জলে।
করে করমাল, অঙ্গেতে গোপাল,—
নামাঙ্কিত স্থলে স্থলে ॥ ৩৯
যোগেতে পাগল, সদাই মঙ্গল,
শিরে পিঙ্গল জটা।
যান মজিয়ে গানে, বাজিয়ে বীণে,
সাজিয়ে পদের ছটা ॥ ৪০

বলে, তার গো তোমার, তাপিত কুমার,—
প্রতি নিদয়া হ'য়ে থেকো না।
হের কুমারে, যমাধিকারে,
মমাধিকারে রেখ না ॥ ৪১
শ্যামা গো মা মোর ! যম কি পামর,
সম্ভবে এই ভবে।
হে ভবদারা ! মা ! তব দ্বারা,
পতিত কি পার পাবে ॥ ৪২
পাতকীর কুল, হইলে আকুল,
কূল দেওয়া রীতি জানি !
ছেড়ে প্রতিকূল, মোর প্রতি কূল,
দেহ গো কুলদায়িনি ! ॥ ৪৩
ডাকি প্রতি দিন, মোর প্রতি দিন,—
দিতে মা ! কেন কাতরা।
ওমা অভয়ে ! রাখ অভয়ে,
ভয়ে মরি ভয়হরা ! ॥ ৪৪
সঁপিলে কৃপায়, সুত পার পায়,
অনুপায়-পথে আমি।
দোষ পায় পায়, তব রাঙ্গা পায়,—
উমা গো ! উপায় তুমি ॥ ৪৫

জননী-জঠর,　যাতায়াত ঘোর,
　যাতনা দিও না শিবে !
যত করি মানা,　যতনে যাতনা,
　ভকতি আমারে দিবে ॥ ৪৬
ওমা ! অসিতে !　ভবে আসিতে,
　দিও না এ দীন জনে।
সন্তানের পাক্,　হয় পরিপাক,
　হেরিলে কৃপা-নয়নে ॥ ৪৭

টৌরী—কাওয়ালী।

কৃপা,—কাতরে বিতর হরবন্দিনি !
তারা গো মা ! বিন্ধ্যাচল-বিহারিণি !
হে বিমলা ! মা ! বিবিধ-বিবন্ধ-বারিণি।
দেহি নন্দনে আনন্দ গো নন্দ-নন্দিনি ! ॥
ধন্য ধন্য চরণ-সরোজ তোমার,
ত্যজে অন্য অগণ্য ধন অন্বেষণ করি মা ! দিবস-রজনী।
দাশরথি-মতি পাপপঙ্কে পতিত,—
পদপঙ্কজ প্রদ গো জননি !—হর সঙ্কট,—
শঙ্কর-হৃদিপুরবাসিনি ! ॥ (গ)

হেথায় নগেন্দ্র-পুরে যোগেন্দ্রমোহিনী।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হন দীনের জননী॥ ৪৮
গিরীন্দ্রগৃহিণী সঙ্গে গৃহেতে থাকিয়ে।
বাহির হন পঞ্চ দিনে পঞ্চানন-প্রিয়ে॥ ৪৯
দ্বিজগণ আসি করে আশীষ প্রদান।
কল্যাণীর কল্যাণে করেন গিরি দান॥ ৫০
নৃত্যগীত সুখে বাদ্য করে বাদ্যকরে।
'গিরি ধন্য' ভিন্ন অন্য শব্দ নাই পুরে॥ ৫১
স্নান করি সূর্য্যপক্ক জাহ্নবীর জলে।
জননী বসিয়া আছেন জননীর কোলে॥ ৫২
মায়া করি মায়ের কোলেতে মহামায়া।
মায়ার মায়াতে বদ্ধ হন গিরিজায়া॥ ৫৩
পূর্ণরূপা পেয়ে পূর্ণ জন্মিল পুলক।
পাষাণ-প্রেয়সী পাশরিল পুত্রশোক॥ ৫৪
লক্ষ-সুত লাভ হেন রাণীর অন্তরে।
স্তন দেন রাখি বক্ষোপরে মোক্ষদারে॥ ৫৫
গিরি-রাণী হরিদ্রা লইয়া হস্তে ক'রে।
হরিষে মাখান হরিভক্তিদায়িনীরে॥ ৫৬
তারার তারায় দিয়ে কজ্জল-ভূষণ।
তারা প্রতি করে দৃষ্টি-তারা সমর্পণ॥ ৫৭

ফিরাইতে নারে আঁখি, অনিমিষে রহে
নিরখি নিরখি নীর নিরবধি বহে ॥ ৫৮

* * *

গিরিপুরে নারদের আগমন।

গিরিপুরে হরেন কাল হরের রমণী।
আগমন করেন নারদ মহামুনি ॥ ৫৯
পরম বৈষ্ণবীর তুষ্টি জনম কারণে।
বাঁধিলেন বীণা যন্ত্র বিষ্ণুগুণ গানে ॥ ৬০
হ'য়ে মত্ত, পরমার্থ-তত্ত্ব, শিক্ষা দেন মানসে।
মন ভ্রান্ত! দিন্ ত অন্ত, ক্ষান্ত হও না রে কলুষে ॥ ৬১
বলবন্ত, সে কৃতান্ত, করিব শান্ত কিরূপে আমি।
রাধাকান্ত, চরণপ্রান্ত, ধরিয়া ধ্যান্ ত, কর না তুমি ॥ ৬২
তোর ধ্যান্ তো, দেখে একান্ত,
কাঁপিছে প্রাণ্ ত, শমন-ভয়ে।
জ্ঞানবন্ত, বলে যে মন্ত্র, শুন না অন্তরে মন দিয়ে ॥ ৬৩
ভাব চিত্তে, কেন কুবৃত্তে, এ দেহ মিথ্যার কুপাত্র।
হবে জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন, চিহ্ন রবে না মাত্র ॥ ৬৪
কর ব্যর্থ, অর্থতত্ত্ব, নিত্য মত্ত শক্রমতে।
গুরুদত্ত, যে পদার্থ, না কর তত্ত্ব মত্ততাতে ॥ ৬৫

কে করে রক্ষে, যম বিপক্ষে,
বসিয়ে বক্ষে, ধরিবে কেশে।
সে কমলাক্ষ, সহিত সখ্য,
থাকিলে মোক্ষ, পাইবে শেষে॥ ৬৬
পাপ পূর্ণ, হইবে চূর্ণ, ভাবিলে পূর্ণরূপ মাধবে।
জ্ঞানশূন্য, সে পদ ভিন্ন, গতি কি অন্য আছয়ে ভবে॥৬৭
ভবে পুণ্য, ধন্য ধন্য, সে ধনে দৈন্য, হলি আসিয়ে।
গুরু মান্য, জন্য ক্ষুণ্ণ, গণ্য হলিনে তল্লাগিয়ে॥ ৬৮
এই রূপে বদনে উক্তি বীণায় কৃষ্ণ-ধ্বনি।
প্রকাশিয়ে ভক্তিবান ভক্ত-শিরোমণি॥ ৬৯
আশ্রয় করিয়া হরি-গুণাশ্রয় গীত।
নিরাশ্রয়-জননী নিকটে উপনীত॥ ৭০
প্রণমেন পরম ঋষি পড়ি ধরাতলে।
পর্ব্বত-নন্দিনী-পদপঙ্কজ-যুগলে॥ ৭১
মানসে কহেন ঋষি ভবানীর প্রতি।
শিবে! কি স্মর না মনে শিবের দুর্গতি॥ ৭২
ভব-ক্লেশ সহ্য নহে, ওগো ভবরাণি!
ভবেরে প্রসন্না হও, ভব-নিস্তারিণি!॥ ৭৩
ওমা! গিরিবরনন্দিনি! গিরীশ তোমা ভিন্ন।
শোকেতে কৈলাস গিরি করেছেন শূন্য॥ ৭৪

দীনময়ি! দিবে দিন কত দিনে দীনে।
যুড়াইব যুগল আঁখি যুগল-দরশনে॥ ৭৫

পরজ—একতালা।

মা! কবে মজ্‌বে ভবের ভাবে।
বল্ গো শিবাণি! শিবে!
কবে গো ভবানি মা! মোর ভবের ভাবনা যাবে॥
শুন গো মা দীন-তারা! শিবের দর্শন বিনে তারা!
তারা ব'য়ে তারা-ধারা, শিবের সারা দিবে।
চল মা! শিবের ধামে, দুঃখ কত আর দিবে উমে!
না বসিয়ে শিবের বামে, শিবে বাম হ'য়ে রবে॥ (ঘ)

গিরিরাজের দানোৎসব,—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মুখে গিরিরাজের দানকার্য্য-ঘটিত নিন্দা,—কৃপণের দোষ।

গত হ'লো পঞ্চ দিবা, পঞ্চত্বহারিণী শিবা,
বঞ্চেন পর্ব্বত-পত্নী কোলে।
বিরিঞ্চি আদি কেশব, ক্রমে আগমন সব,
হরিষে চলেন হিমাচলে॥ ৭৬
জ্ঞানাত্ম গৌতম গর্গ, আসিছেন ঋষিবর্গ,
গিরি-পুরে যথায় গিরিজা।

যথাযোগ্য সম্ভাষণ, আসুন ব'লে আসন—
প্রদান করেন গিরি-রাজা॥ ৭৭
হ'য়ে কল্পতরুবর, দান করিছেন গিরিবর,
কিবা শূদ্র বৈশ্য দ্বিজবরে।
দিচ্ছেন যার বাঞ্ছা যা'য়, তুষ্ট হ'য়ে সবে যায়,
আশীর্ব্বাদ করি গিরিবরে॥ ৭৮
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, করিলেন আগমন,
আশীর্ব্বাদ করেন তুলে হাত।
যাত্রা ছিল কি কুক্ষণে, দশের মত দক্ষিণে,
তার পক্ষে হ'লো না দৈবাৎ॥ ৭৯
অসন্তুষ্ট হ'য়ে মন, ব্রাহ্মণ করেন গমন,
আর এক বিপ্র-সহ দেখা পথে।
দানের দুঃখের কথা, মানের অতি খর্ব্বতা,
তার কাছে কহে খেদমতে॥ ৮০
বলিব কি হে ভট্টাচার্য্য! দেশের বিচার কিমাশ্চর্য্য!
ভার্য্যার কথায় রাজ্য এলেম হেঁটে।
পরিশ্রম হ'লো পণ্ড, পাষাণ বেটা কি পাষণ্ড!
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে॥ ৮১
ঠুঁটোর মতন মুঠো ক'রে দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে,
ভাবলাম,—দুটো কথা বলে যাই।

ছিল তুই তুরন্ত দ্বারী দ্বারে, তুটো স্কন্ধে হাত দে ধ'রে,
তুটো তুয়ারের বার করেছে ভাই ! ॥ ৮২
ধিক্ ধিক্ মোর ধনের পিছে,
ওর কাছে আর কাঁদিব মিছে,
দয়া কোথা হে পাষাণ-কলেবরে !
ডুবালে সমুদ্র-জলে, পাষাণ কি কখন গলে,
চক্ষের জলে আমি কি ভিজাব তারে ॥ ৮৩
দান করেছে তুই এক দিন, দস্যুর দয়া দৈবাধীন,
দৈবে যেমন শুভ হয় শনি।
হেমন্ত শ্রীমন্ত বটে, দান-শক্তি ওর কি ঘটে !
পাষাণ কঠিন-শিরোমণি ॥ ৮৪
বুঝিতে না পারি মর্ম্মে, কৃপণদিগে কি কর্ম্মে,
সৃষ্টি করেন কৃষ্ণ মহীতলে।
কোটি মুদ্রা পূরে ঘরে, কি জন্যে বা কোট্ করে,
এক পয়সা দিবার কথা হ'লে ॥ ৮৫
যত কাল কাটিয়ে বসে, ভাটিয়ে বয়েস আঁটিয়ে এসে,
তত কি আঁটি বাড়ে টাকা টাকা।
খরচের জেলায় শূন্য দিয়ে,
জমার দিকে আঁক জমায় গিয়ে,
এ দিকে যে জমায় শূন্য, তার করে না লেখা ॥৮৬

যদি তহবিলে না মিলে এক ক্রান্তি,
পহেলা নাগাদ সংক্রান্তি,
ঠাহুরে ঠিক দিয়া ঠিক করে ।
নিজ পরিবারের পক্ষে, খরচ কেবল পিত্তরক্ষে,
কেবল প্রবৃত্তি উদ্বৃত্তির তরে ॥ ৮৭
খরচ না হইলেই হাসেন মুচ্‌কি,
ভাল বাসেন নিম্‌-ছেঁচকী,
পৌষমাসে নিমের করেন সীমে ।
মুগ রেঁধেছে শুনলে ঘরে, মাগীদিগে মুগুর মারে,
লাগে যুদ্ধ য্যেন কীচক-ভীমে ॥ ৮৮
অতিথি-পুরুত এলে, কুটুম্ব সকলের কপালে,
অম্বু বিনে আশা নাই এক বটে ।
এসেন যদি সম্বন্ধী, বড় পিরীতের দায়ে বন্দী,
এক আধ বেলা তাঁরি যদি ঘটে ॥ ৮৯
লোকাচার পিতৃশ্রাদ্ধ, তাহে হদ্দ বরাদ্দ,
চৌদ্দ পোয়া আউশের চিড়ে মোট ।
একটা কলা তিন খণ্ড, দুটো ক'রে মুট্‌-খণ্ড,
ফুটো মালায় দিয়ে বলে ওঠ ॥ ৯০
যে করেছিল নিমন্ত্রণ, তার উপরে রাগাপন্ন,
হৈয়ে বলে মাগ্‌কে। গেলি রে কোথা।

কিসের বা আমার আয়োজন, ছেলে ছোকরা বারো জন,
তোর সঙ্গে নিমন্ত্রণের কথা ॥ ৯১
এই গুলোকে ছেলে ধর, বাঁশ চেয়ে যে কঞ্চি দড়,
ক্ষুদ্র রাক্ষস হায় হায় হায় রে!
কোন্ কালে পেতেছে পাত,
আরে ম'লো কি উৎপাত,
পরের পেলে কি এম্‌নি করে খায় রে ॥ ৯২
নানা কথায় তুলে বিরাগ, দ্বিজ যায় করি রাগ,
অনুরাগ-নষ্ট,— গিরি শুনে।
আজ্ঞা দেন অনুচরে, দ্রুত যাও কে আছে রে!
ডেকে আন দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥ ৯৩
দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গোচর, দ্রুতগতি গিয়া চর,
চঞ্চল হইয়া কথা বলে।
অচল ঘুচাবার তরে, অচল ডাকে তোমারে,
চল দ্বিজ! চল হে অচলে ॥ ৯৪
গিরিরাজার কিঙ্কর, মূর্ত্তি ঘোর ভয়ঙ্কর,
দেখিয়া কম্পিত দ্বিজ বৃদ্ধ।
বলে, হায় হায় বৃদ্ধ বয়সে,
মাগীর কথায় মাগিতে এসে,
অপমৃত্যু হৈল বুঝি অদ্য ॥ ৯৫

চরের ধরিয়া কর, বলে ভাই! রক্ষা কর,
ভিক্ষা দাও প্রাণটা আমার তুমি।
এই ভট্টাচার্য্য জানেন ভাই! আমি তাতো বলি নাই,
তামাসা নাকি তাঁকে বলিব আমি॥ ৯৬
ছাড় ভাই! কেন বধ্যে, জ্বলন্ত আগুন মধ্যে,
ফেলাও ধরিয়ে ক্ষুদ্র মাছি।
ব্রাহ্মণে প্রসন্ন হবে, দোহাই ব্রহ্মণ্য-দেবে!
তাহাই করিবে যাতে বাঁচি॥ ৯৭
তুমি হইও না প্রতিবাদী, দুটি টাকা আশীর্ব্বাদী,
দিলাম আমি,—এই লও বাবাজী!
বুঝি রেগেছে পর্ব্বত বুড়ো, চেপে পড়িলেই হব গুঁড়ো,
ব্রহ্মহত্যা কর্‌তে হৈও না রাজি॥ ৯৮
তখন অভয় দিয়ে কিঙ্কর, দ্বিজের ধরিয়া কর,
শৈলরাজ-সভায় সঁপিল।
অভিমান করি দূর, আনিয়ে অর্থ প্রচুর,
গিরিবর,—দ্বিজবরে দিল॥ ৯৯
অন্তঃপুর মধ্যে রাণী, কোলে ক'রে কালরাণী,
কাল হরিছেন কুতূহলে।
দেবীরে করি দরশন, নিজ নিজ নিকেতন,
দ্বিজগণ যাবেন হেনকালে॥ ১০০

গিরি-রাণী তুলে গাত্র, করে করি স্বর্ণ-পাত্র,

কন্যার মঙ্গল অভিলাষে।

ভাবে গদগদ তনু, চাহেন চরণ-রেণু,

যতেক ব্রাহ্মণগণ পাশে ॥ ১০১

তোমরা ভূদেব দ্বিজবর! দাসীর বাঞ্ছা এই বর,—

কন্যাটী কল্যাণে যেন রন।

ধূলাতে সবে দেহ পদ, না হয় যেন আপদ,

সাধনের ধনে,—তপোধন ॥ ১০২

নারদ কন হাস্যমুখে, মেনকা-রাণীর সম্মুখে,

তনয়া চেন না তুমি তবে।

তুমি কি পদধূলি মাগ, মাগিতে এসেছি মা গো!

তোর তনয়ার পদরেণু আমরা সবে ॥ ১০৩

আলিয়া—একতালা।

রাণি গো! এই তব যে কন্যে।

দিবে পদরজ কোন্ সামান্যে।

গঙ্গাধর হৃদে ধরে পদ, তব তনয়ার পদরেণুর জন্যে ॥

তব কোলে হেমবরণী তরুণী, ওঁর পদ ভবজলধি-তরণী,

করেছেন হর ঘরণী, ধরণী-জায়া মা। তোমা-ধর-ধন্যে।

তমোগুণে হর পদরজে মজে, সত্বগুণে হরি মত্ত পদাম্বুজে,
বাঞ্ছা করেন বিধি রজোগুণে রজে,
রজনী দিবস ধরি কি জন্যে॥ (ঙ)

উমার অন্নপ্রাশন,—মহোৎসবে দান-ভোজন,—
এক বিশ্ব-নিন্দুকের বিবরণ।

জননীর কোলে বাস ক্রমে প্রাপ্ত সপ্ত মাস,
শুভ দিন দেখিয়ে তখন।
পুলকে রাণী পরিপূর্ণা, করিছেন অন্নপূর্ণার,
অন্নপ্রাশনের আয়োজন॥ ১০৪
গিরি করি অতি দৈন্য, জগত-আগমন জন্য,
যতনপূর্ব্বক পত্র দিল।
পেয়ে পত্র পত্রপাঠ, পর্ব্বতপাতর পাট,
সর্ব্বত্র-নিবাসী সর্ব্বে এলো॥ ১০৫
প্রচুর সামগ্রী পূরি, পূর্ণ করিলেন পুরী,
সুরপ্রিয় সুরস খাদ্য সর্ব্ব।
যার প্রতি যে দ্রব্যের ভার, বহিছে ভারে ভার,
না ধরে ভূধর-ঘরে দ্রব্য॥ ১০৬
পর্ব্বত-পুরবাসিনী, রমণী সঙ্গে পাষাণী,
রন্ধন করেন মন-সুখে।

গিরি হ'য়ে পবিত্র-দেহ, লহ লহ দেহ দেহ,—
বাণী ভিন্ন অন্য নাই মুখে ॥ ১০৭
খায় ল'য়ে যায় নিকেতনে, যত চায় দেয় যতনে,
সবে বলে, গিরি ধন্য ধন্য।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর, যেন সাগর-সোসর,
বায়সে না খায় পায়সান্ন ॥ ১০৮
বিশ্বনিন্দুক এক জন, গিরি-পুরে করি ভোজন,
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্রে বাঁধিয়ে, ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে,
ব্যস্ত হ'য়ে গমন হয় পথে ॥ ১০৯
তারে দেখি যত্ন ক'রে, এক জন জিজ্ঞাসা করে,
ভোজনের কেমন পারিপাট্য।
শুন্‌লেম্, ভোজনের ভারি যশ, দ্রব্য নাকি নানা রস,
বস্ত্র নাকি দান কচ্ছেন পট্ট ॥ ১১০
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয়, তুমিও যেমন মহাশয়!
তারি কর্ম্মে তারিপ,—ও মোর দশা!
সংসারটা ভারি আঁটা, মহাপ্রেত সে গিরি বেটা,
মিন্‌সে হতে মাগী দ্বিগুণ কসা ॥ ১১১
করেছে একটা কর্ম্ম সাড়া, বামুনে দেন সোণার ঘড়া,
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা।

আঠার পোয়া ক'রে ওজন গড়ে,
তাতে ক সের বা জল ধরে !
সুপ্‌ড়ো সোণা,—তাই বা কোন্ পাকা॥ ১১২
বাহিরে চটক—খরচ হাল্কি,
ভোজেও বেটার ভোজের ভেল্কি,
যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের।
পাকী হন বড় মান্য, পাক করেছেন পরমান্ন,
আদ পোয়া চাল দুগ্ধ ষোল সের॥ ১১৩
ফলার করেছেন পাকা, কলা গুলা তার আদ্ পাকা,
একটা নাই মর্ত্তমান, সব গুলো কুলবৃত।
তিন পোয়া বেড় করেছে লুচি, না করিলে ত্রিশ কুচি,
আহার করিতে নাই যুত॥ ১১৪
সন্দেশ-গুলো সব মিছ্‌রি-পাকে, তাতে কখন মিষ্টি থাকে,
দ'লো না দিলে, দ'লো হ'য়ে যায়।
চিনি গুলো সব ফুট্-সাদা, খড়ি মিশান বুঝি আধা,
এত ফর্‌সা চিনি কোথায় পায়॥ ১১৫
মোণ্ডা গুলো সব ফাটা ফাটা, ক্ষীর-গুলো সব আটা আটা,
খিরকিচ বাধায় ক্ষীর খেতে।
সকল দ্রব্যই ফাঁকিতে কেনা, ধেনো গরুর দুধের ছানা,
বড় দুঃখ পেয়েছি পাত পেতে॥ ১১৬

দেখিলাম বেটার সকলি ফক্কি; বামুন বড় ঘাটি লক্ষি,
ইহার বাড়া হয় যদি কাণ্ কাটি।
সকল বিষয়ে ন্যূনকল্প, কেবল পাহাড়ে গল্প,
মেটে জাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি॥ ১১৭
এই রূপ গিরি-রাজায়, নিন্দা করি দ্বিজ যায়,
গিরি ধন্য বলিছে অন্য লোকে।
দশে পৌরুষ করে যাকে, এক জন নিন্দিলে তাকে,
সে নিন্দে ঢাকের গোলে ঢাকে॥ ১১৮

মদন-ভস্ম,—পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ-সম্বন্ধ।

নারদের ঘটকালী।

শ্রবণ করহ শেষ, সপ্তবর্ষ বয়েস,
প্রাপ্ত যখন হ'লেন পার্ব্বতী।
ভাঙ্গিয়া শিবের যোগ, বিবাহের উদ্যোগ,
করিতে ভাবেন প্রজাপতি॥ ১১৯
যোগে আছেন যোগেশ্বর, হানে শর পঞ্চশর,
সচেতন করেন ত্র্যম্বকে।
চাহেন পঞ্চবদন, উষ্মায় ভস্ম মদন,
রতি কত কাঁদে পতি-শোকে॥ ১২০

দেবগণ মহানন্দ, সম্বন্ধ করিতে বন্ধ
নারদে পাঠান গিরি-স্থানে।
চলিল ব্রহ্মার পুত্র, করিবারে লগ্ন-পত্র,
মগ্ন হ'য়ে হরি-গুণগানে ॥ ১২১

টৌরী—কাওয়ালী।

দয়াময়! দীন-দুঃখ হর।
হে দীননাথ! দীনোঽহং ॥
দুর্জ্জয় দুর্ম্মদ দনুজদল-দমন,—
দিনকর-সুত শুভাগত,—দয়া দীনে কর।
দেব! দরশন দেহ, হ'লো মম জীর্ণ দেহ,
নাহি মম ভক্তি-সমাদর ॥
দ্বেষাদ্বেষ-দোষ আদি দ্রোহিকর্ম্মে হয়েছি দৃঢ়!
সদা দুষ্পথে ভ্রমি, করি দুষ্করণী।
ভব-দুষ্পার পার,—
মম দুষ্কর দায় জানি বড়,—
দুঃখ-দাবানলে দহে দিবস রজনী,
দ্বিজ দাশরথিরো দুষ্টাদৃষ্ট নিবারি,
দাস-দুর্গতি কর দূর ॥ (চ)

আগমন তপোধন, গিরি ক'রে সম্বোধন,
কহেন,—সাধন পূর্ণ অদ্য।
পাষাণ অতি প্রেমানন্দে, প্রণাম করিয়া পদে,
আসনে বসান দিয়ে পাদ্য ॥ ১২২
করি ইষ্ট-আলাপন, বিবাহের উত্থাপন,
করেন মুনি ভূধরের কাছে।
বিবাহ দিতে তনয়ার, কাল-বিলম্ব কেন আর!
পবিত্র এক পাত্র স্থির আছে ॥ ১২৩
সর্ব্বগুণে গুণধর, নামটী তাঁর গঙ্গাধর,
লম্বোদর সুন্দর শরীর।
সর্ব্বশাস্ত্রে মহাজ্ঞানী, বিদ্যার ভূষণ তিনি,
ভবিতব্য যা থাকে বিধির ॥ ১২৪
আছে অতুল ঐশ্বর্য্য, অহং নাস্তি—ইতি ধৈর্য্য,
বড়মানুষী কিছু মাত্র নাই।
তাঁর সঙ্গে ক'রে ভাব, কত জনার প্রাদুর্ভাব,
সংসারে হয়েছে দেখ্‌তে পাই ॥ ১২৫
কোন অংশে নাহি দোষ, পুরুষ তো নন আশুতোষ,
অনায়াসে দেন আনুকুল্য।
মান্যমান বিদ্যমান, অপ্রমাণ আছে মান,
কিন্তু মান অপমান তুল্য ॥ ১২৬

তব কন্যা যোগ্য তাঁর, তিনি যোগ্য জামাতার,
শুনিয়া কহেন হিমগিরি।
যোত্র-চিন্তা মোর ত নাই, পাত্র প্রিয় মাত্র চাই,
তবেই ক্ষণমাত্র পত্র করি॥ ১২৭
অর্থ আলয় ভূষণ, অন্য কি ফল অন্বেষণ,
কন্যা জন্যে দিতে ভয় মনে।
কে খাবে আমার অতুল ধন, সবে ধন উমাধন,
উত্তরাধিকারিণী এই ধনে॥ ১২৮
আমাদের কুল-ধর্ম্ম, কর্‌তে চাই কুল-কর্ম্ম,
দুষ্কুলে দুষ্কর্ম্ম না হয় মাত্র।
নারদ কন ভারতী তাতে তিনি মহারথী,
নবগুণধর গঙ্গাধর পাত্র॥ ১২৯

খাম্বাজ—যৎ।

শঙ্কর কুলীনের পতি, এম্‌নি কুলীন এ অখিলে।
হয় যে কুলবিহীন,—তার ভব কূল দেন ভবের কূলে॥
আছে তার কুলে কালী,
তিনি তাহাতেই মান্য চিরকালি,
কুলে না থাকিলে কালী, গৌরব নাই সে মহাকালে।

হারিয়ে সে কুলদায়িনী, কুল-ভ্রান্ত ছিলেন তিনি,
এখন তাঁরি কুলকুণ্ডলিনী,
জন্ম নিলেন পাষাণ-কুলে ॥ (ছ)

উমার সম্বন্ধ-রব, শুনিয়া রমণী সব,
অমনি মুনির কাছে এসে।
বলে, কে তুমি হে বড়-ঠাকুর! তুলিছ বিয়ের অঙ্কুর,
বরটী কেমন রূপে গুণে বয়সে ॥ ১৩০
পায়ে পড়েছে পক্ক দাড়ি, ঘটক! তোমার তো চটক ভারি,
আই মা! কি ঘোটক করেছ ঢেঁকি।
রাণী তো দিবে না বিয়ে, এই বেশে অন্দরে গিয়ে,
তুমি মেয়ের মাঝে মেয়ে দেখ্‌বে নাকি ॥ ১৩১
নারদ বলে, এসো এসো, হাস্‌ছো ভাল হাসো হাসো!
হাস্‌তে হয় বয়স-দোষের হাসি!
রাজার মত হয় রাণী বটে, ঘটে ভালই—যদি না ঘটে,
ঝকড়া ঘটে—তাইতো ভালবাসি ॥ ১৩২
মাতুলের শুভ কর্ম্ম, গৌণ করা নহে ধর্ম্ম,
কৈলাসে যাইব আমি অদ্য।
কায কি এখন খুচরা গোল, তোমাদের সঙ্গে গণ্ডগোল,
অনেক আছে—বাকী থাকিল অদ্য ॥ ১৩৩

অন্তঃপুরে গিরি যায়, কন্যারে আনি তথায়,
নারদেরে করান দর্শন।
দর্শনের অগোচরা, দর্শন করিয়া তারা,
প্রণমিয়া মুনির গমন ।। ১৩৪
উপনীত তপোধন, যথায় পঞ্চবদন,
মদন নিধন করি বসি।
দুর্গতি-দূরীকরণে, দুর্গাপতির শ্রীচরণে,
প্রণাম করেন দেবঋষি ॥ ১৩৫
সঙ্কোচ হ'য়ে শঙ্করে, কহেন মুনি যুগ্মকরে,
কি কর, মাতুল! বসি কর্ম্ম।
তব ধন সে লয়কারিণী, যমালয়-গমনবারিণী,
হিমালয়ে লয়েছেন শুভজন্ম ॥ ১৩৬
গিয়াছিলাম আমি তত্র, ক'রে এলেন লগ্নপত্র,
তুমি পত্র পাঠাও সর্ব্বত্রে।
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, শীঘ্র কর আয়োজন,
ডাক বন্ধু প্রিয়জন মাত্রে ॥ ১৩৭
শুনিয়া মুনির অধরে, মহেশ না ধৈর্য্য ধরে,
আনন্দে উমা অমনি উতলা।
ডাকেন নিজ সঙ্গীরে, কোথা গেলি ভৃঙ্গী রে।
অদ্ভুত আমার ভূতগুলা ॥ ১৩৮

নারদে কন হ'য়ে ব্যগ্র, শুভ কর্ম্ম উচিত শীঘ্র,
আমিতো হ'লেম অগ্রগামী।
বিরিঞ্চি আদি কেশবে, পশ্চাৎ ল'য়ে সে সবে,
যান যাবেন, না যান যেও তুমি ॥ ১৩৭

* * *

বিবাহার্থ বর-বেশে মহাদেবের গিরি-পুরে যাত্রা।

সুরট—কাওয়ালী।

আয় রে বেতাল! সাজ তাল! হাড়-মাল, বাঘ-ছাল,—
এনে দে রে উমাকান্তে।
আয় রে তোরা, যাব ত্বরা,
গিরিবর-বাসে,—বর-বেশে বরদারে আন্‌তে ॥
আর কাল-বিলম্ব কেন, কাল-ভুজঙ্গ আন,
শুভ কাল হ'লো রে কালান্তে।
যার জন্যে তনু জ্বরা, জনম-যন্ত্রণাহরা,
নারদ-বদনে পেলেম শুন্‌তে ॥
বিনা তারিণি! তাপ-হারিণী,—
আছি যে দুঃখে দিবা রজনী,
পার নাকি জান্‌তে ॥ (জ)

ব্যস্ত হ'য়ে সাজি বর, চলিলেন দিগম্বর,
কহিছেন মুনিবর, এম্‌নি ক'রে যেতেই কি হয়।
চাই লক্ষ কথা সমাপন, এই কথার উত্থাপন,
দিন ক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ্ ছুঁড়ি—তোর বিয়ে নয় ॥১৪০
মিছে ব্যস্ত কি লাগিয়ে, ফাঁকি দিয়ে হবে না বিয়ে,
পাষাণের মেয়ের বিয়ে, তার মায়ের নাম মেনকা।
পরিধান ব্যাঘ্রকৃত্তি, প্রেত ল'য়ে প্রেতকীর্ত্তি,
ক্ষেপা ব'লে না দিবে পুত্রী, খেদায়ে দিবে খামকা ॥১৪১
তাতে দ্বিতীয় পক্ষের বর, কাঁপিছে আমার কলেবর,
কি বলিবে গিরিবর, তার মেয়েটি বালিকা।
যাতে হয় সদ্ব্যবহার, সজ্জন সমভিব্যাহার,
সামগ্রী লও ভারে ভার, যেমন যেমন তালিকা ॥ ১৪২
নৈলে সাধ্য হেন কার, মন মজাবে মেনকার,
মনের মতন অলঙ্কার, যা চাইবে—দিবে তাই।
কর্‌তে হবে বাদ্য-ভাণ্ড, নিমন্ত্রণ ব্রহ্মাণ্ড,
ভূত ল'য়ে হবে না কাণ্ড, ইথে ভদ্রলোক চাই ॥ ১৪৩
আহ্বান করে হে কাল! তোমাকে লোক চিরকাল,
পরের খেয়ে খুব হর কাল, নেবার বেলায় কি মোহ!
তোমায় কর্‌তে উপুড় হাত, কভু দেখিনে ভূতনাথ!
তোমার বাড়ী কেউ পাতে না পাত, অখ্যাতিটে সমুহ ১৪৪

কারু সঙ্গে নাই আলাপ, কখন নাই ক্রিয়া-কলাপ,
খরচের নামে দেখ প্রলাপ! এত কিছু ভাল নয়।
জগতের লোক নিরবধি, তোমার আদর করে যদি,
প্রণামী দিলে আশীর্ব্বাদী, কিছু কিছু দিতে হয়॥ ১৪৫
কুবেরের করে ধন, সব করেছ সমর্পণ,
থাক্‌তে বিষয় বিড়ম্বন, হ'য়ে বসেছ ফতুরো।
যা ইচ্ছা হয় যখন, খেতে পারো ছানা মাখন,
কি কপালের লিখন, সার করেছ ধুতূরো॥ ১৪৬
সম্প্রতি এ বিবাহ, তোমার বিনে-খরচ-নির্ব্বাহ,
হবে না তার কি কহ, করতে হবে কিছু জাঁক।
অনেক তোমার প্রতিবাদী, পাঠাও কন্যা-আশীর্ব্বাদী,
তবে আমি কোমর বাঁধি, নৈলে গুমর হবে ফাঁক॥ ১৪৭
সইতে হবে নানা গোল, চাও যদি সুমঙ্গল,
খাওয়াতে হবে দধি-মঙ্গল, মাগীদিগে নিশিতে।
বাহন কৈ হে মহাশয়! হয় বিয়ে,—যদি হয় হয়,
বলদের কর্ম্ম নয়, তাতে পাবে না বসিতে॥ ১৪৮
সঙ্গে যাবে হস্তী বাজী, আর যাবে হে বাদ্য-বাজী,
হবে তায় বারুদের বাজী, নইলে কথা কবে না।
বাড়ী গিয়ে সেই গিরি—ব্যোম। পাড়াইতে হবে ব্যোম,
সুধু ক'রে ব্যোম্ ব্যোম্, গেলে বিয়ে হবে না॥ ১৪৯

ভস্মে অঙ্গ সাজিয়ে, যাবে গাল বাজিয়ে,
তাতে বাদিবে কাজিয়ে, তুমি তখন সরবে।
আমাকে নিয়ে ধরাধর, করিবে বেটা ধরাধর,
কি জানি ক্রোধে করি ভর, করে বন্ধন করবে॥ ১৫০
শিব কন, শুন নারদ। অন্যায় সব অনুরোধ,—
কর তোমার নাই কি বোধ, যার যেমন সাধ্য।
আমি কি এখন হাসাব ধরা, বৃদ্ধ বয়সে অতি জরা,
লজ্জার কথা বিয়ে করা, তাতে আবার বাদ্য॥ ১৫১
তারা যদি বলে হয় নাই, তুমি বলিবে হয় নাই,
তাহে কোন দোষ নাই—রোষ নাই, ঘোষণাই রোষনাই,
দ্বিতীয় পক্ষে ওসব নাই,—তাহেই সৌষ্ঠব।
তবে মঙ্গল-আচরণ, করতে হয় আয়োজন,
খায় যদি দু'পাঁচ জন, ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব॥ ১৫২
কায কি সঙ্গে একা যাই, আমি তো বলি কায নাই,
হরিকে কেবল সঙ্গে চাই, হবে না গুরু ভিন্ন।
বিধিকে হয় সঙ্গে নিতে, বিবাহ-কালে বিধি দিতে,
বিধি-মন্ত্র পড়াইতে, কাজ কি আর অন্য॥ ১৫৩
দিন-ক্ষণ যে করতে বলা,
কালের কাছে কি কাল-বেলা,
তুমি কি জান না ভোলা, কাল গুণেতে দণ্ডে।

যার জন্যে দিন গণি, দীনের উপায় দীন-তারিণী,
আজি যদি দিন দেন তিনি, এ দিন কি খণ্ডে ॥ ১৫৪
বিরুদ্ধ যদি থাকে তারা, কি বলিতে পারে তা'রা,
তারা তারার সহোদরা, দক্ষ রাজার কন্যে।
কুদিনে করিবে না ক্রিয়ে, সে সব কথা অন্য দিয়ে,
সংহার-কর্ত্তার বিয়ে, ভুলেছ কি জন্যে ॥ ১৫৫
এ সব কথার পর, হ'য়ে অতি তৎপর,
আসন করি বৃষোপর, সযনে ডাকেন স্বগণে।
চলিলেন হর বরপাত্র, ভূতগণ বরযাত্র,
পুলকিত হ'য়ে গাত্র, চলে গিরি-ভবনে ॥ ১৫৬
হর বাজাইছেন গাল, তালে তালে তায় দিতে তাল,
লাগিল বেতাল তালে দ্বন্দ্ব।
বেতালের পৃষ্ঠে তাল মারে তাল, যেন ভাদ্র মাসের তা
লাগিল তালে তন্তাল, হাসেন সদানন্দ ॥ ১৫৭
কেউ ব'লে যায় হর হর, করে দৌরাত্ম্য দন্ত কড়মড়,
কেউ কারে মারিছে চড়, বদনে হাসি অট্ট।
কেউ বলে জয় বগলে! ক'রে বাদ্য বগলে,
কেবা কারে আগলে, পাগলের হট্ট ॥ ১৫৮
নৃত্য করিছেন নন্দী, গোলেমালে ভূতানন্দী,
সবাই সমান, কারে নিন্দি, আলো ভাল বাসে না।

দিয়া থাবা থাবা ধূলা, নিভায় মশালগুলা,
বলে ব্যোম ব্যোম ভোলা! পূর্ণ হলো বাসনা॥ ১৫৯
মহাবীর বীরভদ্র, ভূতের মাঝে যিনি ভদ্র,
ক'রে দেন অছিদ্র, যত ভূতের বিরোধের।
ভূতে ভূতে ভারি দ্বন্দ্ব, আনন্দিত সদানন্দ,
সদানন্দের কি আনন্দ, যে আনন্দ নারদের॥ ১৬০
বিধি বিষ্ণু দেখে সমস্ত, ভয়ে হন না নিকটস্থ,
হরের হাজার হস্ত, দূরে তাঁরা যান।
হয় বড় হর্ষ মনে, দুঃখ-হর হরের সনে,
হর্ষে যায় ভূতগণে, হর-গুণ করিয়া গান॥ ১৬১

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিব-শঙ্কর! শশধর! হে গঙ্গাধর! অশেষ-গুণধর!
শেষ-বিষধর-ধারি! গিরীশ! গৌরীশ!
অশেষ-কলুষ,—কৃশকর! ত্রিপুরহর!
আশুতোষ! এ শিশু-দোষ,
আশু বিনাশ করিয়ে তোষ,—
হে মহেশ! আশু দুঃখহারি!
কাল-ভয়ে শরণাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,
রক্ষাং কুরু, ওহে কাল-কালহারি।

ও পদে মতিহীন মূঢ়মতি, গতি-বিহীন আমি অতি,
হে স্বগুণে গুণ-বিহীন দীন দাশরথিকে—
তুমি ত্রাণ কর যদি ভব-ভয়বারি ॥ (ঋ)

গিরিপুরে কুল-কামিনীগণের সাজ-সজ্জা।

হেথা মেনকা রাণী অতি যতনে, ডেকে আনে নিকেতনে,
গিরিবাসিনী কুলকামিনীগণ।
সজ্জা করি মনসাধে, যত রমণী জল সাধে,
অঙ্গে দিয়ে বিবিধ ভূষণ ॥ ১৬২
কারু বা পোশাক কাটা, নাগরী ঘাঘরী আঁটা,
বুককাটা কারু রাঙ্গা চেলি।
পরেছেন কোন নারী, কুসুমী রঙ্গের শাড়ী,
গোটা-আঁটা তাহাতে সোনালী ॥ ১৬৩
পরেছেন কোন রসবতী, জামদানী-বুটি ধুতি,
কারু বা চিকণ মল-মল।
পরণে বসন হদ্দ, চরণে চরণপদ্ম,
গোলবেঁকি গুজ্‌রি গোল মল ॥ ১৬৪
কোন কোন কামিনী ধান, মেঘ-ডুম্বুর পরিধান,
গৌরাঙ্গে নীলবস্ত্র ভাল লাগে।

তাতে দিয়াছেন চন্দ্রহার, মনের যত অন্ধকার,
দূরে গিয়াছে পতির সোহাগে ॥ ১৬৫
এক রমণীর ভারি আদর, স্বামী দিয়াছেন শালের চাদর,
গরবে গা দুলিয়ে যান তিনি।
করিয়া নানা উৎসব, রাজ-পথে রমণী সব,
চলে যেন গজরাজগামিনী ॥ ১৬৬
উজ্জল করেছে বাট, ঠিক যেন চাঁদের হাট,
সুখের সাগরে সবে ভাসে।
এক যুবতীর বিড়ম্বন, নাই বস্ত্র আভরণ,
যান তিনি বিরসে এক পাশে ॥ ১৬৭
বলিছে ধনী খেদ ক'রে, পোড়া-কপালের হাতে প'ড়ে,
কোন সুখ হ'লো না ললাটে।
যে ভাতার দিয়াছেন বিধি, একাদশী ভালো লো দিদি।
গোল-হাত হ'লে গোল মেটে ॥ ১৬৮
নারীর ধর্ম্ম চমৎকার, বস্ত্র বিবিধ প্রকার,
গা ভ'রে পান অলঙ্কার,
শিরি শিঁথি, পায় পঞ্চমপাতা।
তবেই পতিব্রতা হন, কর্ত্তা ব'লে কথা কন,
নৈলে পতির খেয়ে বসেন মাথা ॥ ১৬৯

* * *

জনৈক রমণীর মুখে বর-বেশী শিবের ব্যাখ্যা।

রঙ্গেতে রমণী চলে, গিরিপুরে হেন কালে,
'বর এলো—বর এলো' পড়ে গেল ধ্বনি।
সজ্জা করি সবারি আগে, নগরের প্রান্তভাগে,
ধেয়ে যায় অনেক রমণী॥ ১৭০

দেখিয়া বরের বেশ, ফিরে অমনি করে পুরে প্রবেশ,
বলে ছিছি মরি লো! কি হবে!
কি বিপদ ঘটালে বিধি, জাতি যদি বাঁচাবি দিদি!
পলাবার পথ দেখ্‌লো সবো॥ ১৭১

রূপে গুণে জানি একান্ত, মিলিবে উমার প্রাণকান্ত,
সকলের প্রাণ যুড়াবে যাতে।
কি কর্‌লে গিরিবর, এমন মেয়ের এমন বর!
বলদে বসি,—আবার বুড়া তাতে॥ ১৭২

আশী কিম্বা নব্বই, দুই এক বৎসর বেশী বই,—
কমিতো হবে না জানি মনে লো।
হউক বুড় কি হউক নব্য, এমন বুড়া কুসভ্য,
আমি তো দেখিনে ত্রিভুবনে লো॥ ১৭৩
তাম্রবর্ণ কাঁটা কাঁটা, শিরেতে পিঙ্গল জটা,
উদর মোটা ঠিক যেন উদরী লো!

বর নয় সে কি অদ্ভুত, সঙ্গে শতাধিক ভূত,
দেখিয়া আতঙ্কে দিদি। মরি লো॥ ১৭৪
ভাগ্যে ছিল প্রাণলাভ, এখনি উপরি-ভাব,—
হইত,—ছুঁইত যদি ভূতে লো।
যেমন অদ্ভুত পাত্র, তেমন যত বরযাত্র,—
সজ্জা করি,—এলো যূথে যূথে লো॥ ১৭৫
এক মিন্‌সে কেবল হাসে, চতুর্ম্মুখ চড়িয়া হাঁসে,
রক্তবর্ণ হাতে করি পুঁথি লো।
আর এক জন পক্ষোপরে, শঙ্খ চক্র করে ধ'রে,
নবঘন জিনিয়া তাঁর জ্যোতি লো॥ ১৭৬
পরণে আছে পীতাম্বর, আমি ভাবিলাম এইটী বর,
বুড়ার মাথায় মৌড় দেখিলাম শেষে লো।
অম্নি হ'লো চমৎকার, বড় সাধের বর বরদার,
দেখিয়ে বাঁচিনে আমি হেসে লো॥ ১৭৭
ভুজঙ্গের পৈতে গলে, ধুতুরা-ফুল শ্রুতি-যুগলে,
হেন পাগলে কন্যা কেউ সঁপে লো!
পাষাণ কি পাষাণ-বুকে, চাঁদকে দিবে রাহুর মুখে,
এ পতি পার্ব্বতী পায় কি পাপে লো॥ ১৭৮

——

কামদ—একতালা।

মুনিবর আন্‌লেন বর, পরিধান বাঘাম্বর,
মাখা ভস্ম কলেবরে।
সাধের গিরিবর-নন্দিনী ছি মা! এই বরে কেউ বরে॥
বর দেখে সই! ম'লাম হেসে, অস্থিমালা গলদেশে,
বর এসে কি বলদে বসে,—দোষের সাগর রে॥
বুড়ার কপালে আগুন, কেবল একটী গুণ,
মুখে রামগুণ গান করে॥ (ঐ)

গিরিপুরে বর-নিন্দায় নারদের উত্তর।

গিরিশ অতি ত্বরান্বিত, গিরিপুরে উপনীত,
গত মাত্র সবে হতবুদ্ধি।
সজ্জা দেখে রাজা শৈল, অমনি অবাক হৈল,
ভূত দেখে উড়িল ভূতশুদ্ধি॥ ১৭৯
সকলে ছিল সদানন্দ, করিলেন সদানন্দ,
নিরানন্দ গিরির মন্দিরে।
দেখে পাত্র ঈশানীর দুই চক্ষে ভাসে নীর,
পাষাণী পাষাণ ভাঙ্গে শিরে॥ ১৮০
নারদে বলে যত মেয়ে, ওরে বুড়া! অল্পেয়ে,
এত বাদ ছিল কি তোর মনে।

বলদে বসে চন্দ্রচূড়, বুড় কি তোর বন্ধু বড়,
এ দুর্ঘট ঘটিল-তোর ঘটনে ॥ ১৮১
নারদ কন,—ও কি কথা! মহেশের বয়স কোথা,
তোমাদের লেগেছে চক্ষে দিশে।
কেবল সন্নিপাতে ভেঙ্গেছে দাঁত, হাস্যবদন বিশ্বনাথ,
দূষ্য কর—দৃশ্য মন্দ কিসে ॥ ১৮২
আমি চেষ্টা ক'রে অনেক কালি, ঘটাইয়াছি এ ঘটকালী,
তোমরা কেন ঘটাও আপদ!
বুড়ো ব'লে কর ভয়, কন্যা যদি বিধবা হয়,
তখন আমাকে ধ'রে করো বধ ॥ ১৮৩
মৃত্যুকে করেন জয়, মরিবার পাত্র নয়,
বিষ খেয়ে করিতে পারেন জীর্ণ।
হ'য়ে অতি বর্ব্বর, চিন্‌তে নারে গিরিবর,
কি বর মন্দিরে অবতীর্ণ ॥ ১৮৪
নারীগণ ধরিয়া কায়, বুঝায় রাণী মেনকায়,
যা ছিল লিখন,—তাই পেলে।
কেঁদে আর কি হবে লভ্য, প্রজাপতির ভবিতব্য,
ঐ সভ্য ভব্য দিব্য ছেলে ॥ ১৮৫
হ'য়ে থাকুক অক্ষয়, হাতের লোহা হউক অক্ষয়,—
তোমার সাধের তনয়ার।

মা বাপের কাছে অর্থ, চিরকাল হবে তত্ত্ব,
পাত্র যোত্রহীন—কি ভয় তার ॥ ১৮৬

* * *

বিবাহ।

হেথা বৃষ হইতে ব্যোমকেশ, ব্যোম্ ব্যোম্ করিয়া শেষ,
নামিলেন ধরায় ত্বরায়।
আসিয়া নরসুন্দর, কোলে করি হর-বর,
ছালনা-তলায় ল'য়ে যায় ॥ ১৮৭
নারীগণ কয় ওমা! এই বুড়াকে দিবে উমা!
গঙ্গাধর হাসেন মনে মনে।
ধুতুরার ঝোঁকে চুলে, আপন আসন ভুলে,
বসিলেন গিরির আসনে ॥ ১৮৮
সভাশুদ্ধ করে হাস্য, তখন হ'লেন পূর্ব্বাস্য,
ইসারা করেন যখন হরি।
না করিলে কন্যাদান, ভূতের হাতে যায় প্রাণ;
ভয়েতে সঙ্কল্প করে গিরি ॥ ১৮৯
জিজ্ঞাসেন দান-কালে, তিন পুরুষের নাম কালে,
নারদ কালের কুল জানে।
কথাটা আর কথায় ঢেকে, ঘটকালীর আওড়ান ডেকে,
গিরি ধন্য হ'লেন কন্যাদানে ॥ ১৯০

আদি পুরুষ কৃত্তিবাস, কৈলাস-পর্ব্বতে বাস,
সংসারের মাঝে কুল-বেত্তা।
কামদেব পণ্ডিতকে করি জয়, তেজে তিনি দিগ্বিজয়,
বিষ্ণু ঠাকুরের অভেদাত্মা॥ ১৯১
কৃত্তিবাসের পুত্র জানি, শূলপাণি খড়্গপাণি,
শূলপাণির ছেলে গৌরীকান্ত।
মহেশ্বর কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর বাণেশ্বর,
চারি পুত্র তাঁর গুণবন্ত॥ ১৯২
মহেশ-পুত্র তিন জন, ত্রিলোচন পঞ্চানন,
প্রধান সন্তান ত্রিপুরারি।
ভূতনাথ ভৈরবনাথ, ভোলানাথ শম্ভুনাথ,
ত্রিলোচনের এই পুত্র চারি॥ ১৯৩
শম্ভুসুত শূলধর, গঙ্গাধর শঙ্কর,
শঙ্করের পুত্র সদানন্দ।
সদানন্দের পুত্র হর, তোমার মেয়ের বর,
দেখে শুনে করেছি সম্বন্ধ॥ ১৯৪
সুসন্তান সুপবিত্র, উহাদের শিব গোত্র,
শুনে গিরি করেন কন্যা দান।
পরে শুন সমাচার, যে রূপ হয় স্ত্রী-আচার,
কুলাচার আছে যে বিধান॥ ১৯৫

কুলবতী সঙ্গে করি, মস্তকেতে কুলো ধরি,
বরকে বরণ করতে হয়।
মেনকা ডাকে নারীগণে, নারীগণে সঙ্কট গণে,
সবে পলাইছে নিজালয়॥ ১৯৬
এক রমণী কুলবতী, কুলমধ্যে বলবতী,
দ্রুতগতি গিয়ে নিজ পাড়া।
বলে, ওমা! করিছিলে মানা, সকলকে কর্ত্তেছি মানা,
যাস্‌নে লো কুলবতি! তোরা॥ ১৯৭
কোথা যাবি ওলো ক্ষমা! ও আহ্লাদি! দেলো ক্ষমা,
বামা লো। বাহিরে যাস্‌নে রেতে।
কোথা যাবি শ্যামা লো! কুল শীল মান সামালো,
যেতে হ'লে হয় জেতে হ'তে যেতে॥ ১৯৮
এমন নয় যে হবি মুক্ত, কেন যাবি ওলো মুক্ত!
কুলেতে কলঙ্ক-পাপ মাখ্‌তে।
যে পাপ এনেছে শৈল, সর্ব্বনাশ হবে সই লো!
যে যাবে তার পোড়া জামাই দেখ্‌তে॥ ১৯৯
কিসের সজ্জা ওলো মতি! ওত নয় তোর ভাল মতি!
বুড় মহেশ মূঢ়মতি অতি লো।
মানা করি ওলো খুদি! ক্ষিপ্ত হ'য়ে আপ্তখুদী,
গিয়ে ছিছি! মজাবি কেন জাতি লো॥ ২০০

মহেশ দেখ্‌তে করি মহাসাধ, যেওনা হে মহাপ্রসাদ!
প্রমাদ ঘটিবে গেলে খালি।
কুলের গায়ে দিয়ে জল, যেওনা হে গঙ্গাজল!
উজ্জ্বল কুলেতে দিয়ে কালি॥ ২০১
কি দেখ্‌তে হ'য়ে ব্যাকুল, কুল যাবে রে বকুল ফুল!
দেখ হে! যেওনা দেখনহাসি!
প্রতি জনে নিষেধিয়ে, ত্বরায় কহে আসিয়ে,
পাড়ায় যতেক প্রতিবাসী॥ ২০২

খাম্বাজ—পোস্তা।

তোরা কেউ ধর্‌তে কুলো, যাস্‌নে কুলের কুলবালা!
মহেশের ভূতের হাটে, সে সব ঠাটে, সন্ধ্যাবেলা॥
যে রূপ ধরিছিস্‌ তোরা, চিত্ত-উন্মত্ত-করা,
চাঁদ যেমন তারায় ঘেরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা॥ (ট)

বরণ-কালে মহাদেব দিগম্বর।

তা শুনে কহিছে নারী, আমরা ত রহিতে নারি,
গিরিনারী করিছে অভিমান।

সজ্জা করি কুলবালা, শিরেতে বরণডালা,
সবে যান বর-বিদ্যমান ॥ ২০৩
বরণ কর্‌তে যান ধনী, বেজায় দিয়ে উলুধ্বনি,
নারদ আসিয়ে হেনকালে।
লাগাইতে রঙ্গ তুল, তুলিয়া ইশের মূল,
বরণডালায় দেন ফেলে ॥ ২০৪
ত্যজ্য করি সদানন্দে, সপ পলায় তার গন্ধে,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম খসিল পরণে ॥
দাঁড়াইলেন নব্যবর, দিব্য-রূপ দিগম্বর,
সারি সারি নারীর মাঝখানে ॥ ২০৫
মহেশের কাণ্ড দেখে, লজ্জায় বদন ঢেকে,
পলাতে পথ পায় না কুলবালা।
বলে, ওমা কোথা যাই। মাটি ফাটে—তাতে মিশাই,
জনমে জানিনে হেন জ্বালা ॥ ২০৬
এমন ক্ষেপায় দিতে, কে পারে স্বর্ণ-দুহিতে,
যে পারে—সে পারে মেয়ে বধ্যে।
লজ্জায় যে গেলেম গো মা! বলে আর পালায় বামা,
পালা পালা শব্দ নারী-মধ্যে ॥ ২০৭
পদ রাখা প্রার্থনা যদি, দ্রুত পদে আয় লো পদি।
পাছে থাক্‌লে পড়্‌বে পেচাপেঁচি।

দিদি ক'রেছিল মানা, না মেনে দুর্গতি নানা,
মানে মানে মান্ থাক্‌লে বাঁচি ॥ ২০৮
কি আছে কপালে লেখা, এমন ছেয়ের জামাই দেখা,
একে দন্তহীন—তাতে কেশ পাকা।
এত মেয়ের মাঝে সখি! বুড় মিন্‌সে ক'রলে একি!
চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা ॥ ২০৯

সুরট—কাওয়ালী।

আই আই পালাই! কি বালাই, কায নাই এ জামাই!
দেখ গিছে একি রঙ্গ।
যত মেয়ের হাট পেয়ে, অল্লেয়ে মাথা খেয়ে,
আবার হ'য়েছে উলঙ্গ ॥
চল গো সজনি চল, নালা কেটে যেন জল,—
এন না বুড়াকে করি ব্যঙ্গ।
ক্ষেপা মহেশের যেওনা পাশে, মরি ত্রাসে বুকে ব'সে—
আবার খাবে লো ভুজঙ্গ।
এ বড় মর্ম্মের ব্যথা, এমন বরে স্বর্ণলতা,—
দিবে গিরি—খেয়ে কি অপাঙ্গ ॥
মরি মরি ছি ছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে,
বিরুধে নারদ বুড়া রঙ্গ ॥

সাধের উমার বর, ক্ষেপা দিগম্বর,—
শিরে জটা, উদর মোটা,—
কি ঘোরঘটা ভূতের সঙ্গ ॥ (ঠ)

নারীগণ যায় চলি, 'যেওনা যেওনা' বলি,
নারদ রমণীগণে ডাকে।
কেন কর গোলমাল, অমনধারা অসামাল,—
বস্ত্র অনেকেরি হ'য়ে থাকে ॥ ২১০
মোটা উদরের দশা, না রয় বসন কসা,
খসা রীত আছে লো অবলা!
মিছে কেন বারে বারে, লজ্জা দেও বিয়ের বরে,
তোমরা মেয়ে বড় তো উতলা ॥ ২১১
উনি কিছু চতুর নন, মামা আমার পঞ্চানন,
সেকেলে পুরুষ—সরল অতি।
অকৌশল হবার নয়, করো না ভবের ভয়,
আনন্দে রস কর রসবতি ॥ ২১২
নারীগণ না শুনে বাণী, পালায় লইয়া প্রাণী,
গিরিরাণী ক্রোধে কয় নারদে।
ওরে বুড়া অল্পেয়ে! তুইতো আমার মাথা খেয়ে,
এত বাদ সাধিলি এত সাধে ॥ ২১৩

মেয়ে দেয় হেন পাগলে, ক'রে বন্ধন হাতে গলে,
গিরি আমার উমারে ডুবায় রে।
কি কাল নিশি পোহায়,
কাল এনেছি ঘরে হায়,
কালফণী বেড়া সর্ব্ব গায় রে॥ ২১৪
লোকে দেখ্‌তে আসে সাধের বরে,
সাপ দেখে বাপ ব'লে সরে,
একি পাপ বাছার ঘটায় রে।
কে পরে বাঘের ছাল! কে পরে নাগের মাল?
কিছু ভালো লাগে না আমায় রে॥ ২১৫
গরল দিয়ে গজমতি, গজ-পৃষ্ঠে হবে গতি,
আলো হবে নন্দিনী শোভায় রে।
ওমা মরি মরি মা রে মা রে! বুঝি আমার প্রাণ-উমারে,
বুড়া মিন্সে বলদে বসায় রে॥ ২১৬
এমন কি কর্ম্ম-ফল, কে খায় ধূতুরা ফল!
ভস্ম মাথায় কেবা বল কায় রে।
আমরি আমার অভয়ে, ভূপতির মেয়ে হ'য়ে,
রবে হেন কুপতি-সেবায় রে॥ ২১৭
কপালে দেখে আগুন, আগুন মোর দ্বিগুণ,
মনাগুন কে মোর নিভায় রে।

মোরে রেখে শূন্য-ঘরে, বুঝি সন্ন্যাসিনী ক'রে,
যাবে লয়ে শ্মশানে বাছায় রে ॥ ২১৮
সজ্জা দেখি শঙ্করে, লজ্জা ত্যজি নিন্দা করে,
গিরিরাণী—না রাখিয়ে মান।
অন্তর্য্যামিনী ত্রিপুরে, অন্ত জানি অন্তঃপুরে,
অন্তরে অনন্ত দুঃখ পান ॥ ২১৯
ত্বরা যান ধরাবাহিনী, মদনান্তক-মোহিনী,
বদন নয়ন-জলে ভাসি।
মন ধৈর্য্য নাহি মানে, কহেন মন-অভিমানে,
জননীর বিদ্যমানে আসি ॥ ২২০

খট্-ভৈরবী—একতালা।

ওমা পাষাণি! আবার কি শুনি!
বল কুবচন সদানন্দে।
তা কি শুন নাই শ্রবণে, ত্যজেছিলাম জীবনে,
দক্ষ-ভবনে, ক'রে শ্রবণে, শ্রবণে ঐ শিবের নিন্দে।
কেন কর গো মা! বিপদ উৎপত্তি,
জান না মা! আমি পতিপ্রাণা সতী,
বিক্রীত করেছি মতি,
প্রাণ-পশুপতি পতির পদারবিন্দে ॥ (ভ)

মহাদেবের মনোহর বেশ ধারণ।

শঙ্করীর অভিমানে, সকলে সঙ্কট গণে,
বিধি করেন বিধি মনে মনে।
চিন্তিয়া অতি ত্বরায়, কহিছেন ইসারায়,
লোচনে লোচনে ত্রিলোচনে॥ ২২১
কি দেখ ত্রিপুরহর! ধর মূর্ত্তি মনোহর,
হর হে দুঃখ হরণ কর না।
ঈশান ইসারা জানি, ঈষৎ হাসি অমনি,
পূরান পুরবাসীর প্রার্থনা॥ ২২২
ধরিতে সুন্দর মূর্ত্তি, ব্যগ্র হ'য়ে ব্যাঘ্রকৃত্তি,—
ত্যজ্য করিলেন ত্রিপুরারী।
পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, ত্রিলোক-দুঃখ-মোচন,
যে রূপ মদন-মদহারী॥ ২২৩
রজতগিরির আভা, গিরিপুর করিল শোভা,
গিরীশের রূপ যে অতুল্য।
বিরূপ ছিল গিরি-নারী, বিরূপাক্ষ রূপ হেরি,
অমনি হয় পুলকে প্রফুল্ল॥ ২২৪
বিশ্বনাথ-রূপ শৈল, হেরিয়ে বিস্ময় হৈল,
গিরিবাসিনী কুলকামিনী যত।

ত্বরায় আসিয়া তারা, তারাপতিকে দেখি তারা,
তারায় বহিছে ধারা কত ॥ ২২৫
নারদ কন হেসে তখন, দেখ ধনীগণ! কেমন এখন,
দেখে ভস্মমাখা উষ্ম ক'রে গেলে।
এখন সে উষ্ম তো ভস্ম হলো, ভস্মে ঢাকা অগ্নি ছিল,
পাগল দেখে পাগলিনী হ'লে ॥ ২২৬
না জেনে কি ভাল মন্দ, আমি ক'রেছি সম্বন্ধ,
এ কপালে যশ কভু না হ'লো।
মনে করি ভিখারী যোগী,
স্বীকার করে না শিখরী মাগী,
এ ভাব কেন,—সে ভাব কোথা গেল ॥ ২২৭
দেখি তনয়ার ভর্ত্তা, শাশুড়ী কেন প্রেমে মত্তা,
কি ভাবে নয়নে বহে বারি!
ক্ষেপা জামাই ব'লে খেদে, কোথা গেল সে বিচ্ছেদে,
একেবারে যে পিরীত বাড়াবাড়ি ॥ ২২৮
রাণি! কন্যা দানে স্বীকৃত নও,
এখন আপনি যে বিক্রীত হও!
পাগলের যুগলচরণে।
ডেকে আন গিরিবরে, বরণ ক'রে সমাদরে,
বরের কাছে বর মাগ দুজনে ॥ ২২৯

আমার সার্থক হইল শ্রম, দক্ষ-যজ্ঞের উপক্রম,
ঘট্‌তে ঘট্‌তে ঘট্‌ল না কি করি।
কপালে নাই মোর আনন্দ, ক্ষান্ত হ'লেন সদানন্দ,
মন ভুলালেন মনোহর রূপ ধরি ॥ ২৩০
সেই তো শিবের নিন্দে হ'লো, সেই ভূত সব সঙ্গে ছিল,
অনায়াসে দেব করিলেন ক্ষমা।
আমার যত মনোভীষ্ট, একেবারে ক'রেছেন নষ্ট,
দয়ার জলধি আমার আশুতোষ মামা ॥ ২৩১

* * *

পঞ্চ-বদন শিবের গলে; দশভুজা রূপে পার্ব্বতীর মাল্য প্রদান।

নারদের শুনি রহস্য, ঈশানের ঈষৎ হাস্য,
পাষাণী পরমানন্দে পরে।—
করে পান সুপারি করি, সহ নারী সজ্জা করি,
বরণ করেন দিগম্বরে ॥ ২৩২
ধারণ করি কর-যুগলে, বরমাল্য বর-গলে,
বরদা যান দিতে শুভক্ষণে।
পঞ্চমুখ ত্রিপুরারি, দ্বিভুজা ত্রিপুরেশ্বরী,
মাল্য দিতে ভাবেন মনে মনে ॥ ২৩৩
এই চিন্তা ষোড়শীর,—নাথ আমার পঞ্চ শির,
সব শির সম শোভা দেখি।

প্রত্যেক শির-উপরে, অর্দ্ধ-শশী শোভা করে,
প্রতি বক্ত্রে দেখি ত্রিন আঁখি ॥ ২৩৪
করিব কি ব্যবহার, অগ্রেতে সঁপিব হার,
কোন্ শিরে ভাবেন ভবকর্ত্রী।
এক-যোগে যোগেশ্বরে, মাল্য সঁপিবার তরে,
যুক্তি করিলেন মুক্তিদাত্রী ॥ ২৩৫

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

পঞ্চবদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
গিরি-পুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা ॥
দাঁড়াইলেন উমেশ-সম্মুখে ঊর্দ্ধ কর করি,
রাকা-চন্দ্র-ঢাকা রূপ-ধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চলা চঞ্চলা ॥
কিবা কাঞ্চন করবী আর, কমল-কুসুম-হার,
কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা,—
দশ-কর-আভায় দশদিক্-অন্ধকার হরে,
কত শরদিন্দু করে শোভা করে,—
নখর হেরি চকোর সুধা-মানসে উতলা ॥ (চ)

বাসর।

গিরি অতি উৎসাহ, শুভদার শুভ বিবাহ,
নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ, কি আনন্দ নগরে।
হ'চ্চে জয়-জয়ধ্বনি, যুবতী যতেক ধনী,
দিয়ে তারা উলুধ্বনি, ভাসিল সুখসাগরে॥ ২৩৬
পবিত্র বিছায়ে বাস, বাসরে করিতে বাস,
চলিলেন কৃত্তিবাস, সঙ্গে কুলকামিনী।
ল'য়ে গৌরী-ত্রিপুরারি, চারি পাশেতে সারি সারি,
নগরের রসিকে নারী, সুখে বঞ্চে যামিনী॥ ২৩৭
নিন্দি শশী যত রূপসী, হাসিতে খসয়ে শশী,
শশিধর নিকটে বসি, রসাভাস ভাষিছে।
একেতো শিব সুখশালী, বাক্য করে জুটে শালী,
বসিয়ে বাক্য রসালী, হিহি রবে হাসিছে॥ ২৩৮
সে নিশি সুখের শেষ, কি শাশুড়ী কি পিসেশ,
সম্বন্ধ নাই বিশেষ, একত্রে এক-গোত্র সমুদয়।
রমণীর শুনি বচন, হেসে হেসে ত্রিলোচন,
সুখদা পানে চেয়ে কেন,
আজি আমার কি সুখ-উদয়॥ ২৩৯
বসনে হরিদ্রা মেখে, তাহে শীল নোড়া ঢেকে,
রমণীগণ কয় ডেকে, কি করিছ ওহে বর!

ষষ্ঠী নামে ঠাকুরাণী, বড় জাগ্রত দেবতা ইনি,
প্রণাম কর শূলপাণি। সন্তানের মাগ বর॥ ২৪০
শুনিয়া রমণী-বাক্য, শীল পানে করি কটাক্ষ,
হেসে কন বিরূপাক্ষ, এত বড় দুর্দ্দশা!
জান না রমণীগণ, আমার নাম পঞ্চানন,
আমার কাছে গণ্য নন, ষষ্ঠী আর মনসা॥ ২৪১
এ সব রঙ্গ কি তোলা, দেখায়ে রসের শীতলা,
আমায় করিবে উতলা, তাই ভেবেছ তরুণি!।
আমার নাম শিব দণ্ডী, জগতের প্রাণ দণ্ডি,
কুলুই-চণ্ডী,—তিনি ঘরে ঘরণী॥ ২৪২
ইতু দেখে মন ভীতু কি হয়, আমারে করিতে জয়,
ধর্ম্মরাজের কর্ম্ম নয়, ধরিনে—গনে করিনে।
এই দেখ ওহে নাগরি! ষষ্ঠীকে প্রণাম করি,
ব'লে অমনি ত্রিপুরারি, ঠেলে ফেলেন চরণে॥ ২৪৩
অন্তরে অতি সন্তোষ, পরিহাসে পরিতোষ,
রজনী-শেষে আশুতোষ, ইচ্ছা করেন শয়নে।
এমন সুখের রেতে ঘুম, হবে না ব'লে করে ধূম,
নারীগণ করিয়া জুম, হাত দেয় গে নয়নে॥ ২৪৪
বলিছে যত রসবতী, ব্যক্ত আছে বসুমতী,
তুমি নাকি হে পশুপতি! গান করতে জান ভাই!

শালা শালী শ্বশুরে, সব দুঃখ যাউক পাশরে,
গান কর ললিত সুরে, ঐ দেখ রজনী নাই ॥ ২৪৫
নারী-বাক্যে নীলকণ্ঠ, নিন্দিয়া কোকিলকণ্ঠ,
করিয়ে প্রভু উদ্ধ´কণ্ঠ, আলাপ করিয়ে তান।
অমনি মনের অনুরাগে, যতেক রমণী আগে,
রাম-গুণ নানা রাগে, সুসঙ্গীত গান ॥ ২৪৬

ভৈঁরো—একতালা।

যায় দিন, জীব! ভজ না জানকী-জীবনাম্বুজ-চরণে
স্মর না মনে, সে রঘুবংশ-তিলক,
ত্রিলোক-পালক, পুলক পাবে যাবে শোক,—
হবে সব পাপ-লাঘব,—রাঘবের স্মরণে।
দিনমণি-কুলে উদ্ভব দিনমণি-সুত-বারণে,
ভব-জলধিজলে তরিবি ভাবো—
দয়ার জলধি—জলদবরণে।
যে চরণ-রাজীবে জনমে জাহ্নবী,
পরশে চরণে পাষাণ মানবী,
অহল্যাদি বিধি শশী রবি,—
পদে অধীন ধন্য কারণে।

নক্তচরান্তক, ভক্তভয়ান্তক,
ব্যক্ত বেদাদি পুরাণে,—
দাশরথি কৃপা-বিনে বিকল আছে,
দাশরথি দীন-দুঃখ-হরণে॥ (৭)

———

পার্ব্বতীসহ শিবের কৈলাস-যাত্রা,—
হরপার্ব্বতীর মিলন।

শুনে গীত হ'য়ে মোহিতে, রমণী পড়ে মহীতে,
শিবে ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে নারী।
শশী গেল অস্তাচলে, প্রভাতে বসি অচলে,
আনন্দে ভাসেন ত্রিপুরারি॥ ২৪৭
বরযাত্র দেবগণ, ক্রমে যান সর্ব্বজন,
গত হ'লো দিবস বিংশতি।
বিদায় করিতে হরে, পাষাণের প্রাণ হরে,
মমতা জামাতা প্রতি অতি॥ ২৪৮
ইচ্ছা তনয়া জামাই, ঘরে রাখি চিরস্থায়ী,
গিরি ভক্তি প্রকাশেন বড়।
নন্দী হাসি নিন্দি কন, ওহে প্রভু ত্রিলোচন!
পশ্চাৎ ভাবিয়ে কর্ম্ম কর॥ ২৪৯

শ্বশুর-বাড়ীতে গঙ্গাধর, তিন দিন থাকে আদর,
তার পরে আদরে পড়ে অম্বু।
অন্নদার পতি হ'য়ে, অন্নদার নাম ল'য়ে,
সম্মান ঘুচাও কেন শম্ভু॥ ২৫৩
বুঝে চলিলেই থাকে ভরম, না বুঝিলেই অসম্ভ্রম,
কি আদরে হ'য়েছ হরিষ।
অধিক দিন থাকিলে পরে,
ধিক্ দিয়ে কয় পরস্পরে,
অমৃত ক্রমেতে হয় বিষ॥ ২৫১
এখন ভোজন পরমান্ন, রবে না এমন পরে মান্য,
কাজ কি এমন মান-ঘুচান প্রেমে।
জলপানেতে নানা ফল, পানে লবঙ্গ জায়ফল,
এ ফল ফলিবে দেখো ক্রমে॥ ২৫২
এখন বলিছে—গলার মালা, শেষে বলিবে পেট-টালা,
শ্বশুর শালা কেবল প্রলাপ!
নূতন নূতন ভাল লাগিবে,
শেষ কালে সকলে রাগিবে,
বলিবে বেটা বড়'গয়ার পাপ॥ ২৫৩
কিন্তু তোমায় বৃথা কই, মান অপমান তোমার কই,
আপন ভাবে সদাই থাক ভুলে।

তোমার ঘৃণা কে না গায়। ছাই দিলে মাখিবে গায়,
ঘর না দিলে রবে বিল্বমূলে ॥ ২৫৪
ক্ষীরেতে কি প্রয়োজন, বিষ দিলে করিবে ভোজন,
বিড়ম্বন কিসে তোমার ঘটে।
শুনে শিব করেন উক্তি, যে জন বিলায় ভক্তি,
ছাই দিলে গ্রহণ তারি নিকটে ॥ ২৫৫
ভক্তির অসঙ্গতি যা'য়, কে যায় তার পূজায়,
যদি শর্করা সাজায় ভার শত।
ক্ষীর দিলে শত কুম্ভ, কদাচ না খান শম্ভু,
ভক্তি পেলে বিষে হই রত ॥ ২৫৬
এত বলি কৃত্তিবাস, স্মরণ করি নিজ বাস,
কৈলাস-গমনে মন মত্ত।
গিরিশ-গমন-রব, শুনিয়া নীরব সব,
শব প্রায় শৈলবাসীমাত্র। ২৫৭
ব্যস্ত দেখে দিগম্বরে, গিরিরাজ শোক সম্বরে,
মণি রত্নে তোষেণ আশুতোষে।
বিদায় করেন কন্যা-পাত্র উমা-সঙ্গে ক্ষণমাত্র,
উমাকান্ত উদয় কৈলাসে ॥ ২৫৮
পাইয়ে পার্ব্বতী-কান্তে, প্রণাম করি পদপ্রান্তে,
প্রেমে মত্ত কৈলাস-নিবাসী।

শিবের বামেতে শিবে, বসিলেন শোভা কিবে,
রজত-পর্ব্বতে পূর্ণ-শশী ॥ ২৫৯

বেহাগ—যৎ।

কি রূপ বিহরে রে কৈলাস-শিখরে।
হর-বামে হর-মনোমোহিনী,
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো উভয় শরীরে ॥
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে।
হেরে হৈমবতী-মুখ হর দুঃখ হরে।
সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেম-সুধাসিন্ধু-নীরে ॥ (৭)

আগমনী।

মেনকার স্বপ্নে উমা-দর্শন,—স্বপ্ন-ভঙ্গে উমা-অদর্শনে বিলাপ।

মানসেতে গৌরীরূপ ভাবিতে ভাবিতে।
গিরিরাণী নিদ্রাগত শেষ-যামিনীতে॥ ১
স্বপ্নে আসি পূর্ণশশিমুখী হরপ্রিয়ে।
স্বীয় জননীর শিয়রেতে যা বসিয়ে॥ ২
জগত-জননী অতি যত্নে জননীরে।
কৈলাস-কুশল-বার্ত্তা কন ধীরে ধীরে॥ ৩
স্বপ্নে হেরি গিরিনারী দুঃখহরা মেয়ে।
চক্ষে ধারা তারাকারা তারা-পানে চেয়ে॥ ৪
ত্রিনয়নের নয়ন-তারা তারা পেয়ে ঘরে।
যেমন অন্ধ পেয়ে নয়ন-তারা, অন্ধকার হরে॥ ৫
তারায় ত্বরায় কোলে ল'য়ে শৈলরাণী।
এড়ায় বিচ্ছেদ-জ্বালা জুড়ায় পরাণী॥ ৬
বলে, উমা! মা ব'লে কি ছিল মা তোর মনে!
ঘন ঘন ঘন-ধারা বহে দুনয়নে॥ ৭
ক্ষীর সর সুরস মিষ্টান্ন স্বর্ণ-থালে।
কোলে করি দেয় উমার শ্রীমুখ-মণ্ডলে॥ ৮

পরে স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়,—অদর্শনে উমে।
আকাশ হইতে রাণী পড়িল অমনি ভূমে ॥ ৯
এলোথেলো পাগলিনী প্রায় হ'য়ে শিখরী।
সকাতরা হ'য়ে ত্বরা কন যথা গিরি ॥ ১০

খট্-ভৈরবী—একতালা।

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরী কি করি, অচল!
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল;—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার!
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি, গিরি! কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো॥ (ক)

তারা ব'লে পড়ে রাণী ধরার উপর।
ধরাধরি করিয়া তুলিছে ধর.ধর ॥ ১১

বাহ্যজ্ঞানশূন্য রাণী কন্যার মায়ায়।
'দেহ কন্যা' ব'লে রাণী ধরে গিরির পায়॥ ১২

আলিয়া—কাওয়ালী।

গিরি হে! গিরিশপুরে দ্রুত যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণ-নন্দিনী,
হর-ঘরণী ঘরেতে মিলাও॥
সম্বৎসর হ'লো গত, সময় হ'লো আগত,—
ওষ্ঠাগত-প্রাণে বাঁচিনে—বাঁচাও!
শৈল! যাও হে শৈল! যাও, মেয়ে এনে অঙ্গনে,
দুঃখিনীর দুর্গতি ঘুচাও॥
বিনে জীবন-কুমারী, ভুবন তিমির হেরি,
ভবনে ভুবনেশ্বরীরে দেখাও।
ক'রে আরাধন, মহেশ-তারাধন,
এনে বাসে উভয়ের বাসনা পূরাও।
গৌরীর বিচ্ছেদাগুন, দহিছে জীবন মন,
জানি গুণ,—যদি আগুন নিবাও॥ (খ)

গৌরী-আনয়নে গিরিরাজের কৈলাস-গমন।

গিরি বলে, কিরূপে উমারে আন্‌তে যাই।
আমি ত অচল,—চলাচল শক্তি নাই॥ ১৩
জ্ঞানহারা হ'য়ে রাণী, সে কথা না মানে।
বলে, হে অলসে গিরি! বধিলে আমায় প্রাণে॥ ১৪
জানি হে পাষাণ! তোমায় জানি চিরদিন।
স্বভাব-গুণে তব কায়া দয়া-মায়া-হীন॥ ১৫

সে কেমন,—

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব চিরকাল, পরদ্রব্যে দৃষ্টি॥ ১৬
মানীর স্বভাব, নিজ-দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথায় কান্না॥ ১৭
নারীর স্বভাব, গুপ্ত কথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব, ছেলে দেখ্‌লে ঘনদৃষ্টে চায়॥ ১৮
দাতার স্বভাব হয়, বাক্য নাহি মুখে।
হিংস্রকের স্বভাব, পর-সুখে মরে মনোদুখে॥ ১৯
কৃপণের স্বভাব, ক্ষুদ্র দৃষ্টি—খুদ্‌টি ধ'রে টানে।
বালকের স্বভাব, খাদ্য দ্রব্য দেবতারে না মানে॥ ২০
বাতুলের স্বভাব, মিছে কথায় চারি দণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব, কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে॥ ২১

জলের স্বভাব, নীচ বিনে উর্দ্ধগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব, শরীরে কভু দয়া মায়া রয় না ॥ ২২
রাণীর বাণী, তুল্য জানি, পাষাণভেদী শর।
অমনি পাষাণ, হয় অবসান, দুঃখে জর-জর ॥ ২৩
হ'য়ে কাতর, ভাবিছে পাথর, কন্যা শুভঙ্করী।
বলে ভবানি! শুনেছি বাণী, তুমি ত্রিলোকেশ্বরী ॥ ২৪
বলিলে পিতে, তবে কুপিতে, হলে কিসের জন্যে।
গমন-শক্তি,দিলে না শক্তি! তুমি হয়ে মোর কন্যে ॥ ২৫
তুমি দুর্গে, দেহ দুর্গে, দুঃখী দীনে মুক্তি।
দয়াময়ি! দুর্গে ত্বয়ি! দেবদেব-উক্তি ॥ ২৬
দুরারাধ্যা, দশ-বিদ্যা, দনুজদলনী।
দশকরা, বিপদহরা, দিগম্বর-রাণী ॥ ২৭
যোড় করে, স্তব করে, চক্ষে বহে নীর।
পিতা-প্রতি জন্মে প্রীতি, দেবী পার্ব্বতীর ॥ ২৮
মন-গতি, তুল্য গতি, সাধ্য গিরি পায়।
অমনি ধেয়ে, উমা মেয়ে, অন্বেষণে যায় ॥ ২৯
ত্বরান্বিত, উপনীত, কৈলাস-পর্ব্বতে।
দ্বারে নন্দী, করে বন্দী, না দেয় প্রবেশিতে ॥ ৩০
বলে দুষ্ট! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, একি দুষ্টগতি।
অন্তঃপুরে, যাও কি রে। বিনা অনুমতি ॥ ৩১

যথা গৌরী, ত্রিপুরারি, স্থান দেব-রম্য।
ঐ অন্দর, পুরন্দর, ব্রহ্মাদির অগম্য ॥ ৩২
গিরি কয়, পরিচয়, বলি তোর নিকটে।
তোর মা ঈশানী, সে শিবানী, কন্যা আমার বটে ॥ ৩৩
বৎসরান্তে, আসি আন্‌তে, কাশীকান্তের পাশে।
তিন রাত্রি, জগৎকর্ত্রী, যান মোর বাসে ॥ ৩৪
ছাড় রে দ্বার, দেখিগে মার, চন্দ্রবদন খানি।
প্রাচীন পিতে, অন্দরে যেতে, মানা কভু নাহি জানি ॥৩৫
নন্দী ভাষে, ঘন হাসে, বলে একি শুনি।
অসম্ভব, গিরি তব, কন্যা ভবরাণী ॥ ৩৬
যোগমায়ার উদরেতে জন্মে জগজ্জনে।
জননীর যে জনক আছে,—জন্মে তো জানিনে ॥ ৩৭
সৃষ্টি-স্থিতি, লয়কর্ত্রী, শিবকর্ত্রী শিবে।
তার পিতা হই, আর ব'লো না, লোকেতে হাসিবে ॥৩৮
নাস্তি অন্ত, পুরাণ তন্ত্র, বেদান্তে অগোচরা।
শুনেছি জগজ্জননী, আমার জন্ম-মৃত্যুহরা ॥ ৩৯
উদরস্থ, যার সমস্ত, শাস্ত্রে কন ভব।
তুমি যে মাতার জন্মদাতা, জন্ম কোথা তব ॥ ৪০
ইচ্ছা-ময়ীর পিতা হ'তে, ইচ্ছা হয়েছে মনে।
নাস্তি প্রতুল, হয়েছ বাতুল, ভুল কর আর কেনে ॥ ৪১

ভেবে মম কুমারী, মমতা করি, এসেছ হরের ঘরে।
সাধ্য কিবে, মমতা হবে, জামাতা বল্‌লে হরে॥ ৪২
শিবের শ্বশুর, নাই যে কসুর, ভুলিয়ে শিশুর কাছে।
জগদম্বা মায়ের সৃষ্টি কত রকম আছে॥ ৪৩
আমার মাকে তুমি কন্যা কহ, গিরি! তোমাকে ধন্যি।
তুমি সাগরকে যদি বল, আমার স্বখাদ পুষ্করিণী॥ ৪৪
ব্রহ্মাকে যদি বল, আমার বৈবাহিকের সুত।
সূর্য্যদেবকে বল যদি, আমার গমনাগমনের দূত॥ ৪৫
বিষ্ণুকে যদি বিবেচনাহীন বালক ব'লে চল।
মফঃস্বলের নায়েব যদি যম রাজাকে বল॥ ৪৬
নিজে পাষাণ, তেমনি বুদ্ধি দিয়াছেন মা ঘটে।
হবে জনম উমার, এটা তোমার, পাহাড়ে বুদ্ধি বটে॥৪৭
স্বপ্নেতে লোক—দেবতা রাজা হয় ঘুমায়ে থেকে।
তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বাড়াইলে, আজি জেগে স্বপ্ন দেখে॥৪৮
বড় সুখজনক, মায়ের জনক, দেখিলাম এত কালে।
বাঁচিতে হ'লে, আর কত দেখিব কালে কালে॥ ৪৯
ভৃঙ্গী বলে, নন্দী ভাই! ব্যঙ্গ কর বৃথা।
শুনেছি পূর্ব্বে, মেনকা গর্ভে, জন্মে জগন্মাতা॥ ৫০
পুণ্য-ফলে, ধন্য ক'রে, কন্যা হ'ন জননী।
তাইত মায়ের শৈল-সুতা রৈল নাম জানি॥ ৫১

নন্দী বলে, কিসের দ্বন্দ্ব, সম্বন্ধ পেয়ে।
কি ভাবনা ভাব্য, করেছি কাব্য,মায়ের বাপকে ল'য়ে॥ ৫২
কহ কহ, মাতামহ! কুশল-বিবরণ।
যাবেন অপর পক্ষ পরে মা, আজি কেন আগমন॥ ৫৩
তুমি পাষাণ বটে, তথাচ কিছু দয়া আছে যায় জানা।
আইবুড় তো জামাই ল'য়ে যেতে, সাধ কভু করে না॥৫৪
গিরি বলে, রহস্য হইবে ফিরে আসি।
আগে সাধ পূর্ণ করি, হেরি উমা পূর্ণশশী॥ ৫৫
তত্ত্ব হেতু এলাম নন্দী! নন্দিনী উমায়।
কন্যার নাকি দৈন্য দশা শুনি পরম্পরায়॥ ৫৬
তাইতে কিছু অর্থ-যোগে, করেছি আগমন।
সাধ আছে, শঙ্করের কাছে করিব সমর্পণ॥ ৫৭
নন্দী কয়, জ্ঞানোদয়, কিছু মাত্র নাই!
চেন না হে ভ্রান্ত গিরি! তনয়া জামাই॥ ৫৮
মহামায়া রেখেছেন, তোমায় মায়া-অন্ধকূপে।
জ্ঞান সূক্ষ্ম না হইলে, দৃষ্টি হয় কি রূপে॥ ৫৯

আলিয়া—যৎ।

ওহে ভ্রান্ত গিরি! এত অর্থ আছে কি তোমার।
অর্থ কি আয়ত্ব, দিয়ে তত্ত্ব, করবে তত্ত্বময়ী তনয়ার।

ত্রিনয়নী চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী হে।

আছে জগজ্জীবের পরমার্থ, পদপ্রান্তোপরি যাঁর ;—

অর্থ দিয়ে কর্‌বে তত্ত্ব, তুমি কি জান তত্ত্ব তাঁর হে॥ (গ)

পিত্রালয়-গমনে মহাদেবের নিকট পার্ব্বতীর অনুমতি-প্রার্থনা।

হর-পার্ব্বতীর কোন্দল।

পিতার আগমন পুরে, অন্তরে জানি ত্রিপুরে,

জয়ারে কহেন ইসারায়।

জয়া জানায় সম্বাদ, না করি বাদ-অনুবাদ,

নন্দী দ্বার ছাড়িল ত্বরায়॥॥ ৬০

পুরে প্রবেশিয়া ত্বরা, দেখি গিরি-কন্যা তারা,

নয়ন-তারা ভাসে নয়ন-জলে।

দৃষ্টি করি পিতৃপক্ষে, তারাকারা ধারা চক্ষে,

তারার বহিল সেই কালে॥ ৬১

সংসার যাহার মায়া, মোক্ষদাত্রী মহামায়া,

মায়া জন্যে কাঁদেন সঘনে।

পিতা এসেছেন ল'তে, আসি ব'লে কাশীনাথে,

অনুমতি চান অন্য মনে॥ ৬২

যাইতে পিতার বাস, শঙ্করী পরেন বাস,

কৃত্তিবাস না দেন অনুমতি।

দেখিয়া গমনোদ্যোগী, মহাদুঃখে মহাযোগী,
অনুযোগ করেন গৌরী প্রতি ॥ ৬৩
তুমি সদয়া অচলে, আমার কি রূপে চলে,
চলাচল-শক্তি নাই ঈশানি !
বয়স হয়েছে অশীতিপর, হ্রাস হ'চ্ছে পর পর,
এর পর কি হয় না জানি ॥ ৬৪
নাম ধরিয়াছি কাল, দুঃখে গেল তিন কাল,
দিনে অন্ন পাইনে কোন কালে।
ভার্য্যা হৈলে গুণবতী, দুঃখে সুখ পায় পতি,
তা হ'লো না এ পোড়া-কপালে ॥ ৬৫
মাসী পিসী ভগ্নী নাই, অচল-কালে কারে আনাই,
অচলনন্দিনি ! তাতো জান।
বলিছ যাব তিন দিবা, আমায় কেবল দুঃখ দিবা,
তিন দিবা তিন যুগ যেন ॥ ৬৬
কেমন গ্রহবিগুণ—বিধি, দিলে না অন্য গুণ নিধি,
ভিক্ষা ক'রে একাল কাটাই।
ঐ দুঃখে আমি দুঃখী, তুমি হলে না দুঃখের দুঃখী,
পতিভক্তি কিছু মাত্র নাই ॥ ৬৭
না ভেবে নিজ অদৃষ্ট, আমায় সদা কোপ দৃষ্ট,
মনের কথা ভাবে যায় জানা।

তুচ্ছ কথায় কর তুল, সর্ব্বদা বল বাতুল,
প্রতুল বিহনে এ যাতনা ॥ ৬৮
এসেছ যে বিয়ের বেলা, সেই হ'তে করেছ হেলা,
ঘরকন্না হ'য়েছে ভার বোঝা।
সর্ব্বদা উতলা রও, বাঁকা মুখে কথা কও,
কখন দেখিনে মুখ সোজা ॥ ৬৯
বিধি করেছেন দণ্ড, বাঁচিতে ইচ্ছা একদণ্ড,—
হয় না আর এই দণ্ডে মরি।
মৃত্যু-জন্য বিষ খাই, কপালে সে মৃত্যু নাই,
দায়ে প'ড়ে ঘরকন্না করি ॥ ৭০
আমি প্রাণী একজন, কত করিব উপার্জ্জন,
ভোজন-কালে মিলে পঞ্চজন।
উপযুক্ত ছেলে দুটি, আহারেতে নাই ত্রুটি,
বড়টি গজমুখ—ছোটটি ষড়ানন ॥ ৭১
জানিয়া দরিদ্র পতি, তুমিত তুচ্ছ কর অতি,
এটা তোমার তুচ্ছ বুদ্ধি বটে।
পূর্ব্বাপর আছে সূত্র, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র,
রমণীর ভাগ্যে ধন ঘটে ॥ ৭২
মোর ভাগ্য মন্দ নয়, হ'লো যুগল তনয়,
সুসন্তান রূপে গুণে ধন্য।

দেখ দুর্গা! মনে গ'ণে, তোমার কপাল-গুণে,
বিষয় হইল সব শূন্য॥ ৭৩
সুলক্ষণা হ'লে পরে, সুমঙ্গল হ'তো ঘরে,
কমলার হতো শুভ দৃষ্টি।
উচিত কথায় কর রাগ, ভয়ে করি অনুরাগ,
তিক্ত খাই তবু বলি মিষ্টি॥ ৭৪
শুনে হর প্রতি অতি,—ক্রোধে কন হৈমবতী,
আর না পোড়াও,—ক্ষমা কর।
যাহার ক্ষমতা রয়, দিয়ে নাহি কথা কয়,
অক্ষমের বাক্য-জ্বালা বড়॥ ৭৫
বল,—অলক্ষণা নারী, এ দুঃখ ত সৈতে নারি,
পূর্ব্বেতে ঐশ্বর্য্য ছিল বুঝি।
সেই শিঙ্গা বাঘছাল, ডম্বুর হাড়ের মাল,
সেই বুড়া বলদ আছে পুঁজি॥ ৭৬
ভূতে করি বরযাত্র, গিয়াছিলা বুড়া পাত্র,
বিবাহ করিতে হিমালয়।
মোর জন্য কত ধন, করেছিলে বিতরণ,
বুঝে কথা কহিলে ভাল হয়॥ ৭৭
বল্‌লে পতি-নিন্দা হয়, না বলিয়া কত সয়,
রাগে হয় ধর্ম্ম কর্ম্ম হত

যে দুঃখে হে দিগম্বর! এ ঘরেতে করি ঘর,

অন্য হৈলে দেশান্তরী হ'ত ॥ ৭৮

পতি তুমি কৃত্তিবাস, ভূত সঙ্গে সহবাস,

এ বাসে কি সুখ আছে বল।

পরনে নাহিক বাস, ভোজনেতে উপবাস,

এ বাস হ'তে বনবাস ভাল ॥ ৭৯

যে দেখি পতির আকার, সকলি করো স্বীকার,

অন্তরে বিকার কিছু নয়।

কি জানি হে মহাকাল! দুঃখে গেল ইহ কাল,

পরকাল মন্দ পাছে হয় ॥ ৮০

শঙ্কর কহেন বাণী, জানি হে জানি ভবানি!

চিরকাল পরকাল ভেবেছ!

পতিব্রতা নাম ল'য়ে, সমরে উলঙ্গী হ'য়ে,

পতিবক্ষে পদ দিয়া নেচেছ ॥ ৮১

সিংহ-পৃষ্ঠে আরোহণ, গমন যথায় মন,

তব জ্বালায় সদা অঙ্গ জ্বলে।

তোমার জন্যে মান হরে, দেবগণে ঘৃণা করে,

রমণীর লাথি-খেগো বলে ॥ ৮২

তোমার ব্যভারে, গৌরি! লোকালয় ত্যজ্য করি,

লজ্জা পেয়ে শ্মশানে রয়েছি।

কারে জানাইব তথ্য, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্ত,
ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি ॥ ৮৩
বিষ খেয়ে জীর্ণ করি, সৃষ্টি বিনাশিতে পারি,
তোমারে দেখিয়া শঙ্কা লাগে।
যথার্থ কহিলাম মর্ম্ম, তব দেহে নাহি ধর্ম্ম,
যা হয়—না হয় কর রাগে ॥ ৮৪
ক্রোধে কন ব্রহ্মময়ী, ধর্ম্মহীনা যদি হই,
তবে কেন ধর্ম্ম পানে চাই।
কে আর অনুমতি লবে, আপনার ইচ্ছায় তবে,
পিতা সঙ্গে হিমালয়ে যাই ॥ ৮৫

* * *

ক্রোধ-ভরে পার্ব্বতীর হিমাচল-যাত্রায় উদ্যোগ ;—মহাদেবের কাতরতা,—পার্ব্বতীর যাত্রায় নিবৃত্তি ;—গিরিরাজের শিব-পূজা,—স্তব।

এত বলি মহামায়া, করিয়া কপট মায়া,
ডাকিছেন যুগল তনয়ে।
মহেশের মান খণ্ডি, চঞ্চল চরণে চণ্ডী,
অমনি চলেন হিমালয়ে ॥ ৮৬
হইয়া বিপদগ্রস্ত, যোগপতি যোড় হস্ত,
অগ্রে ধেয়ে দুঃখে কন বাণী।

গৌখিকে কৌতুক কই, ধর্ম্ম মোর—ব্রহ্মময়ি !
আস্ত্রিকেতে ব্রহ্মতারা জানি ॥ ৮৭
ক্ষম দোষ ক্ষেমঙ্করি ! আমি কিছু ভিক্ষা করি,
ভিক্ষাজীবী জান ভব সদা।
যদি আমায় কর রক্ষা, দেহে প্রাণ দেহ ভিক্ষা,
অন্য কিছু চাইনে অন্নদা ॥ ৮৮

আলিয়া—যৎ।

এই ভিক্ষা করি, আমায় ত্যজি আজি গিরিপুরী !—
যেও না হে রাজকন্যে অন্নপূর্ণেশ্বরি ॥
আমি তোমায় ভাবি ব্রহ্ম, তুমি কই রেখেছ ধর্ম্ম,
জন্ম কি কাঁদাবে দেখে জনম-ভিখারী ॥
দয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশিবে, শরণাগতোঽহং শিবে !
বিচ্ছেদ-সাগরে শিবে ! সঁপ না শঙ্করি ॥ (ঘ)

উমা প্রতি করি স্তুতি, ঊর্দ্ধহাতে উমাপতি,
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।
উপায় না দেখি ক্রমে, উৎকট ভাবেন উমে,
উভয় সঙ্কট উপজিল ॥ ৮৯

'যাব না—যাব না' বাণী, ভবেরে ব'লে ভবানী,
নির্জ্জনে জনকে ল'য়ে যান।
জননী কহেন, পিতে! পতি-আজ্ঞা বিনা যেতে,
শক্তি নাই, কহিনু প্রমাণ ॥ ৯০
শুন মোর উপদেশ, এখানে পূজ মহেশ,
কামনা করিয়ে মোর লাগি।
আশুতোষ দিগম্বর, এখনি দিবেন বর,
বাঞ্ছা-কল্পতরু শিব যোগী ॥ ৯১
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মবাক্য, মনেতে করিয়া ঐক্য,
গিরি অতি যত্নে সেই ক্ষণে।
গঠিছে পার্থিব-লিঙ্গ, নয়ন-জলে বহে তরঙ্গ,
ত্রিনয়ন ভাবনা মনে মনে ॥ ৯২
লভিতে মানস-ফল, আনি ধুতূরাদি ফুল,
গঙ্গাজল বিল্বদল ত্বরা।
সাধিবারে দৈব কায, সাজে গিরি শৈলরাজ,
বিভূতি প্রভৃতি বেশ করা ॥ ৯৩
সাধে গিরি দেবারাধ্য, দিয়া আসনাদি পাদ্য,
যোগেতে অর্ঘ্য দান করে।
বিল্বপত্রাদি অম্বুজে, পূজে শম্ভু-পদাম্বুজে,
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি পরে ॥ ৯৪

পূজা করি মহাকাল, নৃত্য করি দেয় তাল,
বাজে গাল ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি !
পূজা সমাপন পরে, যোড় হাতে স্তব করে,
বাঞ্ছা,—প্রাপ্ত তনয়া ঈশানী ॥ ৯৫

আলিয়া—কাওয়ালী।

শঙ্কর ! কর মোরে করুণা।
গুণধর গঙ্গাধর ! অধৈর্য্য ধরাধর, ধর মিনতি ধর না।
হর ! হর বিষাদ, পূরাও হে মন-সাধ,
সাধ পূরাতে করি সাধনা ॥
হর ক্লেশ হে অশেষ গুণমণি !
শূলপাণি ! পাষাণী প্রাণে বাঁচে না।
বিপদে তব দাস, রাখ হে দিগ্‌বাস,
আশায় নৈরাশ, যেন করোনা।
নাম ধরেছ আশুতোষ, আমায় আশু তোষ,
তবে রয় যশ,—ঘোষণা।
দেহ তিন দিন জন্যে, পরাণ ঈশানী কন্যে,
তিন দিন বিনা শিবে রবে না ॥ (ঙ)

হিমালয়-গমনে মহাদেবের নিকট পার্ব্বতীর অনুমতি-লাভ,—গৌরীর একাকিনী হিমালয়-যাত্রা,—কার্ত্তিক গণেশের অনুগমন।

স্তব করে শৈল, হর-কৃপা হৈল,
শিব কন ভবানীরে।
গিরি ভক্ত অতি, দিলাম অনুমতি,
যাহ দুর্গা! গিরিপুরে ॥ ৯৬
ধৈর্য্য হয় না চিত, মোর কদাচিত,
যা উচিত কর ঈশানি!
কার্ত্তিক গণেশে, রাখি মোর পাশে,
যাও তুমি একাকিনী ॥ ৯৭
শুনিয়া তারার, হইল স্বীকার,
যুগল শিশু রাখিয়ে।
সঙ্গে হিমালয়, যান হিমালয়,
চঞ্চলগামিনী হ'য়ে ॥ ৯৮
জননী যখন, অদর্শন হন,
কৈলাস পর্ব্বত থেকে।
না দেখিয়া মায়, কাঁদে উভরায়,
কার্ত্তিক গণেশ দুখে ॥ ৯৯
হইয়া কাতর, বলে মাগো! তোর,—
জনক পাথর জানি!

পিতৃ—ধর্ম্মে কায়া, নাই দয়া মায়া,
সন্তানে বধ জননি ! ॥ ১০০
এইরূপ তারা, 'মরি গো মা তারা !'
বলে—নয়ন-তারা ভাসে।
ত্যজিয়া শঙ্করে, দোঁহে যাত্রা করে,
হিমালয়ে অনায়াসে ॥ ১০১
উৎকণ্ঠিত মন, পবন-গমন,
শ্রবণে কথা না শুনে।
উচ্চৈঃস্বর করি, দাঁড়া গো শঙ্করি !
ব'লে কাঁদে দুই জনে ॥ ১০২
উন্মাদ-লক্ষণ, পথ নিরীক্ষণ,—
বহে নয়নের জলে।
পথে দেখি পথি, কাঁদে গণপতি,
ব্যাকুল হইয়া বলে ॥ ১০৩

———

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই !
কেউ না কি জান তাঁরে।
এ পথে মোর জগদম্বা মা গেল কত দূরে ॥

চিহ্ন কৈ পদ দুখানি, তরুণ অরুণ জিনি রে!
দিলে বিধু খণ্ড ক'রে, বিপিং চরণ-নখরে।
মা আমার কৈলাসকর্ত্রী, গতি-হীনের গতি-দাত্রী,
দণ্ডি-ঘরে অধিষ্ঠাত্রী, চণ্ডী নাম ধ'রে॥
আমাদের সেই জননীকে,
মা ব'লে জগতে ডাকে রে!
তাঁরে না জানে—কে জগৎছাড়া—
জগতে আছে রে॥ (চ)

নন্দী ও মহাদেবের কথোপকথন—জগৎ এখন স্ত্রীবাধ্য।

সন্তানে দেখে বিবেকী, শঙ্কর কহেন,—একি।
কার জন্যে ভোগী আমি তবে।
একি মোর কর্ম্মসূত্র, উপযুক্ত দুটো পুত্র,
চিরদিন বালক-ভাবে রবে॥ ১০৪
নন্দী কয় হাসি হাসি, শুন হে শ্মশানবাসি!
বলি তোমায় লজ্জা তেয়াগিয়া।
সন্তানের গৃহ-ধর্ম্ম,—কভু না বসিবে মর্ম্ম,
যে পর্য্যন্ত নাহি দেহ বিয়া॥ ১০৫
বড় দাদার দিলে বিয়া, রম্ভাতরু আনাইয়া,
বিয়ের উচিত নয় বলা।

সেটা কিছু বিবাহ নয়, পুত্র প্রতি মৃত্যুঞ্জয় !
বিবাহ-বিষয়ে দেখাইলে কলা ॥ ১০৬
দুই হাতে এক হাত হ'লে পরে, বিধি বন্দী করে পরে,
মনের কথা সন্তানে কি কবে !
সংসার নাহিক যার, সংসারে কি সুখ তার,
যথারণ্য তথা গৃহ ভাবে ॥ ১০৭
বিশেষ, কলিতে নাই তুল্য কভু, মাগ হয়েছেন মহাপ্রভু,
সম্বন্ধ,—সম্বন্ধীর সনে।
সার কুটুম্ব যেখানে সাদী, সেই পক্ষেই সাধাসাধি,
জগৎ বাধ্য রমণীর চরণে ॥ ১০৮
কলিকালে এই ব্যাভার, রাজ্যে হয়েছে ভার্য্যে সার,
কোথাকার বা ইষ্ট—কোথাকার বা গুরু।
জ্যেঠা খুড়ার কে শুধায় নাম, বাপ হয়েছেন বাঞ্ছারাম,
মাগ হয়েছেন বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ ১০৯
কেহ হন না মাগের ওপর, মেজেয় ব'সে মাজিষ্টর,
হুকুম-বরদার ভাতার, যেন নাজির হয়েছেন তায়।
দেবর ভাশুর যে যে আর, কেউ আমীন কেউ পেশকার,
জামাই ভাগ্নে চিঠির-পেয়াদা প্রায় ॥ ১১০
জগৎ হয়েছে মেগের বশ, মেগের কাছে রাখ্‌তে যশ,
ঐ চেষ্টা দেখ্‌ছি যুড়ে রাজ্য।

স্মৃতির মত উল্টে ফেলে, মেগের মতেই জগৎ চলে,
মাগ হয়েছেন স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য ॥ ১১১
পিতা মাতা গুরু প্রতি, কপট ভক্তি কপট মতি,
ঐকান্তিক ভক্তি কেবল ঐ চরণে আছে।
বিয়ের বেলায় বাঁধেন হাত, কলি-যুগের জগন্নাথ,
ভর্ত্তা হয়েছেন ভৃত্য মেগের কাছে ॥ ১১২
স্ত্রী বাধ্যের পরিচয়, সদানন্দে নন্দী কয়,
হেথায় শুনহ বিবরণ।
হইয়ে ব্যাকুল অতি, কার্ত্তিকেয় গণপতি,
না পেয়ে মায়ের দরশন ॥ ১১৩
সন্তান কাঁদিছে জানি, দুর্গা দুর্গতিহারিণী,
তারিণী ত্বরায় আসি পরে।
দুই কক্ষে দুই শিশু, ল'য়ে গমন করেন আশু,
আশুতোষ-রমণী গিরিপুরে ॥ ১১৪

* * *

গিরিপুরে স্বস্ত্যয়ন,—লক্ষ শিবপূজা,—চণ্ডীপাঠ।

মেনকার ঝুরিছে আঁখি, গিরির বিলম্ব দেখি,
অচল-মোহিনী যেন চঞ্চলাহরিণী।
পুরোহিত দ্বিজবরে, রাণী কয় বিনয় ক'রে,
ওহে দ্বিজ! উপায় বল শুনি ॥ ১১৫

দেখিতে দুঃখিনী মায়, এবার বুঝি উমায়,
বিদায় দিলেন না ত্রিলোচন।
ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণ, গিরি বা ত্যজিল প্রাণ,
প্রাণ-উমার বিনা-আগমন ॥ ১১৬
ষষ্ঠ্যাদির কল্পারম্ভে, এসেন আমার জগদম্বে,
এবার বিলম্ব কিবা লাগি।
চক্ষে ধারা তারাকার, বলেন,—তারা কৈ আমার!
সঙ্কট ঘটালে শিব যোগী ॥ ১১৭
করো না আর কাল-বিলম্ব, স্বস্ত্যয়ন কর আরম্ভ,
দৈব-কর্ম্মে দৈব হরে জানি।
মানসে মানস কর, যেন মানস পূরাণ হর,
দিয়া উমা পরাণ-নন্দিনী ॥ ১১৮
শুনি বাক্য দ্বিজরাজ, নাহি করে কাল ব্যাজ,
স্বস্ত্যয়ন সঙ্কল্প করে ত্বরা।
লক্ষ শিব আরাধন, জপিছে শ্রীমধুসূদন,—
নাম —আগমন-জন্য তারা ॥ ১১৯
দুর্গা নাম আদি ধ্যান, বিষ্ণুরে তুলসী দান,
শুদ্ধমতে চণ্ডী পাঠ করে।
স্বস্ত্যয়ন হৈল ইতি, দ্বিজ-মনে হয় ভীতি,
পার্ব্বতী এলেন না গিরিপুরে ॥ ১২০

ব্রাহ্মণের নিকটে ত্বরা, রাণী কয় হ'য়ে কাতরা,
ওহে দ্বিজ! উপায় বলো না।
আসিবার যে লগ্ন গেল, স্বস্ত্যয়নে কি বিঘ্ন হ'লো!
বিঘ্নহরের মা কেন এলো না॥ ১২১
স্বস্ত্যয়ন দেখিয়া সাঙ্গ, হ'লো আমার অবশাঙ্গ,
প্রাণ-সাঙ্গ কর্‌লে বুঝি শিব।
দণ্ডেক দুদণ্ড পরে, গৌরী না আইলে ঘরে,
জীবন জীবনে তেয়াগিব॥ ১২২
ফল্‌লো না স্বস্ত্যয়ন-ফল, অভাগীর কি ভাগ্য-ফল,
মোক্ষ-ফল ফলে যে সাধনে।
যত সাধ-বিফল হ'লো, জগৎ অন্ধকার হ'লো,
জগদম্বা এলো না ভবনে॥ ১২৩

আলিয়া—যৎ।

হে দ্বিজ! তোমায় কই।
কৈ এলো মন্দিরে আমার ব্রহ্মময়ী।
তোমার চণ্ডী সাঙ্গ হ'লো, আমার চণ্ডী কৈ॥
পূজা কর্‌লে লক্ষ শিবে, আর কবে আসিবে শিবে,
শিবের ঘর ত্যজিবে শিবে, আশায় রই॥

সঙ্কল্প ত দুর্গানাম, জপিলে ক দিন অবিশ্রাম,
দুর্গা আমার আসিবে ক দিন বই ॥
তুলসীতে পূজিলে বিষ্ণু, কৈ সে বিষ্ণু আমায় তুষ্ট,
আমি যদি বিষ্ণু-মায়ায় প্রাণে দগ্ধ হই ॥ (ছ)

গিরিপুরে দশভুজা-দুর্গারূপে গৌরীর আগমন।

হেথা পথে আইসেন গৌরী, রূপ দনুজের বৈরী,—
দশকরা মহিষমর্দ্দিনী।
বাম পদ মহিষাসুরে, অপর পদ সিংহোপরে,
পদ-ভরে কাঁপিছে ধরণী ॥ ১২৪
রূপে ভুবন আলো করে, বিবিধ আয়ুধ করে,
মণিময় আভরণ অঙ্গে।
চলিল সুরবন্দিনী, তপ্ত-সুবর্ণ-বরণী,
সুহাস্যবদনী রঙ্গে ভঙ্গে ॥ ১২৫
গিরিবাসিনী যত মেয়ে, গৃহকার্য্য তেয়াগিয়ে,
পথ চেয়ে আছে পথ-মাঝে।
মায়ের আগমন অমনি, হেরিল যত রমণী,
শঙ্কর-রমণী রণ-সাজে ॥ ১২৬
পুলকে প্রফুল্ল কায়, দ্রুত গিয়া মেনকায়,
অমনি রমণীগণ বলে।

ওগো! গা তোল রাজমহিষি! ঐ এলো তোর উমাশশী,
পেলি দুর্গা,—দুর্গানাম-ফলে ॥ ১২৭

মূলতান—যৎ।

ওমা শৈল-রাজমহিষি! কাঁদিস্ নে গো আর—
তোমার দুঃখহরা উমা এলেন ঐ।
সে নাই তোর মেয়ে তারা, সিংহ-পৃষ্ঠে দশকরা,
রূপে দশদিক্ আলো করিছেন ব্রহ্মময়ী ॥ (জ)

গৌরী এলো এলো শুনি, এলো-থেলো পাগলিনী,
এলোকেশী হ'য়ে রাণী, ধরা-শয়ন ত্যজি অমনি উঠিল।
কৈ-কৈ কৈ গো মা! আমার সাধের উমা,
কন্যা হর-মনোরমা,
আজি কি শিবের শুভদৃষ্টি ঘটিল ॥ ১২৮
নয়ন-জলে দৃষ্টিহারা, বলে—কোলে আয় মা তারা!
জুড়াই দুটি নয়ন-তারা, মুখ দেখিলে দুঃখ খণ্ডে।
বিলম্ব দেখে তোমার, বিলম্ব ছিল না আর,
জীবন যেতো উমা! দণ্ডেক দু'দণ্ডে ॥ ১২৯
প্রেম-ভরে রাণী বলে, আয় রে গণেশ! কোলে,
জননীর জননী ব'লে,—

গেলে আর কি মনে তোদের হয় না।
কেমন আছেন বল্ ঈশানি! জামাই আমার শূলপাণি,
বিশেষ মঙ্গল বাণী, শুন্‌লে শিবের, দুঃখ আর রয় না॥১৩০
রাণী বলে,—কন্যা-ভ্রমে, দেখিবারে পায় ক্রমে,
এত নয় আমার উমে, ওহে গিরিবর! তোমায় কই হে।
কি হেরিলাম চমৎকার, যেন প্রলয় আকার!
দশকরা কন্যা কার, অবলা এমন কৈ হে॥ ১৩১
এ যে বামে বিরাজিত বাণী, দক্ষিণে বিষ্ণু-ঘরণী,
কমলা কমলদল মধ্যে।
ক্রোধে মহিষের প্রাণ হরে, চড়ি মৃগেন্দ্র উপরে,
নগেন্দ্র! আনিলে কারে,
গৃহ মধ্যে কার প্রাণ বধ্যে॥ ১৩২
আনিবে জানি সঙ্গে করি, আমার মেয়ে শঙ্করী,
ভয়ে মরি ভয়ঙ্করী, কার কন্যে কার জন্যে আন্‌লে!
যাহার জন্য গমন, সে কোথায় হে—সে কেমন!
ধৈর্য্য হয় না—অধৈর্য্য মন,
প্রাণ-উমার মঙ্গল না শুন্‌লে॥ ১৩৩

এই বলিয়া রাণী তখন কি বলিতেছেন,—

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কৈ হে গিরি! কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা! ডাকে মুখে আধ আধ বাণী॥
এ যে করি-অরিতে করি ভর,
করে করিছে রিপু-সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী,—
প্রবলা প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোক-ধন্যা ত্রিলোক-জননী॥ (ঝ)

মায়ের প্রবোধের জন্য গৌরীর দ্বিভুজা মূর্ত্তি-ধারণ;
মায়ে-মেয়ের কথা।

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব্ব রূপ পূর্ব্বের তনয়া॥ ১৩৪
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশ-জননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী॥ ১৩৫

দুই কক্ষে দুই শিশু, আশুতোষ-দারা।
উদয় হ'লেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা॥ ১৩৬
উমাচন্দ্র কোটি চন্দ্র জিনি রূপ ধরে।
দশ চাঁদ পড়িয়া মায়ের চরণ-নখরে॥ ১৩৭
হেরিয়া গগন-চাঁদ মলিন লজ্জায়।
চাঁদে কি তুলনা তাঁর,—চাঁদ প'ড়ে যার পায়॥ ১৩৮
শরদে শারদচাঁদের হাট, হৈল হিমালয়ে।
রাণী পাইল হাতে চাঁদ, উমাচাঁদকে পেয়ে॥ ১৩৯
উমা-চাঁদের পরিবার গগন-চাঁদকে ঢাকে।
চন্দ্রমুখী চাঁদ-মুখে জননী ব'লে ডাকে॥ ১৪০
রাণী বলে,—এলি আমার দুর্গা দুঃখহরা।
রোদনে রোদনে তারা! নাই মা! নয়ন-তারা॥ ১৪১
বিদায় দিয়া কি দায়, উমা! ঘটে গৃহবাসে।
আমার দেহ থাকে হিমালয়ে,
প্রাণ থাকে কৈলাসে॥ ১৪২
অদর্শনে ধরাসনে মৃত্যুসমা রই।
আজি প্রাণ এনে দেহেতে দিলি,
তেঁইতো কথা কই॥ ১৪৩
মা আছে,—মা! ব'লে মনে হয় না কিসের লাগি।
তোর শোকে, মা!—ম'লে হবি মাতৃবধের ভাগী॥ ১৪৪

আমি পুত্রহীনা, কন্যা বিনা, অন্য গতি কৈ।
তোর ভরসা—তোরি আশা, করি ব্রহ্মময়ি॥ ১৪৫
কোন্ দিনে, ত্যজিব প্রাণ, দিনে দিনে জরা।
অসমর্থ কালে তত্ত্ব, ক'রবি নে কি তারা॥ ১৪৬
তোর ভাব দেখে, ভবতারিণি! শঙ্কা মনে আছে॥
হ্যাঁ মা! অন্তকালে আনতে গেলে,
আসবি না গো পাছে॥ ১৪৭
রাণী-বাক্যে, মনোদুঃখে, কন শিবরাণী।
তুমি গো! আমার তত্ত্ব কর কৈ জননি॥ ১৪৮
জনক যাহার রাজা, মা যার রাজমহিষী।
ভাগ্যগুণে পতি না হয়, হয়েছে সন্ন্যাসী॥ ১৪৯
নারীগণের গঞ্জনাতে, লজ্জায় মরে যাই।
বলে, রাজার মেয়ে—শুনতে পাই,
তোর কি গো মা নাই॥ ১৫০
জনক পাষাণ—তেম্নি মা! তুমিও পাষাণী।
আমি পাসরিতে নারি মায়া, তেঁই আসি আপনি॥ ১৫১
রাণী বলে, ঈশানি! পাষাণী বটি আমি।
পাষাণ হওয়া ভালো মাগো! যার কন্যা তুমি॥ ১৫২
যেমন দরিদ্রের মন্দাগ্নি হইলে মন্দ নয়।
ভিক্ষুক ব্যক্তি নির্লজ্জ হইলে মঙ্গল হয়॥ ১৫৩

নারীর দেহ দুর্ব্বল হইলে মঙ্গল বটে।
যোগী ব্যক্তির তেজ-হ্রাস হ'লে মঙ্গল ঘটে॥ ১৫৪
অক্ষমের মঙ্গল,—না থাকে পরিবার।
সতী নারী কুরূপা হইলে মঙ্গল তার॥ ১৫৫
সন্নিপাতের রোগীর মঙ্গল, পান ক'রে গরল।
জন্ম-দুঃখী যে জন, তার মরণ মঙ্গল॥ ১৫৬
বোবার মঙ্গল,—কর্ণে কথা শুন্‌তে না পায় তবে।
তোর জননী পাষাণ,—তেম্‌নি মঙ্গল জানিবে॥ ১৫৭

বারোঙা—যৎ।

বিধি ভাগ্যেতে করেছে আমায় পাষাণী।
তেঁইতো তোর শোকে, এ দুঃখে,—
জীবন থাকে গো ঈশানি!॥
নৈলে কি ভেবেছ মনে, দেখা হ'তো মায়ের সনে,
উমা তোর অদর্শনে, বাঁচ্‌তো কি পরাণী॥ (ঐ)

এত বলি গিরিভার্য্যা ভাসে নয়ন-জলে।
করুণা করিয়া পুনঃ কন্যা প্রতি বলে॥ ১৫৮
অচলপতি হীনগতি—কি রূপে তত্ত্ব করি।
পূরাও গো সাধ, সে অপরাধ ক্ষম ক্ষেমঙ্করি॥ ১৫৯

কত লোকে, উমা! আমাকে, তোমায় দুঃখী বলে।
শুনে শুনে, মনাগুনে, সদা প্রাণ জ্বলে ॥ ১৬০
বলে স্বর্ণলতা, বিবর্ণতা, রাণি! তোর কুমারি।
করি ভিক্ষা, প্রাণ-রক্ষা, করেন ত্রিপুরারি॥ ১৬১
সবে ধন উমাধন, আরাধনের ধন।
রাখিতে চাই, ঘর-জামাই, মানে না ত্রিলোচন॥ ১৬২
তখনি মেনকারে, দর্প ক'রে, দুর্গা কন ছলে।
তোর জামাতার, দুঃখের কথা, কেবা তোরে বলে॥ ১৬৩
মোর ভর্ত্তা, হর্ত্তা কর্ত্তা, ত্রিভুবন-স্বামী।
বরং মা! তুমি দরিদ্র-জায়া, রাজমহিষী আমি॥ ১৬৪
কান্ত আমার কাশীকান্ত, অন্ত কে তাঁর জানে।
জগতে ধনী, ওগো জননি! আমার পতির ধনে।। ১৬৫
ভক্তি করি মোর পতিকে, যে জন করে ভিক্ষে।
মোক্ষ-ধন, ত্রিলোচন, তারে দেন কটাক্ষে॥ ১৬৬
নাই কিছুরি অভাব, দেখ্‌তে স্বভাব, দীন দুঃখীর প্রায়।
যে বুঝে ভাব, তার উঠে ভাব, ভবের ভাবনা যায়।.১৬৭
তোর ধনে কি, তোর জামাই-ঝি, সম্পত্তি পাবে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী—এনে তারে ধন দিবে।। ১৬৮
তার কখন দৈন্য থাকে, যার ঘরে তোর মেয়ে।
জগতে অন্ন যোগাই আমি, অন্নপূর্ণা হ'য়ে।। ১৬৯

রত্নাকর কুবেরাদি শিবের ধন রাখে।
কত পুণ্যে, মা! তুই কন্যে, সঁপেছিলি তাঁকে॥ ১৭০
আমি ইন্দ্রাণী তোয় কর্‌তে পারি, এমন পতির জোর।
দশ পুত্র সম কন্যা,—আমি কন্যা তোর॥ ১৭১
যত প্রতিবাসী হিংস্রক, সুখ তোরে বলে না।
দুঃখের কথা, ব'লে মাতা! দেয় তোরে বেদনা॥ ১৭২
রাণী বলে, মর্ম্মের কথা বল ব্রহ্মময়ি!
এত যে ঐশ্বর্য্য তোর, বাহ্যলক্ষণ কৈ॥ ১৭৩
সাজাইতে শঙ্করি! তোরে সাধ কি শিবের নাই।
রত্ন-আভরণ কেন দিলে না জামাই॥ ১৭৪
উমা-বিধুর অঙ্গ সুদুই,—কি করে ছার ধনে।
এলে দৈন্য-সাজে, পদব্রজে, সন্দেহ হয় মনে॥ ১৭৫
মেনকারে হাস্যমুখে উমা কন রঙ্গে।
ওমা! আভরণ, ত্রিলোচন, দেখিতে নারে অঙ্গে॥ ১৭৬
বলেন,এ অঙ্গ সাজাইতে কি ভুষণ আছে ত্রিভুবন-মাঝে।
তারিণী আমার শিরোমণি, মণি কি তোমায় সাজে॥ ১৭৭
চাঁদে কি বাঁধিলে মণি, অধিক উজ্জ্বল করে।
আমার শূন্য বেশে আশুতোষের সদা মন হরে॥ ১৭৮
পঞ্চাননের বাঞ্ছা মনে, যা হয়, তাই করি।
নৈলে অসংখ্য অমূল্য মণি যায় গড়াগড়ি॥ ১৭৯

রাণী বলে, কেন ভূষণ সাজিবে না মা ! গায় ।
হইলে হস্তিদন্ত স্বর্ণ-বাঁধা অধিক শোভা পায় ॥ ১৮০
আমি প্রত্যক্ষে দেখিব আজি নানারত্ন আনি ।
সাজে কি না সাজে অঙ্গ তোমার ঈশানি ! ॥ ১৮১

* * *

এই কথা বলিয়া, মেনকা,—গৌরীর অঙ্গে অঙ্গদ বালা তাড় প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন অলঙ্কার সকল দিতেছেন। এক্ষণে কলিতে যে সকল নূতন নূতন অদ্ভুত অলঙ্কার হইতেছে, তখন এরূপ ছিল না। এখনকার গহনা কিরূপ,—

এখনকার যে অলঙ্কার, চরণে কত চমৎকার,
পাঁয়জোরেতে বাজনঘুণ্টী বাজে।
মাঝখানেতে চরণপদ্ম, চরণ-শোভা করে হৃদ্দ,
বাজন নূপুরপাতা সাজে ॥ ১৮২
অঙ্গুলী কিবা শোভিছে, দুই পাশেতে আটনরি বিছে,
মাঝের অঙ্গুলে চুট্‌কি দেখি।
উপরে ঘুঙ্গুর ঘটা, পঞ্চমেতে কলস-আঁটা
কলস না থাকিলে বলে বেঁকী ॥ ১৮৩
বাঁক হয়েছে নানা রঙ্গী, হীরাকাটা জলতরঙ্গী,
কাটা মুখ রাণাঘেঁটে পুঁটে।

কোমরেতে চন্দ্রহার, চন্দ্র দেখে মানে হার,
কি শোভা চাবির শিকলি গোটে ॥ ১৮৪
হাতে সাজে খাসা খাসা, কাটা পঁইছে রসুনকোসা,
কাকণি গজ্‌রা মর্দ্দানা-তেথরি।
খয়ে জনারে লোহাবালা, তার মধ্যে কাঁটিপলা,
দক্ষিণে বাই শঙ্খ বাউটী চুড়ি ॥ ১৮৫
নূতন তাবিজ মুসূরে কোঁড়া, নকাসি বাজু থোপনা যোড়া,
যোড়া ঝাঁপা আর বকুলে পুঁটে।
গলার সাজ কতগুলা, চাঁপাকলি খড়কিমালা,
চিকণ মালা তেনরি আটপিঠে ॥ ১৮৬
হাঁসলিতে জিঞ্জির যোড়া, গলা বেড়া কবজ পোরা,
শোভাকরে সুবর্ণ মাদুলি!
কাণের সাজ কাণবালা, বীরবৌলী পুঁতিমালা,
গোখুরা চাঁপা ক্রমে সব বলি ॥ ১৮৭
ঢেঁড়িতে জড়াও ঝুমকা গাঁথা, খাসা পাশা পিপুলপাতা,
যোড়া যোড়া মুক্তা ঝুপি ঝোলে।
নাকের সাজটা সাজের মূল, ময়ূরে বেশর কর্ণফুল,
মুল্লুক যুড়ে নলক মাঝে দোলে ॥ ১৮৮
নঙ্গ নলক দাড়িনথে, যোড়া মতি বিবীয়ানাতে,
নলকে ঝুরি তেথরি তার দানা!

শিরে সাজ স্বর্ণ সিঁতি, এত অলঙ্কার দিলে পতি,
মাগীদের তো মাটিতে পা পড়ে না। ॥ ১৮৯

মেনকার নিকট—গৌরীর ভূষণ-সজ্জা ;—গৌরীর
অঙ্গে রত্ন ভূষণ মানাইল না।

তখন প্রেমানন্দে গিরিরাণী, রত্ন-আভরণ আনি,
উমারত্নে যত্নে সাজাইল।
কদাচ না শোভা পায়, আভরণ উমার গায়,
চাঁদেক যেমন রাহুতে গ্রাসিল ॥ ১৯০
খেদে রাণী ম্রিয়মানা দাসীগণে করে মানা,
বলে, আর এনো না তুচ্ছ আভরণ।
যা দিয়া সাজাতে দেহ, শীঘ্র মুক্তি করি দেহ,
মায়ের শূন্য দেহ করি দরশন ॥ ১৯১

আলিয়া—যৎ।

সাজিল না শঙ্করি ! মা তোর আভরণে সাজিল না
কোন্ বিধি গড়িল, মা ! তোর হর-অঙ্গনা ॥
কি রূপ ধরেছ তারা ! শরৎ-চন্দ্র-মুখী তারা,
মা ! আমি চাঁদের নাম রেখেছি তারা,—
নয়ন-তারা ছিল না ॥

রূপে হরের মন হরে, মনের অন্ধকার হরে,
মা! ওমা! তাইতে বুঝি,
ত্রিনয়ন তোরে নয়ন ছাড়া করে না॥ (ট)

হিমালয়ের গৃহে দুর্গাপূজা,—
হিমালয়ের স্তব।

শুভ যাত্রায় শুভ ফল প্রাপ্ত হন গিরি।
শুভ দিন শুভক্ষণে এলেন শঙ্করী॥ ১৯২
ত্বরায় গিরি করে শুভ মঙ্গল আচরণ।
শুভ সপ্তমীতে শুভ পূজার আয়োজন॥ ১৯৩
তন্ত্রধারক মন্ত্র পাঠ করেন পুস্তক ধরি।
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মময়ীর পূজা করেন গিরি॥ ১৯৪
যত্ন করি আসনে বসিল মন-শুদ্ধে
স্থানে স্থানে চণ্ডীপাঠ চণ্ডীর সান্নিধ্যে॥ ১৯৫
তনয়া চণ্ডীর ধ্যান করি তদন্তরে।
শিরে পুষ্প দিয়া পূজেন মানসোপচারে॥ ১৯৬
মানসে হেরিয়া গিরি, মানস চঞ্চল।
দেখেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার উমারি সকল॥ ১৯৭
উদরস্থ সমস্ত, মেয়েতো মেয়ে নয়।
তনয়া তনয়া তো নয়, ইনি জগন্ময়॥ ১৯৮

কোটি ব্রহ্মা কোটি বিষ্ণু কোটি শূলপাণি।
চরণে আশ্রিত সর্ব্বেশ্বরী শিবরাণী ॥ ১৯৯
ধ্যান ত্যজে, গিরি কহে চক্ষে শতধার।
আমি কি দিয়া পূজিব, চণ্ডি! চরণ তোমার ॥ ২০০
আমি তো এ আধিপত্যের অধিপতি নই।
কার দ্রব্য কারে তবে, দিব ব্রহ্মময়ি ॥ ২০১
ভ্রান্ত হ'য়ে আমার আমার লোকে করে।
ভ্রান্ত না হইয়া কেবা গৃহাশ্রম করে ॥ ২০২
মহামায়া! কি মায়া দিয়াছ আমায় তুমি।
মম দ্রব্য গ্রহণ কর, তোমায় বল্‌ছি আমি ॥ ২০৩

বারোঙা—যৎ।

উমা! কি ধন আছে আমার দিতে পারি।
দেখিলাম, নয়ন মুদে ব্রহ্মাণ্ডময় সকলি তোমারি ॥
কি দিব তোয় রত্নবাস, রত্নাকর তব দাস,
কাশী মাঝে বাস, অন্নপূর্ণেশ্বরি!
কুবের ভাণ্ডারী ঘরে, কে বলে ভিখারী হরে,
তোমার ত্রিলোচন ভিখারীর দ্বারে,
ত্রিজগৎ ভিখারী ॥ (ঠ)

হিমালয়ের উদ্বেগ।

প্রসন্না প্রসন্নময়ী কন পিতা প্রতি।
সঙ্কল্পিত পূজা-সাজ করহ সম্প্রতি ॥ ২০৪

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে সকলি আমার।
দিয়াছি তোমারে যে ধন, তব অধিকার ॥ ২০৫

চণ্ডীর কৃপায় চণ্ডী পায় পূজে গিরি।
সপ্তমীর দিবা সাঙ্গ, হইল শর্ব্বরী ॥ ২০৬

উমার আগমন-আশে জগৎ উল্লাসে।
তারা পানে চেয়ে গিরি, নয়নজলে ভাসে ॥ ২০৭

বিরস বদন জন্য, হ'য়ে মনোদুঃখী।
পিতার ভাব দেখে, সুধান শিবে শরদিন্দুমুখী ॥ ২০৮

তিন দিন কৈলাসে মহেশ হ'য়ে বাম।
আমি তো করেছি পূর্ণ তব মনস্কাম ॥ ২০৯

ত্রিভুবন মগ্ন হ'লো সুখের সাগরে।
তুমি কি দুঃখে ভাসিছ, পিতা! নিরানন্দ-নীরে ॥২১০

কুমারীর বাক্য শুনি, গিরিরাজ কহে।
ঘন সম ঘন ঘন চক্ষে ধারা বহে ॥ ২১১

করেছ আনন্দময়ি! জগতের আনন্দ।
আমায় করেছ, উমা! তুমি নিরানন্দ ॥ ২১২

তুমি এসেছ বসেছ ভাল, তায় সুখ হ'লো না!
যাবে যে মা জগদম্বা! তাই মনে জাপনা ॥ ২১৩
আসিবে আসিবে, শিবে! আশায় জীবন ছিল।
না আসিতে, ছিল আশা, সে আশা ফুরাল ॥ ২১৪
আসিবে কাল, হ'য়ে কাল, গলে কাল-ফণী।
নবমীতে হবে আমার কি কাল রজনী ॥ ২১৫
কিঞ্চিৎ করুণা যদি কর কৃপাময়ি!
তবেতো আনন্দে আমি কিছু দিন রই ॥ ২১৬

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হর-মহিষি।
রয় যদি মা! শত যুগ এ সুখ-সপ্তমী-নিশি ॥
মনের মানসে তবে ওমা সর্ব্বমঙ্গলে!
পূজি পদ বিল্বদলে, জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী ॥
এসো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ-নিবারণ,
আশু ল'য়ে যায় গো মা! আশুতোষ আসি ॥
তুমিতো আপন-বশ নও জানি মা অভয়ে!
হর-বাসে হর-বশে হর কাল হরপ্রিয়ে!
শ্মশানেতে ল'য়ে যাবে সে শশ্মান-নিবাসী ॥ (৬)

আগমনী।

(২)

হিমালয়ে গৌরীর আগমন।

সঙ্গে করি শঙ্করী, সব সাধ পূর্ণ করি,
গিরিপুরে উপনীত গিরি।
নগরে মহা-উৎসব, পথে গিয়ে নাগরী সব,
তারাকে সুধায় ত্বরা করি ॥ ১
কথা ছিল কা'ল আসিবে, ও শিবসুন্দরি শিবে!
কেন মা! তোর হ'লনা কা'ল আসা।
জলধর-আশায় আকুল, যেমন চাতকের কুল,
কা'ল অবধি আমাদের সেই দশা ॥ ২
উমা কন জনক-ধাম, পরশ্ব আমি আসিতাম,
কি করিব, আমারে শূলপাণি।
করলেন সারাদিনটে দণ্ধা, বল্লেন,—ওহে দিনটে দগ্ধা,
আজি তুমি যেও না দীন-তারিণি। ॥ ৩
কালি বল্লেন,—মঙ্গলে, ষষ্ঠী আর মঙ্গলে,
যোগ হয়েছে—পাপ-যোগে যেও না।

জ্যোতিষের পুঁথিখান, খুলে দেখেন দিনমান,
আমাকে পাঠাতে তাঁর, শুভ দিন মেলে না ॥ ৪
নানা শাস্ত্র জানেন নাথ, তিনি আমার বৈদ্যনাথ,
নিদানেতে তাঁরি ভারি ক্ষমতা।
কেবা বোঝে কারে কই, শুনে বড় দুঃখিত হই,
মা বলেন মোর নির্গুণ জামাতা ॥ ৫
নারীগণ কয় ভাল ভাল, শশিমুখি! তোর শশিভাল,—
হকু ধনহীন, পণ্ডিততো বটে।
আছে ধন নাই গুণ, সে ধনের মুখে আগুন,
পেটে খেতে পায় না তবু, বিদ্যা রকু পেটে ॥ ৬
যা হকু এখন যাও ত্বরায়, তোর বিলম্ব দেখে ধরায়,
হারিয়ে জ্ঞান প'ড়ে আছে মেনকা।
বিলম্ব ক'রো না আর, চন্দ্রমুখি! অন্ধকার,—
ঘুচাও তার, দিয়ে একবার দেখা ॥ ৭
তোর মায়ের প্রতিবাসিনী,একবার একবার যেও ঈশানি!
আমাদের ঘরে ল'য়ে দুটী তনয়।
ইহা ব'লে যত কামিনী, অগ্রে হ'য়ে দ্রুতগামিনী,
উমার আগমন মেনকারে কয় ॥ ৮

———

সিন্ধু—একতালা।

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা! কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী।
মা গো ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি।
আমরা ভাব্‌তেম ভবের প্রিয়ে, মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয় হারিণী॥
ধর্‌লি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী,—
মা তোমার ঐ তারা,চন্দ্রচূড়দারা, চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,—
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা! তোর হর-মনোমোহিনী॥ (ক)

———

গৌরীর আগমন-সংবাদে মেনকার আনন্দ,—কিন্তু আগমন-
বিলম্বে উদ্যোগ—গৌরীর অন্বেষণ।

ঘরে এলেন শঙ্করী, এই কথা শ্রবণ করি,
মৃত দেহে যেন শিখরী, পাইলেন জীবন।

এখানেতে মহামায়া, তেয়াগিয়া দয়া-মায়া,
মায়ের প্রতি করি মায়া, না দেন দরশন॥ ৯
যারা বল্‌লে এলো তারা, অবাক্ হ'য়ে রৈল তারা,
নয়নেতে থাক্‌তে তারা, অন্ধ তাদের আঁখি।
পাষাণী কয় কেঁদে কথা, কই প্রাণের ঈশানী কোথা,
প্রাণ যায় আমার, ব্যাপকতা—তোরা কর্‌লি নাকি॥ ১০
নারীগণ কয় করি কিরে, ক'রে বিধিমতে সঙ্কট-কিরে,
সঙ্গে নে তোর শশিমুখীরে, এনেছিলাম এখানে।
ভাল মন্দ জানিনে মা! আমাদিগে দে মা! ক্ষমা,
ওগো রাণি! তোর উমা,—মেয়ে কি কুহুক জানে॥ ১১
আসিছে গিরিবর সনে, তাই শুনে যাই দরশনে,
নারীগণের এই কথা শুনে, উঠে গিরিমহিষী।
ঘরে ঘরে গিয়ে সুধায়, বারে বারে রাজপথে ধায়,
যেন পাগলিনী প্রায়, বিগলিতা-কেশী॥ ১২
দেখেছ আমার পার্ব্বতীকে, রাণী সুধান যত পথিককে,
তা-বই গিয়ে নিজপতিকে, কেঁদে কন শিখরী।
তুমি সঙ্গে ক'রে আন্‌লে শৈল! শৈলজা মোর কোথা রৈল,
খাব বিষ, অনেক সৈল,—আর সৈতে নারি॥ ১৩
হ'লো আসা প্রাণ-উমার, সুবচন শুনে তোমার,
সুবচনীর দিব ধার, মানস্ করেছি।

যার জন্য স্বস্ত্যয়ন, তুলসীদলে নারায়ণ,
বিল্বদলে ত্রিলোচন, আরাধন করেছি ॥ ১৪
কালি ঘুচাইবেন কালী, কোটি জবাতে আমি কালি,
পূজিয়ে দক্ষিণাকালী, দক্ষিণান্ত করি।
উমায় ক'রে বাসনা, শ্যামার যে উপাসনা,
আমায় তাঁর করুণা, কৈ হ'লো হে গিরি! ১৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

গিরি! যার তরে হে আমি পূজিলাম শ্যামা।
কৈ মোর শশিধর-প্রিয়ে উমা-শশী,
ষোড়শী অতসী কুসুম সমা।
তুমিতো সেই দুঃখ—ভঞ্জিনীর চাঁদমুখ,—
নিরখিয়ে দুখ হ'য়েছে তব ভঞ্জন,
হে রাজন্! বল কি দোষ পেয়ে,
আমার সে নিদয়া মেয়ে,—
হয় তোমারে সদয়া আমারে বামা ॥
দাশরথি বলে দেখ্‌বি যদি মেয়ে, দুনয়ন—মুদিয়ে,
হৃদি-পদ্মাসন কর অন্বেষণ,
তাঁরে অন্বেষণের তরে, কাজ কি অন্য ঘরে,
অন্তরে বিহরে সে হর-রমা ॥ (খ)

গিরি বলে সে কি রাণি! ভবনে আমি ভবানী,—
সঙ্গে করে আনিলাম এখনি।
এই যে শুভ সপ্তমীতে, তৃপ্ত মন তাঁর এই ভূমিতে,
কোন খানে যাবে না ত্রিনয়নী॥ ১৬
কেন কেন ধরাশয়ন! কর মেয়ের অন্বেষণ,
আছেন কোন প্রতিবাসিনীর বাসে।
তুমি কি জাননা শিখরি! ক্ষণজন্মা ক্ষেমঙ্করী,—
মেয়েকে আমার সবাই ভাল বাসে॥ ১৭
যখন আমি কৈলাসে যাই, রমণী এসে একজাই,
মেয়ের প্রশংসা সবাই করে।
বলে,—কি পুণ্য বলিতে নারি, রত্নগর্ভা তোমার নারী,
হেন রত্ন রাণী ধরেন উদরে॥ ১৮
মেয়ে যেন সাক্ষাৎ সতী, জগতে করে বসতি,
মেয়েত অনেক দেখ্‌তে পাই।
হেন মেয়ে জন্মান ভার, তোমার জগদম্বার,
জগতে তুলনা দিতে নাই॥ ১৯
পতিকে ভক্তি পতিকে ভয়, হেন লক্ষ্মী মেয়ে কি হয়,
লক্ষ্মী যেমন নারায়ণের দাসী।
ঘরে সুখ নাই তায় কি ক্ষতি, শুনে মেয়ের সুখ্যাতি,
সুখের সাগরে আসি ভাসি॥ ২০

দেখ,—সেই মেয়ে কি এসে ঘরে,
তোমায় দুঃখ-সাগরে,—
ভাসাতে পারে আশা ভঙ্গ ক'রে ?
আমার উমা স্বর্ণলতা, পথে হ'য়ে প্রসন্নতা,
আদর পেয়ে গিয়েছেন কার ঘরে ॥ ২১
অনাদরে দিলে ক্ষীর, উমা আমার দু-আঁখির,—
কোণে তা দেখেন না—আমি জানি !
আদরে তণ্ডুল-চূর্ণ, দিলে তাঁর বাসনা পূর্ণ,
করেন আমার দয়াময়ী ঈশানী ॥ ২২
রাণি হে ! আমার ত্রিনয়নী, দা-ধর্ম্ম-পরায়ণী,
তন্ত্রকথা শুনায় মন,—সোণা চান্ না কাণে
বেদের উত্তম কথা উত্থাপন হয় যথা,
উত্তরেন গিয়ে সেই খানে ॥ ২৩
উমার আমার আছে পণ, করেন মন সমর্পণ,
হর-কথা, কি হরি-কথা যথায়।
অথবা যথায় চণ্ডীপাঠ, থাকেন তাহারি পাট,
দেখ রাণি ! তাই বুঝি কোথায় ॥ ২৪

আলিয়া—যৎ।

রাণি! কাঁদ কেন, দেখ চণ্ডীপাঠ হয় আজি কার ভবনে।
চণ্ডী শুনে তোমার চণ্ডী আছে সেই খানে।
অথবা দিই তত্ত্ব বলে, পাবে হে তত্ত্ব করিলে,
বিল্ববৃক্ষ-মূলে মূল্য-বিহীন ধনে॥ (গ)

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভবনে দুর্গার অধিষ্ঠান।

গিরি দিল অভয়-জল, মনে কিছু মন্দানল,
হ'লো রাণীর শুনে পতির বাণী।
হেথায় শুন বিবরণ, দেখা দিতে কাল-হরণ,
যে হেতু করেন কালরাণী॥ ২৭
দ্বিজ এক জন অতি দীন, শুভ সপ্তমীর দিন,
মায়ের পূজায় হ'য়ে অসমর্থ।
বলে, এমন শুভ দিনে, জগদম্বা-পূজা বিনে,
বৃথা জন্ম জীবন অনর্থ॥ ২৬
ধিক্ ধিক বলিয়ে প্রাণে, দ্বিজ মনের অভিমানে,
বনে গিয়ে করিছে রোদন
গণেশেরে সঙ্গে করি, সেই বনেতে শঙ্করী,—
মা গিয়ে দিলেন দরশন॥ ২৭

কিবা দয়া তারিণীর, তার দুটী চক্ষের নীর,
মুছান নিজ বসনের অঞ্চলে।
বলেন বাছা! বল আশুতো,
আজ, হারালে ধন কি হারালে সুত!
কি দুঃখে ভাসিছ নয়নজলে॥ ২৮
জগদম্বার আগমন, জগতের আনন্দ মন,
শোকসন্তাপ কেহ রাখে না চিতে।
পুত্রশোক-পাসরা দিন, চিত্ত-সুখে রাজা কি দীন,—
পুত্র সঙ্গে নৃত্য করেন গিতে॥ ২৯
এমন দিনে কাঁদ্‌লে পরে মহামায়ার মহিমা হরে,
মহীতলে নাম তাঁর থাকে না।
আমার কথা শুনে শ্রবণে, আন পূজা আনন্দ-মনে,
যাও ভবনে বনে আর কেঁদ না॥ ৩০
দ্বিজ কন, কে তুমি গো মাতা,
তোমায় আর কি বলিব মাথা!
সাধে কি মা আমি রোদন করি।
ওগো মায়ের তো সন্তান সব, তিনিত কন সব প্রসব,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী॥ ৩১
পুত্র কেন ন্যূনাধিক, কেউ হলো তাঁর প্রাণাধিক,
শত্রুবৎ কেউ ভবে হয়েছে।

আমার প্রতিবাসীরা প্রতি ঘরে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতিমা ক'রে,
করিছে পূজা শুভদিন পেয়েছে ॥ ৩২
যদি প্রতিমা আদি নাই ঘটে, শুনেছি পূজা হয় ঘটে,
কিন্তু মাগো! মায়ের একি ঘটনা।
একটী মৃত্তিকার ঘট, কিনিতে আমার দুর্ঘট,
নাই দরিদ্র আমার তুলনা ॥ ৩৩
বৃথা মোর জনম যায়, জনম-যাতনা জায়-বেজায়,
কোন কর্ম্ম হলো না এসে ভবে।
যদি দিতেন এমন অভয়, দীনের প্রতি শমন-ভয়,
না থাকত—ক্ষতি ছিল না তবে ॥ ৩৪
করিবে শমন দোর্দ্দণ্ড, বারংবার আমারে দণ্ড,
এই ছিল জগদম্বার মনে।
কিসে পাব পরিত্রাণ, মায়ের উপর অভিমান,—
ক'রে আমি সেই দুঃখে কাঁদ্‌ছি বনে ॥ ৩৫
মা কন, বাছা! পার্‌বি জানতে,
আর তোকে হবে না কাঁদ্‌তে,
কেঁদে কেঁদে সাঙ্গ হলো কান্না।
মা মেলে মা ব'লে কাঁদে, সেই ছেলেতো মাকে বাঁধে,
লজ্জা পেয়ে মা তাকে কাঁদান না ॥ ৩৬

মা চায় না যে সব ছেলে,　আর আর সঙ্গী পেলে,
　　হেসে খেলে বেড়ায় মাকে ভুলে।
মাতা তার কাছে না যান,　অনাসে অবকাশ পান,
　　কাঁদে যে ছেলে,—তাকেই করেন কোলে॥ ৩৭
দীন আর দীন-তারাতে,　দিন ব'য়ে যায় এই কথাতে,
　　হেথা রাণী কন্যা-অন্বেষণে।
যেখানে হয় চণ্ডীপাঠ,　সুধান গিয়ে তারি পাট,
　　হেঁগো! আমার উমা আছে এখানে॥ ৩৮
　　তারা বলে, ওগো পাষাণি!
　　এই খানেই ছিলেন ঈশানী,
　　দুর্গা ব'লে এখনি একজন।
নিকটে কে করলে ধ্বনি,　উমা হ'য়ে উন্মাদিনী,
　　অমনি তথা করিলেন গমন॥ ৩৯
দুর্গা ত জগদীশ্বরী,　দুর্গাসুর বধ করি,
　　দুর্গা নাম তিনি পেয়েছেন ভবে।
　　তোমার মেয়ের ও নাম যে কয়,
　　রাশ্ নাম যদ্যপি হয়,
　　প্রকাশ করা ভাল নয়, মা! তবে॥ ৪০

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মেয়ের ত তুমি গো মা!
নামটী উমা রেখেছিলে।
কেন মা! তোর উমাকে ডাকে দুর্গা দুর্গা ব'লে।
শুন মা গিরিদারা! দীন-হীন ভবে যারা,
দীন-তারা তোর মেয়ের নাম, রেখেছে তারা সকলে।
কেও ডাকে ত্রিগুণধারিণী,
কেও ডাকে ত্রিতাপহারিণী,
কেও ডাকে সর্ব্বাপদহারিণী—সর্ব্বমঙ্গলে ॥ (ঘ)

মেনকার গৌরী-অন্বেষণ,—কোন পথিকের মুখে গৌরীর সন্ধান ও পরিচয়-লাভ।

এই কথা শ্রবণে শুনে, পুনঃ মেয়ের অন্বেষণে,
নগরে অমনি ধাবমানা।
যান বৎসহারা গাভী প্রায়, মেয়ের যে কি অভিপ্রায়,
তাতো কিছু চিত্তে নাই জানা ॥ ৪১
বেদে নাই যাঁর সন্ধান, রাণী করেন তাঁর সন্ধান,
নিগূঢ় কথার সন্ধান না পেয়ে।
ঝর-ঝর জল নয়ন-পথে, যাকে দেখেন—সুধান পথে,
হেঁগো, তোমরা দেখেছ আমার মেয়ে? ॥ ৪২

বিদেশী পথিক যারা, রাণীকে কাতরা দেখে তারা,
সুধায় মা গো! মেয়েটি তোমার কেমন।
রাণী কন,—আমার উমার, যোগ্য নাইকো উপমার,
কি দিয়ে কই উমা যে আমার এমন ॥ ৪৩
চাঁদতো নিশির আঁধার নাশে,
আমার চাঁদের তুলনা সে,
হবেনা রে—চাঁদ কি লাগে চিতে।
আমার চাঁদের চাঁদ সেই ঈশানী,
মনের অন্ধকার-নাশিনী,
তারার কাছে চাঁদের আলো মিথ্যে ॥ ৪৪
পথিক বলে,—দেখেছি মা! মেয়ে একটি অনুপমা,
অনুমানে সেইটি তোমার হবে।
ছেলে একটি অগ্রে করি, ছেলেটির আবার মুখটি করী,
একি অসম্ভব ছেলে ভবে ॥ ৪৫
গাটি যেন সিঁদূর-ঘোঁটা, চারিটি হাত পেট্‌টি মোটা,
একবার একবার উঠ্‌ছে মায়ের কোলে।
গজমুখকে ল'য়ে অমনি, চলেন যেন গজগামিনী,
দেখ্‌লে সেরূপ মুনির মন ভুলে ॥ ৪৬
গাটি মানুষ—মুখটি গজ, না জানি কার অঙ্গজ,
মেয়ের ত গর্ভের ছেলে নয়।

বুঝি পোষ্যপুত্র হবে সে সুত, কিন্তু ছেলের সোহাগ যত,
গর্ব্ভের ছেলের এত কি সোহাগ হয় ? ৪৭
আর একটি দেখিলাম পরে,
পাছে যাচ্ছে পাখার উপরে,
তার রূপ বর্ণন করিতে নারি !
বর্ণ বদন কু-মার, ছেলে যেন রাজকুমার,
মা যেমন রূপে রাজকুমারী ॥ ৪৮

* * *

বিল্ববৃক্ষ-মূলে মেনকার গৌরী-দর্শন।

মেয়েটির শোভা কেমন, গায়ত্রীর শোভা যেমন,
আদ্য অন্তে দুটি প্রণব ল'য়ে।
ঐ বিল্ববৃক্ষ দেখা যায়, তারা এই মাত্র ঐ পথে যায়,
দেখ গে মা ! দ্রুতগামিনী হ'য়ে ॥ ৪৯
শ্রুতমাত্র শ্রুতিমূলে, দ্রুত গিয়ে বিল্বমূলে,
অমূল্য ধন করি দরশন।
মুখপানে চেয়ে রাণী, মৃতদেহে পায় পরাণী,
মৃত্যুঞ্জয়-রাণীকে রাণী কন ॥ ৫০

অহং-সিন্ধু—একতালা।

ওমা শঙ্করি! আমার স্বর্ণপুরী, ত্যেজে কেন বিল্বমূলে।
কত কেঁদে মলাম উমে! মায়ের কপাল-ক্রমে,
এমন অবোধ মেয়ে, তুমি জন্মেছ কুলে॥
রেখ মায়ের কথা কানে, যেখানে সেখানে,
বসো না বসো না ওমা বিমলে!
দুখ পাবি গো উমে! কোলে আয় মা! ত্যেজে বিল্বমূলে,
যেন কণ্টক বেঁধে না তোর চরণ-কমলে॥
ঘরে মা! যখন আসিবে, মায়ের দুখ নাশিবে,
মা বলিবে,—তুষিবে,—বসিবে কোলে।
শিবের বামে বসো মা!
(বসো বসো মা! একবার মায়ের কোলে)
আর তোর দাস—দাশরথি-হৃদয়-কমলে॥ (৬)

বিল্ববৃক্ষের গুণ।

শুনি কন জননী, জননী-বিদ্যমানে।
সাধে কি বিল্বমূলে বসি, বশীভূত এখানে॥ ৫১
রত্ন-ঘরে ব'সে, অঙ্গ শীতল হয় না এমন!
বিল্বতল শীতল, ভূতল মধ্যে যেমন॥ ৫২

জগতে বলে—সুগন্ধি চম্পক শতদল।
আমি জানি সৌগন্ধ নাই তুল্য বিল্বদল॥ ৫৩
আমি আর আমার স্বামী, আর দুটি মোর সুত।
আমাদের দল মাত্র বিল্বদলে রত॥ ৫৪
খাদ্য-দ্রব্য-বিল্বদল ভোগ যেখানে পাইনে।
অমনি অরুচি হয়, ক্ষীর দিলে তা খাইনে॥ ৫৫
আসন ক'রে বসেন পতি বিল্বপত্রোপরে।
মোক্ষফল দেন, বিল্বদল পেলে পরে॥ ৫৬
শুনি উমাকে কহিছে এক গিরিবাসিনী নারী।
কথা সত্য—আমিও বিল্বের গুণ শুনেছি ভারি॥ ৫৭
বিল্বছাল পাঁচনে লাগে কবিরাজে কয়।
কাঁচা বেল কেটে শুকালে, বেল-শুঠি হয়॥ ৫৮
পুড়িয়ে খেলে কাঁচাবেল গৃহিণী রোগ দূর।
পাকা বেলের অনন্ত গুণ মধু হ'তে মধুর॥ ৫৯
রস বিনা কি বশ হয়েছে তব কৃত্তিবাস।
বিল্বপত্র জারক বড় বায়ু-পিত্তনাশ॥ ৬০
ওগো উমা! মহৌষধি ঐ বেল যদি না রাখত।
তোমার স্বামার এমন ধারা কান্তিপুষ্টি কি থাকৃত॥ ৬১
ধুতূরা আদি বিষগুলা, সব খান যে অবহেলে।
শীর্ণ হয়ে যেতেন—কেবল জীর্ণ হয় বেলে॥ ৬২

শুনি আর এক ধনী বলে, ভেবে মলাম আমি।
বিল্ব তুল্য বস্তু নাই, কন্ তোমার স্বামী॥ ৬৩
পাক্‌লে বেল, কলে কিছু ফলে বটে আনন্দ।
পাতাগুলা মাথায় কেন, করেন সদানন্দ॥ ৬৪
জগতে কেহ পায় না বাছা! পাতায় আবার কি রস।
যাতে রস নাই, তোমার পতি সেই বস্তুর বশ॥ ৬৫
তোমার পতির বশে যদি লোককে চলিতে হয়।
তবে হয় বড় সুখ,—হয় ফেলে বলদ চড়্‌তে হয়॥ ৬৬
ত্যজ্য করে, ভদ্রাসন ত্যজে ভদ্রগণে।
শ্মশানে গিয়ে বস্‌তে হয়, বীরভদ্রের সনে॥ ৬৭
এইরূপেতে রসিকতা কথার আলাপন।
নারী পরে চল্‌লো ঘরে আপনা-আপন॥ ৬৮

* * *

হিমালয়ের গৃহে গৌরী ;—মেনকার সোহাগ।

মেয়ে পেয়ে রাণীর তাপিত অঙ্গ জুড়াইল।
লয়ে হর-অঙ্গনাকে অঙ্গনে চলিল॥ ৬৯
বাসে গিয়ে, বাসনা পূরাণ, বসাইয়ে কোলে।
ক্ষীর সর আনিয়া দেন, বদনকমলে॥ ৭০
বয়ান পানে চান, আর দুটি নয়ন ভাসে।
মৃদুভাষে ত্রিনয়ন-রাণীকে রাণী ভাষে॥ ৭১

নগরে আজি কি শুনিলাম, শুন মা শুন মা!
আমি সাধ ক'রে, সাধের নিধির নাম রেখেছি উমা॥ ৭২
মা চেয়ে কে আদর জানে—একি অসম্ভব।
জগতে কে নানারূপ নাম রেখেছে তব॥ ৭৩

———

সুরট—একতালা।

কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী।
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী,—
বল, মা হ'তে প্রাণ-উমা!
কার কাছে এত মা! হয়েছ আদরিণী।
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা-গো! আবার আজি শুনিলাম,
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম,—
ভবের ভয়-নাশিনী॥
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিছিলাম,
দুখে দুখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে মা! তোর দুঃখহরা নাম,
আমিত জানি দুখিনী,—

সুদানন্দের ঘরে অন্ন-শূন্য সদা,
কে তোমার নামটি রেখেছে অন্নদা,
দাশরথি দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভব-ভয়-হারিণী ॥ (চ)

গণেশ কন মাতামহী! আমার ত মাতা মহী,—
স্বর্গ পাতাল কর্ত্রী,—তা জান না।
তুমি গর্ব্ভে প্রসবিলে, ভ্রমেতে মনে ভাবিলে,
মাতা পিতা তোমরা দুই জনা ॥ ৭৪
যা ভেবেছ তাতো নয়, গিরি,—মায়ের তাত নয়,
মা! নও তুমি,—সুধায়ো নারদেরে।
যাঁর আদর ক'রে নাম উমা, রেখেছ—উনি জগতের মা,
মহামায়া তোয় মা বলে মায়া ক'রে ॥ ৭৫
যাঁর উদরে ব্রহ্মাণ্ড, ধরা প্রভৃতি সপ্তখণ্ড,
বহ্নি বায়ু আদি সমস্ত হয়।
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ বিশ্ব, চর্ম্ম চক্ষের অদৃশ্য,
সেও কখন গর্ব্ভে জন্ম লয় ॥ ৭৬
মায়ের নাম যে ত্রিগুণধরা, তুমি জানবে কি গুণ দ্বারা,
পিতা আমার নির্গুণ শূলপাণি।

হ'য়ে নয়ন মুদে শবরূপ, দেখেন মায়ের গুণরূপ,
আদর করেন নানা রূপ,—
নাম রেখেছেন তিনি ॥ ৭৭
আদরের ধন দেখিলে পরে, পরেও তাকে আদর করে,
জন্ম অন্ধের কাছে কি গগন-চাঁদের ব্যাখ্যে ?
যে কন্যে জন্মিল ভবে, যাঁকে তুমি সঁপেছ ভবে,
তাঁকে তুমি দেখেছ কবে চক্ষে ॥ ৭৮
দেখ্‌তে পায় না চরাচরে, চর্ম্ম-চক্ষের অগোচরে,
সদা থাকেন সদানন্দ-রাণী
শুনি পাষাণী হেসে কয় উমা তোমার জ্যেষ্ঠ তনয় —
অবোধ গণেশ কি বলে ঈশানি ॥ ৭৯
উমা কন,—জ্যেষ্ঠ তনয়- মাগো ! আমার অবোধ নয়,
গণেশ আমার বড় জ্ঞানবান।
আমাকে আর গঙ্গাধরে, মানুষ ব'লে নাহি ধরে,
মাতা পিতায় তুল্য ব্রহ্মজ্ঞান ॥ ৮০
তদন্তরে কন ঈশানী, জানি মা ! তোমার নাম পাষাণী,
কাজে পাষাণী আজ কেন মা ! হ'লে।
এ যে মিছে আদর ওমা শিখরি !
আমাকে বসিলে কোলে করি,
আমার গণেশ দাঁড়িয়ে ধরাতলে ॥ ৮১

ধন জন মা জন্য কার? তোমার পুরী অন্ধকার,
বংশ-হীন হয়েছিল কুল।
কন্যা ত মা বংশ নয়, বিধি আমাকে দিল তনয়,
গণেশ তোমার কুল-রক্ষার মূল ॥ ৮২
রাণী কন মা! বলা অধিক, প্রাণাধিকের প্রাণাধিক,
গণেশ আমার তাত আমি জানি
কি করিব মা! বুঝে না মন,
গণেশে মন তোমার যেমন
তেমনি আমার গণেশ-জননী ॥ ৮৩
তুমি একবার শঙ্করি তব গণেশকে কোলে করি,
বস মা! এই রত্ন-সিংহাসনে।
আনিগে গিরিকে ডেকে, সোণার গাছে হীরে দেখে,
জন্ম সফল করি দুই ফলে ॥ ৮৪
শুনি মায়ের উপাসনা, পূর্ণ করিতে বাসনা,
পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী তখন।
কোলে করি করি-মুখে, স্তন দান করিছেন মুখে,
রাণী রূপ করিছেন দরশন ॥ ৮৫

গৌরীর গণেশ-জননী-রূপ-ধারণ ;—মেনকা ও
গিরিরাজের সে রূপ-দর্শনে ভাবাবেশ।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু, বালক-চন্দ্রধরা,
বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি,
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে,—
দাশরথি কহিছে রাণি! দুই তুল্য দরশন,
হের ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে, বসেছে মা ব'লে॥ (ছ)

কাশীখণ্ড।

গৌরীর গিরিপুরে গমন,—ভোলানাথের বিহ্বলতা।

উমা যান শরৎকালে, সপ্তমীর প্রত্যুষকালে,
হিমাচলে—মহাকালের লয়ে অনুমতি।
নাই জ্ঞান-বুদ্ধি সমুদায়, দিয়ে বিদায় মোক্ষদায়,
পড়েছেন মুখ্য দায়, কৈলাসের পতি ॥ ১
তিলার্দ্ধ নাই উৎসব, শক্তি বিনে যেন শব,
ভুবন অন্ধকার সব, দেখিছেন শোকে।
কোথা শিঙ্গা ডম্বুর, মনে নাই শম্ভুর,
নয়নের অম্বুর,—ধারা পড়িছে বুকে ॥ ২
গলে ছিল হার অস্থির, এম্‌নি চিত্ত অস্থির,
কোথা গেলে নাহি স্থির, রয়েছেন পাসরি।
কোথা ঝুলি কোথা সিদ্ধি, ভুলে গিয়াছেন অঙ্ক-সিদ্ধি,
কোন কর্ম্ম নাই সিদ্ধি, বিনে সিদ্ধেশ্বরী ॥ ৩
মনে নাই তন্ত্রসার, একবারেতে অতি-অসার,
পড়েছেন দুর্দ্দশার-সাগরে ত্রিনেত্র।
ঘরকন্না ঘোর আগুন, তাতে বিচ্ছেদের আগুন,
কপালে জ্বলিছে আগুন, তিন আগুন একত্র ॥ ৪

সুত যার বিঘ্নহর, আপনি বিপদ-হর,
গৌরী বিনে সেই হর, হয়েছেন এমনি ! ।
যেমন প্রাণ বিনে কলেবর, জল বিনে সরোবর,
রাজ্য বিনে নরবর, নেয়ে বিনে তরণী ॥ ৫
ভক্তি বিনে আরাধন, পুত্র বিনে যেমন ধন,
লোকে করে বন্ধন, সে ধন ধরিনে।
বসত মিথ্যা বিনে মিত্র, তারা বিনে যেমন নেত্র,
তেমনি ধারা ত্রিনেত্র, আছেন তারা বিনে ॥ ৬
যেতে গিরি-মন্দিরে, মনোদুঃখে নন্দীরে,
ডেকে কন ধীরে ধীরে, ধীর-শিরোমণি।
ওরে নন্দি ! কর শ্রবণ, চল চল গিরি-ভবন,
আর ক্ষান্ত নহে জীবন, বিনা সে তারিণী ॥ ৭

ললিত—কাওয়ালী।

কিসে চলে বল, হিমাচলে চল।
অচল-নন্দিনী বিনে, মোর যে সদা অচল ॥
হারাইয়ে সেই শিবে, যে যাতনা এই শিবে,
এ যাতনা বিনাশিবে, বিনা শিবে কেবা বল।
জানে তা'ত জগজ্জন, ভবানী ভবের ধন,
সে বিনে ভবন বন, জীবন যেন বিফল ॥ (ক)

মহাদেবের গিরিপুরে যাত্রা।

নন্দী তবে ত্রিলোচন,—মুখে কাতর বচন,

শুনে হেসে কহিছে অমনি।

ইতিমধ্যে এত অচল, এই ত দুদিন অচল,—

পুরে গেলেন অচল-নন্দিনী ॥ ৮

উমা নন ত একাকিনী,

আর এক মা মোর মন্দাকিনী,

জটার মাঝে করিছেন বিরাজ।

দেখে শুনে লাগে অবাক, গৃহ-মার্জ্জন অন্ন-পাক,

বৃষকে তৃণ দেওয়া এইত কাজ ॥ ৯

উনি রাখুন অন্ন-দায়, ছয় মাস এখন অন্নদায়,

না আনিলে কি হানি বল শুনি।

বল কৈ কি জন্য খেদ, তুমিত' বল অভেদ,

গঙ্গা আর গণেশ-জননী ॥ ১০

শিব কন্,—তা বটে বটে, আছেন জাহ্নবী জটে,

মলে পর কাজ করেন শুন্‌তে পাই।

তবে মৃত্যু হয় যার, উনি করেন তার উপকার,

পাতকী ব'লে ঘৃণা উহাঁর নাই ॥ ১১

যদি কখন মরণ হয়, সাধিব ওঁকে সেই সময়,

কাজ নাই কোন কথায়, মাথায় থাকুন উনি।

লয়ে গেল গিরি যারে, আনিতে সেই গিরিজারে,
চল রে বাছা! ব্যাকুল পরাণী ॥ ১২
হরকে দেখে শোকে কৃশ, অমনি নন্দী আনে বৃষ,
ভস্মেতে ভূষিত করি অঙ্গ।
দিল ব্রহ্মবস্তর, কর্ণে ফুল ধুস্তূর,
হস্তে দেয় মহিষের শৃঙ্গ ॥ ১৩
বৃষ আরোহণ করি, আনিবারে শুভঙ্করী,
ত্রিপুরারি ব্যস্ত হয়ে যান।
দিগ্‌ভ্রম লাগিল ভবে, উত্তরে যাইতে হবে,
চলিলেন ঈশানে ঈশান ॥ ১৪
নন্দী কয়—একি ভ্রান্ত, জান না হে উমাকান্ত!
কোন্ পথে যাও?—এ পথ ত নয়!
কন ভব,—ভবের স্বামী, তোরা হ'য়ে অগ্রগামী,
আজ আমারে পথ দেখায়ে আয় ॥ ১৫
নন্দী কয়, কি শুনিলাম! পথের জন্য শরণ নিলাম,
তুমি পথ দেখাবার কর্ত্তা শুনে।
যে পথে শমন-দায়, জান—জীব কেহ না যায়,
সেই পথ না দেখাও নিজগুণে ॥ ১৬
আমরা তোমাকে পথ দেখাব, পথের মাঝে আজ যে ভব,
মৃত্যুর যে মৃত্যু এ কথায়।

শিব কন, শুন শুন জানাই, তোদের পথে ভয় নাই,
আজি আমাকে পথ দেখিয়ে আয়॥ ১৭
তারা ঘরে এলে পরে, পথ দেখাবার পথ পাব রে,
ভবে তোরা ভাবিস্ নে বিরুদ্ধ।
তোরা পথ হারাবিনে, আজি কেবল সেই তারা বিনে,
পথ দেখিতে পাইনে, আমার সকল পথ রুদ্ধ॥ ১৮

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

নন্দি! গিরিনন্দিনী,—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা-হারা হ'য়ে আমি, হ'য়ে আছি রে তারা-হারা॥
যে দিন তিন দিন ব'লে, গেছে রে সেই দিন-তারা,
সেই দিনে তখনি আমি, দেখেছি রে দিনে তারা,—
তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা॥
ব'সে যোগাসনে সেই তারারূপে,
যারা আছে রে তারা সঁ'পে,
ওরে নন্দি! তারা কি ধন জেনেছে রে তারা,—
তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলি,—
জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষে, মোর তারা না হেরিলি,—
জলাভাবে আকুল,—সিন্ধু-কূলে থেকে তোরা॥ (খ)

গিরিপুরে নারদের আগমন,— নারদের সহিত মেনকার কথা।

ঈশান করি বৃষ-যান, ঈশান ত্যজিয়ে যান,
বৃষ যায় যে পথে হিমালয়।
নারদেরে আকর্ষণ, করিলেন দিগ্বসন,
নারদ আসি বন্দে পদদ্বয়॥ ১৯
হর করেন অনুরোধ, তুমি অগ্রে গিয়ে নারদ!
গিরিপুরে জানাও এই বার্ত্তা।
এই নিশিতে ভগবতী, হ'ন যেন সজ্জাবতী,
প্রত্যুষে করিতে হবে যাত্রা॥ ২০
প্রণমিয়ে কৃত্তিবাসে, ক্ষণমাত্রে গিরিবাসে,
উদয় হইলেন তপোধন।
আসুন ব'লে, আসন দিয়ে, যত্নে পদ বন্দিয়ে,
গিরি কত করেন সম্ভাষণ॥ ২১
মুনির আগমন শুনি শিখরী,
গিয়ে অতি ত্বরা করি,
প্রণাম করিয়ে পদতলে।
রাণী করি অভিমান, বলেন মুনি-বিদ্যমান,
বয়ান ভাসে নয়নের জলে॥ ২২
যোগী তাহে দেব-দেহ, শঙ্কা,—পাছে শাপ দেহ,
অবলার কথায় করো না হে ক্রোধ।

সোণার বাছা কমলিনী, বাছারে আমার কাঙ্গালিনী,

কন্নিবার মূল তুমি ত নারদ ॥ ২৩

তুমি ক'রে ঘটকালী, দিলে মোর অন্তরে কালি,

এ কালি আর ঘুচাতে নারেন কালী।

যে দুঃখ দিলে মেনকায়, দিওনা যেন হেন কায়,

ধ'রে পায় বিনয় ক'রে বলি ॥ ২৪

নারদ কন—এ কি ভুল, শিবের ঘরে অপ্রতুল,

কুবের ভাণ্ডারী আছে যথা!

ঈশান কাঙ্গাল, ওগো পাষাণি!

বলে যদি তোর মেয়ে ঈশানী,

তবে মানি,—ঘর বুঝে কও কথা ॥ ২৫

রাণী কয়—সুধাও বৃথা, মেয়েটি মোর পতিব্রতা,

সতী কখন পতির দোষ বলে না।

ও পোড়া-কপাল মেয়ে-গুলো,খায় স্বামীর পায়ের ধূলো,

স্বামীতে যদি দেয় নানা বেদনা ॥ ২৬

মুনি কন—জান না মর্ম্ম, স্বামী কেবল পরম ব্রহ্ম,

খায় চরণ-ধূলা,—সে অন্য নারীর পক্ষে।

তোমার মেয়ের নয় সে ধর্ম্ম,

বলেন, তুমিও ব্রহ্ম আমিও ব্রহ্ম,

কখন পতির চরণ-সেবা, কখন চড়েন বক্ষে ॥ ২৭

যা হউক তোমার পঞ্চানন, জামাই দরিদ্র নন,
দরিদ্রের ধন,—তিনি গো ধনি !
আছে অতুল ধন অপ্রকাশ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম—ত্যজে বাস,
ল'য়েছেন হ'য়ে তত্ত্বজ্ঞানী ॥ ২৮
পঙ্ক-চন্দনেতে তুল্য, মাটি সোণা এক-মূল্য,
পতঙ্গে মাতঙ্গে সম জ্ঞান।
সন্তোষ নাই—খেদ নাই, সুধা গরল ভেদ নাই,
মান অপমান তাঁর সমান ॥ ২৯
ভেক আর সিংহের বল, সাগর গোষ্পদের জল,
উত্তাপ আর শীত তুল্য তাঁর।
ভিক্ষা আর রাজ্য-পদ, তাঁর কাছে তুল্যপদ,
বিপদ সম্পদ একাকার ॥ ৩০
দেখিয়া হরের দৈন্য, তুমি দুঃখী কি জন্য ?
ঘটাতে তোমার চৈতন্য-লাভ।
বহু যতনে চরণে ধ'রে, তব জামাই গঙ্গাধরে,
এদানি আমি ছাড়ায়েছি সে ভাব ॥ ৩১
আর নাই সে বসন, এখন ভূষিত রাজভূষণ,
কর্‌লে পরে দরশন, ইন্দ্র হন ক্ষুদ্র।
ক'রেছি তাঁকে ভাল শাসন, আর নাই সে বলদ বাহন,
এখন কর্‌লে সম্ভাষণ, জানিবে কেমন ভদ্র ॥ ৩২

ওগো রাণি! শুন শুন, নাই সিদ্ধি-ঘর্ষণ,
আশ্চর্য্য-দরশন, হ'য়েছে হর-কান্তি।
তিনি এখন সুদর্শন—ধারী অপেক্ষা সুদর্শন,
ছিল গুণ অদর্শন, তাইতে তোমার ভ্রান্তি ॥ ৩৩
ভালে জ্বলিত হুতাশন,এখন নাই আর কোন দূষণ,
এখন কন্যার অন্বেষণ, ক'রে হবে না কাঁদ্‌তে।
ভব পেয়েছেন সিংহাসন, তব দুঃখ-বিনাশন,
নিত্য জামাই আন্‌তে ॥ ৩৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

জামাই আর নাই মা! তোর ভিখারী।
কাশীতে রাজ-রাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী ॥
অন্নশূন্য শুন্‌তে সদা,—
কাশীধামে, তোর উমে, এখন অন্নদা,—
অন্ন ভিক্ষা করেন আসি, ব্রহ্মা ইন্দ্র ত্রিপুরারি।
রত্নপুরী ক'রেছেন জামাই,—
পথে পতন, সব রতন, রত্নে যত্ন নাই,—
রত্নাকর হ'য়েছেন দাস, শিবের কুবের ভাণ্ডারী ॥(গ)

রাণী করি অভিমান, বলেন মুনি-বিদ্যমান,
প্রত্যক্ষেতে অনুমান তো নাই।
মোরে কি দেহ অভয় আর, ছিল যে দশা অভয়ার,
এবারো তো দেখি সেই দশাই॥ ৩৫
কাশীতে রাজা হ'লেন হর, আমার মেয়ের দুঃখহর,—
তবে তিনি হন না কিসের জন্য।
ভবে যে জন অতি কৃপণ নিজ স্ত্রীকে প্রাণপণ,
ক'রে করে প্রতিপালন,
নারীর কপালে ধন—নারীতো নয় অন্য॥ ৩৬
রাজ্য যদি হলো তাঁহার, তার মত কই ব্যবহার।
স্বর্ণহার আদি পরিত মেয়ে।
জুড়াইত আমার মন, চতুর্দ্দোলে আরোহণ,
ক'রে এবার আসিত হিমালয়ে॥ ৩৭
অসম্ভব কথা এ যে, অতুল পদে পদব্রজে,—
পেয়ে যাতনা—মেয়ে এল যে দেখি।
সোণার বাছা ষড়ানন,
ঘোড়া পান না কি কারণ।
রাজার ছেলে শিখি-বাহনে—সে কি॥ ৩৮
মুষিকে এল করি-বদন, লাজে অধো করি বদন,
থাকিতে ধন—এই ধনের এই দশা।

শুনি কন তপোধন, কন্যা তোমার দৈন্য নন,
দৈন্য হ'য়ে শুন যে হেতু আসা ॥ ৩৯
এবার এখানে যাত্রাকালে, নন্দী ব'লেছিল কালে,
মাকে আমরা সাজাই ভূষণ আনি।
শিব কন সাজাবি কারে, ওরে সাজে কি অলঙ্কারে,
মোর কণ্ঠভূষণ ভবানী ॥ ৪০
আমি, পঞ্চ-ক্রোশী ক'রেছি কাশী, দিয়ে প্রবাল স্বর্ণ-রাশি,
মণি দিয়ে মন্দির তাবৎ।
মন্দির-বাহিরে হীরে, চিরে দিয়েছি প্রাচীরে,
বেন্ধেছি প্রবাল দিয়ে পথ ॥ ৪১
তোরা কি সাজাবি শুনি, সোণা দিয়ে মোর সনাতনী!
শুনে বড় শোক হয় রে মনে।
একি ভ্রান্ত-মতি হাঁরে! ওরে সাজাবি মতিহারে,
মতিহারের জ্যোতিঃ হারে যে পদ-কিরণে ॥ ৪২
ভূষণ দিলে পদ্ম-করে, রাহু যেমন সুধাকরে,
তাই হবে—রূপ ঢাকিস্ রে কি জন্যে?
তোমার মেয়ের সুখে সুখী মহেশ,তুমি যে ইথে কর দ্বেষ,
রাণি! কি তুমি, চেননা নিজ ক'ন্যে ॥ ৪৩
উমা যে এলেন তব বাস, বেঁধে কেশ প'রে বাস,
এ না থাকিলেও নন হতমানিনী।

এলোকেশে ত্যজে বসন, করাল-বদন বিকট-দশন,
কখন কখন নৃত্য করেন উনি ॥ ৪৪
সে রূপ দেখে দেবদলে, পূজেন চরণ বিল্বদলে,
ভক্তের নয়ন গলে প্রেমে।
মহামায়া জগতের মা, মায়া ক'রে কন তোমারে মা,
তুমি দৈন্য ভাবো কন্যাভ্রমে ॥ ৪৫
কাশীতে রাজত্ব পেয়ে, পদব্রজে এলেন মেয়ে,
সার তত্ত্ব শুন বলি তোমায়।
যাত্রাকালে তারা হন, চতুর্দ্দোলে আরোহণ,
পথে এসে পড়েন ভক্তের দায় ॥ ৪৬
ধরণী বলে কাঁদিয়ে, মোর অঙ্গে না চরণ দিয়ে,
তুচ্ছ করে উচ্চ পথে কোথা যাও তারিণি!
নানাবিধ পাতকী-ভার, গ্রহণ জন্য আমায় ভার,
দিয়েছ মা ভূভারহারিণি! ৪৭
আর তো সহিতে নারি ভার, বাঞ্ছা ছিল—চরণে ভার—
দিব একবার পেলে চরণ অঙ্গে!
দিলে না চরণ—ডুবিলাম, ভূভারহারিণী-নাম,—
তোমার ডুবিল আমার সঙ্গে ॥ ৪৮

ললিত—একতালা।

আমারে চরণ, কেন বিতরণ,
করলি না মা। ব'লে কাঁদে ধরণী।
তাইতে অতুল পদ, থাকতে—ধরায় পদ,—
দিয়ে এলেন মোক্ষপদ-দায়িনী॥
ভবে এসে নানা যন্ত্রণা যে পায়,
অনুপায় ঘটে বিধির অকৃপায়,
তোর মেয়ের ঐ পায়, ধর্‌লে পায়—উপায় পাষাণি গো!
ওতো পা নয়,—পাতকী-পারের তরণী!
কল্পতরু-তুল্য চরণ-বিতরণ, ত্রিভুবন প্রতি কৃপাবলোকন,
কি জানি কেমন অদৃষ্টের লিখন,
দাশরথি তরে—নয়নে দেখিলে তোয় ত্রিনয়নি॥ (ঘ)

গিরিপুরে মহাদেবের আগমন।

গিরিরাজ-রমণীর, সঙ্গে নারদ-মুনির,
কোলাহল হয় রাণীর, এমন সময়।
বৃষোপরে শঙ্কর, সঙ্গে সব কিঙ্কর,
উপনীত গুণাকর, হ'লেন হিমালয়॥ ৪৯
কাশীধামে রাজা রব, গৌরীনাথের গৌরব,
অত্যন্ত সৌরভ, সুখী সকলে শুনে।

রমা রাই রতনমণি, গিরিপুরে যত রমণী,
হর দেখ্‌তে যায় অমনি, হরষিত মনে ॥ ৫০
দেখিয়ে হরের বেশ, যে বেশে পুরে হয় প্রবেশ,
এক ধনী কয় ছিছি মহেশ, রাজা কে রটায়লো।
হতো যদি রাজটীকে, তবে মেনকার মেয়েটিকে,
এবং সোণার ছেলে দুটীকে, হাঁটিয়ে পাঠায় লো ॥ ৫১
কিছু দেখিনে রাজার নিশান,কোথা জয়ঢাক ডঙ্কা নিশান,
বলদে চাপিয়ে ঈশান, সেই ভাব তাবৎ লো।
যেমন মূর্ত্তি অদ্ভুত, সঙ্গে সব সেই ভূত,
যেমন দেখিছ ভূত, তেম্নি ভবিষ্যৎ লো ॥ ৫২
বিবাহ-কালে দেখেছ কাল, এখন কালের সেই কাল,
দর্প করে সেই কাল,—সর্পগুলো গায় লো।
সেই ডম্বুরের ধ্বনি, দেখে এলাম ওলো ধনি!
সেইরূপ কুল কুলধ্বনি, হরের জটায় লো ॥ ৫৩
শুনিলাম রাজবেশে আসা, আছে আড়ানি-শোটা আশা,
গিয়েছিলাম বড় আশা, ক'রে দেখ্‌তে তায় লো।
সেই তাল সেই বেতাল, নাচ্ছে আর দিচ্ছে তাল,
এক দণ্ডে সাত তাল, বয়ে যাচ্ছে কত তাল লো ॥ ৫৪
সেই বলদ আছে বাহন, সেই ব্যাঘ্রছাল বসন,
সেই কপালে হুতাশন, সেই ভস্ম গায় লো।

মত্ত সেই সিদ্ধি-পানে, সেই ধুস্তূরার ফুল কাণে,
সেইরূপ রাগ তাল মানে,
সেই রামের গুণ সদাই গায় লো॥ ৫৫
এইরূপ রমণী ভাষে, নিরখিয়ে কৃত্তিবাসে,
হেন কালে হর গিরিবাসে, তারা ব'লে ডাকেন ত্বরান্বিত।
সঙ্গে ল'য়ে দুটি বালকে, ত্রিলোক-মাতা অতি পুলকে,
নিকটে গিয়া হন উপনীত॥ ৫৬
হর কন, কি চমৎকার, আমার ঘর অন্ধকার,
দেখি আমি অন্ধকার, তারিণি! তোমা বিনে।
আছি মাত্র শবাকার, বুদ্ধির হলো বিকার,
সাকার বস্তু নিরাকার, সদা দেখি নয়নে॥ ৫৭

* * *

মেনকার নিকট গৌরীর কৈলাস-গমন-জন্য বিদায়-প্রার্থনা;
মেনকার কাতরতা।

এইরূপে কন ত্রিলোচন, শুনি কাতর বচন,
তারার তাপে লোচন, লাগিল ভাসিতে।
তত্ত্বময়ী সত্বরে, বিদায় লইবার তরে,
মায়ের কাছে গিয়ে কাতরে, লাগিলেন কহিতে॥ ৫৮
বাসনা ছিল এই বার, কিছু দিন থাকিবার,
সে প্রতিজ্ঞা রাখিবার, নাহিক শকতি।

দেখি নিশা-অবসান, ব্যস্ত হয়েছেন ঈশান,
সুখে রাখেন দুঃখে রাখেন, তিনিই আমার গতি ॥ ৫৯
মোরে আজ্ঞা দিবেন শিব, বৎসরান্তে আবার আসিব,
তিন দিন সুখে ভাসিব, এ যাত্রা আমায়।
বিদায় দে মা! শীঘ্র করি, এই কথা শুনে শিখরী,
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করি, রাণী পড়িলেন ধরায় ॥ ৬০

জঙ্গলা—একতালা।

ওগো প্রাণ-উমা!—
মাকে কোন্ প্রাণে মা! বল্লি আমায় বিদায় দে মা।
পারি প্রাণকে বিদায় দিতে, তোয় নারি পাঠাতে,
প্রাণ-উমার কাছে কি প্রাণের উপমা ॥
সে দিন করি কত রোদন, হরের ঘরের বেদন,
তুই যে আমায় কত জানালি মা!—
তাকি নাই মা! মনে, হেরি নয়নে, তোমার ত্রিনয়নে,
সে ভাব ভুলেছ ভুলেছ হর-মনোরমা ॥ (৬)

জগৎমাতা প্রবোধিয়ে যত মাতাকে কন।
হররাণীর বাক্যে রাণীর, তত ঝোরে নয়ন ॥ ৬১

কয় শিখরী, ও সুন্দরি ! বালিকা ছিলে যখন।
মায়ের মায়া, মহামায়া ! বুঝিতে না তখন ॥ ৬২
এখন সন্তানের মা। হয়েছ উমা ! জান্‌তে পারিছ তা তো।
সন্তানকে সদা না দেখে, সন্তাপ যে কত ॥ ৬৩
দুটি বালককে দুদিন রেখে, যাও মা হরকান্তে !
মায়ের মন, কাঁদে কেন, তবে পার মা জান্‌তে ॥ ৬৪

সন্তানের তুল্য মায়া নাই, সে কেমন,—

শশীর তুল্য রূপ নাই, কাশীর তুল্য ধাম।
প্রেমের তুল্য সুখ নাই, রামের তুল্য নাম ॥ ৬৫
রোগের তুল্য শত্রু নাই, যোগের তুল্য বল।
ভক্তির তুল্য ধন নাই, মুক্তির তুল্য ফল ॥ ৬৬
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই, গঙ্গা তুল্য জল।
বিপ্র তুল্য জাতি নাই, সর্প তুল্য খল ॥ ৬৭
পবন তুল্য গমন নাই, রাবণ তুল্য দাপ।
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই, হরণ তুল্য পাপ ॥ ৬৮
গরুড় তুল্য পক্ষী নাই, শুকের তুল্য মুনি।
বখিল তুল্য অধম নাই, কোকিল তুল্য ধ্বনি ॥ ৬৯
স্বর্ণ তুল্য ধাতু নাই, কর্ণ তুল্য দাতা।
ইষ্ট তুল্য দেব নাই, কৃষ্ণ তুল্য কথা ॥ ৭০

তরী তুল্য বাহন নাই, করী তুল্য দন্ত।
মানব তুল্য জনম নাই, প্রণব তুল্য মন্ত্র ॥ ৭১
ভজন তুল্য কর্ম্ম নাই, সুজন তুল্য জন।
দৈন্য তুল্য বিপদ নাই, পুণ্য তুল্য ধন ॥ ৭২
পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই, শঙ্খ তুল্য নাদ।
মরণ তুল্য গালি নাই, চোরের তুল্য বাদ ॥ ৭৩
অযশ তুল্য অসুখ নাই, পীযূষ তুল্য রস।
মায়ের তুল্য আপন নাই, দাতার তুল্য যশ ॥ ৭৪
শঠ তুল্য কুজন নাই, বট তুল্য ছায়া।
সাত্বিক তুল্য কর্ম্ম নাই, কার্ত্তিক তুল্য কায়া।
তেম্নি সন্তানের তুল্য মায়া নাই, মা মহামায়া! ॥ ৭৫
যত যাতনা জানে মায়, সন্তানে কি জানে তায়,
আমায় ত্যজে তুমি যাবে তারা।
কহিছে তারায়, বহিছে তারায়, তারাকারা ধারা ॥ ৭৬
তখন ঈশান, হইয়ে পাষাণ, পাষাণ-পাষাণীরে।
গৌণ কেন, ঘন ডাকেন ঈশানীরে ॥ ৭৭
ভবের বাণী, শুনি ভবানী, অমনি ত্বরা করি।
আনেন ডেকে, দুটি বালকে, ত্রিলোকের ঈশ্বরী ॥ ৭৮
দেখে সঙ্কট, গিরির নিকট, রাণী যায় সত্বরে।
উপনীত আছেন নাথ, নিদ্রিত যে ঘরে ॥ ৭৯

রোদন-ধ্বনি, শুনি অমনি, গিরিবর জাগিল।
শিরে করাঘাত, রাণী বলে নাথ! সব সাধ ফুরাল ॥ ৮০
এলেন কাল, হ'য়ে কাল, আজি যে আমার বাসে।
ভুবন আঁধার, ক'রে আমার, উমা যায় কৈলাসে ॥ ৮১

বিভাস—ঝাঁপতাল।

গিরি! যায় হে ল'য়ে হর, প্রাণ-কন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী,
বাঁচে পাষাণী, গিরি! যা'য় ॥
রবে কুমারী, হবে গিরি! আশু পূর্ণ মানস,—
দিয়ে বিল্বদল যদি, আশুতোষে আশু তোষ,—
হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায় ॥
নাথ! হর-চরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর!
চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ! দিলে কন্যা যায়,—
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ! ধর গঙ্গাধর-পায়!
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায় ॥
নাথ! কিসে যাবে আর এ বেদন,
ভিন্ন হর-আরাধন, রাখিতে ঘরে তারাধন,

নাহি অন্য উপায়,—
ম'জে অসার সম্পদে, হর-পদে না সঁ'পে মতি,—
কেন মুক্তি-কন্যা, তুমি হারা হও দাশরথি।
কি হবে। কা'ল এলো!
আজি কি কালনিশি পোহায়॥ (চ)

গিরি কয়,—কি ক'র্‌ব রাণি! করিলে প্রকাশ—কাঁদে পরাণী
বিদায় করিতে উমা-চাঁদে।
পুরুষের যেমন ধৈর্য্য মন, তোমাদের তা নয় তেমন,
অবলা বড় উতলা,—তেঁই কাঁদে॥ ৮২
হরের চরণ ধর্‌তে বল, ক্ষতি নাই ধরি গে চল,
কিন্তু রাণি! বাঞ্ছা যেই জন্য।
বরং মুক্তি দিবেন চরণ ধ'র্‌লে, উমা রেখে যাও ব'ল্‌লে,
ও কথাটি করিবে না হে মান্য॥ ৮৩
তাঁর সনে বাদ-অনুবাদ, করায় কেবল অপবাদ!
অপরাধী হয়ে বসে অপার।
জামাই আমার ত্রিলোচন, করেন যদি কোপ-লোচন,
বিমোচন করা অতি ভার॥ ৮৪
রাগ্‌লে পরে ভূতনাথ, ভূতে কর্‌বে সব নিপাত,
দক্ষের দশা শুন নাই কি রাণি!

মান বাড়ায়ে দিয়েছেন অতি, জামাই হ'য়ে পশুপতি,
পশুমুণ্ড শ্বশুরকে দেন উনি ॥ ৮৫
উনি ভদ্রের উপর ভদ্র, যেখানে দেখেন অভদ্র,
সেই খানেই পাঠান বীরভদ্র।
উনি অভদ্র ঘটান যখন, ভদ্রকালী মাকে তখন,—
ডাকিলে পরে, কিছুতেই নাই ভদ্র ॥ ৮৬
মদনমোহনের ছেলে মদন, রঙ্গ ক'রে উহাঁর সদন,
হান্‌তে গিয়ে বাণ—হারালেন প্রাণ।
কুলের হদি চাও কুশল, করো না কোন অকৌশল,
ও পাষাণি! সাবধান সাবধান ॥ ৮৭
শুনে তত্ত্ব—হলো ভয়, সঙ্কট হলো উভয়,
রাণী কন নারীগণে ডাকিয়ে।
আছে যেমন পূর্ব্বাপর, রজনী প্রভাত হ'লে পর,
পাঠাব মেয়ে—বল্‌না তোরা গিয়ে ॥ ৮৮
শুনি কথা রাণীর অধরে, অমনি গিয়ে গঙ্গাধরে,
ব্যঙ্গ ছলে বলে যত রমণী।
শ্বশুরবাড়ীতে দুদিন বাস, ভাল বাস না—কৃত্তিবাস।
তুমিতো ভাল রসিক-চূড়ামণি ॥ ৮৯
জামাই আদরের ধন, জগতে করে আরাধন,
কন্যা দিয়ে পুত্র লাভ হয়।

জামাই ঘরে এলে যেমন, উল্লাস শাশুড়ীর মন,
গুরু এলে তার শতাংশ ত নয় ॥ ৯০
রাণী দিবে যৌতুক, আমরা দুটা কৌতুক—
করিব—মনে আশা ক'রে থাকি ।
তোমাকে ষষ্ঠীর কালে, জ্যৈষ্ঠ মাসে আন্‌তে গেলে,
যষ্টি ল'য়ে মারতে এসো নাকি ॥ ৯১
অধিক বলিতে শঙ্কা করি, রাণীর মেয়ে শঙ্করী,
ভগ্নী আমাদের,—বলি সেই সাহসে ।
এসেছ—ল'য়ে যাবে ত তারা, বর্ষে বর্ষে যেমন ধারা,
তেম্‌নি ধারা যাবেন তোমার বাসে ॥ ৯২
নিশি ত রয়েছে শশিধর! ঐ দেখ হে শশধর,—
গগনে আছে,—হয় নাই তো অস্ত ।
অস্তাচলে চন্দ্র বসুক, উদয়-গিরিতে রবি আসুক,
থাক্‌তে নিশি—এত কেন হে ব্যস্ত ॥ ৯৩
হর কন দিয়ে প্রবোধ, আমি নই হে এত অবোধ,
তবে, যাব না রেতে, প্রভাতেই যাব ।
থাকিতে নিশি ব্যস্ত হর, তা'তেই দেখ দুই প্রহর,—
বেলা হ'লে কালি উমাকে পাব ॥ ৯৪
কাঁদিতে কাঁদিতে বাঁধিতে কেশ, খাওয়াইতে ক্ষীর সন্দেশ,
নিকটে শেষ করে দিবেন শিখরী ।

দরিদ্র জামাই সেই ত সাজে, গৌণ করে রন্ধন কাজে,
সন্ধ্যা-কালে আমি যে ভোজন করি ॥ ৯৫
এইরূপে কন ত্রিলোচন, রাণী শুন্‌তে পান বচন,
থাকিতে নিশি যাবেন না হর ভবে।
ভাসিছে নয়ন নীরে, রাণী বলিছে রজনীরে,
রজনি! আজি মোরে রাখ্‌তে হবে ॥ ৯৬
আমারে নিদয়া হইও না,
দোহাই শিবের—পোহাইও না,
রজনি রে! বলি যে পায়ে ধরি।
আজ তুমি পোহালে নিশি! হবে আমার দিনে নিশি,
প্রাণ-কুমারী বিনে প্রাণে মরি ॥ ৯৭

ললিত-ভেঁরো—একতালা।

ওরে রজনি! আজি তুই পোহালে এ প্রাণান্ত।
ব'ধে আমায়, প্রাণের উমায়, ল'য়ে যাবেন উমাকান্ত ॥
রবির উদয়, হ'লে নিদয়, হর করেন সর্ব্বস্বান্ত ॥
মোরে নিদয়া, মহামায়া, মায়ের মায়ায় হবেন ক্ষান্ত
দেখে কান্ত ত্রিলোচনে, ধারা উমার ত্রিলোচনে,
ত্রিলোচনী আমার ত্রিলোচনের নিতান্ত ॥

উমা আমার, আমি উমার, সেত আমার মনোভ্রান্ত।
কিন্তু মনে যদি মানে রে, না মানে দু'নয়ন ত॥ (ছ)

গৌরীসহ মহাদেবের কৈলাস-যাত্রার আয়োজন,—গৌরীর ভূষণ-সজ্জা।

রাণী করিছে পোহাতে বারণ, কাল কহিছে, কাল হরণ—
করো না, নিশি! পোহাও শীঘ্রতর।
অচল-রাণীর কথা কি চলে, শিবের বচনে ভুবন চলে,
উদয়াচলে উদয় দিনকর॥ ৯৮
শিবের কাছে যত যুবতী, গিয়েছিল সব রসবতী,—
ফিরে গিয়ে গিরিরাণীকে কয়।
যেতে সেই শিব-নিকট, ভেবেছিলাম যে সঙ্কট,
ওগো রাণি! কিছুই তাতো নয়॥ ৯৯
তখন বুঝি তাঁর বয়েস নব্য, এখন দেখিলাম ভাল ভব্য,
তাঁরে কাব্য-ছলে আমরা কত।—
বলেছি কথা শক্ত শক্ত, হতেন যদি রাগাসক্ত,
তা হ'লে ত শক্ত দায় হতো॥ ১০০
এখন আমরা করি অনুমান, তুমি তাঁর বাড়িয়ে মান,—
থাক্‌তে বল্‌লে এই খানেতেই থাকেন।
যান বৃষে,—খান বিষ, দেখে কর বিষ-বিষ,
তিনিও তাতেই বিষ-নয়নে দেখেন॥ ১০১

রাণী কন আমার পুরে, বাস করা থাকুক দূরে,
হাড়মালা আর ব্যাঘ্রচর্ম্ম ফেলে।—
এই পট্টবস্ত্র রত্নহার, করেন তিনি ব্যবহার,
তোরা যদি পারিস্ লো সকলে ॥ ১০২
রমণী অহঙ্কার করি, বলে, হার আন শিখরি!
বাস দাও—পরাব কৃত্তিবাসে।
রাণী দিল বসন মালা, গিরিবাসিনী কুলবালা,—
গিরিবালার পতির কাছে এসে ॥ ১০৩
বলে—বস্ত্র পর হে হর! এই যে মুনির মনোহর,—
মণিহার পর হে ফণিহারী!
শিব কন—এম্নি হার,আমার কোন পুরুষে নাই ব্যাভার,
ত্যজ্য ক'রে কুলাচার,অত্যাচার কর্‌তে আমি নারি ॥১০৪
মুড়িয়ে জটা কেশ রাখা, ছাই ফেলে চন্দন মাখা,
হাড়-মালা ফেলে মণিহার!
ডেকে তোমরা আন উমারে, তিনি যদি কন আমারে,
তবে কর্‌তে পারি ব্যবহার ॥ ১০৫
হেসে বলে যত যুবতী, আজ্ঞা করেন পার্ব্বতী,
তবে হার পরিবে গুণমণি!
হবে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর কথা, তোমার গণেশের মাতা,
মন্ত্রদাতা গুরু নাকি তিনি ॥ ১০৬

শিব কন—শুনালে মিষ্ট, বটেন গুরু—বটেন ইষ্ট,
ভবে কেবল ভবের ঐ ভবানী।
আর কে আছে কর্ণধার, উদ্ধারিতে মূলাধার,—
মধ্যে উনি কুলকুণ্ডলিনী॥ ১০৭
তারাকে যে ভাবে নারী, তাকে আমি দেখ্‌তে নারি,
যা হউক তার ভগ্নী তোমরা যদি হবে।
তবে কেন অমান্য ক'রে, সামান্য হার এনে মোরে,
ধনি! তোমরা সাজাতে এলে সবে॥ ১০৮
যে রত্নহার-অভিলাষী, হ'য়ে আমি এখানে আসি,
আমারে যদি সাজাবে কুলবালা।
শীঘ্র এনে দাও হে ধনি!
সেই সোণার বরণ সনাতনী,
নীলকণ্ঠের সেই কণ্ঠমালা॥ ১০৯
উমা বিনে উমাকান্ত, কাতর জেনে একান্ত,
গিরিরাণীকে বলে যত নারী।
যাত্রা করতে তনয়ার, বিলম্ব করো না আর,
ভবের দুঃখ আর সহিতে নারি॥ ১১০
যেমন পাতকী প'ড়ে ভবসাগরে,
ভবানী ব'লে ডাকে কাতরে,
সেইরূপ হয়েছেন ভব ভব-কর্ণধার।

কেঁদে বলেন বারে বারে, পাঠাতে জগদম্বারে,

ধনি ! যেন বিলম্ব হয় না আর ॥ ১১১

নারীর কথায় গিরি-নারী, চক্ষে রেখে চক্ষের বারি,

বলে, মা ! তবে সাজা গো উমাচাঁদে !

অনুমতি পেয়ে রাণীর, এক ধনী তারিণীর,

কেশরজ্জু—দিয়ে কেশ বাঁধে ॥ ১১২

রাণীর মনোরঞ্জনে, সাজাইতে নির্জ্জনে,

এক ধনী অঞ্জন লয়ে যায়।

ব'লে হর-সুন্দরী, গেল নরসুন্দরী,

অলক্ত পরাতে দুটি পায় ॥ ১১৩

চরণ দেখে তারিণীর, নাপিতের ঘরণীর,

ধরে না নীর নয়ন-যুগলে।

কেঁদে বলে মেনকায়, মাগো। মেয়ে বল কায়,

মহামায়া তোরে মায়া ক'রে মা বলে ॥ ১১৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কারে মেয়ে বল পাষাণি।

আমার মা, এ জগতের মা,—

তোর মা, মা ! এই তোর ঈশানী ॥

একবার এসে দেখ মা! পদ,
এ সম্পদ, হবে জ্ঞান যেন বিপদ,—
হের্‌লে মেয়ের পদ, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হবে রাণি॥
পদ ব্রহ্মারই দুর্লভ, দাশরথি সাধ করে ঐ পদ লব,
বামন সাধ করে, সুধাকরে করে ধ'রে আনি॥ (জ)

কহিছে নরসুন্দরী, মেয়ে তোমার বিশ্বোদরী,
হাস্য করি তারে শিখরি! করিলে অমান্যে।
মহামায়ায় পাসরিয়ে, সার বস্তু না ধরিয়ে,
অসার জ্ঞানেতে দেখে কন্যে॥ ১১৫
হরি যেমন গোপকুলে, জন্ম ল'য়ে সেই গোকুলে,
ব্রহ্মাণ্ড বদনে দেখান মাকে।
চিনেছিল চিন্তামণি, তিল মধ্যে তুলে অমনি,
নবনীচোর ব'লে যশোদা ডাকে॥ ১১৬
যখন চেতন তখনি পতন, শশী পূর্ণ চেতন রতন,
মায়া-রাহুতে ধ'রে গ্রাস করে।
করতে এই মায়া জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়,—
পরাজয় মেনেছেন অন্তরে॥ ১১৭
তখন গণেশেরে কোলে করি, কেঁদে কেঁদে কয় শিখরী,
বাঁচা রে বাছার বাছা! মোরে।

কাঁদিয়ে চল্‌লো মহেশ্বরী, তোকে পেলেও শোক পাসরি,
তুমি এবার থাক আমার ঘরে ॥ ১১৮
কোলের ছেলে ষড়ানন, মা ছেড়ে থাকিবার নন,
তুমি এখন থাকিলে থাকিতে পার।
মরি মরি রে—করিমুখ ! হর মম মনোতুখ,
এই কথাটি অঙ্গীকার কর ॥ ১১৯
গণেশ বলেন আয়ি ! মায়ের পদ সদা ধ্যায়ি,
মাতৃ-আজ্ঞা বিনে কেমনে থাকি।
গণেশের এই বাণী, শুনিয়ে তখনি রাণী,
কাতরেতে উমাকে কন ডাকি ॥ ১২০
দুগ্ধ দিয়ে প্রতিপালন, করেছি তার প্রতি—পালন,
তুমি কিছু কর মা শঙ্করি !
যদি শোকে না মজাও, গণেশেরে রেখে যাও,
এবার এখানে দয়া করি ॥ ১২১
বিশ্বমাতা কন, মাতা ! গণেশ হতেই বাঁচে মাথা,
আমার ঘরে কি আছে না আছে !
এ কথাত হর কন্ না, এখন আমার ঘর-কন্না,
সকল ভার গণেশ লয়েছে ॥ ১২২
জামাই তোমার খান সিদ্ধি, ইদানী হয়েছে বৃদ্ধি,
সিদ্ধি সিদ্ধি বই নাই বদনে।

সিদ্ধি কে যোগাবে মাতা! এই ছেলেটা সিদ্ধিদাতা,
এরে আমি রেখে যাই কেমনে॥ ১২৩
গণেশের কোন দোষ নাই, রোষ নাই—দ্বেষ নাই,
বেশ নাই—সবাই বলে বেশ।
তোর ছোট নাতি হাতী চায়,গণেশ আমার মূষিকে যায়,
মান অপমান সমান, আমার গুণের গণেশ॥ ১২৪
পুত্র-যশ বড় রস, ভুবন হয়েছে বশ,
আমার গণেশের অনুরাগে।
যাগ যজ্ঞ জগজ্জন, করে যখন আয়োজন,
আমার গণেশকে দেয় আগে॥ ১২৫
ধন্য ধন্য হয়েছে ক্ষিতি, ছেলের এম্নি সুখ্যাতি,
নাম ক'রে কেউ পথে যদি চলে।
আমার বাছার নামের ফলে, যা-বাসনা তাই ফলে,
এমন ছেলে মোর রেখে গেলে কি চলে॥ ১২৬
শুনি রাণী যাতনা পায়, বলে বুঝি অনুপায়,—
তারা! মোর হৈল অন্তকালে।
ওমা প্রাণের উমা! শুন, ও চাঁদবদন-দরশন,—
আর বুঝি মোর না ঘটে কপালে॥ ১২৭
শোকে শোকে তনু ক্ষীণ, অনুমান অল্প দিন,—
বেঁচে আছি বৎসর না যায়।

সম্বৎসর পরে শিবে, মা দেখ্‌তে তুমি আসিবে,
আর তো আশা পূরে না সে আসায় ॥ ১২৮
ছিল এক পুত্র সেও নিধন, দেখে কেবল তোর চাঁদবদন,
সংসারে রয়েছি এই মাত্র।
যদি বৎসরের মধ্যে মরি, তুমি কি এসে শঙ্করি!
অন্তকালে করিবে আমার তত্ত্ব ॥ ১২৯
কন্যাগত হবে জীবন, কে এনে জাহ্নবী-জীবন,
জীবন-উমা! কে দিবে বদনে।
তরিবার কই তরণী, কে করিবে বৈতরণী,
তোমা বই তো দেখিনে নয়নে ॥ ১৩০
বল মা! তখন আছে মা কে, নিস্তারিতে তোর মাকে,
কাণে দেয় তুলসীপত্র তুলে।
কিসে থাকিবে পরিণাম, তখন এসে হরিনাম,—
কে মোর শুনাবে কর্ণমূলে ॥ ১৩১
রবিপুত্র-দরশন, দিয়ে কেশ আকর্ষণ,—
ওগো তারা! করিবে যখন মোর।
কারে ডাকি, কে আছে কুত্র, আর নাই কন্যা-পুত্র,
ভরসা তারিণি! মাত্র তোর ॥ ১৩২

ললিত—একতালা।

আর সুতা নন্দন, নাই মা!—সবে ধন,
ভবের মাঝে কেবল তুই ভবদারা!
আর, না হও নিদয়া, দান ক'রে এ দয়া,
নিদান-কালে তত্ত্ব ক'রো মা তারা॥
সে কালেতে যদি সে কাল তোমায়,—
সাধেন বাদ যদি না দেন বিদায়,—তবে তাঁর পায়,—
ধ'রে তার উপায়, ক'রো গো মা!
যেন তারা দেখে মুদি নয়নের তারা॥ (ঝ)

গিরিপুরে একাসনে হরগৌরী।

এই রূপে কাঁদিছে রাণী, অভয়া অভয়বাণী,—
দিয়ে দুঃখ করেন ভঞ্জন।
ক্ষীর সর ল'য়ে ত্বরায়, রাণী গিয়ে দেন তারায়,
তারা কন মা! এ আদর কেমন॥ ১৩৩
আগে গণেশে তুষিবে, তবে দিবে মোর শিবে,
তোর শিবে গ্রহণ করিবে তবে।
রাণী কন,—খেতে সর, ডাকিলে কি আসিবেন হর?
ভবানি! বড় ভয় হয় মা ভবে॥ ১৩৪

সকল রমণী বলে, হারা হয়েছে বুদ্ধি-বলে,
তুমি শাশুড়ী—সবার চেয়ে মান।
তুমি একবার ডাকিলে তাঁকে,
নেচে আসিবেন তোমার ডাকে,
মহাপাতকী ডাক্‌লে তিনি যান॥ ১৩৫
রাণী ডাকেন মহেশ্বর! এস বাছা! ক্ষীর সর,—
কর ভোজন শুনি রব শ্রবণে!
মহা-তুষ্ট মহাকাল, দুখের কাল সুখের কাল,—
রাণীর অম্‌নি হইল ভবনে॥ ১৩৬
পুন কয় রমণী সব, আহা মরি কি উৎসব!
রাণি! আজি মনের দুঃখ হর।
বড় বাসনা হয়েছে মনে, হর-গৌরী একাসনে,—
বসায়ে বরণ তুমি কর॥ ১৩৭
শুনি রাণী আনন্দ-ভরে, কন্যা আর চন্দ্রধরে,—
বসান রত্ন-সিংহাসনোপরি।
গিরিপুরে কি আনন্দ, বসিলেন সদানন্দ,
আনন্দময়ীরে বামে করি॥ ১৩৮

———

ঝিঁঝিট—একতালা।

গিরি-ধামে গুণধাম-বামে ত্রিগুণধারিণী।
ব'সিলেন হর, ভুবন-মনোহর,
যেন হিরণ্য জড়িত হীরক-মণি॥
কহিছেন শিখরী, হরকে করি বিনয়,
এম্নি রূপ দেখাতে আবার যেন দয়া হয়, দয়াময়।
রাণী কয় আর নয়ন ভাসে, মরি রে!
আবার এম্নি এসে, যুগল বেশে, ব'স হরঘরণি।॥
বল্‌তে গৌরীরূপ আর হর-রূপের বাণী,
বাণীর হরে বাণী, হলো পঞ্চাশ বর্ণ বিবর্ণ,
অতি বর্ণ,—জ্ঞান-হীন, দাশরথি কেন,
ও রূপ বর্ণনে হয় অভিমানী॥ (ঐ)

———

ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন।

দিলীপের গঙ্গা-আনয়নে গমন-উদ্যোগ,—
দুই রাণীর কাতরতা।

শ্রবণেতে সুবিখ্যাত, সূর্য্যবংশে ভগীরথ,
ভাগীরথী আনিলা যেমতে।
সগর-রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস,
কপিল মুনির কোপাগ্নিতে॥ ১
সগর রাজার সুত, অসমঞ্জ গুণযুত,
গৃহ ত্যজিলেন কুব্যাভারে।
তাঁহার তনয় হয়, অংশুমান্ মহাশয়,
নাতি দেখি হরিষ অন্তরে॥ ২
পৌত্রে দিয়া রাজ্য-ভার, বনে কৈল আগুসার,
গঙ্গার উদ্দেশে তপ করে।
না পাইয়া ভাগীরথী, দেহ ত্যজে নরপতি;
সংবাদ কহিল আসি চরে॥ ৩
শোকে অংশুমান্ রায়, দিলীপেরে রাজ্য দেয়,
তপস্যাতে করিল গমন।

না পাইয়া গঙ্গারে, ত্যজে নৃপ কলেবরে ;
দূতে আসি কহে বিবরণ ॥ ৪
পরেতে দিলীপ রায়, দুই রাণীর প্রতি কয়,
রাজ্য পালন করো দুই জনে।
যাব আমি তপস্যাতে, গঙ্গা আনি পৃথিবীতে,
তবে পুন আসিব এখানে ॥ ৫
করযোড়ে দোঁহে কয়, তুমি যাবে মহাশয়!
গঙ্গার তপস্যা করিবারে।
মোরা দোঁহে অবলা জাতি, কেমনেতে নরপতি!
রাজ্যপালন পারি করিবারে ॥ ৬

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

কেমনেতে রাজ্য পালন করি বলো, মোরা অবলা।
তোমার বিরহে দোঁহে সদা রব সচঞ্চলা ॥
সুরধুনী-তপস্যাতে, তুমি যাবে কাননেতে,
প্রাপ্ত না হবে সুরধুনী, মোরা কেঁদে হব আকুলা।
শুন শুন হে রাজন্! অধিনীর রাখ মান,
শূন্য ভবনেতে দোঁহে, কেমনেতে রব কুলবালা ॥(ক)

তোমা বিহনে প্রজাগণের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা শুন।—

যেমন বারি ছাড়া মৎস্য, দেখ নাহি বাঁচে প্রাণে।
প্রসূতি ছাড়া শিশু যেমন, মরে সেইক্ষণে॥
গাভী ছাড়া বৎস যেমন, হাম্বারবে ডাকে।
পুষ্প হইলে মধুহীন, ভৃঙ্গ নাহি থাকে॥
পুষ্প সব শুষ্ক হয়, বৃক্ষহীন হৈলে।
ছত্রের আশ্রয় লয় দেখ, বারি বরষিলে॥
বিপদে পড়িলে আশ্রয়, লয় দেবতার।
দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজা লয় আশ্রয় রাজার॥
অতএব তুমি যাবে তপস্যাতে শুন হে রাজন্।
তোমা বিনে হবে হেথা, বড় কুলক্ষণ॥ ৭

সে কেমন, তাহা শুন ;—

যেমন রাজা বিহনে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণী বিহনে গৃহকষ্ট।
পিণ্ড লোপ পুত্র-হীনে, দিক্ শূন্য বন্ধু বিনে।
পুরুষ হীনে পুরী শূন্য কহে সর্ব্বজনে।
বৃন্দাবন শূন্য দেখ, হয় কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ হীনে পুরী শূন্য কহে সর্ব্বজনে।
বৃন্দাবন শূন্য দেখ, হয় কৃষ্ণ বিনে॥
যেমন বারি-হীনে পুষ্করিণী শূন্য, মৎস্য হীনে বারি।
তেমনি হবে মহারাজা। প্রজারা তোমারি॥ ৮

তুমি যাবে তপস্যাতে, বল মোরা কিরূপেতে,
রাজ্য পালন করিব দোঁহায়।
ঋতুরাজ পাইয়া ছল, আসিয়া করিবে বল,
তখন বল কি হবে উপায়॥ ৯
কোকিল হানিবে স্বর, তনু হবে জর জর,
ক্ষমা কর,—যেও না তপেতে।
বলি অতি বিনয় ক'রে, সাধি চরণেতে ধ'রে,
ক্ষান্ত হও রমণী-বাক্যেতে॥ ১০
বিনয় করি রমণীরে, কহে রাজা ধীরে ধীরে,
রাজ্য-পালন কর দুই জন।
পিতৃ-আজ্ঞা খণ্ডাইতে, না পারিব কোন মতে,
ত্বরায় করিব আগমন॥ ১১
এত বলি নৃপবর গেল তপস্যাতে।
দুই রাণী রহে কেবল গৃহের মধ্যেতে॥ ১২

* * *

তপস্যায় দিলীপের দেহ-ত্যাগ,—দেবগণের ব্রহ্মলোকে
ব্রহ্মার নিকট গমন।

হেথায় দিলীপ নৃপমণি, অরণ্যে গিয়া আপনি,
গঙ্গার উদ্দেশে তপ ক'রে।

গঙ্গার চরণ-প্রান্তে, সদা তপ অবিশ্রান্তে,
গত হইল হাজার বৎসর ॥ ১৩
গঙ্গার না দর্শন পায়, ভাবিত হইয়া রায়,
শোকে তনু করিল পতন।
দেখি যত দেবগণ, খেদান্বিত সর্ব্বজন,
কি রূপে জন্মিবে নারায়ণ ॥ ১৪
ইন্দ্র কহে দেবগণে, কহ দেখি সর্ব্বজনে,
কিরূপেতে সূর্য্যবংশ রবে।
রাম যদি না জন্মান, নাহি তবে আমাদের ত্রাণ,
রাবণের হাতে প্রাণ যাবে ॥ ১৫
ব্রহ্মধামে চল যাই, ব্রহ্মারে গিয়া সুধাই,
শুনে ব্রহ্মা কি কহেন বাণী।
এত বলি সুরগণ, উপনীত সর্ব্বজন,
যথায় আছেন পদ্মযোনি ॥ ১৬

বসন্ত—তিওট।

কহ কহ, দেবগণ। কি নিমিত্তে আইলে।
বিরস-বদন কেন, দেখি আজ সকলে ॥
আমি সৃষ্টি-অধিকারী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি,
কহ কহ সত্য করি, পূর্ণ হবে কহিলে।

কেবা কৈল রাজ্যচ্যুত, কেন এত বিষাদিত,
দুঃখ দিয়াছে বুঝি অসুর সুরদলে ॥ (খ)

ব্রহ্মা-সহ দেবগণের কৈলাসে গমন।

আইস আইস দেবগণ! এত বলি পদ্মাসন,
অভ্যর্থনা করিল সভায়।
কুশাসন বসিবারে, আনি দিল সবাকারে,
বৈসে ইন্দ্র আদি দেবরায় ॥ ১৭
বিধি কহে, কহ দেখি, কি কারণে সবে দুখী,
কহ কহ করিব শ্রবণ।
সূর্য্যবংশ-আদি-অন্ত, কহে বিধিরে তদন্ত,
শুনে ব্রহ্মা কহেন তখন ॥ ১৮
যাই চল কৈলাসেতে, কহি শঙ্কর-সাক্ষাতে,
শুনিব শঙ্কর কিবা কন।
এত বলি বিধি আদি, সুরগণ সংহতি,
উপনীত কৈলাস-ভবন ॥ ১৯
দাণ্ডাইয়া সুরগণ, স্তব করে সর্ব্বজন,
বদনেতে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি।
হর হর কাশীপতি! তুমি অখিলের গতি,
অচিন্তনীয়াব্যক্ত শূলপাণি ॥ ২০

ত্বং নমামি দিগম্বর! নাশহ ত্রিপুরাসুর!
ওহে শিব! বৃষোপরি আরোহণ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
প্রলয়-রূপে সৃষ্টি কর সংহরণ॥ ২১

ললিত—খয়রা।

হর হর দিগম্বর! তুমি হে কৈলাস-ঈশ্বর।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
মৃত্যুকে করিয়া জয়, মৃত্যুঞ্জয় নাম ধর॥
পাইয়া বড় শঙ্কা মনে, এলেম তোমার সদনে,
এ বিপদ হ'তে প্রভু আমাদের কর নিস্তার॥ (গ)

এই রূপে স্তব যদি করে দেবগণ।
সদয় হইয়া তবে কহে ত্রিলোচন॥ ২২
প্রাণ যদি চাহ আমার, তাহা দিতে পারি।
কি নিমিত্তে আইলে, কহ ধাতা অসুরারি॥ ২৩
ব্রহ্মা কহে শুন প্রভু! করি নিবেদন।
শঙ্কা পাইয়া আইলাম তোমার সদন॥ ২৪
তোমার আশ্রিত হ'য়ে, আইলাম হেথায়।
ইহার বিহিত যদি কর দয়াময়॥ ২৫

আমরা তোমার আশ্রিত, সে কেমন,—

যেমন সিংহের আশ্রিত পশু। মায়ের আশ্রিত শিশু॥
বৃক্ষের আশ্রিত ফল। শরীরের আশ্রিত বল॥
যেমন বারি-আশ্রিত মীন। দাতা-আশ্রিত দীনহীন॥
রাজা-আশ্রিত প্রজাগণ।
তেম্নি তোমার আশ্রিত দেবগণ॥ ২৬

* * *

মহাদেব এবং অষ্টাবক্র মুনি কর্ত্তৃক দিলীপের দুই রাণীকে পুত্র-বর প্রদান।

তখন শিবের নিকটে কহে যত দেবগণ।
যে নিমিত্তে আইলাম শুন বিবরণ॥ ২৭
সূর্য্য-বংশ-অন্ত-কথা কহে ত্রিলোচনে।
শিব শুনি কহিলেন, শুন সর্ব্ব জনে॥ ২৮
যাহ সবে দেবগণ! আপন আলয়।
ইহার বিহিত আজি করিব নিশ্চয়॥ ২৯
এত বলি দেবগণে বিদায় করিয়া।
স্বপ্ন দিলা মহেশ্বর রজনীতে গিয়া॥ ৩০
মম বরে তোমার জন্মিবে কুমার।
ইহার উপায় বলি, শুন সারোদ্ধার॥ ৩১

এক শয্যায় শয়ন করহ দুই রাণী।
এক জনার গর্ভ হবে, বর দিলাম আমি॥ ৩২
হইবে উত্তম-পুত্র খ্যাত সূর্য্য-কুলে।
একচ্ছত্র রাজা হবে ধরণী-মণ্ডলে॥ ৩৩
পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার করিবে গঙ্গা আনি।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল শূলপাণি॥ ৩৪
প্রভাতে উঠিয়া তবে রাণী দুই জন।
দোঁহে মেলি স্বপ্ন-কথা কহে বিবরণ॥ ৩৫
হেন কালে উপনীত অষ্টাবক্র ঋষি।
শীঘ্রগতি প্রণাম করিল দোঁহে আসি॥ ৩৬
পুত্রবতী হও বলি, কহিল রাণীরে।
করযোড় করি দোঁহে কহে ধীরে ধীরে॥ ৩৭
কিবা বর প্রদান করিলে মহামুনি!
সন্তান জন্মিবে বল কি হেতু আপনি॥ ৩৮
আমরা বিধবা হই, এই সূর্য্য-কুলে।
কি হেতু সন্তান বল, জন্মিবে এ কুলে॥ ৩৯

ললিত—খয়রা।

ভেব না মনেতে রাণি! দিলাম পুত্রবর-দান।
বিধবা হ'লেও, পুত্র হবে তোমার বলবান্॥

ত্রিভুবনে যশ প্রকাশিবে, দোঁহারে সতী বলিবে,
যত কাল চন্দ্রসূর্য্য রবে, সূর্য্যবংশে রবে মান।
যদি হই মহামুনি, হৃদয়ে থাকেন চিন্তামণি,
অন্যথা না হবে রাণি! আমার বচন॥ (ঘ)

সত্যবতীর গর্ভে মাংসপিণ্ডরূপে ভগীরথের জন্ম-গ্রহণ,—
অষ্টাবক্র মুনির বরে ভগীরথের সুন্দর দেহ-লাভ।

মুনি তবে কন, আমার বচন,—
না হবে খণ্ডন, শুন ওগো রাণি!
দুই জনা মেলি, কর হর্ষকেলি,
পুত্র মহাবলী, জন্মিবে আপনি॥ ৪০
নাহি কর ভয়, দিলাম অভয়,
থাকহ নির্ভয়, সতী বলাবে পৃথিবীতে।
ঘুচিবে কুযশ, ভাবিহ নির্য্যস,
হইবে সুযশ, তব সেই পুত্র হ'তে॥ ৪১
মুনি এত বলি, গেলা গৃহে চলি,
বর দিয়া দুই জনে।
রাণী দুইজনা, করয়ে ভাবনা,
আপনার মনে মনে॥ ৪২

রাণী সত্যবতী, সুমতীর প্রতি,
কহিছেন ধীরে ধীরে।
কি করি বল না, উপায় কহ না,
বর দিল মুনিবরে॥ ৪৩
না হবে খণ্ডন, তাহার বচন,
পুত্র হবে গর্ভে মোর।
তাহার উপায়, কর গো ত্বরায়,
বিলম্ব সহে না আর॥ ৪৪
সুমতী রাণী কয়, ইহার উপায়,
করিব ত্বরায় আমি লো।
রজনী যোগেতে, দেখিনু স্বপ্নেতে,
আসি শিওরেতে কে যেন কহিল॥ ৪৫
পরা বাঘছাল, গলে হাড়মাল,
শিঙ্গা করতলে ধরি লো।
মুনির বচন, তাহার কথন,—
না হবে খণ্ডন, আর লো॥ ৪৬
এরূপ বচন, কহে দুই জন,
দিবা অবসান হইল।
রজনীযোগেতে, পালঙ্কোপরেতে,
দোঁহেতে শয়ন করিল॥ ৪৭

সত্যবতী পরে, সুমতী রাণীরে
পতি মনে জ্ঞান করিল।
দৈবের ঘটনে, একত্র শয়নে,
জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী হইল ॥ ৪৮
ক্রমে ক্রমে মাস, গত হৈল দশ,
আনন্দ-উল্লাস বাড়িল।
মাংসপিণ্ড প্রায়, পড়িল ধরায়,
দেখিতে সবাই আইল ॥ ৪৯
গর্ভপাত হৈল, কেহ বা কহিল,
কেহ কয়,—তাহা নয় লো।
এরূপ রমণীগণে, কহে কথা সর্ব্বজনে,
আজ্ঞা দিল ততক্ষণে, দুই রাণী পরে লো ॥ ৫০
দাসী আনি কুমারেরে, শোয়াইল পথ-ধারে,
দৈবের নির্ব্বন্ধ পরে, অষ্টাবক্র আইল।
প্রভাতে করিতে স্নান, সরোবরে মুনি যান,
দৈবের ঘটনা দেখ, খণ্ডে কোন্ জনা লো ॥ ৫১
বক্র মুনির অষ্ট ঠাঁই, শিশু সেই মত করে তাই,
অষ্টাবক্র ক্রোধ-মনে কহিতে লাগিল।
ব্যঙ্গ কর মোর প্রতি, শুন ওরে শিশুমতি!
এত বলি ক্রোধমতি, মুনিবর কহিল ॥ ৫২

যদি আপন স্বভাব-ক্রমে, কর তুমি এরূপ ক্রমে,
আমার বরেতে তবে উঠ তুমি গা তোল।
মহামুনির বচন, খণ্ডে বল কোন্ জন,
রাজার নন্দন দাঁড়াইয়া উঠিল॥ ৫৩

ভৈরবী—আড়খেমটা।

নমো নমো দ্বিজ! নম, তুমি হে পূর্ণব্রহ্ম!
তোমার মর্ম্ম বলিতে কে পারে।
কৃষ্ণ যিনি পরম ব্রহ্ম, জানিয়া দ্বিজের মর্ম্ম,
বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্ন ধরে॥
আমি গো শিশুমতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
আশীর্ব্বাদ মোর প্রতি, যাহ ক'রে!
পাণ্ডুবংশজাত, পরীক্ষিত নর-নাথ,
দ্বিজের শাপে সেই জন মরে॥ (ঙ)

প্রণমিয়া করযোড়ে মুনিরে তখন।
গদ গদ স্বরে কহে বিনয় বচন॥ ৫৪
ভাগ্যে মুনি বাঁচাইলা করুণা করিয়া।
তব প্রসাদেতে আমি উঠিনু বাঁচিয়া॥ ৫৫

যত কাল বাঁচিব আমি, ভারত-সংসারে।
গুরুর সমান করি, মানিব তোমারে॥ ৫৬
অষ্টাবক্র কহে বাছা! রাজার কুমার!
একচ্ছত্র রাজা হবে ধরণী-উপর॥ ৫৭
পিতৃগণে মুক্ত কর, গঙ্গা-তপস্যাতে।
উদ্ধার হইবে তারা গঙ্গা-পরশেতে॥ ৫৮
যেমন, দৈত্যকুলে দৈত্যপতি বলি মহাশয়।
বামনেরে দান দিয়া, পাতালেতে রয়॥ ৫৯
অদ্যাবধি কীর্ত্তি দেখ, ধরণীতে ঘোষে।
অদ্যাপি দ্বারকানাথ, আছেন দ্বারদেশে॥ ৬০
শুন,—সূর্য্য-বংশেতে সগর মহাবল।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কীর্ত্তি রাখে ধরাতল॥ ৬১
তুমি গঙ্গা আনি কীর্ত্তি রাখ ধরাতলে।
তব নাম থাকে যেন পৃথিবী-মণ্ডলে॥ ৬২
এত বলি ভগীরথে নিয়া তপোধন।
সত্যবতী রাণীর কাছে, কৈল সমর্পণ॥ ৬৩
সত্যবতী কহে, শিশু কাহার তনয়।
বিশেষিয়া, মহামুনি! কহগো আমায়॥ ৬৪
শুনে মুনি আদি-অন্ত রাণীরে কহিল।
ততঃপর হর্ষমনে বিদায় লইল॥ ৬৫

আনন্দের সীমা নাই রাণী দুই জনা।
নগর মধ্যেতে সবে করিল ঘোষণা॥ ৬৬

সুরট—আড়া।

সই! শুনেছ কি রাজার বাটীর কথা।
আই কি বালাই!—তপে গেল নরনাথ,
সত্যবতীর হ'ল স্থত,—
কে করে প্রকাশ, বল! কার দুটা মাথা॥
কোন ধনী কয়, ওলো সজনি!
কি কহিলি বল্ ফিরে শুনি,
আমাদের ঘরে যদি হতো, লোকে যে কি করিত,—
কলঙ্ক রটায়ে দিত করিত অবস্থা॥ (চ)

নগরে নানারূপ রটনা।

নগর-নাগরীগণ, বারি আনতে করি গমন,
এক জনায় অন্য জন, তখন কহিছে গো।
শুনেছ কি এক আশ্চর্য্য, দেশের ব্যবহার কিমাশ্চর্য্য!
আমাদের নৃপতির ভার্য্যার, সন্তান হয়েছে গো॥ ৬৭
রাজা তপ করিতে গেল, সেথা কৃষ্ণ প্রাপ্ত হলো,
দূতে সংবাদ দিয়ে গেল, তাই আমরা শুনিলাম গো।

বিধবা যুগল রাণী, ঘরে তারা প্রেমাধীনী,
কিসে হেন নাহি জানি, সরমে মলাম গো ॥ ৬৮
এক জনা কহে পরে, বড় কথা বড় ঘরে,
বলিব না গো—কেমন করে, পরাণ যে কাঁপে গো।
ছোট রাণী সত্যবতী, তার চাওনি খারাপ অতি,
পুরুষ দেখ্‌লে তার মতি,
কেমন যেন হয় গো ॥ ৬৯
উঠিয়া ইষ্টকোপরে, দশ দিক্ দৃষ্টি করে,
পুরুষ দেখিলে ঠারে ঠোরে, কটাক্ষেতে চায় গো।
বড় যে সুমতি রাণী, তাহার কেবল বাহার খানি,
বস্ত্র অলঙ্কার আনি, কত ঢঙে পরে গো ॥ ৭০
ওমা ওমা মরি মরি, সূর্য্যবংশে কলঙ্ক ভারি,
এমন নাহিক হেরি, কেবা হেন করে গো।
এমন ঝি বউ যদি আমাদের হতো,
ঝাঁটা খেয়ে প্রাণটা যেতো,
যা হবার তাই হতো, কে করে নিয়া ঘর গো ॥ ৭১
আর এক রসবতী বলে, কায কি মোদের ও সকলে,
যদি শক্র দেয় ব'লে, যাবে ধ'রে নিয়া গো।
ভাত খাই কাঁশী বাজাই, রগড়ের কিছু জানি নাই,
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, জাহাজে কি কাজ গো ॥ ৭২

এই মত জনে জনে, নিন্দা করে সর্ব্বজনে,
হেন কালে সেই খানে, এক বৃদ্ধা আইল গো।
কুম্ভ নিয়া কক্ষে করি, সরোবরে আন্‌তে বারি,
আইল বৃদ্ধা ধীরি ধীরি, তথায় গো॥ ৭৩
সূর্য্যবংশের নিন্দা শুনি, ক্রোধে বুড়ি কহে বাণী,
জানি জানি তোদের জানি, তোরা যেমন সতী গো।
সত্যবতী আর সুমতী, তাদের বাড়া কেবা সতী,
আছে আর এই ক্ষিতি-মধ্যে গো॥ ৭৪
যদি বল বিধবা হ'য়ে, পুত্র হলো কি লাগিয়ে,
তার কথা বিবরিয়ে, বলি আমি তোরে গো।
অষ্টাবক্র বর দিল, সত্যবতীর পুত্র হ'ল,
খণ্ডে কার সাধ্য বল, সেই মুনির বাক্য গো॥ ৭৫
আবার আছে মুনির বাণী, যে নিন্দা করিবে রাণী,
জেতে বার হবেন তিনি, মুনি শাপ দিলে গো!
তাই তোদের করি বারণ, নিন্দায় কি প্রয়োজন,
মুনির শাপ হবেনা লঙ্ঘন, অবশ্য ফলিবে গো॥ ৭৬
দূর দূর সব অল্পেয়ে! বারি আন্‌তে বারি ছলা পেয়ে,
পরের যত কুচ্ছ গেয়ে, বেড়াস্ পথে পথে গো।
যাই তোদের শাশুড়ীর কাছে, যা করিব তা মনে আছে,
একবারেই মাম খুইয়ে দেবে, সবার গো। ৭৭

এত বলি তাড়াতাড়ি, বারি নিয়া যায় বুড়ি,
দেখিয়া যতেক নারী, নিজ গৃহে শীঘ্র করি, গেল গো ॥৭৮

বেহাগ-জংলাট—আড়খেমটা।

ঘরে যা যা তোরা সকলে।
নৈলে তোদের শাশুড়ী ননদীকে দিব বলে ॥
আমি ভাল জানি মনে, সতী তারা দুই সতীনে,
অকলঙ্ক কুলে কেনে, মিছে কালি দিস্ তুলে ॥
যদি বল পুত্র হলো, মুনি-বরদান ছিল,
যা হবার তা হ'য়ে গেল, কি হবে দ্বেষ করিলে ॥ (ছ)

ভগীরথের বিদ্যাশিক্ষা,—গুরু-মহাশয়ের গালি,—ভগীরথের অভিমান।

হেথায় সত্যবতী রাণী, ভগীরথে লইয়া আপনি,
হরষিতে কাটাইছে কাল।
সপ্তম বৎসর জানি, গুরু মহাশয়ে আনি,
লিখিবারে দিল পাঠশাল ॥ ৭৯
নানা মতে শিক্ষা দেয়, আসি গুরু মহাশয়,
ভগীরথ নাহি কহে বাণী।
শেষে গুরু ক্রোধে জ্বলে, নানামত কটু বলে,
জারজ ব'লে গালি দিল মুনি ॥ ৮০

শুন রে নির্ব্বংশের বেটা! পিতা তোর বল্ কেটা,
পিতার কি নাম কহ রে দেখি।
শুনি ভগীরথ কয়, দুই চক্ষে বারি বয়,
অন্তরেতে হলো মহা-দুঃখী ॥ ৮১
গুরু কহে,—মর রে ছোঁড়া! খেগে যারে কচুপোড়া,
তোর পেটে বিদ্যে-সাধ্যে হবে না।
কেন আছিস্ এখানেতে, দূর দূর হাভাতে!
তোর মা শেষে দিবে গঞ্জনা ॥ ৮২
তোর মা যে সতব্যতী! কেবল তিনি সত্যবতী!
সত্য কথা বৈ তিনি কন না।
ফেরেন পরের ঘরে ঘরে, সকলের দ্বারে দ্বারে,
উচু বই নীচু দিকে চান না ॥ ৮৩
গুরু কহে এইরূপ, ক্রোধে ভগীরথ ভূপ,
নিজ গৃহে আসিয়া তখন।
কারে কিছু না কহিয়া, শিশু ক্রোধাগারে গিয়া,
থাকে প'ড়ে করিয়া শয়ন ॥ ৮৪
বেলা দুই প্রহর প্রায়, গগনোপরেতে হয়,
রাণী ভাবে পুত্রের কারণ।
কেন না এখনো এলো, ভগীরথ কোথা গেল!
তত্ত্ব রাণী করয়ে তখন ॥ ৮৫

পাঠশালে গিয়া পরে, সত্যবতী তত্ত্ব করে,
না পাইয়া ঘরে আইল ফিরে।
সত্যবতী আর সুমতি, দোঁহেতে ব্যাকুল অতি,
নানামতে আক্ষেপ সে করে॥ ৮৬
কোথা গেলে বাছাধন! না দেখে বিধুবদন,
রৈতে নারি গৃহের ভিতর।
প্রাণ উড়ু-উড়ু করে, তোর মনে কি এই ছিল রে!
মা বলিয়া কে ডাকিবে আর॥ ৮৭
এই মত দুই রাণী, রোদন করে অমনি,
হেন কালে শুন বিবরণ।
রাণী কোন কার্য্যান্তরে, গিয়া দেখে ক্রোধাগারে,
ভগীরথ করিয়া শয়ন॥ ৮৮
দাসী গিয়া শীঘ্রতর, কহে দোঁহার গোচর,
ভগীরথ আছয়ে শয়নে।
শুনি রাণী ধেয়ে যায়, কুমারে দেখিতে পায়,
কহে তবে আনন্দিত মনে॥ ৮৯
কেন রে ক'রে শয়ন, ক্রোধাগারে কি কারণ?
হইয়াছে কিবা অভিমান?
উঠ উঠ যাদুমণি! তোমার নিমিত্তে আমি,
হইয়াছি পাগল-সমান॥ ৯০

বেহাগ-জংলাট—খেমটা।

সত্য করি কহ মোরে, কে মম পিতে গো জননি !
মিথ্যা কহ যদি মোরে, আমি নাহি রব ঘরে,
ব্রহ্মচারী-বেশ ধ'রে, যাব আপনি দেশ দেশান্তরে,—
এ মুখ না দেখাইব, তপস্যাতে প্রাণ ত্যজিব,
হব স্বর্গ-গামিনী ॥ (জ)

বশিষ্ঠের মুখে ভগীরথের পিতামহ ও পিতার বিবরণ শ্রবণ।

ভগীরথ কহে মা গো ! করি নিবেদন।
এক কথা বলি যদি কর অবধান ॥ ৯১
রাণী কহে, কি কথা কহ রে বাছাধন !
কহিলাম সত্য সত্য কহিব বচন ॥ ৯২
ভগীরথ কহে, মা গো ! নিবেদন করি।
কোথায় মম পিতা, কহ সত্য করি ॥ ৯৩
শুনি রাণী কহে, বড় ঠেকিলাম দায়।
সত্য কথা কৈলে, পুত্র যদি ছেড়ে যায় ॥ ৯৪
মিথ্যা কহিলে, ধর্ম্মেতে পতিত হব আমি।
কেমন ক'রে মুখেতে তবে এই কথা আনি ॥ ৯৫
কপটেতে রাণী কহে, শুন বাছাধন।
যখন রাজা হইয়া বসিবে তুমি রত্ন-সিংহাসন ॥ ৯৬

তখন কহিব তব পিতার কাহিনী।
এইরূপ বারে বারে কহে দুই রাণী ॥ ৯৭
না শুনে চতুর শিশু মায়ের বচন।
অগ্রেতে কহ গো পিতার কুশল কথন ॥ ৯৮
রাণী কহে অগ্রে বাছা! স্নান ভোজন কর।
পরেতে শ্রবণ কর বশিষ্ঠ-গোচর ॥ ৯৯
শুনি ভগীরথ স্নান ভোজন করিয়া।
বশিষ্ঠ নিকটে কহে প্রণাম করিয়া ॥ ১০০
কোথায় আছেন পিতা, কহ দয়াময়!
কিবা নাম হয় তাঁর, কহিবে আমায় ॥ ১০১
শুনিয়া বশিষ্ঠ কহে রাজার কুমারে।
অগ্রে বাছা! বড় হও—কহিব এর পরে ॥ ১০২
এক্ষণে কহিলে পরে না রবে গৃহেতে।
ভগীরথ কহে মোরে, হইবে বলিতে ॥ ১০৩
মুনি কহে, তব পিতা দিলীপ আছিল।
তপস্যাতে গিয়া সেই পরাণ ত্যজিল ॥ ১০৪
ভগীরথ কহে, মুনি! করি নিবেদন।
কি কারণে তপস্যাতে করিল গমন ॥ ১০৫

বসন্ত—তিওট।

কহ গো মহামুনি! তোমার মুখেতে শুনি,
অপূর্ব্ব পিতামহ-বিবরণ।
কি হেতু যজ্ঞ করে, যজ্ঞে কে বিঘ্ন করে,
বিশেষিয়া মোরে কহ সে বচন॥
কিসেতে হবে মুক্তি, দেহ সে মোরে যুক্তি,
শক্তি বিনা নাহি মুক্তি কদাচন॥ (ঝ)

মুনিবর কন, রাজার নন্দন!
শুন বিবরণ বলি।
সূর্য্যবংশে ছিল, সগর ভূপাল,
বড়ই বিশাল, বলে মহাবলী॥ ১০৬
একচ্ছত্রাধিপ, ছিল সেই নৃপ,
বড়ই প্রতাপান্বিত।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
সংগ্রামে মহা-পণ্ডিত॥ ১০৭
মুনি-বরে তার, শতেক কুমার,
একেবারে সবে হৈল।
বলে বলবান্, সকলে সমান,
ব্রহ্মশাপেতে মরিল॥ ১০৮

তাদের উদ্ধারে, গঙ্গা আনিবারে,
তপ করিবার তরে।
কি কব সে কথা, গিয়া তব পিতা,
গঙ্গা না পাইয়া মরে॥ ১০৯
করযোড় করি, মুনি-বরাবরি,
কহে ধীরি ধীরি, রাজার নন্দন।
তপস্যা করিব, গঙ্গারে আনিব,
উদ্ধারিব মম পিতৃগণ॥ ১১০
শুন মুনিবরে! মন্ত্র দেহ মোরে,
না রব গৃহেতে আমি।
মুনিবর কয়, রাজার তনয়!
এক্ষণে না হও অরণ্যগামী॥ ১১১
হইয়া রাজন, প্রজার পালন,—
অগ্রে কর বাছাধন।
পরেতে যাইয়া, তপস্যা করিয়া,
গঙ্গারে আনিয়া, উদ্ধারহ পিতৃগণ॥ ১১২
হেনকালে রাণী, আসিয়া আপনি,
কহে কথা মুনিবরে।
কিসের কথন, কহ দুইজন,
বিশেষিয়া কহ মোরে॥ ১১৩

বশিষ্ঠ ঋষি কন, তোমার নন্দন,
বলে তপস্যাতে যাব, গঙ্গারে আনিব,
পিতৃকুল উদ্ধারিব, নিজ বাহুবলে ॥ ১১৪
দীক্ষা হইবারে, আমার গোচরে,
তোমার কুমার চায়।
ওগো সত্যবতি! কহি তব প্রতি,
কি কহিব ইহার উপায় ॥ ১১৫
ভগীরথ নিকটেতে সত্যবতী কয়।
না যাইও তপস্যাতে,—সময় এ নয় ॥ ১১৬
তুমি গৃহ হইতে গেলে শূন্যময় হবে।
এ ছার গৃহেতে তবে কোন্ জন রবে ॥ ১১৭
সরযূতে গিয়া, আমি ত্যজিব জীবন।
মাতৃবধের ভাগী তোরে হইবে অংশন ॥ ১১৮
তপস্যাতে যাহ যদি শুন বাছা! ধীর।
শূন্যময় হবে তবে এ গৃহ-মন্দির ॥ ১১৯

সে কেমন,—

যেমন শিব বিহনে কাশী শূন্য, কহে মুনিগণ।
সর্ব্ব শূন্য দেখে, দরিদ্র যে জন ॥ ১২০
দিক্ শূন্য হয় যেমন বন্ধুর কারণে।
অমরাপুরী শূন্য যেমন, ইন্দ্রের বিহনে ॥ ১২১

যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিহনে শূন্য বৈকুণ্ঠ নগরী।
তুমি তপস্যাতে গেলে তেম্‌নি হবে পুরী ॥ ১২২

* * *

বশিষ্ঠের নিকট ভগীরথের দীক্ষা-গ্রহণ,—তপস্যায় গমন।

এইমত নিবারণ করে যত রাণী।
ভগীরথ কহে তবে, যোড় করি পাণি ॥ ১২৩
কেন মোরে বারে বারে, বারণ কর তুমি।
তপস্যা করিতে মাগো! যাইব যে আমি ॥ ১২৪
পিতৃগণ উদ্ধারিব তোমার আশীষে।
না হবে প্রমাদ, অশীর্ব্বাদ কর ব'সে ॥ ১২৫
এই রূপে নানা ছলে মায়ে ভুলাইয়া।
মন্ত্র-দীক্ষা লইলেন বশিষ্ঠের কাছে গিয়া ॥ ১২৬
মহামন্ত্র কর্ণে যদি, মুনিবর দিল।
অষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত হইয়া পড়িল ॥ ১২৭
মায়ের নিকটে গিয়া কহে মৃদুবাণী।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, চলিলাম জননি! ॥ ১২৮
এত বলি ভগীরথ প্রণমিলা মায়।
ব্যাকুল হইয়া রাণী, পুত্র প্রতি কয় ॥ ১২৯

বসন্ত—চৌতাল।

বাছা যাওরে ভগীরথ! করিবারে তপ,
পূর্ণ হবে মনোরথ, যাইলে।
আমার এই আশীর্ব্বাদ, পূরিবে মনোসাধ,
না হবে প্রমাদ, আসিবে কুশলে॥
যদ্যপি পাও ভয়, মায়েরে ডেকো তথায়,
অবশ্য রাখিবেন কুশলে॥ (ঐ)

সজল জলদ ভাষে, কহে রাণী প্রিয় ভাষে,
তপস্যাতে করিবে গমন!—
দেখ বাছা! সাবধানে, যাও মায়ের আরাধনে,
রক্ষা যেন করেন দেবগণ॥ ১৩০
মস্তক রক্ষা করিবে তোর, আপনি কৈলাস-ঈশ্বর,
হস্ত রক্ষা করিবেন পদ্মাসন।
ভগীরথ-মস্তকোপরে, রক্ষা বাঁধি দিয়া পরে,
বিদায় রাণী করে ততক্ষণ॥ ১৩১

* * *

বিজন বনে ভগীরথের তপস্যা।

চলে রায় ত্বরা করি, মাকে মনে মনে করি,
উত্তরিল আসি এক বনে।

একে অরণ্য-বিজে-বন, ডাকে গণ্ডার ব্যাঘ্রগণ,
আতঙ্কে কম্পিত শিশু শুনে॥ ১৩২
নয়ন মুদিয়ে ডাকে, হিংস্রপশু-আতঙ্কে,
কোথা গো মা সুরশৈবলিনি!
দেখা দেহ আসি মোরে, ডাকি গো মা! বারে বারে,
ওমা কালি! কৈবল্যদায়িনি॥ ১৩৩
এই রূপ বারে বারে, ডাকে রাজকুমারে,
অন্তরেতে জানিলা পার্ব্বতী।
আজ্ঞা দিল কেশরীরে, যাহ বাছা! ত্বরা ক'রে,
রক্ষা কর সূর্য্যবংশ-পতি॥ ১৩৪
আজ্ঞা পাইয়া করি-অরি, চলিলেন ত্বরা করি,
যথা বনে রাজার নন্দন।
আশ্বাস করিয়া তায়, কহে সিংহ পশুরায়,
ভয় নাই,—শুনহ বচন॥ ১৩৫
বসি কর আরাধন, শুন ওরে বাছা-ধন।
হৃদে ভয় নাহি কর আর।
এত বলি পশুপতি, অন্তর্দ্ধান শীঘ্রগতি,
উপনীত কৈলাস-শিখর॥ ১৩৬
হেথা পশুগণ যত, যুক্তি করে নানা মত,
একত্র হইয়া বসি সবে।

এ শিশুরে যদি খাই, তবে যে নিস্তার নাই,
রাজার নিকটে যাই সবে ॥ ১৩৭
শার্দ্দূল হাসিয়া কয়, ছোঁড়া বড় চতুর হয়,
খাব বলি আমরা সবাই।
তাই গিয়ে রাজার কাছে, বুঝি শরণ নিয়েছে,
তবে গণ্ডার ভাই! ॥ ১৩৮
গণ্ডার কহে, তাহা নয়, এই অনুমান হয়,
শিশু করিয়াছে চতুরালি।
বধিবে বুঝি মোদের প্রাণ, তাই ব'সে করে ধ্যান,
চল যাই পালাই সকলি ॥ ১৩৯
জম্বুক কহিছে বাণী, শুন সবে কহি আমি,
লইয়াছে মাতার শরণ।
যদি এই কথা শুনে, তবে রাজা বধিবে প্রাণে,
নিতান্ত মরিব সর্ব্বজন ॥ ১৪০

* * *

ভগীরথকে ব্রহ্মার বর-দান ; ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নে পথে বিঘ্ন।

ব্রহ্মার তপস্যা করে, শতেক বৎসর পরে,
দেখা আসি দিল প্রজাপতি।
বর লহ গুণাকর! যেবা বর বাঞ্ছা কর,
সেই বর দিব শীঘ্রগতি ॥ ১৪১

শিশু কহে যোড় করে, গঙ্গা আনি দেহ মোরে,
এই বর মাগি প্রভু! দান।
শুনি ব্রহ্মা আশ্বাসিয়া, চলে ত্বরান্বিত হৈয়া,
উপনীত গঙ্গা বিদ্যমান ॥ ১৪২
প্রজাপতি কহে বাণী, শুন গো মা সুরধুনি!
ভগীরথ রাজার নন্দন।
করিয়া কঠিন সাধন, করে তব আরাধন,
কর গো মা! তথায় গমন ॥ ১৪৩
বিধিমতে পদ্মযোনি, বুঝাইতে সুরধুনী,
শেষে গঙ্গা করিল স্বীকার।
চলে ভগীরথ কাছে, যথা বনে রাজা আছে,
তারিণী করেন আগুসার ॥ ১৪৪
চক্ষু মুদি ভগীরথ, যথায় করেন তপ,
সুরধুনী তথায় আইল।
কি কর রে বাছা ধন! চক্ষু কর উন্মীলন,
শুনি রাজার ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥ ১৪৫
দেখি গঙ্গা সুরধুনী, স্তব করে নৃপমণি,
গঙ্গা-বেগ কে করে ধারণ?
পশুপতি বিনা আর, ধরে হেন সাধ্য কার,
কর বাছা! তাহার সাধন ॥ ১৪৬

শুনি যায় দ্রুতগতি, যথা আছেন পশুপতি,
ভগীরথ কহে সমাচার।
শুনিয়ে শিশুর বাণী, নৃত্য করেন শূলপাণি,
ধন্য সূর্য্যবংশে বংশধর ॥ ১৪৭
গঙ্গারে শিরে ধরিব, গঙ্গাধর নাম পাইব,
ইহা হৈতে ভাগ্য মোর নাই।
ধন্য ধন্য আমি ধন্য, কত করিয়াছি পুণ্য,
চল বাছা! চল তবে যাই ॥ ১৪৮
সদানন্দ শীঘ্র আসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
বসিলেন মেরু-শৃঙ্গ-তটে।
হিমালয়-শিখর হইতে, পড়ে শিবের মস্তকেতে,
পর্ব্বত পাহাড় যায় ফেটে ॥ ১৪৯
অমনি জটায় পূরি, রাখে গঙ্গা ত্রিপুরারি,
বেড়ান দেবী পথ নাহি পান।
যেন দিক্ হৈল হারা, বেড়ান ভ্রমি ভবদারা,
হেথায় ভগীরথ ফিরে চান ॥ ১৫০
কোথায় সে তরঙ্গ, দেখে ভগীরথের আতঙ্ক,
শূন্যময় হেরে ত্রিভুবন।
মাথে হাত মারি রায়, কেঁদে গড়াগড়ি যায়,
নয়নেতে ধারার শ্রাবণ ॥ ১৫১

গঙ্গা হারাইয়া ভগীরথ শোকযুক্ত,—সে শোক কেমন,
তাহা শ্রবণ কর,—

যেমন মণি-হীন ফণী। স্বামী-হীন রমণী॥ ১৫২
শুক-হীন সারী। কুঞ্জর-হীন কুঞ্জরী॥ ১৫৩
রাবণ-হীন মন্দোদরী। ইন্দ্র-হীন অমরাপুরী॥ ১৫৪
কৃষ্ণহীন গোপিনী যত।
গঙ্গাহীনে ভগীরথ হয় সেই মত॥ ১৫৫

ভৈরবী—যৎ।

মা গো! কোথা গেলে সুরধুনি!
অকৃতী সন্তান ব'লে ত্যজিলে কেন জননি॥
যদি কুসন্তান হই, তবু তোমার পুত্র বই,—
আর কেহ নই, শুন গো জগৎ-তারিণি!
বড় আমি দুরাশয়, হারাইলাম গো তোমায়।
কি করিব হায় হায়! ভেবে মরি দিবা রজনী॥ (ট)

কেঁদে গড়াগড়ি যায়, ভগীরথ নৃপরায়,
আছাড়িয়া আপনার কায়া।
কে করিল বজ্রাঘাত, কেন হেন অকস্মাৎ,
কেবা গঙ্গা চুরি কৈল গিয়া॥ ১৫৬

দেখিয়া শিশুর রোদন, জটা চিরি ততক্ষণ,
বাহির করিয়ে সুরধুনী।
হিমালয় শিখরেতে, সেই ধারা আচম্বিতে,—
পড়ে, ঘুরে বেড়ান তারিণী॥ ১৫৭
ভগীরথে দেবী কয়, পথ নাহি পাওয়া যায়,
শুন বাছা! বলি আমি তোরে।
ইন্দ্রের আছে ঐরাবত, আন তারে তরান্বিত,
সেই আসি দিবে পথ ক'রে॥ ১৫৮
শিশু আসি তপ করে, দ্বাদশ বৎসর পরে,—
সদয় হইল শচীপতি।
কিবা বর মনোমত, চাহ বাছা ভগীরথ!
সেই বর দিব শীঘ্রগতি॥ ১৫৯
এই বর সুরেশ্বর! আমি তোমার গোচর,
ঐরাবত হাতী মাগি দান।
হিমালয় ভিতরেতে, বদ্ধ দেবী যেতে পথে,
মুক্ত করি দিবে সেই স্থান॥ ১৬০
ভগীরথ-মুখে শুনি, ঐরাবত কহে বাণী,
কহ,—গঙ্গা কেমন গঠন।
যদি গঙ্গা ভজে মোরে, দিতে পারি পথ ক'রে,
যাহ তারে কহ বিবরণ॥ ১৬১

কর্ণে শিশু দিয়ে হাত, কহে দেবীর সাক্ষাৎ,
অন্তরেতে জানিল তারিণী।
হাসি ভগীরথে কয়, যাহ বাছা! পুনরায়,
কহ গিয়া তাহারে কাহিনী॥ ১৬২
আড়াই ঢেউ যদি মোর, সৈতে পারে করিবর,
তবে তারে আপনি ভজিব।
দেখ বাছা ভগীরথ! হবে তার সেই মত,
নিশুম্ভের প্রায় সংহারিব॥ ১৬৩
শুনি শিশু ত্বরা করি, দ্রুত কহে যথা করী,
শু'নে দুষ্ট হরষিত-মন।
আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, মুখে নাহি ধরে হাসি,
ঘন ঘন বাড়ায় চরণ॥ ১৬৪

ঐরাবতের দর্প চূর্ণ।

ইন্দ্রের ঐরাবত চলে, গভীর ঘোর নাদে।
শতহস্ত মাটি উঠে, করিবর-পদে॥ ১৬৫
দীর্ঘেতে দ্বাদশ-জোজন, চারি যোজন আ'ড়ে।
নিশ্বাসেতে কত শত, গিরি উড়ে পড়ে॥ ১৬৬

মদে মত্ত মাতঙ্গ চায়, ঘূর্ণিত-লোচন।
অনুমান হয় যেন, সাক্ষাৎ শমন ॥ ১৬৭
যথায় আছয়ে গিরি, সুমেরু-শিখর।
দন্ত বসাইল করী, শৃঙ্গের উপর ॥ ১৬৮
কুল কুল রবে, গঙ্গা বাহির হইলা।
কোপ করি ঐরাবত, ভাসাইয়া দিলা ॥ ১৬৯
হাবুডুবু খায় হস্তী, গঙ্গার হিল্লোলে।
জল খেয়ে করিবর মরে পেট ফু'লে ॥ ১৭০
দেবী ক'হে, আর ঢেউ বাকি আছে মোর।
আমারে ভজিতে চাহ আরে রে পামর! ॥ ১৭১
ভজি তোরে ভাল ক'রে, বলিয়া তারিণী।
তলাইয়া দিল নিজ তরঙ্গে আপনি ॥ ১৭২
ত্রাহি ত্রাহি মাহামায়া! কে জানে তোমায়।
চিনিতে না পারি আমি, পশু দুরাশয় ॥ ১৭৩
নগেন্দ্র-নন্দিনী তুমি ত্রিলোক-তারিণী।
শিবের দোহাই, যদি না ছাড় জননি! ১৭৪
শু'নে সুরধুনী তায় ছাড়াইয়া দিল।
অবিলম্বে করিবর পলাইয়া গেল ॥ ১৭৫
কল কল রবে জল, চলিল গঙ্গার।
নানা দেশ দিয়া দেবী করেন আগুসার ॥ ১৭৬

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দিয়া গঙ্গার গমন।
জহ্নু মুনির আশ্রমেতে করে আগমন॥ ১৭৭
এক-মনে মহামুনি জপ করে ব'সে।
বারির তরঙ্গে কোশাকুশি যায় ভেসে॥ ১৭৮
ধ্যান-ভঙ্গে মহামুনি, কটমট চায়।
ক্রোধেতে কুপিয়ে, তাই গঙ্গা প্রতি কয়॥ ১৭৯
কেমন ব্যাভার তব, না দেখি না শুনি'।
কোশাকুশি ভেসে যায়, কি করিব আমি॥ ১৮০
এত বলি ক্রোধান্বিত জহ্নু মহামুনি।
পান কৈল গণ্ডূষেতে গঙ্গায় আপনি॥ ১৮১
দেখি ভগীরথ করে মুনিরে স্তবন।
কাঁদিয়া ধরিল গিয়া, যুগল চরণ॥ ১৮২
কতক্ষণ পরে মুনির, ধ্যান-ভঙ্গ হৈল।
আদ্যন্ত কথা ভগীরথে জিজ্ঞাসিল॥ ১৮৩
তার পর মুনিবর, দেখে ধ্যান করি।
গঙ্গা বাহির কৈল মুনি, দক্ষিণ জানু চিরি॥ ১৮৪
সেই খানে হৈল জাহ্নবী ব'লে নাম।
পরে দেবী উপনীত হৈল কাশীধাম॥ ১৮৫
ভগীরথে মহামায়া জিজ্ঞাসে আপনি।
ভগীরথ কহে মাগো! আমি নাহি জানি॥ ১৮৬

শুনেছিলাম মাতৃ-মুখে কপিল-শাপেতে।
ভস্ম হইয়াছে সব পাতাল-পুরেতে ॥ ১৮৭

* * *

গঙ্গাজল-স্পর্শে সগর-সন্তানগণের উদ্ধার।

শুনি শতমুখী গঙ্গা হইলা সেখানে।
পূর্ব্বপুরুষ ভস্ম হইয়া আছয়ে যেখানে ॥ ১৮৮
এক বিন্দু বারি যেমন পরশ হইল।
যাট হাজার রথ আসি উপনীত হৈল ॥ ১৮৯
দুই হস্ত তুলি সবে ভগীরথে কয়।
তোমা সম ভাগ্যবান্ না দেখি ধরায় ॥ ১৯০
তুমি বাছা পুণ্যবান্, আমাদের করিলে ত্রাণ,
এ যশ ঘুষিবে ত্রিসংসারে।
রাজ-রাজ্যেশ্বর হবে, চিরকাল সুখে রবে,
এত বলি আশীর্ব্বাদ করে ॥ ১৯১
পরে যায় স্বর্গপুরে, আরোহিয়া রথোপরে,
ভগীরথ প্রণাম করিল।
আনন্দে দুবাহু তু'লে, নাচে গঙ্গা গঙ্গা ব'লে,
প্রেমবারি নয়নে বহিল ॥ ১৯২
গঙ্গা কন ভগীরথে, শুন বাছাধন! একচিত্তে,
মোর পূজা কর বাছাধন।

একচ্ছত্র রাজা হবে, সুখে কাল কাটাইবে,
অন্তিমেতে দিব দরশন ॥ ১৯৩
এত বলি সুরধুনী, চলিলেন তরঙ্গিণী,
সমুদ্র-সহিত ভেটিবারে।
হেথা ভগীরথ রায়, চলিলেন নিজালয়,
হরষিত হইয়া অন্তরে ॥ ১৯৪
পুত্র হেরি সত্যবতী, আনন্দিত হইয়া অতি,
আসি শিরে করিল চুম্বন।
সুমতি সহিত গিয়া, আইওগণে সঙ্গে নিয়া,
সুবচনীর করিল পূজন ॥ ১৯৫
সিরণী আনিয়া পরে, সত্যপীরে পূজা করে,
পরে দিল দাঁড়া গুয়াপাণ।
বিভা দিয়া ভগীরথে, আনন্দ হইয়া চিতে,
পুত্রে রাজ্যভার দিল দান ॥ ১৯৬
ভগীরথ রাজা হ'য়ে, পাত্র মিত্র সঙ্গে ল'য়ে,
রত্নসিংহাসনে আরোহণ ॥ ১৯৭
গঙ্গার প্রতিমা পরে, স্বর্ণেতে নির্ম্মিত ক'রে,
নিত্য নিত্য কয়রে পূজন।
গঙ্গা-পদ কহে রায়, যেই শুনে যেই গায়,
তার জন্ম নাহি কদাচন ॥ ১৯৮

খাম্বাজ -- আড় খেম্‌টা।

জয় জয় ধ্বনি মঙ্গলাচরণ।
করে পুলকেতে অযোধ্যাবাসিগণ॥
কেহ গায় কেহ হাসে, পুলকেতে সবে ভাসে,
আনন্দে বেড়ায় উল্লাসে, যত পুর-জন।
বাহুতেতে ঠোকে তাল, মাহুত বলে সামাল সামাল,
রায়-বাঁশে ধরি বাঁশ, লোকে ঘনে ঘন॥ (ঠ)

———

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যের প্রবল প্রতাপ ;—
অসুর-নাশে দেবগণের মন্ত্রণা।

মহামুনি মার্কণ্ড, দেবীর মাহাত্ম্য-কাণ্ড,
সুধাখণ্ড লিখিলেন পুরাণে।
শুম্ভ আর নিশুম্ভ দৈত্য, বাহু-বলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য—
শাসিল দুর্জ্জন দুই জনে॥ ১
প্রবল-প্রতাপযুক্ত, আজ্ঞাতে সদা নিযুক্ত,
অমর কিন্নর নর যত।
কি আশ্চর্য্য কব তার, অদ্বিতীয় অবতার,
দম্ভে ধরা কম্পে অবিরত॥ ২
দেবগণ পায় তাপ, অনলের হীনোত্তাপ,
প্রতাপে রবির তাপ খণ্ডে।
অতি ভণ্ড দোর্দ্দণ্ড, হস্তেতে করিয়া দণ্ড,
দেবগণে দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে॥ ৩
কেড়ে ল'য়ে যমদণ্ড, যমে বধিতে উদ্দণ্ড,
প্রচণ্ড কোদণ্ড করে ধরি।

দেখে দণ্ড করা মত, জগতে করি দণ্ডবৎ,
ভয়ে কত হইল দণ্ডধারী॥ ৪
ব্রহ্মার না রাখে মান, নিজে মান্য অপ্রমাণ,
তৃণতুল্য ত্রিলোক ধরিল।
কর দিয়ে সব করযুগ্ম, যোগ্যতা কে হবে যোগ্য ?
যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিল॥ ৫
কি ভাস্কর সুধাকর, রত্নাকর দেন কর,
কিঙ্কর সংসারে সর্ব্বজনা।
শুম্ভ ত্রৈলোক্যের পতি, রাজ্যভ্রষ্ট সুরপতি,
সুরসঙ্গে করেন মন্ত্রণা॥ ৬
বল হে অমরবর্গ ! মন তো না মানে বর্গ,
অবিরত কাঁদি অভিমানে।
গেল স্বর্গের অধিকার, দুর্গা বিনে দুর্গে পার,
কে আর করিবে ত্রিভুবনে॥ ৭
সদাশিব-সীমন্তিনী, তরঙ্গে তরণী তিনি,
মুক্তি মূলাধারা মুক্তকেশী।
পূর্ণ হইবে বাসনা, করি শক্তির উপাসনা,
সর্ব্বজনে নির্জ্জনেতে বসি॥ ৮
সবে বলে,—মনে লয়, যুক্তি করি হিমালয়,—
পর্ব্বতে গেলেন সর্ব্বজনে।

হ'য়ে শুদ্ধ কলেবর, যাচেন অভয় বর,
দুর্গাপদাম্বুজে দেবগণে ॥ ৯
হে বিমলে ! বিশ্বরূপে, বিদ্যারূপে বুদ্ধিরূপে,
নিদ্রাদিরূপেতে অবস্থিতি।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূতা, তব কীর্ত্তি অনুভূতা—
ভূতনাথ-ভার্য্যা ভগবতী ॥ ১০
যত্ন করি যুগ্মকরে, জননীরে স্তব করে,
যতেক অমর হ'য়ে ঐক্য।
অসুরে লয় অধিকার, কি দুর্গতি অধিক আর !
প্রপন্নপালিনি ! মান রক্ষ ॥ ১১

সুরট—ঝাঁপতাল।

সুরগণ শরণাপন্ন শুন গো মা শম্ভুদারা !
শুম্ভ-ভয়ে রাখ সুরে, অম্বুজনয়নি ! তারা !
অসুর-ভয়ে ভার-অতি, শিবসুন্দরি ! বসুন্ধরা।
হরিলে অসুরে ইন্দ্রপদ,—চন্দ্রশেখরা ॥
ওমা ! বিষম বীর বিরোধে বিস্ময়,—বিশ্ববন্দিনি !
বিপদে বিমুক্ত কর, বিষয়-বাঞ্ছাহরা !
দেবের দেবত্ব দেবে, দেহি মা দিগম্বরা !
স্থান দেহি মা ! দাশরথিরে চরণাম্বুজে ত্বরা ॥ (ক)

হিমালয়ে কালবরণা জয়দুর্গার অধিষ্ঠান,—চণ্ডের মুখে
শুম্ভ দৈত্যের এই সংবাদ শ্রবণ।

স্তবে তুষ্টা ভগবতী, গুণাতীতা গুণবতী,
একাকিনী গঙ্গাস্নান-ছলে।
দেবগণে দিতে গতি, অগতির চরণ—গতি,
চঞ্চলেতে চলে হিমাচলে॥ ১২
উপনীতা একেশ্বরী, সুরমধ্যে সুরেশ্বরী,
জিজ্ঞাসা করেন দেবগণে।
বাসনা করি কি ধন, কারে কর আরাধন,
বিধিমত বিনয়-বচনে॥ ১৩
বলিতে বলিতে কথা, শক্তির অঙ্গে নির্গতা,
তখনি হইল এক শক্তি।
কিবা রূপ অনুপম, কৌশিকী তাঁহার নাম,
শক্তির নিকটে করেন উক্তি॥ ১৪
জান না তুমি অভয়ে! স্তব করে দৈত্যভয়ে,
আমারে অমর সর্ব্বজন।
এ কথা করিয়া উক্তি, পুনরায় কৌশিকী শক্তি,
শক্তির অঙ্গেতে লিপ্ত হ'ন॥ ১৫
পরে শুন বিবরণ, ত্যজি সুবর্ণ বরণ,
কৃষ্ণাঙ্গী হইয়া হিমাচলে।

রহিলেন জগন্মাতা, জয়ন্তী জগৎপূজিতা,
জগতে জয়দুর্গা যাঁকে বলে ॥ ১৬
রূপে দশদিক্ দীপ্ত, চন্দ্রের কিরণ লুপ্ত,
ব্রহ্মরূপিণীর রূপে করে।
শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য, চণ্ডমুণ্ড নামে দৈত্য,
দৈবে যায় সেই স্থানে পরে ॥ ১৭
একদৃষ্টে কতক্ষণ, করি কান্তি নিরীক্ষণ,
বলে কি রূপিণী ধন্যা ধন্যা !
হেথা কার লাগি কার নারী, কারণ বুঝিতে নারি,
ত্রিলোকমোহিনী কার কন্যা ॥ ১৮
গিয়া শুম্ভ-সন্নিধানে, বাথানি বিধি-বিধানে,
চঞ্চল হইয়ে কহে চণ্ড।
অবধান মহারাজ ! হিমালয় মাঝে বিরাজ,
আহা মরি কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ॥ ১৯
জিনিয়াছ সুরপতি, তুমি ত ত্রৈলোক্যপতি।
পুরে পূর্ণ প্রচুর ঐশ্বর্য্যে।
গজমুক্তা আদি কত, চন্দ্রকান্ত মরকত,
পদ্মিনীনিন্দিত কত ভার্য্যে ॥ ২০
জিনিয়াছ রত্নাকরে, রত্ন কে বা সঙ্খ্যা করে,
রত্নের অযত্ন তব জানি।

বহু রত্ন দেখিতে পাই, স্ত্রীরত্ন তেমত নাই,
রত্নাধিক রত্ন সে রমণী ॥ ২১
শতমুখ যদি হই, রূপের শতাংশ কই,
এক মুখে কহিতে না পারি।
অবিলম্বে নৃপমণি! গ্রহণ কর রমণী,
রমণীর শিরোমণি নারী ॥ ২২

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

শুন হে রাজন্‌! করি নিবেদন,
নিরখিয়ে এলাম এক কন্যা।
রূপে জগৎ উজ্জ্বল, সজল জলদবরণী,
কার ঘরণী, তাহে তরুণী,—সে ধনী ধরণী-ধন্যা ॥
তরুণীর হেরি চরণ-কিরণ, অরুণ-কিরণ দূরে গিয় রন্‌,
নখরেতে সুধাকরের কিরণ, হরণ করিছে ভুবন-মান্যা।
বলে ত্রিভুবন ক'রেছে নির্দ্ধনী,
জয় জয় ধ্বনি,—তুমি ধনে ধনী,—
লও গে সেই ধনী, তবেই ধরিব ধনী,
তোমা বিনে ধনী,—সাজে না অন্যে ॥ (খ)

জয়দুর্গার নিকট শুম্ভের দূত-প্রেরণ।

বিনয়পূর্ব্বকে করে অপূর্ব্ব বর্ণন।
চণ্ডমুখে শুনে চিত্ত-চঞ্চল রাজন॥ ২৩
সুগ্রীব নামেতে দূত,—দ্রুত ডাকি তায়।
হইয়ে উন্মত্ত-চিত্ত কহে দৈত্যরায়॥ ২৪
শুন হে সুগ্রীব! সুবুদ্ধির শিরোমণি।
তুমি নাকি আনিতে পার পুরে সে রমণী॥ ২৫
মোর যত আধিপত্য, তারে তথ্য কবে।
অবশ্য আসিবে জানি ঐশ্বর্য্যের লোভে॥ ২৬
শুনি বার্ত্তা, শুভ যাত্রা, সুগ্রীব করিল।
চঞ্চলচরণে হিমাচলে উত্তরিল॥ ২৭
সুগ্রীব সুমন্ত্রী সুমধুর বাক্যচ্ছলে।
নিরুদ্বেগে নীরদবরণী প্রতি বলে॥ ২৮
শুন হে সুন্দরি। শুভ সংবাদ সম্প্রতি।
দৈত্যকুলে উদ্ভব, শুম্ভ ত্রৈলোক্যের পতি॥ ২৯
জগতের যাগযজ্ঞ-ভাগ তাঁহার অগ্রেতে।
রাজত্ব প্রভুত্ব এখন প্রবর্ত্ত সব তাঁতে॥ ৩০
আমি অনুগত অনুচর তাঁর হই।
যা কহিলে কহিলেন, শুন ধনি! কই॥ ৩১

পাইবে পরম সুখ, তুমি গেলে তত্র।
গ্রহণ কর ভর্ত্তা তাঁরে, বার্ত্তা এই মাত্র॥ ৩২
অনুজ নিশুম্ভ, সেই দনুজপতির।
গচ্ছ গচ্ছ যারে ইচ্ছ,—তুল্য দুই বীর॥ ৩৩
দুর্গা-ভগবতী ভদ্রা শু'নে এই বাণী।
ত্রিলোক-জননী যিনি জগদুদ্ধারিণী॥ ৩৪
অন্তরে ঈষৎ হাস্য করি কন দূতে।
যে কহিলে সত্য সত্য বুঝিলাম চিতে॥ ৩৫
পূর্ব্বে এক প্রতিজ্ঞা করেছি নারীবুদ্ধে।
যে জন জগতে মোরে জিনিবেক যুদ্ধে॥ ৩৬
বলক্ষয় পরাজয় পাব যার কাছে।
সেই ভর্ত্তা ভবিষ্যতি,—এই পণ আছে॥ ৩৭
দূত কহে, ভালো না হইল তব পক্ষে।
তুচ্ছ করি দিলি কথা অহঙ্কার-বাক্যে॥ ৩৮
ভাগ্য মানি শীঘ্র যাও, রাজার গোচরে।
দে'খো যেন শেষে কেশে না ধরে কিঙ্করে॥ ৩৯
সাধ্বী কন, সাধ্য কি হে! প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।
কহ তব রাজারে, যাহাতে তার রুচি॥ ৪০

* * *

শুম্ভের নিকট শুম্ভ-দূতের প্রত্যাগমন,—

ধূম্রলোচনের যুদ্ধ-যাত্রা।

সক্রোধে সুগ্রীব গিয়া জানায় সত্বরে।
শু'নে শুম্ভ ধূম ক'রে কয় ধূম্রলোচনেরে॥ ৪১
ধেয়ে যাও ধিক্ ধিক্!—তারে আনিবে ধরিয়ে।
গর্ব্বিণী ধনীর কেশাকর্ষণ করিয়ে॥ ৪২
যদি পেয়ে থাকে ধনী কোন ধনীর আশ্রয়।
যক্ষ রক্ষ রক্ষক যদ্যপি কেহ হয়॥ ৪৩
যে হোক,—বধিয়ে অস্ত্রে দিবে প্রতিফল।
সৈন্য লয়ে যাও, অন্য কথায় কি ফল॥ ৪৪
ধুম্‌কিটি-কিটি ধাঁ ধাঁ বাদ্য বাজিতে লাগিল।
ধূম করি ধাইয়ে ধূম্রলোচন চলিল॥ ৪৫
উত্তরিল ত্রিলোকোদ্ধারিণী দুর্গা যথা।
তুচ্ছ করি উচ্চ-স্বরে ডাকি কয় কথা॥ ৪৬
শুম্ভ-পাশে যা রে কন্যা! করিস্‌নে অবজ্ঞা।
নহিলে চিকুরে ধরিব, আছে ঠাকুরের আজ্ঞা॥ ৪৭
শুনি বাক্য লোহিতাক্ষ কমলনয়নী।
একটা হুঙ্কার-ধ্বনি করেন শঙ্করমোহিনী॥ ৪৮

* * *

ধূম্রলোচন বধ।

ধূম্রলোচনেরে দেবী দেন ভস্ম করি।
থাকিল যতেক সৈন্য আর অশ্ব করী॥ ৪৯
সংহারিতে যত সৈন্য করি সিংহ-ধ্বনি।
সিংহেরে দিলেন আজ্ঞা সংহার-কারিণী॥ ৫০
গর্ব্ব করি যায় সিংহ, পার্ব্বতীবাহন।
চর্ব্বণ করিয়া খায়, সর্ব্ব সেনাগণ॥ ৫১
লম্ফ দিয়ে, নখ দিয়ে, ধরিয়ে ধরিয়ে।
আদরে খাইছে রক্ত, উদর চিরিয়ে॥ ৫২
দেবগণ যত ধূম্রলোচনের বধে।
হর্ষেতে বর্ষেণ পুষ্প পার্ব্বতীর পদে॥ ৫৩
ভগ্নদূত বিঘ্ন দেখি তীক্ষ্ণবেগে ধায়।
বিপত্তি-সকল দৈত্যপতিরে জানায়॥ ৫৪
কেহ নাই তব সৈন্য,—শূন্য সমুদয়।
মহারাজ! সঙ্কট বড়, সেতো মেয়ে নয়॥ ৫৫
রুধিরে বহিছে নদী, কর গিয়া দৃষ্ট।
আমারে রেখেছে মাত্র পাত্র অবশিষ্ট॥ ৫৬

———

আলিয়া—একতালা।

ধরাতে তায় ধরি হে ধন্যে।
হে রাজন্! সে কি মেয়ে সামান্যে!
অহঙ্কার করি,হুহুঙ্কারে প্রাণ,
বধিল জলদবরণ কন্যে।
সিংহ প্রতি বলে বধ রে বধ রে!
আদরেতে হাসি অধরে না ধরে,
মৃগেন্দ্র উদরে যে ধরে বিদরে,
এসেছি শরীরে, আমি কি পুণ্যে॥
কি করিবে তব সেনা-অশ্ব-করী,
করে ধনুঃশর করিয়া কি করি!
নারীর বাহন আসি করি-অরি,
নখে করি করি, নাশিল সৈন্যে॥ (গ)

দূত-মুখে শুনি তথ্য দৈত্যের ঈশ্বর।
ক্রোধভরে অধর কাঁপিছে থর থর॥ ৫৭
কপিলের উষ্মা যেমন, সগর-নন্দনে।
উভয়ত উষ্মা যেমন, ভীম দুর্য্যোধনে॥ ৫৮
মহাদেবের উষ্মা যেমন, মদনের প্রতি।
দক্ষের উপরে যেমন, উষ্মা করেন সতী॥ ৫৯

মহাজনের উষ্মা যেমন, নাতোয়ান খাতকে।
যমের উষ্মা হয় যেমন, পঞ্চম পাতকে ॥ ৬০

* * *

চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধ-যাত্রা।

ততোধিক ঘোর উষ্মায়, দন্তে কর কামড়ায়,
ডেকে বলে দৈত্যরায়, মরি রে দম ফেটে।
কোথায় গেলি রে চণ্ড! কোথায় গেলি রে মুণ্ড!
এখনি নারীর মুণ্ড, এনে দে রে কেটে ॥ ৬১
শুনিয়া সাজিল চণ্ড, প্রতাপ অতি প্রচণ্ড,
এখনি দিব দণ্ড, বলি দণ্ডবৎ করে।
আস্ফালন ঘোর তরঙ্গ, মাতঙ্গ রথ তুরঙ্গ,
সঙ্গে সেনা চতুরঙ্গ, চলে রঙ্গভরে ॥ ৬২
আছেন সিংহ আরোহণ করি, চতুর্ভুজা শুভঙ্করী,
মার্ মার্ শব্দ করি, দুটো দৈত্য গেলো।
ঈষৎ হাসি অন্তরে, ত্রিলোক-তারা তদন্তরে,
দৈত্য প্রতি কোপান্তরে, কালীবরণ হলো ॥ ৬৩

* * *

চামুণ্ডার উৎপত্তি।

কপাল হৈতে কপালিনী, নির্গতা করেন অমনি,
প্রচণ্ড চণ্ডদমনী, চামুণ্ডা-রূপিণী।

মূর্ত্তি ঘোর ভয়ঙ্করা, খট্টাঙ্গ-অসি-করা,
কঙ্কালবদনী পরা, দ্বীপচর্ম্মখানি ॥ ৬৪
রক্তাক্ষী লোলরসনা, মুণ্ডমালা-বিভূষণা,
অতি বিকট-দশনা, শুষ্ক-কলেবর।
অসিকরে অসুরে বধ্যে, ভয়ঙ্করী ক্ষণমধ্যে,
পড়েন গিয়া রণ-মধ্যে, সিংহে করি ভর ॥ ৬৫

* * *

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

নাহি যুদ্ধ ব্যবস্থার, দানবের নাহি নিস্তার,
বদন করি বিস্তার, ধ'রে লাগিলেন খেতে।
খান রক্ত করি ঘটা, রক্ত লেগে দন্ত ক'টা,
শোভে যেন সূর্য্যের ছটা, মেঘের কোলেতে ॥ ৬৬
নাই যুদ্ধের অঙ্গ শুদ্ধ, 'খাব' এই বাক্য প্রসিদ্ধ,
রথ গেলেন রথীশুদ্ধ, ঘোড়া হাতী যা ঘটে।
কি করিলেন ভগবান্! দৈত্য যত হানে বাণ,
হাঁ করি হাসিয়ে খান, পাক পায় বাণ পেটে ॥ ৬৭
পড়িয়া ঘোর ফাঁফরে, কহে দৈত্য পরস্পরে,
বাঁচে প্রাণ, পলা'লে পরে, নৈলে সব সারে রে!
কোথাকার এ গিলে-খাগী, খেলে রে হাঁ-করা মাগী!
ব্যাঘ্রের মুখেতে ছাগী, কি করিতে পারি রে ॥ ৬৮

সুরট—কাওয়ালী।

সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে।
সুর-পালিনী শির মালিনী,
দেবী দুরিত-দনুজদল-দশনে দণ্ডে।
কিবে আসন করি করিবরারি-পৃষ্ঠে,
রূপ দৃষ্টে চমক লাগে চণ্ডে॥
সঘনে নাশ করে, বদনে গ্রাস করে,
গলিত রুধির-ধারা গণ্ডে।
হর-বনিতের, ঘোর ধ্বনিতে,
কাঁপে থর থর কলেবর জীব-ব্রহ্মাণ্ডে॥ (ঘ)

চামুণ্ডার সমরে চণ্ডমুণ্ড-নিধন।

আইল চণ্ড দোর্দ্দণ্ড, খড়্গ দিয়া তদ্দণ্ড,
তাহার জীবন দণ্ড, করেন শঙ্করী।
আইল মুণ্ড নেড়ে মুণ্ড, খড়্গ দিয়া কাটেন তুণ্ড,
রণভূমে পড়ি মুণ্ড, মুণ্ড গড়াগড়ি॥ ৬৯
হৈল চণ্ডমুণ্ড-বিনাশন, দেবীর পরিতোষণ,—
জন্য পুষ্প বরিষণ, করেন দেবগণে।
কহেন মুনি মার্কণ্ডে, চণ্ড-মুণ্ডের দুই মুণ্ডে,
ল'য়ে যান চামুণ্ডে, চণ্ডী বিদ্যমানে॥ ৭০

কহেন, দেবীর আজ্ঞা করিলাম পালন।
এখন তুমি নিশুম্ভ শুম্ভে করহ দলন॥ ৭১
চণ্ডীর জন্মিল প্রীতি, চণ্ডমুণ্ড-নাশে।
চামুণ্ডে নাম দিয়ে, রাখিলেন নিজ পাশে॥ ৭২
হেথা রণ-সংবাদ পাইয়া শুম্ভদৈত্য।
বলে রে, নিশুম্ভ! একি যাতনা অকথ্য॥ ৭৩
এ সব সম্পদ্ আমার হইল কি অনিত্য!
সর্পের বাসাতে আসি, ভেকে করে নৃত্য॥ ৭৪
নারীর হাতে অপমান,—জ্ব'লে যায় চিত্ত!
শীঘ্রগতি কর, ভাই! পাপের প্রায়শ্চিত্ত॥ ৭৫
এত বলি, দুই ভাই রাগেতে উন্মত্ত।
শ্যামারে করিতে জয় সমরে প্রবর্ত্ত॥ ৭৬
অন্তঃপুরে রাজরাণী শু'নে এই তত্ত্ব।
রাজারে ডাকিয়ে কয়, কাঁদিয়া অনর্থ॥ ৭৭
কাল-ভার্য্যা কালীরে দেখেছি কালি ঘুমে।
যেন আশুতোষ-আসনে আসিয়া রণভূমে॥ ৭৮
করে অসি মুক্তকেশী, হাসিতে হাসিতে।
ফেরেন দনুজকুল নাশিতে নাশিতে॥ ৭৯
চলিল রক্তের নদী, ভাসিতে ভাসিতে।
বোপরে বায়স গায়, বসিতে বসিতে॥ ৮০

দেখিয়া হইলাম বড়, ত্রাসিতে নিশিতে।
তোমারে বধেন প্রাণে, অসিতে অসিতে॥ ৮১
যেও না, হে নাথ! চতুর্ভুজার সমরে।
সাধ ক'রে দিওনা ভুজ ভুজঙ্গ-গহ্বরে॥ ৮২

ভৈরবী—আড়া।

করো না করোনা ওহে নাথ! আমায় অনাথিনী।
নাথোপরে নাথ! সে যে, অনাথনাথ-রমণী॥
যা হতে ধ্বংস-উৎপত্তি, সেই এলো হে রণে সম্প্রতি,
যার পতিত-পাবন পতি, পতিত পদে আপনি॥ (৬)

শুম্ভের সমর-যাত্রা।

রমণীর কথা শুম্ভ করিয়া অগণ্য।
বাজাইয়া বাদ্য যান সাজাইয়া সৈন্য॥ ৮৩
ঘণ্টা-নাদ সিংহ-নাদ করেন শঙ্করী।
ঘেরিল অসুরগণ মার্ মার্ করি॥ ৮৪
অগ্রে সেনা, পাছে শুম্ভ, মার্ মার্ মুখে।
কালীর ভৈরব এক দাঁড়ায় সম্মুখে॥ ৮৫
শুম্ভ-সেনা বলে, বেটা হেদে রে ভৈরব!
তুই বেটা! করিস রব—কিসের গৌরব॥ ৮৬

তুই বেটা! অদ্ভুত ভূত, তোরে কি কথা কই!
অসিধরা দিগম্বরা কালী তোদের কই ॥ ৮৭
ভৈরব বলে, তোরে বধিতে আসিবেন মা কালী!
তবে তাঁর চরণের দাস, আমি মিথ্যা চিরকালি ॥ ৮৮
আমা হ'তে হবে না, বেটা! এম্নি কথার দাঁড়া।
কুমড়ার জালি কাটিতে মহিষ-কাটা খাঁড়া ॥ ৮৯
আমা হ'তে হইবে, বেটা! গয়া-গঙ্গা হরি।
দশমূলেতে যাবে রোগ, কাজ কি বিষ-বড়ি ॥ ৯০

পরজ—একতালা।

সামাল দেখি তুই আমারে।
শ্যামা মা মোর আসিবে পরে।
মা করিবে রণ, কিসের কারণ,—
যদি নিবারণ হয় নফরে ॥
মা মোর কালী কাল-রাত্রি,
কাল-ভার্য্যা কাল-রাজ্য-কর্ত্রী,
আসিবে কি সেই মোক্ষদাত্রী,
মক্ষিকা বধিবার তরে ॥ (চ)

রক্তবীজ-বিনাশ।

উভয় দলে একত্তর, লাগিল যুদ্ধ ঘোরতর,
প্রথমত রক্তবীজ সনে।
রক্ত পড়ে মৃত্তিকায়, অসংখ্য জন্মায় কায়,
ভাবেন ভবানী তার রণে ॥ ৯১
কহিছেন ব্রহ্মময়ী, চামুণ্ডা! তোমারে কই,
রণস্থলে থাকো হাঁ করিয়া।
বেটা কি করিল বিরক্ত, তুমি পান কর রক্ত,
আমি সব কাটি খড়্গ দিয়া ॥ ৯২
এমনি করিবা পান,—মৃত্তিকা নাহিক পান,—
এক ফোঁটা,—তবে না মরিবে।
সংহারিণী রূপ ধরি, সিংহ-পৃষ্ঠে অসি ধরি,
খণ্ড খণ্ড করিলেন শিবে ॥ ৯৩

বেহাগ—কাওয়ালী।

অসিতবরণী মনের উল্লাসে,
অসি-পাশে অসুর-কুল নাশে।
কাতরে ভাষে, অসুরসেন,
! মেরো না, ঘনবরণা!
নিষ্করুণা ঘন হাসে ॥

মৃগেন্দ্রোপরে জগৎ-বন্দিনী,
পলাবে বাসনা—সেনা—সঙ্কট গণি,
তা না পায়, অনুপায়, বলে হায়! একি দায়
গেল নিতান্ত প্রাণ, পর-দায় অনাসে॥
অভয় যাচিছে ভয়ে সৈন্যগণ,
লয়েছি শরণ, শ্যামা! সম্বর মারণ,
সাধিছে সমরে, মা! তোরে কাতরে,
বধ না দুর্গা! দাশরথিরে কি দোষে॥ (ছ)

রণে রক্তবীজ মরে, আনন্দ যত অমরে,
শুম্ভ অতি দুঃখিত-অন্তর।
সেনাপতির মরণে, নিশুম্ভ সাজিল রণে,
করেতে করিয়া ধনুঃশর॥ ৯৪

* * *

শুম্ভ এবং নিশুম্ভের যুদ্ধ,—মৃত্যু।

প্রথমে যত সেনাশুদ্ধ, মাতৃগণ সহ যুদ্ধ,
তদন্তে কালীর সঙ্গে রণ।
নিশুম্ভের প্রাণ দণ্ডি, খড়্গোতে দিলেন চণ্ডী,-
দেবে করে পুষ্প বরিষণ॥ ৯৫
সহ সৈন্য অশ্ব করী, মার্ মার্ শব্দ করি,
শুম্ভ যায় সহোদর-শোকে।

দেখে নানা দেবের শক্তি,　শুম্ভ গিয়া করেন উক্তি,
　　ধিক্ ধিক্ সিংহবাহিনি ! তোকে ॥ ৯৬
আমি জানি এই কারণ,　একাকিনী করে রণ,
　　রণে কেন ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী।
একি তোমার অসি-করা !　পরের বলে যুদ্ধ করা,
　　দেব-শক্তি যতেক সঙ্গিনী ॥ ৯৭
যেমন ভগিনী-পতি ভাগ্যবান্,　সেই বলেতে বলবান্,
　　সম্বন্ধীর লম্বা কোঁচা খানি।
সহিসের ঘোড়া চড়া,　ধোপার যেমন পোষাক পরা,
　　তাতে কি প্রশংসা হলো ধনি ! ॥ ৯৮
ছেড়ে দিয়ে পরের বল,　একা সাজিতে পারিস্ বল্,
　　তবে জানি সক্ষমা শ্যামা তুমি।
কহিছেন ব্রহ্মময়ী,　কই ! আমার সঙ্গিনী কই !
　　এইতো রণে একাকিনী আমি ॥ ৯৯
তখন একাকিনী বিরহিণী,　দাঁড়ান সিংহবাহিনী,—
　　করে করি খরশাণ খড়্গ।
নিকট হ'য়ে শ্যামার,　শুম্ভ বলে—মার্ মার্,
　　সঙ্গেতে লইয়া সেনাবর্গ ॥ ১০০
উন্মত্ত অসি-ধরা,　চরণে টলমল ধরা,
　　খণ্ড খণ্ড করিছেন সেনা।

দেখি প্রলয়-আকার, করে সৈন্য হাহাকার,
পলাইতে সবারি মন্ত্রণা ॥ ১০১
পলাইছে এক জনা, আর জন বলে,—বুঝ না,
হাঁরে ভাই! কোথা পলাইবে।
এ যে ত্রিপুর-সুন্দরী, বিশ্ব-মাতা বিশ্বোদরী,
শ্যামার উদরস্থ জগজ্জীবে ॥ ১০২

পরজ—একতালা।

বল কোথা লুকাইবে। গগনে গেলে কি জীবে!
জীবনে মগন হ'লে, জীবন নাশিবে শিবে ॥
যদি রে শ্যামা মা বধে, স্থান পাবিনে বিমানে হ্রদে,
চল রে! বিপদে শ্যামাপদে—স্থান লইগে সবে ॥ (জ)

শ্যামা করে সব সৈন্য সংহার সেদিন।
একাকী রহিল শুম্ভ, অস্ত্র-আদি হীন ॥ ১০৩
মৃত্যুকালে অধিক রাগেতে গর গর।
দেবী প্রতি ধাইল বীর, ধরিয়া মুদ্গর ॥ ১০৪
খড়্গে না কাটেন দেবী, দেখে দৈত্য জ্বলে।
এক কীল মারে মোক্ষদার বক্ষঃস্থলে ॥ ১০৫

পুন এক বজ্রসম দেবীর চাপড়ে।
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে বীর, ভূমিতলে পড়ে॥ ১০৬
পুনশ্চ ধরিয়া কীল, ধাইল অসুর।
বলে, এইবার কামিনি! তোর করি দর্প চূর॥ ১০৭
শূল হস্তে করিলেন শূলপাণি-দারা।
বক্ষ ভেদ অসুরের করেন শূল দ্বারা॥ ১০৮
কম্পিতা হইয়ে পড়ে,—সুস্থিরা মেদিনী।
দেবগণ করিছেন জয় জয় ধ্বনি॥ ১০৯
বহিছে পুণ্য-বাতাস, আকাশ নির্ম্মল।
সৎপথগামিনী নদী হইল সকল॥ ১১০
অপ্সর করিছে নৃত্য, দেবের আলয়ে।
কিন্নর করিছে গান, গৌরী-গুণ গেয়ে॥ ১১১

খাম্বাজ—যৎ।

দনুজদল-দলনি! সুরপালিনী শিবে!
আমার দেহাসুরের পাপাসুরে কবে নাশিবে॥
কামাদি সেই দৈত্য-সেনা, তায় ব'ধে,—লোলরসনা!
মা! তোমার করুণা-ইন্দ্রত্ব পদ—কবে বিলাবে॥ (ঋ)

মহিষাসুরের যুদ্ধ।

জম্ভাসুরের তপস্যা,—মহাদেবের বর দান।

শ্রবণে জীব করে মুক্ত, মার্কণ্ড মুনির উক্ত,
চণ্ডীবর্ণন-মাহাত্ম্য, লিখিলেন পুরাণে।
মহিষাসুর নামে দৈত্য, শিববরে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
অধিকার করিল যে কারণে ॥ ১
কিবা সৃষ্টি বিধাতার, জম্ভাসুর পিতা তার,
গুরু তার দেব পঞ্চানন।
হন তিনি আশু-সন্তোষ, তাই তাঁর নাম আশুতোষ,
কেউ অসন্তোষ হয় না ক'রে সাধন ॥ ২
মানস পূর্ণ হবে বলিয়ে, চতুঃপার্শ্বে পাবক জ্বালিয়ে,
তার মধ্যে বসিয়ে, করে শিব-আরাধন।
কেহ নিকটে না ত্রাসে যায়, কিছুদিন এইরূপে যায়,
তুষ্ট হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়, দিলেন দরশন ॥ ৩
অসুর,—মনের এমন সংযোগ,—করিয়ে করিছে যোগ,
যোগেশ্বর সম্মুখে দাঁড়ায়ে।
শুষ্ক হয়েছে কলেবর, দেখে কহিছে দিগম্বর,
চাহ বাছা। চাহ বর দেখ রে চাহিয়ে ॥ ৪

জম্ভাসুর হৃদয়ে রেখেছে ধরে, দেখিতেছে তথা গঙ্গাধরে,

গঙ্গাধরে বুঝিয়ে অন্তরে।

হ'লেন হৃদয় হতে অন্তর্দ্ধান, অসুরের ভাঙ্গিল ধ্যান,

করিতে শিবের অনুসন্ধান, আঁখি উন্মীলন করে॥ ৫

দেখে দৈত্য নয়নে, সম্মুখেতে ত্রিনয়নে,

বহে ধারা যুগল নয়নে, পড়িয়ে ধরাসনে।

ব্যোম ব্যোম শব্দ মুখে, স্তব করিছে পঞ্চমুখে,

জম্ভাসুর যথাসাধ্য জ্ঞানে॥ ৬

মুলতান—একতালা।

কৃপাং কুরু কৈলাসপতি! কুমতি পতিত দীনে।

আমি পাতকীকুল-উদ্ভব, ভব!

কিসে তরি তব করুণা বিনে।

কভু করি নাই ভজন পূজন, ভুলায় ছজন কুজন,

যদি কর দুঃখভঞ্জন, পেয়েছি দেখা বিজনে।

ও হে মম মন-মত্ত করী, বল তার উপায় কি করি!

দয়া করি বন্ধন করি, রাখ যদি দীনে নিজগুণে।

ত্রিগুণযুক্ত ভক্ত-অনুরক্ত ব্যক্ত জগজ্জনে,—

তবে কেন দাশরথিরে রাখ,—ভব! ভব-বন্ধনে॥ (ক)

করি জম্ভাসুর যোড়কর, বলে,—হে শিব শঙ্কর!
এ কিঙ্করে হইও না বিরূপ।
জীবের রক্ষা কর পরকাল, শ্মশানেতে হর কাল,
মহাকাল! তুমি কালরূপ ॥ ৭
তোমার অন্ত নাহি বিধি পান, হলাহল করিলে পান,
সুরগণে করালে পান,—সুধা রাশি রাশি।
নামটী তাই আশুতোষ, যে ভজে তারে আশু তোষ,
গিয়ে তার হর মনের মসি ॥ ৮
শুন ওহে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার কৃপা হ'লে সে করে জয়,
পরাজয় হ'য়ে যায় শমন।
তুমি জন্ম-মৃত্যু-হর, দরিদ্রের দুঃখ হর!
সুখ হর,—যার কপট মন ॥ ৯
তোমায় স্তব করেন যত দেব, তুমি হে দেবাদিদেব!
মহাদেব! দেব-হিতকারী।
দয়া ব্যক্ত চরাচর, ভূচর খেচর নিশাচর,—
সব অনুচর তোমার আজ্ঞাকারী ॥ ১০
রক্ষিলে হে সব সুরে, বিনাশ করি ত্রিপুরাসুরে,
সুরে নাম রাখিলে ত্রিপুরারি।
বিশিষ্টের কর পরিতোষণ, পাষণ্ডের প্রাণ-নাশন,
দক্ষযজ্ঞ বিনাশন-কারী ॥ ১১

জগতে গুণ আছে প্রকাশি, ভক্তে চাইলে স্বর্ণকাশী,—
দিয়ে হে কাশীবাসি! শ্মশানবাসী হ'য়ে থাক।
শুন হে পার্ব্বতীভূষণ! নামটী তাই দিগ্‌বসন,
চাইলে দাও বসন ভূষণ, অঙ্গে ছাই মাখ॥ ১২

তাতেই তোমার নামটী ভোলা,
ভক্তের ভাবে সদাই ভোলা,

আমার ভাগ্যে যেন ভোলা, হইও না ভোলানাথ!
ঐ সদা মনে ভয়, যদি না দাও অভয়,

ভয়হারি! দেখিয়ে অনাথ॥ ১৩

কন তুষ্ট হ'য়ে মহাকাল, তুমি ত জয় ক'রে কাল,

চিরকাল রবে হে কৈলাসে।

আর কি ফল বিলম্বে, যাই কৈলাস অবিলম্বে,

লহ বর মনের উল্লাসে॥ ১৪

শুনে অসুর কয় যুগ্মকরে, বর যদি দাও কৃপা ক'রে,

অমর কর, আমার করে,—

হবে সব অমর পরাস্ত।

শুনে কন ত্রিনেত্র, অমর হবে তোমার পুত্র,
জয়ী হবে সর্ব্বত্র, এই ত্রিলোক সমস্ত॥ ১৫
ব'লে চলিলেন দিগম্বর, জম্ভাসুরে দিয়ে বর,

আশুতোষ আশু কৈলাস যান।

হেথা অসুরের বর প্রাপ্ত শুনে নারদ,
ত্বরায় ঘটাতে বিরোধ,
কার রাখেনা অনুরোধ, পদ্মযোনি-সন্তান ॥ ১৬
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে নাই কৃষ্ণনাম বিনে,
বলেন দেখিস্ বীণে! যেন ডুবাস্ নে আমারে।
সদা বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হবে না তো কোন কষ্ট,
ইষ্টদেব তুষ্ট থাকিলে পরে ॥ ১৭

ইমন—একতালা।

ও বীণে! তুই কার হবি নে, হরি বিনে।
যদি হয় দুঃখ বলিলে হরি, তবু পরিহরিবি নে ॥
বীণে রে নাহিক গতি, বিনে বীণে! ধরাপতি,—
তার প্রেমে ডুবিলে মতি, তবে ত ডুবি নে বীণে।
কর হরি হরি রব, যে রবে রবে গৌরব,
রবিসুত-দণ্ডে রব, সে রবে যেন রবি নে ॥ (খ)

ইন্দ্রালয়ে নারদের আগমন,—মন্ত্রণা।

তখন হরিমন্ত্র মুখে করি, বীণে যন্ত্র করে করি,
ত্বরা করি যান ইন্দ্রালয়।

ব'সে আছেন সভাস্থ সব, তন্মধ্যেতে বাসব,—
করেন উৎসব এমন সময় ॥ ১৮
উপনীত দেব-ঋষি, ইন্দ্রকে কহেন ঋষি,
হাসি খুসি ক'রে নাও এই বেলা।
আছে সকলে বড় সদানন্দ, সদানন্দে সদানন্দ,
ঘুচিয়েছেন, সে কথা যায় না বলা ॥ ১৯
তুমি সুখে করিবে রাজত্ব, কোথা কি হয় রাখ না তত্ত্ব,
সদা মত্ত নর্ত্তকী লইয়ে।
শুনিলে এখন সেই কথা, এত আমোদ রবে কোথা,
যেন আমি প'ড়েছি মাথাব্যথা-দায়ে ॥ ২০
জম্ভাসুরকে দিয়াছেন বর, ক্ষেপা খুড়া দিগম্বর,
সে রব শুনে কলেবর কাঁপে।
তার ঔরসে জন্মিবে পুত্র, ত্রিলোক হ'য়ে একত্র,
যুঝিতে নারিবে কোনরূপে ॥ ২১
সবে হবে পরাজয়, জম্ভপুত্র দিগ্বিজয়,—
হবে, মৃত্যুঞ্জয়-বাক্য অলীক নয়।
শুনে ইন্দ্র কন, এ যন্ত্রণা,—যায় কিসে তার মন্ত্রণা,—
কর সবে উচিত যাহা হয় ॥ ২২
শুনে ঋষি কন, এর মন্ত্রণা বা কি, সে দিনের অনেক বাকি,
ভাল সবার বা কি মন্ত্রণা হয় শুনি।

শুনে কন সহস্রলোচন, শিরোধার্য্য তব বচন,
যা কহিবে করিব হে মুনি! ॥ ২৩
কত স্তব করেন বজ্রপাণি, শুনে নারদ কন হে বজ্রপাণি!
বজ্রপাণি হও ত্বরা ক'রে।
যদিও বর দিয়েছেন দিগ্‌বাস, এখন বেটা যায় না বাস,
পথরুদ্ধ কর গে সব সত্বরে ॥ ২৪
দৈত্য আজি গিয়ে বাস, করিবে নারী-সহ বাস,
তবে তার পুত্র জনমিবে।
আর কি ফল বিলম্বে, যাত্রা কর অবিলম্বে,
হেরম্বে স্মরণ করি সবে ॥ ২৫
অমনি অরোহণ করি করী, সিদ্ধিদাতা স্মরণ করি,
মার্ মার্ শব্দ করি, যান সহস্র-আঁখি।
হেথা, আনন্দে অসুর করিছে গমন, দেবসহ ইন্দ্র-আগমন,
রণসাজে জম্ভাসুর দেখি ॥ ২৬
বাসব-সঙ্গে সব সুর, ত্রাসিত হইয়ে অসুর,
বলে, বিধি বুঝি সাধিলেন বাদ।
যদি দিলেন বর দিগম্বর, বুঝি শুনে এসেছে সুরবর,
কি জানি কি ঘটায় বা প্রমাদ ॥ ২৭
ইন্দ্র-সঙ্গে ক'রে রণ, আজি যদি মোর হয় মরণ,
মনোবাঞ্ছা কেমনে পূরণ, করিবেন ভব।

এসেছেন আজি সকল দেব, যখন বর দিয়েছেন মহাদেব,
মরি যদি এ ত অসম্ভব ॥ ২৮
সৃষ্টি যদি হয় লয়, শিব-বাক্য মিথ্যা নয়,
যমকে পাঠাব যমালয়, আজি এলে সমরে।
তখন ডেকে কন সহস্র-আঁখি,
কোথা যাইস্ বেটা! দাঁড়া দেখি,
সুখী হ'য়ে যাও দিগম্বরের বরে ॥ ২৯

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রফুল্ল হ'য়ে, কোথা যাও হে দিগম্বরের বরে।
ফুরাল সে সব আশা, গে কর বাসা, শমন-পুরে ॥
ত্যাগ কর মনের যে সাধ,
বিধি ঘুচালেন সে সাধ,
কি হয় আর গুণে বিষাদ,—
যাও মম সাধ পূর্ণ ক'রে ॥ (গ)

জম্ভাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ।

শুনে জম্ভাসুর বলে ইন্দ্র!
আমায় বর দিয়েছেন যোগেন্দ্র,
তোমার মতন শত ইন্দ্র, এলে আজ পতন।

মনে করিছ পেয়েছি ভয়, শিব ক'রেছেন অভয়,
কারে ভয়, পেয়েছি শিবের অভয় চরণ ॥ ৩০
কিন্তু একটী কথা বলি হে ইন্দ্র!
আছে অবশ আমার দশ ইন্দ্র,
অনাহারে আছি বহুকাল।
শুনে ইন্দ্র কন তোমারে ভোজন,
করাইতে সব আয়োজন,
যতন ক'রে ক'রে দেছেন কাল ॥ ৩১
শুনে জম্ভাসুর কয়, হে বাসব! সঙ্গে তব দেবতা সব,
মনের মধ্যে বড় উৎসব ক'রে।
বল হেসে এক—ভাই, এখন তুমি যাও, কি আমি যাই,
ভোজন করিতে শমনের ঘরে ॥ ৩২
বুদ্ধি নাই বিধাতার, এমন নিষ্ঠুরকে দেবতার,—
রাজ্যাভিষিক্ত করেন তিনি।
ওর দেহে নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম, অপহরণ অপকর্ম্ম,
করে জানি দিবস রজনী ॥ ৩৩
আমি উপবাসী শক্তি-হীন, এমনি ইন্দ্র দয়া-বিহীন,
হ'য়ে এসেছে সমর-সজ্জায়।
এঁরা আবার অমর, দূর বেটারা! মর্ মর্,
করিতে সমর এলি, কোন্ লজ্জায় ॥ ৩৪

বল্ বেটারা যত বল্ জানি বিদ্যা বুদ্ধি বল,
জান্‌বি এখন যত বল, সমরে সাজিলে।
লাগ্‌বে এক বাণে তোর দন্তে খিল,
স্বর্গে গিয়ে হবি দাখিল,
ইন্দ্রালয়ে দিবি খিল,
নৈলে পলাবি শচী ফেলে॥ ৩৫
শুনে জম্ভাসুরের কটু বাক্য, ক্রোধিত হন সহস্রাক্ষ,
রক্তাক্ত করি সুরগণে।
দেখি,তেছে জম্ভাসুর, শর বরিষণ সব সুর—,
করিতে লাগিল ঘনে ঘনে॥ ৩৬
হানেন সুরবর্গে যত বাণ, জম্ভাসুর বাণে বাণ,
নির্ব্বাণ করিছে পলক মধ্যে।
ধন্য বীর জম্ভাসুর, একা রণে যত সুর,
কিছু শঙ্কা নাই মনোমধ্যে॥ ৩৭
দেবতারা ছাড়ে বাণ, ধরণী হয় কম্পবান্,
বাণে বাণে দশদিক্ মসী।
দেখে দৈত্য পেয়ে ভয়, বলে হে ভব! কর অভয়,
হৃদয়-মধ্যে দেখা দাও আসি॥ ৩৮

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

একবার হের আসি ত্রিনয়নে।
অগতির গতি-বিহীনে, হর! হর হে দুর্গতি,—
যদি কর গতি, দুর্গতিনাশিনী-পতি এ দীনে॥
দয়া করি, দিগম্বর! দিলে বর,
অনশনে আমার শুষ্ক কলেবর,—
সুর সঙ্গে করি আসি সুরবর, বিনাশে পরাণে।
মরি তাহে কিছু ক্ষতি নাই ভব!
তব বাক্য মিথ্যা হয় অসম্ভব,
প্রার্থনার ধন প্রাণ কি সম্ভব, হয় আর দাসের মনে।
দাশরথি বলে নিকট অন্তকাল,
বিকল পরিশ্রমে হরণ ক'র্‌লে কাল,
এসে যেন কেশে ধরে নাই হে কাল!
রাখ মহাকাল! শ্রীচরণে॥ (ঘ)

মহিষাসুরের জন্মগ্রহণ।

তখন উচ্চৈঃস্বরে অধরে, ডাকে দৈত্য গঙ্গাধরে,
হাস্যাধরে শচীপতি বলে।
কাল পূর্ণ হয়েছে তোর, এখন কোথায় গেল সব জোর,
এখন গঙ্গাধর এসে তোর, রক্ষা করুক কালে॥ ৩৯

শুনে দৈত্য সজলাক্ষ, বলে ওহে সহস্রাক্ষ!
মম বাক্য রাখ দয়া ক'রে।
বড় ক্লান্ত হয়েছে কলেবর, কিছু অপেক্ষা কর সুরবর,
সরোবরে যাইয়ে সত্বরে॥ ৪০
জলপান ক'রে আসি, শুনে ইন্দ্র কন পাপীয়সি!
যা তবে আয় ত্বরা ক'রে।
অসুর ব্যথিত হ'য়ে পিপাসায়, যায় যথা জলাশয়,
স্নান তর্পণ সমাপণ করে॥ ৪১
ছিল পিপাসায় দগ্ধ প্রাণ, করে বীর জলপান,
কিছু সুস্থ হলো তার দেহ।
দেখে সরোবর-চরে, প্রকাণ্ড মহিষী চরে,
ভাবে মনে দেখে পাছে কেহ॥ ৪২
শিববাক্য অলঙ্ঘন, দিয়ে মহিষীরে আঁলিঙ্গন,
যায় দৈত্য সংগ্রাম-ভিতরে।
গিয়ে আরম্ভিল রণ, জম্ভাসুরকে নিধন-কারণ,
বজ্রপাণি বজ্র নিয়ে করে॥ ৪৩
নিক্ষেপ করেন অসুরের বুকে, ঝলকে ঝলকে মুখে,
রুধির উঠে, পড়ে ধরাতলে।
অসুর প্রাপ্ত হ'ল শিবলোকে, সুরগণ সুরলোকে,
ক'রে সুস্থ মনে গমন সকলে॥ ৪৪

পরে শুন আশ্চর্য্য বাণী, ভবানীপতির বাণী,—
মিথ্যা কি কখন হ'তে পারে।
সুরগণ বেড়ায় গর্ব্বে, হেথা দৈত্য-ঔরসে মহিষী-গর্ভে,
মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করে॥ ৪৫
উদয় প্রলয়কালে আসি, প্রসব হ'ল মহিষী,
কালান্ত-কাল সম এক পুত্র।
বৃদ্ধি হয় দিন দিন, গত হইল বহুদিন,
ধ্যানেতে জানিয়ে ব্রহ্মাপুত্র॥ ৪৬
তিনি ভাল বাসেন কাজিয়ে,
কেবল বেড়ান ঢুকাঠি বাজিয়ে,
ঢেঁকী বাহনে সাজিয়ে, চলিলেন মুনি।
মুখে জপ হরিমন্ত্র, করে করি বীণাযন্ত্র,
বলেন হরিনাম বিনা যন্ত্র! বলো না অন্য বাণী॥ ৪৭

খাম্বাজ—একতালা।

আমার অন্য নাম আর গণ্য নয়, বীণে!
ডাক সদা হরি ব'লে, দেখো রে যেন ডুবি নে॥
বীণে রে! বলি শোন তোরে,
বিফলে গেল দিনত রে,—
না ভজিলি রাধাকান্ত রে ভবে, তবে পার পাবি নে।

সদা ভাব জলধর-বর্ণ, সঁপ হরি নামে কর্ণ,
কাল-পরাজয় কিসে হবে, কর্ণনাশক-সখা বিনে ॥ (৬)

মহিষাসুরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দেবগণের ভয়,—বিধি বিষ্ণু
মহাদেবাদির মন্ত্রণা—মহাশক্তির উৎপত্তি।

পুনঃ নারদ কন, রে বীণে। শ্রীহরির নাম বিনে,
পারবিনে ভব-জলধিতে।
ভাব সদা সেই পায়, তবে হবে উপায়,
নিরুপায়ের উপায়, তিনি ত্রিজগতে ॥ ৪৮
বীণেরে বুঝায় মুনি, আরোহণ হ'য়ে অমনি,
যান ঢেঁকি যান করি।
আছে মহিষাসুর যথা বসি, উপনীত হন আসি,
দাঁড়াইলেন দেব-ঋষি, আশীর্ব্বাদ করি ॥ ৪৯
দেখি প্রণাম করি ঋষিবরে, দিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ঋষিবরে,
দিল দৈত্য আসন যথাযোগ্য।
মহিষাসুর কয় বিনয় করি, তব চরণ দৃষ্টি করি,
সফল হইল আমার ভাগ্য ॥ ৫০
ভক্তিহীন ভক্ত আমি; দেবতুল্য ঋষি তুমি,
কি মানসে দাসের নিকটে।

শুনি মুনি কন, হে মহিষাস্থর!
তোমার পিতার বৈরি যত স্থর,
কহিতে সব হৃদয় যায় ফেটে॥ ৫১
তপস্যা ক'রে বহুকাল, কৃপা কর্‌লেন মহাকাল,
তুষ্ট হ'য়ে তোমার পিতারে।
তারে না ক'রে অমর,
ব'ল্‌লেন তোমার পুত্র হবে সে অমর,—
দিগম্বর বর দিয়েছিলেন তারে॥ ৫২
বরপ্রাপ্ত হলো অস্থর, শুনিয়ে যতেক স্থর,
স্থসজ্জিত হ'য়ে পথমধ্যে।
আসিয়ে সব অমর, অন্যায় করিয়ে সমর,
তোমার পিতাকে তারা বধে॥ ৫৩
মহিষাস্থরের জন্ম-বিবরণ, জম্ভাস্থরের যেরূপে মরণ,
বিশেষ করিয়া মুনি কন।
শুনি কম্পান্বিত-কলেবর, বলে, কর আশীর্ব্বাদ মুনিবর!
ঘুচে যেন মনের বেদন॥ ৫৪
উপদেশ দিয়ে অস্থরে, স্থর-পুরে কহিতে স্থরে,
ব্যস্ত হ'য়ে ইন্দ্রের ভবনে।
দেখেন বেষ্টিত অমর সব, সিংহাসনে আছেন বাসব,
[illegible]

না ক'রে তথায় অবস্থান, সত্বরেতে প্রস্থান,—
করিয়ে গেলেন নারদ মুনি।
হেথা শুন বিবরণ, অমর-সঙ্গে করিতে রণ,
মহিষাসুর প্রস্তুত অমনি ॥ ৫৬
নাশিবারে পিতৃশত্রু, ক্রোধিত জম্ভাসুরের পুত্র,
শিব শিব শব্দ মুখে ধ্বনি।
বলে, কোথা হে ভৈরবনাথ!
আমি পিতৃহীন দেখে অনাথ,
যদি দয়া কর শূলপাণি! ॥ ৫৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

কৃপা কর এ দীনে।
নিগুর্ণে ত্রিগুণা-পতি! নিজগুণে ॥
সঙ্গতিহীন মনে গতি নাই ও চরণে।
আমি হে অতি দুর্ব্বল, নাই কিছু মম সম্বল,
কেবল ঐ পদ বল, ভরসা মনে ॥ (চ)

বলে, বাঞ্ছা পূরাও হে দুর্গাপতি! দুর্গে পার কর সম্প্রতি,
ভোলানাথ! ভুল না ভুল না।

হর ! মোর মনের বেদন, যদি কর নির্ব্বেদন,
এই মোর নিবেদন, চরণে ঠেল না ॥ ৫৮
সাধন করি মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিলোক করিল জয়,
দিগ্বিজয় হলো মহিষাসুর।
দিয়েছেন বর মহাদেব, কষ্ট পান সকল দেব,
ভ্রমণ করেন ত্যজে অমরপুর ॥ ৫৯
হলো মহিষাসুর ত্রিলোক-পতি, সুর-সঙ্গে সুর-পতি,
প্রজাপতি গোলোকপতি, বিদ্যমানে গিয়ে।
বলে হে সুর-দৃষ্ট হরি ! দেবাধিকার নিল হরি,
দুঃখ হরি লও হে হরি ! দানবে বধিয়ে ॥ ৬০
সৃষ্টিনাশ করলে অসুর, নরের প্রায় হলো সুর,
স্থান-ভ্রষ্ট করিল দানবে।
তব চরণে ভার কেশব, জীবন থাকৃতে যেন শব,
শবপ্রায় কত সব সবে ॥ ৬১
শুনি হাস্য করি চক্রপাণি, বলেন ওহে বজ্রপাণি।
শূলপাণি-বিদ্যমান চল।
কি বলেন পশুপতি, তাঁতেই উৎপত্তি,
তিনি করিবেন নিবৃত্তি, কেন হও চঞ্চল ॥ ৬২
শুনে সবে বলে মনে লয়, লয়কর্ত্তার আলয়,
কৈলাস পর্ব্বতে সর্ব্বজন।

গিয়ে বলেন সুরেশ্বর ! রক্ষা কর যোগেশ্বর !
সৃষ্টিনাশ কেন অকারণ ॥ ৬৩
তুমি ত হে দিগম্বর ! দিয়েছ অসুরে বর,
কলেবর দগ্ধ সকল দেবের।
কর্‌লে দুষ্ট মহিষাসুর, অধিকার-হীন সব সুর,
কি উপায় আছে এখন এদের ॥ ৬৪
কি অপরাধ হলো সুরের, মানবৃদ্ধি অসুরের,
কর্‌লে হর ! দুঃখ হয় সম্প্রতি।
হবে কি দুর্গতি অধিক আর, দেবের গেল অধিকার,
অসুরে করে অধিকার হলো ত্রিলোকপতি ॥ ৬৫
কালের লয়েছে কালদণ্ড, কালের করে প্রাণদণ্ড,
কত দণ্ড করে দণ্ডে দণ্ডে।
আর কি সয় এ যন্ত্রণা, যন্ত্রণাহারি ! যন্ত্রণা,
ঘুচাও যদি নাশি দোর্দ্দণ্ডে ॥ ৬৬

সুরট—একতালা।

হর ! হর ! দুঃখ হর, সুরে সঙ্কটে উদ্ধার।
দিলাম শ্রীচরণে ভার, ধর ধর হে গঙ্গাধর ! ॥
সদা অসুর-ভয়ে কম্পিত ধরা শুন হে লয়কারি !

রাখ ত্রিপুরে ত্রিপুরাপতি। ওহে ত্রিপুরারি!
স্বপদ দেবে দেবে, কবে চন্দ্রশেখর!॥ (ছ)

শুনে কহিছেন যোগেন্দ্র, এত স্তব কেন ইন্দ্র!
মহিষাসুর মম বধ্য নয়।
কর্ম্ম নয় কেশবের, বধ্য নয় কোন দেবের,
কর সবে যুক্তি যাহা হয়॥ ৬৭
তখন উপায় ভবেন সকল দেব,
বিরিঞ্চি কেশব দেবাদিদেব,
মহাদেব একত্রে বসিয়ে।
ছাড়েন সবে হুহুঙ্কার, যেন জ্বলন্ত অনলাকার,
পর্ব্বতাকার ঠেকে গগনে গিয়ে॥ ৬৮
শ্রবণে বড় আশ্চর্য্য, সকল দেবের বীর্য্য,
যেন কোটী সূর্য্য উদয় হইল।
সে বর্ণ চমৎকার, দেখিতে দেখিতে আকার,
তেজোময়ীর ক্রমেতে হইল॥ ৬৯
পদস্থিত ধরাতলে, মস্তক গগনমণ্ডলে,
সহস্রভুজে দিক্‌সকলে, ঘেরিলেন অমনি।
হেমগিরি জিনিয়ে বরণ, লোমকূপে সূর্য্যের কিরণ,
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি ত্রিনয়নী॥ ৭০

ছাড়েন হাস্যাননে হুহুঙ্কার, ত্রিভুবন চমৎকার,

লাগে, কম্পিত পদভরে মেদিনী।

কাঁপে দশ দিক্‌পালে, অনন্ত কাঁপে পাতালে,

আনন্দিত দেব-সকলে, কহিছেন অমনি ॥ ৭১

আর করি কারে ভয়, দূরীকরণ দৈত্যভয়,

নির্ভর করিবেন তেজোময়ী।

দেখি কেমন দুষ্টাসুরে, কষ্ট দেয় সব সুরে,

কষ্ট-নিবারিণী দাঁড়ায়ে ঐ ॥ ৭২

কত ভক্তিভাবে অমর-দলে, শত শত শতদলে,

পূজে সব দুর্গা-পদাম্বুজে।

কত শত স্তব করে, বসন গলে যুগ্মকরে,

অস্ত্র প্রদান করে সহস্র ভুজে ॥ ৭৩

হলো অস্ত্রেতে ভূষিত-কর, মূর্ত্তি ঘোর ভয়ঙ্কর,

শঙ্করাদি যত দেবগণে।

সে বর্ণনের হয় না বর্ণন, সাকারময়ীর আকার-বর্ণন,—

করিয়ে স্তব করেন সুরগণে ॥ ৭৪

তুমি সত্যা নিত্যা পরাৎপরা, অসুর-ভয়ে সুরে কাতরা,

তারা তারা ত্রিতাপহারিণি।

ব্রহ্মময়ি! আদ্যাশক্তি! অগতির গতি-শক্তি!

মুক্তি কর গো মুক্তিদায়িনি! ॥ ৭৫

উমা ধূমা কাত্যায়নি! ভীমা শ্যামা নারায়ণী,
ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী সুরেশ্বরি।
তব কীর্ত্তি অত্যদ্ভুতা, সর্ব্ব ঘটে আবির্ভূতা,
ভূভারহারিণি! বিশ্বেশ্বরি। ॥ ৭৬
বিশ্বোদরি! বিশ্বপালিনি! সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণি!
যমালয়—গমনবারিণী তারা।
অনাদি-অনন্তরূপা! কালরূপী কালস্বরূপা!
ভবানী ভৈরবী সারাৎসারা। ॥ ৭৭
এই ভিক্ষে মাগে দেবে, দেবেরে রাজত্ব দেবে,—
কবে শিবে! করুণা প্রকাশিবে।
কি কব দুঃখ অধিক আর, গেল স্বর্গের অধিকার,
কতদিনে নিস্তার করিবে ॥ ৭৮

পরজ—ঠেকা।

দুঃখ হর হর হর জগদম্বে।
কি কর উমা হের অম্বে!
অসুর সঙ্কটার্ণবেতে তারো তারো অবিলম্বে ॥
এমা দুর্গতিনাশিনি! দুর্গে! যদি পার কর দুর্গে,
সুরবর্গে আছে ও পদ-অবলম্বে।

কবে করুণা প্রকাশিবে, দুষ্টাসুর নাশিবে শিবে,
সুরে হের,—যেমন হের মা হেরম্বে ॥
ত্রাণ কর মা হরমনোরমা,
দাশরথি দাসে নিস্তারিবে আর কত বিলম্বে ॥ (জ)

এইরূপ স্তব করেন যত দেবতায়, তুষ্টা হ'য়ে দেবী তায়,
দেবতায় সুধান বিবরণ।
তোমরা কি জন্য করিছ স্তবন, কিজন্যে করিছ পূজন,
সৃজন করিলে কি কারণ ॥ ৭৯
কহিছেন ত্রিলোক-তারা, শুনে কন দেবতারা,
দুস্তারে তার মা তারা, নিস্তারকারিণি!
হ'লাম শবপ্রায় সব সুর, নিল সুরাধিকার মহিষাসুর,
শরণাগত সকল সুর ও চরণে তারিণি! ॥ ৮০
শুনি দেবী কন, দিলাম অভয়, সকলে হও অভয়,
দৈত্য বধি নির্ভয়, করিব সত্বরে।
তখন করি-অরি-আরোহণ করি, সহস্রভুজা শঙ্করী,
দেবগণে নির্ভয় করিবারে ॥ ৮১
করেন, মাভৈ রব ঘন ঘন,
যেন প্রলয়কালে ঘন ঘন,—
ডাকে ঘন সঘনে গগনে।

আনন্দিত সব সুর, শুনে শব্দ স্তব্ধ সব অসুর,

মহিষাসুর মনে প্রমাদ গণে ॥ ৮২

বলে জিনিলাম চরাচরে, বীর নাই মম অগোচরে,

চরে ডাকি কহিতেছে দৈত্য।

যাও জেনে এস বিবরণ, কে এলো করিতে রণ,

মরণাশয়ে কে হলো উন্মত্ত ॥ ৮৩

শুনে দূত গিয়ে তথায়, দেখে সিংহপৃষ্ঠে তারায়,

দানবরায়-নিকটে আসি বলে।

মহারাজ! কি আশ্চর্য্য হেরিলাম, বর্ণিতে রূপ হারিলাম,

করি বর্ণন সহস্র মুখ হ'লে ॥ ৮৪

শুন শুন দৈত্যেশ্বর! কহিতে মনে হয় ডর,

কালরূপা আরোহণ সিংহ-পৃষ্ঠে।

কারণ বুঝিতে নারি, রণবেশা কার নারী,

কহিতে নারি এমন নারী কভু না হেরি দৃষ্টে ॥ ৮৫

হাস্যাননে সেই ধনী, করে ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,

কোন ধনীরে ক'রে এলো নির্দ্ধনী।

সদা হাস্য বদনাম্বুজে, অস্ত্র শোভে সহস্রভুজে,

দেখিলাম যাঁর পদাম্বুজে, পূজে অম্বুজে অম্বুজযোনি ॥ ৮৬

ইন্দ্র আদি দেবতারা, কত স্তব করে তারা,

কেবল তারা তারা শব্দ তারা করিছে সঘনে।

এলো রণবেশে নারী কার, দেখিলাম বড় চমৎকার,
মহারাজ হে! সাধ্য কার, আছে সে রূপ বর্ণনে॥ ৮৭

খাম্বাজ—ঠেকা।

আমি কি হেরিলাম হে নয়নে।
মম সাধ্য নয় সে রূপ-বর্ণনে,
আসন করি-অরি-পৃষ্ঠে,
নিরখিলাম দৃষ্টে, হেমবরণী হাস্যাননে॥
কিবা শোভা করে ভালে আধ-সুধাকরে,
অসিপাশাদি সহস্র করে করে,
কম্পিতা ধরণী চরণের ভরে,
করে মাভৈ রব সঘনে॥
ত্রিনয়নী এলোকেশী জ্ঞান হয়,
পলকে করিতে পারে সৃষ্টি লয়,
হেন মনে লয়, সবে হবে লয়,—
সে প্রলয়কারিণীর রণে॥
নৈলে কেন তাঁর পদাম্বুজদলে,
চন্দনাক্ত বিল্বদলে শতদলে, পূজে অমরদলে,
শুনে দাশরথি বলে, কি ভয় তার রণে মরণে॥ (ঋ)

দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ।

শুনে, মহিষাসুর কয় দূর মূখ ! কি এলি তুই বুঝে সূক্ষ্ম,

একি দুঃখ ! নারীর সঙ্গে রণ।

আমি যাইলে সমরে, নারী কি মম সম রে,

ডরায় মোরে অমরে, তারা রণ ত্যজে রণ॥ ৮৮

মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, নগেন্দ্রাদি নরেন্দ্র,

যোগেন্দ্রবরে জয়ী আমি।

সবে মেনেছে পরাজয়, আমি মহিষাসুর দিগ্বিজয়,

করতে পারব না নারীকে জয়, কেমনে বল্‌লে তুমি॥ ৮৯

তোমার কথা শুনে খেদ হয়, গাধা কখন হয় কি হয় ?

শৃগাল কভু রাজা হয়, সিংহ বিনাশ করে।

চন্দ্রের জ্যোতি লুপ্ত হলো,

হলো জগৎব্যাপ্ত জোনাকের আলো,

গরুড়কে ভক্ষণ করিল ভুজঙ্গেতে ধরে॥ ৯০

করীকে গ্রাসিল ক্ষুদ্র কীটে, কুম্ভীরকে নাশে গিরগীটে,

ভেকে ভুজঙ্গের মাথা কাটে, শুনিনে শ্রবণে।

নারীতে সমর করিবে জয়, আমি হব পরাজয়,

অমন বাক্য জায় বেজায়, মুখে আর আনিস্‌ নে॥

কি দুর্দ্দশা দেখালি মোরে, ক্রোধভরে চামরে,

চিৎকারে ডাকিয়ে দৈত্যপতি।

কিছু কারণ বুঝিতে নারি, আমার সঙ্গে যুঝিতে নারী,
কে একটা এসেছে সম্প্রতি ॥ ৯২
সবে ত্বরায় আনি অঙ্গনে, সাজ সাজাও সৈন্যগণে,
প্রাঙ্গণে কি, যে যেখানে আছে।
তখন পেয়ে দৈত্যের অনুমতি, অসংখ্য পদাতি রথী,
সুসজ্জা ক'রে সারথি রথ দেয় রথীর কাছে ॥ ৯৩
ক'রে সিংহনাদ সেনা সাজে, রণ-বাদ্য কত বাজে,
বাজে লোক নাই তাজে একজন।
কেহ নাচে গায় দুই হাত তুলে, অস্ত্র লয় সব তুলে তুলে,
বাতুলের প্রায় হলো কতজন ॥ ৯৪
এইরূপে সাজিয়ে রঙ্গে, যায় মহিষাসুর চতুরঙ্গে,
যথায় রঙ্গে, সিংহবাহিনী দুর্গে।
সহস্রভুজা শঙ্করী, মার মার শব্দ করি,
কত আস্ফালন করি, যায় অসুরবর্গে ॥ ৯৫
অগ্রে সৈন্য সেনাপতি, পশ্চাতে আছে দৈত্যপতি,
সৈন্য সহ সেনাপতি, করে গিয়ে রণ।
ক্রোধভরে জগৎ-মারে, বেছে বেছে অস্ত্র মারে,
সাকারময়ী অস্ত্রে অস্ত্র করি নিবারণ ॥ ৯৬
হুহুঙ্কার শব্দ করি, নাশেন সব সৈন্য হরি,
পদাতিক রথী পলক-মধ্যে।

ছিল রণে অগণ্য সৈন্য, কেহ নাহি সকলি শূন্য,
চামর চিকুর ভাবে মনোমধ্যে ॥ ৯৭
পলক-মধ্যে সকলি শূন্য,—করিল ধনী ধন্য ধন্য,—
একা নারী চিনিতে নারি, এ বা কার নারী।
এমন দেখি নে বামা, নিরুপমা কালসমা,
বুঝি জয় করে সকলে নারী ॥ ৯৮

ললিত—একতালা।

নারি চিনিতে এ নারী,—নয় সামান্যে।
কালরূপিণী এলো কার জন্যে,—
ধনীর ধ্বনিতে কাঁপে ধরণী, ধরণীতে ধন্যে ॥
একি অসম্ভব হেরি, নারীর বাহন হরি,
নিমিষে নাশিল সব সৈন্যে।
সদা অভয় দেয় অমরে, সঘনে ভ্রমে সমরে,—
ওর সম রে সমরে কে আছে অন্যে।
ওর সঙ্গে রণ, করিলে মরণ,
দাশরথি কয় পাবি চরণ, ভাবনা কি জন্যে ॥ (ঞ)

তখন চিকুর চামরে কথা কয় পরস্পরে।
পাই ত্রাণ, বাঁচে প্রাণ, পলাইলে পরে॥ ৯৯
ঘটাবে অনর্থ দৈত্য রণে ভঙ্গ দিলে।
এখন যা করুন সিংহবাহিনী, চল যুদ্ধস্থলে॥ ১০০
যায়, মার মার শব্দ করি, অসি চর্ম্ম করে।
দেবী-সঙ্গে প্রাণপণে নানা যুদ্ধ করে॥ ১০১
সমরে চামরে দুর্গা করিলেন নিহত।
দেখিয়ে চিকুর বীর রণে গিয়ে দ্রুত॥ ১০২
শরাসন বরিষণ করে ঘন ঘন।
গভীর গর্জ্জন করে, যেন প্রলয়ের ঘন॥ ১০৩
দেখে হাস্য করি, শঙ্করী হুহুঙ্কার করি।
কাটেন চিকুরের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি॥ ১০৪
সমর-তরঙ্গে দেবী হয়েছে উন্মত্ত।
পশ্চাতে থাকিয়ে সব দেখিতেছে দৈত্য॥ ১০৫
কেহ নাই মম সৈন্য, শূন্য সমুদয়।
এতদিনে বুঝি দীনে, শিব হ'লেন নিদয়॥ ১০৬
গিয়ে ক্রোধভরে দুর্গা-সহ আরম্ভিল রণ।
যার রণে অমরগণে দূরে গিয়ে রন॥ ১০৭
মহিষাসুর মহিষাকার অম্বিকার সঙ্গে।
শৃঙ্গেতে পর্ব্বত উপাড়ি মারে দেবী-অঙ্গে॥ ১০৮

ভয় নাই, ভয়ঙ্কর দুরন্ত অসুর।
যারে হেরে কাঁপেন সদা ইন্দ্র আদি সুর ॥ ১০৯
নানা মায়া জানে অসুর কভু হয় করী।
হাস্য করি সিংহে আজ্ঞা দিলেন শঙ্করী ॥ ১১০
সিংহের সহিত যুদ্ধ করিল বিস্তর।
শুণ্ডাঘাত করে সিংহের মস্তক উপর ॥ ১১১
শুণ্ডের আঘাতে কৃশ হইল মৃগেন্দ্র।
দেখিতে দেখিতে অসুর হইল মৃগেন্দ্র ॥ ১১২
মৃগেন্দ্র দুর্ব্বল দেখি যোগেন্দ্র-মহিষী।
অসুরে বধিতে যান, হাসি এলোকেশী ॥ ১১৩
নখাঘাত দন্তাঘাত করে ঈশানী-অঙ্গে।
পদ-ভরে ত্রিভুবন কাঁপিছে আতঙ্কে ॥ ১১৪
করি-অরি ছিল আহার, হইল দৈত্য করী।
জলার্ণবের জল দেবী-অঙ্গে দেয় শুণ্ডে করি ॥ ১১৫

* * *

যুদ্ধে মহিষাসুর-মর্দ্দন।

দেখি বিরক্ত হইয়ে তারা, আরক্তলোচন করি।
করীরে করিতে বিনাশ, আইলেন শুভঙ্করী ॥ ১১৬
অমনি মহিষাকার হল, অসুর নাই আর করী।
ধরা খণ্ড খণ্ড করে, শৃঙ্গে করি করি ॥ ১১৭

গিরি-বৃক্ষ উপাড়িয়ে পার্ব্বতীরে মারে।
জলধর শৃঙ্গে করি খণ্ড খণ্ড করে॥ ১১৮
ক্রোধে দেবী কন, আমার অস্ত্র যায় সব বৃথা।
মহেশ-মহিষী অসিতে কাটেন মহিষের মাথা॥ ১১৯
আশ্চর্য্য শুনহ সবে, কি সৃষ্টি বিচিত্র।
মহিষের স্কন্ধ হ'তে হইল বাহির॥ ১২০
অর্দ্ধাঙ্গ মহিষাকার, অর্দ্ধ-অঙ্গ দৈত্য।
দেবীরে প্রহার করে, হইয়ে উন্মত্ত॥ ১২১
প্রকাণ্ড-শরীর অসুর শঙ্করের বরে।
শঙ্কা নাই, শঙ্করীর সঙ্গে সংগ্রাম করে॥ ১২২
ক্রোধে অসুর-বক্ষে হানেন শূল শূলপাণি-দারা।
ক'রে হাস্ত-আস্ত অসুরের কেশে ধরেন তারা॥ ১২৩
নাগপাশে বন্ধন করিলেন মহিষাসুরে।
তাতেই মহিষমর্দ্দিনী নাম হইল যত সুরে॥ ১২৪
চিরজীবী মহিষাসুর শম্ভুর কৃপায়।
অনুপায়ের উপায় যে পায়, সে পায় অসুর পায়॥১২৫
কে আছে মহিষাসুরের তুল্য ভাগ্যবন্ত।
যার স্কন্ধে পদ রেখেছেন দুর্গা একাল পর্য্যন্ত॥ ১২৬
হ'লো শত্রুদমন, অমরগণ সমরেতে আসি।
করেন স্তব সুরবর্গে, দুর্গে কন হাসি॥ ১২৭

সঙ্কট হইলে, স্মরণ করিলে আমারে।
রিপু সংহার করি, স্বপদ দিব সব অমরে॥ ১২৮
শুনি বাক্য, বিধি বিষ্ণু শঙ্কর প্রভৃতি।
তারারে করেন স্তব হ'য়ে সুস্থমতি॥ ১২৯

———

সুরট—কাওয়ালী।

ত্রিগুণে! গুণময়ি! তোমার গুণের হয় না অন্ত।
কৃপা করি, ক্ষেমঙ্করি! করিলে গো ভয়ান্ত॥
সুরবর্গে রেখো দুর্গে, দুর্গে! হইও না আর ভ্রান্ত।
দয়াময়ি! তোমা বই, সুরে কে করিবে শান্ত॥
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, শুভঙ্করী ভয়হারিণী,
ত্রাণকারিণী তারা ত্রিতাপ-হরা তন্ত্র-মন্ত্র।
জগদ্ধাত্রি! হর্ত্রী-কর্ত্রী! করলে কালার কালান্ত।
দাশরথির নিদানকালে কালি! ভুলনা নিতান্ত॥ (ট)

———

কমলে কামিনী।

পিতার উদ্দেশে শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রা।

সুজনগণের শ্রাব্য, শ্রীকবিকঙ্কণ কাব্য,
কমলে কামিনী দেখে জলে।
গিয়া সিংহল নগর, ধনপতি সদাগর,
বন্দী শালবান-বন্দিশালে ॥ ১
শ্রীমন্ত তার পুত্র দেশে, নিজ জননীর আদেশে,
পাঠশালে লিখনে নিযুক্ত।
দৈবে এক দিন বাক্যদ্বারে, শিক্ষাগুরু দেন তারে,
গুরুদণ্ড হ'য়ে রাগযুক্ত ॥ ২
থাকিস্ কিসের পৌরুষে, জন্মিলি কার ঔরসে,
তোর পিতা বিদেশে আছে বন্ধ।
যা রে যা রে জার-জাতক! তোর জননী ঘোর পাত
ঘটিয়েছিল ঘোর বনে নিঃসন্ধ ৩
কেউ নহে ত অজানিত, অজা ল'য়ে বনে যেত,
অযশ ক'রেছে অজ রেখে।

কি জন্যে হবে না গোল, ছাগল করে আগল,
একাকিনী রমণী বনে থাকে ॥ ৪
আমরা সব শুনেছি রে! ওরে ছি রে ছি রে ছি রে!
তোর বাপের তরী, পাপের ভরায় ডুবে।
কথা শুনি গুরুর মুখে, শ্রীমন্ত শ্রীহীন দুঃখে,
ধিক্ দিয়ে অন্তরে শিশু ভাবে ॥ ৫
এ কথা পাছে অন্যে শুনে, ব'লে পিতার অন্বেষণে,
যাইতে উদ্যত হৈল শিশু।
মৃতকল্প অভিমানে, জননীর বিদ্যমানে,
বিদায় হইতে গেল আশু ॥ ৬
যাবো গো মা! সিংহলে, উভয়ের মঙ্গলে,
অভয়ে যদ্যপি দেন দিন।
নম আমার তবে, এ বাসে বাস হবে,
নতুবা হয়েছি উদাসীন ॥ ৭
ন্দনের বাক্যে ধনী, অমনি ক্রন্দনের ধ্বনি,
না পারে নয়নবারি নিবারিতে।
শুনালি শ্রীমন্ত রে! বলিয়ে অমনি পড়ে,
ধরাতলে বণিক্-বনিতে ॥ ৮

অহং—একতালা।

বাছা! হও রে ক্ষান্ত।
মারে বধিলে, কে বাদ সাধিলে,
তোরে কে দিলে, এ মন্ত্র রে শ্রীমন্ত!
কে তোরে কি বাছা! বলে দ্বেষ করি,
দেশে দ্বেষ করি, হবি দেশান্তরী,
ওরে আমার অশান্ত!—
তোরে প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে রেখে,
আমি নিবারিতে নারি প্রাণ ত॥
ওরে সিংহলে যে যায়, সিংহ ব্যাঘ্র প্রায়,
পথে ঘটায় প্রাণান্ত।
সাধ্য হবে না সে সাধুর অন্বেষণ,
সাধের সুত! কেবল হবি রে নিধন,
সাধে-সাধে একান্ত,—
তোর কি সাধ আছে, আমার সতিনীরও,
সাধ পূরাবি রে নিতান্ত॥ (ক)

শ্রীমন্ত কন জননি! জ্ঞানবন্ত-মুখে শুনি,
পুত্র প্রতি আছে দৈববাণী।

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ, পিতৃ-তৃপ্তে দেববর্গ,
সবে তৃপ্ত হন গো জননি! ॥ ৯
করিবারে ধর্ম্ম রক্ষে, বাকল পরিয়া কক্ষে,
পিতৃ-বাক্যে রাম বনচারী।
হরি গিয়া বৃন্দাবন, নন্দন হইয়ে রন,
নন্দ-গোপের বাধা মাথায় করি ॥ ১০
পিতৃকুল-উদ্ধার লাগি, ভগীরথ গৃহত্যাগী,
পঞ্চম বৎসরে যায় বনে।
বন্দিশালে পিতা আমার, সন্তান হইয়ে তাঁর,—
সন্ধান লব না—ধিক্ জীবনে ॥ ১১
খুল্লনা কয় ওরে অশান্ত। করো না মোর সর্ব্বস্বান্ত,
সে কথায় শ্রীমন্ত ক্ষান্ত নহে।
বিরসে বদন ভারি, নাহি খায় অন্নবারি,
চক্ষে অনিবারি বারি বহে ॥ ১২
পুত্র দেখি অনিবার্য্য, আচার্য্য আনিয়ে ধার্য্য,—
শুভদিন করিয়া সুন্দরী।
সাধুর প্রত্যয়ের তরে, দিলেন পুত্রের করে,
জাতপত্র সোণার অঙ্গুরী। ১৩
পড়িয়া বিষম অকুলে, সাধুভার্য্যা শোকানলে,
নদী-কূলে পূজিয়া চণ্ডীকে।

বিপত্তে কর্‌তে উপায়, সন্তানে শঙ্করীর পায়,—
সঁপিলেন স-বর্ণেতে ডেকে॥ ১৪
ওমা সুরধুনি! সঙ্কটে তব সরোজপদ স্মরে।
সুরে দিলে শরণ, শুম্ভ সংহারি সমরে॥ ১৫
হ'য়ে শ্যামা, শবাসনা, সুখে সুধাপান-শালিনী।
শোণিত-সাগরে মগ্না, সঙ্গেতে সঙ্গিনী॥ ১৬
ল'য়ে সীতে-জন্য, সিন্ধুকূলে, সঙ্কটে শরণ।
শরতে সরোজপদ সাধেন সনাতন॥ ১৭
সেথা, সিংহোপরে ষোড়শী, শোভা স্বর্ণসরোজিনী।
শূল-শক্তি-শরাসন-সর্পাদি-ধারিণী॥ ১৮
শ্বেতবর্ণ সরস্বতী সঙ্গে শোভা করে।
ষড়ানন সন্তান স্ববামে শিখিপরে॥ ১৯
সুরেন্দ্র-সেবিত শিশু স্বদক্ষিণে রন।
তদূর্দ্ধে সাগরসুতা, করি সরোজাসন॥ ২০
তুমি শরণাগত-সুজন-শঙ্কা-সংহারিণী।
শমন-সদন-সন্দর্শন-বারিণী॥ ২১
দেখ স্বল্পবুদ্ধি শিশুর আমার সিংহলে সাজন।
সঙ্কটে শঙ্করি! তোমার লয়েছি শরণ॥ ২২
যেন না হাসে সতিনী শত্রু, সদা শিয়রেতে।
হে শিবে! সঙ্কটে রেখো দুঃখিনীর সুতে॥ ২৩

সুরট,—কাওয়ালী।

সঁপিলাম তনয়, পেয়ে ভয়, তবাভয়,—
পদদ্বয়তলে ও মা কালকান্তে!
রণে বনে কি জীবনে, শত্রু সনে হুতাশনে,
আমার রেখ মা! শ্রীমন্তে॥
আমার বালক অবাধ্য এ যে, সাজে অসাধ্য কাজে,
করে না, মা! জীবনের চিন্তে।
দাসীতে আকাশ গণে, করুণা-প্রকাশ বিনে,
বিপদ ঘটিবে,—পারি জান্‌তে॥
কে রাখিবে আর, শ্রীমন্তে আমার,—
যদি না রাখ, গো তারিণি! বিপদে পদপ্রান্তে॥
আমার কি হবে ভাগ্যে, দুঃখহারিণি দুর্গে!
ভেবে মৃতসমা হয়েছি জীয়ন্তে,—
হে হেমবর্ণ! মোরে, ভব প্রসন্না ঘোরে,—
ভয়ে পদ ধ'রেছি একান্তে।
দেহ পদ যায়, তার বিপদ যায়,
ঘটে আপদের আপদ, বেদ পুরাণে পাই শুনতে॥(খ)

ত্বরায় তরণীমধ্যে করি আরোহণ।
সাধু অন্বেষণে যায় সাধুর নন্দন ॥ ২৪
বাহিয়া কাণ্ডারীগণ, তরী ল'য়ে যায়।
সারি সারি বসিয়ে, সুখেতে সারি গায় ॥ ২৫
সরস্বতী যমুনা কাবেরী গোদাবরী।
ক্রমেতে বাহিয়া যায় বহু নদীবারি ॥ ২৬
নানা তীর্থ দেখিলেন সাধুর তনয়।
ক্রমে তরী উদয় হইল কালীদয় ॥ ২৭

* * *

কালীদহে শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন।

দৈবের নির্ব্বন্ধে সাধু গিয়া সেই স্থলে।
অপরূপ রমণী দেখিল সেই জলে ॥ ২৮
কমল-কানন মধ্যে কোটি চন্দ্রাননী ॥
করে করি কুঞ্জর, গিলিছে সেই ধনী ॥ ২৯
উগারিয়া পুন গিলে, মত্ত করিবরে।
সাধ্য কি পলাবে করী, বদ্ধ বামকরে ॥ ৩০
হস্তে করি হস্তী গিলে, একি চমৎকার।
শ্রীমন্ত কহেন, ওহে হের কর্ণধার ! ॥ ৩১

সুরট,—কাওয়ালী।

কে রে কার রমণী শতদলে।
কর্ণধার! করি কি অপরূপ দরশন,—
করীন্দ্র করে ধরি উগারে করে ভোজন,
ধন্যা ধনী ভূতলে॥
তরুণার্ক বিনিন্দিত চরণ-যুগ্মতলে;—
উজ্জ্বল জল মাঝে জ্বলে।
কামিনী-বর্ণ হেরি তাপিত স্বর্ণ-গিরি,—
চঞ্চলা তাপে ঘনে চলে॥
হেরে বদনচন্দ্র, অধোবদন চন্দ্র,
তাপে মলিন হয়েছে গগনমণ্ডলে॥ (গ)

শালবাহন রাজার নিকট শ্রীমন্তের কমলে কামিনীর রূপ-বর্ণন।

অপরূপ দেখি রূপ, সাধু যত কয়।
অন্য যত সঙ্গী সব, দেখে শূন্যময়॥ ৩২
সাধুর উদয়ানন্দ কত হৃৎ-কমলে।
জানাইতে রাজায় যায়, অতি কুতূহলে॥ ৩৩
ত্বরা করি, যত তরী বান্ধি করি ঘাটে।
তরণী হইতে শীঘ্র ধরণীতে উঠে॥ ৩৪

রাজার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
আশু ধেয়ে, আসুন্, দেখিতে চমৎকার ॥ ৩৫
কালীদহে কমলে কামিনী উপবিষ্ট।
উপমা নাই, কোনরূপে, রূপের গরিষ্ঠ ॥ ৩৬
অনঙ্গ হইতে অঙ্গ কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ।
কটি দেখে কেশরী, পলায় পেয়ে কষ্ট ॥ ৩৭
বিম্বফল বিফল মানিল হেরে ওষ্ঠ।
নয়নে ক'রেছে ধনী মৃগমদ নষ্ট ॥ ৩৮
কাল ফণী হ'তে বেণী গৌরববিশিষ্ট।
বদন-চাঁদের কাছে চাঁদ অপকৃষ্ট ॥ ৩৯
করে ধরি করিবরে গ্রাসে হ'য়ে হৃষ্ট।
এ কি অপরূপ রূপ স্বপনের অদৃষ্ট ॥ ৪০
করিবর ধারিণীকে করিবারে দৃষ্ট।
চল মহাশয়! আর কেন কর্ম্মে তিষ্ঠ ॥ ৪১
অবিলম্বে বচন মানিয়া মোর মিষ্ট।
পূর্ণচন্দ্রমুখী হেরি, পূর্ণ কর ইষ্ট ॥ ৪২
ভজনের সার্থক যার, থাকে ভক্তিচিহ্ন।
ভোজনের সার্থক, যদ্যপি হয় জীর্ণ ॥ ৪৩
গৃহধর্ম্ম সার্থক, না থাকে যার দৈন্য।
জীবনের সার্থক, যাহার রটে ধন্য ॥ ৪৪

শরীরের সার্থক, যে থাকে ব্যাধিশূন্য।
জনমের সার্থক, যাহার দেহে পুণ্য॥ ৪৫
ব্যবসার সার্থক হয়, উত্তম উৎপন্ন।
বিদ্যার সার্থক, প্রীত সবায় প্রতিপন্ন॥ ৪৬
ধনের সার্থক, করে দীনেরে অদৈন্য।
জ্ঞানীর সার্থক, ধরে আপনারে অগণ্য॥ ৪৭
মহারাজ! তব নয়নের সার্থক জন্য।
হইল সে কামিনী কমলে অবতীর্ণ॥ ৪৮

খাম্বাজ—একতালা।

কে রমণী শতদলে! দেখে এলেম অপরূপ, রাজন্!
পদনখ হেরি চাঁদ জ্ঞান করি,
চরণে ধাইছে চকোর-চকোরী জ্ঞান করি,
ওহে মহারাজ! বামা লক্ষ্মী কি শঙ্করী,
করে করি করী গিলে॥ (ঘ)

কমলে কামিনীর কথায় রাজার অবিশ্বাস।

শুনে অপরূপ, কহিতেছে ভূপ,
চেয়ে সভাগণ-পানে।

শুনে হে! কেমনে, নাহি লয় মনে,
সাধু-সুত যা বাথানে ॥ ৪৯
ব'সে জলজে, গজ গিলে যে,
রমণী এমনি কোথা।
কথা শুনে শ্রবণে, জ্ঞানী কি মানে,
মানুষের দুটো মাথা ॥ ৫০
কথা-শুনিতে আছে, মালতী ধরেছে,
ধুতুরা ফুল।
শুনেছ কোথায়, কভু শোভা পায়,
জিহ্বায় উঠেছে চুল ॥ ৫১
শুনিতে দূষ্য, পাষাণে শস্য,
নিশিতে কমল ফুটে।
নাহি যথা বারি, বাহিতেছে তরী,
মাটিতে ফেলিয়ে বোটে ॥ ৫২
কথা শুনে অযোগ্য, মানে কি বিজ্ঞ,
ছাগলের পেটে ঘোঁড়া।
খায় ভেকেতে নাগে, কথা কি লাগে?
ছাগে দেয় বাঘে তাড়া ॥ ৫৩
কথা কি মান্য, রোপিয়ে ধান্য,
জনময়ে আলু ফল।

হয় সম্ভব কিরূপ, তৈলের স্বরূপ,
আগুনেতে জ্বলে জল ॥ ৫৪
নারিকেল গাছে, মহিষ উঠেছে.
গোপাল গগনোপরি।
তেমনি অসম্ভব, করি অনুভব,
কামিনী গিলিছে করী ॥ ৫৫
সাধুর তনয়, করিয়ে বিনয়,
কহিতেছে বার বার।
কেন হে বিস্ময়, ভাব মহাশয়!
হাতে পাঁজি কুজবার ॥ ৫৬

* * *

কমলে কামিনী দর্শনে রাজার কালীদহে যাত্রা।

শুনিয়া রাজন, করিয়া সাজন,
ল'য়ে সভাজন চলে।
গিয়া কালীদয়, হ'লেন উদয়,
হেরিতে নারী কমলে ॥ ৫৭

* * *

কালীদহে রাজা কমলে-কামিনী দেখিতে পাইলেন না,—শ্রীমন্তের প্রতি রাজার ক্রোধ,—শ্রীমন্তের প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ,—শ্রীমন্তের কালী-স্তব।

না হেরে সে রূপ, কোপানলে ভূপ,
দহের নিকটে দহে।
বলে দুর্জন, করে গর্জ্জন,
শ্রীমন্তের প্রতি কহে॥ ৫৮

নদীকূলে শ্রীমন্ত-বদনে বাণী হত।
দুষ্কর দেখিয়া ভাবে তস্করের মত॥ ৫৯
রাগেতে কপালে চক্ষু, ভূপালের উঠে।
শীঘ্র করি কোটালে, ডাকিল সন্নিকটে॥ ৬০
কহিছেন এই মিথ্যাবাদী দুরাচার।
বন্দী রাখা নহে, ইহার কর প্রতীকার॥ ৬১
এক্ষণে লইয়া যাহ দক্ষিণ-মশানে।
এ পাষণ্ডে এই দণ্ডে দণ্ড কর প্রাণে॥ ৬২
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল কুপিয়ে বাঁধে করে।
দক্ষিণ-মশানে ল'য়ে, সত্বরে উত্তরে॥ ৬৩
প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত কোটালিয়া।
ক্ষণেক করেন ক্ষান্ত কিছু অর্থ দিয়া॥ ৬৪

করিয়া কালীর স্তব ককারে বর্ণন।
সাধপূর্ণ হেতু ডাকে সাধুর নন্দন ॥ ৬৫
তুমি, কালবারিণী, কাল হর মা কাল পরে।
কুলকুণ্ডলিনী-রূপে, কমলে বাস কলেবরে ॥ ৬৬
তুমি, কালাকালে কলুষ-কায় কর মুক্ত কাল-করে।
কৃতার্থ কারণে, কালি! কাল তৎকামনা করে ॥ ৬৭
তুমি,কৌমারী কামারি, কামিনী কামাদিপ্রদায়িনী নরে।
কৈবল্যকর্ত্রী! কুলদাত্রি! মা! কাশীশ্বরে ॥ ৬৮
দেখি কি ক্ষণে কালি! কালীদহে,কামিনী গিলে করিবরে।
কাল হ'য়ে কুপিয়ে, ভূপতি করে বন্ধন করে করে ॥ ৬৯
কি করি! কুজন কপটে কষ্টে মা! কুমার মরে।
কাতরোহহং কালকান্তে! কুরু করুণা কিঙ্করে ॥ ৭০
করিতে করুণা, কব ক্রন্দন করিয়া কারে।
কালী বৈ ঘুচাতে কালি, কারে ডাকি মা! কারাগারে ॥ ৭১

আলিয়া—কাওয়ালী।

কোথা গো জননি! জগদম্বে!
ত্রাণ কর মা: কি কর, শালবানের কিঙ্কর,
কর বেঁধেছে, বধিবে প্রাণ অবিলম্বে ॥

দেখ মা! দোষ বিনে নাশে, আমি পিতার উদ্দেশে,
দেশত্যাগী হ'য়ে এসে, রাজ-দ্বেষে মরি বিদেশে বিড়ম্বে।
নিজদাস ত্রাস নাশ, একবার আশু যদি এস,
ও মা আশুতোষ-রমণী! এ আড়ম্বে॥
কে রক্ষা করে, ঘোর বিপক্ষপুরে,
ও মা! সাপক্ষহীন হেরি সমুদায়।
সঙ্গে এসেছিল যারা, তারা দেশে গেল তারা!
একাকী পড়েছি বন্ধনদশায়॥
আমি নৈরাশ হয়েছি জীবন-আশায়;—
এখন কে তারে মা! মোরে, প'ড়ে বিপদ-সাগরে,
আছি তারা! তোমার শ্রীচরণ—অবলম্বে॥ (৬)

শ্রীমন্তের রক্ষার্থ ভগবতীর সিংহল-যাত্রা।

কাঁদে বলি তারা তারা, তারা ব'য়ে পড়ে ধারা,
কৈলাসে আছেন তারা, আসন টলিল।
পদ্মারে ডাকি শঙ্করী, সুধাইছেন শীঘ্র করি,
বিপদে কোন্ ভক্ত পড়ি, আজি আমায় ডাকিল॥ ৭২
শুনে পদ্মা কন বাণী, নিবেদন শুন, ভবানি!
হ'য়ে ভবের ভাবিনী, ভ্রান্তা কেন চিতে।

বিদেশে পড়ে বিপাকে, মা বলিয়ে মা! তোমাকে,
শ্রীমন্ত মশানে ডাকে, হেমন্ত-দুহিতে! ॥ ৭৩
ভক্তেরে শুনিয়ে দুঃখী, রাগে হয়ে রক্ত-আঁখি,
সাজিলেন বিশালাক্ষী, সমর-সজ্জায়।
ঘন সিংহনাদ করি, আরোহণ সিংহোপরি,
চলেন সিংহল-পুরী, শ্রীমন্ত যথায় ॥ ৭৪

* * *

পথে নারদের সহিত ভগবতীর সাক্ষাৎকার।

মহাক্রোধে মহাবিদ্যে, যান দেবী পথমধ্যে,
শ্রবণ কর ইতিমধ্যে, নারদের বার্ত্তা।
স্বর্গে মন্দাকিনী-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
আনন্দে গোবিন্দ ব'লে, করিছেন যাত্রা ॥ ৭৫
বিষয়-প্রতি অপ্রীতি, জন্মাইতে মনপ্রীতি,
প্রতিক্ষণ করি স্তুতি, বুঝান তপোধন।
হয়েছে কাল কলি ঘোর, জীব সব কলুষে ভোর,
তরিতে ভব-সাগর, কারু নাই সাধন ॥ ৭৬
ত্যজ্য ক'রে সুধাভাণ্ড, কিনে আনিছে বিষভাণ্ড,
পুণ্যহীন ব্রহ্মাণ্ড, নাস্তি উপাসনা।
থাকৃতে স্বর্ণ-আভরণ, পিতল-প'রে শীতল মন,
শমন করিবে দমন, সে মন রাখে না ॥ ৭৭

হীরে পানে চান না ফিরে, যতন ক'রে বাঁধে জীরে,
থাকি সুরধুনী-তীরে, স্নান করেন কূপে।
জনকে বধিতে যুক্তি, জননীরে কটু উক্তি,
শালী আর শালীকে ভক্তি, সম্পূর্ণরূপে ॥ ৭৮
জীবের মতি ঘটায় বিঘ্ন, সাধুবাক্য না হয় লগ্ন,
সরোজে পিরীত ভগ্ন, মুগ্ধ হয় শিমুলে।
ওরে আমার মন মত্ত। জীবের যেমন নীতিবর্ত্ম,
তুমি পাছে তাহাতেই বর্ত্ত, তত্ত্ব-কথা ভুলে ॥ ৭৯

টোরী—কাওয়ালী।

হরিপদ-পঙ্কজে মজ।
মন ভৃঙ্গ-রে! বিষয়-কিংশুকে, বিহর কি সুখে,
সুখ-সরোবরে সাজ ॥
বিষয়-বিষ ত্যজি বিশাল কাল সামাল,
কি কর কাল-মতে কাল গেল গেল,
নিকট চরম কাল, আর কেন কর কালব্যাজ ॥
ওরে মূঢ়মতি! ত্যজ যত অসার পসার,
যদি সুসার বাসনা কর, কর সারাৎসার,—
সেই ব্রজরাজে জন্মাবধি কর, মম ধন মম গৃহ,

জনমে নীলদেহ-চরণে না মন দেহ,
ধিক্ দাশরথি ! দেহ ধরিয়ে কি করিলে কাজ ॥ (চ)

চলেন নারদ মুনি, মুনি-মধ্যে শিরোমণি,
চিন্তা করি চিন্তামণি, হৃদয়-সরোজে।
দেখিছেন বিদ্যমান, ক্রোধ করি অপ্রমাণ,
অমর-নন্দিনী যান, সমরের সাজে ॥ ৮০
পেয়ে পরমার্থ পথমাঝে, আপনারে ধন্য বুঝে,
পার্ব্বতীর পদাম্বুজে, করিয়ে প্রণতি।
বল্‌লেন মুনি হাস্য করি, এ কি গো মা বিশ্বোদরি!
কার উপরে উষ্মা করি, এরূপ সম্প্রতি ॥ ৮১
একি যুক্তি অপ্রমাণ, বল মা কে বলবান্,
কার পরে হানিবে বাণ, নির্ব্বাণ-দায়িনি !
করিয়াছ শঙ্কা কারে, বধিবারে মক্ষিকারে,
ব্রহ্ম-অস্ত্র কেন করে, ব্রহ্ম-সনাতনি ॥ ৮২
বিরিঞ্চি আদি কেশব, প্রসব ক'রেছ সব,
শঙ্কর হইয়ে পদে, পড়েছেন জানি।
যিনি জয়ী কন্দর্প, তিনি তব কন দর্প,
অমরের অপ্রাপ্য ধন, তুমি তারিণি ! ॥ ৮৩

কার সঙ্গে রণ দিবে, উন্মাদিনী হ'য়ে কিবে,
কি স্বপন দেখিয়া শিবে ! এ পণ কর মা।
বট মা ! পাগলের ভার্য্যে, নৈলে কেন হেন কার্য্যে,
সাজিয়ে হাসাবে রাজ্যে, শিব-রমণী শ্যামা ॥ ৮৭

সুরট—কাওয়ালী।

তারিণি ! করি-অরি করি আরোহণ।
মা ! কোথায় করেছ গমন,
করি রণ কার প্রাণ, করিবে হরণ ॥
ভবে, প্রাধান্য আরো আছে আর অন্য কার,
ওগো হিরণ্যবরণি ! হররমা !
সমর সাজিবে কার সনে মা,
কেন পতঙ্গ-পতন-হেতু রণ-বেশ ধরেছ মা !
বিবিধ আয়ুধ করে করেছ ধারণ ॥
শুন মা শক্তিধরা ! জীবের শক্তিহরা !
যুঝিবে শক্তিরূপিণী তব সনে,
কে শক্তি ধরে এ তিন ভুবনে,
সৃষ্টি লয় হয় তব কটাক্ষেতে,—গো বিশ্বময়ি !
হয়েছ কি নিজগুণ আপনি বিস্মরণ ॥ (ছ)

যত্নে কন তপোধন, জননী সাক্ষাতে।
লজ্জিতা অপরাজিতা মুনির বাক্যেতে ॥ ৮৫
অমনি সে রূপ পরিহরি নাহি ধরি অস্ত্র।
হন পরাৎপরা অশীতিপরা পরা জীর্ণ বস্ত্র ॥ ৮৬
মহাবিদ্যা অতি বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণীরূপিণী।
দিনে দিনে মলিনে ক্ষীণে, দীনের জননী ॥ ৮৭
শুভ্রকেশা দীর্ঘনাসা, গায়ে গলিত মাংস।
নাই কেশেতে দন্ত, বয়সে অন্ত, অন্তরে ক্রোধাংশ ॥ ৮৮
সর্ব্বনাশা শর্ব্বাণী নয়নে খর্ব্ব দৃষ্টি।
বামকক্ষে চুপড়ি, দক্ষিণ করে যষ্টি ॥ ৮৯
শ্রীমন্তেরে করিবারে, কল্যাণী কল্যাণ।
যত্নে জগদম্বা, দূর্ব্বা ধান্য ল'য়ে ধা'ন ॥ ৯০

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী-বেশে ভগবতীর সিংহলের দক্ষিণ মশানে আগমন,—
কোটালের সহিত যুদ্ধ, কোটালের পরাজয়।

সিংহলেতে উত্তরেন শঙ্করী সত্বরে।
শ্মশানবাসিনী যান মশান ভিতরে ॥ ৯১
নয়নে হেরিয়া, সাধুনন্দনে বন্ধন।
ক্রন্দন করিয়া দেবী, কোটালেরে ক'ন ॥ ৯২

শুন রে কোটাল বাছা! করি রে কল্যাণ।
দুর্ভাগিনী দ্বিজের রমণীর রাখ মান॥ ৯৩
শুন যদি আমার দুঃখের পরিচয়।
হবে দয়া পাষাণ-হৃদয় যদি হয়॥ ৯৪
বিধিমতে বিড়ম্বনা করিয়াছে বিধি।
পিতা মোর অচল-দেহ, নাস্তি গতিবিধি॥ ৯৫
শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া ম'লো ভাই।
দুঃখের সমুদ্রে সদা ভাসিয়া বেড়াই॥ ৯৬
কোথা রই, মাতৃ-কুলে নাহিক মাতুল।
সবেমাত্র স্বামী একটা, সে হইল বাতুল॥ ৯৭
মানের অভিমান রাখে না, প্রাণের ভয় নাই।
বিষ খায়, শ্মশানে বসে, গায়ে মাখে ছাই॥ ৯৮
দূরে থাকুক অন্য সাধ, অন্নাভাবে মরি।
কখন বা বস্ত্রাভাবে হই দিগম্বরী॥ ৯৯
সামান্য ধন শঙ্খ একটা, না পরিলাম হাতে।
স্বামীর এই ত দশা, আবার সতীন তাতে॥ ১০০
সে পাগল দেখিয়া, পতির শিরে গিয়া চড়ে।
তরঙ্গ দেখিয়া তার, রৈতে নারি ঘরে॥ ১০১
উদরান্ন জন্য গিয়ে, পরাশ্রিত হই।
জগতে কেউ স্থান দেয় না, তিন দিন বই॥ ১০২

পতির কপালে আগুন কি সুখ ভারতে ।
সবে একটা সন্তান, শনির দৃষ্টি তাতে। ১০৩
ক'রো না রে কোটাল ! আমার শ্রীমন্তেরে দণ্ড ।
আছে রে ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঐ ভিক্ষের ভাণ্ড ॥ ১০৪

ভৈরবী—আড়া ।

বধো না বধো না, ওরে কোটাল ! দুঃখিনী-নন্দনে ।
আমি এসেছি রে ! আমার প্রাণের ছিরের বিপদ শুনে ॥
কি হবে দুঃখিনীর গতি, আর আমার নাহি সন্ততি,
সবে ধন শ্রীমন্ত নাতি, ঐ আমার আছে ভুবনে ॥ (জ)

এইরূপ কহেন শক্তি, কোটাল করে কটু উক্তি,
চণ্ডীরে দণ্ডিতে যায় ক্রোধে ।
হ্যাঁরে বেটী হতভাগি ! তুই হেথা কিসের লাগি,
অপমৃত্যু কেন সাধে-সাধে ॥ ১০৫
শুনিয়ে ক্রোধে বগলে, ধরি কোটালের গলে,
করে মুণ্ড করিছেন খণ্ড ।
সঘনে কম্পে অধর, নখেতে চিরি উদর,
কারু বা করেন প্রাণদণ্ড ॥ ১০৬
কারো ফেলেন কর কাটি, কারু ভাঙ্গেন দন্ত দু-পাটি,
কারু দেন চক্ষু উপাড়িয়া ।

কুপিত কোটাল-সৈন্য, এক পড়ে ধায় অন্য,
দেবী-পৃষ্ঠে আঘাত করে গিয়া ॥ ১০৭
করিল বেটী খুন দাখিল,—ব'লে পৃষ্ঠে মারে কীল,
পর্ব্বতে বরিষে যেন তৃণ।
আপনারি ভাঙ্গে মুষ্টি, কোটাল করিছে দৃষ্টি,
ত্রাহি ত্রাহি বলে ঘন ঘন ॥ ১০৮
কেঁদে বলে পরস্পর, সঙ্কট কি এর পর ?
এত বল প্রাচীনা বয়েসে।
কি ক'র্‌লে রে বুড়ো মাগী ! এর কাছে প্রাণ-ভিক্ষা মাগি,
নতুবা বধিবে অনায়াসে ॥ ১০৯
সকলকে ক'র্‌লে বি-রক্ত, বেটীর এমন হাড় শক্ত,
হায় হায় এ কি সর্ব্বনাশ !
এ বেটী সামান্য নয়, মার্‌তে গেলে ম'র্‌তে হয়,
দায়ে যেমন কুমড়ার বিনাশ ॥ ১১০
কি বিদ্যা জানে রে মাগী, এ মাগীর অঙ্গে লাগি,
লোহার গদা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে।
দ্বন্দ্ব ক'র্‌লে একা বুড়ী, ইন্দ্র চন্দ্র চৌদ্দবুড়ি,
বুঝি ইহার কটাক্ষেতে মরে ॥ ১১১
নাই নয়নে দৃষ্টি হাতে নড়ি, শুকায়ে গায়ের চর্ম্ম দড়ি,
এলো, আর ক'র্‌লে এলোমেলো।

স্থির ক'র্‌তে নারি যুক্তি, এই বয়সে এই শক্তি,
এ বুড়ী, ভাই! যৌবনে কিবা ছিলো॥ ১১২
বুড়ীকে করিয়া শান্তা, দেখ পলাবার পন্থা,
ভেকের কি সাধ্য ধরে ফণী?
হবে না জীবন-রক্ষে, নিতান্ত শালবান-পক্ষে,—
শাল হবে, এ বিশালনয়নী॥ ১১৩

———

সুরট—কাওয়ালি।

মরি মরি হ'ল রে কি কাণ্ড!
সামান্য জেনে, আগে না চিনে,
এখন বাঁচিনে, প্রাচীনে মাগী করে প্রাণদণ্ড॥
আগে ধ'রে সামান্যে, এরে ক'রে অমান্যে,
প্রাণে মরি মরি পরিশ্রম পণ্ড।
না ধরে অস্ত্র, অপরূপ সমস্ত,
(ধনী) কেশে ধরি করে খণ্ড।
হ'য়ে রণজয়, আবার কেঁদে কয়,
আমার প্রাণাধিক শ্রীমন্তে রে, ব'ধ না পাষণ্ড॥ (ঝ)

———

শ্রীশ্রীবামনদেবের ভিক্ষা।

—০—

অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম,—বামনের যজ্ঞোপবীত-
অনুষ্ঠান,—নারদের ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ।

অদিতির গর্ভে জন্ম, ল'য়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম,
ভূমিষ্ঠ বামন রূপ ধরি।
পুরন্দর-পুরবাসিনী. দেখিতে এলেন উল্লাসিনী,
দেব-নারায়ণে দেব-নারী ॥ ১
কহিছে যত রমণী, একি গো নীলকান্ত-মণি!
কান্ত সহ কি পুণ্য করেছ।
না জানি কি পুণ্য-ফলে, একি অপরূপ ছেলে,
চাঁদকে ফাঁদ পেতে ধরেছ ॥ ২
দেবগণ আনন্দ-মনে, একত্রে আসি গগনে,
সঘনে করেন জয়ধ্বনি।
কশ্যপে দিয়ে ধন্যবাদ, আসিয়ে করেন আশীর্ব্বাদ,
পরম যতনে পদ্মযোনি ॥ ৩
কহিছেন দিক্‌পাল, আমাদের কি কপাল,—
ধন্য করিলেন আজি ধাতা।

সকলের আনন্দ মন, কুবের শমন হুতাশন,
গমন বামন দেব যথা ॥ ৪
জন্য লোক-ব্যবহার, তাল পত্র মস্যাধার,
কশ্যপ রাখিল সূতিকা-ঘরে।
যথায় দেব নারায়ণ, বিধাতার আগমন,
ষড় দিবসের সন্ধ্যা-পরে ॥ ৫
বিধি অতি প্রেমামোদে, বিধির বিধির পদে,—
বিধিমতে করিয়ে প্রণতি।
বিনয়ে কহেন বিধি, বল প্রভু! করি বিধি,
বিধিকে বিধি দাও হে গোলোকপতি! ॥ ৬
আমারে করেছ ধাতা, পুরূ-রবা মান্ধাতা,
ভূপতি আদির কপালে লিখেছি।
আজি শক্ত দায়, হে ভক্ত-সখা, গোপালের কপালে লেখ
অদ্য লেখায় বিপদে পড়েছি ॥ ৭
কিন্তু বিধিকে দিয়েছ অধিকার, ক'রতে হবে অঙ্গীকার,
কর্ম্ম ফলাফল লিখিতে পারি।
বাঁধিয়ে বলি ভক্তেরে, অর্দ্ধাংশ ভোগিবার তরে,
বলির দ্বারেতে হবে দ্বারী ॥ ৮

আর একটী আশ্চর্য্য ভোগ তোমার আছে,—

আলিয়া—একতালা।

এই যাতনা আছে তোমার! যারে ঘৃণা করে সবে,
স্থান-হীন ভবে, দিয়ে স্থান নিজ চরণ-পল্লবে,
সেই নারকী জীবে নরকার্ণবে,
করিতে হবে হে নিস্তার॥
পেতে চরণ-তরি তেজিয়ে অলসে,
ও হে দীননাথ! রজনী-দিবসে, পাতকীর বশে,
ভবের ঘাটে ব'সে থাক্‌তে হবে অনিবার॥ (ক)

ষড়্‌দরশনে যাঁর না হয় দরশন।
ষড়ানন পিতা করেন যৎপদ স্মরণ॥ ৯
ষড়্‌দিনে বিধি তাঁরে দরশন করি।
শ্রীহরির আজ্ঞা ল'য়ে, করেন শ্রীহরি॥ ১০
দেবগণে গণে দিন. আনন্দ-হৃদয়।
যজ্ঞোপবীতের যোগ্য কালক্রমে হয়॥ ১১
যোত্রহীন কশ্যপ অতি ভাবিতেছেন চিত্তে।
যোগে যাগে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞসূত্র দিতে॥ ১২
নারদে ডাকিয়ে কন, অতি সাবধান।
যে মত বিত্ত-বিধান, তেমতি বিধান॥ ১৩

সাধ আছে, ভাই! সাধ্য নাই ধনহীন ভবে।
সকলে সংবাদ দেওয়া কিরূপে সম্ভবে॥ ১৪
কোন মতে পোড়াইয়ে যৎকিঞ্চিৎ ঘৃত।
বামনটীকে বামন করা বাঞ্ছা হয়েছে দ্রুত॥ ১৫
অর্থ নাই ক্রিয়া করতে হবে চুপে চুপে।
ব্রাহ্মণ দ্বাদশ জন, ঘটে কোনরূপে॥ ১৬
নারদ বলে, বার জন যদি না পার সামলাতে।
তিনটী লোক ডেকে আনিলেই ক্রিয়া হবে তাতে॥ ১৭
তুমি আমি অদিতি রয়েছি তিন জন।
নিমন্ত্রিতে অপরে নাহিক প্রয়োজন॥ ১৮
ছল করি কশ্যপের কাছে নারদ তপোধন।
হর হর শব্দে করেন হরপুরে গমন॥ ১৯
মুনি পরম সন্তোষে, নিমন্ত্রিতে আশুতোষে,
আশু আসি কৈলাসে উদয়।
প্রণাম করি প্রমোদে, শম্ভুর পঙ্কজ-পদে,
পত্রসহ দেন পরিচয়॥ ২০
বামনের উপনয়ন, শ্রবণ করি ত্রিলোচন,
নয়নে বহিছে প্রেমবারি।
চঞ্চল হইয়ে অতি, অচল-নন্দিনীর প্রতি,
চল চল কহেন ত্রিপুরারি॥ ২১

গৌরী কহিছেন শুনে, আমি যাব না কোন খানে,
কশ্যপের পুরে যাও হে তুমি।
চিতে সুখ নাই চিরকালি, অন্নাভাবে আমার অঙ্গ কালি,
বিধবা হয়েছি থাক্‌তে স্বামী॥ ২২
শঙ্কাতে আমি ডরাই, তোমার কিছু ক্ষতি নাই,
খেদ মিটায়ে খেতে পাবে তো পেটে।
না যাও যদি এমন ক্রিয়ে, জগতের কর্ত্তা হ'য়ে,
ক্ষেপা নামটা জগতে কেন রটে॥ ২৩
শিব কন, ওহে শিবে! আর কেন শত্রু হাসিবে,
ক্ষান্ত হও, পেয়েছি জ্ঞানোদয়।
আমি এখন সিদ্ধেশ্বরী, বৃদ্ধকালে বিনয় করি,
সেটা ত আমার সাধ্য নয়॥ ২৪
যে হয় তোমার মত, সেই মতে মোর মনোমত,
প্রতি কর্ম্মে প্রতিজ্ঞা এখন।
এত বলি কালীকান্ত, গমনে হইলেন ক্ষান্ত,
অপর শুনহ বিবরণ॥ ২৫
শিরে আছেন সুরধুনী, তিনি করেন ঘোর ধ্বনি,
নীর-ভারে হইয়া কাতর।
বলিলে না মানেন মানা, শিরে আন্দোলিয়া মানা,
বিনয় করিয়া গঙ্গাধর॥ ২৬

বলেন মন্দাকিনি! একি, তব মন্দ রীতি দেখি,
কিছু তো পারিনে ভাব জানতে।
বাধাও একি ঘোর নেটা, হেন বুদ্ধি দিল কেটা,
জটা কটা ঘটা ক'রে টান্‌তে॥ ২৭
সুরেশ্বরী মৃদুস্বরে, কহিছেন প্রাণেশ্বরে,
মনোবাঞ্ছা বামন-দরশনে।
শুনিয়া কহেন ভব, এ কোন ভব্যতা তব,
পতি যাবে না, নারী যাবে কেমনে॥ ২৮
গঙ্গা কহিছেন কালে, তোমায় রেখে শরৎ-কালে,
গণেশের মা হিমালয়ে যান উনি।
কারে তুচ্ছ কারে আদর, এক বাজারে দুই দর,
ওটা তোমার কর্ম্ম আমি জানি॥ ২৯
শিব কন হে তরঙ্গিণি, কেন হ'য়ে এ রঙ্গিণী,
আমারে জ্বালাও তুমি মিছে।
বৎসারান্তে যান উমে, একাকিনী পিতৃ-ভূমে,
যাইতে ব্যবস্থা নারীর আছে॥ ৩০
গঙ্গা কন করি খেদ, তবে আর কেন নিষেধ,
আমিও যাব জনক-ভবনে।
গঙ্গার জনম যথা, কান্ত! হে কি সে কথা,
ভ্রান্ত হয়েছ তুমি মনে॥ ৩১

ললিত—ঝাঁপতাল।

ওহে হর! হর অনুতাপ, কর আমারে অনুমতি।
জান না পশুপতি! আমার হরি-চরণে উৎপত্তি॥
দেখ হে নাথ! মনে গ'ণে, কি বল হরির চরণ-গুণে,
নতুবা শিরোধার্য্যা কেন, ভার্য্যা হবে ভাগীরথী॥
বড় সাধ করেছি একবার, পিতৃপদ—দেখিবার,
যথায় জনম যার, সেই জনক-বসতি,—
যাব হে শ্রীনিবাস-বাস, পুরাও অধিনীর অভিলাষ,
অবিলম্বে আশুতোষ! কর দাশরথির গতি॥ (খ)

বামনের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ-উপলক্ষে কশ্যপ-ভবনে
ত্রিভুবনবাসীর আগমন।

তৎপরে নারদ মুনি, তৎপর হ'য়ে অমনি,
নিমন্ত্রণ দেন সুরপুরে।
স্বগণ আদি-পৃথিবীতে, বামনের যজ্ঞোপবীতে,
যেতে বার্ত্তা দেন ঘরে ঘরে॥ ৩২
শুনি ত্রিলোকের লোক, অন্তরে অতি পুলক,—
সহ যোগী উদ্‌যোগী গমনে।
সঙ্গেতে অনন্ত ফণী, অনন্ত চলেন অমনি,
অনন্ত-চরণ দরশনে॥ ৩৩

চলিলেন ধরাধর, সহ সূর্য্য শশধর,
সকলেতে হইয়ে মিলিত।
গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর, কুবের আদি অপর,
কশ্যপ-আলয়ে উপনীত ॥ ৩৪
দেখিয়ে কশ্যপ মুনি, মনেতে প্রমাদ গণি,
ভবনে দেখিয়ে ত্রিভুবন।
ভয়ে কাষ্ঠ মুনিবর, কম্পান্বিত-কলেবর,
ভৃগুরে ডাকিয়ে শীঘ্র কন ॥ ৩৫

* * *

নারদ-কশ্যপের দ্বন্দ্ব।

একি হে বিপদ পূর্ণ, হেঁদে নারুদে জ্ঞান-শূন্য,
ভেড়ের দেখেছ সৌজন্য, নারুদে কিসের জন্য,
ত্রিভুবন তন্ন তন্ন,—ক'রে দিয়েছে নিমন্ত্রণ।
আমি তাহে অন্নহীন, কিসে হই উত্তীর্ণ,
তার কিছু না দেখি চিহ্ন, ভাবিয়ে হ'লাম জীর্ণ
স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, কিছুই নাই উৎপন্ন,
কিসে হয় সম্পূর্ণ, আমি দীনের অগ্রগণ্য,
ঘরে মোর নাহিক অন্ন, ত্রিভুবন হবে ক্ষুন্ন,
ছেলেটিকে করিবে মন্যু ॥ ৩৬

হেন কালে নারদ ঋষি, হাসিতে হাসিতে আসি,
কশ্যপ-আলয়ে উপনীত।
কপালে তুলিয়ে চক্ষু, কন কশ্যপ হাঁরে মূখ্যু,
ঘরে ঘরে এইটে কি উচিত ? ॥ ৩৭
শুনিয়ে নারদ কন,—আমি করেছি কর্ম্ম বিলক্ষণ,
আমি সকল জানি পরিচয়।
যখন তুমি হবে নিধন, সঙ্গেতে দিবে না ধন,
রক্ষে করিছ যক্ষের বিষয় ॥ ৩৮
সর্ব্বদা মন সঁপে টাকায়, টাকায়ে বুঝি স্বকায়ায়,
স্বর্গে যাবে, তাই ভেবেছ মনে ?
পণ্ডিত হ'য়ে এত ভ্রম, পড়া শুনা পণ্ডশ্রম,
স্পষ্ট প্রকাশ দেখেছি বেদ পুরাণে ॥ ৩৯
যা না দাও তাই নষ্ট, পরের জন্য পরম কষ্ট,
মিছে আর কেন কর তবে।
যখন, দেহ মিশাইবে পঞ্চভূতে,
তখন, বিষয় খাবে বারো ভূতে,
ভূতের বেগার খেটে মরিছ ভবে ॥ ৪০
সদা চিন্তা আদায় আদায়,
জলপান তিন টুকরো আদায়,
মরূছ পরের ভার ল'য়ে ভারতে।

একি কাঙ্গালির কাচ কাচা, পরণে তিন-পনের কাচা,
কোঁচা কর্‌তে কাছা হয় না তাতে॥ ৪১
নিদ্রা যাও ছেঁড়া চটে, তোমাকে দেখিলে ভক্তি চটে,
ঘুর্‌ছ বিষয়-আঠাকাঠিতে প'ড়ে।
কি গুড় আছে বল নিগূঢ়, কপাট বিনে দ্বার আদুড়,
আগোড় ঘুচিল না কভু ঘরে॥ ৪২
কারে কিছু দিলে না বেঁটে, কাটালে কালটা কেটে বেটে,
মতি হ'লে বিলাতে পার মতি।
থাক্‌তে বিষয় কি অধর্ম্ম, কেবল মোহের কর্ম্ম,
মোহর জ্ঞান এক পয়সার প্রতি॥ ৪৩
কার জন্য মিছে কাঁদ, যাবার জন্য খাবার বাঁধ,
পরে কিছু দিবে না বেঁধে পরে।
সঙ্গে দিবে ছেঁড়া চাটা, স্মরণ করা উচিত সেটা,
খুড়া জ্যেঠা বেটা তোমার কি করে॥ ৪৪
বিশেষত লুকায়ে কর্ম্ম করা সেতো অতি মন্দ।
লুকিয়ে ক্ষীর খেয়ে বাঁধা পড়েন শ্রীগোবিন্দ॥ ৪৫
রাবণের বংশনাশ লুকায়ে সীতা হ'রে।
নিকুম্ভিলে লুকায়ে থেকে, ইন্দ্রজিত মরে॥ ৪৬
লুকায়ে রামকে হ'রে পাতালে মরে মহীরাবণ।
হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে, মরে দুর্য্যোধন॥ ৪৭

লুকিয়ে গুরুপত্নী হ'রে, ইন্দ্রের গায়ে যোনি।
থাক্‌তে বিষয়, লুকিয়ে কর্ম্ম করো না হে মুনি! ॥ ৪৮
কশ্যপ বলেন ওরে পাগলের প্রধান।
পরের বিষয় পরে দেখে পর্ব্বত-প্রমাণ ॥ ৪৯
প্রমাদ গণিয়ে কশ্যপ উন্মাদ-লক্ষণ।
চক্ষে ধারা চারিদিক করে নিরীক্ষণ ॥ ৫০
হেন কালে কালের সহিত কালরাণী।
বৃষোপরে আসিছেন বিশ্বের জননী ॥ ৫১
প্রণাম ক'রে কন মুনি অন্নপূর্ণা-পায়।
ওমা! অন্নহীন দীনে, রাখ পূর্ণ দায় ॥ ৫২
সঙ্কটে শঙ্করি! তোমার চরণ তরণী।
আর অন্য নাহি গতি হেরম্ব-জননি! ॥ ৫৩

কামদ—একতালা।

প্রাণ যায়, পূর্ণ দায়, অনুপায়, ধরি পায়,
রাখ অন্নদে! বিপদে।
ত্রিভুবনে হ'য়ে ক্ষুণ্ণ-মন, আমায় মন্যু করি বধে ॥
আমি অন্নহীন অতি, নারুদে পাষণ্ড-মতি,
যে কাণ্ড করেছে গো সতি!

ভয়হারিণি! তারিণি! অভয়ে! এভয়ে,—
কেবল ভরসা অভয়-পদে ॥ (গ)

কশ্যপ-ভবনে অন্নপূর্ণার রন্ধন,—ত্রিভুবনবাসীর ভোজন,
বামনের উপনয়ন নির্ব্বাহ।

অনন্ত-গুণ-ধারিণী, কৃতান্তভয়-বারিণী,
নিতান্ত কাতর দেখি দ্বিজে।
মুনির মনের কালী, নিবারণ করেন কালী,
রন্ধনশালাতে যান নিজে ॥ ৫৪
করেন দেবী আকর্ষণ, শীঘ্র আনি হুতাশন,
বিনা কাষ্ঠে জ্বালেন, আজ্ঞা ধরি।
নানাবিধ দ্রব্য যত, আসি হয় উপস্থিত,
আপনি স্বহস্তে তাহা ধরি ॥ ৫৫
অন্নপূর্ণা করেন পাক, দূরে গেল সকল বিপাক,
সুখে করেন জগজ্জন ভোজন।
ত্রিলোকবাসী তস্য পরে, ধন্য দিয়ে কশ্যপেরে,
করিলেন স্বস্থানে গমন ॥ ৫৬

* * *

বলির যজ্ঞে বামনের গমন।

পেয়ে যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ-সূত্র, বলির যজ্ঞে যেতে সূত্র,—
তুলিছেন জননীর কাছে।
চিরকাল দরিদ্র পিতে, মা! তুমি তাতে তাপিতে,
সে তাপ ঘুচাতে বাঞ্ছা আছে॥ ৫৭
নয় বৎসর বয়ক্রম, করিতে পারি পরিশ্রম,
এখন আর অশক্ত আমি ত নই।
জননি! যদি কর আজ্ঞে,
যাই মা! আমি বলির যজ্ঞে,
অবজ্ঞা করিলে দুঃখী হই॥ ৫৮
পদ্মলোচনের বচন, শুনিয়ে ঝরে লোচন,
করে ধ'রে কহেন দেব-মাতা।
কে দিলে এমন শিক্ষা, বাছা! তোমায় করিতে ভিক্ষা,
মরণ অপেক্ষা মোর এ কথা॥ ৫৯
তুই আমার ভিক্ষার ধন, তোয় ভিক্ষার কারণ,
পাঠাইতে না পারিব বামন!
যদি মাকে ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা কথাটী ভিক্ষা দাও,
ধনে কার্য্য নাই রে প্রাণধন॥ ৬০
বিশেষ বলির পুর, সে নয় সামান্য দূর,
অবোধ-পুত্র! উত্তর কাল না বোঝ।

কোমল চরণ তোর, চলিতে হবি কাতর,
বামন! এমন বাঞ্ছা ত্যজ ॥ ৬১
এখন তোকে পাঠাতে দূরে, পারিনেক প্রাণ ধ'রে,
বাসে যদি উপবাস করি।
যাবে কি বলির যাগে, প্রয়াগের প্রান্ত-ভাগে,
প্রাণ তো ক্ষান্ত করিতে নারি ॥ ৬২
শুনিয়ে কন বামন, বল মা! করি গমন,
কি ভাবনা আমার অভাবে!
যখন করিবে মনে, মা! তুমি তব বামনে,
নয়ন মুদিলে দেখ্‌তে পাবে ॥ ৬৩
অদিতি কন মাধবে, দেখি রে বামন! তবে,
ব'লে নয়ন মুদিল অদিতি।
দেখেন কোলেতে আছে, মা বলে বামন নাচে,
পুলকে পূর্ণিত পুণ্যবতী ॥ ৬৪

সুরট—যৎ।

কহিছে অদিতি ধনী, অসম্ভব এ কেমন।
চক্ষু মুদে, দেখি হৃদে, পদ্মপলাশলোচন।
মরি কি রূপ-মাধুরী, পুলকে আঁখিতে বারি,
চক্ষু উন্মীলন করি, দেখি খেলিছে বামন।

একবার মনেতে ভাবে, ভবে হেন কি সম্ভবে,
সহজে বুঝি নাহি হবে, তবে বুঝি দেখি স্বপন ॥ (

হৃদি-মধ্যে প্রবেশিয়ে, বামন মায়ে তুষিয়ে,
অমনি দণ্ড করিয়ে গ্রহণ।
ধরি তাল-পত্র-ছত্র, চলিলেন বলি যত্র,
ত্রিপদ ভূমি লইতে নারায়ণ ॥ ৬৫
যত দরিদ্র ব্রাহ্মণে, পথ-মাঝে দেখে বামনে,
কহিতে লাগিল পরস্পরে।
কি হেরিলাম অপরূপ! আহা মরি এমন রূপ,—
দেখি নাই অবনী-ভিতরে ॥ ৬৬
কোটিচন্দ্রের কিরণ, হেরিলাম দুটি চরণ,
অতি শিশু,—ভিক্ষার কাল ত নয়।
দশা যেমন অমাদের, আহা মরি! দরিদ্রের,—
ঘরে কি এমন ছেলে হয় ॥ ৬৭
ভেকের মস্তকে যেমন জন্মে গজমতি।
কাকের বাসাতে যেমন কোকিলের উৎপত্তি ॥ ৬৮
অগ্রাহ্য কুপেতে যেমন শতদল ফুটে।
মৃগনাভি জন্মে যেমন শৃগালের পেটে ॥ ৬৯

ব্যাধের ঘরেতে যেমন পরম ধার্ম্মিক।
ছুঁচোর মস্তকে যেমন জন্মিল মাণিক॥ ৭০
তেমতি দরিদ্র-ঘরে, এ শিশুর উৎপত্তি।
এ রূপ অগ্রে দেখে যদি বলি দৈত্যপতি॥ ৭১
সর্ব্বস্ব ইহারে দিবে, আর দিবে না কায়।
সকলকে করিবে খর্ব্ব, এই খর্ব্বকায়॥ ৭২
যুক্তি করি বামনে কহিছেন দ্বিজগণ।
কে হে তুমি খর্ব্বরূপ কাহার নন্দন॥ ৭৩
তরুণ বয়স—দেখি ক্ষুদ্র দুটি পদ।
বলির ভবনে যাওয়া, তোমার বিপদ॥ ৭৪
বামন বলেন, না হয় আমি যাব এক বর্ষে।
ক্ষান্ত কি হব আমি, তোমাদের পরামর্শে॥ ৭৫
দ্বিজগণ পরামর্শ করিছে ঝটিতে।
চল আমরা আগে উঠিব বলির বাটীতে॥ ৭৬
ও এখন যাবে, দিয়ে পা সকল মাটীতে।
ওর সাধ্য,—আমাদের সঙ্গে পারে কি হাঁটিতে॥ ৭৭
এত বলি দ্বিজগণ চলে দ্রুত পায়।
অগ্রে আবার খর্ব্বরূপ বামনে দেখ্‌তে পায়॥ ৭৮
চমৎকার দে'খে সবে, সুধায় বামনে।
এ ত সামান্য রূপ জ্ঞান হয় না মনে॥ ৭৯

হেন কার্য্য কেবা পারে—দেব-বল ভিন্ন।
বল হে! কি বল ধর জলধর-বর্ণ! ॥ ৮০

খট্-ভৈরবী—একতালা।

ছিলে হে তুমি, পশ্চাদ্গামী,
আবার পশ্চাতে রাখিলে সর্ব্বে।
অসম্ভব ভাব তোমার বুঝিতে না পারি,—
এ কেমন, বল হে বামন!
আছে কি গুণ তোমার ঐ চরণ খর্ব্বে ॥
হেন রূপ না হেরিলাম, বিশ্বময়!
রূপ দেখে বিশ্বরূপ জ্ঞান হয়,
ধন্য ক'রে তুমি হয়েছ উদয়,—
ভবে কোন্ পুণ্যবতীর গর্ভে।
মনে মনে আমরা করেছি বিধান,
আমরা মিছে যাব বলির সন্নিধান,
সে করিবে তোমায় সর্ব্বস্ব প্রদান,
যদি এরূপ দেখে নয়নে পূর্ব্বে (৬)

বামন-দেবের নদী-পার।

পুনশ্চ ভুলে মায়ায়, দ্রুতগতি চ'লে যায়,
পতিতপাবনের কর্ত্তা পিছে।
সম্মুখে হেরিয়ে নদী, বলে অগ্রে যাবে যদি,
শীঘ্র এসো উপায় হয়েছে॥ ৮১
সকলেতে এক তরী, ও পারেতে ল'য়ে তরি,
ডুবাইয়ে যাব এই যুক্তি।
তরি বিনে অকূল-পারে, বামন কি তরিতে পারে?
কখন হবে না ওর শক্তি॥ ৮২
এত বলি দ্বিজগণ, আহ্লাদে করে গমন,
অধরে ধরে না কারু হাসি।
সবে গিয়ে ত্বরান্বিতে, দেখে গিয়ে তরণীতে,
তরুণ বামন অগ্রে বসি॥ ৮৩
ব্যস্ত হ'য়ে পুনরায়, লম্ফ দিয়ে কিনারায়,
সকলে চলিল দৌড়াদৌড়ি।
বামনকে নেয়ে সুধায়, কে হে তুমি খর্ব্বকায়!
উঠে যাও পারের দিয়ে কড়ি॥ ৮৪
বামন কহিছেন রাগে,
হেঁরে! বামুনের কি কড়ি লাগে।
নেয়ে বলে,—ল'য়ে থাকি আগে।

আর সে বামন! বামুন নাই, তোমাদের সে ঘাট নাই,
ভুলি নে তোমার ভুয়োরাগে ॥ ৮৫
ঘাট নাই বলি রাজার, ঘাট হয়েছে ইজারার,
জমায় বাড়া জলে গিয়েছে সব।
জাতি-ব্যবসা যাবে কোথা, ছাড়িতে নারি এর মমতা,
হ'লো রাখা ভার বামুনের গৌরব ॥ ৮৬
কি করে তোমাদের রাগে, পেট আগে,—না ধর্ম্ম আগে?
সুখ থাকিলে সকলি শোভা পায়।
ছেড়ে দিয়ে লোক-নৌকতা, বল শীঘ্র ফলের কথা,
জোরের কথা বলো না—চড়ি নায় ॥ ৮৭
এখন কিবল পাট্নি,-(র) সার হয়েছে খাটুনি,
তারতো কেউ করে না বিবেচনা!
কথা কও পয়সা খুলে, নইলে ফিরে বসাব কূলে,
আকুল হলেও অনুকূল হব না ॥ ৮৮
বামন কন,—কাণ্ডারী ভাই! কড়িতো আমাদের সঙ্গে নাই,
সুদরিদ্র দ্বিজের কুমার।
যদি পার কর অকূল-বারি, ওরে, পদধূলা দিতে পারি,
যদি কর্ণে শুন কর্ণধার! ॥ ৮৯
নেয়েকে অতি সত্বরে, দক্ষিণা দিবার তরে,
দেখিয়ে কন দক্ষিণ চরণ।

কা'ল আমার হয়েছে চূড়া, এখন আমি ব্রাহ্মণের চূড়া,
বড় পূজ্য নূতন ব্রাহ্মণ ॥ ৯০
তিন দিন লিখিল বেদ, শূদ্রের মুখ দেখা নিষেধ,
দরিদ্র-দায়—তাই হলো না থাকা।
বেরিয়েছি অহরাত্র-পরে, এ মুখ আমার দেখিলে পরে,
দূরে যায় যমের মুখ দেখা ॥ ৯১
শুনিয়ে প্রভুর উক্তি, জন্মিল কিঞ্চিৎ ভক্তি,
এক দৃষ্টে দেখি পদ-পানে।
নানা চিহ্ন দেখি পায়, ধীবর চৈতন্য পায়,
ধন্য করি আপনাকে মানে ॥ ৯২
লোচনে না বারি ধরে, মোচন করিয়ে করে,
বলে, বন্ধু! আহা মরি মরি।
চিন্তে পারি নাই ভাই! তবে কি তোমার কড়ি চাই!
লই নে আমরা স্বজাতির কড়ি ॥ ৯৩
ক্রোধে কন পীতাম্বর, আমি হচ্ছি দ্বিজবর,
ধীবর বেটা! তুই কিসে স্বজাতি।
বলি যদি বলি রাজায়, বেটার সর্ব্বস্ব যায়,
হীনজাতি হ'য়ে কি বজ্জাতি ॥ ৯৪
দক্ষিণের কথা কবি, তুই এক আনা না হয় লবি,
শুনি নাবিক যোড় করি হাত।

মিলিলে স্বজাতি সহিতা, আমরা উভয়েতে পার করিতা,
কপট উথ্যা ত্যেজ দীননাথ ! ॥ ৯৫
দক্ষিণের কথা কবে, তোমার দুই এক আনা কেবা লবে,
আমাকে আনাটি রহিত কর্‌তে হবে হরি !
থাকিল আমার এই দক্ষিণে, তোমার কাছে দক্ষিণে,
এত বলি কহিছে পদ ধরি ॥ ৯৬

ভৈরবী—একতালা।

হরি ! কি দিবে দক্ষিণে মোরে।
কি শক্তি আমার, তোমায় করি পার,
আমায় করো পার, ভব-সাগরে ॥
এখন তুমি আমার, কি শুধিবে ধার,
করিতে উদ্ধার তুমি মূলাধার,
বেদে শুনি তুমি ভব-কর্ণধার,
সেধে লব ধার, ভবেরই ধারে ॥
আমি দিলাম তোমায় সামান্য তরী,
তুমি দিও আমায় শ্রীপদ-তরী,
পদে ধরি, যেন বিপদেতে তরি,
এই মিনতি হরি ! করি তোমারে ॥ (চ)

বলি রাজার ভবনে বামনদেব উপস্থিত।

তখন, ধীবরে দিয়ে ধন্য বর, চলিলেন পীতাম্বর,
দৈত্যবর বলি-যজ্ঞস্থলে।
প্রণাম করি দৈত্যরায়, পতিত হ'য়ে ধরায়,
পতিত-পাবন-পদতলে ॥ ৯৭
বামন-রূপ-সাগরে, নয়ন উন্মীলন ক'রে,
কহিছেন সভাজনে রাজন।
এর কাছে হে আর কত, মণিরূপ মরকত,
ঘুনাতে পারে না নব ঘন ॥ ৯৮
হেরে রূপ সব পাসরে, জিজ্ঞাসেন যজ্ঞেশ্বরে,
কে হে তুমি কাহার নন্দন ?
বামনদেব বেদস্বরে, কহিছেন দনুজেশ্বরে,
মধুস্বরে শ্রীমধুসূদন ॥ ৯৯
আমি বিপ্র-কুলোদ্ভব, পিতা দুঃখী অসম্ভব,
ভিক্ষা করি উদর-নিমিত্ত।
আমার আছেন কয়েক সহোদর,
তাঁদের এখন গেছে আদর,
শত্রুতে লয়েছে কেড়ে বিত্ত ॥ ১০০
নিজে হয়েছি নির্গুণ, কি করি জঠর-আগুন,—
উপায় নাহিক নিবারণে।

দেখ আমার কর্ম্মসূত্র, কা'ল হয়েছে যজ্ঞসূত্র,
আজি এসেছি ভিক্ষার কারণে ॥ ১০১
এসেছি অতি দীন কাতর, দীন হয়েছে অকাতর,
শত যজ্ঞ শুনে সমাপণ।
শুনে কল্পতরু নাম, কল্প করিয়া এলাম,
যদি দুঃখ ঘুচাও রাজন্! ॥ ১০২
রাজা কন,—হে বামন! যে ধনে বাঞ্ছিত মন,
বঞ্চিত বামন! মোর নাই।
স্বর্ণ কি হীরক মণি, অবিলম্বে অমনি,
গুণমণি! যা চাও দিব তাই ॥ ১০৩
শুনিয়ে রাজার বাক্য, কহিছেন কমলাক্ষ,
যদি ভিক্ষা দেহ কিছু ধন।
প্রতিজ্ঞা করিলে কই, অবজ্ঞা করিলে যাই,
ইথে যেবা ইচ্ছা হে রাজন্! ॥ ১০৪
রাজা কন,—রে খর্ব্বকায়! এ ভয় দেখাও কায়?
রাজ্যেতে সাহায্য হয়তো করি।
ভুবন দিতে হই নে ভীতি, চাও ত জীবন প্রভৃতি,—
তোমার চরণে দিতে পারি ॥ ১০৫
এত বলি বলি দৈত্য, তিন বার করিল সত্য,
ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়ে—বামন।

বলি রাজার নিকট বামনদেবের ত্রিপাদ-ভূমি-প্রার্থনা।

বলে, রাজা! মোরে তুমি, দেহ দান ত্রিপাদ ভূমি,
অধিক নাহিক প্রয়োজন॥ ১০৬
শুনিয়ে কথা বদনে হাস্য, রাজা করেন ঔদাস্য,
যতনে কহেন পুনঃ পুনঃ।
শুন রে বামন! বলি কথা, কও শীঘ্র ভাল কথা,
এলো-কথা হবে না,—কথা শুন॥ ১০৭
হয় যদি বাসনা মত, সুমেরু গিরি পর্ব্বত,
সমস্ত তোমায় দিতে পারি।
এই বাঞ্ছা মনে করি, কোটি অশ্ব কোটি করী,
এ কোটী করিলে,—কেন মরি॥ ১০৮
লও যদি মম প্রদত্ত, দিতে পারি ইন্দ্রত্ব,
যে দানে প্রবৃত্ত হও তুমি।
বালক! জান না বার্ত্তা, আমি রে ত্রিলোকের কর্ত্তা,—
হ'য়ে দিব তোমায় ত্রিপাদ-ভূমি॥ ১০৯
বিশেষ তিন শক্রু-দান, না হয় বিধির বিধান,
এ দান প্রদান কে করিবে?
লয়ে ত্রিপাদ-ভূমি পায়, হবে তোমার কি উপায়?
পায় পায় শক্রুতে হাসিবে॥ ১১০

———

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ত্রিপাদ ভূমিতে কি হবে বামন!
ও হে খর্ব্বরূপ! ত্যেজ খর্ব্ব বাসনা,
আজ সর্ব্বতোভাবে সাদরে তোমার খর্ব্ব চরণে করি রে,—
মম সর্ব্ব সম্পদ সমাদরে সমর্পণ॥
তোমার হেরি লাবণ্য, সব হলো অগণ্য,
যেন বিষম বিষ-বিষয়ে বিরত মন,—
যে ধন রাজ্য, আমা হ'তে সাহায্য,—
হয় লও যদি গ্রাম রাজ্য ধন জন,
রত্নাদি বাস, যা ভালবাস,
দিতে মোর বাসনা তোমারে ত্রিভুবন॥ (ছ)

রাজার শুনি বচন, কহেন পদ্মলোচন,
যে সত্য করিলে দেহ তাই।
বাহ্যজ্ঞান-হীন জন, তারাই লয় রাজ্য ধন,
ত্যজ্য ধনে কার্য্য মোর নাই॥ ১১১
সে ধনে মিছে উৎসব, অনিত্য সম্পদ সব,
কেশব কেবল সার ধন।
সেই ধনের অন্বেষণে, বসিবারে যোগাসনে,
ত্রিপাদ ভূমির প্রয়োজন॥ ১১২

শুনি বাক্য চমৎকার, রাজা হইলেন স্বীকার,
বিকার ঘুচিল মনোমধ্যে।
শীঘ্র অতি দান কার্য্য, করিতে ডাকেন শুক্রাচার্য্য,
শুনি শুক্র আইলেন সন্নিদ্ধে॥ ১১৩

শুক্রের কুমন্ত্রণা।

মন্ত্র না পড়েন মুনি, মন্ত্রণার শিরোমণি,
কুমন্ত্রণা দেন শত শত।
রাজায় করি আরক্ত লোচন, শুক্র যত কন বচন,
বিরোচন-সুত তায় বিরত॥ ১১৪
চঞ্চল দেখে রাজায়, বলেন মুনি,—শিষ্য যায়!
হায় হায়! কি সঙ্কট-উদয়।
অন্তরে করি বিচার, অন্তঃপুরে সমাচার,—
দিতে যাবেন—এমন সময়॥ ১১৫
নারদ কন,—ওহে শুক্র! তুমি কেন হও বক্র,
মনে মনে ভাব্‌ছি আমি তাই।
এক জন দেয়—অন্যে বাজে, ধিক্ ধিক্ অখিল-মাঝে,
বখিলের মৃত্যু কেন নাই॥ ১১৬
হ'য়ে গুরু পুরোহিত, এই কি তুমি করিছ হিত?
পরকালে দিয়ে বসেছ তণ্ডি।

পায় কিছু ব্রাহ্মণের ছেলে, সে কর্ম্মেতে ধর্ম্ম খেলে!
দয়ার কি দিয়েছ গয়ায় পিণ্ডি ॥ ১১৭
যার বিষয়—যার বৃত্তি, তার হচ্ছে দিতে প্রবৃত্তি,
তুমি কেন নিবৃত্তি হ'তে কও?
কেন মর এ বিপত্তে, তুমিত এ আধিপত্যে,
কাহণের মধ্যে কড়ার ভাগীটাও নও ॥ ১১৮
তোমার যেমন আজি তেম্‌নি কালি,
পার্ব্বণে পাঁচ পোয়া চালি,
ও সব বিষয় না থাকিলেও পাবে।
কেন হচ্ছ প্রতিবাদী, পিতৃশ্রাদ্ধে জেলে খাদি,
প্রতি সন তোমার প্রতি রবে ॥ ১১৯
পাকা খাতায় আছে লেখা,
দুর্গোৎসবে তিনটি টাকা,
তিন দিন কাল উপবাস ক'রে থাকি।
শ্যামা-পূজায় বস্থ আনা, তোমার হবে না মানা,
কার্ত্তিক পূজায় একটি সিকি ॥ ১২০
যত শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট, ঘুচিবে না তোমার অদৃষ্ট,
আল চালি কলাতে দুই তিন আনা।
চিরকালকার পদ্ধতি, শ্রাদ্ধে গরদের ধূতি,
কোন কালেতো কপালে হবে না ॥ ১২১

শুক্রাচার্য্য কন পরে, ও সব কথা শুন্‌লে পরে,
আমার চলে না ত হে ভাই!
ফেটে যাচ্ছে বক্ষঃস্থল, সকল ভরসার স্থল,—
বিশ্বপূজ্য শিষ্যটা হারাই॥ ১২২
নানা শাস্ত্র কর পাঠ, অনিত্য ভবের হাট,
জানে সবাই—কে হয় সন্ন্যাসী?
কথাই বটে—কাজে নাই, গায়েতে মাখিবে ছাই,
কে কোথা হয়েছে বনবাসী॥ ১২৩
পুরমধ্যে প্রবেশিয়ে, নয়ন-জলে ভাসিয়ে,
বৃন্দাবলীর প্রতি শুক্র কন।
ঐহিকে যাতে রক্ষা পাই, ভক্ষণের আর চারা নাই,
এত বলি বিদায় তপোধন॥ ১২৪

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি কর মা! বলিরাজ-রমণি!
বলি ভ্রান্তে বলিছে বাণী,

ঐহিক ইত্যাদি পাঠান্তর;—
এত বলি শুক্রমুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
অন্তঃপুরে করেন গমন।

বল্‌লে উষ্মা করে শিষ্য আমার, সর্ব্বস্ব দান ক'রে,
ঔদাস্য মোরে করে, তোমারে করে, কাঙ্গালিনী ॥
যদি, তোমার বচনে রাজা ক্ষান্ত পায়,
নতুবা ঘোর অনুপায়, শক্রে রাজ্য সঁপিবারে,
সক্রোধ হ'য়ে অন্তরে, চক্র ক'রে এসেছেন চক্রপাণি ॥ (জ)

খর্ব্ব-দেহ চিন্তামণি, সভায় দেখে যত মুনি,
গৌতমে সুধান পরিচয়।
না যায় মনের ভ্রান্তি, এমন রূপ—এমন কান্তি,
কি জন্যে হলেন দয়াময় ॥ ১২৫
সহজ মূর্ত্তি ক'রে ধারণ, বলির বিত্ত হরণ,
কর্‌লে তো হতো অনায়াসে।
কহেন গৌতম মুনি, আছে ইহার বাণী,
বিবরণ শুনিবে বিশেষে ॥ ১২৬
হেথায় প্রণাম করি শুক্রাচার্য্যে, বলিছেন বলির ভার্য্যে,
পোহালো কি সুখের শর্ব্বরী।
যিনি নিধন-কালের ধন, প্রাপ্ত হবো সেই ধন ;
এমন সাধন আছে কি আমারি ॥ ১২৭
যার জন্যে যজ্ঞবিধি, সেই যজ্ঞেশ্বর যদি,
যজ্ঞে দান এসেছেন ল'তে।

সম্পদ সামান্য গণি, প্রাণ যদি চান চিন্তামণি,
কি চিন্তা তাঁহারে প্রাণ দিতে ॥ ১২৮
পদে যদি স্থান দেন অচ্যুত, করেন যদি পদচ্যুত,
এ নয় বিপদ মধ্যে ধরি।
নিরক্ষিতে নিরঞ্জনে, বলিতে বলি রাজনে,
সভা মধ্যে চলেন সুন্দরী ॥ ১২৯
রাণী বারিধর-বরণে হেরি, নয়নে বারি অনিবারি,
দৈত্যরাণী মত্ত প্রেমভরে।
যে পদে উদ্ভবা বারি, ভব-দুর্গতি নিবারী,
রাণী ল'য়ে সেই বারি, সেই পদ প্রক্ষালন করে ॥ ১৩০
বাম পদ কেশ দিয়ে, যত্নে রাণী মুছাইয়ে,
নিরখিছেন পদ দুটি ধরি।
দেখেন চক্রপাণি-পায়, কোটী চন্দ্র শোভা পায়,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি করি ॥ ১৩১
রাণী বলে, ওহে রাজন্! হবে হে বিপদভঞ্জন,
জগৎ-মনোরঞ্জন,—চিনে হে কোন্ জনে।
ত্রিকুল পবিত্র হবে, ভব-ভয় দূরে যাবে,
একি চিহ্ন দেখি শ্রীচরণে ॥ ১৩২

আলিয়া—একতালা।

তুমি চেন নাই ছি নাথ! ইনি যে শ্রীনাথ,
ভবের ধন ভবনে।
তুমি করেছ (ওহে মহারাজ!) সামান্য জ্ঞান,
এই বামনে বা মনে॥
ত্রিলোক-পবিত্র-কারী, এই পদে হন সুরেশ্বরী,
এই পদে প্রদান কর,—
যে দান—হরির হয় বাসনা মনে।
নাথ! শীঘ্র ধর পদ, সঁপ হে সম্পদ,
পদে পদে ঘটে বিলম্বে বিপদ,
প্রাপ্ত ধন হারাবে যদি, কি জানি বিলম্ব হেরি,
এ পদ হরি, যদি করেন হরি, তোমায় বঞ্চিত চরণে॥ (ঝ)

—————

শুক্রের লাঞ্ছনা।

শুনিয়ে রাণীর বাণী বলি বলে তখন।
হইল চৈতন্য মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥ ১৩৩
বিপদবারীকে শীঘ্র ত্রিপদ ভূমি দিতে।
পুনশ্চ ডাকেন শুক্রে মন্ত্র পড়াইতে॥ ১৩৪
পণ শুনে গোপনে রহিলেন শুক্র মুনি।
'কি চিন্তা' বলিয়া রাজায় কন চিন্তামণি॥ ১৩৫

আমিত দ্বিজের পুত্র বটি সূত্রধারী।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব করিতে পারি॥ ১৩৬
শীঘ্র ধর কুশাঙ্গুরী ঘটাই কুশল।
পড়াইব মন্ত্র লহ স্বহস্তেতে জল॥ ১৩৭
ভৃঙ্গারে গঙ্গার জল ঢালিতে রাজন।
ভৃঙ্গার ভিতরে যায় ভৃগুর নন্দন॥ ১৩৮
চক্রিচূড়ামণি চিন্তে,—কন রাজায় ডেকে।
শীঘ্র লহ—কুশাঘাত করি পাত্র-মুখে॥ ১৩৯
শুনি রাজা পাত্রমুখে কুশাঘাত হানে।
কানা হ'য়ে কন শুক্র সক্রোধ বচনে॥ ১৪০
কার জন্য কি করিলাম! বুঝিবার ধন্দ।
ওরে বেটা মূর্খ তোর হ'ল রে! গ্রহ মন্দ॥ ১৪১
ছলে রাজ্য লইতে তোর এসেছেন গোবিন্দ।
তাইতে গাড়ুর ভিতরে ঢুক্‌লাম দেখে তোর মন্দ॥ ১৪২
যার ভাল করিতে গেলাম, সেই করে রে মন্দ।
দিয়ে কাঁটা মূর্খ বেটা! চক্ষু কর্‌লি অন্ধ॥ ১৪৩
রাজা কন,—গুরু! মোর অপরাধ নাই।
অনন্ত গুণ তোমার, আমি অন্তর্য্যামী নই॥ ১৪৪
কীট নয় পতঙ্গ নয়, শরীর প্রকাণ্ড।
গাড়ুর ভিতর ঢুক্‌লে কি আশ্চর্য্য কাণ্ড॥ ১৪৫

অপমান পেয়ে শুক্র যায় নিজস্থানে।
নারদ গিয়ে কহিছেন শুক্র-বিদ্যমানে ॥ ১৪৬
নারদ বলে, শুক্রাচার্য্য! রাজার নিমিত্তে।
মিছে দোষী হ'লে কেন বিষয়-নিমিত্তে॥ ১৪৭
ভগবান্ এসেছেন বলির নিকট ভিক্ষার্থে।
কোন মতে পারবে নাকো এবার তাল ধর্‌তে ॥ ১৪৮
সেখানে কিছু কর্‌তে পাল্লে না এলে রাণীকে বারণ কর্‌তে,
কোন রূপে হ'লনা রক্ষে,
গেলে আবার গাড়ুর ভিতর মর্‌তে ॥ ১৪৯

* * *

বামনকে বলি রাজার দ্বিপাদ ভূমিদান,—বলির বন্ধন,—
শঙ্করের স্তব।

কোপান্বিত হ'য়ে শুক্র যান নিজ স্থানে।
ভগবান্ দান-মন্ত্র পড়ান রাজনে ॥ ১৫০
রাজা জলধর-বরণে করেন জলার্পণ ॥
স্বস্তি বলি বিপরীত-মূর্ত্তি হন বামন ॥ ১৫১
পাতাল প্রভৃতি সব লন এক পায়।
স্বর্গাদি আকাশ দ্বিতীয় পায় সাঙ্গ পায় ॥ ১৫২
তৃতীয় পদের আর নাহি দেখি স্থান।
দেহ ভূমি—রাজাকে বলেন ভগবান্ ॥ ১৫৩

দুর্ব্বল হইল বলি, বলিতে বচন।
গরুড়ে স্মরণ করে সরোজ-লোচন॥ ১৫৪
আজ্ঞা দেন শীঘ্র ক'রে, বাঁধ হে রাজায়।
না মানে বিনয়, বাঁধে বিনতা-তনয়॥ ১৫৫
পড়ে ঘোর বিবন্ধে, বন্ধন নাগপাশে।
কহেন মহেশে,—চক্ষু-জলে বুক্ষ ভাসে॥ ১৫৬
এ দাসে রাজত্ব ভোগ দিয়েছ দিগম্বর! বর।
দয়া ক'রে দিয়ে মান, আজি কেন হে হর! হর॥ ১৫৭
ভুবনপতি! এ দুর্গতি মোরে অতিশয় সয়।
মন-আগুনে দগ্ধ দেহ, দেহ মৃত্যুঞ্জয়! জয়॥ ১৫৮
বিপদে পড়িয়ে ভয়ে, হইয়ে উদাস দাস।
ভাসিয়ে দিও না দাসে, আসিয়ে আশুতোষ! তোষ॥১৫৯
করহে শঙ্কর! যাতে কিঙ্কর উপায় পায়।
নতুবা আনন্দে দেশে হাসে শত্রু প্রায় পায়॥ ১৬০

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কি কর হে শঙ্কর! বামন বাঁধেন কর,
বিপদে কিঙ্কর কিং করে॥
এ দুঃখ আজ দুখহর হর বিনে কেবা হরে।

শুন ওহে ত্রিপুরারি ! ত্রিপাদ ছলনা করি,
প্রবঞ্চনা করেন হরি,—
আমার নিলেন দ্বিপদে সব অধিকার,
আমি পাব কোথা অধিক আর,
কর পার পড়েছি, বিপদ-সাগরে ॥ (ঐ)

———

যখন করে বন্ধন, রাজা করেন ক্রন্দন,
শুনি হর বিষাদ অন্তরে।
অমনি আশুতোষ আসিয়ে, বলেন ভক্তে তুষিয়ে,
মহারাজ ! যাও অন্তঃপুরে ॥ ১৬১
শ্রীপতি-পদে প্রণতি, করি—বিদায় উমাপতি,
অন্তঃপুরে করেন গমন।
হেন কালে সমুদয়, নিকটে আসিয়ে উদয়,
রাজার যতেক সেনাগণ ॥ ১৬২
কহিছে মনের রাগে, বহিছে ধারা আঁখি-যুগে,
কহিছে করিয়ে রণসাজ।
তব অন্নে দেহ ধরি, অন্যায় সহিতে নারি,
ঘৃণায় যে মরি মহারাজ ॥ ১৬৩
ধরায় এত কে শক্তি ধরে, মহারাজ ! তব ডরে,
শঙ্কা করে—বামনে চন্দ্র ধরে।

সব শাসিত হয়েছে তব, ভয়েতে ত্রাসিত ভব,
অমর নর তোমার গোচরে ॥ ১৬৪
কে আছে তোমার পর, তুমি সকলের ঈশ্বর,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর সব শরণাগত।
রাজা কন,—হে সৈন্যগণ! কার সনে করিবে রণ,
সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি,—হয়েছি বিক্রীত ॥ ১৬৫
শুনি যত সৈন্য সব, জীয়ন্তে হইল শব,
শ্রবণে শুনিয়ে রাজোত্তর।
নিরস্ত্র হইয়ে চলে, দূরস্থ সেনা সকলে,
স্বহস্তে করিয়া ধনুঃশর ॥ ১৬৬
সমুদয় দিয়ে বিদায়, জানাইতে প্রমোদায়,
যান রাজা মহেশের আদেশে।
কর-বন্ধন নাগপাশে, উপনীত রাণীর পাশে,
চক্ষের জলেতে বক্ষ ভাসে ॥ ১৬৭
রাজার চক্ষে নিরখি নীর, রাণীর চক্ষেতে ধরে না নীর,
বৃন্দাবলী অমনি উন্মাদিনী।
কান্তি মলিন কাঁদ্তে কাঁদ্তে, সুধামুখী কন কান্তে,
এ দশা কে করলে গুণমণি! ॥ ১৬৮
চিরকাল ধর্ম্ম-যাজন, ধর্ম্মে ধর্ম্ম রাখে রাজন্।
শেষে এই হলো কি—আহা মরি মরি।

এ জ্বালা কিসে জুড়াই, জলে যাই কি বিষ খাই!
এ ছার জীবন কিসে ধরি ॥ ১৬৯

ললিত-ভেঁরো—একতালা।

ওহে মহারাজ! সয় না যাতনা আর বক্ষে।
কেবা করে বন্ধন করে,—বারি ধরে না আর চক্ষে ॥
এ যন্ত্রণা দেয় যে জনা, আমার মরণ অপেক্ষে,—
অভিশাপ দিব আমি, ওহে স্বামী! সে বিপক্ষে ॥
কি দুঃখ ইহার পর, তুমি সকলের উপর,
শুনি পরস্পর, পর হাসিবে পরোক্ষে,—
অকস্মাৎ ওহে নাথ! এ দায় কিসের উপলক্ষে,—
এই যে দিতে গেলে তুমি, বামনে ভূমি ভিক্ষে ॥ (ট)

———

পেয়ে রাণী পরিতাপ, অভিমানে অভিশাপ,
বক্ষঃস্থল ভাসে চক্ষু-জলে।
সতীর অলঙ্ঘ্য বচন, ভয়ে কমল লোচন,
কাঁপিছেন হৃদয়-কমলে ॥ ১৭০
রাজা কন—রাণীর প্রতি, সম্বর রাগ সম্প্রতি,
বিবরণ জান না সুন্দরি!

কারে দিবে অভিসম্পাত, আসিয়ে ত্রৈলোক্য-নাথ,
বন্ধন কর্‌লেন ছদ্মবেশ ধরি ॥ ১৭১
ক্ষুদ্র বামনের বেশ, হ'য়ে বিপ্র হন প্রবেশ,
ভাবিলাম—দীন বিপ্রসুত ।
ত্রিপাদ ভূমি অভিলাষ, করিলেন আমার পাশ,
আমি উপহাস করিলাম কত ॥ ১৭২
ল'য়ে দ্বিপাদভূমি পায়, সে ভূমি ভূমিকায় !
না বুঝিলাম চরণের মর্ম্ম ।
সম্পদ গেছে সমস্ত, পদে হয়েছি অপদস্থ,
অধিকন্তু হারাই বুঝি ধর্ম্ম ॥ ১৭৩
শুনি কন পুণ্যবতী, পতি ! তুমি ধন্য অতি,
তবে আর রোদন কিসের তরে !
দিয়েছেন পদাশ্রয়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,
গুণাশ্রয় গোবিন্দ তোমারে ॥ ১৭৪
জানি আমি ভক্তাধীন, সে গোবিন্দ চিরদিন,
তাঁকে ভ'জে মান যাবে কেন ?
তোমারে যে বামন বাম, আমি তাঁর জানি নাম,
পূর্ণব্রহ্ম নাম ধরেন বামন ॥ ১৭৫
তুমি যাঁর বন্ধন-যুক্ত, আমি জানি হে বন্ধন-মুক্ত,
করেছেন তোমারে নারায়ণ ।

কি ভয় আর কর কান্ত! হলো তোমার নরকান্ত,
ঘুচিল শমন-দরশন॥ ১৭৬
এক বন্ধন উপরে হে, দ্বিতীয় বন্ধন যদি পড়ে,
আদ্য বন্ধনে শৈথিল্য পড়ে।
করেছেন সেই বন্ধন, হরি অদিতি-নন্দন,
মহারাজ! কি ভাব অন্তরে॥ ১৭৭
যাঁর জন্য কর রোদন, এতো সামান্য বন্ধন,
এতে আমি মুক্ত করতে পারি।
অসাধ্য বন্ধন তব, মুক্ত করেছেন মাধব,
মহারাজ! তোমারে কৃপা করি॥ ১৭৮

আলিয়া—একতালা।

তব ক্রন্দনে কি আছে কায!
ছিল বিবন্ধ উপরে, যে বন্ধনের তরে,
সে বন্ধন জগবন্ধু নিলেন হ'রে,
বন্ধনের উপর বন্ধন প'ড়ে,—ভব-বন্ধন গেছে মহারাজ!॥
ধন্য পুণ্য তুমি করেছ সঙ্গতি,
তোমায় ধন্য করিবারে শ্রীপতি.
বামন-রূপে তাঁর ভূলোকেতে স্থিতি,—
গোলোকে যাঁর বিরাজ॥ (ঠ)

রাণী বলে, ওহে রাজন্, ! তবে বিলম্বে কি প্রয়োজন?
চল চল যথায় বামন।
কি ভয় আর কর তুমি, আমি দিব তাঁর ভূমি,
ভার লয়েছি,—কেন আর রোদন॥ ১৭৯
মরি মরি এমন রূপ, ধরেছেন বিশ্বরূপ,
দেখে নয়ন করি গে সফল।
এত বলি শীঘ্র গিয়ে, পতিসহ পতিত হ'য়ে,
পতিত-পাবনে প্রণমিল॥ ১৮০
করযোড়ে কয় বৃন্দাবলী, হে গোবিন্দ! তোমায় বলি,
বলি তো নিতান্ত অনুগত।
দাসে এত প্রবঞ্চনা, না জানি কেমন করুণা,
কে জানে তোমার মায়া কত॥ ১৮১
বিষয় বিভব রাজ্য ধন, সব করেছে অর্পণ,
অর্পণ করিতে কিবা বাকী?
যা থাকে তা দিব এখন, ওহে ত্রিলোক-তারণ!
তৃতীয় চরণ কই দেখি॥ ১৮২
ভক্তি জন্য ভগবান্, হইলেন কৃপাবান্,
পূরাতে রাণী রঅভিলাষ।
অমনি প্রসন্ন হন, নাভি হইতে নারায়ণ,
পাদপদ্ম করেন প্রকাশ॥ ১৮৩

সে কেমন পদ ?—

নিতান্ত কৃতান্ত-মদ,—অন্তক শ্রীকান্ত-পদ,
দেখে রাণীর চক্ষে প্রেমবারি।

* * *

বলির মস্তকে বামনদেবের তৃতীয় পদ-স্থাপন,—বলি রাজা ধন্য।

বলে,—কৃতার্থ কর দাসেরে, দেহ পদ রাজার শিরে,
আর অন্য স্থান কই হে হরি! ॥ ১৮৪
রাণীর ভক্তির কারণ, বলির শিরে শ্রীচরণ,—
অর্পণ করেন ভগবান্!
হেন কালে নারদ আসিয়ে, বামন-পদে প্রণমিয়ে,
বলে, বলি বড় ভাগ্যবান্ ॥ ১৮৫
আমি সদা ভাবিতাম হৃদিমধ্যে, বড় কে সংসার মধ্যে,
একটা স্থির করেছিলাম ভাই!
পৃথিবীতে সকলি হয়, পৃথ্বীতে সকলি লয়,
পৃথিবীর তুল্য বড় নাই ॥ ১৮৬
আবার ভাবিলাম শেষে, পৃথিবী সাগরে ভাসে,
সাগর বড় ভাবিলাম মানসে।
আবার করি অনুমান, বড় পদ কিসে পান,
অগস্ত্য যায় পান করে গণ্ডুষে ॥ ১৮৭

দেখিলাম মনে গণি, বড় তবে অগস্ত্য মুনি,
আবার ভাবিলাম তা নয় কখন।
কোন্ ক্ষুদ্র সে অগস্ত্য, পর্ব্বত আদি সমস্ত,
আকাশ মধ্যেতে সবে রন ॥ ১৮৮
ভেবেছিলাম বড় আকাশ, আকাশের বিদ্যা প্রকাশ,
হলো, আজি ভেবে দেখ্‌লাম চিতে।
স্থান একটু নাই গগনে, আকাশ আকাশ গণে,
বামনের চরণে স্থান দিতে ॥ ১৮৯

এতএব মহারাজ! তোমার তুল্য বড় আর নাই।—

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তাইতে, তোমায় বড় ধরি হে রাজন্।
তুমি দেখিলে গোবিন্দের যে চরণ,
ধরায় ধরে না,—না হয় আকাশেতে স্থান ;—
ত্রিজগৎ করেছে ধারণ, এমন বামন-চরণ,
মস্তকে কর্‌লে ধারণ ॥
তোমারে সদয় বড় ভক্তাধীন, এত দিন ছিলে সুদীন,
রাজ্য, মন, ধন, জন,—সব ক'রেছ সমর্পণ,
পেয়ে শঙ্করের হৃদিপদ্মের ধ্যানের ধন ॥ (ভ)

বলি-রাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা।

অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্মগ্রহণ,—বামনের অপরূপ রূপ।

আলিয়া—চৌতাল।

কি সুদৃশ্য সই! দেখ অই অই! কশ্যপ-নন্দন—
অদিতির কোলে ঐ খেলে, যেন অদ্বিতীয় নারায়ণ॥
এমন সুসভ্য খর্ব্ব-তনু সর্ব্ব সুলক্ষণ,
না দেখি কখন,—
বামন রূপে কি গো অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥ (ক)

কশ্যপের পুরবাসী, যতেক রমণী আসি,
বামনদেবের রূপ হেরি।
কেহ কয়, দেখ সখি! নিরখি জুড়াল আঁখি,
রূপের বালাই ল'য়ে মরি॥ ১
বামন এমন শোভা, যেন কোটি চন্দ্র-আভা,
বিধাতারে যাই বলিহারি।
হেরে ও বদন-চাঁদে, নয়ন পড়েছে ফাঁদে,
ফিরালে ফিরাতে নাহি পারি॥ ২

পুন কন কোন সখী, ত্রিজগতে নাহি দেখি,
পুণ্যবতী অদিতি সমান।
কন্যা পুত্র হইবার, বয়েস নাহিক আর,
ভাগ্য-ফলে পেয়েছে সন্তান॥ ৩
কেহ বলে শুন সই! বাঞ্ছা হয় কোলে লই,
চুম্বন করি গো চাঁদমুখে।
কেহ মনে মনে কয়, অম্নি একটী আমার হয়,
লালন পালন করি সুখে॥ ৪
কোন বিনোদিনী বলে, অদিতির যত ছেলে,
সবগুলি সুন্দর সুঠাম।
কপাল যেমন যার, বিধাতা তেমনি তার—,
পূর্ণ করেন মনস্কাম॥ ৫
কিন্তু মনে আজি সখি! নিরখি হইলাম সুখী,
অদিতির পুত্রের বয়ান।
এই মত নারীগণে, আহ্লাদিত হ'য়ে মনে,
নিজ স্থানে করিলা পয়ান॥ ৬
শুনিলেন সুরগণ, খর্ব্ব-রূপে নারায়ণ,
জন্মিলেন কশ্যপের ঘরে।
ডাকি সুরগণ প্রতি, কহিছেন সুরপতি,
আহ্লাদিত হইয়া অন্তরে॥ ৭

মল্লার—আড়াঠেকা।

আর কি হে ভয়, এত দিনে পরাজয়,—
হলো দৈত্য-নৃপমণি।
আনন্দে কর সকলে শ্রীগোবিন্দ-নাম-ধ্বনি॥
বলির গর্ব্ব-খর্ব্ব-জন্য, বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য,
হ'লেন আসি অবতীর্ণ, ব্রহ্মণ্যদেব আপনি॥ (খ)

বামনদেবের উপনয়ন জন্য কশ্যপের গোপনে আয়োজন,—
নারদের আগমন।

ক্রমে ছয় মাস পূর্ণ শুভ দিন দেখে।
মুনিবর অন্ন দেন বামন-চাঁদের মুখে॥ ৮
স্নেহ-ভরে অদিতি করান স্তন পান।
ক্রমেতে গমন-ক্ষম হ'লেন ভগবান্॥ ৯
পুরবাসী ঋষিদের বালকের সঙ্গে।
বাল্য-খেলা করেন শ্রীহরি অতি রঙ্গে॥ ১০
পঞ্চম বৎসরে চূড়া দিলা মুনিবর।
বয়ঃক্রম ক্রমে হৈল অষ্টম বৎসর॥ ১১
অদিতিরে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি।
বামনের বয়ঃক্রম কত হইল শুনি॥ ১২

অদিতি কহিছেন, প্রভু! হয়েছ বিস্মৃত।
ষেটের কোলে পা দিয়ে, এই অষ্টম হয় গত ॥ ১৩
শুনিয়ে ভাবেন হৃদে, মুনি মহাশয়।
উপনয়নের কাল বহির্ভূত হয় ॥ ১৪
কি করি—সঙ্গতি কিছু নাহি আপনার।
যোগে যাগে হ'তে হবে, দায়েতে উদ্ধার ॥ ১৫
অন্য কারে কহিবারে নাহি প্রয়োজন।
আপনি আপন-কর্ম্ম, করি সমাপন ॥ ১৬
ইহা বলি মুনিবর দিন স্থির করে।
বসিলেন পূর্ব্ব দিন খোলা কাটিবারে ॥ ১৭
হেন কালে নারদ করিছে আগমন।
বীণাতে মিশায়ে তান শ্রীহরি-কীর্ত্তন ॥ ১৮

টৌরী—একতালা।

রসনা! অলস ত্যজ, ওরে ভজ হরির পদাম্বুজ।
যে পদপঙ্কজে, হৃদি-মাঝে, ভজে তমোরজ ॥
নিজ গাত্র পত্র করি, যেবা তাহে লিখে হরি,
তার সজ্জা দেখে, লজ্জা পেয়ে পলায় সূর্য্যাঙ্গজ ॥ (গ)

নারদের বীণা শুনে, কশ্যপ ভাবেন মনে,
ঘটাইল বিধি এনে, যা ভেবেছি তখনি।
যদি এ সকল শ্রুত, হ'ন মুনি ত্রিজগত,—
জানাজানি গতমাত্র, করিবেন তখনি॥ ১৯
পাইয়াছি পরিচয়, কথা নাহি পেটে রয়,
খুড়া মহাশয়কে হয়, ঠগের মধ্যে ধরিতে।
চড়িয়ে বেড়ায় ঢেঁকি, লাগালাগি ঠগাঠগি,
ইহা ভিন্ন নাহি দেখি, অন্য কর্ম্ম করিতে॥ ২০
উনি একটী মহাধন, ইহা বলি তপোধন,
রাখিছেন আয়োজন, বসনেতে ঢাকি।
হেন কালে দেব-ঋষি, তথা উপনীত আসি,
কি কর কশ্যপ! বসি, জিজ্ঞাসেন ডাকি॥ ২১
কহেন অদিতি-নাথ, এস এস খুল্লতাত!
ভাগ্যোদয়ে সাক্ষাৎ, আপনার সহিতে।
মহাশয়ের শ্রীচরণ, করি আজি সন্দর্শন,
যে তুষ্ট হইল মন, নাহি পারি কহিতে॥ ২২
এক্ষণে কোথায় যান, বীণাতে মিশায়ে তান,
করিয়া মধুর গান, সুমধুর স্বরেতে।
দেব-ঋষি জিজ্ঞাসিল, কশ্যপ! তো আছ ভাল,
এবার সাক্ষাৎ হলো, বহু দিনের পরেতে॥ ২৩

বাপু! একটা কথা বলি, উঠ দেখি দোঁহে মিলি,
একবার কোলাকুলি, তব সঙ্গে করিব।
শুনিয়া কশ্যপ বলে, দিলে বেটা পেঁচে ফেলে,
এখান হ'তে উঠে গেলে, অমনি ধরা পড়িব ॥ ২৪
এমত অন্তরে ভেবে, মুনি ক'ন বৈস এবে,
আপনকার সঙ্গে হবে, কোলাকুলি পরেতে।
ঋষি ক'ন, বিলক্ষণ, এসো করি আলিঙ্গন,
ইহা বলি তপোধন, কর ধরেন করেতে ॥ ২৫
কশ্যপেরে উঠাইল, খোলা কুশ প'ড়ে গেল,
হাসি ঋষি জিজ্ঞাসিল, ঢেকে কেন রেখেছ।
লজ্জা পেয়ে মুনি কয়, কি করিব মহাশয়!
দিতে হইল পরিচয়, আপনি যদি দেখেছ ॥ ২৬
সঙ্গতি নাহিক ঘরে, ছেলে গুলো দুঃখে মরে,
এ জন্যেতে অন্য কারে, না পারিলাম কহিতে।
কহিলাম আপনার আগে, আপনি কল্য যোগে-যাগে,
সেরে দিব ঘর যোগে, বামনের পৈতে ॥ ২৭
শুনিয়া নারদ বলে, আরে বাপু! খেপা ছেলে!
খোলা কুশ ঢেকেছিলে, এই কথার কারণে?
আমিত তেমন নই, কারু কথা কারে কই!
সকলের ভাল বই, মন্দ কিছু করি নে ॥ ২৮

বামনের পৈতে হবে, কেবা কারে কৈতে যাবে,
ইহা বলি মুনি তবে, মৃদু মৃদু হাসিয়ে।
করিলেন আগমন, যথায় চতুরানন,
উপনীত তপোধন, শীঘ্র তথা আসিয়ে॥ ২৯

বামনের উপনয়ন-উপলক্ষে নারদের ত্রিভুবন-নিমন্ত্রণ।

জঙ্গলা—আড়াঠেকা।

সুর-জ্যেষ্ঠ সন্নিধানে, উপবিষ্ট হ'য়ে হৃষ্টমনে,
নারদ সংবাদ ক'ন।
নাশিবারে সুর-শত্রু, হ'য়ে কশ্যপের পুত্র,
যজ্ঞেশ্বর কাল যজ্ঞসূত্র, করিবেন ধারণ!
মুনির কহিতে চক্ষে, প্রেম-ধারা বহে বক্ষে,
ভিক্ষার ঝুলি করি কক্ষে, ত্রৈলোক্য-নাথ লবে ভিক্ষে,
দেখ্‌বে গিয়ে প্রত্যক্ষে, হৃৎপদ্মের ধ্যানের ধন॥ (ঘ)

বন্দিয়া চরণপদ্ম, পদ্মযোনির সান্নিধ্য,—
হইতে নারদ কৈল যাত্রা।
মনে মনে ঐকান্তে, শ্রীকান্তে করিয়া চিন্তে,
চলেন পুরোহিতে দিতে বার্ত্তা॥ ৩০

অলস নাহিক পথশ্রমে, মুনির আশ্রমে আসিয়া ক্রমে,
দাঁড়াইয়া বহির্দ্বার-প্রান্তে।
ডাকে কোথা সুরাচার্য্য! সুধুই আচার্য্য-কার্য্য,—
ক'রে মর—নাহি পার জান্‌তে॥ ৩১
নারদের শুনি শব্দ, শব্দ না ক'রে হ'য়ে স্তব্ধ,
বৃহস্পতি ডাকি নিজ ভার্য্যে।
বলে, বেলা দেখ মধ্যাহ্ন, অন্ন খাইবার জন্য,
নারুদে এসেছে আবার আজ যে॥ ৩২
অগ্রগামী হ'য়ে শীঘ্র, বলহ নারদের অগ্র,
তিনি আজি নিজ গৃহে নাস্তি।
ভ্রমণে হয়ে ক্ষুধার্ত্ত, গমন করেছে মাত্র,
তেমনি তার মত হবে শাস্তি॥ ৩৩
নিত্য একটা একি কাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড সকলি পণ্ড,
আপনি মরি আপনার দুঃখে।
বৃহস্পতির শুনি উত্তর, উত্তরি ঋষি-বরাবর,
ব্রাহ্মণী কয় ছল ছল চক্ষে॥ ৩৪
আহা! মরি কি সৌভাগ্য! ভাগ্যোদয়ে তব যোগ্য,—
মধ্যাহ্নে অতিথি হয় প্রাপ্ত।
গৃহে নাহি মম কান্ত, পান্তা খেয়ে আপনি শান্ত,
কি দিয়ে করিব তোমায় তৃপ্ত॥ ৩৫

ঋষি ক'ন,—কি সৌজন্য, সেজন্য হইও না ক্ষুণ্ণ,
অন্ন খেতে আসি নাই অদ্য ॥
কশ্যপ-উপরোধ ক্রমে, আইলাম তবাশ্রমে,
জানাইতে মুনির সান্নিধ্য ॥ ৩৬
বামনটি হয়েছে যোগ্য, তার যজ্ঞসূত্র-যজ্ঞ,—
করিতে হইবে গিয়ে কল্য।
আয়োজন করেছে দ্রব্য, দিব্য দ্রব্য হবে লভ্য,
দেখে তখন হইবে প্রফুল্ল ॥ ৩৭
বামনের যজ্ঞসূত্র, এ সূত্র শুনিবা-মাত্র,
বৃহস্পতি বাহির হ'লেন শীঘ্র।
মনে মনে মহাহৃষ্ট, হৃষ্ট হ'য়ে উপবিষ্ট,—
হ'লেন আসি নারদের অগ্র ॥ ৩৮
বলে, আজি কিবা শুভক্ষণ, কতক্ষণ আগমন,
দেব-ঋষি! কহ কিবা জন্য।
আমি মিছে মনোভ্রমে, ভ্রমি কত আশ্রমে,
হ'য়ে এই এলাম মরণাপন্ন ॥ ৩৯
ঋষি কন, হও ক্ষান্ত, অত্যন্ত হয়েছ শ্রান্ত,
দৃষ্টিমাত্র পেরেছি তা জান্‌তে।
হেদে, সম্প্রতি এলাম কইতে, দিতে বামনের পৈতে
যেও, আজিকার নিশি-অন্তে ॥ ৪০

বারোঙা—যৎ।

বলে, নারদের বীণে, ও শ্রীহরি-আরাধন বিনে,
দিন যায় বৃথে।
চিন্ত রে, দুরন্ত! ভবের ভয়ান্ত হইবে যাতে।
স্থির করি নিজ চিত্ত, হরি-পদে রাখ নেত্র,
পবিত্র হবে তোর ক্ষেত্র,
অত্র সন্ধ নাস্তি ইথে॥ (৬)

এই মত দেব-ঋষি পথে যেতে যেতে।
নিমন্ত্রণ করিছেন নানাবর্ণ-জেতে॥ ৪১
অতি দূরে দৃষ্ট যারে, হয় দুই পাশে।
শীঘ্র উপনীত হ'য়ে, ক'ন তার পাশে॥ ৪২
বামন দেবের কল্য হবে যজ্ঞসূত্র।
যে যাবে সে পাবে কিছু, হয়েছে তার সূত্র॥ ৪৩
যাহা ঘোরতর ঘটা করেছেন মুনি।
দ্বিজেরে দিবেন দান, কত শত মণি॥ ৪৪
বাদ্যকরে কন, যেও কশ্যপের বাস।
খাবে আর পাবে কত, যোড়া যোড়া বাস॥ ৪৫
এই মত ভূতলে করিয়া তন্ন তন্ন।
মনিগণ-আদি, মুনি কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৪৬

পরে গিয়া সুরপুরে, কন সব দেবে।
বামনের যজ্ঞসূত্র, কশ্যপ কল্য দিবে ॥ ৪৭
স্ব স্ব বাহনেতে সবে, হবে অধিষ্ঠান।
বাকী নাই, সকলি হয়েছে অনুষ্ঠান ॥ ৪৮
দেখিলাম যে দ্রব্য হয়েছে আয়োজন।
পরিতোষ হবে, তাতে ত্রিলোকের জন ॥ ৪৯
অদ্যাবধি কতই আসিছে ভার ভার।
নিমন্ত্রণ করিতে আমারে হৈল ভার ॥ ৫০
ইহা বলি মুনিবর, ভাবিয়ে শ্রীহরি।
তথা হৈতে শীঘ্রগতি করিলেন শ্রীহরি ॥ ৫১
অলস নাহিক মাত্র, পথ অতিক্রমে।
বৈকুণ্ঠেতে উপনীত হইলেন ক্রমে ॥ ৫২
নিবেদয় কমলার শ্রীচরণকমলে।
প্রভুর কল্য যজ্ঞসূত্র,—শুন গো কমলে ॥ ৫৩
কশ্যপের পুরে যেতে হবে, মা! প্রভাতে।
সকল হইবে পূর্ণ তোমার প্রভাতে ॥ ৫৪
আমি সব নিমন্ত্রণ করেছি ত্রিপুরে।
তব আগমন হ'লে, মম বাঞ্ছা পূরে ॥ ৫৫
এই কথা লক্ষ্মীরে কহিয়ে উপদেশ।
পাতালে গেলেন যথা বাসুকীর দেশ ॥ ৫৬

উপনীত হ'য়ে মুনি, ফণীর সভায়।
প্রত্যক্ষেতে নিমন্ত্রণ করিলেন সবায়॥ ৫৭
জাম্ববান্ আদি করি কহিলেন পরে।
পুনরপি দেব-ঋষি, উঠি পৃথ্বী-পরে॥ ৫৮
ভয়ান্বিত হ'য়ে অতি ভাবিছেন মনে।
এ কর্ম্ম সম্পূর্ণ তবে করিব কেমনে॥ ৫৯

বাগেশ্বরী-কানেড়া—তিওট।

মুনি চিন্তেন অন্তরে,—
আমারে যেতে হলো কৈলাসে।
বিশ্বময়ী মাকে আনতে হবে কশ্যপের বাসে॥
ত্রিলোকেতে ভিন্ন ভিন্ন, করিলাম সব নিমন্ত্রণ,
অন্নপূর্ণা ভিন্ন, ইহা সম্পন্ন হইবে কিসে॥ (চ)

মনে মনে মন্ত্রণা ক'রে, মহামুনি ধীরে ধীরে,
কৈলাস-শিখরে পরে যাচ্ছেন।
বাজে বীণা সুমধুর, তাহে মিলাইয়া সুর,
শ্রীহরির গুণানুবাদ গাচ্ছেন॥ ৬০
পুলকিত অন্তরে, প্রবেশি কৈলাস-পুরে,
দেব-ঋষি চারিদিকে চাচ্ছেন।

দেখেন মুনি কোন স্থানে, ভূত প্রেত দানাগণে,
শিব-নামে মগ্ন হ'য়ে নাচ্ছেন ॥ ৬১
কোথায় যোগিনী সব, করিছে চীৎকার রব,
কেহ বা শ্রীদুর্গা বলি ডাকিছে।
কোথাও করেন দৃশ্য, কেহ আনি চিতা-ভস্ম,
আনন্দে আপন অঙ্গে মাখিছে ॥ ৬২
কোথাও দিব্য সরোবর, তাহে কিবা মনোহর,
জলচর পক্ষী রব করিছে।
ফুটেছে কমল ফুল, তাহে কিবা অলিকুল,
মধু-আশে উড়ে উড়ে পড়িছে ॥ ৬৩
ময়ূর ময়ূরী কত, নৃত্য করে অবিরত,
মলয় মারুত মন্দ বহিছে।
ডালে বসি পিকবর, হানিছে পঞ্চম শর,
ফলে ফুলে বৃক্ষ-শোভা হয়েছে ॥ ৬৪

সে কেমন শোভা?—

যেমন ব্রজের শোভা কৃষ্ণচন্দ্র, নদের শোভা গোরা।
নিশির শোভা শশী যেমন, শশীর শোভা তারা ॥ ৬৫
ঐরাবতের ইন্দ্র শোভা, যোগীর শোভা জটা।
ব্রাহ্মণের পৈতা শোভা, কপালের শোভা ফোঁটা ॥ ৬৬

মেঘের শোভা সৌদামিনী, জাতির শোভা কুল।
বনের শোভা বৃক্ষ যেমন, বৃক্ষের শোভা ফুল ॥ ৬৭
ময়দানের পাহাড় শোভা, চড়ার শোভা বালি।
সরোবরের পদ্ম শোভা, পদ্মের শোভা অলি ॥ ৬৮
উদাসীনের ভজন শোভা, গৃহীর শোভা ধনী।
ময়ূরের পাখা শোভা, ফণীর শোভা মণি ॥ ৬৯
নগরের শোভা, যেমন অট্টালিকা বাড়ী।
বৈষ্ণবের কপ্নী শোভা, মোল্লার শোভা দাড়ী ॥ ৭০
দাঁতের শোভা মিসির রেখা, মাথার শোভা চুল;
হাটের শোভা কলরব, তাঁতির শোভা তুল ॥ ৭১
যুবতীর পতি শোভা, দ্বারের শোভা দ্বারী।
পুরুষের বিদ্যা শোভা, ঘরের শোভা নারী ॥ ৭২
অন্ধকারের আলো শোভা, দেউলের শোভা চূড়ো।
অধ্যাপকের টোল শোভা, টোলের শোভা প'ড়ো ॥ ৭৩
সমুদ্রের ঢেউ শোভা, ঢাকের শোভা টোয়ে।
তেমনি শোভা দেখেন মুনি, কৈলাসে আসিয়ে ॥ ৭৪
উপনীত হলেন মুনি শিব-সন্নিধানে।
দৃষ্টি করেন,—মত্ত হর শ্রীরাম-কীর্ত্তনে ॥ ৭৫

বাহার—তেলেনা।

পঞ্চানন কিবে পঞ্চাননে গায়,—পঞ্চম স্বরে-রাম-নাম।
গায়ে সা সা নি নি ধা পা মা গা রে রে,
গা মা পা মা পা পা মা পা ধা নি সা,
তোম্‌তানা সাত স্বরে উঠে সাতগ্রাম॥
বাজে পাখোয়াজ কিবে তাকেটে ধাকেটে তাক্‌ধেলাং,
ধুম্‌কিটি তা ধা তা দারে দানি, দেরে না দেরে না দানি,
নাদের দেরে দেরে দেরে দেরে—
ধেত্তেলাং তেলেনা অতি অনুপাম॥ (ছ)

দৃষ্টি করি নারদেরে, গান ভঙ্গ করি পরে,
জিজ্ঞাসেন সমাদরে, দেবের দেবতা।
কহ মুনি! বিবরণ, কি জন্যেতে আগমন,
শুনিয়ে নারদ কন, আছয়ে বারতা॥ ৭৬
শুন প্রভু ত্রিপুরারি! কশ্যপ-ভবনে হরি,—
হয়েছেন অবতরি, বামন-রূপেতে!
আইলাম তথা হৈতে, নিমন্ত্রণ-বার্ত্তা কইতে,
প্রভুর কল্য হবে পৈতে, রজনী-প্রভাতে॥ ৭৭
নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে, অধিষ্ঠান হবে গিয়ে,
এই কথা হরে ক'য়ে, চলিলেন মুনি।

অন্নপূর্ণার সন্নিধানে, গিয়ে আনন্দিত মনে,
প্রণমিয়ে শ্রীচরণে, কহেন মিষ্ট বাণী ॥ ৭৮
শুন শিবে! শিব-দারা! ত্বং ত্রিপুরা পুরাৎপরা,
তব শুভদৃষ্টে তারা, মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।
তুমি সংসারের সার, দিলাম শ্রীপদে ভার,
আমায় মা! কর এবার, সভয়ে নির্ভয় ॥ ৭৯
নারদের স্তুতি-বাণী, শুনে কন দাক্ষায়ণী,
কি কহিবে কহ মুনি! নিজ প্রয়োজন।
বিনয় করিয়া অতি, ঋষি কন শুন সতি!
হয়েছেন কমলাপতি, অদিতি-নন্দন ॥ ৮০
তাঁর যজ্ঞসূত্র হবে, এই কথা শুনি সবে,
ত্রিলোক-নিবাসী সবে, করিলাম নিমন্ত্রণ।
কশ্যপ অজ্ঞাতসারে, আপনি এ কর্ম্ম করে,
তাই ভাবি কি প্রকারে, হইবে সম্পন্ন ॥ ৮১
দয়াময়ি! দয়া ক'রে, বারেক কশ্যপ-পুরে,
যেতে হবে মা! তোমারে, আজি নিশি-অন্তে।
অন্নপূর্ণায় ইহা বলি, হ'য়ে মহাকুতূহলী,
দেব-ঋষি যান চলি, ভাবিয়া শ্রীকান্তে ॥ ৮২

* * *

নারদের নিমন্ত্রণে কশ্যপ-ভবনে ত্রিভুবন-বাসীর একে একে আগমন।

নিমন্ত্রণ সবে হৈল, নারদ স্বস্থানে গেল,
ক্রমে নিশি পোহাইল, রবির উদয়।
স্নান করি শীঘ্রগতি, ল'য়ে ভবদেব পুঁথি,
চলিলেন বৃহস্পতি, কশ্যপ-আলয়॥ ৮৩
হ'য়ে তথা উপনীত, কহেন মুনি মহাদ্রুত,
কোথা হে কশ্যপ! কত, এ দিকের দেরি।
কশ্যপ কহেন আন্, কহ মুনি মতিমান্!
এত প্রাতে কোথা যান, পুঁথি সঙ্গে করি॥ ৮৪
শুনি বৃহস্পতি কন, 'কোথায় যান্'—সে কেমন,
বামনের উপনয়ন, হইবেক অদ্য।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি সব, ত্রিলোকে হয়েছে রব,
শুনিলাম অসম্ভব, ক'রেছ বরাদ্দ॥ ৮৫
কশ্যপ এ কথা শুনি, মুখে নাহি সরে বাণী,
হেন কালে কতগুলি, আইল ব্রাহ্মণ।
সুর সঙ্গে সুর-পতি, অগ্রে আসি শীঘ্রগতি,
করিল আশ্চর্য্য অতি, সভার রচন॥ ৮৬
ক্রমেতে প্রতিবাসী, ক্ষত্রি বৈশ্য যোগী ঋষি,
সবে উপনীত আসি, কশ্যপের পুরে।

সুরগণ সভা ক’রে, ডাকি যত কিন্নরে,
দেব-রাজ আজ্ঞা করে, গান করিবারে ॥ ৮৭

খাম্বাজ—একতালা।

দ্রিম তানা নানা দেরেনা দেরেনা,—
গায়ে গুণী মুনি ভবনে আসি।
ওদানি ওদানি তোম্‌দের দানি,
সা রি গ ম স ম সা গরি গাগরি,
সুরেতে মোহিত সুর-পুরবাসী ॥
ধেত্তে লাং ধুম্‌কিটি কিটি ধা, ধুম্‌কিটি ধা—
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাজিছে তেলেনা,
ত্রেকেটে তোম্ তায়রে তায়রে তোম্,
তায়রে তায়রে দানি,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ যেন ঝরে সুধারাশি ॥ (জ)

নারদের উপর কশ্যপের ক্রোধ,—তিরস্কার।

সুন্দর সভার ছটা, বসেছে দ্বিজের ঘটা,
কপালেতে উর্দ্ধ ফোঁটা, কারুর শিরে লম্বা জটা,
কশ্যপ বলেন লেটা, ঘটালে নারুদে বেটা,
তখনি বুঝেছি সেটা, সমূলেতে কর্‌লে খোঁটা,

ভাল কি করেছে এটা নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা,
পরের মন্দ হবে যেটা, সেই কর্ম্মে বড় আটা,
ঋষির মধ্যে বড় ঠেঁটা, কে কোথা দেখেছে কটা,
নীচে লাউ উপরে সোঁটা, হাতে করে সদাই সেটা,
বেড়ায় যেন হাবা বেটা, চালচুলো নাই নির্লজ্জেটা,
কি সাউখুড়ি করেন একটা, মিথ্যে কথার ধুকড়ি ওটা,
সত্য কয় না একটী ফোঁটা, গণ্ডগোলের একটি গোটা,
বিষম দেখি বুকের পাটা, মাগ্ ছেলে নাই ন্যাংটা ওটা,
কিছুতেই নাই যায় আঁটা,বেটা সব দুয়ারের ফেণ্‌চাটা ॥৮৮
নারদের নাম দেখ তিন অক্ষরে হ'ল।
তিনটে অক্ষরের মধ্যে উহার একটাও নয় ভাল ॥ ৮৯

'না'য়ের দোষ কি?

নাঞ্ছনা, নাফানাফি, নানা নেঠা, নাকারা, নাজেহাল, নাগানাগি, নাঠানাঠি, নরাধম, নাড়াসাই, নাথখোয়ারে, নানাস্থানী, নাফডিগ্‌রে, নাককাটা, নাশকরা, নাচার, নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার ॥ ৯০

'র'য়ের দোষ কি?

রোদন, রণ, রোকারুকি, রোগ, রক্ত-পাত, রগটানা, রগড়া-রগড়ি, রসাভাস, রঙ্গ-করা, রসপড়া॥ ৯১

'দ'য়ের দোষ কি ?

দলাদলি, দ্বন্দ্বজ, দৌরাত্ম্য, দরবার, দস্যু-বৃত্তি, দয়া-হীন, দ্বন্দ্ব করা, দলবৃত্তি, দরিদ্র, দণ্ড, দশাহীন, দরদ, দৈন্যতা, দঁকেপড়া, দর্পকরা, দৌড়াদৌড়ি, দর্পহারী ॥ ৯২
এই রূপে নারদেরে, কশ্যপ মুনি নিন্দা করে,
হেন কালে আইল পুরে, কতকগুলি বাদ্যকর।
নিজগণ সঙ্গে ক'রে, বাসুকী আইলেন পুরে,
বসাইলেন সমাদরে, দেব পুরন্দর ॥ ৯৩
হংস পৃষ্ঠে আরোহণ, আইলেন চতুরানন,
পরে আসি ত্রিলোচন, হইলেন উপনীত।
আপনি শ্রীহরি-প্রিয়ে, আসি কশ্যপ-আলয়ে,
বামনদেবে নিরখিয়ে, হইলেন আনন্দিত ॥ ৯৪
যতেক ত্রিপুরবাসী, সবে উপনীত আসি,
দেখিয়ে কশ্যপ ঋষি, ভাবেন অন্তরে।
গৃহেতে সকলি শূন্য, ইথে বড় হ'লেম ক্ষুণ্ণ,
না পারিলাম দিতে অন্ন, ক্ষুধিত জনেরে ॥ ৯৫
কশ্যপ কাতর হ'য়ে, হৃদয়েতে ভয় পেয়ে,
যোড় হাতে ঊর্দ্ধে চেয়ে, করয়ে মনন।
ডাকিছেন মহামুনি, কোথা বিশ্ববিলাসিনি!
এ বিপদ, হর-রাণি! কর মা ভঞ্জন ॥ ৯৬

শারঙ্গ—একতালা।

মা অভয়ে গো! সভয়ে ডাকি এ ভয়ে জননি!—
আমায় দেহি মা অভয়।
যে কর্ম্ম করেছে নারদ পাছে ব্রহ্মশাপ হয়॥
নাহিক মম সম্পদ, তাহে দেখি যে বিপদ,
নিরাপদ হব কিসে, বিনা তব পদদ্বয়॥ (ঋ)

এইমত কশ্যপ ঋষি ভয় পেয়ে হৃদে।
অন্নপূর্ণায় ডাকিছেন পড়িয়া প্রমাদে। ৯৭
হেন কালে বৃষ-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ব্রহ্মময়ী আসিয়া দিলেন দরশন॥ ৯৮
দেখি আহ্লাদিত বড় হইলেন কশ্যপ।
প্রণতি করিয়া পদে করিছেন স্তব॥ ৯৯
দূর হৈতে দেব-ঋষি করিলেন দৃষ্ট।
ব্রহ্মময়ী আসিয়া হয়েছেন উপবিষ্ট॥ ১০০
নির্ভয়ে যাইয়া ঋষি কশ্যপেরে কয়।
ওরে বাপু! চুপি চুপি কোন কর্ম্ম করা উচিত নয়॥১০১
দেখ, চুপে চুপে রাবণ ক'র্লে রামের সীতা হরণ।
একবারে হৈল তার সবংশে মরণ॥ ১০২

চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়া গৌতমের স্ত্রী হরে।
সহস্র লোচন হৈল কত দুঃখের পরে॥ ১০৩
চুপে চুপে ইন্দ্র হ'তে বুধ ঠাকুরের জন্ম।
দেশ যুড়ে কলঙ্ক হৈল করিয়া কুকর্ম্ম॥ ১০৪
চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনূমান।
গলায় আঁটি লেগে হৈল যায়-যায় প্রাণ॥ ১০৫
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ, ঊষা হরণ করে।
বন্ধন-দশায় ছিলেন, প'ড়ে বাণের কারাগারে॥ ১০৬
চুপে চুপে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কেটে।
অশ্বত্থামা অপমান হৈল অর্জ্জুন নিকটে॥ ১০৭
চুপে চুপে রঘুনাথ, বালি রাজারে বধে।
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙ্গদে॥ ১০৮
চুপে চুপে সূর্য্যদেবে দিয়া আলিঙ্গন।
কুন্তীদেবী দিয়াছেন পুত্র বিসর্জ্জন॥ ১০৯
চুপে চুপে রাবণের মূর্ত্তি লিখে ভূমে।
জানকী গেলেন বনে, বঞ্চিত হয়ে রামে॥ ১১০
চুপে চুপে কচ গেলেন বিদ্যা শিক্ষা ক'র্‌তে।
মেরে তার মাংস খেলে, মিলি সব দৈত্যে॥ ১১১
চুপে চুপে কোম্পানির জাল নোট ক'রে।
রাজকিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে॥ ১১২

চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে।
শেষে আর দখল পান না, আছেন ভেকো হ'য়ে॥ ১১৩
অতএব বলি চুপে চুপে কর্ম্ম ভাল নয়।
এদিকের উদ্যোগ কর আর নাহি ভয়॥ ১১৪
নারদের এই বাক্য কশ্যপ শুনিয়ে।
কহিছেন নারদ প্রতি আহ্লাদিত হ'য়ে॥ ১১৫

সুহিনী—মধ্যমান।

ধন্য তুমি ত্রিলোক-মান্য ওগো দেব-ঋষি !
তোমার প্রসাদে, আমায় প্রসন্ন প্রসন্না আসি॥
হৃদিপদ্মে যে পাদপদ্ম, অনাদ্য করেন আরাধ্য,
সেই মায়ের শ্রীপাদপদ্ম,—
হেরিলাম আজি গৃহে বসি॥ (ঐ)

কশ্যপ-পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন।

নারদে কশ্যপ মুনি, কহি নানা স্তুতি-বাণী,
আনন্দে বামনদেবে আনিলেন।
অগ্রে অধিবাস ক'রে, বসুধারা দিয়া দ্বারে,
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ তার পরে সারিলেন॥ ১১৬

অগ্নিরে স্থাপনা ক'রে, বৃহস্পতি মুনিরে,
মস্তক মুণ্ডন হেতু বলিলেন।
যদুরায় মৃদু হাসি, নাপিত নিকটে বসি,
কর্ণবেধ কেশ-মুণ্ডন করিলেন॥ ১১৭
তৈল হরিদ্রা মাখি স্নান, করিলেন ভগবান্,
ক্ষৌম কৌপিনবাস পরিলেন।
অতি আনন্দিত হ'য়ে, মুঞ্জমেখলা দিয়ে,
কৃষ্ণসারাজিন স্কন্ধে ধরিলেন॥ ১১৮
গায়ত্রী উপদেশ পেয়ে, পরে অভিষেক হ'য়ে,
শ্রীফলের দণ্ড করে লইলেন।
সে দণ্ড কৌপিন ছাড়ি, হ'য়ে নবীন ব্রহ্মচারী,
কক্ষে ঝুলি ভিক্ষা হরি চাহিলেন॥ ১১৯
পুরবাসী নারীগণে, আহ্লাদিত হ'য়ে মনে,
"আমি দিব ভিক্ষা" বলি সবে ধাইলেন।
সর্ব্বাণী আপনি তবে, ভিক্ষা দিলেন বামনদেবে,
দেখি সবে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন॥ ১২০
যজ্ঞোপবীত সাঙ্গ করি, গৃহে প্রবেশিলেন হরি,
তিন দিবস সেই ঘরে রহিলেন।
পরেতে কশ্যপ ঋষি, কৃতাঞ্জলিপুটে আসি,
অন্নপূর্ণার সন্নিধানে কহিলেন ১২১

সুহিনী—খং।

শিবে! আমি নিবেদি গো মা!
তোমার ঐ রাঙ্গাপদে।
কুলাও কুলকুণ্ডলিনি! অকুলা আপদে ॥
ত্রিপুরনিবাসিগণে, এসেছে মম ভবনে,
আমি অতি দীন দৈন্য, না পারিলাম দিতে অন্ন,
মম প্রতি হ'য়ে প্রসন্ন, অন্ন দে মা অন্নদে! ॥ (ট)

কশ্যপ-ভবনে ত্রিভুবনবাসীর ভোজন—অন্নপূর্ণার পরিবেশন।

এই বাণী, ভব-রাণী, করিয়া শ্রবণ।
কন কিবে, আছে এবে, তব আয়োজন ॥ ১২২
মুনি কহে, মম গৃহে, হয়েছে রন্ধন।
পাঁচ ছয় জনার হয়, বিশিষ্ট ভোজন ॥ ১২৩
হাস্য করি, শঙ্করী, যে করেন উত্তর।
শীঘ্র গিয়া, বসাইয়া, দেহ মুনিবর! ॥ ১২৪
হৃষ্টমনে, সভাজনে, ঋষি গিয়া কয়।
সবে মেলি, গা তুলি, আসিতে আজ্ঞা হয় ॥ ১২৫
সুরাসুর আদি নর যোগী ঋষিগণ।
ত্রিলোকবাসী, বসেন আসি, করিতে ভোজন ॥ ১২৬

তদন্তরে, সঙ্গে ক'রে, লয়ে কমলায়।
ঈশানী আপনি গেলেন রন্ধনশালায় ॥ ১২৭
যৎ সামান্য, ছিল অন্ন, কশ্যপ-আলয়।
কমলা-বিমলা দৃষ্টে হইল অক্ষয় ॥ ১২৮
সেই অন্ন লইলেন স্বর্ণ-থালে পূরি।
পরিবেশন করেন তখন ত্রিপুরেশ্বরী ॥ ১২৯
নানা দ্রব্য, ক'রে সর্ব্ব, লোকেতে ভোজন।
হেউ ঢেউ, ক'রে কেউ, কহিছে বচন ॥ ১৩০
আমি ত ভাই! অনেক ঠাঁই, খাইয়া বেড়াই।
এমন ধারা, পেটভরা, কভু দেখি নাই ॥ ১৩১
কেহ বলে, গলে গলে, হয়েছে আমার।
ইচ্ছা করে, থাকি প'ড়ে উঠে যাওয়া ভার ॥ ১৩২
কেহ কন, এ ভোজন, হৈল গুরুতর।
অভিপ্রায়, বুঝি যায়, ফাটিয়া উদর ॥ ১৩৩
কেহ উঠে, পলায় ছু'টে, দে'খে অভয়ায়।
আবার মাগী, কিসের লাগি, আসিছে হেথায় ॥ ১৩৪
কেহ কয়, অতিশয়, এ ঋষি স্বচ্ছল।
আমি ত দিন দুই তিন না খাইব জল ॥ ১৩৫
এই মত, কহি কত, আচমন ক্রমে।
ইন্দ্র চন্দ্র শিব বিধির তুষ্টির নাই সীমে ॥ ১৩৬

কশ্যপের স্থানে বিদায় হইলেন ক্রমে।
স্ব স্ব বাহনেতে যান আপন আশ্রমে॥ ১৩৭

* * *

বলি রাজার ভবনে বামনদেবের গমন—ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা।

হেথায় বামন-চাঁদ, বলিরে ছলিতে ফাঁদ,—
পাতিলেন যুক্তি করি মনে।
ঘরে হৈতে বাহির হ'লেন, জনকেরে জিজ্ঞাসিলেন,
কি দিয়াছেন গুরুর দক্ষিণে॥ ১৩৮
মুনি কহেন ভাবি তাই, কিছুই সঙ্গতি নাই,
কহ বাপু! কোথায় কি পাব।
কশ্যপের কথা শুনি, কহিছেন যদুমণি,
আমি ইহার উপায় করিব॥ ১৩৯
শ্রুত আছি এই কথা, বলিরাজা বড় দাতা,
শত অশ্বমেধ করে পূর্ণ।
আমি গিয়া তথাকারে, আনি দিব ভিক্ষা ক'রে,
মহাশয়! কেন হন ক্ষুণ্ণ?॥ ১৪০
শ্রীহরি এ কথা কয়ে, মাতা পিতায় প্রণমিয়ে,
চলিলেন বলির ভবন।
সুদৃশ্য সে খর্ব্ব-তনু, তেজঃপুঞ্জ যেন ভানু,
পরিধান গেরুয়া বসন॥ ১৪১

দণ্ডটি দক্ষিণ করে, ক্ষুদ্র একটি ছত্র শিরে,
ধীরে ধীরে চলেন ঠাকুর।
পথে যত দ্বিজ আইসে, জিজ্ঞাসেন মধুর ভাষে,
বলির ভবন কত দূর ? ॥ ১৪২
শুনিয়া মধুর রব, কহিছে ব্রাহ্মণ সব,
আহা মরি মরি কিবা রূপ !
এ রূপ করিয়া দৃশ্য, আপনকার সর্ব্বস্ব,
বুঝি বা ইহারে দেন ভূপ ॥ ১৪৩
চল ভাই ! শীঘ্র চল, গতিক নহে ত ভাল,
আগে গিয়া যা পাই তা লই।
ইহা বলি বেগে ধায়, পিছে পানে ফিরে চায়,
বামন আসিছে বুঝি ঐ ॥ ১৪৪
ধীরে ধীরে ভগবান্, বলির ভবনে যান,
ক্রমে গিয়া হ'লেন উপনীত।
বামন দেখেন পুরে, বলির সভায় ফিরে,
হইতেছে নৃত্য বাদ্য গীত ॥ ১৪৫

কানেড়া।

চতুরঙ্গে গায় গুণী, নাদের দের দের দানি,
অসুর-সুর-সমাজে।

গের গের গির গির আএতান খরজুরি খর মধ্যম গান্ধারে,
রাগ দীপক কুমার বর সুন্দর কানেড়া শুনায়ে মহারাজে॥
ধা ধেন্না ধূমতারা কিটীতারা, তেনাকিটী তাক্‌ধেলাং,
ধেলাং ধেলাং বাজে পাখোয়াজে।
ধা ধা কিটী, ধা ধা কিটী,
ধাগুড় গুড় গুড়, ঘন যেন গভীর গরজে॥ (ঠ)

দেখিছেন বনমালী, হ'য়ে মহা কুতূহলী,
বসিয়া আছেন বলি, কল্পতরুপ্রায়।
হ'তেছে বিষম ধূম, যাগ যজ্ঞ পূজা হোম,
ভৃত্যগণ ক'রে ধূম, ফিরিছে সভায়॥ ১৪৬
দীন দুঃখী দ্বিজ কত, আসিতেছে শত শত,
ধনে হ'য়ে আকাঙ্ক্ষিত, কহিছে রাজায়।
কেহ বলে দৈত্যসুর! নিবাস অনেক দূর,
এসেছি তোমার পুর, প'ড়ে কন্যা-দায়॥ ১৪৭
কেহ বলে নৃপমণি! ক'য়েছেন ব্রাহ্মণী,
কল্কাপেড়ে সাড়ী আনি, পরাও আমায়।
তেঞি, হ'য়ে অতি ব্যগ্র, এসেছি তোমার অগ্র,
আপনি আমায় শীঘ্র, করহ বিদায়॥ ১৪৮

এই মত বিপ্রগণ, অভিলাষী হ'য়ে কন,
দৈত্য-পতি দেন ধন, যে জন যা চায় ।
হেন কালে দৃষ্ট করি, বলি কহে আহা মরি,
কে ও নবীন ব্রহ্মচারী, আসিছে হেথায় ॥ ১৪৯
দেখিতে আকৃতি বামন, বামনের সুসভ্য এমন,
ভুলিল নয়ন মন, নিরখি উহায় ।
যে ধন যাচিঞা করে, তাই দিব বামনেরে,
এই কথা অন্তরে, ভাবেন দৈত্যরায় ॥ ১৫০
এমন সময়ে হরি, আসি তবে ধীরি ধীরি,
ভূপে আশীর্ব্বাদ করি, দাঁড়ালেন তথায় ।
আইস আইস মহাশয় ! সমাদরে বলি কয়,
কি লাগিয়া মমালয়, কহ গো ত্বরায় ॥ ১৫১
শুনিয়া শ্রীপতি কন, প্রতিশ্রুত যদি হ'ন,
তবে নিজ প্রয়োজন, জানাই তোমায় ।
রাজা কহে যা চাহিবে, আপনি তাহাই পাবে,
ইথে না অন্যথা হবে, প্রাণ যদি যায় ॥ ১৫২
কহিছেন ভগবান্, দেহ বলি ! পুণ্যবান্,
তিনটী পদ ভূমি দান, আমার এ পায় ।
হাস্য করি বলি বলে হেঁরে বাপু ! খেপা ছেলে,
তিনটি পদ ভূমি নিলে, কি হইবে তায় ॥ ১৫৩

কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা লহ, গ্রাম কিম্বা ভূমি চাহ,
দিব দিন নির্ব্বাহ, হইবে তাহায়।
যদি হও বিবাহে রত, তবে বল একশত,—
বিভা দিব মনোগত, ব্রাহ্মণ-বালায়॥ ১৫৪
পুনর্ব্বার কন হরি, শুন হে দৈত্যকেশরি!
আমি নিজে ব্রহ্মচারী, কি কায বিভায়।
ত্রিপাদ ভূমি দেহ যদি, তপ যজ্ঞ পূজা আদি,
তাহাতে বসিয়া সাধি, রজনী দিবায়॥ ১৫৫
আবার বুঝান বলি, না শুনেন বনমালী,
ভূপতি তথনি ভুলি, হরির মায়ায়।
শুক্রাচার্য্যে ডাকি কয়, মন্ত্র বল মহাশয়!
যাহার যা ইচ্ছা হয়, তাই দিব তায়॥ ১৫৬
বামনদেবেরে হেরে, দৈত্য-গুরু চিন্তা করে,
কে এসেছে ছলিবারে, এমত বুঝায়।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি, সকল বারতা জানি,
হৃদয়ে প্রমাদ গণি, কহিছে রাজায়॥ ১৫৭

ভৈরবী—যৎ।

কি দেখ দানব-রায়! ঐ যে বামনকায়,
সামান্য বামন নয়, ও আপনি শ্রীভগবান্।

ক'র না এমন কার্য্য, ধৈর্য্য হও হে যাবে রাজ্য,
সুরের সাহায্য-হেতু ত্রিপাদ ভূমি দান চান ॥
দান কৈলে ত্রিপাদ ভূমি, সম্পদ হারাবে তুমি,
রাজ্যপদ যাবে, হবে পদে পদে অপমান।
ধরেছেন ঐ খর্ব্ব পদ, ঘটা'তে তব বিপদ,
দ্বিপাদে ব্রহ্মাণ্ড লবেন, ত্রিপাদে না পাবে স্থান ॥ (ভ)

তিনের দোষ,—ত্রিপাদ ভূমি দানে শুক্রাচার্য্যের নিষেধ।

শুক্রাচার্য্য বলে, বলি! ত্রিপাদ ভূমি দিও না।
তিন কথা বড় মন্দ, তিনের দিকে যেও না ॥ ১৫৮
দেখ, ত্রিবঙ্কেতে কৃষ্ণচন্দ্র বাঁকা বই বলে না।
তিন কাণ হ'লে পরে, মন্ত্রৌষধি ফলে না ॥ ১৫৯
তিন বামুনে একত্রেতে, যাত্রা ক'রে যায় না।
তিন চক্ষু মৎস্য হ'লে, মনুষ্যেতে খায় না ॥ ১৬০
তিন দ্রব্য দিলে লোক, শত্রু ব'লে লয় না।
তিন নকলে খাস্ত হয়, আসল ঠিক রয় না ॥ ১৬১
তে-মাথা পথ ভিন্ন কভু, ঠিক করা যায় না।
তিনক'ড়ে নাম হৈলে, মড়াঞ্চে বই কয় না ॥ ১৬২
তিন তিথিতে ত্র্যহস্পর্শ, শুভকর্ম্ম করে না।
ত্রিপাপের বৎসর হৈলে, যমের হাতে তরে না ॥ ১৬৩

উত্তম মধ্যম অধম, এই তিনটে আছে ঘোষণা।
তার মধ্যে অধম ব'লে, স্ত্রীলোক করিলে গণনা ॥ ১৬৪
ত্রিদোষের ক্ষেত্র হ'লে, যমের হাতে তরে না।
এক পুরুষের দুই স্ত্রী, তিন জনাতে বনে না ॥ ১৬৫
ত্রিশঙ্কু রাজার দেখ স্বর্গে যাওয়া হ'লো না।
তেঞি বলি, ওরে বলি ! ত্রিপাদ ভূমি দিও না ॥ ১৬৬
শুক্রাচার্য্য এই মত, বলিয়ে বুঝান কত,
এমন কর্ম্ম ক'রো না প্রাণান্তে।
বলিতে যদি নাহি পার, অন্যেরে ইঙ্গিত কর,
রাখিয়া আসুক গ্রামের প্রান্তে ॥ ১৬৭
শুধু নন ব্রহ্মচারী, এসেছেন ছল করি,
হরণ করিতে তব রাজ্য।
লইয়া তোমার ঠাঞি, দেবেরে দিবেন তাই,—
মনেতে করেছেন এই ধার্য্য ॥ ১৬৮
কদাচ ত্রিপাদ ভূমি, প্রদান ক'রো না তুমি,
হেলন করিয়া মম বাক্যে।
আমি তব পুরোহিত, সদা চিন্তা করি হিত,
শুনতে হয় মম নীতিশিক্ষে ॥ ১৬৯
শুনিয়ে শুক্রের বাণী, মৌন হ'য়ে নৃপমণি,
কিছুই উত্তর নাহি করে।

মুনিবর হেরি সেটা, বলে এই ম'লো বেটা,
যজমানটা গেল একবারে ॥ ১৭০
পুন কন ওরে বলি ! বারেক নয়ন মেলি,
আমার বয়ান পানে চা।
দেখিতেছ শরীর খাট, হস্ত পদ ছোট ছোট,
খর্ব্ব নয় এ সর্ব্বনেশে পা। ॥ ১৭১
তবু দৈত্য-নৃপমণি, না শুনে শুক্রের বাণী,
ক্রোধান্বিত হ'য়ে মুনি কয়।
রাজ্য ধন হবে নষ্ট, আজি হৈতে শ্রীভ্রষ্ট,
বলি ! তুমি হইবে নিশ্চয় ॥ ১৭২
শুক্রের হইল শাপ, রাজা পেয়ে মনস্তাপ,
শীঘ্র উঠি করিল পয়াণ।
যথায় আছেন বৃন্দাবলী, তথাকারে গিয়া বলি,
ভার্য্যারে এ বারতা জানান ॥ ১৭৩
কন বৃন্দাবলী সতী, কি কহিলে প্রাণপতি !
প্রতিশ্রুত হয়েছ আপনি।
চল শীঘ্র আমি যাই, দিতে হবে ত্রিপাদ ঠাঁই,
ইথে সংশয় কিছু নাই নৃপমণি ! ॥ ১৭৪
ইহা বলি দোঁহে মিলে, যাইয়া যজ্ঞের স্থলে,
বামন দেবে করি নিরীক্ষণ।

আহ্লাদিত হ'য়ে রাণী, স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে জল আনি,
করেন শ্রীহরিপদ-প্রক্ষালন ॥ ১৭৫
শুক্রাচার্য্য নিরখিয়ে, অতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে,
পুনর্ব্বার করিছে বারণ।
শুনি তবে বিন্ধ্যাবলী, হ'য়ে তখন কৃতাঞ্জলি,
বিনয়েতে গুরু প্রতি কন ॥ ১৭৬

মল্লার—রূপক।

ক'রো না এমন আজ্ঞা, গুরু গো! প্রতিজ্ঞা যাবে।
আশ্বাসিয়ে বাক্যে, নৈরাশিলে ভিক্ষে,
ত্রৈলোক্যে আমার অতি কুখ্যাতি রবে ॥
ছল-রূপে যদ্যপি হন, আপনি শ্রীনারায়ণ,
তবে মম যোগ্য, আছে কার ভাগ্য,—
যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় যজ্ঞ সফল হইবে ॥ (ঢ)

শুক্রাচার্য্যের অপমান।

দেব-অরি রাণীর বাণী শুনিয়া সুস্পষ্ট।
ভাবে মুনি, ভূপতির ভেঙ্গেছে অদৃষ্ট ॥ ১৭৭
ক্রোধে অন্তর্দ্ধান হন অসুরের ইষ্ট।
যোগ-বলে জল-পাত্রে হইলেন প্রবিষ্ট ॥ ১৭৮

বলেন, বলিরে তখন বামন বিশিষ্ট।
দিন যায়, দেহ দান দনুজের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৭৯
রাজা বলে, দিব দান, দ্বিজবর তিষ্ঠ।
মন্ত্র কে বলাবেন, গুরু হয়েছেন অদৃষ্ট ॥ ১৮০
আমি মন্ত্র বলাই বল বলিছেন কৃষ্ণ।
শুনিয়া নৃপতি অতি হইলেন হৃষ্ট ॥ ১৮১
শীঘ্র আসি দানাসনে হ'লেন উপবিষ্ট।
আচমন করিতে যান বলিয়া শ্রীবিষ্ণু ॥ ১৮২
ঢালেন গাড়ুর জল ভূপতি বৰ্দ্ধিষ্ঠ।
রুদ্ধ করেছেন শুক্র, না হয় ভূমিষ্ঠ ॥ ১৮৩
বুঝিয়া বামনদেব কন মিষ্ট মিষ্ট।
নলেতে কি লেগে আছে, বুঝা গেল স্পষ্ট ॥ ১৮৪
কুশ ল'য়ে খোঁচা দাও, কেন পাও কষ্ট।
শুনিয়া দিলেন খোঁচা অসুর বলিষ্ঠ ॥ ১৮৫
ছিদ্রপথে শুক্রাচাৰ্য্য করেছিল দৃষ্ট।
চক্ষে খোঁচা লেগে, মুনির ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠ ॥ ১৮৬
বাহির হইয়া বলে, মারিলি পাপিষ্ঠ!
বল বলি! আমি তোর কি করেছি অনিষ্ট ॥ ১৮৭
বুঝা গেল বিলক্ষণ তুই যেমন বিশিষ্ট।
খোঁচা দিয়ে বোঁচা বেটা চক্ষু করলি নষ্ট ॥ ১৮৮

বামনদেবকে বলির দ্বিপাদ ভূমি দান,—অন্যপদের স্থানাভাব,—
বলির বন্ধন,—প্রহ্লাদের নারায়ণ-স্তব।

শুক্রাচার্য্য মহাশয়, রাগোৎপন্ন অতিশয়,—
দেখিয়ে বিনয়ে কয়, দৈত্যের ঈশ্বর।
অপরাধ ক্ষম দাসে, জানিতে পারিব কিসে,
আপনি আছেন ব'সে, গাড়ুর ভিতর॥ ১৮৯
কীট নন পতঙ্গ নন,, মহামান্য তপোধন,
জলপাত্রের মধ্যে র'ন, অতি অসম্ভব।
শুক্রাচার্য্য রাগোৎপন্ন, বলে, কেবল তোর জন্য,
দেখিলাম উচ্ছন্ন যায় এ সব॥ ১৯০
ইহা বলি ক্রোধ-ভরে, মুনি গেলেন স্থানান্তরে,
বলিরাজা তস্য পরে, কৈল আচমন।
মন্ত্র ক'ন ভগবান্, তিন পদ-পরিমাণ,—
করিলেন ভুমি দান, দনুজ-রাজন॥ ১৯১
স্বস্তি বলি শ্রীপতি, আনন্দ হৃদয়ে অতি,
ত্যজিয়ে বামনাকৃতি, হ'য়ে বিরাট মূর্ত্তি।
এক পদ ঊর্দ্ধে করি, লইলেন শূন্যপুরী,
দ্বিতীয় চরণে হরি, ব্যাপিলেন পৃথ্বী॥ ১৯২
তৃতীয় চরণ বাকী, নাহিক তায় স্থান দেখি,
শ্রীহরি বলিরে ডাকি, করিছেন আজ্ঞা।

আর এক পদ ভূমি, শীঘ্র দেহ ভূমি-স্বামী!
নতুবা ছাড়হ তুমি আপন প্রতিজ্ঞা॥ ১৯৩
ইহা শুনি বলি কয়, স্থান দিব মহাশয়!
প্রতিজ্ঞা কি ছাড়া হয়. থাকিতে জীবন।
হরি ক'ন বারে বারে, ভূপতি না দিতে পারে,
অতি ক্রোধান্বিত পরে, হ'য়ে নারায়ণ॥ ১৯৪
ডাকিয়া গরুড় বীরে, আজ্ঞা দেন বাঁধিবারে,
নাগপাশে দৈত্যাসুরে, করিল বন্ধন।
বিস্তর প্রহারে গায়, সবে করে হায় হায়!
ক্রোধে দৈত্য-সেনা ধায়, করিবারে রণ॥ ১৯৫
নিরখিয়া বলি ক'ন, যুদ্ধ-সজ্জা কি কারণ,
যে দিয়াছে রাজ্য-ধন, সেই যদি লয়।
তাহে হওয়া খেদান্বিত, নহে ত এমন নীত,
যুদ্ধ করা কদাচিত উচিত না হয়॥ ১৯৬
ইহা বলি সবাকারে, শান্ত-বাক্যে ক্ষান্ত করে,
দূত গিয়ে প্রহ্লাদেরে, কহিল বারতা।
বলির বৃত্তান্ত শুনি, বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
শীঘ্র আইল চক্রপাণি,—বিরাজমান যথা॥ ১৯৭
হেরিয়া বিরাটকায়, প্রণমি দণ্ডার পায়,
দৃষ্ট করেন দুই পায়, লয়েছেন সব।

দাঁড়ায়ে প্রভুর পাশে, গললগ্নীকৃতবাসে,
অতি সুমধুর ভাসে, করিছেন স্তব ॥ ১৯৮

ছায়নট—যৎ।

নারায়ণ নাগর নরোত্তম ! লক্ষ্মীকান্ত নরসিংহ নটবর !
দারুণ দুর্জ্জন-দর্পনিবারণ ! অদিতি-নন্দন !
দয়াসিন্ধু ! দামোদর ! ॥
হে হে বামন ! বিশ্বজন-পালন বরাহমূর্ত্তিধর !
বসুধা-উদ্ধারণ, বাসুদেব ! বনমালী বন্ধন।
বৈকুণ্ঠনাথ ! হে বিরাট বিশ্বম্ভর ॥
হে পীতাম্বর পৃথিবীর প্রতিপালক !
সংসার ত্বং পরমেশ্বর।
পদ্মপলাশলোচন ! পুরুষোত্তম !
পাদপদ্মে রাখ মুঞি অতি পামর ॥ (গ)

বলির বন্ধন দেখি, প্রহ্লাদ হইয়া দুখী,
শ্রীনাথে কহেন ডাকি, তব বিড়ম্বনা।
দেখ প্রভু ! যেই জনে, বনপুষ্প জল এনে,—
দিয়ে তব শ্রীচরণে, করে আরাধনা ॥ ১৯৯

তারে তুমি কৃপা করি, ত্রিলোকের অধিকারী,—
কর দয়াময় হরি ! এইমাত্র জানি।
বলি আজি অক্ষুণ্নমনে, দান কৈল ত্রিভুবনে,
এ দুর্গতি তবে কেনে, কৈলে চক্রপাণি ! ॥ ২০০
ছলে রাজ্য ধন হ'রে রেখেছ বন্ধন ক'রে,
দয়া কি হ'ল না হেরে, ভক্তের বদন !
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি, কহিছেন যদুমণি,
শুন দৈত্য-চূড়ামণি ! আমার বচন ॥ ২০১
আমি কি বাঁধিব উহায়, আজি হৈতে দানব-রায়,
জন্মের মতন আমায়, করিল বন্ধন।
শুক্রাচার্য্য শাপ দিল, খগপতি প্রহারিল,
তথাপি না তেয়াগিল, প্রতিজ্ঞা আপন ॥ ২০২

* * *

বামন দেবের নাভি হইতে তৃতীয় পদ বাহির,—বলির মস্তকে
এই তৃতীয় পদ স্থাপন।

উঠিয়া এমন সময়, বিন্ধ্যাবলী রাণী কয়,
আর কোথা দয়াময় ! চরণ তোমার।
সবে দুই পদ ছিল, স্বর্গ আর মর্ত্ত্য গেল,
শ্রীহরি বলিলেন ভাল, কহিলে এবার ॥ ২০৩

হাস্য করি নারায়ণ, দৈত্যরাজে দিতে চরণ,
নাভি হ'তে শ্রীচরণ, করিলেন বাহির ।
দেখিয়া কহেন সতী, কি দেখ দানবপতি !
শীঘ্রগতি দেহ পাতি, আপনার শির ॥ ২০৪
অমনি বলি সেই চরণ, মস্তকে করে ধারণ,
দেখি যত সুরগণ, করে সাধুবাদ ।
সকলে বলির শিরে, পুষ্প বরিষণ করে,
বিন্ধ্যাবলীর অন্তরে, বাড়িল আহ্লাদ ॥ ২০৫
কিবে রাজা পুণ্যবান্, ত্রিপদেতে নিয়ে স্থান,
প্রতিজ্ঞা-সাগরে ত্রাণ, পাইল নৃপমণি ।
বন্ধন হইতে মুক্ত, হইলেন বিষ্ণু-ভক্ত,
দেখিয়ে বলির বক্ত্র, কন পদ্মযোনি ॥ ২০৬

বিভাস—তিওট।

ধন্য বলি ! আজি কি পুণ্য প্রকাশ্য !
দৃশ্য ক'রে হ'লো বিস্ময় অন্তরে ।
বলির তারণ-কারণ, শ্রীচরণ ঐ নাভিসরোজে সৃজন,—
করিলে মুরারে ! সুরাসুর আদি যক্ষ রক্ষ নর,
বলির যোগ্য ভাগ্যধর, কে আরো !

যে চরণ নিরবধি আরাধি অনাদি পায়,
বলি সে পদ ধ'রেছে নিজ-শিরে ॥ (ত)

এই মত সুরগণ ব্রহ্মা আদি সবে।
বলিরে প্রশংসা করে, মধুর স্বরবে ॥ ২০৭
দৈত্য-রাজে কন তবে, জগত-ঈশ্বর।
তব তুল্য মম ভক্ত, নাহি নৃপবর ! ॥ ২০৮
এক্ষণে শুনহ বলি ! আমার বচন।
আত্মবন্ধু ল'য়ে কর, ভূ-তলে গমন ॥ ২০৯
এই বর তোমারে দিলাম, বৎস ! আমি।
সাবর্ণ মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবে হে তুমি ॥ ২১০
বলি বলে, ভূতলে সকলি জলময়।
তথাকারে কেমনে রহিব দয়াময় ! ॥ ২১১
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য কিছু নাহিক সেখানে।
ভূতলে গমন ক'রে, বাঁচিব কেমনে ॥ ২১২
শুনিয়া বলির বাক্য কহেন শ্রীহরি।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেছে তব পুরী ॥ ২১৩
অশ্রদ্ধা করিয়া যেই জন যাহা দিবে।
সেই সব দ্রব্য গিয়া, তোমায় পৌঁছিবে ॥ ২১৪

আর বলি, বলি! যদি স্বর্গে যাইতে চা ।
এক শত মূর্খ তবে, সঙ্গে করি লহ ॥
এ কথা শুনিয়া কন, দনুজ-রাজন।
মূর্খের সঙ্গে স্বর্গেতে নাহিক প্রয়োজন ॥ ২১৬
এক জন মূর্খের জ্বালাতে লোক মরে।
শুন প্রভো! মূর্খের দোষ কহিব তোমারে ॥ ২১৭

* * *

মূর্খের দোষ।

মূর্খের অশেষ দোষ, সর্ব্বদা করয়ে রোষ,
মূর্খের নাহিক কোন জ্ঞান।
আপন দেমাকে ফেরে, মূর্খ জনা মনে করে,—
মম সম নাহি বুদ্ধিমান্ ॥ ২১৮
মূর্খের সঙ্গে সখ্য-ভাব, তাহে কেবল দুঃখ-লাভ,
মূর্খের নাহি চক্ষের শীলতা।
যার খায় যার পরে, তারি মন্দ-চেষ্টা করে,
মূর্খ সঙ্গে না কর মিত্রতা ॥ ২১৯
নাহি তার ধর্ম্ম-ভয়, বিষম গোয়ার হয়,
মূর্খের মরণ মাঠে ঘাটে।
কিঞ্চিৎ হইলে ক্রোধ, নাহি থাকে বোধাবোধ,
অনায়াসে বাপের মাথা কাটে ॥ ২২০

কিসে কার হবে মন্দ, কার সঙ্গে হবে দ্বন্দ্ব,
মূর্খের সর্ব্বদা এই চেষ্টা।
মূর্খে যেবা স্তব করে, উল্‌টে তারে চেপে ধরে,
মূর্খের জ্বালায় জ্বলে দেশটা ॥ ২২১
নাহিক দয়ার লেশ, সকলের করে দ্বেষ,
ইহার কথাটি কয় ওরে।
মূর্খে যদি বলে হিত, হিতে হয় বিপরীত,
হঠাৎ মানীর মান হরে ॥ ২২২
দেখিয়া পরের সুখ, মূর্খের বাড়য়ে দুখ,
মূর্খ অতি বিদূষক হয়
মূর্খের সঙ্গে সংসর্গে, প্রয়োজন নাহি স্বর্গে,
এ আজ্ঞা ক'রো না দয়াময়! ॥ ২২৩

* * *

বলি রাজার ভূ-তলে গমন,—স্বয়ং ভগবান বলির দ্বারে দ্বারী।

ইহা বলি নৃপমণি. শুক্রাচার্য্যে ডাকি আনি,
যজ্ঞটা করিলেন সমাপন।
হরি-পদে প্রণমিয়ে নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে,
ভূ-তলেতে করিল গমন ॥ ২২৪
ভক্তাধীন ভগবান্, বাড়াতে ভক্তের মান,
দ্বারী হ'লেন বলির দুয়ারে।

বলির সৌভাগ্য দেখি, প্রহ্লাদ হইয়া সুখী,
কহিছেন আনন্দ অন্তরে ॥ ২২৫

রামকেলি—আড়া।

প্রহ্লাদ আহ্লাদে বলে
আজি রে কি শোভা হেরি!
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর হইলেন
ঐ আমার বলির দ্বারের দ্বারী ॥
চিরদিন যে চরণ হৃদয়ে করি স্মরণ
মন! এখন সেই নিত্যধন, শ্রীমধুসূদন,
দেখরে নয়ন ভরি ॥ (থ)

প্রহ্লাদ-চরিত্র।

হিরণ্য-কশিপুর কৃষ্ণ-দ্বেষ,—যণ্ডামার্কের পাঠশালে প্রহ্লাদের বিদ্যাভ্যাস,—হরিনাম ধ্যান।

শ্রবণে সুখ শুক-বাক্য, মহাবীর হিরণ্যাক্ষ,
হিরণ্য-কশিপু নাম ধরে।
দিতি-গর্ভে দুই দৈত্য, দম্ভে কম্পে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
সদা জয়ী সমরে—অমরে॥ ১
দৈত্য-ভয়ে অপদস্থ, দেবগণ বিপদস্থ,
স্বপদ-রহিত সর্ব্বজনে।
দেখে ঘোর তেজস্কর, ভাস্কর মানে দুষ্কর,
শমন স্বমনে শঙ্কা গণে॥ ২
বরাহ-রূপে দেব হরি, দেবারিগণের অরি,
পাতালে বধেন হিরণ্যাক্ষে।
ভ্রাতৃ-শোকে দহে বপু, রাজা হিরণ্যকশিপু,
সদা দ্বেষ করে কৃষ্ণপক্ষে॥ ৩
যে বলে বদনে হরি, লয় তার প্রাণ হরি,
আগুনে পোড়ায় তার

নারায়ণ-ভক্ত যারা,   না রয় নিকটে তারা,

দ্বেষ দেখে হৈল দেশান্তরী ॥ ৪

দনুজের পঞ্চ কুমার,   অনুজ প্রহ্লাদ তার,

কুলের তিলক কৃষ্ণ-ভক্ত।

বয়সে পঞ্চম বর্ষ,   হরি-গুণে আছেন হর্ষ,

বিষয়ে বিরক্ত অনুরক্ত ॥ ৫

ষণ্ডামার্ক অধ্যাপক,   বিদ্যায় অতি ব্যাপক,

ডাকিলেন দুজনে রাজন।

অধ্যয়ন করিবারে,   সঁপেন পঞ্চ কুমারে,

ল'য়ে শিশু চলিল দুই জন ॥ ৬

শিশুগণে দণ্ডে দণ্ড,   শিক্ষা দেন দ্বিজ ষণ্ড,

যত শিশু ষণ্ড-মতে পড়ে।

প্রহ্লাদের নাহি মন,   বিনে সেই রাধারমণ,

অন্য পাঠ গণ্য নাহি করে ॥ ৭

মুদিত করিয়া আঁখি,   হৃৎকমলে কমলাক্ষী,—

চিন্তিয়া বিক্রীত পদদ্বন্দ্বে।

আবার শঙ্কা করি পিতৃপক্ষে,   দেখেন পুস্তক চর্ম্ম-চক্ষে,

জ্ঞান-চক্ষে দেখেন গোবিন্দে ॥ ৮

কন, ভক্ত-শিরোমণি,   কি হবে হে চিন্তামণি!

তোমারে কেন হারাই হৃদয়ে!

অদ্যাপি আমার মন, মধ্যে মধ্যে শ্রীচরণ,—
বিস্মরণ হয় দৈত্য-ভয়ে ॥ ৯
হর হে হরি! দাস-ত্রাস, মতির দুর্ম্মতি নাশ,
আর ক্লেশ দেহ কি কারণ।
বিরলে শিশু বসিয়ে, ভক্তি-ভাব প্রকাশিয়ে,
কৃষ্ণ ব'লে করেন রোদন ॥ ১০

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কর শ্রীনাথ! অনাথে করুণা।
মন ভ্রান্ত তন্নাম স্মরে না;
শান্ত হ'লো না অবসান ত দিবে,
এ ভ্রান্তগতি মন নিতান্ত,—
করে হরি! কৃতান্ত-বাসে যেতে বাসনা ॥
দুঃখ হরিবার কারণ, হরি হে! তব চরণ,—
স্মরণ সদা করিবার কারণ,—
বিনয়ে বলি বার বার, দুরাচার এ মানসে,
না শুনে রিপু-বশে, মন তো ভুলালে যম-যন্ত্রণা।
জ্বলে, হরি! যন্ত্রণা ভেবে করি কি মন্ত্রণা ॥ (ক)

প্রহ্লাদের ভাব দেখি কহিতেছে ষণ্ড।
কি কাল হইলি, ওরে অকালকুষ্মাণ্ড॥ ১১
জনকের সুখজনক সেই বিদ্যা পড়।
শুন বার্ত্তা ও দুরাত্মা! ও দুর্ব্বাক্য ছাড়॥ ১২
মজিলি কেন, হ'য়ে পুত্র, পিতার শত্রু-গুণে।
দোর্দ্দণ্ড প্রাণদণ্ড করিবে যদি শুনে॥ ১৩
প্রহ্লাদ কহেন গুরু! কুরু শাস্ত্রে দৃষ্ট।
কে বধিবে জীবন, জীবন সেই কৃষ্ণ॥ ১৪
যে জন জীবন-কৃষ্ণ প্রতি করে দ্বেষ।
আপনার জীবন আপনি করে শেষ॥ ১৫
মুক্তি পাব আমি যাতে আছি তার বিহিতে।
তুমি কেন আমারে রহিত কর হিতে॥ ১৬
যে জন নিষেধে কৃষ্ণ-বচন কহিতে।
তার তুল্য শত্রু মম, কে আছে মহীতে॥ ১৭
কি দোষে আমারে গুরু! ফেলিবে অহিতে।
হিত ভিন্ন অহিত কি করে পুরোহিতে? ১৮
প্রাণকৃষ্ণ-নিন্দে প্রাণে পারি নে সহিতে।
আলাপ করি নে কৃষ্ণ-দ্বেষীর সহিতে॥ ১৯
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কথায় না পারি রহিতে।
গুরু! আমি অন্যভাব পারি নে সহিতে॥ ২০

করি নে সংসার-বাঞ্ছা কি পুত্র দুহিতে।
কি ফল দুর্গমে প'ড়ে, অশেষ হ্রদেতে ॥ ২১
গুরু! সে ক'রো না আমার মতিকে মোহিতে।
ফেলো না পাপ-আগুনে, আমারে দহিতে ॥ ২২
কৃষ্ণ-নাম-সুধা-পান করি আনন্দেতে।
সদানন্দে সদা কাল আছি তাতে মেতে ॥ ২৩
শুনে বাক্য কোপাক্ষ করিয়া যণ্ড বলে।
মজিলি মজালি ওরে কুলাঙ্গার ছেলে! ॥ ২৪
সর্ব্বদা সুশিক্ষা তোরে দিই শত শত।
যাতে মানা করি, হবি তাতে তুই রত ॥ ২৫
যাতে তুষ্ট হবে পিতা, বদনে সেই ভাষ ভাষ।
করো শেষে, শিশু বয়সে, ও সব সন্ন্যাস-নাশ ॥ ২৬
তাড়ন করিয়া যণ্ড, যত নিজ বলে বলে।
তত শিশুর প্রেম-ধারা নয়ন-যুগলে গলে ॥ ২৭
জপিছেন অবিশ্রাম শ্রীরাধারমণে মনে।
প্রহ্লাদের প্রমাদ নগরবাসিগণে গণে ॥ ২৮

* * *

হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয়,—
হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ।

গত হলো সংবৎসর, এক দিন দনুজেশ্বর,
পঞ্চ পুত্রে ডাকেন আহ্লাদে।
বিদ্যা হলো কি সঞ্চয়, প্রথমত পরিচয়,—
জিজ্ঞাসেন কুমার প্রহ্লাদে॥ ২৯
ওরে প্রহ্লাদ প্রাণধন! কি বিদ্যা করলি সাধন,
বল দেখি শুনি রে সম্প্রতি।
তুই আমার প্রিয় সন্তান, এ সম্পৎ-সম্প্রদান,—
সকলি হইবে তোর প্রতি॥ ৩০
জুড়াক রে মোর চক্ষু মন, অক্ষর দেখি কেমন,
অঙ্কের সঙ্কেত কি শিখেছ।
ব্যাকরণ অভিধান, হ'তেছে কেমন প্রণিধান,
এক্ষণেতে কোন্ পাঠে আছ॥ ৩১
প্রহ্লাদ কন, জনক! অন্তে যায় সুখজনক,
সেই বিদ্যাশিক্ষা উচিত বটে।
বসেছি ভবের হাটে, শ্রীনাথের নাম-পাঠে,
শ্রীপাট যাইব যেই পাঠে॥ ৩২
অঙ্ক-বিদ্যা দেখ যত, অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত,
বর্ণে শ্যামবর্ণ আছি ধ্যানে।

দুই অক্ষর নাম হরি, লিখি আমি কাল হরি,
অন্য নামের নামেতে থাকি নে॥ ৩৩

খট ভৈরবী—ঠেকা।

হরিনাম লিখি, পরিণাম রাখি, হরিগুণ ধরি ধন্য।
হরি ব'লে ডাকি, হরিষে তেঞি থাকি,
হেরিনে কাল হরি ভিন্ন॥
ফেলিতে বিপাকে, গুরু দেন আমাকে,
যে পুস্তকে হরিগুণ শূন্য।
মজিলে গুরুর পাঠে, গুরুদণ্ড ঘটে,
হেন গুরু মোর অগণ্য॥ (খ)

———

শুনিয়া প্রহ্লাদের উক্তি, ক্রোধে হৈল দৈত্যপতি,
কালান্তক শমন যেমন।
করে চক্ষু ঘূর্ণিত, বলে হ্যাঁরে দুর্নীত!
এ শিক্ষার গুরু কোন্ জন॥ ৩৪
যার নামে জ্বলে আগুন,—পুত্র হ'য়ে শত্রু-গুণ,
পুনঃ পুনঃ আমারে শুনালি।

কালে সুখ হবে জানি, দুগ্ধ দিয়া কালফণী,—
পুষে শেষে আপনি বিষে জ্বলি ॥ ৩৫
মন্ত্রি হে ! বল বিধান, শিশু পেলে এ সন্ধান,
ইহার অন্তরীভূত কেটা।
এই দণ্ডে দিব দণ্ড, এ শিক্ষা দিয়েছে যণ্ড,
বীজ সেই বিনষ্ট বামুন বেটা ॥ ৩৬
বুকে চাপাইয়া গিরি, ঘুচাব বেটার পুরুতগিরি,
অন্নদাস জন্ম মোর ঘরে।
ওরে বেটা খোলাকাটা ! হ'য়ে বসেছ গলাকাটা !
গলাটা কাটিলে রাগ পড়ে ॥ ৩৭
বেটাদের বিদ্যা যত, সকলি আমি জানি ত,
ঘটে শূন্য মোটে ভট্টাচার্য্য।
দেখেছি বেটারা বিয়ের কালে, বলি-দানের মন্ত্র বলে,
রাজপুরোহিত নাম ধরেন আচার্য্য ॥ ৩৮
চাষার কাছে চটকে চলে, মানুষ দেখলেই মানষে বলে,
গণেশের ধ্যানে মনসা-পূজা করে।
ধরে যদি কেউ শব্দ দুষ্ট, তবেই বলে শ্রীবিষ্ণু,
ভুলেছি ওটা ব'লে ভয়ে মরে ॥ ৩৯
চুপ্‌ড়িতে সাজাতে ভোজ্য, বিদ্যায় বড় পূজ্য,
দক্ষিণার বিষয়ে খুব খর।

সভা দেখিলেই ছাড়েন হালি,
জেলে-খাদিতে আলো চালি,—
বাঁধে বেটাদের ব্যুৎপত্তি বড় ॥ ৪০
আজ্ঞা দেন কিঙ্করে, ধ'রে আন শীঘ্র ক'রে,
ষণ্ডামার্কে মোর সভামাঝে।
যে আজ্ঞা বলিয়া চর, উপনীত দ্বিজ-গোচর,
বলে আও রে বোলাইন মহারাজে ॥ ৪১
ষণ্ড বুঝে কুতর্ক, বলে ও ভাই! অমার্ক,
তপনের তনয়ের তলপ রে!
বল দেখি, ভাই! কারে মজাবি,
আমি যাই কি তুই যাবি?
দু'জন গেলে বাপের পিণ্ড লোপ রে ॥ ৪২
অমার্ক কয় ষণ্ড দাদা! যদি শাস্ত্র মত কর সমাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি জ্যেষ্ঠের আগেই ভাল।
পঞ্চাশ উর্দ্ধ বয়ঃক্রম, উচিত তীর্থ-পর্য্যটন,
তীর্থ-মৃত্যু একটা হইলে হলো ॥ ৪৩
দূত শুনে দুজনার বোল, বলে রে ক্যা লাগায়া গোল,
জানা কোন্ কোন্ নেহি মাগা।
এয়ছা বাত মেরা সাত, লাগায়কে রছি বান্‌কে হাত,
দোনোকো লুঁই হাজের করনে হোগা ॥ ৪৪

চলে দুই দ্বিজবর, যথায় দনুজবর,
কলেবর থরথর কম্পে।
দূত সঙ্গে দ্বিজদ্বয়, সভায় দেখি উদয়,
দৈত্যরাজ কহেন অতি দম্ভে॥ ৪৫

দৈত্য-রাজসভায় ষণ্ডামর্ক ;—ষণ্ডামর্কের কৈফিয়ৎ।

মুলতান—কাওয়ালী।

কি পড়া পড়ালি বল্, ও পাষণ্ড ষণ্ড রে!
মম রিপু-গুণগান কেন করে,
একি পাপ আমার ঘরে! এ আমার তনয়,
ওরে! নয়, ত নয় নয়! দিয়ে কালি ওর মুখে,
কুলের কালি বালকে,
পুরোহিতে দূর ক'রে দে, দূর ক'রে দে, ও ভণ্ডরে॥ (গ)

দৈত্যরায়-দম্ভে কায় শঙ্কায় কাঁপিছে।
সভায় কাতর দ্বিজ অভয় মাগিছে॥ ৪৬
বলে অবধান, কৃপানিধান! আশ্রিত এ ষণ্ড।
নিজ কুমার-দোষে আমার, না হয় যেন দণ্ড॥ ৪৭
কর পরীক্ষে, চক্ষে নিরীক্ষে, যে উচিত কুরু।
যথার্থ কই আমি নই ও পাপশিক্ষার গুরু॥ ৪৮

মোরে মনে ধরে না, মম মতে পড়ে না,

কুরি তাড়না মিছে।

ছেলে তোমার কুলাঙ্গার, গর্ভেতে ক্ষেপেছে॥ ৪৯

দণ্ডে দণ্ড, দিলে দণ্ড, দেয় না মন পাঠে।

থাকে বিভোলে, কৃষ্ণ ব'লে সদাই কেঁদে উঠে॥ ৫০

যত নাম, লিখে দিলাম, সে নাম না লিখে।

ও পাপিষ্ঠ, হরে কৃষ্ণ, কোথা হৈতে শিখে॥ ৫১

কেলো ফকুরে, ছকো নক্ড়ে সাতক'ড়ে চূড়।

নাম লিখে, দিলাম ওকে, সে অভ্যাসে কূড়॥ ৫২

নয়না কেণা, গোবর্দ্ধনা, জঙ্গলে আর খুদে।

তাতো লিখে না, চক্ষে দেখে না,

থাকে নয়ন মুদে॥ ৫৩

ওরে শিখাতে কড়া, হাতে কড়া, পড়েছে আমার ক্রমে!

লিখাতে যট্কে, যায় সট্কে আট্কে হরির প্রেমে॥ ৫৪

শিখাতে গণ্ডা, কত গণ্ডা, বাক্য ব্যয় করি;

ক'রে প্রাণপণ, শিখাই পোণ, ওর পণ সেই হরি॥ ৫৫

আমার পোন, দেখে স্বপন, আলাপন, করে না।

উহার কে আপন, কিসে পণ, নিরূপণ হলো না॥ ৫৬

সঙ্কেত বিদ্যে, শিখাতে সাধ্যে, ত্রুটি নাই ভূপতি!

উহার মন যে কসা, মণকসা, শিখান ভার অতি॥ ৫৭

শিখাতে কালি, হয়েছি ালি, ভোগ্‌বো কত কালি।
কহে সে বাণী, কালী তো জানি, কৃষ্ণই আমার কালী ॥৫৮

টৌরী—কাওয়ালী

মহারাজ! আমি নিবারিতে নারি তব নন্দনে।
বার বার বারণ করি, ভূপতি!
আমি হে ভজিতে সে বারিদবরণে॥
শুনে অনিবার, সয় অনিবার, বারি বহে নয়নে।
যত শিখাই সুনীতি স্মৃতি কাব্য, শ্রবণ করিয়া,—
বলে, কি লভ্য, ভাবিব অসার কথা কেনে?
ত্রিভঙ্গ-হীন রস-ভঙ্গ,
এ পাঠ ব'লে বলে ভঙ্গ, দিলে কেন এ দীনে।
গিয়ে বিরলে বিরসে ভাসে গোবিন্দ-গুণগানে॥ (ঘ)

ষণ্ডামর্কের স্বগৃহে গমন,—প্রহ্লাদের পুনরায় পাঠাভ্যাস,—প্রহ্লাদের হরিনাম-সাধনে হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ,—প্রহ্লাদ-বধের উদ্যোগ,—ভক্তবৎসল হরি কর্তৃক প্রহ্লাদের রক্ষা।

মন্ত্রী বলে মহাশয়! এ যাত্রা এ বিষয়,—
ক্ষান্ত দেওয়া উচিত ব্রাহ্মণে।

মন্ত্রিবাক্যে ষণ্ড-পক্ষে, দিলেন রাজদণ্ড ভি
রাগ সম্বরণ করি মনে ॥ ৫৯
পড়াইতে পুনরায়, দিলেন দনুজরায়,
কুবাক্য-হীন করিয়া কুমারে।
অমনি আসিয়া আলয়ে, বিরলে শিশুরে ল'য়ে,—
বুঝায় বিপ্র বিবিধ প্রকারে ॥ ৬০
থাক্‌তে যদি দিস্ দেশে, ফেলিস্ নে রাজার দ্বেষে,
হিত উপদেশ বাছা! পড়।
তুই মজিলে কৃষ্ণ-পায়, দুটা বামুন কৃষ্ণ পায়,
দয়া ক'রে ঐ নামটি ছাড় ॥ ৬১
প্রহ্লাদ করিয়া হাস্য, হরি ব'লে ঔদাস্য,
না দেয় কর্ণে কৃষ্ণহীন কথা।
প্রহ্লাদের দেখে কাণ্ড, আঁধার দেখে ব্রহ্মাণ্ড,
ষণ্ড বলে, পলাইব কোথা ॥ ৬২
কিঞ্চিৎ দিবসান্তরে, রাজা অনুমতি করে,
প্রহ্লাদ আইল পুনর্ব্বার।
প্রহ্লাদে লইয়া, কোলে বসাইয়া,
জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥ ৬৩
রাজা কন, কি করেছ, বাছা! এবার কি পড়েছ,
প্রহ্লাদ কহেন, শুন পিতে!

পথ-সম্বল করিলাম, হরি-মন্ত্র পড়িলাম,
শুনি রাজা কোপান্বিত সুতে ॥ ৬৪
বলে বেটাকে ধর ধর, গর্জ্জে যেন জলধর,
জ্বলদগ্নি-সম জ্বলে কায়া।
ধরি খড়্গ খরশাণ, নাশিবারে যায় প্রাণ,
পাশরিয়া সন্তানের মায়া ॥ ৬৫
প্রহ্লাদ পাইয়া ভয়, করুণা করিয়া কয়,
কোথা হে করুণাময় হরি !
ব্যাকুল ভক্তের প্রাণ, ভক্তে রাখ্‌তে ভগবান্‌,
কৃপাবান্‌ হন ত্বরা করি ॥ ৬৬
ক্রোধে গিয়া দিল দর্শন, বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন,
অদর্শন অন্যের নয়নে।
খড়্গ হৈল চূর্ণমান, ভক্তের হৈল পূর্ণ মান,
দৈত্য অপমান মনে গণে ॥ ৬৭
দৈত্য বলে কি কারখানা, খান খান হৈল খড়্গখানা,
ওহে মন্ত্রি ! কি আশ্চর্য্য ঘটে ।
শুনে কথা মন্ত্রী বলে, লৌহ-অস্ত্র পুরাতন হ'লে,
তার ধারে মক্ষিকা না কাটে ॥ ৬৮
হয়েছিল অতি জীর্ণ, বাতাসেতে ছিন্ন ভিন্ন,—
হ'য়ে গেল তার চিন্তে কিসে।

দূরে যাবে বালক-দর্প, শীঘ্র আন কালসর্প!
বধ ওটাকে ভুজঙ্গের বিষে॥ ৬৯
ক্রোধে কালস্বরূপ হ'য়ে, কালবিলম্ব না করিয়ে,
কালফণী আনিয়া সত্বরে।
তাহার মধ্যে রাজন, করে পুত্র সমর্পণ,
প্রাণপণে প্রাণ বধিবার তরে॥ ৭০
চতুর্ভুজের কৃপায়, ভুজঙ্গ না দংশে গায়,
ভুজঙ্গ ভূষণ অঙ্গে হ'ল।
আকাশ গণিয়া দৈত্য, মন্ত্রীকে সুধান তথ্য,
ওহে মন্ত্রি! কি বিপদ বল॥ ৭১
মন্ত্রী বলে, মহাশয়! কি জন্য গণ বিস্ময়,
সর্পে যদি না দংশে অঙ্গেতে।
রাজকর্ম্ম সকল ফেলে, মার্‌তে একটা কাঁচা ছেলে,
কাষ কি, আর কাঁচা মন্ত্রণাতে॥ ৭২
খাইয়ে খানিক দাও বিষ, সাত শতের উনিশ বিষ,
মন্ত্রণা আর কায কি একযাই।
এখনি উহার হরি হরি, বলা ঘুচাবেন বিষহরি,
হরি ব'লে বাছার বাঁচন নাই॥ ৭৩
প্রহ্লাদে করিতে দণ্ড, হলাহল-বিষভাণ্ড,
দূতে আনি অমনি যোগায়।

সন্তানে বিষ-ভোজন, ক’রাতে দৈত্য-রাজন,
পুনর্ব্বার পড়িল মায়ায় ॥ ৭৪
এ বিষ করিলে পান, কুপুত্র ত্যজিবে প্রাণ,
এ রাগ আমার চিরদিন না রবে।
পুত্র-শোক উথলিবে, যখন প্রাণ জ্বলিবে,
চাহিলে সন্তান কেবা দিবে ॥ ৭৫
অতএব একবার, সুধাই দেখি কি ব্যবহার,—
করে পুত্র, বলে কিবা বাণী।
যদি মোর শত্রু-গুণ, বদনে না বলে পুন,
তবে কেন বধিব পরাণী ॥ ৭৬
হেন মায়া নাহি কুত্র, আত্মা বৈ জায়তে পুত্র,
নরকে নিস্তার যাতে পাই।
বড় যেই প্রাণে জ্বলি, তেইত প্রাণে বধিতে বলি,
কিন্তু আমার প্রাণে প্রাণ নাই ॥ ৭৭
প্রহ্লাদেরে পুনরায়, নিকটে আনি দৈত্যরায়,
যত্ন করি বসাইয়া পাশে।
মায়ায় মোহিত হ’য়ে, অঙ্গে হস্ত বুলাইয়ে,
কহেন যতনে প্রিয়ভাষে ॥ ৭৮

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রহ্লাদ ! ভজ না ভজ না সে বিপক্ষে।
দিব রাজচ্ছত্র শিরে, কেন জীবন নাশি রে, বাছা !
তোরে ভালবাসিরে প্রাণাপেক্ষে ॥
পঞ্চম বৎসর বয়সে হাঁরে অবোধ ! কি জ্ঞান,
কত দুঃখ দিল সে অধম, শেল সম আছে মম বক্ষে,
সে যে কুলে বাদ দিলে, বাদ সাধিলে,
বধিলে মম প্রাণাধিক সহোদর হিরণ্যাক্ষে ॥
সন্তান-ধন তাতে অনন্ত গুণ, বাছা !
প্রাণান্ত সাধে কি তোর করি রে,—
মজিয়ে কাল হরিতে পিতার বচন পরিহরি রে,
যে নাম সহে না সহে না মম শরীরে,—
তুমি হরি হরি সাধ, শুনে হরিষে বিষাদ,
বাছা ! হরি ত হয় অরি তোর পিতৃপক্ষে ॥ (৬)

প্রহ্লাদ কহেন, পিতা ! শুনি চমৎকার।
ত্রৈলোক্যের পতি কৃষ্ণ বিপক্ষ তোমার ॥ ৭৯
শরীরেতে ছয় জন, শত্রু প্রাদুর্ভাব।
বন্ধু-সঙ্গে তাহারা ঘটায় শত্রুভাব ॥ ৮০

অহঙ্কার বিপক্ষ, তোমার বলবান্।
সেই কহে, বিপক্ষ তোমার ভগবান্ ॥ ৮১
পিতা! ভব অপার জলধি যার নাই কূল।
যত কুলহীন পাতকি-কুল, তাই দেখে আকুল ॥ ৮২
তাতে তরি নাই, কাণ্ডারী নাই, কূলে বসতি নাই।'
সেথা সুধাইতে সম্বাদ, সঙ্কটে কারে পাই ॥ ৮৩
বিতরি চরণতরী, কৃষ্ণ করেন পার।
হাগো পিতা! সেই কৃষ্ণ বিপক্ষ তোমার ॥ ৮৪
তুমিত করিছো বিরাগ, ক'রে মহারাগ।
সে রাগিলে রয় কি? তোমার রাগের অনুরাগ ॥ ৮৫
জলদবরণের গুণ যত শিশু বলে।
ক্রোধে রাজার অঙ্গ যেন জ্বলদগ্নি জ্বলে ॥ ৮৬
মার্ মার্ কুমার রাখায় নাহি ফল।
এমন কুবংশ হৈতে নির্ব্বংশই ভাল ॥ ৮৭
দ্রুত ল'য়ে যাও রে দূত! দুর্জ্জনে নির্জ্জনে।
বিষ দিয়ে বধ, এ পাপ-জীবনে জীবনে ॥ ৮৮
ভয়ঙ্কর কিঙ্কর ধরিয়া করযুগ্মে।
লয়ে যায় শিশুরে পেয়ে, ভূপতির আজ্ঞে ॥ ৮৯
বিরলে গিয়ে বসাইয়া, করে বিষদান!
আতঙ্কে হইল শিশুর অঙ্গ অবসান ॥ ৯০

ভয় পেয়ে ঘন ঘন ঘনবর্ণে ডেকে।
কোথা হে ভক্তের প্রাণ! প্রাণ যায় বিপাকে ॥ ৯১
বিষে দৃষ্টি করিলেন, প্রভু জগদীশ।
ধরিল অমৃত-গুণ, ভুজঙ্গের বিষ ॥ ৯২
বিষ-পানে প্রহ্লাদে বাঁচান বিশ্বময়।
শুনে শব্দ বিস্ময়, জন্মিল বিশ্বময় ॥ ৯৩
প্রাণ বধিতে দৈত্যরায় পুনরায় দিলে।
ক্রোধে মত্ত হ'য়ে, মত্ত মাতঙ্গের তলে ॥ ৯৪
ভক্তে না বধিল হস্তী, কৃষ্ণের কৃপায়।
নিজ শিশু জ্ঞানে, শুণ্ড বুলাইল গায় ॥ ৯৫
অনুচরে অনুমতি দেয় দৈত্যরায়।
ফেলিতে পর্ব্বত হৈতে, ধরায় ত্বরায় ॥ ৯৬
বন্ধন করিয়া রাজ-নন্দনের করে।
পর্ব্বত উপরে ল'য়ে, চলিল কিঙ্করে ॥ ৯৭
শঙ্কায় কাঁপিছে কায় সঙ্কট গণিয়ে।
শঙ্কর-আরাধ্য পদ শরণ করিয়ে ॥ ৯৮
কোথা রইল ওহে বিশ্বময়! দুঃসময়।
হরি হে! হরিল প্রাণ এবার নিশ্চয় ॥ ৯৯
যা কর হে জগবন্ধু! জানিনে ও পদ বই।
উপায় ও পদ বিনে উপায় আর কই ॥ ১০০

খট ভৈরবী—একতালা।

ওহে দয়াময়! কোথা এ সময়,
আসি হরি! হর অরিবন্ধ।
তুলে গিরির উপর, শত্রু হ'য়ে পিতা দৈত্যরায়,—
ফেলিছে ধরায়,—দাসে ধর ধর, গিরিধর গোবিন্দ! ॥
কোথা কৃষ্ণ! নিরাপদের কারণ!
নিরাশ্রয়-গতি নীরদবরণ!
বিপদে লয়েছি শ্রীপদে শরণ,
নীলদেহ! দাসে দেহ আনন্দ,—
এর পর পাছে জীবের-জীবন! সঁপিবে হে জীবন,
জলধর-বরণ! কি হবে জীবন,
বুঝি হে! এ পাপ জীবনের করে জীবন সন্ধ॥ (চ)

———

ভক্ত-দুঃখ করি দৃষ্ট, ভক্তের জীবন কৃষ্ণ,
গিরি-নিকটে গেলেন সত্বরে।
বসেন করি আসন, পদ্মপলাশ-লোচন,
প্রহ্লাদে ধরিতে পদ্মকরে॥ ১০১
শিশুর শুনি রোদন, কহেন মধুসূদন,
প্রবেশিয়ে অন্তরে তখনি।

কি জন্য আর কাতর, এই আমি এসেছি তোর,—
চিন্তানিবারণ চিন্তামণি ॥ ১০২
গিরি হৈতে দৈত্য দলে, প্রহ্লাদে ফেলে ভূতলে,
বংশীধর ধরেন ত্বরায়।
করেন ভক্ত-ভয় ভঙ্গ, হইল ভক্তের অঙ্গ,
তৃপ্ত যেন কুসুম-শয্যায় ॥ ১০৩
তাহা দেখি দৈত্যকুল, অন্তরে গণে আকুল,
রাজারে জানায় শীঘ্রগতি।
তব সুত কি অবতার, প্রাণান্ত করিতে তার,
প্রাণান্ত হলো, হে দৈত্যপতি! ॥ ১০৪
গিরি হ'তে পড়ে ধরা, প্রাণী হ'য়ে প্রাণ ধরা,
ধরায় কে ধরে,—হেন সাধ্য।
মহারাজ! বধিতে তায়, উপায় সে অনুপায়,
আমাদের হয়েছে অসাধ্য ॥ ১০৫
চরে করে সুগোচর, করিয়ে কর্ণগোচর,
রাজার বদনে বাণীহত।
মন্ত্রী মলিন লজ্জায়, পুনশ্চ কহে রাজায়,
বৃথা আর মন্ত্রণা শত শত ॥ ১০৬
ঘুচাও মন-আগুন, সজ্জা করিয়ে আগুন,
ফেলিলে সংহার শীঘ্র ঘটে।

এখনি মরিবে নির্গুণ, মণি মন্ত্র কোন গুণ,

গুণাগুণ আগুনে না খাটে ॥ ১০৭

দীপ্ত করি হুতাশন, তাহাতে করি আসন,

বিবসন করে হেন কালে।

ভ্রাতৃ-বধের লক্ষণ, তখন করি নিরীক্ষণ,

প্রহ্লাদের সহোদর সকলে ॥ ১০৮

কেঁদে পরস্পর কয়, প্রাণেতে কি সহ্য হয়,

প্রাণ-সহোদর প্রাণে মরে।

শোকে হয় ব্যাকুল আত্মা, সবে গিয়ে দেয় বার্ত্তা,

অন্তঃপুরে জননী গোচরে ॥ ১০৯

কহিছে হ'য়ে কাতর, জনমের মত তোর,—

প্রাণপুত্র যায় গো জননি!

পুত্র মরে হুতাশনে, পুত্র-মুখে কথা শুনে,

কয় কয়াধূ বক্ষে কর হানি ॥ ১১০

* * *

প্রহ্লাদের শ্রীহরি-ভজনে জননীর নিষেধ,—প্রহ্লাদের উত্তর।

আহা মরি হাঁরে হাঁরে! পিতা হ'য়ে কুমারে মারে,

এমন পাষাণ আছে কুত্র।

প্রহ্লাদে গোপনে আনি, করে ধরি কহিছে রাণী,

কি করিলি, ওরে প্রাণপুত্র! ॥ ১১১

করিতে পরকাল-চিন্তে, কর চিন্তামণি-চিন্তে,
মরিবে সে চিন্তা কি নাই মনে ?
ওরে আমার প্রাণধন। প্রাণেতে হবি নিধন,
কেন সাধ এমন সাধনে ॥ ১১২
প্রাণ ত্যজিলে প্রাণাধিক। ধিক্ আমার প্রাণে ধিক্ !
এখনি বিষ খেয়ে মরিব আমি।
সাধিতে সেই কৃষ্ণ-পদ, ঘটে তোর মাতৃবধ,
এ পাপে কি পাবে কৃষ্ণ তুমি ? ॥ ১১৩
বাছা! কে দিয়েছে এ বিধান, চুরি ক'রে করিলে দান,
হয় কি তাতে হরির কৃপাদান রে ?
কাস নাশ করিবার তরে, কুষ্ঠরোগ যদি ধরে,
এমন ঔষধ কেন কর পান রে ॥ ১১৪
যায় যায় কর্ণ যায়, চক্ষু যাতে রক্ষা পায়,
বলবন্ত ধরা শাস্ত্রে আছে রে।
ত্যাজ্য ক'রে হরি-মন্ত্র, এখন তোর বলবন্ত,—
শোকে তোর জননীকে বাঁচা রে ॥ ১১৫

সুরট—একতালা।

কর রাজা যা বলে তা শ্রবণ।
কৃষ্ণ ক'রে সার,কেমনে আপনার,—জীবন হারাবি জীবন !

যদি সে শ্রীহীন-মতি শ্রীকান্ত,—সাধনা তোর সাধ একান্ত,
শুন তোরে বলি,—অন্তরে কেন ভাব না পতিত-পাবন।
তোর ত চিন্তা নাই চিন্তামণি বৈ,
চিন্তামণি তোরে চিন্তা করে কৈ!
চিন্তিয়ে যে পদ, দেবত্ব সম্পদ, প্রবর্ত্ত ইন্দ্রত্ব-পায়।
তাইতে তোরে বলি শুন রে নন্দন!
দয়াময় তিনি দীন প্রতি নন,
তাঁরে সঁপে পরাণ, হারালি সন্তান!
হাসালি শক্র ভুবন॥ (ছ)

প্রহ্লাদ কহেন মাতা! বলি গো তোমায়!
কৃষ্ণ ভ'জে কোন্ কালে কালের হস্তে যায়॥ ১১৬
আম কি মরিব ভ'জে গোলোকের পতি।
হইবে অমৃত-পানে ব্যাধির উৎপত্তি?॥ ১১৭
লক্ষ্মীর কি অকৃপা হয় থাকিলে আচারে?
তিক্ত রসে, পিত্ত নাশে, কভু নাহি বাড়ে॥ ১১৮
কে হয়েছে অধোগামী, ক'রে সাধু-সেবা?
পরশে গঙ্গার জল অপবিত্র কেবা॥ ১১৯
বিনয় থাকিলে কোথা, বন্ধুভাব চটে?
মাণিক থাকিলে ঘরে, দারিদ্র্য কি ঘটে?॥ ১২০

নিষ্পাপী যে জন মাতা! সে কি পড়ে পাকে।
চিন্তামণি চিন্তা ক'র্‌লে চিন্তা কি কভু থাকে? ॥ ১২১

* * *

ভক্তবৎসল হরি ভক্তকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন।

মোর জন্য জননি! ভেব না কোন অংশে।
সিংহের শরণ নিলে, শৃগালে কি দংশে? ॥ ১২২
আমি অঙ্গ সঁপিয়াছি, সেই শ্যামাঙ্গের পায়।
ভুজ সঁপিয়াছি, চতুর্ভুজের সেবায় ॥ ১২৩
পদের গমন কৃষ্ণ-পদ দরশনে।
নয়ন সঁপেছি সেই পঙ্কজ-নয়নে ॥ ১২৪
রসনা জপিছে রসময় কৃষ্ণবুলি।
কেশে মাখিয়াছি কেশবের পদ-ধূলি ॥ ১২৫
ম'জেছে মোর মনোভৃঙ্গ মনের উল্লাসে।
মধুসূদন-চরণকমল-মধুরসে ॥ ১২৬

ভয়রোঁ—একতালা।

কিং ভয় তার মরণে!
অধরে শ্রীধরের গুণ যে ধরে, হৃদি মাঝারে।
মরণ-হরণ-চরণ ধারণ, করেছি কি করে শমন,
ফিরে চান যদুনন্দন, যদি আমারে ॥

গন্ধর্ব্বাদি সিদ্ধ চারণে, যে চরণ সাধে সাদরে।
নামগুণে সুরাসুর চরাচর নর কিন্নর নরক হরে॥
ক'র্‌তে পারে আমার বিষে কি বিগুণ,
দিয়াছি আগুনের কপালে আগুন,
যে ভজিবে গুণসাগরের গুণ,
সাগর-জলে কি সে মরে?॥
নিবেদন করি, যে নাম আমি করি,
করী কি করিবে আমারে,—
প্রাণ গিরিতে কি যায়, সে মোর সহায়,
বাম করে সে গিরি ধরে॥ (জ)

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদ—জীবন্ত।

জননীরে প্রবোধিয়ে প্রহ্লাদ বিদায়।
দূত অমনি জ্বলদগ্নির কাছে ল'য়ে যায়॥ ১২৭
ধ'রে তুণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে করে সমর্পণ।
সবে বলে, এইবার ত্যজিল জীবন॥ ১২৮
দুঃখে ভাসি নগরবাসী, হায় হায় বলে।
ক্রন্দন করিছে নৃপ-নন্দন সকলে॥ ১২৯
প্রহ্লাদ অতি চিন্তামতি, মুদিত করি আঁখি।
অগ্নি-মধ্যে, হৃদি-পদ্মে, দেখেন পদ্ম-আঁখি॥ ১৩০

কৃষ্ণ-ভক্তের প্রাণ রাখ্‌তে ব্রহ্মার আগমন।
করি কোলে, সেই অনলে, করিলেন আসন॥ ১৩১
কহেন বিধি, গুণনিধি, ভক্ত রাজপুত্র!
তোর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, হইলাম পবিত্র॥ ১৩২
ক্ষণেক পরে, দেখে চরে, অগ্নি উল্‌টাইয়া!
আছেন বসি, ঘোর তপস্বী, নয়ন মুদিয়া॥ ১৩৩
আগুনে কৃষ্ণের গুণে প্রহ্লাদ না মরে।
দৈত্যপতি পুন কহে, বিস্ময়-অন্তরে॥ ১৩৪
হায় হায়! কি হইল মন্ত্রি হে! বল না।
ক্ষুদ্র এক শিশু হ'তে একি হে বেদনা॥ ১৩৫

* * *

ক্ষুদ্রের ফল।

প্রহ্লাদ কহেন, পিতা! কহি তব নিকটে।
ক্ষুদ্র বেদনা মানিলে পরে, বেদনা তো ঘটে॥ ১৩৬
ক্ষুদ্র শিশু ব'লে মনে না হয় গণন।
পিতা! যে জন ভজে না কৃষ্ণ, ক্ষুদ্র সেই জন॥ ১৩৭
না হই আমি ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ তো আমার ক্ষুদ্র নয়।
মহত-আশ্রয়ে পিতা! হয়েছি নির্ভয়॥ ১৩৮
ক্ষুদ্র হইয়াছি ম'জে কৃষ্ণপদ-পাশে।
কাষ্ঠ চন্দন হয় যেমন মলয় বাতাসে॥ ১৩৯

পর্ব্বত উপরে পিতা! তৃণ যদি থাকে।
ছাগলের সাধ্য কি ভক্ষণ করে তাকে? ॥ ১৪০
ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি সমুদ্র-ভিতরে।
ভূপতির অসাধ্য তারে, বধিবার তরে ॥ ১৪১
অহি ক্ষুদ্র বলি কেউ ক্ষুদ্র করি গণে?
ঐরাবত মরে ক্ষুদ্র, ফণীর দংশনে ॥ ১৪২
ক্ষুদ্র-রসায়নে মহারোগ নষ্ট ঘটে।
ক্ষুদ্র কথার দোষে পিতা! মৈত্রভাব চটে ॥ ১৪৩
ক্ষুদ্র পাষাণ শালগ্রাম, দেন মোক্ষ ফল।
ঔষধের ক্ষুদ্র বড়ী, তিনি হলাহল ॥ ১৪৪
ক্ষুদ্র বৃক্ষ তুলসীর, তুল্য কোন্ তরু।
ক্ষুদ্র পাঠ মহামন্ত্র কর্ণে দেন গুরু ॥ ১৪৫
ক্ষুদ্র পক্ষী পড়াইলে বলে কৃষ্ণ-বাণী।
রাজহংস ময়ূরে না শুনে যে কাহিনী ॥ ১৪৬
ক্ষুদ্র জাতি, গুণ থাকে, তারে বলি ধন্য।
গুণ-হীন ভদ্র যিনি, ক্ষুদ্র মাঝে গণ্য ॥ ১৪৭

যদি বল গুণ কারে বলি?—

যে জন আলাপে কৃষ্ণ গুণময় গুণ।
গুণযুক্ত সেই জন আর সব নির্গুণ ॥ ১৪৮

সমুদ্রের জলে প্রহ্লাদ—জীবন্ত।

শত্রু-পক্ষে শুনে ব্যাখ্যে, রাজা ক্রোধে জ্বলে।
ফেলাইতে দেন আজ্ঞা সমুদ্রের জলে॥ ১৪৯
হ'য়ে পাষাণ, কন পাষাণ, বাঁধ রে গলদেশে।
হবে তোদের মৃত্যু যদি পুন এসে দেশে॥ ১৫০
দৈত্যপতির অনুমতি পেয়ে অনুচর।
ল'য়ে শিশু, চলে আশু, যথায় সাগর॥ ১৫১
ক'রে বন্ধন করে পদে, বাঁধে পাষাণ গলে।
প্রহ্লাদের রোদন দেখিয়া, পাষাণ গলে॥ ১৫২
শিশুর নয়ন-তরঙ্গ দেখে, সাগর-তরঙ্গ।
ভয় পেয়ে কাঁদে, হৃদে ভাবিয়ে ত্রিভঙ্গ॥ ১৫৩

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

কোথা হে অনাথের জীবন!
আজি বুঝি মোর জীবন গেল।
ওহে জীবনের জীবন!
জীবন-মাঝে ভক্তের জীবন রাখ্‌তে হ'ল॥
শত্রু-সঙ্কটে উত্তরি, হরি। এ দাসে কৃপা বিতরি,
দেহ চরণতরি, তবে ত তরি এ সাগর-সলিল,—

গুণসাগর! আজি আমারে ডুবাও যদি সাগরে,
তবে কলঙ্ক-সাগরে তোমার,—
ভক্তের হরি! নাম ডুবিল॥ (ঝ)

বৈকুণ্ঠ পরিহরি, উৎকণ্ঠা হইয়ে হরি,
সাগর-সলিলে অধিষ্ঠান।
সাগরেতে পরিত্রাণ, করেন ভক্তের প্রাণ,
ভক্তে ভগবান্ কৃপাবান্॥ ১৫৪

আনন্দিত যত চর, গিয়া জানায় নৃপ-গোচর,
বলে, প্রভু! অকণ্টক হ'ল।
যত দাসে প্রিয়ভাষে, সুখসাগরে রাজা ভাসে,
উল্লাসে শিরোপা সবে দিল॥ ১৫৫

হেথায় কৃষ্ণের করুণা-বলে, পাষাণ মুক্ত হ'য়ে গলে,
জলে হৈতে স্থলে শিশু উঠে।
বদনে বংশীবদন,—গুণ গেয়ে করি রোদন,
উপনীত রাজার নিকটে॥ ১৫৬

হারাইয়ে বুদ্ধি-বলে, মন্ত্রী প্রতি রাজা বলে,
ওহে মন্ত্রি! বিপদ আমার।

হেন শক্তি কোথা পেলে, বধিতে পাপাঙ্গ ছেলে,
অপাঙ্গে যে দেখি অন্ধকার ॥ ১৫৭

* * *

প্রহ্লাদের বধোপায়ের উর্দ্ধ সঙ্খ্যা হইয়াছে,—সে কেমন ?

শ্রাদ্ধের উর্দ্ধসংখ্যা যেমন, বিলক্ষণ দান।
কফের চিকিৎসা-সংখ্যা, হলাহল পান ॥ ১৫৮
প্রতিজ্ঞার উর্দ্ধসংখ্যা, প্রাণ দিতে উদ্যত।
পুরুষের ক্ষমতা-সংখ্যা, ত্রিশ হ'লে গত ॥ ১৫৯
নারীর সন্তান-আশা-সংখ্যা, পঁচিশ বৎসর।
বরষার ভরসার সংখ্যা ভাদ্র গেলে পর ॥ ১৬০
প্রায়শ্চিত্তের সংখ্যা যেমন, পোড়ে তুষানলে।
রাগের উর্দ্ধসংখ্যা দড়ি দেয় নিজ গলে ॥ ১৬১
নেসার উর্দ্ধসংখ্যা যেমন শুণ্ডিকার মদ।
পাপের উর্দ্ধসংখ্যা যেমন, করে ব্রহ্ম-বধ ॥ ১৬২
গালির উর্দ্ধসংখ্যা যেমন, মর বাক্য বলে।
ফলের সংখ্যা, জীবের যদি মোক্ষ ফল ফলে ॥ ১৬৩
দুঃখের সংখ্যা চিরদিন, মান-হীন পৃথিবীতে।
উপায়ের সংখ্যা মোর প্রহ্লাদ বধিতে ॥ ১৬৪

নরসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব, হিরণ্যকশিপু-বধ—প্রহ্লাদের শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।

প্রহ্লাদে ডাকিয়া দৈত্য, কহেন বাছা! কহ সত্য,
কে তোরে সঙ্কটে করে মুক্ত?
সে কোথায় আছে রে পুত্র! তাহার নিবাস কুত্র,
তুই কিরূপে হ'লি তার ভক্ত? ॥ ১৬৫
প্রহ্লাদ কন, জনক! এ বড় সুখজনক,
সুধাইলে সুধামাখা তত্ত্ব।
আছেন কৃষ্ণ সর্ব্বঘটে, সৃষ্টি-স্থিতি লয় ঘটে,—
তাঁহার ইচ্ছায় জ্ঞান সত্য ॥ ১৬৬
কেহ নয় তাঁর দূরস্থ, ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরস্থ,
অন্ত নাই অনন্ত তাঁর নাম।
তাঁর কৃত্য অপরূপ, জীবের জীবাত্মা-রূপ,
নিরাকার নির্গুণ গুণ-ধাম ॥ ১৬৭
ব্যাপ্ত তিনি ত্রিভুবনে, নগর পর্ব্বত বনে,
অন্তরীক্ষে কিবা জলে স্থলে।
শ্রবণে কর শ্রবণ, নয়নে কর নিরীক্ষণ,
বদনে বাণী বল তাঁরি বলে ॥ ১৬৮
শুনে রাজা রাগে মত্ত, প্রহ্লাদে সুধান তত্ত্ব,
হাতে খরশাণ খড়্গ ধরি।

দুরাত্মা! বল দেখি হাঁরে! এই স্ফটিক-স্তম্ভ-মাঝারে,
আছেন কি না আছেন তোর হরি? ॥ ১৬৯
প্রহ্লাদ কন বচন, আমার পদ্মলোচন,
স্তম্ভেতে অবশ্য আছেন তিনি।
ব'লে বাক্য অসংলগ্ন, শিশুর সাহস ভগ্ন,
উদ্বিগ্ন হইল অমনি ॥ ১৭০
কাতরে প্রহ্লাদ কয়, কোথা হে করুণাময়!
করুণা-নয়নে দাসে দেখ।
হ'লে সঙ্কট পদে পদে, স্থান দিয়াছ অভয় পদে,
এইবার বিপদে প্রাণ রাখ ॥ ১৭১

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কোথা হে নবনীরদ-অঙ্গ!
একবার স্তম্ভে অবিলম্বে,
দেখা দিয়ে দাসের ভয় ভাঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ!
বুঝি মরি একান্ত, ওহে কমলাকান্ত!
আজি পিতা সনে হইল প্রসঙ্গ।
যদ্যপি বচন খণ্ডে, তবে ত জীবন দণ্ডে,
হরি! হের করুণা-অপাঙ্গ ॥

আর না সহে, দুঃখ নাশ হে,—
কোথা দনুজ-ভয়-নিবারি! দনুজবৈরঙ্গ! ॥ (ঐ)

স্তম্ভেতে আছেন রিপু, শুনি হিরণ্যকশিপু,
খড়্গ দিয়ে ফেলেন ছেদিয়া।
হরি হরিতে ভূভার, শ্রীনৃসিংহ-অবতার,
বাহির হ'লেন স্তম্ভ দিয়া ॥ ১৭২
নর-রূপ অর্দ্ধশরীর, অর্দ্ধ দেহ কেশরীর,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভগবান্।
চরণ ধরণী-তলে, শির গগনমণ্ডলে,
ভয়েতে ভুবন কম্পবান্ ॥ ১৭৩
দৈত্যপতির উপর, ব্রহ্মার আছিল বর,
মৃত্যু নাই রাত্রি-দিবা-ভাগে।
আকাশে না যাবে কায়, না হবে মৃত্যু মৃত্তিকায়
না যাবে জীবন অস্ত্রযোগে ॥ ১৭৪
রাখিতে ব্রহ্মার ধর্ম্ম, সায়ংকালে স্বয়ং ব্রহ্ম,
উরুদেশে রাখি দৈত্যেশ্বরে।
নখেতে করি বিদীর্ণ, করিলেন ছিন্ন ভিন্ন,
পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করে ॥ ১৭৫

দনুজে করি সংহার, নাড়ী সব ল'য়ে তার,
প্রভু করিলেন হার গলে।
হরিষে হরির নৃত্য, না হয় নৃত্য নিবৃত্ত,
পদ-ভরে ধরাধর টলে॥ ১৭৬
সশঙ্কিত সুররমণী, ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
ত্রাসে গর্ভবতী-গর্ভনাশে।
বুঝি হয় সৃষ্টি-হরণ, কে করে রূপ সম্বরণ!
সাধ্য কে যায় নৃসিংহের পাশে॥ ১৭৭
যুক্তি করি সুরজ্যেষ্ঠ, প্রহ্লাদে গণিয়া শ্রেষ্ঠ,
তাঁরে গিয়ে কহেন অতি দ্রুত।
এ রূপ সম্বরণ জন্য, তোমা ভিন্ন নাহি অন্য,
তুমি ধন্য পুণ্যবতী-সুত॥ ১৭৮
দেব-বাক্য-শ্রুতিমাত্র, শ্রীনাথের প্রিয়পাত্র,
রাজ-পুত্র ভক্ত-চূড়ামণি।
করিতে রূপ সম্বরণ, চরণে লইতে শরণ,
চলেন চিন্তিয়া চিন্তামণি॥ ১৭৯
বদনে অবিশ্রাম নাম, পদে পদে করি প্রণাম,
কহেন দন্তে তৃণ চক্ষে ধার।
ওহে করুণা-কল্পতরু! হে গোবিন্দ! কৃপাঙ্কুরু,
জন্ম-দোষী জনক আমার॥ ১৮০

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চরণাম্বুজ বিতর দীনে, নাথ !
নাই গতি তোমা বিনে।
ওহে বিশ্বরূপ ! সম্বর হে ভীতাত্ম, হ'য়ে পিতার হিতার্থ,—
ডাকি তোমায়, কৃতার্থ কর পদ-প্রদানে॥
নর-করীন্দ্র-নাশক-রূপ-ধারি ! নরকার্ণব-হারি !
সম্বর শরীর, সঘনে কাঁপে সুরাসুর,
শঙ্কিত সবে রূপ দরশনে॥ (ট)

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

শিব শক্তি অভিন্ন,—যে রাধা,—সেই কালী।

আপন আপন ইষ্ট শ্রেষ্ঠ করি কয়।
এক শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব, পথমধ্যে হয় ॥ ১
ভ্রান্ত জীব অন্ত না বুঝিয়ে করে দ্বন্দ্ব।
কেহ বলে, মোর কালী ব্রহ্ম, কেহ বলে গোবিন্দ ॥ ২
নিরাকার নিরঞ্জন যিনি ব্রহ্মময়।
পঞ্চ উপাসকে তাঁরে অন্তে প্রাপ্ত হয় ॥ ৩
ভ্রান্ত বিকার দেয় যত জীবে কুমন্ত্রণা।
যেমন পঙ্গুতে পঙ্গুতে যুদ্ধ উভয়ে যন্ত্রণা ॥ ৪
কেহ ভাবে কৃষ্ণকে পর, কারো পর, তারা।
যেমন আপন আপন দল বেঁধে কুটুম্বিতে করা ॥ ৫
বেদ-উক্তি,—ভেদ-জ্ঞানীর মুক্তি কভু নাস্তি।
ভেদ-জ্ঞানে ব্যাসদেবের কাশীতে হয় শাস্তি ॥ ৬
শক্তি-উপাসক হ'য়ে কৃষ্ণে ভাবে অন্য।
শক্তির কি আছে শক্তি তার মুক্তির জন্য? ॥ ৭

কৃষ্ণ-পদ ভাবিয়ে দুর্গাকে ভাবে ভিন।
তাহারে নিদয় কৃষ্ণ হন চিরদিন॥ ৮

নাই গোঁড়ায় খুটি নাস্তি করে ভিন্ন কালী কালা।
গোঁড়াদের সব গোড়া কাটি আগায় জল ঢালা॥ ৯

তুলসী তুলিতে ভক্তি. বিল্বপত্র বিষ।
রুষ্ট বই, তুষ্ট তায় হন না জগদীশ॥ ১০

ত্রৈলোক্য-তারিণী যার কন্যা ঘরে সতী।
যে দক্ষের যজ্ঞে এলেন ব্রহ্মা আর শ্রীপতি॥ ১১

ভাবি শিবকে পর সেই দক্ষের ছাগমুণ্ড তুণ্ডে।
ভূতে আসি প্রস্রাব করিল যজ্ঞকুণ্ডে॥ ১২

রুদ্র-কোপে ক্ষুদ্র হয় দক্ষ প্রজাপতি।
যত ক্ষুদ্র জীব গোঁড়া,
এদের কি হইবে গতি॥? ১৩

উভয়ের মন! তোরে মন্ত্রণা আমি বলি।
অভেদ শিব রামায়, যা রাধা সা কালী॥ ১৪

শুনি বাক্য গুরু-বাক্য করয়ে প্রামাণ্য।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, না ভাবিও ভিন্ন॥ ১৫

সুরট—যৎ।

মন! ভাবরে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক,—ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা ভব-উক্তি, ভবে মুক্তি পায় তারা॥
ওরে ভ্রান্ত মন! শুন্ তো বলি, বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ-রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রাম-রূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গা রূপে ত্রিধারা॥ (ক)

বাগ্‌বাজারের এক বৈরাগীর বৃত্তান্ত।

এক বৈরাগীর বৃত্তান্ত বলি, ছিল বাগ্‌বাজারে।
যেখানেতে মদনমোহন, গোকুল মিত্রের ঘরে॥ ১৬
নাম তার নিমাই দাস গৌর-পরায়ণ।
মদনমোহনের বাটীতে করে হরিসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৭
এক দিন বৈকালে, বেশ করে বেস, বেওয়া তার বলি।
নাসায় পরে রমণীর কুলনাশা রসকলী॥ ১৮
রঙ্গে পরে অঙ্গেতে ত্রিভঙ্গ-নামাবলি।
মুখে বলে মন! মনুয়া বল রে গৌর বুলি॥ ১৯

ললাটেতে হরিমন্দিরে শোভে তিলক মাটি।
করে করে কর-মালা, কপ্নি-আঁটা কটি ॥ ২০
সর্ব্বাঙ্গে নামের ছাবা, গলায় তুলসী।
এক দৃষ্টে দেখে রূপ প্রেমমণি সেবাদাসী ॥ ২১
বলে, প্রভু! কিবা রূপ তুমি প্রেম-দাতা।
কৃপা কর রমণীরে, চরণে দেই মাথা ॥ ২২
তুমি শ্রীরূপ সনাতন, তুমি মোর নিমাই।
তুমি মোর অদ্বৈত প্রভু, চৈতন্য গোসাঞি ॥ ২৩
তখন সেবাদাসীকে কৃপা করি, গাঁজায় দিয়ে টান।
বাহিরে গিয়ে বাবাজী করে, গৌর-গুণ গান ॥ ২৪

খাম্বাজ—খেমটা।

যদি ভজ্‌বি সোণার বরণ গৌরাঙ্গ।
ছাড় রঙ্গ, পর কৌপিন কর কি মন! করে কর করঙ্গ
মন! তোরে পন্থা বলি, কর সার কন্থা-ঝুলি,
কর হালীকে বেহাল ছাড়া হালি,
দেখে দুঃখের তরঙ্গ ॥ (খ)

এক শাক্তের কালীঘাট-যাত্রা,—পথে বাগ্‌বাজারের বৈরাগীর মুখে গৌর-গুণ-গান শ্রবণ,— গৌর-গুণ-গান শ্রবণে, শাক্ত মহা-বিরক্ত,—বৈরাগীকে ভৎর্সনা।

সেই পথে এক শাক্ত যান, কালী-নামে তুলি তান,
কালীঘাট-গমনে করি ঘটা।
রক্তবস্ত্র পরনে শোভা, দুই কাণে দুই রক্তজবা,
রক্তচন্দনের পরে ফোঁটা॥ ২৫
রক্তচক্ষু প্রেমে উতলা, গলায় রক্তজবার মালা,
গমন হতেছে অবিলম্বে।
মুখে ঘন ঘন বাণী, জয় কালী কাল-বারিণি!
তুমি গো মা জয় জগদম্বে!॥ ২৬
বৈরাগী করে গৌর-গান, শাক্তের তাতে গেল কাণ,
হাস্যমুখে কয় করি ঘটা।
ত্যজে শঙ্করী কালীকে, গান পাও নাই আর মুলুকে,
হতভাগা নির্ব্বংশের বেটা!॥ ২৭
জ্ঞান নাই তোর পূর্ব্বোত্তর। সংসার মায়ের পুত্র,
ভণ্ড নেড়া! পণ্ডশ্রম রাখ রে।
মা বিনে সন্তান-স্নেহ, অন্যেতে জানে না কেহ,
জয় নিবিতো জয়কালীকে ডাক রে॥ ২৮

কালী-ধ্যান কর্ চিত্তে, চল্ কালীঘাট তীর্থে,
কালের অধিকার নাই কালবারিণীর রাজ্যে।
হইবে কপাল জোর, কপাল ফিরাবে তোর,
কপালমালিকা কালভার্য্যে ॥ ২৯
মরণ হবে আজি কালি, বল ভাই! কালী কালী,
কালী-চিন্তে মনের কালি যায় রে।
জন্ম বিফল্ যায় কেনে? দেহকে দেহ দক্ষিণে,
দক্ষিণাকালিকা মায়ের পায় রে ॥ ৩০
ভজ শক্তি,—হবে মুক্তি, শক্তি মূল,—শিবের উক্তি,
দেহ আদ্যাশক্তির দোহাই রে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, তারা-ধন-আরাধন,
মুক্তকেশী বিনা মুক্তি নাই রে ॥ ৩১
ভদ্রলোকের কথা শুন, কর ভদ্র আচরণ,
ভদ্রতা হইবে তব কর্ম্মে।
জন্ম সার্থক করেন তারা, জন্মমৃত্যুহরা তারা,—
চরণে যাদের ভক্তি জন্মে ॥ ৩২

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাব্‌লিনে ভাই! শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
ভাল ব্যাপার, কর্‌লি এবার, ভবের হাটে উঠি ॥

ভবে জন্ম আর কি হতো ? জলে জল মিশায়ে যেতো,
মনে ভাব্‌লে তারাজগত, তারা মা দিত তোয় ছুটী।
মায়ের চরণ ভাব্‌লে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস্ ঘরে,
ও তুই ঘর না বুঝে বস্‌তে পেরে,
কাঁচালি পাকা ঘুঁটি॥ (গ)

শাক্তের ভং সনা-বাক্যে বৈরাগীর উত্তর।
বৈরাগী কর্তৃক নারায়ণের এবং শাক্ত কর্তৃক শ্যামা-শক্তির প্রাধান্য বর্ণনা

বৈরাগী কহিছে রাগী তুইত নহিস্ গণ্য।
করেছেন চৈতন্য প্রভু তোরে অচৈতন্য॥ ৩৩
শ্রীগৌরাঙ্গ,—তাঁরে ব্যঙ্গ, হাঁরে জ্ঞানশূন্য !
বেদ-বিধির অগোচর নদীয়ায় অবতীর্ণ॥ ৩৪
অবতার অসঙ্খ্যেয় সর্ব্বশাস্ত্রে ধরি।
কলিযুগে চৈতন্য রূপে জন্মেন শ্রীহরি॥ ৩৫
যত ভণ্ডজ্ঞানী গণ্ডমূর্খ কাণ্ডজ্ঞান-হীন।
শচীর নন্দনে ভাবে ব্রহ্মভাবে ভিন॥ ৩৬
বিষ্ণুর অনন্ত মায়া কে বুঝিবে মর্ম্ম।
সিদ্ধিরস্তু পড়ি কোথা, সিদ্ধি হবে কর্ম্ম॥ ৩৭
শাক্ত বলে, থাক্ ত আর ত্যক্ত করিস্ কেনে ?
তোদের গৌর-ভক্ত আছে উক্ত বেদ-পুরাণে॥ ৩৮

মায়ের পুত্র ভগবান্ আগমের উক্ত।
চৈতন্য তোদের সেই ভগবানের ভক্ত॥ ৩৯
তাতে গৌর ত মায়ের পৌত্র হন—কে করে তার খোঁজ।
আমার শ্যামা মায়ের কাছে আগে,
তোদের কৃষ্ণকে লয়ে বোঝ॥ ৪০
বৈরাগী কয়, বেদের উক্তি শুন রে মূঢ় ব্যক্তি।
বিষ্ণুর অঙ্গ হ'তে সৃষ্টি-জন্য হন শক্তি॥ ৪১
সর্ব্ব দেবের প্রধান গোলোকে ভগবান্।
সমান সম্মান কোথা বিষ্ণু-বিদ্যমান॥ ৪২
বিষ্ণুকে ভাবিয়া পর ভাবিস্ তারা তারা।
শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের চাঁদ চাঁদের কাছে কি তারা!॥ ৪৩
তুই ভাবিস্,—
শক্তি ভিন্ন মুক্তি দেওয়া নয় অন্যের কর্ম্ম।
মুক্তির কারণ অন্তে নাম নারায়ণ ব্রহ্ম॥ ৪৪
শাক্ত বলে, ব্যক্ত করি, বলি তোরে শুন।
যে নিমিত্তে ডাকে লোকে অন্তে নারায়ণ॥ ৪৫
মা আমার ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্রী, গিরি-রাজার মেয়ে।
নারায়ণকে রেখেছেন তিনি ভব-সমুদ্রের নেয়ে॥ ৪৬
বুঝ্‌তে নারিস্,—রাজা কখন ঘাটে বসি থাকে।
ভবের ঘাটে গিয়ে জীব, কাণ্ডারীকে ডাকে॥ ৪৭

নারায়ণ কাণ্ডারী দ্বারা জীবে পার পায়।
পার হ'য়ে সব মায়ের ছেলে, মায়ের কাছে যায় ॥ ৪৮
উচিত বল্লাম, ইথে কৃষ্ণ হন হবেন বাম।
আমি সাঁতারে যাব, ভব-সমুদ্র বলি দুর্গানাম ॥ ৪৯
বৈষ্ণব কহিছে, শুন রে মূর্খ! বামাচারী।
তোদের শ্যামা রাজা,—
শ্যাম কি আমার সামান্য কাণ্ডারী? ॥ ৫০
ভবের ঘাটে কৃষ্ণকে যদি, তোর ভবানী রাখ্ত।
তবে কৃষ্ণ থাকিতেন ধরি হালি, কাষ্ঠতরি থাকৃত ॥ ৫১
নায়ে, থাকৃত হালি থাকৃত পালি, থাকৃত দুজন দাঁড়ী।
কখন খেয়া বন্ধ হৈত, হ'লে তুফান ঝড়ি ॥ ৫২
যদি দুর্গার আজ্ঞায় কৃষ্ণ ভবের কাণ্ডারী।
তবে তাঁর চরণ-আশ্রিত কেন ব্রহ্মা ত্রিপুরারী? ॥ ৫৩

খট্‌ভৈরবী—পোস্তা।

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কে আছে এমন নেয়ে।
ভবে পার করেন হরি রাঙ্গা চরণতরী দিয়ে ॥
তরণীর এমনি গুণ, নাস্তি পাল নাস্তি গুণ,
পার করেন নিজ গুণে, নির্গুণেরে সদয় হ'য়ে ॥ (ঘ)

পুনর্ব্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের আগে।
তুই কুল পাবি নে, অকূল ভবে গোকুলচন্দ্রের রাগে ॥ ৫৪
বল্‌লি সাঁতারে যাব ভব, সমুদ্র-কিনারা কোথা পাবি ?
অকুল তরঙ্গে প'ড়ে খাবি কেবল খাবি ॥ ৫৫
শাক্ত বলে, ভক্তি যদি থাকে আমার শক্তি-পদোপান্তে।
কার শক্তি ডুবায় হেলায় মুক্তি পাব অন্তে ॥ ৫৬
কৃষ্ণ যদি কৃপা করি, না রাখেন সঙ্কটে।
তারিণীর পদতরণী আমার আছে ভবের ঘাটে ॥ ৫৭
ভবপারের ভাবনা কি, যে ভবরাণীকে ভজে।
সুপ্রিমকোটে ডিক্রী হ'লে কি করিবে জেলার জজে ? ॥৫৮
মা সদয় থাক্‌লে, আমি লজ্যে ভব তরিব।
না হয় মাকে বলি, ভবসমুদ্রের পুলবন্ধি করিব ॥ ৫৯
বৈষ্ণব করিছে উক্তি, প্রধানা তুই বল্‌লি শক্তি,
ভক্তিহীন হতভাগ্য !
বিষ্ণুর আগমন ভিন্ন, কোন্ কর্ম্ম হয় সম্পন্ন,
দুর্গা পূজা আদি যাগযজ্ঞ ? ॥ ৬০
বিষ্ণুরে করি স্মরণ, অগ্রে করে আচমন,
সাঙ্গ ক্রিয়া কৃষ্ণে সমাপন।
স্নান দান ধ্যান পুণ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্য,
সঙ্কল্প করয়ে জগজ্জন ॥ ৬১

বিষ্ণু সর্ব্ব-দেবের প্রধান, কেমন,—

নরের প্রধান যে জন ধনী, বাদ্যের প্রধান শঙ্খের ধ্বনি,
নদীর প্রধান সুরধুনী,
স্বরের প্রধান কোকিলের ধ্বনি, মুনির প্রধান নারদ মুনি,
গ্রহের প্রধান দিনমণি,
খলের প্রধান রাহু শনি, যোগের প্রধান মণিকাঞ্চনী,
কামিনীর প্রধান পদ্মিনী,
জ্ঞানীর প্রধান তত্ত্বজ্ঞানী,দেবতার প্রধান চক্রপাণি ॥ ৬২
বিষ্ণু সর্ব্ব-দেবময়, সর্ব্ব দেবের পূজ্য হয়,
জল দিলে বিষ্ণুর মস্তকে ।
যেমন ব্রাহ্মণবাটী দিলে সিধা, কোন জাতির হয় না দ্বিধা,
ছত্রিশ বর্ণ খায় অন্ন সুখে ॥ ৬৩
জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, দেবের মধ্যে তেমন কৃষ্ণ,
সর্ব্ব শাস্ত্রে যেমন বেদধ্বনি ।
যতন করিয়া তায়, যোগেন্দ্র না ধ্যানে পায়,
তুই কি চিন্‌বি কি ধন চিন্তামণি ? ॥ ৬৪

খাম্বাজ—যৎ।

নন্দের নন্দন, চিন্তামণি কি ধন, চিন্‌তে পার্‌লি নে।
যাঁরে চিন্তিলে যায়, ভব-চিন্তা, তাঁরে চিন্তা কর্‌লি নে ॥

ভবে জন্ম তোর অনিত্য, ওরে তু'লে তুই তুলসীপত্র,-
জন্মে শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণারবিন্দে দিলি নে।
কি কুদিনে ভবে এলি, কুসঙ্গে দিন হারালি,
দীনবন্ধু নামটী একবার দিনান্তরে বল্‌লি নে॥ (৬)

দেবগণের মধ্যে শ্রীহরি ডাকমুন্সী ;—শ্যামা মা ব্রহ্মাণ্ডের রাজা।

শাক্ত বলে জানি মূল, বিষ্ণুর মাথায় দিয়ে ফুল,
সকলে হ'য়ে অনুকূল করেন গ্রহণ।
যেমন ডাকমুন্সী পেলে চিঠী, পৌছে দেয় বাটী বাটী,
দেবের মধ্যে সেই কাজটী, করেন নারায়ণ॥ ৬৫
চণ্ডী আর গজানন, প্রজাপতি পঞ্চানন,
সরস্বতী কি তপন, ষষ্ঠী কি মনসা।
বিষ্ণু এদের যন্ত্র হ'য়ে, নিজ শিরে পুষ্প ল'য়ে,
স্থানে স্থানে দেন ব'য়ে এই ত হরির দশা!॥ ৬৬
যদি নিজে শিরে পুষ্প ধরি, অন্য দেবকে দেন হরি,
তবে তারে কেমনে ধরি, বলি প্রধান প্রভু।
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, ব্রহ্মা আদি মায়ের প্রজা,
সে কি বয় অন্যের বোঝা, মাথায় করি কভু?॥ ৬৭
তিনি জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, ত্রিভুবন-জন-কর্ত্রী
সংসার আজ্ঞানুবর্ত্তী, জানবি কি বৈরাগ্য!।

নামটী তাঁর ভবতারা, ভবজননী ভবদারা,—
পায় পুষ্প তাঁর দ্বারা, হেন কার ভাগ্য ? ॥ ৬৮
আছে কার এমন সামগ্রী, দিয়ে ক্ষান্ত করে আশা।
সপ্ত সাগর করে পান, কার এত পিপাসা ? ॥ ৬৯
সুমেরুকে ক্ষুদ্র করে, কার বা এমন বুদ্ধি।
ব্রহ্ম-নিরূপণ করে, কার বা এমন শুদ্ধি ? ॥ ৭০
কাঁণ কাটিলে করে না রাগ, কার এমন বৈরাগ্য।
দুর্গা নামে যায় না দুঃখ কার এমন দুর্ভাগ্য ? ॥ ৭১
গর্ভের কথা পড়ে মনে কার বা এমন মন ।
কার বা হেন শক্তি, খণ্ডে কপালের লিখন ? ॥ ৭২
কার এমন সামগ্রী আছে, দামোদরের ক্ষুধা হরে।
কার এমন ঔষধি ব্রহ্মশাপে মুক্ত করে ? ॥ ৭৩
শ্যামের বাঁশী নিন্দা করে, কার এমন সুরব।
দেহ ধারণে হয় না দুঃখ, কার এত গৌরব ? ॥ ৭৪
হেন ভাগ্য কে ধরে, ভাই! এতিন ভুবনে ?
আমার শ্যামা মা পুষ্প ল'য়ে, দিবে অন্য জনে ॥ ৭৫

গীত।

হেন ভাগ্য কে ধরে রে সে ফুল কি অন্যে পায়।
যে পুষ্প পড়েছে আমার, শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায় ॥

দিয়ে জবা শতদল, আশ্রিত সব দেবদল,
ব্রহ্মা দিয়ে বিল্বদল, ব্রহ্মময়ী-পদে বিকায় ॥ (চ)

রামনামের মত কোমল নাম আর নাই।

পুনর্ব্বার বৈষ্ণব কহিছে শাক্তের কাছে।
তোদের শক্তিতন্ত্রে আদ্যাশক্তির বহু নাম ত আছে ॥ ৭৬
কালী দুর্গা কৌমারী কল্যাণী কাত্যায়নী।
ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী ভৈরবী ভবানী ॥ ৭৭
মনে বুঝ রে মনের কথা, বলি তোর নিকটে।
আমাদের রাম নামটী কেমন কোমল নাম বটে ॥ ৭৮
অতুল্য তুলনা রাম-নামে, দেখি নে তার তুল্য।
শুনিলে রামের কোমল নাম, হৃদয়কমল প্রফুল্ল ॥ ৭৯
কোন বিপদ্‌গ্রস্ত ভয়যুক্ত হয় যদি কেহ।
মুখেতে বলিলে রাম, আরাম হয় দেহ ॥ ৮০
সকল নাম অপেক্ষা রাম নাম অগ্রগণ্য।
রাম রাম নাম বলিয়ে, বাল্মীকি যাতে ধন্য ॥ ৮১
রাম নামামৃত পান, যে করে রসনায়।
সে কি আর খাদ্য ব'লে, সুধায় সুধায় ? ॥ ৮২
শঙ্কর জপেন রাম-নামটী অবিশ্রাম।
অতএব নাই রে! আমার রাম তুল্য নাম ॥ ৮৩

রাম-নাম দুই অক্ষরে কত গুণ ধরে।
বর্ণিতে না পারে গুণ, ব্রহ্মা আর শঙ্করে ॥ ৮৪
আমি নির্গুণ হইয়ে গুণ বলি কিছু শুন।
কাষ্ঠবিড়ালীর যেমন সাগর বন্ধন ॥ ৮৫

রা'এর গুণ কি।—

রাগ যায়, বিরাগ যায়, অনুরাগ বাড়ে।
রাম নামে রাগ তুলিলে, রাশি রাশি পাপ ছাড়ে ॥ ৮৬
রাগ করি রাহু পলায়, রহে না দেহেতে।
রাখাল হ'য়ে, যম রাস্তা করেন মুক্তিপথে ॥ ৮৭
যায় রাজ-ভয় রাক্ষস-ভয়, রাজী তায় দেবগণে।
রাম তারে রাখেন তদা রাতুল চরণে ॥ ৮৮

ম'এর গুণ কি।—

মজিয়ে মধু-সাগরে মহানন্দ মনে।
মন্দের সম্বন্ধ নাই মঙ্গল মরণে ॥ ৮৯
মনে করিলেই, মণিমন্দিরে মোক্ষ পদ লভে।
মক্ষিকার মত, মত্ত মাতঙ্গেরে ভাবে ॥ ৯০
মহেশের মস্তক হৈতে এসেন মরণ-কালে।
মুক্তি দেন মন্দাকিনী মম পুত্র ব'লে ॥ ৯১

অতএব রামের তুল্য আর নাম নাই,—কেমন?

পরমাণু-তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক তুল্য মূর্খ, ভিক্ষা তুল্য দুঃখ
সাধন তুল্য কর্ম্ম, দয়া তুল্য ধর্ম্ম, মানব তুল্য জন্ম।
মাহেন্দ্র তুল্য যোগ, স্বর্গ তুল্য ভোগ, কুষ্ঠতুল্য রোগ।
পূর্ণিমা তুল্য রাতি, ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি।
মৃদঙ্গ তুল্য বাদ্য, ঘৃত তুল্য খাদ্য।
বাসুকি তুল্য ফণী, কোকিল তুল্য ধ্বনি।
দৈব তুল্য বল, আম্র তুল্য ফল, গঙ্গা তুল্য জল।
দূর্ব্বা তুল্য ঘাস, অগ্রহায়ণ তুল্য মাস।
সর্ব্বস্ব তুল্য পণ, বিদ্যা তুল্য ধন।
দাতা তুল্য যশ, গান তুল্য রস,
উদ্ধার তুল্য জয়, মরণ তুল্য ভয়।
বট তুল্য ছায়া, সন্তান তুল্য মায়া, কার্ত্তিক তুল্য কায়া।
গোলক তুল্য ধাম, রামের তুল্য নাম॥ ৯২

———

ঝিঁঝিট—যৎ।

মরি রে, রাম কোমল নামটী যে জন লয়।
রাম তারকব্রহ্ম নামের ধর্ম্মে, ভবে জন্ম তার কি হয়॥
চরণের গুণ তুলনা, পাষাণ মানব কাষ্ঠ সোণা, হায় রে!-
ভাসে নামের গুণে জলে শীলে, বন-পশু বন্দী রয়॥ (ছ)

দুর্গানামের অনন্ত গুণ।

শুনি রাম-নামের ব্যাখ্যা, শাক্ত হেসে কয়।
দূর হ রে দুর্ভাগ্য দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়! ॥ ৯৩
তুই রাম-নাম দুই অক্ষরের গুণ বর্ত্তে দিলি।
আমি দু অক্ষরের গুণ বল্‌তে পারি নে যৎকিঞ্চিৎ বলি ॥৯৪
যে জন যতনে দুর্গা দুঃশরণ করে।
দুর্গতি দুর্ম্মতি দুরদৃষ্ট যায় দূরে ॥ ৯৫
দুর্গতি পাইলে হয় দুর্গতি দূরস্থ।
দুই ভুজ মানবের বাড়ে দুই হস্ত ॥ ৯৬
দূরে পলায়, দুরন্ত কৃতান্ত-দূতগণে।
দুর্গতিদলনী দুর্গার দু অক্ষরের গুণে ॥ ৯৭
তুই ত রাম-নাম, কোমল নাম, বল্‌লি মনের সুখে।
কোমল নাম হৈলে কেন, বেরয় না শিশুর মুখে ॥ ৯৮
পঞ্চ বৎসর পর্য্যন্ত করে আম আম।
কোমল কিসে, রাম তুল্য নাই রে কঠিন নাম ॥ ৯৯
কেহ চিরকাল পর্য্যন্ত, আম আম করে দেখ্‌তে পাই।
রস নাইক রাম নামে, খুব যশ আছে রে ভাই! ॥ ১০০
বিবেচনা করিলে ত্রিজগতে তুল্য নাই।
আমার যেমন শ্যামা মায়ের কোমল নামটি ভাই। ॥ ১০১

খাম্বাজ—যৎ।

শ্যামা মার কি নামটী কোমল বলি ডাকে রে।
অতি দুগ্ধপোষ্য বালক, আগে মা বলিয়ে ডাকে রে॥
কমলে কি তার উপমা,—নীলকমল-বরণী শ্যামা,
শঙ্কর যার চরণকমল, হৃৎকমলে রাখে রে।
বসতি কমলাসনে, কালীদহে কমল-বনে,
কমলে কামিনী যাকে, শ্রীমন্ত যায় দেখে রে॥ (জ)

শাক্ত কালীঘাটে আসিয়া দেখিতেছেন,—তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা মা বৃন্দাবনবিহারী শ্যাম-রূপে বিরাজিত, শাক্ত,—ভাবে গদগদ।

উভয়েতে দ্বন্দ্ব করি উভয়ে পরাভব।
উভয় পক্ষে উষ্মা হলো উভয়ে নীরব॥ ১০২
দুঃখে দোঁহার চক্ষে ধারা, মন-অভিমানে।
উভয়ে চলিল, উভয় ইষ্ট-বিদ্যমানে॥ ১০৩
উভয়ে চৈতন্য দেন উভয়ের ইষ্ট।
কৃষ্ণ হয়েছেন কালীরূপ, কালী হয়েছেন কৃষ্ণ॥ ১০৪
কালী কালী বলি শাক্ত, কালীঘাটেতে আসি।
দেখেন শ্যাম-রূপ হয়েছেন শ্যামা শঙ্কর-মহিষী॥ ১০৫
অর্দ্ধশশী ছিল ভালে, সে শশী পড়েছে খসি।
চরণের বিল্বদল হয়েছে তুলসী॥ ১০৬

ত্যজে শবাসনা শ্যামা পঙ্কজনিবাসী।
মুণ্ডমালা বনমালা, অসি হয়েছে বাঁশী ॥ ১০৭
ভাবে গদগদ শাক্ত নিকটেতে আসি।
জিজ্ঞাসেন যুগ্মকরে চক্ষু-জলে ভাসি ॥ ১০৮

ঝিঁঝিট—যৎ।

মা! তোর একি ভাব গো ভবদারা!
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগম্বরী,
কি ভাবে আজ পীত বসন কেন পরি,
হ'লে বংশীধারী, ব্রজনারীর মনচোরা॥
কোথা লুকাইলে বল গো মা!
সে রূপ তোর গো শঙ্কররাণী শ্যামা!
অসিতবরণী মুক্তকেশী অসিধরা॥ (ঝ)

বৈরাগী বিষ্ণু-মন্দিরে আসিয়া দেখিতেছেন,—তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীহরি শ্যা
শ্যামারূপে বিরাজিত;—বৈরাগীও,—ভাবে গদগদ।

বৈষ্ণব আসিয়ে বিষ্ণু-মন্দিরের মাঝে।
দেখে, শ্যামা-রূপে শবোপরে কেশব বিরাজে॥ ১০৯
তুলসী হয়েছে বিল্বদল পদাম্বুজে।
বাঁশী ত্যজি অসি মুণ্ড ধরেছেন ভুজে॥ ১১০

কায়া হৈতে পীতাম্বর পীতাম্বর ত্য'জে।
হয়েছেন দিগম্বরী, বিদায় দিয়ে লাজে॥ ১১১
অলকা তিলকা ভালে অর্দ্ধচন্দ্র সাজে।
ধটী গিয়ে কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে॥ ১১২
চূড়া-শিরে যে রূপ হেরে ব্রজ-গোপী মজে।
কালোশশী এলোকেশী হয়েছেন অব্যাজে॥ ১১৩
কিছু চিহ্ন নাই, মূর্ত্তি বৈষ্ণব যা ভজে।
অপরূপ দেখিয়ে জিজ্ঞাসিছে ব্রজরাজে॥ ১১৪

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

ওহে হরি! কি রূপ ধরিলে।
ত্যজে পদ্মাসন, মদনমোহন! মদনান্তক-হৃদে দাঁড়ালে॥
কেন হরি! পীতবাস পরিহরি,
কি ভাব, সে ভাব পাসরি,
গোলোকের ঈশ্বরী! কোথা সে কিশোরী,
মোহন বাঁশরী কোথায় লুকালে॥ (ঐ)

কালী-কৃষ্ণ অভেদ।

কালী কৃষ্ণ অভেদ-আত্মা হৈল জ্ঞানোদয়।
উভয়ে হইল অতি আনন্দ-হৃদয়॥ ১১৫

বন্ধু সনে বিবাদ কি জন্যে হায় হায়।
সেই পথে উভয়ে আইল পুনরায়॥ ১১৬
উভয়ে উভয়ে হেরি মগ্ন প্রেমভরে।
কৃষ্ণ-কালী তুল্য বলি কোলাকুলি করে॥ ১১৭

সুরট—যৎ

মন! ভাব রে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক,—ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা ভব-উক্তি, ভবে মুক্তি পায় তারা॥
তাদের উভয়ে হইল ঐক্য, দু'জনে করি সখ্য,
বলিছে প্রেমবাক্য, নয়নে বহিছে ধারা।
গেল ধন্দ গেল দ্বন্দ্ব, দূরে গেল মন-সন্ধ,
জানিল যে শ্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভবদারা॥
ওরে ভ্রান্ত মন! শুন্‌তো বলি, বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ-রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রামরূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গা-রূপে ত্রিধারা॥ (ট)

বিধবা-বিবাহ।

কলিকাতা সহরে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আইন উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন।

বিধবার বিবাহ-কথা, কলির প্রধান কলিকাতা,—
নগরে উঠেছে এই রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ, ক্রমে দেখ্‌ছি বলবান্‌,
হবার কথা হয়ে উঠ্‌ছে সব॥ ১
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর, তাতে আবার কোম্পানীর,-
হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক॥ ২
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নি সেটা।
তারা ক'র্‌লে অর্ডার, জেতে করে অর্ডার,
চটুকে বুদ্ধি আট্‌কে রাখিবে কেটা?॥ ৩
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম-বৃদ্ধি প্রজা-বৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হ'লে পরে।

বিধবা করে গর্ভ-পাত, অমঙ্গল উৎপাত,
এতে রাজার রাজ্যে হ'তে পারে ॥ ৪
হিন্দু-ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না ব'লে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিক্‌বে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত ॥ ৫

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা—ইহা ঈশ্বরের কার্য্য।
সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে ॥
রাজ-আজ্ঞায় দূতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রসি দিয়ে ফেলে অন্ধকূপে,
তা ব'লে দূতে কখন, দূষী হয় সেই পাপে ॥
কি আর ভাব সকলেতে, হবে যেতে জেতে হ'তে,
জাত-অভিমান সাগরে দাও সঁপে ॥
এক ধর্ম্ম প্রায় আগত, ভারত আদি পুরাণ-মত,
ভারতে চলিবে না কোনরূপে,
যখন করেছে এ ভারত অধিকার কলি-ভূপে ॥ (ক)

বিধবা-বিবাহের কথায় শান্তিপুরে এক রমণীর ভারি আনন্দ।

উঠেছে কথা রটেছে দেশ, কারু ইহাতে বড় দ্বেষ,
কারু ইহাতে সন্দেশ বিশেষ।
কেউ বলিছেন হউক হউক, কেউ বলিছেন নিষেধ রউক,
কেউ বলিছেন,—হয় না কেন বেস॥ ৬

বাল্যকালে মরেছে পতি, বিধবা নারী যত যুবতী,
তাদের গাটা শিউরে উঠেছে শুনে।
সুধাচ্ছে কথা ফিরে ফিরে, সিন্নি মেনে সত্যপীরে,
সত্য হবে এ কথা যে দিনে॥ ৭

এ কথাতে যার মতি, যে করিবে অনুমতি,
সবংশে সে জন সুখে থাকুক।
প্রতিবাদী যে এ কথায়, বজ্র পড়ুক তার মাথায়,
সে কুবংশ নির্ব্বংশ হউক॥ ৮

ফিরে বিবাহ দিবার, বিপদ-শান্তি বিধবার,
শান্তিপুরে যে দিন রটিল।
যত বিধবা যুবতীরে, স্নান করে সব গঙ্গা-তীরে,
এক যুবতী কহিতে লাগিল॥ ৯

দিদি গো। শুন শুন বাণী, বড় দুঃখ দিলেন ভবানী,
দশ বৎসরে হয়েছিল বিয়ে।

একাদশে মরেছে পতি, একাদশীতে হয়েছি ব্রতী,
বিশে বিশে চল্লিশ গেল ব’য়ে॥ ১০
যত মূর্খ লোকে দুঃখ দিলে, অবলার প্রাণ বধিলে,
সূক্ষ্ম বিচার কেউ তো করে নাই।
যাজন করিতে ধর্ম্ম-পথ, চ’ল্‌বে পরাশরের মত,
আজি যে আমরা শুনিতে পেলাম তাই॥ ১১
গুণের মুনি পরাশর, যার কথাতে বিচ্ছেদ-শর,
ভুগিতে হয় না প্রাণেশ্বর ম’লে।
দিদি গো! এই কলিতে, যে ধর্ম্মে হয় চলিতে,
ব্যবস্থা দিয়াছেন তিনি ব’লে॥ ১২
নষ্ট ক্লীব কিম্বা মৃত, অথবা পতি পতিত,
উদাসীন এই পঞ্চ যদি।
বচন আছে মুনির, হইয়াছে যে রমণীর,—
পুন বিবাহ করিতে তার বিধি॥ ১৩
বলেছেন এ সব পরাশর, আগে ইহা শুনিলে পর,
পরের তরে এত সই পরাণে?
অধ্যয়ন করেছে যারা, এ সব তত্ত্ব জানে তারা,
পোড়াকপালেরা পোড়ালে জেনে শুনে॥ ১৪

বাগেশ্বরী-বাহার—একতালা।

বিবাহ করিতে দিদি! আছে বিধবাদের বিধি ॥
মরুক দেশের পোড়া-কপালে, সকলে,
কথা ছাপিয়ে রাখে হ'য়ে বাদী ॥
আমাদিগকে দিতে নাগর,
এলেন গুণের সাগর বিদ্যাসাগর,
বিধবা পার কর্‌তে তরির গুণ ধরেছেন গুণনিধি ॥
কতকগুলো অধার্ম্মিকে, বিপক্ষ বিধবার দিকে,
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়,
ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে,নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,—
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি ॥ (খ)

হিন্দু-নারীর পক্ষে বৈধব্য-রোগ বড় রোগ,—
এমন বৈধব্যজ্বালা আর কোন দেশে কোন রমণীর নাই।

এ দেশে ল'য়ে জন্ম সই! যে জ্বালা জন্ম সই,
আছি যে ক'রে জানাই।
দেশ ত দিদি! আছে সকল, নারীর মধ্যে যেমন গোল,
এ দেশে যেমন বিধি—
এমন বিধি আর কোন দেশে নাই ॥ ১৫

আছে রাজ্য উৎকল, পতি ম'লে প্রাণ বিকল,—
হয় না—এমন প্রায় উপায় আছে।
সদয় আছেন দিগম্বর, বর ম'লে বর পায় দেবর,
দেবীর বর সকল দেশেই আছে॥ ১৬
ইংলণ্ড-দেশে সজনি! হদ্দ সুখ পদ্মযোনি,—
দিয়াছেন রমণীর প্রতি।
যত দিন থাকে কান্ত, ঐ কান্তে ঐকান্ত,—
ক'রে কাল কাটায় যুবতী॥ ১৭
রোগে কিম্বা সমরে, যদি সেই পতি মরে,
পুত্র যদি থাকেন পৃথিবীতে।
মরি! কি আশ্চর্য্য পুত্র, পুত্র খুঁজে লগ্নপত্র,—
ক'রে যায় জননীর বিয়ে দিতে॥ ১৮
ভারতবর্ষ এই দেশে, আমরা যেমন বিধির দ্বেষে,—
পড়েছি সই! অন্য জেতে নয় ত এত।
হত প্রাণে হত মানে!—অন্য জেতে এত কি মানে?
এত গোল যোগল মানে না ত॥ ১৯
কি ছার রোগ শূল কাস, তাতে আছে ত অবকাশ,
কাসে কেবল নাশে জানি পরাণী।
এই যে মরণান্ত ভোগ, বৈধব্য যেমন রোগ,
এমন রোগ কোন্ রোগ লো ধনি!॥ ২০

দিদি লো! এ যেমন অসাধ্য রোগ,
তেমনি কিন্তু চিকিৎসক,
শচী-গর্ভে জন্মেছে এক ছেলে।
নামটী তার গৌরহরি,　বিধবার ধন্বন্তরি,
কত লোকের জ্বর ছাড়িয়ে দিলে॥ ২১

কতকগুলি নেড়া-নেড়ীরও বিবাহে কত সুখ!—

সুরট,—কাওয়ালী

আ মরি! কি দয়াময় গৌরাঙ্গ।
নাগর ম'লে এদের,—বয় না নেড়ীদের,—
অমনি জোটে নেড়া,
কমল ছাড়া হয় না কভু ভৃঙ্গ॥
আমাদের সব অভাগারা, কালী কালী বলে এরা,
গৌরকে সর্ব্বদা করে ব্যঙ্গ॥
নইলে পেতে ফাঁদ, ধরিতাম ন'দের চাঁদ,
ঘরে হ'তে পদ বাড়াইতাম, জুড়াইতাম অঙ্গ॥
নাথ যে দিন অদর্শন, জ্বেলে বিচ্ছেদ-হুতাশন,
বসন ভুষণ গেল সঙ্গ॥
কি সুখে রয়েছি বাসে, বাসে কি আর ভালবাসে,
উপবাসে জ্ব'লে গেল অঙ্গ॥

এমন পথে ছাই, আমরা দিতে চাই,
আমি সদা মনে করি, করে ধরিতে কুরঙ্গ ॥ (গ)

বিধাতা,—পুরুষগণের উপর যেমন সদয়,
নারীগণের প্রতি তেমনই বাম।

যা হউক এখন সে কথাটা,—রটেছে যদি হয় আঁটা,
নগর মাঝে এখনি নাগর খুঁজে।
পতিত জমির দেই পাটা, বেড়ে উঠে বুকের পাটা,
দিয়ে শত্রুর বুকে পা-টা, নাচি গাঁয়ের মাঝে ॥ ২২
পূজা করি গুরুর পাটা, দিয়ে ধুতি এক পাট।,
গুরুকে এখনি বরণ করি লো দিদি!।
কালীর যদি হয় কৃপাটা, কালীকে দিব কাল পাঁটা,
বিচ্ছেদের ঘা-টা শুকায় যদি ॥ ২৩
সত্যপীরকে দিব বাটা, সাধপূর্ণ—সাধু-সেবাটা,—
ক'রে ঘটা করি নিকতনে।
পাছে কোন বদ্ লোকটা, দেয় ইহাতে বাদহাটা,
ঐ ভয়টা সদা হ'তেছে মনে ॥ ২৪
অবিচার বিধাতার, দেহে নাই ধর্ম্ম তার,
নারী পুরুষ দুই তাঁর সৃষ্টি।

বিধাতা পুরুষদিগকে, দেখেছে কি সোণার চক্ষে,
রমণীদিগে কেবল বিষদৃষ্টি ॥ ২৫
এ ত বিধির পক্ষপাত! রমণীর পক্ষে পক্ষাঘাত,
পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারি।
তুঃখ পেয়ে তুঃখ নাই বলা,তাতেই আমাদের নাম অবলা,
কিছু করিতে নারি, তাই তো নারী ॥ ২৬
গর্ভে হ'লে ছেলে প্রবেশ, রমণীর তুখের শেষ,
পুরুষের কোন ক্লেশ নাই।
বিধি আছেন পুরুষের বশে, ব'সে বাপ হ'য়ে বসে,
সেই ছেলেদের বাপের দোহাই ॥ ২৭
পরশুরাম বাপের কথা,—শুনে মায়ের কাটে মাথা,
নারীর বলিব কি আর মাথা!
বাপ থাকিতে বর্ত্তমান, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান,—
মায়ের নাই—এত বাদী বিধাতা ॥ ২৮
বিধাতা তো নারীর পক্ষ, সকল পক্ষ বিপক্ষ,
সকল সহ্য করিতাম লো দিদি!
এইটি যদি করতো ভব্য, নামটী থুতো বৈধব্য,
সমান সমান ঐটে হতো যদি ॥ ২৯

বেহাগ,—পোস্তা।

পুরুষের য'বার মরে, ত'বার বিয়ে সই !
সে সুখী আমরা কেন নই ॥
কি দোষে একহাটে চোর মায়ে ঝিয়ে হই ॥
নারীর পতি কষ্ট পেলে, ঘরে এসে কষ্ট হ'লে,
সে যে কষ্ট,—যে কষ্ট দেয় প্রাণে,—
সে কষ্ট সখি লো ! কৃষ্ণ জানে ॥
মজিলে পর-পুরুষেতে, কলঙ্কিনী আমরা তাতে,
পুরুষ নিলে পরস্ত্রীকে, এত বাদ কই ॥ (ঘ)

———

হিন্দুর দেশে বিধবার বিবাহ হইবে,—ইহা অসম্ভব কথা।

গ্রামে হলো সমাচার, নারী পুরুষের সমান বিচার,
বিধিমত হলো এত দিনে।
শুনি এক ধনী কহিছে, ছিছি জ্বালা দিলনে মিছে,
রাজ্যসুদ্ধ হাসালি এত দিনে ॥ ৩০
পাপের ভোগ পঞ্চ দেশ, বিধির দ্বেষ বড় দ্বেষ,
ভারতবর্ষ নামটী লোকে কয়।
যে দেশে পাপ করে নরে, পাপের ভোগ করিবার তরে,
সেই দেশে আসি জন্ম লয় ॥ ৩১

ওলো ধনি ! পাপের ভোগ,
যেমন ভুগ্‌লি তেমনি ভোগ,—
স্বামী সঙ্গে রস-ভোগ, আর মিছে কর সাধ !
তোরা আবার সুখে রবি, পশ্চিমে উঠিবে রবি,
মনে মিছে করিস্ নে আহ্লাদ ॥ ৩২
হাতের তেলোয় উঠিবে লোম,
কুহু-নিশিতে উঠিবে সোম,
বাঘ ডাকিবে কুহূ কুহূ রবে।
শিমুল ফুলে হবে মধু, বসিবে কমলিনীর বঁধু,
হিজ্‌ড়ের গর্ভেতে পুত্র হবে ॥ ৩৩
অসার কথা কখন টেকে ? তার সাক্ষী দেছে লোকে,
অকস্মাৎ লেজ ল'য়ে আকাশে।
উঠে একটা নক্ষত্র, নাম তার ধূমকেত্র,
কিছুদিন বই আপনি পড়ে খ'সে ॥ ৩৪
কেন তোরা করিস্ ভুল, তাল গাছে হবে তেঁতুল,
কোন্ বাতুলে এ কথা রটায় লো ?
যদি হাকিমের হ'তো আজ্ঞে,
তবে ধনি ! তোদের ভাগ্যে,
জাতি-কুল বাঁচান হতো দায় লো ॥ ৩৫

যে কালে ইংরাজরা সিদ্ধ-পুত্র,
যজ্ঞকাষ্ঠ পরিবর্ত্ত, কর্‌তে তাদের হয় না মত,
শুনেছি তত্ত্ব ভাল লোকের মুখে। ৩৬
কথা হবে না হবার নয়, লাভে থেকে এই হয়,
পতির শোকটা পুরাণ পড়েছিল।
বাধালে বিচ্ছেদ-যাগ, চিইয়ে দিলে ঘুমান বাঘ,
পোড়ার-মুখোদের হ'তে এই হলো॥ ৩৭

বিধবার বিবাহ-কথায় এক বাহাত্তুরে বুড়ীর পরিতাপ;—হিন্দুর দেশে বিধবা-বিবাহ কেমন?—না,—যেমন, পেত্নীর সঙ্গে ভূতের মিলন।

এই রূপে যুবতী সব, করিছে নানা উৎসব,
প্রবীণ এক বিধবা সেইখানে।
যুবতী করে রসিকতা, হেসে হেসে বলিছে কথা,
ঠাকুরুণদিদি! শুনেছ কি কাণে?॥ ৩৮
প্রবীণে বলে, শুনেছি ভাই। ছার কথায় আর কাজ নাই,
বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ।
নাক মুখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তোদের সুখ,
এসে ভ্রমর তোদের যৌবন-কমলে বসুক॥ ৩৯

আমার বয়স প্রায় বাহাত্তর, মনের মতন পাত্তর,
আর তো কেউ যুটিবে না লো ঘরে।
যদি বল সম্পর্ক,— দেখিয়ে করি ত সখ্য,
কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে॥ ৪০
সমানে সমানে ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর,
সমানে সমান—গাধার পীঠে ধোবার ভার,
উনন্‌মুখো দেবতার, ঘুটের পাঁস নৈবেদ্য যেমন।
সমান সমান ঘটে যত, পেতনীর সঙ্গে জোটে ভুত,
মেষে মেষে মিশে ভাল-জ্ঞান॥ ৪১

খাম্বাজ—পোস্তা।

নবীন নাগর আর কে ধনি! চালাবে মোদের তরণী
নই যুবতী নই তরুণী, দু'দিন বই বৈতরণী॥
বয়স প্রায় ঘুনাল আশী,
ওলো নাতিনি! এবার ফিরে আসি,
নাই বুকে জোর, নাই—সে নজর,—
জোর ক'রে হই কার ঘরণী॥ (৬)

বসন্ত-আগমনে বিরহিণীদিগের বিরহ-বর্ণন।

চিৎপুরে বসন্ত-রাজের কাছারী,—

বিরহিণীগণের নিকট কোকিলের কর-প্রার্থনা—বিরহিণীর বিলাপ।

হেমন্ত মিয়াদ গত, বসন্ত হ'লো আগত,
ওষ্ঠাগত বিরহিণীর প্রাণ।
আমলা ঘোর তস্কর, দুরন্ত রাজ-কিঙ্কর,
ঘন ঘন চাহে কর, নাহি পরিত্রাণ ॥ ১

রাষ্ট্র হ'লো ত্রিপুরে, রাজ-কাছারী চিৎপুরে,
রতন রায় যতন ক'রে দিয়েছে।
করিতে মহল শাসন, সদা ল'য়ে শরাসন,
সহরে সহরে ঘুরিতেছে ॥ ২

পিকবর মধুকর, এদের শাসন দুষ্কর,
করের জন্যে করে বাঁধে গিয়ে।
করিতে দ্বিগুণ ব্যাপার, সবে হ'য়ে গঙ্গাপার,
ঘোর ব্যাপার হ'লো পাড়াগাঁয়ে ॥ ৩

চাহে কর পিকবর, লোমাঞ্চ হয় কলেবর,
যুটে একত্রে যত বিরহিণী।

কেহ বলে সই! যাই কোথা, যার যে মনের কথা,—
কহে সবে যেন পাগলিনী॥ ৪
এক ধনী কয় কি করি! পতি গিয়াছে বিবাহ করি,
পিতা মাতায় আদর করি, রাখিবে কত দিন।
রুচে না সই! ভাত আর, জন্মে পেলেম না ভাতার,
আশা-পথ চেয়ে তার, আছি নিশি দিন॥ ৫
ষোল বৎসর হ'লো বয়স, পতির মিলন-রস,—
জন্মে তো জানি নাই লো দিদি।
রৈল কান্ত দেশান্তরে, যে যাতনা পাই অন্তরে,
এ ব্যাধির কোথা পাই ঔষধি॥ ৬
হৃদয়ে জ্বলিছে আগুন, ছি তার এমন গুণ!
গুন গুন করিয়ে কাঁদি কত।
মরি মদনেরি শরাসনে, পাছে পিতা মাতা শুনে,
শয়নাসনে প'ড়ে থাকি জ্ঞান-হত॥ ৭
একি সই! হলো দায়, গেলাম প্রেমের দায়,
কুল-শীল রাখা দায় হলো।
দুখের কথা যায় কি বলা, বিধি করেছেন অবলা,
বলাবলিতে কত রাখি বল॥ ৮

পরজ—একতালা।

বুঝি কুল-শীল রাখা হলো দায় লো।
একি দায় লো! হায় হায় লো,
বুঝি জীবন যায় লো!
যে যাতনা—কব সখি! কায় লো॥
পতির সহ বঞ্চিতে, পেলাম না তাতে বঞ্চিতে,
যে দুঃখ চিতে, জ্বলে প্রাণ যেন রাবণের চিতে;—
থাকে প্রাণ কদাচিতে, কিসে রয় বজায় লো;—
মরি লাজে—লাজ পেয়ে লাজ যে যায় লো॥ (ক)

———

প্রবাসী পতির দোষে এক বিরহিণীর কষ্টের কথা।

শুনে বলে আর এক নারী, আর যাতনা সইতে নারি,
থাকৃতে পতি উপপতি করি কেমনে।
ব'লে গিয়েছে আসিব কা'ল, কাল হলো মোর বিষম কাল,
আর কত কাল প্রবোধ মানে॥ ৯
গণ্ডমূর্খ এমন অসভ্য, আমার মাথায় হাত দে করলে দিব্য
দিব্যজ্ঞান হয়েছে সেথা গিয়ে।
পেটে নাই বিদ্যার অংশ, ক-অক্ষর গোমাংস,
ভেবে ভেবে, গায়ের মাংস, গেল শুকাইয়ে॥ ১০

আছি দিবা-নিশি ক'রে আশা, তার আসা অগস্ত্যের আসা
আশা-পথ নিরখিয়ে নয়ন আছে ।
সে করলে মোরে এবালিস, অলস রাখি—ল'য়ে বালিশ,
সালিস ক'রে নালিশ করি কার কাছে ॥ ১১
তত্ত্ব লয় না লোকের দ্বারা আছে ল'য়ে পর-দারা,
গেল আপন দারা, কারাবদ্ধ করিয়ে ।
হ'য়ে মোরে প্রতিকূল, দিয়ে গিয়েছে স্যাকুল,
যৌবন-তুফানে পাইনে কূল,
যায় দুকুল হারিয়ে ॥ ১২
তাতে আমি নবীন তরী, কাণ্ডারী বিনে কিসে তরি,
কিসে তরি—ডুবিলাম তুফানে ।
দফরায় যাচ্চে গালি ফেঁসে, এর পরে কি করিবে এসে।
ভেসে ভেসে বান্‌চাল হলো মাঝখানে ॥ ১৩

আলিয়া—যৎ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে ।
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে ॥
যদি আসিয়ে ত্বরায়, লাগায় কিনারায়,
তবে রই সই ! আর ডুবিনে ।

মলয়ার সমীরণে, নদীর তুফান বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল,
কত থাকে আর আশা-গুণে ॥ (খ)

কুলীন পতির দোষে এক বিরহিণীর কষ্টের কথা।

এই রূপ বলে যুবতী, শুনে কয় এক রসবতী,
কুলীন পতি প্রজাপতি দিয়েছে।
দৈবে যদি দয়া ক'রে, এসেন দুই তিন বৎসর পরে,
মনান্তরে রাত কেটে গিয়েছে ॥ ১৪
নাইকো তার ঘর বাড়ী, কেবল কথার আঁটুনি বাড়াবাড়ি,
শ্বশুর-বাড়ী খেয়ে কান্তি পুষ্ট।
তিনি, বেড়াতে যান্ না কোন পাড়া,
পাছে জিজ্ঞাসে লেখা-পড়া,
মেজাজ কড়া বচন কড়া, সকলের প্রতি রুষ্ট ॥ ১৫
এম্‌নি হতমূর্খ গরু, যেন নিশ্চয় এসেছে গরু,
কেবল টাকা কাপড় চায় বিছানায় শুয়ে।
আমি যদি কোন যত্ন করি, সে শুয়ে রয় পাছু করি,
হুকো ধরি মট্‌কা পানে চেয়ে ॥ ১৬
তাতে আষাঢ় শ্রাবণের নিশি, কথায় কথায় অস্তশশী,
মসীমুখ দেখেনা কো চেয়ে।

থাক্‌তে ভাতার উদ্‌মোরাঁড়ি, যান্ না কেন যমের বাড়ী!
থাকি না কেন বাপের বাড়ী,
অমন ভাতারের মাথা খেয়ে॥ ১৭

সুরট—একতালা।

আর কেউ করোনা কুলীন বরে কন্যা-দান।
দেখে দেখে সই! হ'লাম হতজ্ঞান॥
বিচ্ছেদ-বাণে দগ্ধ পঞ্চবাণের বাণে,
দিবা নিশি দগ্ধ প্রাণে,
জানা থাক্‌তো এমন যদি, একাদশী ভাল দিদি!
অমন কুলের মুখে হুতাশন প্রদান।
কিছু জানে না রস, মানে না অপৌরষ,
কুলীনদের লব খাব রব না কো,
কেবল সদা টাকা চান॥ (গ)

"বংশজে"র-ঘরের এক বিরহিণী নারীর বিরহ-জ্বালার কথা।

শুনে, বলে আর এক রসবতী, মন্দ কি কুলীন পতি।
মান্য গণ্য সকলকার কাছে।
তুমি যে বিচ্ছেদ-জ্বালায় জ্বল, সবার উপর মুখ-উজ্জ্বল,
তার বাড়া সুখ আর কিসে আছে?॥ ১৮

দোষ দিলে কি হবে পরে, এসে ছয় মাস বৎসর পরে,
আমি হ'লে তার উপরে, করি কি অভিমান ?
টাকা দিতাম আদর করতাম,
কত রকমে মন যোগাতাম,
যেতে কি সই! তারে দিতাম, অন্য অন্য স্থান.? ॥ ১৯
আমি ত বংশজের নারী, যে দুঃখ পাই বলিতে নারি,
কোথাও যেতে নারি, জেতে নারী,—করি তাই ভয়।
বিয়ে হয়েছে বাল্যকালে, পতি চিনিনে কোন কালে,
যে পর্য্যন্ত হয়েছে জ্ঞান-উদয় ॥ ২০
যায় এ নব যৌবন কাল, তায় উপস্থিত বসন্ত কাল,
কাল্ সম প্রহার করিছে আসি।
মদনের পঞ্চশরে, কোকিলের কুহুস্বরে,
তাতে পতির বিচ্ছেদ-শরে কাঁদি দিবানিশি ॥ ২১
একবার মনে হয়—পেলাম না পতি,
করি না হয় উপপতি,
সতীত্ব লয়ে কি ধুয়ে খাব ?
দুঃখের কথা কারে বলি, লজ্জা খেয়ে কারে বলি,
মনে করি বরাবরি, দিদির বাড়ী যাব ॥ ২২
এ জ্বালা গিয়ে নিভাই, ভগ্নিপতির আছে ভাই,
সদয় হয়ে সে আদর করিবে কত।

ঘোমটা দিয়ে নয়ন ঠেরে, ইসারা ক'রে ঠারে ঠোরে,
দেখাব তারে কত-মত ভাব ॥ ২৩

খাম্বাজ—পোস্তা।

বিরহ-জ্বালাতে হলো দগ্ধ প্রাণ।
তায় পঞ্চবাণ, হানে বাণ,
কেবল বিরহী বধিতে সই! সদা করে সুসন্ধান ॥
আবার ভাবি,—থাক্‌তে পতি উপপতি কেমনে,
সখি! দিবস রজনী তাই ভাবি মনে,
কর্‌লে অগস্ত্য-গমনে গমন, গণ্ডমূর্খ হত-জ্ঞান ॥ (খ)

বিরহ-বিকারগ্রস্তা বিরহিণীগণের পরস্পর পরামর্শ।

আবার বলে শুন সই! যে যাতনা জন্ম সই,
খতে সই দিইনে ত তার কাছে!
আমি একা থাক্‌বো জন্ম-বাস, তুমি রবে প্রবাস,
আস্‌বে না আর বাসে, লেখা আছে ॥ ২৪
এর যুক্তি বলি শুন সকলে, বাটী হইতে ছলে কলে,
গঙ্গাস্নান ব'লে বারুণীর যোগে।
কেন বিরহানলে জ্বলি, কুলে দিয়ে জ্বালাঞ্জলি,
আরোগ্য-লাভ করি গে বিচ্ছেদ-রোগে ॥ ২৫

হলো ভেবে সোণার অঙ্গ কালি, ভাতারের মুখে চূণকালি,
দিব কালী দয়া করেন যদি।
আর রবে না বিরহ-বিকার, হাতে হাতে প্রতিকার,
গেলেই সদ্য আরাম বৈদ্য-পায় দিদি। ॥ ২৬
আর হাতুড়ের হাতে কেন পুড়ি, দিবা নিশি খোলা-পুড়ি,
শয্যায় পড়ি আশা-পিপাসায় মরি।
তারা ধাতু-ঘটিত ঔষধ দিবে,
ধাতু পেলেই ধাতু সুস্থ হবে,
থাক্‌বে না রোগ সহরে সহচরি ॥ ২৭
যদি কও এখানেও তো হয় আরাম,
এমন কত শত শক্ত বেয়ারাম্,
করিছে আরাম বৈদ্য আছে এমন।
তা ডাক্‌তে পাই কই অবকাশ, হ'তে মাত্র রোগ-প্রকাশ,
হব নিকাশ—সঙ্গে নগদ-শমন ॥ ২৮
একে মদনের শরাসন, তাতে দগ্ধ সদা মন,
তার উপর ননদীর শাসন, কেমন তা শুন ॥ ২৯

মহাদেবের কাছে মদনের কেমন শাসন হইয়াছে ?—

রাবণ যেমন শমনকে শাসন ক'রে, রেখেছিল অশ্বশালে।
ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে শাসন ক'র্‌লে বেঁধে ইন্দ্র-জালে ॥ ৩০

ব্রহ্মা শাসন হলেন কৃষ্ণের গোবৎস হরিয়ে।
কৃষ্ণের শাসন করলেন প্যারী কুঞ্জে কুঞ্জরী হ'য়ে ॥ ৩১
কুম্ভকর্ণ হ'লো শাসন ঘুমের বর মেগে।
মারীচ সুবাহু রাক্ষস-শাসন মুনিগণের যাগে ॥ ৩২
গোলোকপতি শাসন যেমন প্রহ্লাদ ধ্রুবের কাছে।
আদ্যাশক্তির শাসন যেমন কালকেতু করেছে ॥ ৩৩
লক্ষ্মী যেমন শাসন হয়েছেন জগৎশেঠের ঘরে।
শিব যেমন শাসন হয়েছেন, গরল পান ক'রে ॥ ৩৪
হলো গরুড়-শাসন হনূমানের কাছে,
পদ্ম আনিতে গিয়ে।
হনূমান্ শাসন হলো যেমন, রামের ফলটি খেয়ে ॥ ৩৫
চন্দ্র সূর্য্যের শাসন যেমন রাহু কেতুর কাছে।
সূর্পণখার শাসন যেমন লক্ষ্মণ করেছে ॥ ৩৬
দুর্য্যোধন শাসন যেমন ভীমের হাতে হলো।
তেমনি ঐ পোড়া মদন শিবের কাছে শাসন হলো ॥ ৩৭

পরজ—একতালা।

অবলা ব'লে কি এত সয়—সয় রে!
জ্বলে কায় কব কায়,—হায় হায় রে ॥

উহু উহু আহা আহা মরি মরি প্রাণে,
দুরন্ত কৃতান্ত সম মদনেরি বাণে
নাহি ত্রাণ কুল-মান, হলো রাখা দায় রে ॥ (ঙ)

শেষ-বয়সে বেশ্যার অনেক দুর্দ্দশা।

শুনে কহিছে এক রমণী, ভাতার যে গুণের গুণমণি,
মদনকে দোষ দিলে অমনি, কি হবে তা বল।
বসন্ত চিরকাল তো আছে, পতি যদি থাকে কাছে,
তবে কি সবে মদন-জ্বালাতে জ্বল ॥ ৩৮
আবার বল্‌লি সহরে যাবি, খানকী নাম লিখাইবি,
প্রেমসাগরে পড়ে খাবি খাবি, সে বড় লাঞ্ছনা ॥ ৩৯
গে বাঁধবে চুল কর’বে বেশ, দেখ্‌লেই লোকে বল্‌বে বেস্!
মিটাবে আয়েস কত জনকে লয়ে।
যদি রাখ্‌তে পার জমিবে ক্যাস,
নৈলে ভাঙ্গিলে দন্ত পাক্‌লে কেশ,
খাবে শেষ টুক্‌নি হাতে লয়ে ॥ ৪০
এখন হবে বাদশাজাদীর মতন চাল,
শেষে হাটখোলাতে কাঁড়বে চাল,
এ সব চাল থাক্‌বে তখন কোথা ?

এখন গ্রাহ্য হবে না বানারসী শাড়ীখানায়,
শুয়ে থাক্‌বে বালাখানায়,
আতর গোলাপ মাখ্‌বে গায়ে বাবু-আনা কথা ॥ ৪১
তখন পরবে ন্যাকড়া আট গাঁটি ছিঁড়ে,
গায়ে তিসির ধূলা লাগ্‌বে উড়ে,
মাথা যুড়ে জটা পাকিয়ে যাবে।
গেছোপেত্নির মতন হবে আকার,
মুটে মজুরে দিবে ধিক্কার,
খোলার ঘরে ছেঁড়া চেটায় শোবে ॥ ৪২
এখন গায়ে দিবে জামিয়ার, টপ্পা গাবে শরি মিয়ার,
কত শত বাবুমিয়ার, ইয়ার হয়ে থাক্‌বে।
হলে গায়ের মাংস ললিত কেউ কবে না কথা,
মিল্‌বে নাকো ছেঁড়া কাঁথা, এসব সজ্জা রবে কোথা,
শেষে গৌর ব'লে ডাক্‌বে ॥ ৪৩
তবে মিছে কেন করিস্ ভুল, একেবারেই কি হলি বাতুল ?
সুপ্রতুল ঐ কর্ম্মে কোথা আছে ?
ও সব কথা কায নাই তুলে, গৌর ব'লে দুই হাত তু'লে,
ভেক লয়ে যাই ভেকধারীদের কাছে ॥ ৪৪

———

বাহার—একতালা।

এতে হান্ কি বলো, খান্‌কী হবার মুখে ছাই।
নিশি দিন ভাবি তাই,—আজ ভেক লব বৈষ্ণবী হব,
যা করেন গৌর নিতাই॥
আর কি করিতে পারিবে সই! অনঙ্গে ;—
সদা আখড়ায় ফির্‌বো মজা করে সঙ্গে,—
ঘোমটা খুলে বাহু তুলে,—
ডাক্‌ব,—এসো হে জগাই মাধাই॥ (চ)

বৈষ্ণবের আখ্‌ড়ায় যাওয়াই ঠিক,—না হয় কর্ত্তাভজার দলে যাওয়াও মন্দ নহে,—ইতি বিরহিণীগণের সিদ্ধান্ত।

সই! এই কথায় কর মনকে ঠিক,
হইও না আর বেঠিক,
হ'য়ে ঠিক সকলেতেই চল।
গলায় পর তুলসীর হার, যদি সুখে সব কর্‌বি বিহার,
হরিনামের ঝোলা করে ধর, মুখে গৌর গৌর বল॥ ৪৫
যদি বল বৈষ্ণব কোথা?
খুঁজবো পাড়া পাড়া, গেলেই হবে মালপাড়া,
তা আমার কপাল পোড়া, ভাব্‌ছ বুঝি তাই।

বড় মনে হচ্ছে উৎসব, আজ কাল গোঁসাইদের মোচ্ছব,
মেলা মোচ্ছব লেগেছে ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৪৬
এতে হবে না অধর্ম্ম, বৈষ্ণমতা—এও এক ধর্ম্ম,
সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট হবে না এতে।
শুন্‌ব না কথা—লোকের দ্বেষ, ভ্রমণ করিব দেশ বিদেশ,
ছেড়ে দেশ যাব শ্রীক্ষেত্রেতে ॥ ৪৭
সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে নাথ, রঙ্গে দেখ্‌ব জগন্নাথ,
কে রাখে আট্‌কে,—আট্‌কে বাঁধবো সেথা।
পরে বাস কর্‌ব বৃন্দাবনে, ভ্রমণ কর্‌ব বনে বনে,
মজা কর্‌ব—কে কবে কি কথা ? ॥ ৪৮
শুনে কেউ বলে, পথ নয় সোজা, ভাল বরং কর্ত্তা-ভজা,
হবে মজা—বজায় রবে দুই দিকে।
কিছু তো কবে না পিতা, যা করেন শচীমাতা,
তা'তে মমতা করিবে সকল-লোকে ॥ ৪৯
রাগ করবে নাকো ঘরের কর্ত্তা, মনের মতন যুটাব ভর্ত্তা,
ভজন করিব নির্জ্জনে দুজনে।
হবে না কারো মনের ভার, দেশ শুদ্ধ ব্যবহার,
সভার মাঝে লাজ পাব না মনে ॥ ৫০
কেন দুঃখ পাও বারে বারে, যাব প্রতি শুক্রবারে,
শর্করা ক্ষীর মণ্ডা মুণ্ডি লয়ে।

আর লয়ে যাব কত ফল, হাতে হাতে পাব ফল,
ফল দেখাব,—কর্ম্মফল দিবেন কর্ত্তা ফলিয়ে॥ ৫১
ভজিব কর্ত্তার শ্রীচরণ, করবেন রস-আলাপন,
মন-দুঃখ নিবারণ, অমনি সবার হবে।
বৃক্ষে উঠে হবেন মুরলীধর, আমরা করে ঢাকিব পয়োধর,
হেসে অধো করিব অধর, তখন কত সুখ পাবে॥ ৫২
হবে ব্রজের লীলা শুন বলি, কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী,
ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা।
লেগে যাবে ভারি চটক, কেউ কারে ক'রবে না আটক,
কর্ম্মে দিবে না কেউ বাধা॥ ৫৩

পরজ—একতালা।

কর্ত্তা-ভজন করতে যাই চল সকলে।
বজায় করবি যদি দুকুলে, কেন যাস্ হয়ে ব্যাকুলে,
হারিয়ে দুকুল,—কুল ত্যজে অনন্ত কূলে॥
এতে করতেছে মজা কত জন, করিয়ে পূজার আয়োজন,
যাব নির্জ্জন স্থানে প্রতি শুক্রবার হ'লে।
তাতে নাই পৌরষ,—এতে কত রস,
লব রসিক কর্ত্তা যুটিয়ে জাশু,
রসের যোয়ান যাবে খুলে॥ (ছ)

বিরহ।

টাট্‌কা প্রেমের সুখ ;—বিরহ-জ্বালা বড় জ্বালা।

কতকগুলি বিরহিণী বিষাদ-অন্তরে।
আপন আপন মনের দুঃখ বল্‌ছে পরস্পরে ॥ ১
তাদের মধ্যে ভব বলে,—ব'ল্‌বো কিরে সই!
ইচ্ছা হয় না ক্ষণেক কাল বেঁচে আর রই ॥ ২
আমি ব'লে সই! আর আমি ব'লে সই।
প্রাণে বাঁচি এখন গিয়ে হ'লে জলসই ॥ ৩
কিবা কব নব প্রেম হইল যখন।
সে কথা হইলে মনে বিদরে জীবন ॥ ৪
সকল কথায় ক'র্‌তো বিনয়, বল্‌বো কিবা আর।
ভাব্‌তো মনে,—আমি যেন গুরুপত্নী তার ॥ ৫
মুখের দিকে একদৃষ্টে থাক্‌তো সদা চেয়ে।
দেখ্‌তো না সে,—রূপবতী আর আমার চেয়ে ॥ ৬
ঠোঙ্গা ভ'রে খাবার এনে খাওয়াত যতনে।
মান করলে সৃষ্টি-সংসার শূন্য ভাব্‌তো মনে ॥ ৭

পায়ে ধ'রে বিনয় ক'রে কতই সাধিত।
চোকের জলে বুক ভাসায়ে কতই কাঁদিত ॥ ৮
আপিস্ ছেড়ে, থাক্‌তো প'ড়ে আমার ঘরে এসে।
জরিমানার টাকা দিয়ে, মান ভাঙ্গ্‌তো শেষে ॥ ৯
যে বারে মানের টাকা নাহি থাক্‌তো হাতে।
কত কাকুতি কর্‌তো আর কুটো ধর্‌তো দাঁতে ॥ ১০
তাতেও তখন মান,—না ভাঙ্গলে আমার।
এনে দিত স্ত্রীর গায়ের খুলে অলঙ্কার ॥ ১১
দুটি যুগ গেছে কেটে এমনি সুখ-ভোগে।
সম্প্রতি জানি না, তারে ধ'রেছে কি রোগে ॥ ১২
সামান্য কথায় ছল ধরিয়ে আমার।
রাগ করে চলে গেছে এসেনাকো আর ॥ ১৩
কত ডাকাডাকি করি,—বাড়ী না মাড়ায়।
দেখা হ'লে মুখ বাঁকায়ে অমনি চলে যায় ॥ ১৪
বিষদৃষ্টি হয়েছে তার আমার উপরে।
গুমরে গুমরে মরি! হৃদয় বিদরে ॥ ১৫
কি যে হ'চ্ছে, ফেটে যাচ্ছে, হৃদয় আমার।
কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে মন, বাঁচি না রে আর ॥ ১৬
কিবা কব,—জানিয়াছি বাঁচিব না আর!
বিরহ-জ্বালাই প্রাণ নাশিবে আমার ॥ ১৭

ইমন—আড়খেমটা।

সখি রে! সহিব কত,—বিরহ-যাতনা।
হব হত জানিয়াছি মনে এখন ॥
প্রেমিক প্রণয়-ধনে, জীবনের সার গণে,
মীন কি বারি-বিহনে, প্রাণেতে বাঁচে কখন ?॥
গিয়েছি জন্মের তরে, দারুণ জ্বালা অন্তরে,
হৃদয় সদা বিদরে, মরি এখন ॥ (ক)

ভাঙ্গা-প্রেমে মনস্তাপ,—ভাঙ্গা বয়সে প্রেম যেন ভাঙ্গা হাটের বাদ্যি।

ভবর কথা শুনি, তখন তারামণি কয় ॥
ওরে ভব! তোর তো তবে প্রেম মন্দ নয় ॥ ১৮
চিরকালটা সুখে গেছে, না হয় এখন।
দিন কতকটা দুঃখ-ভোগ করিছ এমন ॥ ১৯
বহু কালের মাখামাখি, যাবার তাহা নয়।
আবার এসে যুটবে, তোর প্রেমে নাহি ভয় ॥ ২০
আমার কথা বলবো কিবা! এম্নি কপাল মন্দ!
দিবা-রাত্রি আমার সঙ্গে করে মিছে দ্বন্দ্ব ॥ ২১
সোণার বরণ কালি দিদি! হয়েছে তার পাকে।
ভাল কথা বললে পরে, মন্দ ভাবে তাকে ॥ ২২

আর এক বিরহিণী বলে, বলিব কি আর বলো!
আমায় সে যে ছেড়ে গেছে, মাস্ পাঁচ ছয় হ'লো॥ ২৩
সরোবরের ঘাটে যদি কখন দেখা হয়।
মুখে যাব বলে, কিন্তু কাযে তাহা নয়॥ ২৪
কেউ বলে, ভাই! পরের জন্য মজালেম জাতি-কুল!
লভ্য করিব ব'লে, শেষে হারাইলাম মূল॥ ২৫
পরের সঙ্গে কর্‌লে আলাপ, থাকে নাকো পরে।
দেখ্‌ছে শুন্‌ছে ঠেক্‌ছে লোক,
তবু তো আলাপ করে॥ ২৬
তবে কারু কপাল-গুণে শতেকে মিলে এক জন।
চিরকালটা কাটায় সুখে, করে না অন্য-মন॥ ২৭
যদি নারীর সহিত প্রেম থাকে, খাওয়ায় ছানা ক্ষীর।
সেটা সুধু আলাপ নয়, পেট্‌-টালা ফিকির॥ ২৮
দিয়ে টাকাকড়ি কত বুড়ী, বশ ক'রে রাখে।
প্রেম নয় সে, তাতে কেবল কীর্ত্তি একটা থাকে॥ ২৯
বয়সে হ'লে, প্রেম রাখা কার বা বাপের সাধ্যি!
সেটা কেবল জান, ভাই! ভাঙ্গা হাটের বাদ্যি॥ ৩০

* * *

প্রেমিক পুরুষের পরিচয় ;—প্রেমে আপনাহারা হ'তে হয় ;—
শঠের প্রেমে সুখ নাই।

আর এক ধনী কহিতেছে ;—

আলাপের রীতি তোরা শুন্‌তে চাস্ যদি।
প্রেমকে পরশ-তুল্য গণি, পুরুষ মেলে যদি ॥ ৩১
নয়নে নয়ন মিশায়ে, সদা নিকটে রবে।
ভালবাসা মাখাইয়া, সকল কথা ক'বে ॥ ৩২
পরিজনেদের ভাব্‌বে পর, ঘরকে দেখ্‌বে বন ॥
ভালবাস্‌বে—একব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে যেমন ॥ ৩৩
এমন প্রেমের প্রেমিক হ'লে, তবে প্রেম হয়।
বলিতে কি, প্রেমিক পুরুষ সকলে কি হয় ? ॥ ৩৪
মনের মতন মেলা ভার শতকে যদি ঘটে।
তার সঙ্গে কর্‌লে আলাপ, কখন না চটে ॥ ৩৫
তার কাছেতে কর্‌লে মান, মানে মান থাকে।
প্রাণ-তুল্য ভাবে তাকে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ রাখে ॥৩৬
কয় মিষ্টি কথা, দৃষ্টি মাত্রে সুজন যে জন হয়।
তার কাছেতে তুচ্ছ করি, বিরহের ভয় ॥ ৩৭
সে বয়স হ'লেও, যায় না ফেলে, করে না ছাড়াছাড়ি।
যত প্রেমের বয়স বাড়ে,—তত বাড়াবাড়ি ॥ ৩৮

অরসিকের সঙ্গে প্রেম, চিরদিন না থাকে।
বয়েস হ'লেই, অমনি গিয়া, দাঁড়ায় সে ফাঁকে॥ ৩৯
পোড়াকপালে পুড়িয়ে মারে আর বলিব কি!
এমন প্রেমের রীতের মুখে আগুন জ্বেলে দি॥ ৪০
শঠের সঙ্গে করলে আলাপ সুখী হয় না মন!
পশুতে কি যত্ন জানে রত্ন কেমন ধন॥ ৪১
অমূল্য রতন হয় নারীর জীবন।
রসিকে ত্যজিতে তাহা পারে না কখন॥ ৪২
প্রেমবস্তু প্রেমাধীন,—সঁপিতে হয় পরে।
রসিকের শেষ বলি, যে শেষ রাখ্‌তে পারে॥ ৪৩
সকলে কি বুঝিতে পারে, আলাপের কি কর্ম্ম!
বিচ্ছেদকে ছেদ করিলে, থাকে আলাপের ধর্ম্ম॥ ৪৪

———

সুরট—পোস্তা।

যে জানে প্রণয়ের কর্ম্ম, সে অধর্ম্ম করে না।
রত্ন বলি যত্ন করে, যৌবন গেলে ছাড়ে না।
আছে বিধাতার সৃষ্টি, সৃষ্টির উপর অনাসৃষ্টি,
যার যাতে লাগে মিষ্টি, তিতো মিষ্টি সে বুঝে না।
কেন কও কটু ভাষা, পরস্পর সমান দশা,—
হ'লে পর মনটি কসা, প্রাণটি দিলেও আর ফেরে না॥ (খ)

সতী-অসতী চারি যুগেই আছে ;—

তবে দেবতাদের বেলা লীলাখেলা ;—পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ-চতুষ্টয়।
দেখ চেয়ে, সকল নারী সতী কিছু নয়॥ ৪৫
সতী ও অসতী দুই হয় দরশন।
রকম সকম কত আছে পুরাণে লিখন॥ ৪৬
অম্বিকা আর অম্বালিকা ব্যাসের কৃপায়।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুরকে পায়॥ ৪৭
পাণ্ডু-পত্নী কুন্তী,—তিনি মন্ত্র আচরিয়া।
রবি ধর্ম্মরায় আর বাসবে সেবিয়া॥ ৪৮
চারি পুত্র পেয়ে তিনি হ'লেন পুত্রবতী।
অশ্বিনীকুমারে সেবিলেন মাদ্রী সতী॥ ৪৯
দুটী পুত্র হ'লো তাঁর, তাঁহার কৃপায়।
নকুল আর সহদেব বিদিত ধরায়॥ ৫০
অহল্যা বাসবে সেবি পাষাণী হইল।
শ্রীরামের পদ-স্পর্শে স্ব-দেহ লভিল॥ ৫১
মৎস্যগন্ধা যথা-কন্যা বিদিত ধরায়।
মুনির কৃপায় পুত্র বেদব্যাসে পায়॥ ৫২
অঞ্জনা কেশরী-পত্নী সেবি সমীরণে।
হনূমানে লভে পুত্র ভাগ্যের কারণে॥ ৫৩

রাবণ নিধন হ'লে মন্দোদরী সতী।
শোক ত্যজি বিভীষণে পাইলেন পতি॥ ৫৪
বালির বনিতা তারা বালির নিধনে।
সুগ্রীবে পাইল পতি, ভেবে দেখ মনে॥ ৫৫
কত আর কব,—আছে বিস্তর এমন।
জাহ্নবী শান্তনুরাজে করিল বরণ॥ ৫৬
তাঁর পুত্র ভীষ্মদেব খ্যাত ধরাতলে।
ভারতে তাঁহারে দেখ গঙ্গাপুত্র বলে॥ ৫৭
দেবতাদিগের বেলা, লীলা বলি ঢাকে।
আমাদের পক্ষে কেবল পাপ লেখা থাকে॥ ৫৮
যাঁরা সব সতী ব'লে হলেন পরিচিত॥
নাম নিলে তাঁহাদের পাপ তিরোহিত॥ ৫৯
কুল-কলঙ্কিণী, ভাই! আমরা ধরায়।
ম'লেও অসীম দুঃখ হইবে তথায়॥ ৬০
তাঁরা সব প্রেম করি পেলেন সতী নাম।
অনায়াসে লভিলেন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম॥ ৬১
আমাদের প্রেমে, ভাই! যন্ত্রণা অপার।
সহে না সহে না প্রাণে,—কি বলিব আর॥ ৬২

খাম্বাজ—তেলেনা।

তুম তানানা দের না দের না প্রাণ তো বাঁচে না।
ধাকিটি ধাকিটি বাজিছে রে তাল,
একি হ'লো কাল, প্রাণ বাঁচে না॥
গাইছে রে ধনী, ধ্বনি মৃদঙ্গের ধ্বনি, শুনিতে ভাল ;—
বাজে ধাধা ধাকুট, ত্রেকুট ত্রেকুট বাজে তেলেনা॥ (গ)

———

প্রেম প্রধানতঃ দুই প্রকার;—বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রেতত্ব প্রেম ;—
বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব প্রেমের পরিচয়।

আলাপের রীতি আছে নানা,হয় তো মাটি নয় ত সোণা,
তারামণির কথা শু'নে পদ্মমণি কয়।
প্রেম করা কি সহজ,—সেটা মুখের কথা নয়॥ ৬৩
প্রেম কোথা প্রেমিক কোথা, তাহা নাহি জানে।
প্রেম প্রেম ক'রে কেবল, আপনি মরে প্রাণে॥ ৬৪
বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব,—প্রেম আছে দুই প্রকার।
যে যেমন প্রেমিক পায়, তেমনি ফল তার॥ ৬৫
কেহ প্রেম ক'রে সুখে স্বর্গে গিয়া রহে।
কেহ উপসর্গে পড়ি, সর্ব্বকাল দহে॥ ৬৬
মোক্ষ-প্রণয়ের পথে যায় যেই জন।
অনায়াসে নাশে, ঘোর ভবের বন্ধন॥ ৬৭

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
যে প্রণয়ে মজ্‌লে ভবে আসা দূরে যায়॥ ৬৮
যে প্রণয়ে ধ্রুব-শিশু গিয়ে ঘোর বনে!
বহুকষ্টে পেলে পদ্মপলাশ-লোচনে॥ ৬৯
হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদ ধীমান্।
যার প্রেমে করিলেন হরি গরল পান॥ ৭০
সে প্রেমেতে মজা অছে, পদ্মা জানি মনে।
পুত্রের কাটিয়া মুণ্ড, দিলেন ব্রাহ্মণে॥ ৭১
মোক্ষ-প্রণয়ের গুণ এরূপ সকলি।
প্রেতত্ব প্রেমের কথা শুন তবে বলি॥ ৭২
থাকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে, চক্ষের আড় করে না।
অদর্শনে অসীম দুঃখ,—কিছুই সুখ ত ঘটে না॥ ৭৩
বিচ্ছেদ ছেদন করে প্রণয়ের মূল।
সর্ব্বদা চঞ্চল মন বিরহে ব্যাকুল॥ ৭৪
হুতাশন নামেতে অগ্নি,—প্রজ্বলিত হয়।
নিশ্বাস-পবন তায়, ঘন ঘন বয়॥ ৭৫
মন-পতঙ্গ পু'ড়ে মরে, অনল-শিখাতে।
ধৈর্য্য-শান্তি-নিবৃত্তি পলায় তফাতে॥ ৭৬
অধৈর্য্য-উত্তাপে মন পোড়য়ে অনলে।
তাকে নিবাইতে নাহি পারে নয়নের জলে॥ ৭৭

ওলো! এ প্রণয়ে কত জন পোড়ে দেখ্‌তে পাই!
কেবল অপমান-কলঙ্ক থাকে, আলাপ—পোড়া ছাই॥ ৭৮

* * *

আর এক প্রেম আছে,—তাহার নাম ফক্য প্রেম;—ফক্য প্রেমের পরিচয়

বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব প্রেম শুনিলে সকলি।
অতঃপর ফক্য প্রেম শুন তবে বলি॥ ৭৯
ফক্য প্রেম ফক্কিকারি, সকল প্রেমের ওঁচা।
তার আগা-গোড়া ধোঁকার টাটি, কিছুই নহে সাঁচা॥ ৮০
বেচে বাড়ীর পাটা, কত বেটা, ফক্য প্রণয় করে।
বেড়ায় খিচুড়ি মেরে, বেশ্যার দ্বারে, জেতের দফা সারে॥
তাদের বাবুয়ানা, কি কারখানা,-ধোবার কাপড় নিয়ে।
কেবল তিলকাঞ্চনে, রাত্রি কাটান,ছেঁড়া চেটায় শুয়ে॥৮২
থাকে হাটে প'ড়ে, পত্নী ছেড়ে, সদাই খুসি দিল্।
জলপানের বরাদ্দ কেবল চৌকীদারের কীল॥ ৮৩

মূলতান,—খেম্‌টা।

মরি কি বাবুগিরি, দিয়ে ঠোঁটে গিরি,-
বেড়িয়ে বেড়ান।
আবাল-শিক্ষে, করেন ভিক্ষে,
পরের খেয়ে দিনটী কাটান॥

ব্রাণ্ডি রেণ্ডী গাঁজা গুলি, ইয়ার জুটে কতকগুলি,
মুখেতে সর্ব্বদা বুলি,—হুট ব'লে দেয় গাঁজায় টান।
প'ড়ে থাকে বেশ্যার বাড়ী, হ'য়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
হ'লে তাদের মনটি ভারী,—
হুকোটী কল্কেটী পানটী যোগান ॥ (ঘ)

প্রেম করিতে হইলে বনে যাইতে হয় ;—প্রেম-কাঙ্গালিনী
কামিনীগণের বন-গমন।

পদ্মমণি বলে দিদি ! কি বলিব আর।
প্রেতত্ব বিশুদ্ধ প্রেম, ব'ল্‌লেম দুই প্রকার ॥ ৮৪
যার যেমন ভাগ্য, তার তেম্‌নি প্রেম ফলে।
কালের দোষে প্রেতত্বেই অনেক লোক চলে ॥ ৮৫
প্রেতত্ব প্রেমেতে, দিদি ! কিছু নাই সন্দ।
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পরে হয় মন্দ ॥ ৮৬
আমরা সেই প্রেতত্ব-প্রেমের পথে গিয়া।
অসহ্য যাতনা সহি হৃদয়ে ধরিয়া ॥ ৮৭
কুল গেছে, মান গেছে, কিছু-নাহি আর।
জঠরের জ্বালা আছে, ভাবনা অপার ॥ ৮৮
ইহ লোকের যত জ্বালা, বল্‌লেম তোর কাছে।
পরলোকে লোহার ডাণ্ডা, যমের বাড়ী আছে ॥ ৮৯

অগ্নিতুল্য তপ্ত তৈল, অঙ্গে দিয়া ঢেলে।
বিষ্ঠা-কৃমি-পূর্ণ নরক-কুণ্ডে দিবে ফেলে ॥ ৯০
মস্তক তুলিলে, মুগুর মারিবে এমন।
দুর্দ্দশার, সীমা আর, রবে না তখন ॥ ৯১
আমার যুক্তি শুনিস্ যদি, শেষটা ভাল হবে।
করিব বিশুদ্ধ প্রেম, বনে গিয়া সবে ॥ ৯২
আর এক নারী হেসে কয়, তোদের ও সব কর্ম্ম নয়,
প্রেমের সাধন করতে হ'লে বনে যেতে হয়।
কেউ বলিছে,—আমার মতে, বনে কেন হবে যেতে ?
দিদির মতন বিধি আমার নয় ॥ ৯৩
হৃদয় হইবে অতি রম্য তপোবন।
হইবে লাবণ্য তায় কুটীর বন্ধন ॥ ৯৪
হায়া লজ্জা-ধিক্কার, চেলাগণ সাথে।
কলঙ্কের কমণ্ডলু করিব সব হাতে ॥ ৯৫
বেণী কটা, হবে জটা, মাখালে বিভূতি।
সন্তাপ হইবে যেন, কেশব ভারতী ॥ ৯৬
কথা শুনে সকলের ভক্তি জন্মে শেষ।
সকলে উঠিল ব'লে বেশ্ বেশ্ বেশ্ ॥ ৯৭
সকলেতে ঐক্য হ'য়ে, বনে প্রবেশিল।
নদে আঁধার ক'রে নিমাই, যেন সন্ন্যাসে চলিল ॥ ৯৮

প্রথমে প্রণয়-ব্রতে যায় বিরহিণী।
এক পুরুষ এলো তথা হ'য়ে রাহাদানি॥ ৯৯

* * *

বনবাসিনী বিরহিণীর সহিত এক লম্পটের
দেখা ;—লম্পটের পরিচয়।

তখন বিরহিণী জিজ্ঞাসিল, কে তুমি হে বল বল!
আমি তোমার পরিচয় চাই।
সে বলে আমি লম্পট, পরের খেয়ে চম্পট,—
করি আমি, নাম ধাম কিছুই আমার নাই॥ ১০০
মুখে করি হুট্ হুট্, জলপান আমার বিস্কুট,
পায়েতে ইংরাজী বুট,
লোকের গায়ে দিয়ে বেড়াই খোঁচা।
কথা কই সব লম্বা লম্বা, ঠাকুর-ঘরে খাই রম্ভা,
সন্ধ্যা আহ্নিক অষ্টরম্ভা, গলায় পৈতের গোছা॥ ১০১
অপব্যয়ে বিতরণ, অধর্ম্মে সর্ব্বদা মন,
তাতেই অর্থ-বিতরণ, ধর্ম্মে নাই এক কাঁচ্চা।
যেখানে সেখানে যাই, জেতের বিচার কোথাও নাই,
হাস্যমুখে অন্ন খাই, বলে থাকি,—আচ্ছা॥ ১০২
পরিবারে দেই গালি, ঘরেতে নাহিক চালি,
সদাই নবাবী চালি, পরি কালা-পাড়ু ধুতী।

সদাই আমার দেল্ খুসি, মদে গেল কোশা-কুশী,
ঠিকে যথা-তথা অন্ন লুসি, লম্পট খেয়াতি ॥ ১০৩
শুনি লম্পটের বাণী, সহাস্য বদনে ধনী,
বলে তোমার পেলাম পরিচয়।
ব'সে কর আশীর্ব্বাদ, ঘটে না যেন কোন প্রমাদ,
যেন আমার যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১০৪

* * *

প্রেম-ভিখারিণী প্রমদার পঞ্চতপ;—বসন্তরাজের আসন
বিচলিত,—বিরহিণীর তেজঃপুঞ্জ দেহ দেখিয়া
বসন্ত-সেনাগণের পলায়ন।

ভক্তিভাব কব কত, যেন ভক্ত ভগীরথ,—
করেছিল গঙ্গা-আরাধন।
তখন কমলা বিমলা সরলা চাঁপা, আরম্ভিল পঞ্চতপা,
প্রেম-তাপে তাপিত ত্রিভুবন ॥ ১০৫
অধৈর্য্যতা গ্রীষ্মকালে, অসুখের কাষ্ঠ-জ্বালে,
হুতাশ করিল হুতাশন।
জ্বালিয়া সন্তাপানল, ধ্যানে চিন্তে চিন্তানল,—
কি কহিব তার বিবরণ ॥ ১০৬
ব্যাকুল মেঘেতে ভীতু, পাইয়ে বসন্ত-ঋতু,
তাহে ধনী নাহি থাকে ঘরে।

নেত্র-বারি অবলম্ব, মহাশীতে জলস্তম্ভ,
হেন তপ তপোবনে করে ॥ ১০৭
তপস্বিনীর তপের তাপে, শমন পবন কাঁপে,
ঋতু-রাজার সিংহাসন নড়ে।
বসন্ত ভূপতি ক'ন, দেখ দেখি হে মদন!
বনেতে তপস্যা কেবা করে? ॥ ১০৮
একবার ত্রেতাযুগে, নিশাদ-পুত্র তপ আরম্ভিল।
রাম-রাজ্যে বিপ্র-সুত অকালে মরিল ॥ ১০৯
কোকিল ভ্রমর আদি মলয় পবন।
বিরহিণীর নিকটেতে করিল গমন ॥ ১১০
তেজঃপুঞ্জ বিরহিণী দেখে মনে ভয় পায়।
বসন্তের সেনাগণ পলাইয়ে যায় ॥ ১১১

* * *

বিরহিণী রমণীর নবদ্বীপ-যাত্রা।

দুঃখে দুটি চক্ষে জল, করিতেছে ছল ছল,
মনোদুঃখে আছে মৌন-ভাবে।
এক প্রবীণে এসে তথা, বলে,—আয় গো! গেলি কোথা,
অনেক দিনের পরে দেখাটা হবে ॥ ১১২
এসো এসো ব'লে তারে, মুখে সমাদর করে,
পরে তারে কহে বিবরণ।

সে বলে, তোর কিসের ভয় ? দয়া করিবেন দয়াময়,
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীনন্দন ॥ ১১৩
শুনিয়ে প্রবীণের উক্তি, জন্মাইল হরি-ভক্তি,
প্রেম-ভক্তি শুন্‌তে বাসনা হলো।
বলে, হব আমি সেবাদাসী, নাম হবে মোর প্রেম-বিলাসী,
কিম্বা হব গৌরমণি,—গৌর গৌর বল ॥ ১১৪
রসকলি পরিয়ে নাকে, ভিক্ষের একটা চুপড়ি কাঁকে,
সরোয়া মাফিক করোয়া করে নিল।
গায় দিয়ে নামাবলি, বেড়ায় লোকের গলি গলি,
গলাতে তিন কণ্ঠি মালা দিল ॥ ১১৫
তখন ক্রমে হ'লেন উপনীত নবদ্বীপ ধামে।
কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস যার নামে ॥ ১১৬
মহাপ্রভু-দরশনে ভাবের উদয়।
বলে,—কৃপাময় প্রভু দীন দয়াময় ! ॥ ১১৭

নবদ্বীপে বঁধুর সহিত বিরহিণীর দেখা ;—বঁধুকে বিরহিণীর ভৎর্সনা।

তথা, ধনী পেলে আপনার বঁধুর দেখা,
অঙ্গে গোপীমাটী মাখা,
বসে আছে কত রঙ্গে।

পূর্ব্বের ভাব সকলি গেছে, ভাবের ভাবুক জুটেছে কাছে,
সারি সারি হরিনাম লিখেছে সর্ব্বাঙ্গে॥ ১১৮
বসেছে প্রেমভক্তি খুলে, কেলি-কদম্ব-তরু-মূলে,
প্রেমচাঁদ নামে হয়েছে আখড়াধারী।
দেখে তার ভক্তিভাব, প্রেমমণির পূর্ব্ব ভাব,—
উদ্দীপন হ'ল ত্বরা করি॥ ১১৯
প্রেমমণি কয়, কে হে তুমি! ভণ্ডযোগী দেখ্ছি আমি,
পণ্ডশ্রম কেন মিছে করিছ।
কালনেমির মতন আকার, বোধ হয়,—তেম্নি প্রকার,
মনে মনে লঙ্কা ভাগ করিছ॥ ১২০
কপট ভক্তির কর্ম্ম নয়, রিপু-জয় ক'র্তে হয়,
সাধনা কি অম্নি হয়,—সুধু সুধু কোমরে দিলে কপ্নি?
বৃক্ষ নইলে ফল ফলে না!
শুকান ডাঙ্গায় তরী চলে না!
জলে কখন শিলে ভাসে না!
হরি মেলে না আপ্নি॥ ১২১
শুন শুন ওহে বৈরাগি! হ'তে পার যদি সর্ব্বত্যাগী,
বিবেক জন্মিলে জ্বালা চুক্বে।
নইলে তুমি পড়্বে ফেরে, শিং ভেঙ্গে কি বুড়ো এঁড়ে!-
বাছুরের পালে ঢুক্বে?॥ ১২২

ফোটা কেটে তার ভিতরে বসো,
ভক্তি-ডোরে ভ্রমকে কসো,
সাধুর অধরামৃত খাও হে !
না জেনে ভজনের গোড়া, হয়ে বসেছ মস্ত গোঁড়া,
ক্ষমতা নাই ধ'র্‌তে ঢোঁড়া, বোড়া ধ'র্‌তে চাও হে ॥ ১২৩
যায় নাই তোমার দুষ্ট বুদ্ধি, কিসে হবে হে অঙ্গশুদ্ধি !
ভূতশুদ্ধি ভূতে কি করতে পারে ?
ছাগলে ধর্‌তে পারে না বাঘ, যোগে-যাগে হয় না যাগ,
কাটে না পাষাণ ভোঁতা কুড়ুলের ধারে ॥ ১২৪
কদ্দিন যোগ-শিক্ষের সুরু ? কে তোমার প্রেমদাতা গুরু ?
অটলবিহারী পটোল,—গুরু কে হে ?
সেবাদাসী কটী আছে ? তারা কেন নাই হে কাছে ?
এ ভাবের ভাবে মজেছে যে হে ॥ ১২৫
যা হকু, সেজেছ ভাল সুঠামটী,
রাম রাম রাম !—যেন পাকা জামটী,
ভেক্ দেখে যে ভেক ভেকিয়ে উঠ্‌ছে।
বলিছ, কোথা গৌরহরি ! ভাবের বালাই লয়ে মরি !
নেড়ী নেড়া যে কত এসে যুট্‌ছে ॥ ১২৬
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের প্রেমী, কত দিন হয়েছ তুমি ?
চৈতন্য তোমারে বুঝি দিয়েছেন চৈতন্য।

ত্যেজ্য ক'রে গৃহবাসে, কবে এসেছ সন্ন্যাসে ?
হরি-নামে বিশ্বাস হ'লে হবে ধন্য ॥ ১২৭

সুরট—একতালা।

বল হে ! কার ভাবে, কি ভাবের অভাবে,
এ ভাবেতে, কবে হ'লে মত্ত।
কে তব প্রেমদাতা, কও হে সত্য কথা,
তত্ত্ব-কথার কোথায় পেলে হে তত্ত্ব ॥
বড় দয়াল আমার নিতাই শ্রীচৈতন্য,
কৃপা ক'রে তোমায় দিয়েছেন চৈতন্য,
তাইতে হ'লে ধন্য, জন্মান্তরের পুণ্য,
তোমার ছিল হে,—
তাইতে গৌর-প্রেম তুমি হ'লে প্রাপ্ত ॥ (৬)

বঁধুর সহিত বিরহিনীর কোন্দল।

তখন লজ্জা পেয়ে কয় বৈরাগী,
আবার ম'রতে এসেছে মাগী,
যার জ্বালাতে হয়েছি দেশান্তরী।
মায়া ত্যজেছিলাম, ভেক ল'য়ে ভেকধারী হ'লাম,
আবার তাকেই যুটিয়ে দিলেন হরি ॥ ১২৮

কোথা হতে ঘটিল রোগ, হ'য়েছিল বড় সুযোগ,
ভঙ্গী ক'রে ভাঙ্গিতে যোগ, মাগী আবার এলো।
যার জ্বালাতে হই বৈরাগী, গৌর-প্রেমের অনুরাগী,
আবার এসে যুটিল মাগী, আরে মলো মলো ॥ ১২৯
বৈষ্ণবী কয়, ও বৈরাগী! তুমি তো বড় বদ্‌রাগী।
বিরাগ নইলে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না।
পড়িতে হয় ভাগবত,—ব্যাখ্যা ক'রে তাবৎ,
পণ্ডিতেরা ভাষা-কথা কয় না॥ ১৩০
জানি তোমার যত গুণ, বিদ্যাতে যত নিপুণ,
খুলে বল্‌লে বাকী কিছু রয় না।
তোমার যত পাণ্ডিত্য, আমি জানি সকল তত্ত্ব,
উচিত বল্‌লে গায়ে তোমার সয় না॥ ১৩১
আছে কেবল কথার আঁটুনি,
লা ডোঙ্গা নাই সুধুই পাটুনি,
ব'সে ব'সে কুকাটুনি, গর্জ্জে গগন ফাটে।
তোমার বিদ্যা বুদ্ধি আছে জানা,
ক-অক্ষর খুঁজে মেলে না,—
ডুবুরি নাবালে পেটে॥ ১৩২
শুনি বৈরাগী করে উষ্ম, বলে, বলিস্‌নে কথা দুষ্য,
নইলে দণ্ড দিব তোর এক্ষণে।

জানি তোদের নারীর রীত, সকল কর্ম্মে বিপরীত,
বিপদ ঘটে নারীর সঙ্ঘটনে ॥ ১৩৩]
নারীর জন্যে দশানন, সবংশেতে নিধন,
সর্ব্বনাশ নারী হ'তে ঘটে !
সহস্রলোচন হইল ইন্দ্র, নারী হ'তে কলঙ্কী চন্দ্র,
নারী হইতে বন্ধু-বান্ধব চটে ॥ ১৩৪
নারীর জন্যে পাণ্ডু মরে, নারীতে সকল পুণ্য হরে,
নারী হ'তে হয় নরকেতে বাস ।
নারীর জন্যে কুরুবংশ, সবংশেতে নির্ব্বংশ,
নারী হ'তে ঘটে সর্ব্বনাশ ॥ ১৩৫
বৈষ্ণবী বলে, সইতে নারি !
নারী হ'তে উপকারী,—
বল দেখি—কে আছে এ ভারতে ?
নারী হ'তে সত্যবান, ম'রে পায় প্রাণ দান,
সাবিত্রী সতী বলে ত্রিজগতে ॥ ১৩৬
যার হয় পূর্ণ গ্রহ, নারী-শূন্য তারি গৃহ,
নারী নইলে কোন কর্ম্ম হয় না ।
নারী হ'তে হয় কর্ম্মসূত্র, যে সূত্রেতে জন্মে পুত্র,
পুত্র নইলে জলপিণ্ড পায় না ॥ ১৩৭

পতি যদি পাপ করে, নারী যদি সহমৃতা মরে,
পাপ তাপ সকল হরে, অনায়াসে হয় মুক্তি।
শক্তি ভিন্ন জীর্ণ তনু,—মহাদেবের উক্তি॥ ১৩৮

মূলতান—যৎ।

আছে কার এমন শক্তি, শক্তি ভিন্ন দেহ ধরে।
সকলি হয় শবাকার, শক্তি যদি শক্তি হরে॥
আছে এই ভবের উক্তি, শক্তি ভিন্ন হয় না মুক্তি,—
সাদরে সাধক ব্যক্তি, শক্তি উপাসনা করে॥
শক্তি হয় সর্ব্ব ভজনের মূল,
হরি তার প্রতি হ'ন সানুকূল,
শক্তি প্রতিকূল হ'লে, দুই কুল যায় রে;—
হরি থাকেন তার অন্তরের অন্তরে॥ (চ)

———

বৈরাগীবেশী বঁধুর লাঞ্ছনা।

এইরূপেতে দুই জনাতে, লেগে গেল ঝগড়া।
বৈরাগী বলে, হরি-ভজনে হ'ল আমার বাগড়া॥ ১৩৯
শুনেছি, এক মর্ম্ম-কথা।—আছে ধর্ম্ম-নীতি।
অশুভ কাল-হরণ জন্য, পলাবে শীঘ্রগতি॥ ১৪০

হরি ব'লে যাত্রা কর্‌তে পড়ে গেল বাধা।
বলে, যে না মানে খোনার বচন সেই বেটা বড় গাধা ॥১৪১
হ'ল একে আর, গ্রহ বিগুণ, রক্ষে পাই কিসে।
অমৃত পান কর্‌তে এসে, জ্বলে ম'লাম বিষে ॥ ১৪২
আছেন এইরূপেতে অটল-বিহারী পটল তুলিবার আশে।
এমন সময়ে গৌরমণি, তার টিকি ধর্‌লে এসে ॥ ১৪৩

বসন্ত-বাহার—তেলেনা।

দিলে না দিলে না, আমায় ভজিতে গৌরাঙ্গে।
মরি কিবা রূপ! যার নাই স্বরূপ,
সনাতন ডুবেছে রূপ-সাগর-তরঙ্গে ॥
একবার যে দেখেছে মোর শ্রীচৈতন্য,
অম্‌নি হয় সচৈতন্য,
অচৈতন্য দূরে যায় তার তখনি,—
আহা কিবা মূর্ত্তি মহাপ্রভু, দেখি নাই নয়নে কভু,
পরশেতে ধন্য হ'ল ধরণী,—
গৌরহরি নাম,—জীবের পরিণাম,
হকু দাশরথীর,—মতি-গতি গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥ (ছ)

কহিতেছে গৌরমণি, দেখেছি তোমার মর্দ্দানী,
কে তোমাকে নাও নাও করিছে !
কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে, কাঁদিছে কার কটা ছেলে,
খেতে পরিতে দাও বলে,—
কে তোর পায়ে ধরিছে ॥ ১৪৪
গৌরমণি কয়, দাঁড়া দাঁড়া, ঘুচাব প্রেমভক্তি-পড়া,
বলে, কথা কড়া কড়া,-কোথা যাবি বৈরাগি ! ।
তুই আমার সঙ্গে করিস্ জোর,তুই রে আসল মাসুল-চোর,
ধরেছি তোকে, করেছি আমি দাগী ॥ ১৪৫
চুরি দাঙ্গা নালিশে, এখনি ধরিবে পুলিশে,—
গোটা তুই জাল সাজিয়ে শেষে,
বঁধু ! তোমাকে বন্দুয়ান খাটাব।
করিস্ যদি বাড়াবাড়ি, তবে দিব হরিণ-বাড়ী,
না হয় তো পুলি-পোলাম পাঠাব ॥ ১৪৬
না করতে মোকদ্দমা, করিস্ যদি রাজীনামা,
আমার কাছে আগে হও রে রাজী।
তবে চল যাই মোক্তারের কাছে,
এখন আমার এক্তার আছে,
কিন্তু না গেলে পর, পেঁচ্ লাগিবে আজি ॥ ১৪৭

কলি-রাজার উপাখ্যান ও চারি-ইয়ারি।

যুগের মধ্যে কলিযুগ অধম,—এ যুগে সকলেই অধম কার্য্যে রত।

এক দিন নির্জ্জনে, যুটে বন্ধু চারি জনে,—
একত্র বসিয়ে এক স্থানে।
কত শত পরিহাস, দৃষ্টান্ত ইতিহাস,
দৃষ্টান্ত ভাবে হর্ষ মনে॥ ১
তারাচাঁদ গোরাচাঁদ, রামচাঁদ নিমচাঁদ,
রূপ গুণ চারির সমভাব।
মনে নাই ভেদাভেদ, প্রাণ এক—দেহ অভেদ,
সভ্য ভব্য সরস স্বভাব॥ ২
দেখেন সব নানা দরশন, রসের প্রমাণ,—ষড়্ দরশন,
একাসনে বসিয়া কহয়।
কহিতে কহিতে কথা, রামচাঁদ কয় একটী কথা,—
মীমাংসা করহ মহাশয়।॥ ৩
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, অবগত আছ সকলি,
পূর্ব্ব নিয়ম যা সকলি, এবারে গিয়েছে।
কেহ নাই আর সত্যবাদী, ধর্ম্মে-কর্ম্মে প্রতিবাদী,
সর্ব্ববাদিসম্মত হয়েছে॥ ৪

দেখ যুগের মধ্যে অধম কলি,
তাই,—অধম কার্য্যে রত সকলি,
সর্ব্বদা বলেন সকলি,—কাল-মাহাত্ম্যে করে।
দেখ ক'রে অনুমান, কলির মাহাত্ম্য-প্রমাণ,
দৃষ্টান্ত-বচন সকল ধরে॥ ৫
দেখ চোরের পুত্র হয় কি সাধু? শিমুলে কি জন্মে মধু?
সুধা কখন উঠে সর্পের মুখে?
বেশ্যার কন্যে কি সতী হয়?
কুকুরের গর্ভে কি জন্ম হয়?—
আম্র ফলে কি বাবলার বৃক্ষে?॥ ৬
ছুঁচার মাথায় জন্মে মতি? বাঁশে হয় কি চন্দন উৎপত্তি?
বৈষ্ণব হয় কি যবনের পুত্র?
খড়ি উড়ে কি অঙ্গার ঘ'ষে, চিনি হয় কি নিমের রসে?
শেয়াকুল গাছে গোলাপ ফুটেছে কুত্র?॥ ৭
ক্ষেত্র-গুণে শস্য-উৎপত্তি, বংশ-গুণে সন্তানের গতি,
তেমনি যুগের গুণে সকলের গতি,—দেখ সকলে।
সদা পরের কুচ্ছ গায়, অবলার মন যোগায়,
দৃষ্ট হয় না ইষ্টদেবে ভুলে॥ ৮

বাহার-মূলতান—কাওয়ালী।

সত্য বল্‌লে এখনি হবে বেজার।
অনিত্যেতে মত্ত সদা, চিত্ত আছে সবাকার॥
চেষ্টা নাই আর সাধুসঙ্গ, কেবল নারীর গুণ-প্রসঙ্গ,—
সর্ব্বদা হয় অঙ্গ-ভঙ্গ, দেখ্‌ছি রঙ্গ ঐ মজার॥ (ক)

কলি যুগে সকলেই স্ত্রীর বাধ্য।

শুনি কথা রামচাঁদের মুখে, নিমচাঁদ কয় হাস্যমুখে,
কলির দোষটা ব্যাখ্যা করিলে ভাল।
কলিযুগ সব যুগের অধম, কলির নর নরাধম,
কলির দোষ এত কিসে বল॥ ৯
দেখ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে,
মুনি ঋষি সব ব'সে যোগে—
করিয়ে তাঁরা ইষ্ট-আরাধন।
আছে প্রমাণ বেদে তার, দয়া হয় না দেবতার,
সহস্র বর্ষে হয় না যা সাধন॥ ১০
কর্‌লে কলিতে দেব-আবাহন, তিন দিনে বাক্‌সিদ্ধ হন,
হন সিদ্ধ গুটীকা-নায়িকা-পিশাচে।
দেখ, ব্যাপ্ত গুণ যার আছে ধরায়, বিক্রমাদিত্য নররায়,—
একরাত্রে বেতাল-সিদ্ধ হয়েছে॥ ১১

শুনে রামচাঁদ কয়,—মিথ্যা নয়, যা কহিলে মনে লয়,—
অন্য বড় গণ্য নয়,—নায়িকে পিশাচেই বেশী।
দেখ, কলিতে বা নাই কে, সিদ্ধ হতে নায়িকে,
পিশাচ-সিদ্ধ হলো সকল দেশি॥ ১২
তা যদি বল আমাকেই,—সিদ্ধ হলো কেমনে,
বিচার ক'রে দেখ মনে মনে,
নায়িকে বেনায়িকে জগতে।
তাতেই ভাই! সকলে মুগ্ধ, বাল্য যুবা কিবা বৃদ্ধ,—
প্রায় বাধ্য সকলেই তাতে॥ ১৩
ভুলে যায় সবে আত্মতত্ত্ব, মাগ হয়েছেন ব্রহ্মপদার্থ,
মেগের গুণ-বর্ণন যথা-তথা।
কারো হাতে খেয়ে পান না সুখ,
মেগের যদি দেখেন অসুখ,
কোণে বসে কাঁদেন ধ'রে মাথা॥ ১৪
আর দেখ, পদে পদে সব গুটীকাসিদ্ধ,
হ'য়ে আপনার নালে আপনারা বদ্ধ,
ভেবে দেখ গুটীকাসিদ্ধ, সকল লোকেই হয়েছে।
রামচাঁদের কথা শুনি,
নিমচাঁদ কয়,—ও কথা কি শুনি?
এতে কলির দোষ্টা কিসে আছে॥ ১৫

বল্‌লে, ভার্য্যা-রত এই ভারতে, শ্রবণ করেছ ভারতে,
রামায়ণে লেখা বাল্মীকি মুনির।
সুরাসুর আদি কিন্নরে, গন্ধর্ব্ব কি নর বানরে,
কে না বাধ্য আছেন রমণীর ?॥ ১৬

সুরট-মল্লার—পোস্তা।

চিরদিন ভার্য্যের অধীন, দেখ্‌ছি শুন্‌ছি এই ভারতে।
আছে রাষ্ট, সম্পষ্ট লেখা রামায়ণ-ভারতে॥
ভার্য্যের পদ হৃদে করি, রেখেছেন ত্রিপুরারি,
ভাগীরথীকে ধরি, স্থান-দিয়েছেন মস্তকেতে॥ (খ)

কলিযুগে অনেকেই ঘোর বেশ্যাসক্ত ;—লম্পটের সংখ্যা অনেক বেশী।

শুনে রামচাঁদ কয়, একি কথা ! এ কথার যোগ্য ওকথা,—
কোথাও তো শুনিনে আমি, ভাই।
এ কথার নয় ও তুলনা, ওসব কথা আর তুল না,
সে তুলনার তুলনা নাই॥ ১৭
কেমনে বল্‌লে গঙ্গাধরে,—
মস্তকেতে গঙ্গা ধরে,
হৃদয়ে আদরে ধরে, যে নারীর পদ।

তুলনা তার দিতে নারি, তার কাছে কি তুলনা নারী ?
সেই ভবের নারী,—ভবের সম্পদ ॥ ১৮
বল্‌লে, দশরথ নারীর কথায়, বনে দিলেন জগৎপিতায়,
এ কথা ত গ্রাহ্য হয় না মনে।
সুর নরে করিতে নিস্তার, তারকব্রহ্ম রাম-অবতার,—
হয়েছিলেন বধিতে রাবণে ॥ ১৯
শুনে নীরব নিমচাঁদ, পুনঃ হেসে রামচাঁদ,—
বলে, ভাই! কর আর শ্রবণ।
গুটীকা নায়িকায় সিদ্ধির কথা,
শুনিলে ত সব বিশেষ কথা,
পিশাচসিদ্ধ দেখ সে কেমন ॥ ২০
পূর্ব্বে পিশাচসিদ্ধ হ'তো যারা, সর্ব্বদা অশুচি তারা,
এসব পিশাচ সিদ্ধ যারা, হয়েছেন কলিতে।
কিছুমাত্র কষ্ট নাই, সে পিশাচ দৃষ্ট হ'তো নাই,
এ পিশাচ কেন দেখ না ভাই! সাক্ষাতে সকলেতে ॥২১
পিশাচ-সিদ্ধির যা আয়োজন,এ পিশাচদের তাই প্রয়োজন
মদ্য মাংস মৎস্যাদি সকল।
সে পিশাচ ছাড়ালে ছাড়ান যায়,
ছাড়ে না এ পিশাচ পেয়েছে যায়,
ভেবে দেখ—আসল কি নকল ॥ ২২

আর দেখ কত মনের ভ্রম, ক'রে নানা পরিশ্রম,
গুটীকা নায়িকায় সিদ্ধ না হ'য়ে।
পঞ্চতত্ত্বে হয়ে বিরত, পিশাচ হয়ে পিশাচে রত,
তেম্নি দেখ ভার্য্যাকে ত্যজিয়ে ॥ ২৩
হ'য়ে উঠেছে রীত নীত, পর-বনিতে মনোনীত,
বারবনিতা ভিন্ন হয় না বিহার।
ঐ ব্যাপার বাড়াবাড়ি, মনে থাকে না ঘর-বাড়ী,
রাঁড়ের বাড়ী তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার ॥ ২৪
মানে না গুরু পুরোহিত,
কেবল শয্যাগুরু পুরোহিত,—
কামিনী ভাবে, হিতাহিত থাকে না জ্ঞান!
ভুলে পিতার শ্রাদ্ধ তর্পণ, বেশ্যা-চরণে মন অর্পণ,—
করে কালযাপন হ'য়ে হতজ্ঞান ॥ ২৫
গ্রাহ্য হয় না কাশী গয়া, বেশ্যার পদ গঙ্গা গয়া,
একবারেতে দফা গয়া, হয় জন্মের মত।
দেখ ভাই বন্ধু সমস্ত, দেখ না কেন জগতে সমস্ত,-
লোকেতে এতে রত কি বিরত ॥ ২৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পারি কি লজ্জার কথা বলিতে।
যে ব্যাভার কলিতে, ত্যজে সতা গুণবতী,
রতি-মতি বার-বনিতে ॥
মনের ভ্রমেতে ভ্রমণ ও-পদে সদা,
প্রণয় থাকে না সমান, হত ধন প্রাণ মান,
কেবল পূর্ব্ব পুণ্য শূন্য পায়, গণিকা-পরশেতে ॥ (গ)

বেশ্যা সর্ব্ব কালে সকল যুগেই আছে।

তখন শুনে হেসে নিমচাঁদ বলে, এ কর্ম্মটা সর্ব্বকালে,—
আছে বরং কলিকালে, কম দেখ্‌তে পাই।
হও হবে মনে বেজার, দোষ গুণ যাতে যার,
ভারতে প্রচার,—ভা[illegible] শুনেছি ভাই ॥ ২৭
বল্‌লে, কলির নর পাপী কেবল,
দেখ এরা তত নয় প্রবল,
সে বল্লে বলবান্ ছিলেন তাঁরা।
এরা তত রত নয় পর-স্ত্রীতে, কিম্বা বারবনিতে,
যাতায়াতে ধর্ম্মভীত এরা ॥ ২৮
দেখ, সৃষ্টি-কর্ত্তা করেন সৃষ্টি, তাঁর দেখ কাজের সৃষ্টি,
দৃষ্টি ক'রে কন্যেকে হলো মন।

এইত করলেন প্রজাপতি, আবার দেখ সুরপতি,
গুরু-পত্নী করিলেন হরণ ॥ ২৯
দেখ, শুনেছি সকলে জানি, গুরুর শাপে সহস্র যোনি,—
হলো ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-দোষেতে।
যার গুণ অতি পরাশর, সেই মুনি পরাশর,—
মদন-শর নাশিতে দিবসেতে ॥ ৩০
ক'রে কুজ্‌ঝটীতে অন্ধকার, করেন মৎস্যগন্ধা বলাৎকার,
ধীবরকন্যে তখনকার,—দোষ কি তাতে নাই ?
আবার মহাঋষি বেদব্যাস, ভারি যার বেদ-অভ্যাস,
ভাদ্রবধূ সহবাস, করলেন কেমনে ভাই ! ॥ ৩১
তখন সতীইবা ছিল কে, বল দেখি ভূলোকে ?
ইচ্ছা হ'লে ফেল্‌ত পাকে, যেখানে সেখানে যেতো।
দিলেন শুক্রাচার্য্য শাপ যে অবধি,
পরস্ত্রী-হরণ সে অবধি,—
হয় নাই প্রায় সেই অবধি,—নিবারণ আছে কত ॥ ৩২
আর বেশ্যা আছে সর্ব্বকালে, সে কালেই কি এ কালে,
তাদের কাছে সকলে আমোদ করে থাকে।
শুনে রামচাঁদ পুনরায় কয়,
শুনেছি ভারতে ভারতে কয়,
সে তুলনার তুল্য দিব কা'কে ॥ ৩৩

তখনকার গণিকায়, এদের ঘরে গণি কায়,
তাদের নামে শুদ্ধ কায়, হয় প্রাতঃস্মরণে।
এদের সঙ্গে সহবাস,—করিলে নরকে বাস,
কৃত্তিবাস-বচন-প্রমাণে॥ ৩৪

আলিয়া—যং।

কলিতে কি নিষেধ মানে?
বচন-প্রমাণ গণে না মনে॥
জ্ঞান নাই ইত্যাকার, একি চমৎকার।
হলো একাকার সব সমানে॥
দেখ কেউ ভাবে না লঘু-গুরু,
সদা আপনি বলে,—'আমি গুরু'
স্থান পান না মহাগুরু, শয্যে-গুরু-বিদ্যমানে॥ (ঘ)

কলিযুগে সকলই একাকার;—কলি-রাজার পুত্র-পরিবার
প্রভৃতির নাম-ব্যাখ্যা।

পুনরায় রামচাঁদ কয়—চমৎকার, দেখে শুনে জন্মে বিকার,
সকলকার একচাল হয়েছে।
ভদ্রের ঘুচায়ে আদর, আধানীকে পায় আদর,
মুড়ি মোণ্ডা সমান দর—এক হাটে করেছে॥ ৩৫

যারা ছিল সদর, তাদের কর্‌লে অন্দর,
অন্দর সদর হ'য়ে গেল।
দেখ না কেন তার সাক্ষী, কোর্টে কোর্টে দিয়েছে সাক্ষী,
এমনি মজার করেছে অক্যি, সে মুখ্যি কুলীন হলো॥৩৬
যদি বল অসম্ভব, অসম্ভব সম্ভব,
যে বংশে যে উদ্ভব, তার তেম্‌নি মান।
এখন ঘুচে গিয়েছে সে সব দিন,ব্যাভার ফিরেছে দিন দিন,
নিশি দিন করেছে সমান॥ ৩৭
হলো অধিকার কলি রাজার, রাজার গতিতে গতি প্রজার,
তা নইলে—ইচ্ছা যে যার, করিছে অনায়াসে ?
আবার কও যদি,—তোমার মিথ্যে কথা,
রাজা যিনি তাঁর বাস কোথা ?
সরঞ্জমি আমলা কোথা—বিচার করেন ব'সে॥ ৩৮
একটা স্থান চাই প্রয়োজন, সৈন্য সেনাপতি কত জন ?
কে কে রাজার প্রিয়জন, কন্যা পুত্র কয়।
রাজ-রাণী কতজন আছে, পরিচয় সব তোমাদের কাছে,—
একে একে কহিব নিশ্চয়॥ ৩৯
আছে পুত্র পুত্র-বধূ কলিরাজার,
কলির কন্যেগুলি মজার মজার,
হাজার হাজার দেখ্‌ছি শুন্‌ছি আছে।

এদের গুণ বলিব কিঞ্চিৎ পরে, যে যে আছে পরে পরে,
আমলা উকিল রাজদরবারে, যারা সব রয়েছে ॥ ৪০
বিশ্বাসঘাতকী সেরেস্তাদার, দত্তাপহারী পেশকার,
মিছিলনবিস্ বন্ধু-পরিবার—হরণ করেন যিনি।
শঠকে দিয়েছেন মহাফেজ্‌গিরি, জাল হয়েছে মুহুরি,
ডিক্রীনবিস্ প্রবঞ্চক আপনি॥ ৪১
আমলা নাই বেশী আর, ঋণ-ছ্যাঁচড়া বেটা কেশীয়ার,
মিথ্যাবাদী উকিল কৌন্সলি।
কাৎ পেলে করে সাৎ, সিঁদেল রাহাজানি ডাকাত,
গাঁট কাটে দিন রাত, সৈন্য সেনাপতি সকলি ॥ ৪২
চলে রাত দিন—আদালত নাই বন্ধ,
সাক্ষীদের ঠক্‌ঠকর বন্দ,
বন্দোবস্ত করেছেন সকল, অতি অল্প বাকী।
রেকর্ডে মজুত অল্প কেশ, প্রায় কর্ম্ম হয়েছে নিকেশ,
দুই এক বৎসরে হবে শেষ, দেশ দেশ গেলেই দেখি ॥৪৩

পরজ—পোস্তা।

কি বিচার দেখ্‌ছি মজার, কলি-রাজার রাজ-দরবারে।
রবে কি জেতে, যাবে জেতে হ'তে একেবারে॥

কুচ্ছ যার ঘরে পরে, সে দোষী করে পরে,
ভাবে না পূর্ব্বাপরে, রঙ্গ লাগায় পরে পরে ॥ (৬)

কলি-রাজার কন্যা—বেশ্যাগণের পরিচয়।

হেসে রামচাঁদ কয় পুনরায়, কলি-রাজার কন্যের পরিচয়,-
শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে।
কথা ব'ল্লেই বল;—আছে কালে-কালে,
সম্প্রতি একদিন বৈকালে,—
ভ্রমণ করিতে কলিকাতা সহরে ॥ ৪৪
দেখিলাম রাস্তার দুই পাশে, বারান্দার পাশে পাশে,-
আছে বসে বিদ্যুৎ-সমান।
গহনায় ঢেকেছে গায়, শরি মিঞার টপ্পা গায়,
কত বাবুরা মন যোগায়, ভৃত্যের সমান ॥ ৪৫
তামাকটি খান আলবোলায়, নয়ন ঠেরে মন ভুলায়,
কত মিঞা পার তলায়,—প'ড়ে গড়াগড়ি।
মন কেড়ে লন কথার ছলে,
শত সহস্র ক্রোড়পতির ছেলে,
সদরে আছেন বাঁদরের মতন,
লাগিয়ে গাড়ী যুড়ি ॥ ৪৬

একবার একবার উঠ্‌ছে হাসি,
পুরুষের গলায় দিচ্ছে ফাঁসী,
প্রেম-রশিতে বঁড়ুশী লাগায়ে।
ক'রে মনে আচপাঁচ, ইচ্ছামতে মারছে খ্যাচ্,
ধর্‌ছে মাছ,—পড়ুছে যত গিয়ে ॥ ৪৭
কোথায় আছেন বা নর, বানায় একেবারে বানর,
তাই বলি বা নর, বানর কলিতে।
এড়ান যায় না কোন সূত্রে, এমন বাঁধে প্রেমের সূত্রে,
এক গেলাসে পিতা পুত্রে, মদ খাওয়ায় কৌশলেতে ॥ ৪৮
দেখি বাকী হদ্দ একটী পাই, ভারতবর্ষে মদ্যপায়ী,—
আর দেখ্‌তে পাই কি না পাই, কিছুদিন বাদেতে।
ঢাকে কি ধর্ম্মে ঢাক-বাজায়, থাকবে না কো মান বজায়,
যোতে-যাতে আর থাকে না বজায়,
ফেল্‌রে প্রমাদেতে ॥ ৪৯
যায় বল জাতি মান, যাবে যাতে তার প্রমাণ,—
বিদ্যমান দেখ না সকলে।
কলিরাজার কন্যা যারা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম জাতি-মারা,
বেশ্যা-রূপে আছে তারা, ফাঁদ পেতে কৌশলে ॥৫০
বল যদি ভাই! তা নয়, জ্যেঠা খুড়া পিতা তনয়,—
এক বেশ্যায় করে প্রণয়, এমন বাঁধে প্রেমে।

করে মজা তলে তলে, ছেলেকে রেখে খাটের তলে,
তার বাপকে লয়ে খাটে তুলে,
ছাড়ে না কোন ক্রমে ॥ ৫১

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হায় কি দেখি মজার রঙ্গ।
কি ঘটালে প্রমাদ, পেতে প্রেম-ফাঁদ,
যেমন ব্যাধে ফাঁদে, অনায়াসে বাঁধে সব বিহঙ্গ ॥
এমন তো শুনিনে কাণে, পিতা-পুত্রে এক স্থানে,
বিহরিছে এক নারীর সঙ্গ।
ঐ পথেতে যায় সকলি, ধন্য ধন্য ধন্য কলি!
আমার, হেরে মনে হয় যে আতঙ্গ ॥
কিছু নাই কসুর, পিরীত যেন পশুর,
সুবাদে কি বাধা মানে, নিবারে অনঙ্গ ॥ (চ)

বেশ্যাগণের বলিহারি কুহক!

হেসে রামচাঁদ পুনরায় বলে, হারায়েছি বুদ্ধি-বলে,
ছলে বলে কলে কৌশলে, এমন পিরীত রাখে।
ধন্য বেশ্যা বলিহারি! বুদ্ধিতে সকলে হারি,
ধন মন হরি—নিচ্চে ফাঁকে ফাঁকে ॥ ৫২

ভাবে না অধম উত্তম, ঠিক যেন পুরুষোত্তম,
জাতিভেদ কিছুমাত্র নাই !
কে যায় বল জেতের তল্লাসে,—মদ ঢেলে এক গেলাসে,
অনায়াসে খাচ্চেন, দেখ্‌তে পাই ॥ ৫৩
কেউ হচ্চে কুঁপোকাত, কেউ শুয়ে কাটান রাত,
কেউ খান খিচুড়ি-ভাত, আচ্ছা মজার রুচি।
মদের ঝোঁকে কে কি বলে, কেউ ডাকে মা মাসী ব'লে,
এমন তো দেখি নে ছেলে, এসব যমের অরুচি ॥ ৫৪
এতে কি থাকে মান ? বেশ্যালয়ে সব সমান,
দৃশ্যমান দেখ না সকলে।
হবে না কেন মরদানি, যে বিলাতী আমদানি,
ধুতি উড়ানি জামদানি, পরে মেথরের ছেলে ॥৫৫
আবার কোন বেশ্যার বাড়ী, গুলির নেশা বাড়াবাড়ি.
ঘর বাড়ী যে বেটাদের নাই !—
পরনেতে কপ্নি আঁটা চেহারা যেন বেহারা বেটা,
বস্‌বার আসন ছেঁড়া চেটা, শয়নেতেও তাই ॥ ৫৬
অল্পবয়সী আশী পঁচাশি, গল্প করেন লাক-পঁচাশি,
যবঝাড়ুনীর বেটা—কাটকুড়নীর ভাই।
মাগ হাঁটে হাটে মাঠে, ভুলেও যান না তার নিকটে,
বাথানে যেমন বেড়ায় বাথানের গাই ॥ ৫৭

গুলিখোরের এমন বুদ্ধি সরু, ঠিক যেন কলুর গরু,

থাকে—চক্ষু মুদে,—দৃষ্টি হয় না ধরা।

নাই কিছু খোঁজ খবর, উড়ে গিয়েছে ছপ্পর,

ভূতের আকার ঠিক যেন আধমরা॥ ৫৮

কথায় মারেন মালশাট, শোলা ভিজিয়ে গুলির চাট,

এমন নেশা কে করিতে বলে।

ওসব, ছোটলোকের কর্ম্ম নয়, আমীরের ছেলে যদি হয়,

তারাই নেশা ক'রে থাকে ও-সকলে॥ ৫৯

এদের ধিক্ ধিক্ গলায় দড়ি,

যুটে না যে দিন পয়সা-কড়ি,

ঝেটার বাড়ি—বেশ্যা-বাড়ী গিয়ে।

এমন কুহক বলিহারি! বেটা পরের ধন ল'তে যায় হরি,

ধরে বাঁধে প্রহরী, করে রশি দিয়ে॥ ৬০

গুলি খেয়ে শরীর শীর্ণ, ধরা পড়ে সেই জন্য,

বেশ্যার দায়ে জ্ঞানশূন্য, ঠিক যেন বেটা পশু।

সুধালে কথার নাই উত্তর, ভ্রম হ'য়ে যায় পূর্ব্বোত্তর,

বুদ্ধি বল হরণ হয় আশু॥ ৬১

মূলতান—একতালা।

কলি-কন্যার কি মাহাত্ম্য!
ভুলিতে হয় আত্মতত্ত্ব॥
দেখে শুনে হলাম হতজ্ঞান, গেল মান,
করলে ঐ পথে সবে প্রবর্ত্ত।
কেবা কারে নিষেধ করে, হলো আবকারী প্রায় ঘরে ঘরে,
কত অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করে, গুলি খেয়ে হয়ে উন্মত্ত॥ (ছ)

যুগ-ধর্ম্মের নিন্দা-করা বৃথা,—সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য।—
এ সংসারে শ্রীহরির চরণই সার পদার্থ।

হয় এইরূপে বাদানুবাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ,
গোরাচাঁদ তারাচাঁদ বলে।
শাস্ত্র-প্রসঙ্গে শুনেছি ভাই! সাধু অসাধু আপনার ঠাঁই,
পর পরকে ক'রে থাকে কোন কালে॥ ৬২
ধর্ম্মে মন থাকে যার, কি রাজার কি প্রজার,
ধর্ম্মে ধর্ম্ম রাখেন তারে ভারতে।
নেশা বেশ্যা দস্যুবৃত্তি, কুকর্ম্মেতে প্রবৃত্তি,
বিশেষ প্রমাণ শুনেছি ভারতে॥ ৬৩
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, যুগের ধর্ম্ম জানি সকলি,
চারি যুগের কার্য্য সকলি, ভগবানের কথা।

যে যুগের যে বিধান, করেছেন গোলকের প্রধান,—
তার কখন হ'য়ে থাকে অন্যথা॥ ৬৪
পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল, ভুগিতে সেই ফলাফল,
সকল হয় বিফল—কভু ফলে।
মিছা দোষ যুগ-ধর্ম্ম, যে যা করে আপনার কর্ম্ম,
মিথ্যে লোকের দোষ দাও সকলে॥ ৬৫
রাখিতে উভয়ের মান, নানা শাস্ত্রের বচন প্রমাণ,
উভয়ের মন সন্তোষ করিয়ে।
কেউ হলো না অসন্তোষ,উভয়ের বাক্যে উভয়ে সন্তোষ,-
হয়ে রয় একত্রে বসিয়ে॥ ৬৬

বাহার—কাওয়ালী।

সার ভাব শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণ।
অধর্ম্ম-আচরণ, ত্যাগ করিলে কালের হাতে—
তারিবেন বিপদ-তারণ॥
সংসার অসার-সাগরে,—
কেন ডুবিলি! ও নাম ভুলিলি! ভ্রমিলি!—
সদা বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে,—
জঠর-যন্ত্রণা কঠোর দায়ে, কে করিবে নিবারণ॥ (জ)

বিরহ।

নবীনচাঁদ ও সোণামণি—স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব।

নারী,—পরকালের কণ্টক।

শ্রবণে বড় আনন্দ, এক নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব,
পেতে নানা রসের কথার ফাঁদ।
বালির উত্তরপাড়ায় বাড়ী, জেতে কায়স্থ উত্তর-রাঢ়ী,
বড় রসিক—নামটী তার নবীন-চাঁদ॥ ১
বড় রসিকা তার রমণী, নামটি তার সোণামণি,
যৌবনে রূপ ছিল সোণা-চেয়ে।
নাই যৌবন হৃদয়-পরে, তবু স্বামী তার সোহাগ করে,
কান্তি ভাল,—শান্তিপু'রে মেয়ে॥ ২
এক দিন দুই জনে, নিশিযোগে নির্জ্জনে,
শয়ন-মন্দিরে পালঙ্কপোষে।
কন্দর্পের ঘুচিয়ে দর্প, শেষে হ'চ্চে রসের গল্প,
দুজনে আনন্দে খাটে ব'সে॥ ৩
কহিতেছে সোণামণি, বল দেখি হে গুণমণি।
দেখি তোমার কেমন বিচার।

নারী পুরুষ দুই জন, বিধি করেছেন সৃজন,
এ দুয়ের ব্যাখ্যা কর কার ॥ ৪
নবীনচাঁদ কহে প্রিয়ে। মোকদ্দমা সমর্পিয়ে,—
তোমারে দিলাম, তুমি বিচার কর।
রমণী কয়, তবে জানাই, পুরুষের গুণ কিছুই নাই,
আমার বিচারে নারীর ব্যাখ্যা বড় ॥ ৫
নারী অতি প্রশংসার, নারীর নামে এ সংসার,
নারী নইলে সকলি অন্ধকার।
যদি, ইন্দ্রতুল্য পুরুষ হয়, দ্বারে রয় হস্তী হয়,
শোভা না হয়—নারী নাইকো যার ॥ ৬
নারী নাই ঘরে যার, দ্বারে কপাট বন্ধ তার,
দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে দিন গেল।
ভিক্ষা পায় না বৈরাগী, নর হয় নরক-ভোগী,
নারী নাই যার, তার নাড়ী ছাড়াই ভাল ॥ ৭
নবীনচাঁদ কয় ভয় যে লাগে,
উচিত বল্‌লে এখনি রাগে,—
আগুন হ'য়ে—আগুন দিবে চালে।
দোষ জেনে—বলিতে পারি কই,
থাকৃতে নারি—নারী বই,
কাম-রূপে পড়েছি বন্দিশালে ॥ ৮

হয়েছি নারী-পরায়ণ, নারীকে ভাবি নারায়ণ,
নারী নইলে মুক্তি পাই কই।
নারী আপনার মান বাড়ায়ে, পুরুষগুলোকে ঘুম পাড়ায়ে,
কলিযুগে হ'য়ে বসেছে জয়ী ॥ ৯
নারীর এখন হয়েছে সুখ, টাকায় হলো নারীর মুখ,
পুরুষে হ'য়েছে বিধি বাম।
নারীর বুক ভারি তাজা, মুলুকে এখন নারী রাজা,
বিলাতে নারী ভিক্টোরিয়া নাম ॥ ১০
বিশেষ, কলিতে নারী প্রধান, পুরুষের ঘুচায়ে মান,
তুমি গেলে নারীর ব্যাখ্যা ক'রে।
নারীর সঙ্গে সম্ভোগ, পুরুষের কর্ম্ম-ভোগ,
দেখেছি আমি শান্তিশতক প'ড়ে ॥ ১১
নারী কিসে প্রশংসার, সংসারে নারী অসার,
বিধাতা পুরুষ ভাল বাজিকর।
নারী-ভেল্কি দেখিয়ে ধাতা,খেয়ে বসেছেন পুরুষের মাথা,
নারী কেবল নরকের ঘর ॥ ১২
ভজিতে দেয় না কালী কালা, পরকালে পরম জ্বালা,
নারী বসেছে মায়া-ফাঁদ পেতে।
নৈলে, যত পুরুষ যেতো স্বর্গ, নারী হয়েছে উপসর্গ,
নারিলাম পার হ'তে নারী হ'তে ॥ ১৩

মূলতান—কাওয়ালী।

নারীর জন্যে নারকী আমরা সমুদাই।
ত্যজে এ বালাই, দেখ নারদ সুখী সদাই,
শুকের সুখের সীমা নাই,—
প্রাণের রমণীর মুখে দিয়ে ছাই॥
সদা, কুপথে কুমতে রত, কুচধারিণীতে যত,—
কুচরিত, হিতে ঘটায় বিপরীত,
সুহৃদ ভাঙ্গিতে রত, এমন আর নাই,—
পর হয় রমণীর লাগি প্রাণের ভাই॥ (ক)

নারীর অশেষ গুণ;—দোষ ত পুরুষেরই।

নবীনচাঁদের কটু ভাষায়, ধনী দিচ্ছে উষ্মায় সায়,
সকলের মূল নারী হয়েছে ভবে।
নারী-গর্ভে প্রবেশিয়ে, শুকদেব ভবে আসিয়ে,
ভব-পারের পথ পেয়েছেন তবে॥ ১৪
ভজনে যার ভক্তি থাকে, নারী কি ভজন আট্‌কে রাখে?
নারী কি রাখে লুকায়ে জপের মালা?
নারীকে রেখে তপোবনে, মুনিরে বসিতেন যোগাসনে,
কোন্ মুনির রমণী হ'লো জ্বালা?॥ ১৫

পাণ্ডবদের ছিল নারী, হরি যে তার আজ্ঞাকারী,—
সহায় হ'য়ে করেন শত্রুপাত।
বিন্ধ্যাবলীর গুণের কারণ, বলি রাজার মাথায় চরণ,—
দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠের নাথ॥ ১৬
নারীতে পতির গতি করে, পতির সঙ্গে পুড়ে মরে,
নারী অশেষ গুণের গুণবতী।
নারীর দোষ কিছু নয়, কলির পুরুষ দুরাশয়,
ইহাদের ভজনে নাইকো মতি॥ ১৭
সবারি মন নারী পানে, কেউ মজেছে সুরা-পানে,
পরকাল মজাতে এখন, নানারূপ কারখানা।
নারী কি বলেছে, ভজো না কৃষ্ণ,
ডেপুটী কালেক্টর যীশুখ্রীষ্ট,—
খেয়ে বসেছেন ইংরাজের খানা॥ ১৮
ধর্ম্ম কর্ম্ম ডুবিয়ে দেয়, অতিশয় নির্দ্দয়,
পুরুষের কি শরীরে দয়া আছে?
কেহ দস্যু সিঁদেল চোর,
কেহ জুয়াচোর—কেহ গো-চোর,
সব গোচর আছে যমের কাছে॥ ১৯
পুরুষ-তুল্য নয় কর্ম্ম, নারীর শরীরে আছে ধর্ম্ম,
নারীরা চরণ দেন না পাপের ফাঁদে।

নারী অতি সরল কায়া, শরীরে আছে দয়া মায়া,
পুরুষের দুঃখ দেখিলে নারী কাঁদে ॥ ২০

* * *

নারী বড় নিষ্ঠুর।

নবীনচাঁদ কয়,—ওহে ধনি! ওকথা কি আমি শুনি!
নারীর যদি দয়া থাক্‌ত প্রাণে।
পুরাণে শুনেছি উক্তি, তবে কেন রাধা শক্তি,
শ্মশানে দেন সজীব সন্তানে? ॥ ২১
অদ্যাবধি সেই কু-রবে, 'মা-রাধা' কেহ বলে না ভবে,
নারীর দয়া আছে হে কোন্ কালে?
হাদে, পূতনা মাগী ছুতনা করে, স্তনের মধ্যে বিষ পূ'রে,—
মারিতে যায় যশোদার গোপালে ॥ ২২
ভাগ্যে ছেলে ভগবান্, নৈলে ত হারাত প্রাণ।
এই ত নারীর শরীরে দয়া মায়া।
আর এক কথা বল দেখি, কৈকেয়ী মাগী কর্‌লে কি!
শুনিলে পরে কেঁপে উঠে কায়া ॥ ২৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কোন্ পরাণে রামকে দিল বন।
যেমন পাষাণী কৈকেয়ী রাণী,
পুরুষে কই কই হে তেমন ॥

জটা বাকল পরাইয়ে, পাষাণ হ'য়ে পাসরিয়ে,—
রাণী—রামকে বনে দিয়ে, বধিল পতির জীবন ॥
অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী নারী, লোকে বলে—সৈতে নারি,
তা হ'লে পর হতো নারীর—
পতির মরণেতে মরণ ॥ (খ*)

———

পুরুষ কি কঠিন,—রাম রাম!

সোণামণি বলে,—ভাই! পুরুষের দয়া নাই!
নল রাজা গেলেন যখন বনে।
সেই দুখের দুখিনী হ'য়ে, স্বামীর শরণ ল'য়ে,—
দময়ন্তী গেলেন তাঁর সনে ॥ ২৪
নল আপন ললনাকে, নিবিড় কাননে রেখে,
নিদয় হইয়ে লুকাইল।
পুরুষ কি কঠিন রাম রাম! ছেলে হ'য়ে ভৃগুরাম,—
জননীর মুণ্ড কেটেছিল ॥ ২৫
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতা সতী গুণবতী,
সদা মতি-গতি রাম-চরণে।
এমনি রাম নিরদয়, তাঁর পাষাণ হৃদয়,—
পাঠান,—পাপিনী ব'লে বনে ॥ ২৬

শেষে সীতা-শোকে হ'য়ে মত্ত, তপোবনে করেন তত্ত্ব,
এনে সীতা করিলেন রাজ্য।
আবার কন, শুন সীতে! আগুনে হবে প্রবেশিতে,
পরীক্ষা করিলে—করি গ্রাহ্য ॥ ২৭
শুনে দুঃখে মাটি বিদরে, নিদয় রামের অনাদরে,
পাতালে গেলেন সতী সাধ্বে।
বড় দুঃখ দিয়াছেন রাম, সেই অবধি সীতা-নাম,
রাখে না কেহ সংসারের মধ্যে ॥ ২৮
কৈকেয়ী দেয় রামকে বনে, এ কথা কি শুনি শ্রবণে!
রামের যেদিন হবে রাজ্য-ভার।
শুনে সংবাদ দাসীর মুখে, কৈকেয়ী রাণী মনের সুখে,
দাসীর গলায় দিয়েছিল আপনার গলার হার ॥২৯
রাবণ বধিতে যাবেন রাম, মায়ের কলঙ্কিনী নাম,—
মায়া ক'রে দিয়েছিলেন তিনি।
বনে দিয়ে রঘুপতি, সে ধনী বধে নাই পতি,
কৈকেয়ী অতি পতিব্রতা ধনী ॥ ৩০
নারী সম গুণ নাই প্রাণ। পতির শোকেতে প্রাণ,—
ত্যাগ করেছে কত পতিব্রতা।
আমাদের পৌরুষ অতি,—ইহারা পাষণ্ড-মতি,
নারীর শোকে প্রাণ ত্যজেছে কোথা? ॥ ৩১

বাহার—একতালা।

কত গুণের রমণী, গুণ শুন হে গুণমণি!
শিব-নিন্দা শুনে শ্রবণে,—
ত্যজিলেন প্রাণ, ওরে প্রাণ!
গিয়ে দক্ষালয়ে দাক্ষায়ণী॥
সত্য যুগে সত্যবান, তার রমণীর গুণ শুন,
পবিত্র করেছে যার গুণে ধরণী,—
একাকিনী গহন কাননে,
কত বাদ করে শমনের সনে,
মরি কি সাবিত্রী সতী, মৃত পতির দেন পরাণী (গ)

পতিব্রতা নারী এখন আর নাই।

তখন নবীনচাঁদ কয়,—তাদের তুলনা,
সে সব কথা এখানে তুল না,
এখন সতী থাকিলে বুঝিতে পারি।
ছিল যখন সত্য ত্রেতা, তখন ছিল সতীত্বতা,
আর নাই সে পতিব্রতা নারী॥ ৩২
এখন আল্‌গা সোহাগ আর কি চলে,
গবর্ণমেন্টের কৌশলে,
চড়ান্ত বিচার হয়েছে শাস্ত্র খুঁজে।

প্রকাশ হয়েছে অত্যাচার, আগুনে পুড়ে ম'রতে আর,
দেয় না কারো—অপমৃত্যু বুঝে ॥ ৩৩
এখনকার স্ত্রী যে পতির বশ, সেটা নয় ভক্তি-রস,
অন্য রসে চরণ সেবা করে।
দ্বিজ কুলীন কি বৈষ্ণব, সতী প্রভৃতি এই যে সব,
ইহাদের গুণ বলি এক এক ক'রে ॥ ৩৪

* * *

দ্বিজ কাহাকে বলি ;—

তাঁকেই বলি ব্রাহ্মণ, নাই শূদ্রের দান-গ্রহণ,
সন্ধ্যা গায়ত্রী তপ জপ সদাই।
এখন রজত-খণ্ড পেলে পরে, রজক ব'লে কেবা ধরে,
কলুতে দিলে কলুষ তাতে নাই ॥ ৩৫
যদি মুদ্রা করেন বিতরণ, মুদ্দফরাস্ তিনি নন,
নিজ-ধর্ম্ম দ্বিজগণ ত্যজিয়ে তেজ-হানি।
নইলে দৈব ঘটিবে কেনে, দয় মজেছেন কপাল গুণে!
মুখের আহার উড়ে যায় আপনি ॥ ৩৬

* * *

কুলীন কাকে বলি,—

কুলীন ছিলেন রাজা রঘু, ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ভৃগু,
বিষ্ণু ঠাকুরকে বিষ্ণু তুল্য গণ্য।

তাঁরে দানে ছিলেন কল্পতরু, সকল ব্রাহ্মণের গুরু,
আচার বিচারে নৈপুণ্য ॥ ৩৭
সে কর্ম্মের নাইকো গূঢ়, ফাঁকি দিয়ে মাছের মুড়,—
ঠকিয়ে খান বকেয়া জারী ভুলে।
পরিচয় দেন আমরা ফু'লে;
অনেকে, কখন হাত দেন না ফুলে,
ফুলে তো আর কিছু দেখিনে,
কেবল কারো কারো লেজটা আছে ফু'লে ॥ ৩৮

* * *

বৈষ্ণব কাকে বলি,—

সদাশিব গুণমণি, বৈষ্ণবের শিরোমণি,
বৈষ্ণবী ভামিনী ঘরে যাঁর।
শুনে কত জন্মে সুখ, বৈষ্ণব নারদ শুক,
কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার ॥ ৩৯
উদ্ধারিতে পরিণাম, জীবকে দিয়ে হরিনাম,
তিনি বলেন হ'তে সর্ব্বত্যাগী।
সেই প্রেমেতে হ'য়ে মত্ত, ত্যজে সংসার সম্পত্ত,
রূপ সনাতন হয়েছেন বৈরাগী ॥ ৪০
এখনকার কোন কোন বৈষ্ণবের ধারা,
যত বেটারা ধুমড়ি-ধরা,
ভজন নাইক ভোজন ছত্রিশ জেতে।

বামুনের সঙ্গে করেন গোল, রামের সঙ্গে রামছাগল,
কত নেড়া যায় তুলনা দিতে॥ ৪১
জারী দেখে লাগে দেক, হাড়ি বেটা ল'য়ে ভেক,
প্রণাম করে না দ্বিজবরে।
গৌর ব'লে কোটাল বেটা, কপ্নি পরে আপ্‌নি মোটা,
রেতে চুরি, দিনে ভিক্ষা করে॥ ৪২
যিনি মাস্থলচোর জন্মদাগী, ভেক ল'য়ে হন ভণ্ড যোগী
এবে বৈরাগী, আগে ছিল ডোম।
জেতের বাড়ী খান্ না ভাত, পাঁটা বল্‌লেই কর্ণে হাত,
জন্ম বেটা শূকর খাবার যম॥ ৪৩

সতী কাহাকে বলি,—

পতি যার অতি দীন, অন্নহীন মান্যহীন,
ছিন্ন ভিন্ন পরনে জীর্ণ ধুতি।
দুঃখের শেষ—হেন ব্যক্তি, তার স্ত্রীর যে পতি-ভক্তি,—
তাকেই বলি পতিব্রতা সতী॥ ৪৪
নইলে ভাতার যার সদর-আলা, বাড়ীতে মহল তে-মহলা,
হাতি-শালা ঘোড়া-শালা,
শালার গায়ে শাল দোশালা থাকে।

মেগের গায়ে সোণা ঢালা, কণ্ঠমালা কাণবালা,
নানাজাতি গহনা দেয় তাকে ॥ ৪৫
আহ্লাদ হ'য়ে অতিশয়, দৈবেই পতি-ভক্তি হয়,
কিন্তু এদের সতী বলিলে পরে।
বেশ্যা কেন সতী না হন, তারাও তো পেয়ে ধন,
উপপতির চরণ-সেবা করে ॥ ৪৬
অতএব সতী লোপাপত্ত, এখন সব সম্পত্ত,
সে সব রসে বশ হয় হে রসময়ি!
পতি-ধ্যান পতি-জ্ঞান, পতিরে সামান্য জ্ঞান,—
ছিল না যাদের,—সে সতী আর কই ॥ ৪৭

খাম্বাজ—খেমটা।

আর সে সতী নাই, প্রাণ রে!
সম্পদের ভাগী সব নারী।
সতী ছিল যারা, ভাব্‌তো তারা,
পতি ভবের কাণ্ডারী ॥
পূর্ব্বেতে সতী ছিল যেবা,
তারা কর্‌ত পতির পদ-সেবা,
এখন, পদের উপর পায় পদাঘাত,
পদে পদে দেকদারি ॥ (ঘ)

পুরুষের কেবল পর-নারীর দিকেই দৃষ্টি।

সোণামণি বলে, ভাই। তেমন সতী যদিও নাই,
কিন্তু নারীর দোষ নাই, পুরুষের মত।
পুরুষের মুখে ছাই, দৌরাত্ম্যের সীমা নাই,
সর্ব্বদাই দুষ্টুমীতে রত॥ ৪৮
পুরুষ পাষণ্ড ভারি, থাক্‌তে ঘরে বিদ্যাধরী,—
মৃগনয়নী নবীন-যৌবনী।
লইয়ে পরের পত্নী, যত বুড়ুটে গেছো-পেত্নী,
প'ড়ে থাকেন দিবস রজনী॥ ৪৯
মরুক,—কপালে ছাই! জেতের বিচার কিছু নাই,
দেখেছি কত ন্যায়বাগীশের ছেলে।
বিক্রয় ক'রে ঘর বাড়ী, ডোমের বাড়ী গড়াগড়ি,
যমের বাড়ী যান্ না কেন চলে॥ ৫০
ভাবে না আছেন ভবনদী,
পোড়াকপালে পুরুষ যদি,—
পরের নারী পথে দেখ্‌তে পায়।
মত্ত হ'য়ে তত্ত্ব করে, জ্ঞান থাকে না ভূতে ধরে,
পাগল হ'য়ে বগল পানে চায়॥ ৫১
পরের নারীর পয়োধর, ফাঁকে ফাঁকে দেখ্‌লে পর,
পুরাণে বলে,—পরকালে হয় কানা।

পরের নারীকে করলে মন, নরকে তারে ফেলে শমন,
অভাগারা সে কথা মানে না ॥ ৫২
প'রে চন্দ্রকোণা ধুতি, চন্দ্রহার প'রে যুবতী,
পাড়ায় বেড়ায় যদি কেউ।
হতভাগারা দেখে তাকিয়ে, পাকে পাকে লাগে গিয়ে,
কাকে যেমন লাগে ফিঙ্গে, বাঘে লাগে ফেউ ॥৫৩
কিছু জ্ঞান থাকে না ঘটে, নাইতে গিয়ে নদীর ঘাটে,
দেখেছি পোড়া পুরুষের কারখানা।
নারী-পানে দৃষ্টি বই, ইষ্ট পূজায় ইষ্ট কই !
পুরুষ আবার শিষ্ট কোন জনা ? ॥ ৫৪
কোথা বা বাপের তর্পণ, হরি-পদে মন-অর্পণ,
পোড়ার-মুখোদের থাকে বা কোন্ খানে।
ধ্যানে করে এক শিব গড়িয়ে, মিছে মরেন ধ্যান পড়িয়ে,
প্রাণ পড়িয়ে থাকে নারীর পানে ॥ ৫৫
আড় চক্ষে চক্ষে চান, কোন যুবতী ক'রে স্নান,
চিকণ ধুতি ভিজিয়ে উঠিতে পারে।
কারু দেখে গোল মল, প্রাণটা করে টলমল,
ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে ॥ ৫৬
স্নান ক'রে উঠিলে পরে, চাঁদবদনী চুল ঝাড়ে,
ভিজে কাপড়ে রমণী বড় সাজে।

অম্নি আড় চখে আড় চখে চায়, বুক দেখে বুক ফেটে যায়,
মনে মনে বসেন বুকের মাঝে ॥ ৫৬
দৃষ্টি কর্‌লে পর-স্ত্রীকে, দৃষ্টিপোড়ায় পোড়ায় মনকে,
দুখে জ্বলে প্রাণ! ফলে কিছু ফলে না।
এমন সুখের মুখে ছাই, ওহে কান্ত! তুমিও তাই!
তাই তাই দিয়ে দোষ ঢেকো না ॥ ৫৮

সিন্ধু—যৎ।

ফলে তো ফলে না বঁধু! মনকলা খাও মনে মনে।
আখের কষ্ট, আঁখির নষ্ট, কর্‌লে দৃষ্ট, পরের ধনে ॥
পুরাণে লিখেছেন শম্ভু, ভবে মিছে আশা জলবিম্ব,
মাথা নেড়ে ঘৃতের কুম্ভ,—
ভেঙ্গে বিপদ ঘটাও কেনে ॥ (৬)

রমণী বড়ই বেহায়া—তাহার দৃষ্টান্ত।

হেসে বলে নবীনচাঁদ, ও-কর্ম্মে ত তোমরা ফাঁদ,—
সকলি জানি, সতীত্বতা ছাড়।
চক্ষের কাছে দিয়ে ঢাল, স্বামী থাকেন চিরকাল,
নৈলে কাল হ'য়ে বসিতে পার ॥ ৫৭

পরম সুন্দর পতি ঘরে, যদি পরম যত্ন করে,
তবু দৃষ্টি-পর পুরুষের প্রতি।
গাছে চড়িতে আছে মন, পাছে পাছে অন্বেষণ,—
করে, তেঁই বাঁচে পুরুষের জাতি॥ ৬০
পরের তরে মন-উচাটন, যোগাযোগের অনাটন,
দৈবে কলঙ্কিনী হও না, স্থান পাও না ক্ষণ পাও না,—
ফিকির পেলেই ফকির করে দাও॥ ৬১
বাল্য হ'তে বন্দিশালে, মেয়ে মানুষকে পাঠশালে,—
লিখ্‌তে দেয় না—কেন জান না কান্তা।
যদি লেখা পড়া শিখ্‌ত, লুকিয়ে লুকিয়ে পত্র লিখ্‌ত,
ঘট্‌তো ভাল পিরীতের পন্থা॥ ৬২
নারী কেবল পরের ঘরে, লজ্জায় প'ড়ে লজ্জা করে,
উপরে ক্ষীর ভিতরে বিষময়।
দশ যুবতী গিয়ে বিরলে, বিদেশী পুরুষ পেলে,
ঘোমটা খুলে কবির লড়াই হয়॥ ৬৩
অবলা কিছু জানিনে বলে,
সদরে ডুবেন এক হাত জলে,
লুকিয়ে গিয়ে নদীতে দেন সাঁতার।
অগোচরে ভারি জোর, ঘরে এসে দেখান্ ভোর,
চাতুরীতে ভেকিয়ে যান ভাতার॥ ৬৪

নারীরা লম্পটশীলে, যেমন ফল্গুনদী অন্তঃসিলে,
বিয়ে যদি হয় প্রতিবাসীর বাড়ী।
ঘোম্‌টা খুলে বাসর-ঘরে, নতুন জামাই পেলে পরে,
ছুঁড়িদের কত আমোদ বাড়াবাড়ি ॥ ৬৫
যিনি মুখ দেখান না—কুলের বধূ,
তিনি সে রাত্রে গান টপ্‌পা নিধু,
রসের ছড়ার খই ফুটে যায় মুখে।
যদি, ভীমের মতন হন পাত্র, তথাপি দুর্ব্বল গাত্র!
বিয়ের রেতে বাসর ঘরে ঢুকে ॥ ৬৬
শুনে হয় ঘৃণা বড়, বার বছরী আইবড়,
হচ্ছে কেবল বিয়ের উপলক্ষী।
বীরসিংহ রাজার সুতা, বিদ্যার কি শুন নাই কথা?
লোকে বলিত,—মেয়েটী বড় লক্ষ্মী ॥ ৬৭
বাপে কর্‌লে স্বয়ম্বর, দেবে বিয়ে এনে বর,
বরদাস্ত হলো না—দুই এক মাস।
কি কর্ম্ম সে করে লুকিয়ে,
সিঁদেল চোরকে ঘরে ঢুকিয়ে,
অদ্যাপি লোক করে উপহাস ॥ ৬৮
শেষে উঠিল উদর ফেঁপে, রাজা রাণী মরে কেঁপে,
রাজার মুখ হাসালে রাজ-বালা।

আর এক কথা শুন প্রিয়ে! পুরুষ দেখে উঠে ক্ষেপিয়ে,
হিড়ম্বী রাক্ষসী গিয়ে, ভীমকে দেয় মালা॥ ৬৯
উর্ব্বশী অর্জ্জুনের কাছে, ধর ব'লে যৌবন যাচে,
নিল না অর্জ্জুন,—শাপ দিল উর্ব্বশী।
বেহায়া রমণী যেমন, পর-পুরুষের প্রতি মন,
পুরুষের তেমন মন নয় প্রেয়সি!॥ ৭০

বাহার—একতালা।

জানে, নারীর গুণ জগতে জানে।
চেয়ে পর-পুরুষের পানে, শূর্পণখার কত অপমান,
ওরে প্রাণ!—গেল নাক-কাটা লক্ষ্মণের বাণে॥
দ্রৌপদীর শুনেছি আমি, ছিল ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ স্বামী,
ছি ছি নারীর কি বদনামি,—
তবু মন ছিল তার কর্ণ-পানে॥ (চ)

যেখানে বাড়াবাড়ি—সেইখানেই কষ্ট।

নবীনচাঁদ বলে, ওহে শুন সোণামণি!
আর একটা মিছে গৌরব করে যত রমণী॥৭১
দেখ, বিদ্যার গৌরব হ'লে পরে, ক্ষেপে উঠে বিদ্বান্।
নিদ্রার গৌরব হ'লে পরে, লক্ষ্মী ছেড়ে যান॥ ৭২

ভোজনের গৌরব হলে ব্যাধির উৎপত্তি।
পাপের গৌরবে হয় নরকে বসতি ॥ ৭৩
ধনের গৌরবে হলো রাবণ নিধন।
দানের গৌরবে বলির পাতালে গমন ॥ ৭৪
মানের গৌরবে প্যারি হারাইলেন কৃষ্ণ।
যেখানে গৌরব দেখ, সেই খানেতেই কষ্ট ॥ ৭৫

* * *

নারীর যৌবন যেন তালপাতার ছায়া,—কয় দিনের জন্য।

অবোধ নারী করে সব, যৌবনের গৌরব,
বুঝিতে নারি কিসের কারণে।
চিরকালের বস্তু নয়, থাকে বৎসর আট নয়,
তাও নয়,—ভেবে দেখ মনে ॥ ৭৬
হ'লে তের বৎসর উমর গত, সুমর নাই—গুমর কত,
যুগল দাড়িম্ব উঠ্‌লে পেকে।
আপনার সোহাগে আপনি চলে, চলে যেতে পড়ে ট'লে,
আড়ে-আড়ে আধখানি মুখ ঢেকে ॥ ৭৭
বুকের জোরে করেন জোর, যৌবনকালে কত গুমর,—
মনে মনে করে যুবতীগণ।
রাবণ রাজার কত ধন! কোন্ বা ধনী দুর্যোধন,—
আমাদের মতন কার আছে বা ধন ॥ ৭৮

যুবতীদের মনে হয়, আমাদের এই হৃদয়,—
শ্রীমন্দির-তুল্য দেখ্‌তে পাই।
এই যে দুটি পয়োধর, জগন্নাথ আর হলধর,—
দেখিলে জীবের পুনর্জ্জন্ম নাই॥ ৭৯
নেড়ার মেয়ে যত যুবতী, মনে করে সব রসবতী,—
ন'দের তুল্য আমাদের হৃদয়।
এই যে পয়োধর যোড়া, বামে নিতাই ডাইনে গোরা,
দেখ্‌লে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়॥ ৮০
আবার ভাই সাহেবদের রমণী কত,
মনে মনে গুমর কত,—
আমাদের বুক হয়েছে পেঁড়ো।
এই যে দুটি দুঃখ-মোচন,
ইহাদের নাম পাতক-নাশন,
এরা দুটি দুনিয়ার চূড়ো॥ ৮১
যত ক্ষুদ্র জেতের নারী, তাদের একটু বাড়ে জারী,—
বুকে যৌবন দেখ্‌তে যদি পায়।
সূত বেচ্‌তে গিয়ে হাটে, তবু গরব ক'রে হাঁটে,
আড়নয়নে আপনার পানে চায়॥ ৮২
বৈষ্ণবী যান গৃহস্থ-ঘরে, যৌবন থাকিলে পরে,
আকাঁড়া চাল দিলে ভিক্ষা লন না।

যদি,ঘোষের ঝির যৌবন থাকে, ঘোল ঘোল ক'রে ডাকে,
তিনি ঘোল আক্কারা বই দেন না॥ ৮৩
নারীর যৌবন মিছে ধন, বাজিকরের ভেল্কী যেমন,
কিছুকাল সীসেকে দেখায় সোণা।
জান, যৌবন তাই মাত্র, ক'দিন যুড়াবে গাত্র,
তালপত্র ছায়ার তুলনা॥ ৮৪

কালাংড়া—একতালা।

ধনি ! যৌবন জোয়ারের বারি প্রায় লো।
দেখ, ঘোল গেলে আর থাকে না,
অম্‌নি ভেটে যায় লো॥
কিছু দিন দেখ্‌তে ভাল, যত দিন যৌবন-কাল,
যৌবন গেলে, আর কে বলো,—
তার পানে তাকায় লো॥ (ছ)

পুরুষ বড় নির্লজ্জ,—নারী সৃষ্টিধর।

নবীনচাঁদের রুক্ষ বাক্য শুনি সোণামণি।
গর্জ্জিয়ে উঠিল যেন কাল ভুজঙ্গিনী॥ ৮৫
বলে, নারী এত কিসে মন্দ, নারীর গন্ধে ধর ছন্দ,
উচিত বল্‌লে এখনি দ্বন্দ্ব, করিবে, করিবে উগ্র।

পুরুষকে যে বলে ভদ্র, সতের দেখি শত ছিদ্র,
পুরুষের ব্যাভার বড় দূষ্য ॥ ৮৬
মনে বু'ঝে দেখ কান্ত ! পুরুষেতে যত ভ্রান্ত,
এত ভ্রান্ত নারীরে তো নয়।
বলিব কি আর অন্যের কথা, সৃষ্টি-কর্ত্তা যিনি ধাতা,—
কন্যার সঙ্গে উন্মত্ততা,
সে কথা বলিতে লজ্জা হয় ॥ ৮৭
যিনি সুর-শ্রেষ্ঠ দেবরাজ, শুনেছ তো তার কাজ ?—
গুরুর স্ত্রী অহল্যাকে হরে।
আর দেখ লঙ্কার রাবণ, ভাইপো-বধূ করে হরণ,
আরো আছে কত এমন, বর্ণনা কে করে ? ॥ ৮৮
দেবতাদের এই দেখ ভাই ! তোমাদের তো কথাই নাই,
আলো নিভালে সম্বন্ধ থাকে না।
পুরুষের কপালে ঝাঁটা, পথে চ'লে যায় দুলিয়ে গা-টা,
গাই কি বলদ, ল্যাজ তুলে দেখে না ॥ ৮৯
এখন টেরি-কাটা কাটা পোষাক,
চুরুটেতে চলে তামাক,
আবকারী আর উইলসনের খানা ভিন্ন খায় না।
বিশেষ যারা তত্ত্বজ্ঞানী, আমি তাদের বিশেষ জানি,
তাদের আবার সমুদ্রের জলে মার্গ ধোয়া যায় না ॥৯০

যারা তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত, বড় বড় বিদ্যাবন্ত,
করেন ফাঁকির সিদ্ধান্ত, নিজ সিদ্ধান্ত পুতে পাঁকে।
যদি পরমহংস পুরুষ হয়, তবু মনটি শুদ্ধ নয়,
একটি রত্তি কিন্তু তায় থাকে॥ ৯১
বুঝে দেখ কাজে কাজে, নারীদের গৌরব সাজে,
পুরুষ হ'তে নারীর বুদ্ধি সূক্ষ্ম।
পুরুষকে নারী শিখায় নীত, না প'ড়ে হয় পণ্ডিত,
প'ড়ে শুনে পুরুষ হয় মূর্খ॥ ৯২
আমার ঐটে বড় দুঃখ।
তন্ত্রেতে লিখেছেন ভব, স্ত্রী-চরিত্র অসম্ভব,
যাহাতে নিস্তার ভব, সংসারের লোক।
রমণী হয় শুভদায়ক, হয় স্বর্গ—ঘুচে নরক,
ভূলোকের লোক যায় গোলোক,
নারী যে অতি পরম কারক॥ ৯৩
নারীর ভজনে বাধে না বাধা,রাধার ভাবে নন্দের বাধা,—
বহিলেন হরি—হৈলেন উদাসীন।
দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিতে হরি, দুই করে দুই চরণ ধরি,
নারীর দর্প দর্পহারী, রাখেন চিরদিন॥ ৯৪
নারীতে সকল দুঃখ হরে, নারীর পুণ্যে বিপদে তরে,
শুন হে বলি তার।

দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে, দুর্ব্বাসা শিষ্য সমিভ্যারে,
অতিথি কন যুধিষ্ঠিরে, কৃষ্ণা ডাকি শ্রীকৃষ্ণেরে,
সে বিপদে করিলা উদ্ধার ॥ ৯৫
আর দেখ বংশধরে, কত কষ্টে গর্ভে ধরে,
বলিতে নারি বেদনা কত শত।
পুরুষ যদিও না থাকৃত, নারীরে সব সৃষ্টি রাখ্‌ত,
তার সাক্ষী দেখ ভগীরথ ॥ ৯৬
নারীর প্রাণে সকলি সয়, তার সাক্ষী মহাশয়!
পুরুষেতে কত বিয়ে করে।
তবু পতিকে ভালবাসে, সদা থাকে পতি-পাশে,
পতির দোষ কিছু নাহি ধরে ॥ ৯৭
যদি বিধি করিতেন বিধি, তোমাদের মতন আমাদের যদি,—
কতকগুলা বিয়ে করিতে থাকৃত।
তবে ঘুচ্‌তো জারী ঘুচ্‌তো জাঁক,
পেট্‌টা ফুলে হতো ঢাক,
উড়িত চিল পড়িত কাক, প্রাণ কি কেউ রাখ্‌ত? ॥ ৯৮
কেউ বা দিত গলায় দড়ি, কেউ বা দিত গলায় ছুরী,
কেউ বা প'ড়ে জন্মাবধি কাঁদৃতো।
কিম্বা কেউ পাগল হ'তো, ঘর হ'তে বেরিয়ে যেতো,
গোদা পায়ের নাথি খেতো, কত যে মজা জান্‌তো ॥ ৯৯

যেমন সমান সমান সম্বন্ধ, সমান হ'লে যেতো সন্ধ,
কেবা ভাল কেবা মন্দ, জানা যেতো তবে।
বিশেষ ক'রে আর বল্‌ব কত, বিশেষ কাজে বিশেষতঃ,
দশে ধর্ম্ম দেখ্‌তে পেতো সবে॥ ১০০

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

বিধিকে বিধি দিতে, লোক ছিল না স্বর্গপুরে!
তা নইলে আমরা কেন, মনাগুনে মর্‌ব পুড়ে॥
স্মার্ত্ত কেবল আপন মত,—
নারীর বিয়ের নাই দ্বিতীয়ত্ব, প্রাচীন স্মৃতির তত্ত্ব,
চালিয়ে—গেছে পালিয়ে দূরে॥
অধিক বিয়ে কর্‌লে নারী,
পুরুষ হতো আজ্ঞাকারী, বসাতেম কাণে ধরি,
আপন কর্ম্মে দিতাম যুড়ে॥
নিত্য নূতন শ্বশুর পেতাম,
আদরেতে খেতাম দেতাম, রাগ করে মুখ বাঁকাতাম,
পায়ে ধর্‌লে, ফেল্‌তাম ছুঁড়ে॥ (জ)

নারী বড় অবিশ্বাসী।

নবীনচাঁদ কয় আরে মলো! শুনে যে গাটা জ্বলে গেল,
গায়ে যেন কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ।
তখন লাগিল কথার আঁটাআঁটি, প্রায় লক্ষণ চটাচটি,
দু-জনে বাণ-কাটাকাটি, কেউ উনিশ কেউ বিশ ॥১০১
নবীনচাঁদ বলে, বলি রাগ যদি না কর।
তোমরা ঢাকা খুলে, ঢাক বাজায়ে,
ঢাকা যেতে পার ॥১০২
তোমরা গাছের পাড়, তলার কুড়াও, কাদা উড়িয়ে দাও।
বিনা ফাঁদে ফন্দী ক'রে, ডেঙ্গায় ডিঙ্গা বাও ॥ ১০৩
এমন বুদ্ধি কার বা আছে, পোকা পাড় জীয়ন্ত মাছে,
তিলটি হ'লে তালটী কর তাকে।
বেণা গাছে জড়িয়ে চুল, বিনা দোষে কর কুঁদুল,
লাগিয়ে পাক বেড়াও পাকে পাকে ॥ ১০৪
তোমাদের যে কত ছলা, এর কথাটি ওকে বলা,
বিশেষ আবার আঠার কলা নষ্ট নারী যারা।
তাদের কি কেউ অন্ত পায়, দেখে শুনে সবে ক্ষান্ত পায়,
দিবসেতে তারা দেখায় তারা ॥ ১০৫
নারী অতি অবিশ্বাসী, তলায় থেকে গলায় ফাঁসি,—
লাগিয়ে দেয়,—ভাবে না আছে ধর্ম্ম।

সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম, দয়ে মজায়ে পরিণাম,
করেন কি না ব্যভিচারিণী-কর্ম্ম॥ ১০৬
কেউ ঘুস্কি কেউ সদর, ইস্তক সন্ধ্যা নাগাদ ভোর,
পতি করে,—তবু খেদ মেটে না।
এতেও বিয়ে কর্‌তে সাধ, আরে মলো কি প্রমাদ!
এ যে বিধির অসম্ভব ঘটনা॥ ১০৭
ধিক্ ধিক্ নারীকে ধিক্, বলিব আর কি অধিক,
যে সব কর্ম্ম নারীরা করেছে।
কেবল ডুবিলাম আমরা নারীর দোষে,
পুরুষের কোন্ পুরুষে,
পুলিশে গিয়ে নাম লিখিয়েছে?॥ ১০৮

* * *

লম্পট ও বেশ্যা,—দুইয়েরই সমান দোষ।

সোণামণি বলে ভাই! পুরুষ ছাড়া খানকী নাই,
আমরা জানি, তোমরা এর গোড়া।
আগুন লাগাতে আগুন জ্বালো,তাতে আবার আহুতি ঢালো,
তোমাদের যে নাম লেখানোর বাড়া॥ ১০৯
বেশ্যার অধীন তোমরা বটো, বেশ্যালয়ে বেগার খাটো,
পড়িতে পায় না আমানি চাটো,
হানি কেবল, খান্‌কী খেতে বল্‌লে।

অহিত কর্ম্ম যত, সকলের মূল তোমরাই তো,
ছি ছি ছি আর বল্‌ব কত, সকল নষ্ট কর্‌লে ॥১১০
বেশ্যার আলয়ে যাও, বঁধু হে! নিধুর টপ্পা গাও,
কোনখানে বা পাগটি খাও, কোনখানে গর্দ্দানী।
কোনখানে তার উপরান্ত, গালাগালের হয় চূড়ান্ত,
যাও যাও ওহে কান্ত! ঘরে এসে মর্দ্দানী ॥ ১১১
অন্যায় বল্‌লে গায় বাজে, তোমরা কিসে ম'লে লাজে!
এক হাতে কি তালি বাজে,
উভয়ের দোষ গুণ ভিন্ন কিছু হয় না!
লম্পট বেশ্যা এই যে দুটি, এ দুয়ের কেউ নয়কো খাটী,
তোমার ও মুণ্ডমালার দাঁত-খামুটি,—
আমাকে আর সয় না ॥ ১১২

খাম্বাজ—পোস্তা।

যাও যাও ক'য়ো না কথা, পুরুষের গুণ জানা আছে।
থাক চুপটি করে, মুখ্‌টি বুজে,—
জাঁক করোনা, আমার কাছে ॥
পুরুষেতে কামে মত্ত, কুকর্ম্মে সদা প্রবর্ত্ত,
পরাশর বিশ্বামিত্র অগাধ বিদ্যা দেখিয়ে গেছে ॥ (ঝ)

নলিনী-ভ্রমরোক্তি।

বিরহ।

নলিনী-নাগর ভ্রমরের তীর্থ যাত্রা,—নলিনার বিরহ; নলিনীর সহিত কুমুদীর প্রেম-বিষয়ে কথা।

দ্বন্দ্ব করি মধুকর করে তীর্থ-যাত্রা।
কুমুদী আমোদ করি নলিনীকে কয় বার্ত্তা॥ ১
বলে, প্রেম করি তোর সুখের দশা,
দেখ্‌তে পাইনে জন্ম।
নিত্যি অপকীর্ত্তি, তোদের বৃত্তি-বাহিরে কর্ম্ম॥ ২
আমরা ত প্রেম ক'রে থাকি এমন নয় যে, সতী।
এম্নি ধারা করেছি বশ, তার তফাত নাই এক রতি॥ ৩
আমি মান করিলে আমার বঁধুর কাছে,
সে আঁধার দেখে সৃষ্টি।
আমি নয়ন ফিরালে, তার নয়নে বহে বৃষ্টি॥ ৪
আমাকে সে ভালবাসে, যেমন ছেলেয় ভালবাসে মিষ্টি।
আমাকে সে মান্য করে যেমন পোয়াতিরা মানে ষষ্ঠী॥ ৫
আমি হয়েছি পাকা সোণা, সে হয়েছে কষ্ঠি।
সে হয়েছে জন্ম-অন্ধ, আমি হয়েছি তার যষ্টি॥ ৬

আটপর কাল আমার কাছে দিয়ে থাকে তুষ্টি।
সাধ্য কি যে, আমা বই তার অন্য-পানে দৃষ্টি ॥ ৭
তার আর আমার একলগ্নতে কোষ্ঠী।
আগে তার আমি, তা বই তার ইষ্টি ॥ ৮
যদি বল এমন পিরীত কিসে হ'ল,—
পিরীতের বিচ্ছেদ আছে চিরকাল,
সে বিচ্ছেদকে নষ্ট করিয়াছি ॥ ৯
পশ্চিমে ভানু উদয় হয় যদি কোন কালে।
সাত সাগর শুকায় যদি
আমার বঁধুর সঙ্গে মন কি টলে ? ॥ ১০

* * *

অযোগ্যের সহিত প্রেম,—পরিণামে ক্লেশ।

কমলিনী বলে সখি! যে দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
অধম-সঙ্গে থাকিতে হৈলে অধর্ম্মের ফল ফলে ॥ ১১
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চণ্ডী পূজায় ভর্ত্তি।
রামছাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল্ চালের পথ্যি ॥ ১২
মুচিকে ক'রে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর ব্রত।
ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুরকে না দিয়ে,কুকুরকে দিয়েছে ঘৃত ॥
গজমুক্ত গেঁথে দিলাম বানর পশুর গলে।
বোবাকে বল্‌লাম হরি বল,সে কেমন করেই বা বলে ? ॥

জানি বেটা জন্ম-ভেড়া, দিলে কিছু শিক্ষা-পড়া,
লাগে যদি কাজে।
তাও কখন লাগে কাযে ?
দগুড়ের হাতে কি তবলা বাজে ?
রামশিঙ্গে যে বাজায়, তার হাতে কি বাঁশী সাজে ? ॥ ১৫

* * *

পদ্মিনী আর ভ্রমরে কিরূপ তফাৎ,—

যেমন শুকসারী আর শালিকে, চাকরে আর মালিকে,
ডোঙ্গা আর শুলুকে, একখানি গাঁ আর মুলুকে।
পাতালে আর গোলোকে, টমটমী আর ঢোলোকে,
সালিম আর লালুকে, শাঁকে আর শামুকে,
আফিঙ্গ আর তামুকে ॥
মালজমী আর খামারে, কলু আর কামারে,
শেয়াকুল আর জামিরে, দরিদ্র আর আমীরে,
বেঙ্গে আর কুমীরে, গণ্ডারে আর শূকরে,
চণ্ডালে আর ঠাকুরে, আ-গড়ে আর পুকুরে,
সিংহ আর কুকুরে, কমললোচন আর দর্দ্দুরে,
বলবান্ আর অতুরে, বোকা আর চতুরে,
দেওয়ান আর মেথরে, রাজ-বৈদ্য আর হাতু'ড়ে,
ধন্বন্তরি আর ভুতু'ড়ে, সক্ষম আর ভাতু'ড়ে।

ময়ূর আর বাদুড়ে, ভ্রমরে আর পাদু'ড়ে,
আমন আর ভাদু'রে ॥ ১৬

* * *

ভ্রমরের নজর বড় ছোট।

শুন দিদি কুমুদি গো! যে দুঃখেতে জ্বলি।
কিছু 'খ'কার ঘটিত খেদের কথা, খেদ মিটায়ে বলি ॥১৭
যে জন খড় পেতে খেজুরের চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে!
তাকে খাটপালঙ্গ খাসা মশারী,
খাটিয়ে দিলে কি খাটে? ॥ ১৮
তাকে খেজুর গুড়ে ক্ষীর মিশায়ে,
খেতে দিয়াছিলাম কালি।
সে বলে, আমি পাই যদি খাই—
খালি খেসারির দালি ॥ ১৯
ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র নজর খুব জেনেছি দিদি!
খুদের জাউ খেয়ে বলে, খুব খাওয়ালি খুদি! ॥ ২০
খাসা গোল্লা খাগড়াই মুড়কি খাবে,—
তার বাড়া কি আছে।
বলে খালি যেমন খাঁড়গুড়—
খেতে সুখ তার বাড়া কি আছে? ॥ ২১

খড়খড়িতে চ'ড়ে বলে খোক্‌শো যাওয়াই ভাল।
তাইতে খেঙ্গরা মেরে খেদিয়ে—
বেটাকে খেদ নিবৃত্তি হ'ল॥ ২২
ক্ষুদ্র বেটাকে খাতির ক'রে, খাতির-জমায় ছিলাম ভুলে,
খিরকিচ্ করেছে বেটা, খিড়কির দুয়ার খু'লে॥ ২৩
খাতক বলি খত দিয়ে, খালি করেছি লেঠা।
খুট মিলাতে পারে না এম্‌নি, খুট-আঁখুরে বেটা॥ ২৪
বেটা আমারি প্রজা আমারি খাতক,
বেটা এম্‌নি মহাপাতক, ঘুচাব জারী ক'রে ডিক্রীজারী।
দিতে পারি আচ্ছা সুখ, দেখিয়ে প্রেমের তমসুক,
যদি কাজির কাছারিতে,একবার হাজির কর্‌তে পারি॥২৫

* * *

রাঙ্গের বদলে রূপা।

এই মত উষ্মভাবে কুমুদীরে বলে।
পুনর্ব্বার কহে কিছু অভিমান ছলে॥ ২৬
শুন দিদি কুমুদি গো! যে দুঃখে বুক ফাটে।
আমি, কি কুক্ষণে এসেছিলাম পিরীতের হাটে॥ ২৭
বেটা এল মাহেন্দ্রযোগে, আমি এলেম মঘায়।
অল্প দুঃখে কি আমি কাঁদি ?
বেটা রাং দিয়ে—নিয়েছে চাঁদি, ফেলে ভারি ভোগায়॥

পরেশ পাথর নিয়ে, সখি!
বেটা দিলে এক চক্‌মকি,
সকলি যে আগুন-পোরা।
আমি মুক্ত দিয়ে শুক্ত নিয়েছি, ঘোড়া দিয়ে ভেড়া ॥২৯
আঠার পর্ব্ব ভারত বেচে, কিনলাম বকেয়া পাঁজি।
কালকূট বেটাকে দুগ্ধ দিয়ে, কিনে লয়েছি কাঁজি॥ ৩০
আমার ঘটেছিল কি দুর্ম্মতি! মতি দিয়ে নিয়েছি রতি,
ব্যাপার করেছি ভাল।
বাল্‌সার ঔষধ বদ্‌লে বেটা, সালসা নিয়ে গেল॥ ৩১

* * *

শঠের পিরীতে বড় জ্বালা।

সই রে! মন দিয়ে শঠে, মজেছি পিরীতের হাটে,
না বুঝিয়ে আস্‌তে—হ'ল দণ্ড।
গরল ভুকেছি,—তারে সঁপিয়ে সুধা-ভাণ্ড॥ ৩২
মরমে যাতনা ভারি, সরমে কহিতে নারি,
গণ্ডমূর্খে করেছি গলগণ্ড।
যেমন চণ্ডালে—ব্রাহ্মণে মারে, দ্বিজ প্রকাশিতে নারে
সেই দশা মোর হ'য়েছে প্রচণ্ড॥ ৩৩
হেথায় মনের বিরাগে জ্বলি, তীর্থবাসে যায় চলি,
নানা ফুলের সঙ্গে দেখা বনে।

চলিল পদ্মিনীর স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী,
ডাকিলে কথা ক'ন না কারু সনে ॥ ৩৪

* * *

ভ্রমরের নিকট শিমুল ফুলের আত্ম-দুঃখ-বর্ণন,—প্রেম-ভিক্ষা।

এক দিন এক স্থলে, ভৃঙ্গে দেখি শিমূলে বলে,
ওহে ভৃঙ্গ ! বিরহিণী আমি।
অলি ! কিছু বলি দুঃখে, যদি আমায় কর রক্ষে,
ফুলের পক্ষে বল্লালসেন তুমি ॥ ৩৫
পিতা মাতা শত্রু হ'য়ে, বিশিষ্ট বর দেখে বিয়ে,—
না দিয়ে—ফেলেছে ঝিয়ে জলে।
কা'কে বলিব হায় হায় ! কাকে ঠুক্‌রে মধু খায়,
মনস্তাপে সদা অঙ্গ জ্বলে ॥ ৩৬
বল্‌ব কারে শুন্‌বে কেটা, অভিমানে গা শিউরে কাঁটা,
কম্পজ্বরে একজ্বরী হ'ল।
সুজন বিনা সুধা খণ্ড, মূলে হয়েছে লণ্ড ভণ্ড,
ভেবে ভেবে পেটে জন্মায় তুলো ॥ ৩৭
ভূতের বেগার খেটে খেটে, শেষ কালেতে মরি ফেটে !
মুখ দেখান ভার হয়েছে লাজে।
ভেবে ভেবে ওহে ভৃঙ্গ ! অসার হয়েছে অঙ্গ,
পড়িয়ে রয়েছি বনের মাঝে ॥ ৩৮

ঝিঁঝিট—যৎ।

আমায় যদি জেতে তু'লে, যেতে পারিস্ ভ্রমরা।
তবেই তোরে রসিক বলি, নলিনীর মন-চোরা! ॥
কারে দুঃখ বল্‌ব যাদু! প'ড়ে থাকি সুধু-সুধু,
দাঁড়কাকে খায় ঠুক্‌রে মধু, আতঙ্কেতে অঙ্গ জ্বরা ॥ (ক)

ভৃঙ্গের নিকট শিমুল ফুলের প্রেম-প্রার্থনায় ভৃঙ্গের ক্রোধ,—তীর্থযাত্রা—
ডাকসাইটে বেশ্যাগণের তীর্থ-গমন।

ভ্রমর বলে, সাম্‌লে কহিস্ ওসব কথা সইনে।
শুন লো শালি! শোন শোন, চুপ ক'রে থাকি চারি সন,
তবু অরসিকের সঙ্গে কথা কইনে ॥ ৩৯
অমন কথা—সাধ্য কি যে আমায় বলে অন্যে।
যেমন রাজপুত্র দেখে ক্ষিপ্ত কোটালের কন্যে ॥ ৪০
তুই কি ছেঁড়া চেটায় শুয়ে দেখিস্ লক্ষ টাকার স্বপন।
যেমন লক্ষ্মণকে বিবাহ কর্‌তে শূর্পণখার মন ॥ ৪১
কি জানি কপালের কথা ঐটে বুঝি বাকী!
এখন তোমার সঙ্গে পিরীত ক'রে পিরিলি হ'য়ে থাকি ॥
তখন শিমূল বুঝিয়ে মূল, মলিন লজ্জায়।
অবজ্ঞা করিয়ে অলি তীর্থবাসে যায় ॥ ৪৩

পতঙ্গ,—আতঙ্গ-ভয়ে বিরস -বয়ান।
নাহি পায় কোন তীর্থ-পথের সন্ধান ॥ ৪৪
দৈবে, এক রাত্রে নৌকা যাচ্ছে গঙ্গা বেয়ে।
যাচ্ছে কাশী, দক্ষিণ-দেশী যত ছেনাল মেয়ে ॥ ৪৫
কলুটোলার রূপা কলুনী কাঞ্চনী আর কুমুদী।
খিদিরপুরের ক্ষেমা খানকী, খড়ম-পেয়ে খুদী ॥ ৪৬
গোঁদলপাড়ার গোদা কমলী, গেঁদা গোলবদনী।
ঘুস্কীপাড়ার ঘুস্-খাকী ঘোষাল ঘোল-বেচুনী ॥ ৪৭
উদুমর াঁড়ি উজ্জ্বলী, উষা খানকীর বাঁদী।
চোরবাগানের চাঁপার বেটী, চোপরা-কাটা চাঁদী ॥ ৪৮
ছোলা-দাঁতী ছুকরি ছেনাল, ছদ্ম ছুতরের বেটী।
যোড়াসাঁকোর জয় যুগিনী যমুনা, রাঁড়ীর জেটী ॥ ৪৯
ঝাড়ুর নাত্‌নী, ঝোড়-ঝোঁটেনী ঝাড়ুওয়ালীর ঝি।
ইন্দুর নাত্‌নী ইচ্ছামণি, ইতর বলিব কি ॥ ৫০
টেপুশালী টোপ্‌নাগালী টেরি বসে টেরে।
ঠাকুরোর বেটী, নামটি ঠেঁটী, ঠন্‌ঠনের বাজারে ॥ ৫১
ডুমুরদয়ের ডাকসাইটে ডঙ্করে রাঁড়ী ডুম্নী।
ঢাকাপটীর ঢাক-বাজানি ঢাকাই বাবুর ঢেম্নী ॥ ৫২
আন্দুলবেড়ের আন্দি রাঁড়ি, আহীরিটোলার হীরা।
দুলোপটীর তেনা তাঁতিনী, তুলসী-বাগানের তারা ॥ ৫৩

থানা মাজুল থোকপড়ুনি থুব্‌ড় থাক বাম্নী।
ডুলোর বেটী প্রেমডুলালি, ডুলোল ঘোষের চেম্নী ॥ ৫৪
ধর্ম্মতলার ধানী ধোপানী, ধীরেমণি দাঁতিনী।
নাথের বাগানের নবি নাপ্তিনী,নকুড়ে নটীর নাতিনী ॥৫৫
প্রেমানন্দে যায় তীর্থে প্রেমার বেটী পদী।
তরণী-ভরা তরুণী ল'য়ে বেয়ে যায় নদী ॥ ৫৬
মধুকর মধুগড় মধ্যে প্রবেশিল।
বাঁশের কোটর মধ্যে মাস্তুলে বসিল ॥ ৫৭

* * *

ভ্রমরের নৌকায় পদ্মিনী ;—ভ্রমরের বিরক্তি।

ইতিমধ্যে সেই নৌকায় পদ্ম পদ্ম বলে।
শুনে অম্‌নি ভ্রমরের অঙ্গ গেল জ্বলে ॥ ৫৮
বলে, পদ্দি বেটি! তুই বুঝি আমার সঙ্গে এলি!
পরমার্থের পথে তুই বড় বালাই হ'লি ॥ ৫৯
ভ্রমর বলে, আমায় বিধি ফেল্‌লে কি বিপত্তে।
আমি ভেবেছিলাম, জ্ঞান-কৃত পাপ খণ্ডাইব তীর্থে ॥ ৬০
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী—তোমরা আছ মর্ত্ত্যে।
আমার পাকার ঘুটী কাঁচায় বেটী কিসের নিমিত্তে।
আমি হরি-পদে মন সমর্পণ করেছি এক চিত্তে ॥ ৬১

* * *

ভ্রমর বলে,—পদি! তুই আমার কেমন বালাই;—

যেমন নিশি হৈলে ঘোর, বালাই চোর।
ভূতের বালাই রাম, যোগীর বালাই কাম॥
মুহুরির বালাই ধোঁকা, পথের বালাই টাকা,
পিপ্‌ড়ার বালাই পাখা॥
পতির বালাই দুষ্টা নারী, সতীর বালাই সজ্জা।
তক্ষকের বালাই গরুড়, ভিক্ষুকের বালাই লজ্জা॥
ভেকের বালাই সর্প যেমন, কাকের বালাই ঝড়ি।
বংশের বালাই কুপুত্র, কংসের বালাই হরি॥
যোদ্ধার বালাই ডর, সকলের বালাই পর॥
মদনের বালাই হর, ইংরেজের বালাই জ্বর॥
জ্বরের বালাই বৈদ্য, যেমন, ঘরের বালাই উই॥
আমার পরমার্থের বালাই তেম্‌নি,পদি! হয়েছিস তুই॥৬২

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

উপায় করিব কি,—বল মা গঙ্গে!
আপদ ছুটিল কই, যুটিল সঙ্গে সঙ্গে॥
ঐ বেটী গায়ে পড়ে, বসেছে নায়ে চড়ে,
ছি ছি পদীর মতন ছেনাল, নাইকো রাঢ়ে বঙ্গে॥ (খ)

গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মে ভ্রমর কর্তৃক পিণ্ডদান।

ল'য়ে যত নারী, নৌকার কাণ্ডারী,—
সুরধুনী বাহি যায়।
গয়ার নিকটে, রাখি নৌকা ঘাটে,—
উঠে যাত্রী হেঁটে যায়॥ ৬৩

গেল তদন্তর, যথা গদাধর, পাদপদ্মে পিণ্ড দিতে।
পাদপদ্ম রবে, ভৃঙ্গ মনে ভাবে, পদ্ম কি মান্য জগতে! ॥৬৪
যার মর্ম্ম ছাড়ি, হইলাম ব্রহ্মচারী, তারি কথা ত্রিভুবনে?
যাহকু মেনে হদ্দ, এ কেমন পদ্ম,
বারেক দেখি নয়নে॥ ৬৫

* * *

গদাধরের পাদপদ্ম দরশন করিয়া, ভ্রমরের জ্ঞান জন্মিতেছে ;—

যেমন পাপ ঘুচিলে, পৃথিবী পবিত্র বলি শাস্ত্রমত।
দুর্জ্জন ঘুচিলে দেশ পবিত্র, দস্যু ঘুচিলে পথ॥ ৬৬
রাহু ঘুচিলে চাঁদ পবিত্র, আলো করে ভুবন।
জঙ্গল ঘুচিলে স্থান পবিত্র, সন্দেহ ঘুচিলে মন॥ ৬৭
ঋণ ঘুচিলে গৃহী পবিত্র, শাস্ত্র-মত বলি।
তেম্নি ভ্রম ঘুচায়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় অম্নি অলি॥ ৬৮

ভ্রমরের পবিত্র জ্ঞান জন্মিল ;—

খাম্বাজ—পোস্তা।

পদ্মিনীর পদ্মবনে বদ্ধ হ'য়ে আর কে রবে !
হরি-পাদপদ্ম-মধু পান করি,—এ প্রাণ জুড়াইবে
কাজ কি আমার মধুর মায়া, ক'রে যাই মধু-গয়া,
বিপত্তে মধুসূদন, পদছায়া আমায় দিবে ॥ (গ)

প্রয়াগ-তীর্থে ভ্রমর,—নাপিত কর্ত্তৃক ভ্রমরের হুল কর্ত্তিত,—
ভ্রমরের ক্রোধ, নাপিতকে তিরস্কার।

গয়া-মধ্যে মধুগয়া ক'রে ভৃঙ্গ পরে।
কাশী গিয়ে কাশীনাথ দরশন করে ॥ ৬৯
প্রয়াগেতে গিয়ে ভ্রমর মুড়াইল মাথা।
নাপিতের সঙ্গে ভ্রমরের বিবাদ লাগিল তথা ॥ ৭০
নাপিত অমনি তাহার তথ্য বুঝিতে না পারি।
চুল ব'লে হুল কেটে তার দিল তাড়াতাড়ি ॥ ৭১
এখন কাটিল হুল উঠিল জ্বলি, মার্গে হস্ত দিয়ে অলি,
তাপিত হ'য়ে নাপিত প্রতি বলিছে।
ওরে বেটা চাল্‌সে-ধরা ! ক্ষেউরি কি তোর এমনি ধারা !
কোথা কামালি !—উহু মরি জ্বলিছে ॥ ৭২

ওরে ভাই রে! কি উৎপাত, বেটার খুরে দণ্ডবত,
যুৎ ক'রে কামাব বেটা বল্‌লি।
কর্‌লি আমায় হুল-কাটা, জাতি ঘুচায়ে দিলি বেটা।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্মের মত সার্‌লি॥ ৭৩
ওরে নাপিত বেটা! কোথা যাবি,
লাগিবে তোকে হুলের দাবি,
দায়মালে পাঠাব তোকে দেখিবি।
কি গুণে তুই ধরিস্‌ ভাঁড়ি, চিন্তে নারিস্‌ মাথা কি দাড়ি,
ঠেঁটা বেটা! ঠেকিস্‌নে আজ ঠেক্‌বি॥ ৭৪
কেন করিলাম তীর্থবাস, হৈল আমার সর্ব্বনাশ!
নাপ্‌তে বেটা সার্‌লে আমাকে ভাই রে!
মিছে ঘুরবো হরির পিছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিছে,
কলিকালে দেবতা নাই দেখি রে॥ ৭৫
করে চুরি ডাকাতি ছেনালি যারা, কলিতে কেবল সুখী তারা,
ধর্ম্ম করিলে পড়্‌তে হয় বিপত্তে।
ছিলাম পদ্মবনে হদ্দ সুখে, ছাই দিয়ে আপনার মুখে,
কেন তীর্থে এসেছিলাম মর্‌তে!॥ ৭৬
শুনিলাম যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়,
খুব পেলাম তার পরিচয়,
কপালে দণ্ড ভাইতে দণ্ড,—ধরিলাম।

বলি, হরি দয়া করিবেন দাসে, অপূর্ব্ব ধন পাবার আশে,
পূর্ব্ব ধনটা বিনশ্যতি করিলাম! ॥ ৭৭
তীর্থে আমার নাইক মন, হৃদে জাগিছে পদ্মবন,
পদ্মের পিরীত এত দিনে মোর ছুটিল।
কিসে হবে আর সে সব কর্ম্ম, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম,—
আমার ভাগ্যে দৈবে এখন ঘটিল ॥ ৭৮

ভ্রমরের তিরস্কার-বাক্যে নাপিতের উত্তর।

নাপিত বলে সাম্‌লে কহিস্, নবাব-জাদার বেটা নহিস্,
রূপের কিবা ভঙ্গি পরিপাটী!
মুখটি পুঁটুকি সমান ভাব, কিসে করিব অনুভব,
হাত বুলায়ে চুল ব'লে হুল কাটি ॥ ৭৯
বেটার কিবা বরণ, কিবা গঠন, হাত নাই তার ছটি চরণ,
হরের ডম্বুর মত মাঝখান তার সরু।
কত বাবু-ভেয়ের ছেলেকে কামাই,
লক্ষ টাকা করেছি কামাই,
চাল্‌সে-ধরা বলিস্ বেটা গরু! ॥ ৮০
অঙ্গহীন হ'য়ে ভৃঙ্গ, তথা হৈতে দেয় ভঙ্গ,
রাগেতে প্রয়াগ-ধাম ছাড়ে।

ভাবিছে ভ্রমর কি হইবে, এখন মুক্তিপথের যুক্তি কিবে,
লজ্জার কথা উক্তি করি কারে ॥ ৮১

* * *

ভ্রমর বলিতেছে, আমি দুয়ের বাহির হইলাম,—
এখন করিব কি ? কোন্ পথে যাইব ?

মরাও নয়, জীয়ন্ত নয়, যেমন চিররোগী।
হিন্দুও নয়, যবন নয়, ছত্রিশ-জেতে ঘাগী ॥ ৮২
মেটেলও বেলেও, নয়, দো-আঁস্‌লা মাটি।
আমনও নয়, আউশও নয়, কার্ত্তিক মাসের ঝাঁটি ॥ ৮৩
ধুতিও নয়, সাড়ীও নয়, বালা-আঁচলা বলে।
গৃহীও নয়, সন্ন্যাসী নয়, যার নাই মাগ ছেলে ॥ ৮৪
গ্রামও নয়, বনও নয়, যেখানে ভদ্রলোক ছাড়া।
পাকাও নয়, কাঁচাও নয়, যেমন টেসোমারা ॥ ৮৫
কাঁসাও নয়, পিতল নয়, যেমন ধারা ভরণ।
হিন্দু বটি, কি মুসলমান বটি, আমার দেখ্‌চি মরণ ॥ ৮৬
ভাবিছে ভ্রমর একথাই, এখন কাশী যাই কি মক্কা যাই,
কি মজা ঘটালে বিধি হায় রে!
কাটা কর্‌লে বেটা নাই, হিন্দু বটি,—হিন্দুয়ানি নাই,
কোন্ মতে চলিব এ কি দায় রে! ॥ ৮৭

এখন রাম ভজি কি রহিম ভজি,
দিশে পাইনে কিসে মজি,
নিশে কে করে শেষে আমার পক্ষে।
এখন ব্রত করি কি রোজা করি,
সন্ধ্যা করি কি নামাজ পড়ি,
করিতে চাই ত পরকালটা রক্ষে ॥ ৮৮
মহরমেতে সহরে থাকি, কি মাহেশ গিয়ে রথ দেখি ?
কোন্‌টা ন্যায় কোনটা বা অন্যায় রে !
নবির নাম—কি বলিব হরি, তুলসী ধরি কি তছবীর ধরি,
তজবিজ করিয়া কেবা দেয় রে। ॥ ৮৯
হক্‌ কথা কওয়ার ভারি জ্বালা, কলা বলি কি বলি কেলা,
একি জ্বালা কা'কে হেলা করিব ?
দিদী বলি কি বলি নানী, জল বলি কি বলি পানি,
কোরাণ মানি কি শাস্ত্র-মতটা ধরিব ? ॥ ৯০
বিবেচনা কিছু যায় না করা, গাড়ু কিনি কি বদনা ধরা,
থাল কিনি কি সান্‌কিতেই খাই রে ?
ভাজ বলি কি বলি দাদী, বিয়ে বলি কি বলি সাদী,
ছালম বলি কি ব্যঞ্জন বলি চাই রে ॥ ? ৯১
হ'ল মরণ-কালে বিপদ ঘোর, গঙ্গা নিই কি নিই গোর,
কার কাছে বা শরণ ল'য়ে থাকিব ?

যা করেন গোকুলের চাঁদ, যা করেন পীর গোরাচাঁদ,
কিছু কিছু তুইয়ের মতে চলিব ॥ ৯২

———

খাম্বাজ,—খেম্‌টা।

মজ মন! নন্দলালা, খোদায় তালা, দিন তো গেছে।
কর পান গঙ্গা-পানী, বল পানী, শূলপাণি,—
আর এমাম হোসেন ;—
মৎ কিজে রামরহিমকো ভিন্,মন আমার ভেব না মিছে ॥
চল মক্কা কাশী, মন উদাসি!
দোনো বিনে তরবো ক্যাসে ॥ (ঙ)

———

বিরহ।

গত-যৌবনা প্রেমমণির প্রতি প্রেমিক-পুরুষ প্রেমচাঁদের প্রেমবিরাগ ;
রসিকা নারী রসবতীর সহিত প্রেমচাঁদের প্রেম-ভাব,—
প্রেমমণির বিলাপ।

প্রেমমণি নামে রমণী, পুরুষ রসিক-শিরোমণি,—
প্রেমচাঁদ নামেতে এক জন।
দুই জনে পিরীতি করে, মিলন যেন চাঁদে-চকোরে,
কমলিনী আর মধুকরে যেমন ॥ ১
দিন কতক কাল কত রস, পরশ হ'তে সরস,—
উভয়ে উভয়কে জ্ঞান করে।
দোঁহে দোঁহার গুণ গায়, দেখা-মাত্র সুখোদয়,
ছাপিয়ে পিরীত গড়িয়ে পায় পড়ে ॥ ২
দু জনে দুজনার বেশ, দেখে কত মন-আবেশ,
বিচ্ছেদ প্রবেশ হয় শেষ।
দেখে নারীর যৌবন গত, প্রেমচাঁদ আর হয় না রত,
একেবারে জন্মিয়ে গেল দ্বেষ ॥ ৩

রসের কথায় হয় না সুখ, সম্পূর্ণ অরুচির মুখ,
তর দিয়ে লুকায় ক্রমে ক্রমে।
ত্যজে পুরাতন প্রেয়সীকে, রসবতী নামে রসিকে,—
মজিল গিয়ে সেই যুবতীর প্রেমে॥ ৪
রসবতীর ঘরে রাস, প্রেমমণির ঘরে নৈরাশ,
বিচ্ছেদে ছেদ হয় তনুখানি।
আঁখির সলিলে ভাসে, বলে, এক সখীর পাশে,
ঠিক যেন হ'য়েছে পাগলিনী॥ ৫
ওলো সখি! বল্ কি করি? বিচ্ছেদ-বিকারে মরি,
খলের পিরীতে প্রাণ যায় লো!
ইথে কি ঔষধ নাই, কে দেয় কারে জানাই!
হায় হায়! কে হয় সহায় লো॥ ৬
গিয়াছিলাম বৈদ্যের বাড়ী, তাতে হলো রোগ বাড়াবাড়ি
বিপরীত বুঝিলাম তথায় লো।
দেখিলাম বৈদ্যের ঘরে, খলেতে ঔষধ ক'রে,
সেই ঔষধ আমায় দিতে চায় লো॥ ৭
কাজ কি লো পাপ-ঔষধি, এক খলের প্রেমে,—দিদি!
খল ব্যাধিতে খুলে খুলে খায় লো।
কুলশীল ক'রে দখল, আমায়ে খেয়েছে খল,
খলে শত্রু খল খল হাসায় লো॥ ৮

বৈদ্যে বলে, কেন ভয়। পীড়াদায়ক কভু নয়,
কেন হ'লে খল দেখে বিকল ?
খলের হাতে পেলে শাস্তি, এ খলের খলতা নাস্তি,
পাষাণে নির্ম্মাণ এই খল ॥ ৯
আমি কহিলাম শেষে, তবে আর ভিন্ন কিসে।
এ খল সে খল দুই খল সমান।
অবলা-বধের ভয়, করে না যে দুরাশয়,
ওহে বৈদ্য! সে কি নয় পাষাণ ? ॥ ১০
মজেছিলাম যে খলেতে, সে খলের অন্তরেতে,—
কখন ছিলনা বিষ ছাড়া।
তোমার খলেতে তাই, বিষে পূর্ণ দেখ্‌তে পাই,
গোদন্তি হিঙ্গুল আর পারা ॥ ১১
হলো আমার প্রাণ-বিয়োগ, নিদেন দেখে নিদেন-রোগ,
বৈদ্য শেষ ক'রে দিলেন ব্যাখ্যে ॥ ১২
মরি মরি লো এ বিকার,—প্রতিকার নাই সাধ্য কার,
যে দিলে বিচ্ছেদের ভার,
এখন যদি সেই করেলো রক্ষে ॥ ১৩

———

প্রেমচাঁদের নিকট প্রেমমণির সহচরীর আগমন,—প্রেমচাঁদকে ভৎসনা।

মূলতান—কাওয়ালী।

ধনি! বিচ্ছেদ-বিকারে প্রাণ যায় লো!
বুঝি যায় লো, কর সজনি! বজায় লো!
কি করে লজ্জায় লো, আন গে,—
আমারে যে, মজায় লো।
লাগিল রিপু নাচিতে, দিলে না বুঝি বাঁচিতে,
কদাচিতে হইয়ে প্রেমে বঞ্চিতে,—
না খাই অন্ন রুচিতে,
সদা চিতে জ্বলে রাবণ-চিতে-প্রায় লো॥ (ক)

———

সহচরী বলে, সুন্দরি! নাগরকে তোর আনিব ধরি,
আর কেঁদ না ক্ষান্ত হও রূপসি!
আঁখি মুছায়ে অঞ্চলে, চঞ্চল চরণে চলে,—
প্রেমচাঁদ নির্জ্জনে যথা বসি॥ ১৪
যোড়করে কহে রমণী, ওহে শঠের শিরোমণি!
শঠের নাই কি মায়া-মমতা?
কঠিন তো অনেক আছে, সকল কঠিন তোমার কাছে,—
হারি মেনেছে দেখে কঠিনতা॥ ১৫

কঠিন একটা আছে শিলে,
তুমি তা হ'তেও গুণ প্রকাশিলে,
অবলায় নাশিলে—এমনি লীলে।
তোমার গুণ নাই যেখানে ব্যক্ত,
তারাই বলে,—লোহা শক্ত,
তুমি হে লোহাকে লজ্জা দিলে! ॥ ১৬
কঠিন বটে ইস্পাত, তোমায় করে সে প্রণিপাত,—
দেখে তোমার আশ্চর্য্য কঠিন দেহ।
তোমার হৃদয়-মাঝারে, যদি ইন্দ্র বজ্রাঘাত করে,
ভাঙ্গিতে পারে কি না পারে সন্দেহ ॥ ১৭
শুনিয়া সখীর ধ্বনি, প্রেমচাঁদ কয়, ওহে ধনি!
আমি কঠিন বটি,—মিথ্যা নয়।
আমিও কঠিন দেখে,—সকলি সঁপেছিলাম তাকে,
সমান সমান নৈলে কি প্রেম হয়! ॥ ১৮
বালকে বালকে খেলা, শিশুর সঙ্গে শিশুর মেলা,
চোরের পিরীত চোরের সহিতে।
পশুতে পশুতে ঐক্যি, পক্ষীর সঙ্গেতে পক্ষী,
ধনীতে ধনীতে কুটুম্বিতে ॥ ১৯
পণ্ডিত পণ্ডিত পাশে, মেষের সঙ্গে মেষে মেশে,
চাষার সঙ্গেতে মেশে চাষা।

চণ্ডাল চণ্ডালে প্রবৃত্ত, শাঁখচুর্ণীর সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্য,
পেত্নীর সঙ্গে ভূতে করে বাসা ॥ ২০
জল গিয়া মিশায় জলে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী-দলে,
বানর বানর-পালে সুখী।
পিরীত সমান সমানে, সতীর মিলন সতীর সনে,
কলঙ্কিনী সঙ্গে কালামুখী ॥ ২১
ভদ্রেতে মিশান ভদ্র, ভূতের সঙ্গে বীরভদ্র,
রাখালে রাখালে হয় সখ্য।
আমার পিরীত ভাঙ্গিল ভাই! দেখিলাম—কঠিন নাই,
কঠিনে কঠিনে ছিল ঐক্য ॥ ২২

আমিও কঠিন দেখে পিরীত করেছিলাম,—তাহা এক্ষণে নাই ;—
সুরট—কাওয়ালী।

সাধে কি ছেড়েছি তার সঙ্গ!
কি রসেতে এসেছে লো সই!
দেখি কঠিন কমল দুটি, হৃদয়েতে ভঙ্গ ॥
তারে কে দিবে অঙ্গ,—তার নিরখি অঙ্গ,
আমার অঙ্গে বাস করে না অনঙ্গ,—
চাহিলে দাড়িম্ব, সে দেখায় তুম্ব,
কিসে মজে মন সহজে আতঙ্গ।

শুকায়েছে রস, প্রেমে কি পৌরষ,
দেখ, দলহীন শতদলে বিহরে কি ভৃঙ্গ ? ॥ (খ)

সুজনে সুজনেই প্রেম-সম্ভাবনা ;—সহচরীর মুখে প্রেমমণির
প্রেমচাঁদ-কথিত নির্ঘাৎ কথা শ্রবণ,—যৌবনের
উদ্দেশে ভৎ'সনা।

সহচরী বলে, ভাই ! তোমার দেহে ধর্ম্ম নাই,
মর্ম্মচ্ছেদী কথা কও কি লাগি।
যদি দু'জনে বাণিজ্য করে, আছে এম্নি পূর্ব্বাপরে,—
উভয়ে লাভ লোকসানের ভাগী ॥ ২৩
তোমার ভাব দেখে বুঝিলাম ভাবে,
কিছু কাল যৌবনের লোভে,—
কপট কথায় করেছিলে সুখী।
যোগে যাগে যুগিয়ে মন, আদায় ক'রে যৌবন,—
লোকসান দেখিয়ে লুকোলুকি ॥ ২৪
এ নয় সুজনের রীতি, মূর্খের এই পিরীতি,
দেখে—যৌবন গত ক'রে কাঁদি।
সুজনে সুজনে প্রেম, হীরায় জড়িত হেম,
জীবন পর্য্যন্ত থাকে বন্দী ॥ ২৫

পিরীতি অমূল্য ধন, তার বশ হলো না ধন,
জীরের শোকে হীরে ত্যজিলে ভাই!
যেমন ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি, ঘা দেখিলেই ঘটে রুচি!
ঘটে বুদ্ধি না থাকিলেই তাই ॥ ২৬
পিরীতের কি আস্বাদন, কি বস্তু পিরীতি ধন,
তাকি জানে বস্তুহীন জনে!
পিরীতের বশ হ'য়ে কৃষ্ণ, রাখালের উচ্ছিষ্ট,—
ভোজন করেন বৃন্দাবনে ॥ ২৭
হরি বশীভূত হ'য়ে পিরীতে, চণ্ডালে বলেন মিতে,
বলির দ্বারেতে হ'ন দ্বারী।
দেখে দুর্য্যোধনের ধন,—ত্যাজ্য করে নারায়ণ,
খুদ খেলেন গে বিদুরের বাড়ি ॥ ২৮
মূর্খ জনে মিথ্যা বলা, তখন ধনী রাগে প্রবলা,—
হয়ে ধেয়ে চলিল সত্বরে।
প্রেমচাঁদের নির্ঘাৎ বাণী, ধনীকে শুনান ধনী,
শুনে ধনীর অমনি আঁখি ঝোরে ॥ ২৯
না রহে বিরহে প্রাণী, বিরলে বসি বিরহিণী,—
খেদ করি যৌবনের প্রতি বলে।
ওরে যৌবন দুরাশয়! বল যাতনা কত সয়,
তোর জ্বালায় জীবন যায় রে জ্বলে ॥ ৩০

আমার বঁধুর সঙ্গে আমার পিরীত কেমন ছিল শুন,—

যেমন মাটী আর পাটে। লোহা আর কাঠে॥
দেবতা আর কুসুমে। জরি আর পশমে॥
গুড়ে আর ছেনায়। মুক্ত আর সোণায়॥
সতী আর সুকান্তে। মিশী আর দন্তে॥
মরিচ আর জীরে। কাঁঠাল আর ক্ষীরে॥
বাজনা আর গানে। চূণে আর পাণে॥
বাণে আর তূণে। মাস্তুল আর গুণে॥
দাতা আর দানে, জলে আর মীনে। নারদ আর বীণে॥
হাঁড়ি আর সরায়। গন্ধক আর পারায়॥
নয়ন আর অঞ্জনে। অন্ন আর ব্যঞ্জনে।
পিতা আর সুপুত্রে। মালা আর সূত্রে॥
ভূষণ আর পাত্রে। পণ্ডিত আর ছাত্রে॥
চাষা আর ক্ষেত্রে। চশমা আর নেত্রে॥
সরোবর আর হংসে। ধ'নে ভাজা আর মাংসে॥
ত্যজে যুবতীর অঙ্গ। এমন পিরীত-ভৃঙ্গ করিলে বৈরঙ্গ॥৩১

ললিত—একতালা।

করিলি রে যৌবন! যুবতীর দুঃখের অন্ত।
তোর অভাবে, পর [illegible], পরের হ'ল প্রাণকান্ত॥

বুকে রেখে, চক্ষে দেখে, তোকে ছিল প্রাণকান্ত।
এখন কলির মত, হ'য়ে হত—কর্লি বিষ-দন্ত॥
দুঃখ কত থাক্‌ব স'য়ে, দিন কয়েক হৃদয়ে র'য়ে,
জোয়ারের জল হ'য়ে, ব'য়ে গেলি রে দুরন্ত!
হৃদ-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে, ক'রে গেলি সর্ব্বস্বান্ত!
তুই তো গেলি আর এলি নে, এ জনমের মত ক্ষান্ত॥(গ)

নির্জ্জনে প্রেমচাঁদের সহিত প্রেমমণির দেখা,—নানারূপ কথন,—
নালিশের ভয়-প্রদর্শন;—চুরীর দাবী।

নয়নেতে জল ঝরে, জল নিতে সরোবরে,—
চল্‌লো ধনী হ'য়ে বিরসমুখী।
সঙ্গিনী কেউ নাই সনে, পথে প্রেমচাঁদ-সনে,
নির্জ্জনে দুজনে দেখাদেখি॥ ৩২
ধনী কয় করিয়ে ছল, ক'রে আঁখি ছল ছল,—
বাঞ্ছা হয় না চাইনে বদন-পানে।
যে সব বস্তু আছে মোর, তোর কাছে রে পামর!
না দিয়ে লুকালি কি কারণে॥ ৩৩
দেখে নিতান্ত অনুগত, সমস্ত তোর হস্তগত,—
করেছিলাম সরল অন্তরে।

এখন রাখ মান তো রাখি মান, নৈলে হবে হাকিমান,—
দরবারে দাঁড়াব শনিবারে ॥ ৩৪
রাজা নয় সামান্য নর, তিনি বসন্ত গবরনর,
কমিসনর আদি সঙ্গে সবে।
ভাল আদালত নেজামত, সেখানে তোরে নে যাওয়া মত,
সোজামত বিচার হবে তবে ॥ ৩৫
কুপ্রেম সে খানে নাই, সুপ্রেম-কোর্ট শুন্‌তে পাই,
প্রেমের বিচার ভাল হ'তে পারবে।
এক জন নাই অসার জন, সব সেখানে সার-জন,
যার বিচারে তোমার দফা সারবে ॥ ৩৬
এখনো মিটাও যদি গোলমাল, ফিরে দাও আমার মাল,
পয়মাল যদ্যপি বাঞ্ছা নাই।
থাক যদি অসামাল, তদ্‌বির হ'লে কামাল,—
দায়মাল কপালে আছে, ভাই! ॥ ৩৭
প্রেমচাঁদ কয়, কি বদনামি! কি ধনের কাঙ্গাল আমি!
কি ধন তোমার এনেছি আমি ধনি!
সেই ঘটী সেই বাটী, সব রয়েছে তোমার বাটী,
রোক গেল—সেই রোকশোধ আপনি ॥ ৩৮
'চোর ব'লে' রজনী দিবে, তুমি আমায় গালি যে দিবে,
আমি তোমার গালিচে-চোর নই।

দেখগে তোমার ঝুলিচে, তোমারি ঘরে ঝুলিচে,
বিবাদ করো না রসময়ি ॥ ৩৯
সেই লেপ সেই তোষক, যে সব তোমার প্রাণ-তোষক,
দেখগে তোমার ঘরে রয়েছে প্রিয়ে!
সেই মশারি সেই বালিশ, কিছু হয় নাই এবালিস,
আছে তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখ গিয়ে ॥ ৪০
সেই যে তোমার গোলাপ-পাশ, সব রয়েছে তোমার পাশ
পাশ-কথা বল না ধনি! তুমি।
এনেছি তোমার বাটা, ব'লে, দিও না জেতে বাটা,
বাটা দিলে জাতি পাব না আমি ॥ ৪১
ফেলে দোলাই একলাই, এসেছি আমি একলাই,
কপাট ক-পাট দেখ-গা গুণে।
আমি নই এমন পাত্র, আপনারি জলপাত্র,—
ফেলে এসেছি পাড়ার লোকে জানে ॥ ৪২
দেখগে তোমার সোটা-আশা, আমার কিবল রিক্ত আশা,
মুক্ত পুরুষ,—তিক্ত করো না ভাই!
দেখগা, তোমার আছে সকলি, জরদা রঙ্গের পরদাগুলি,
পর-দার মোর প্রয়োজন নাই ॥ ৪৩
প্রেমমণি কয়,—লম্পট! যে ধন ল'য়ে চম্পট,—
করেছ—তুমি তা বুঝ নাই মনে।

লইতে যদি জিনিস-পত্র, তাতে কি আমার যেতো যোত্র,
দৈন্য আমার নাই অন্য ধনে ॥ ৪৪
যদি কিনতে পেতাম হাটে, তবে কি আমার বুকফাটে
হাটে মেলে না—তাই করেছো চুরি।
ফিরে দাও মোর সমুদাই, যে গুলি লয়েছ ভাই!—
অবলার গলায় দিয়ে ছুরি ॥ ৪৫

কালাংড়া—একতালা।

মিছে কেন বিবাদ করা, কুলের কর কূল-কিনারা।
মানে মানে মান ফিরে দাও,
মন ফিরে দাও মন-চোরা!
কুল-শীল সব তোমার হাতে,
যদি শীল ফিরে দাও শীলতাতে,
নতুবা তোমার বাটীতে, শীল ক'রে সব লব ত্বরা ॥ (ঘ)

তুমি যেন বটো সবল, রাজা দুর্ব্বলের বল,
আদালতের ঘর যে আছে খোলা।
দিয়ে দরবারে দরখাস্ত, বরামদি বরখাস্ত,—
ক'রে দেখাব,—আমি বরামদি অবলা ॥ ৪৬

তুমি যেমন পিরীত-আলা,
তেমনি হাকিম সদর-আলা,—
আলা দেখালেই পড়িবে চোর ধরা।
যদি সুরথাল করে রাজন, সাক্ষী দিবে লক্ষ জন,
ফাঁকি দিয়ে অবলায় বধ করা ॥ ৪৭
আমার বাঞ্ছা যে আদায়, তা করিবে পেয়াদায়,—
ডিক্রী খানি পথে দেখিয়ে ভাই!
যখন হাতে হবে রসির কথা,
তখন কেমন রসিকতা,—
কর—একবার তাই দেখ্‌তে চাই ॥ ৪৮
সন্ধান পাইয়ে শমন, না লও যদি শীঘ্র বন্ধন,
লুকিয়ে কর—ঘরে ঢুকে আনন্দ।
বিশ আইন হইবে জারী, খিড়্‌কিতে খিরকিচ ভারি,
সদরে হইবে বাতা বন্ধ ॥ ৪৯
কত দিন লুকাবে প্রাণ! বন্ধু তোমাকে বন্দুয়ান,—
ক'রে—মাটি কাটাব রাস্তায়।
এই মত জায়-বেজায়, ব'লে ধনী অমনি যায়,—
জানাইতে বসন্ত রাজায় ॥ ৫০

বসন্ত রাজার নিকট বিরহিনী প্রেমমণি কর্ত্তৃক প্রেমচাঁদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দান।

কুল শীল মান দাবি দিয়ে, কাছারির কাছে কাঁদিয়ে,—
করে আরজী দাখিল—উকীল-দ্বারেতে।
মদন সেরেস্তাদার, রসের আরজীর সমাচার,
যুতে-যুতে শুনান শ্রীযুতে॥ ৫১
প্রেমচাঁদের গুণাগুণ, লিখেছে ভাল মজমুন,
মদন পড়িয়ে যাচ্ছেন আশু।
মহামহিম গুণানন্ত, শ্রীমন্ত রাজা বসন্ত,—
অশান্ত-দুরন্ত-ক্ষান্ত-শান্ত-পালকেষু॥ ৫২
লিখিতং প্রেমমণি, বিরহিণী কুল-রমণী,
বাদী প্রেমচাঁদ কালের স্বরূপ।
পরগণে প্রেমনগর, চৌকী রংপুরেতে ঘর,
মোতালকে জেলা কামরূপ॥ ৫৩
দরখাস্ত এই আমার, দোহাই ধর্ম্ম-অবতার।
একবারে হয়েছি আমি ফাঁক।
প্রেমচাঁদ যে অবলায়,—মজিয়ে প্রেমে ত্যজিয়ে যায়;
বাজিয়ে দিয়ে কলঙ্কের ঢাক॥ ৫৪
ধন মন যৌবন রূপ, কুল-শীল-মান তদ্রূপ,—
নির্দ্দয় ক্রুরেছে সমুদয়।

চেয়ে একবার নেক-নজরে, হাজির ক'রে হুজুরে,
অবলার ধন দেলাতে হুকুম হয় ॥ ৫৫

* * *

আদালতে প্রেমচাঁদের এজাহার,—পিরীতের নামে শমন-জারী।

প্রেমচাঁদকে ধ'রে আনা, অম্‌নি হ'ল পরোয়ানা,
চাপরাশি সাজিল চারি জন।
রসি দিয়ে প্রেমচাঁদের করে, হজুরে হাজির করে,
কাতরে প্রেমচাঁদের নিবেদন ॥ ৫৬
মহারাজ! পিরীত বেটা আমাকে ল'য়ে,—
যেতো ঐ ধনীর আলয়ে,
সে যায় না আমার কি শকতি।
উহার অন্তরে প্রবেশ ক'রে, কুল শীল মান সকল হ'রে,
জ্বালিয়ে ওরে—পালিয়েছে পিরীতি ॥ ৫৭
শুনে রাজা—উষ্ম ভারি, পিরীতের গেরেপ্তারি,—
পরোয়ানা হয় পুলিশের উপরে।
পায় না প্রেমের খোঁজ-খবর, নাই বেটার চালছাপ্পর,
খায় পরের,—কাজ সারে পরে পরে ॥ ৫৮
না ধরিলে সকল পণ্ড, দারোগা হয় সম্পণ্ড,
একজন কয় মহাশয়! দেখে এলাম তায়।

পিরীত বেটা চিত-পুরে, চিত হ'য়ে রয়েছে প'ড়ে,—
প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় ॥ ৫৯

* * *

চাপরাশিগণ কর্তৃক চিত-পুরে প্রেমচাঁদ বাবাজীর আখড়ায় পিরীতের সন্ধান-লাভ,—আদালতে পিরীতের এজাহার।

বাবাজী প্রকাণ্ড দেড়ে, সেবা-দাসী চৌদিকে বেড়ে,
চৈতন্য-চরিতামৃত শুন্‌ছে।
অনঙ্গমুঞ্জরী শশী, তুলসী দাসী প্রেম-বিলাসী,—
কাছে ঘুনিয়ে প্রেমের কান্না কাঁদ্‌ছে ॥ ৬০
দেখে অপূর্ব্ব দাড়ির ভাব, উঠেছে নারীর ভাব,
বিচ্ছেদ হয়েছে আখড়া-ছাড়া।
ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা চল্‌ছে, গৌর-প্রেমের ঢেউ খেল্‌ছে,
পিরীত বেটা সেখানকার মেড়া ॥ ৬১
দারোগা গিয়ে সেইখানে, প্রেমকে বেঁধে হুজুরে আনে,
পিরীত বলে,—বাঁধ মহারাজ! কারে?
আমি নারীর প্রাণতোষক, বিচ্ছেদ আমার প্রাণ-নাশক,
সেই বেটা মজালে অবলারে ॥ ৬২

বিচ্ছেদ বেটা আমার কেমন শত্রু, তাহা শুন;—

প্রাণের শত্রু রোগ-শোক, পাড়ার শত্রু হিংস্রক,
নেড়ার শত্রু শাক্ত-বামাচার।

গাঁয়ের শত্রু যেমন ঠক, পথের শত্রু কণ্টক,

নায়ের শত্রু কোটালে জোয়ার ॥

চুলের শত্রু যেমন টাক, পেঁচার শত্রু ফিঙে কাক,

প্রজার শত্রু শোষক রাজাকে দেখি।

কেবল বোবার শত্রু নাই কেহু, গগনচাঁদের শত্রু রাহু,

যাত্রা-কালে শত্রু টিক্‌টিকি ॥

পাতকীর শত্রু শমন, চাতকীর শত্রু যেমন,—

পবন গিয়া উড়ায় নবঘন।

কুলের শত্রু কু-পুত্র, বিচ্ছেদ—পিরীতের শত্রু,—

তেমনি ধারা—জেন হে রাজন্ ॥ ৬৩

মহারাজ! আমার দোষ নাই!

মূলতান—একতালা।

আমি পিরীত নাম ধরি, জেনে আপনারি,—

প্রাণে রাখে নারী।

না জানি বিবাদ, কোন বিসম্বাদ,

বিনে অপরাধে একি অপবাদ!

সাধে সাধে সাধে, সাধের প্রেমে বাদ,—

বিচ্ছেদে বাদ করি ॥

পিরীতের গুণ শুন হে রাজন্। প্রকাশিত আছে ভুবনে,—
কুমুদ-বন্ধু ইন্দু,—কিন্তু দু-লক্ষ যোজনে দু-জনে,—
বিচ্ছেদ-দোষে কর পিরীতে বন্ধন,
এমনি আয়োজন, কর হে রাজন্!
পরাপরাধেন, জলধি-বন্ধন, করেছিলেন হরি ॥ (৬)

বিচ্ছেদের নামে পরোয়ানা জারী ;—বেশ্যাগণের নিকট বিচ্ছেদের সন্ধান-লাভ—আদালতে বিচ্ছেদের এজাহার।

পিরীত যত কহে দুঃখে, পিরীত জন্মিল বাক্যে,
বিচ্ছেদ উপরে রাজার উষ্ম।
সেই বেটা এর আসামী, সেই বেটারি চাষামী,
অবলা ব'ধেছে বেটা দস্যু ॥ ৬৪
ক'রে দায়রা সোপরদ্দ, বেটাকে বৎসর চৌদ্দ,—
খাটাবো—খাইতে দিয়ে ধান।
হুকুম হলো গেরেপ্তার, দ্বারে দ্বারে দারোগা তার,—
বাঙ্গলা যুড়ে না পায় সন্ধান ॥ ৬৫
এক গোয়েন্দা গেল বলিতে, চোরবাগানের গলিতে,—
বিচ্ছেদকে দেখে এক ঠাঁই।
কতকগুলা প্রাচীনে রমণী, বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী,—
এক [illegible]গায় বসেছে একজাই ॥ ৬৬

যত দিন ছিল যৌবন, পরপুরুষ পরম ধন,—
জ্ঞান করতো—মজা নাই এর সম।
সে সুখ হলো শিকেয় তোলা,
বন্ধুর সঙ্গে হয় না মেলা,
ফাটায় পড়েছে কলা, গোপালায় নয়॥ ৬৭
এক ধনী আর ধনীকে বলে, প্রেম-ভরে নয়ন গলে,
বলে, দিদি! সত্য কেবল হরি।
লোকের দেখে আচরণ, ঘৃণাতে মোর হচ্ছে মন,—
বৃন্দাবনে গিয়ে বসত করি॥ ৬৮
আমরা যখন যৌবনে, পাঁচ বছরের ছেলের সনে,
কথা কৈ নাই—শাশুড়ীর ভয়ে কালি।
এখন তিনকুড়ি বয়েসে ঠেকেছে,
অদ্যাপি কেউ মুখ দেখেছ?
বলুক দেখি,—কোন পোড়াকপালী॥ ৬৯
এখনকার ছুঁড়ীদের দিদি! রঙ্গগুলো দেখিস্ যদি,
আই মা ছিছি! দেখে ঘৃণা লাগে।
কাল হলো কি বিষম কলি! না উঠ্‌তে যৌবনের কলি,
কত ফুল ফুটে যাচ্ছে আগে॥ ৭০
কি ছুঁড়ীদের ঠমক-ঠাট, কি সব কথার চোট-পাট,
মেগের কাছে ভাতার খাটো সদা।

কাট্‌-কাট্‌-ভাব কাটাপীর, ভঙ্গি দেখে রমণীর,
সিংহবেশে পুরুষ হ'য়েছেন গাধা ॥ ৭১
আরমানি হয়েছে ঝুঁটি, আর গছে না গছের শাটী,
রুল-পেড়ে শিমূলের ধুতি খানি।
যার ভাতারের দাম বারো আনা,
তার মেগের নাকে বিবি-আনা,—
নথ না দিলে—পথ দেখেন তখনি ॥ ৭২
কিবে নীচ—কিবে ভদ্র, কোন ঘরে নাই ভদ্র,
সতের শতছিদ্র—ছি ছি লো সজনি।
প্রেম যেন বন-পশুর, ল'য়ে শ্বশুর ভাশুর,
খুড়ো দাদা—বাধা নাই এদানী ॥ ৭৩
এইরূপ প্রবীণগণ, প্রেমের শোকে পুড়্‌ছে মন,—
যুবতীর সুখ দেখে, দুঃখে হিংসে ক'রে কহিছে।
তাদের দুঃখ শুনে কাণেতে,
বিচ্ছেদ বেটা সেই খানেতে,—
হেসে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে ॥ ৭৪
পেয়ে কথা গোয়েন্দার, খাম্‌কা গিয়ে থানাদার,
গেরেপ্তার করিয়া বিচ্ছেদে।
তখনি দিয়ে রসি করে, হুজুরে হাজির করে,
জগতে খুসি,—বিচ্ছেদের বিপদে ॥ ৭৫

সবাই বলে মার্-মার্, ওবেটা ভারি চামার,
ডেকে কামার,—কাটা উচিত এখনি।
কি ধনী কি মজুরে, সবাই বল্‌ছে হুজুরে,—
ওবেটা ডাকাত আমরা জানি॥ ৭৬
ওটা মান্‌সুরে মাস্থল-দাগী, কেবল ঐ বেটারি লাগি,—
ঘর ভেঙ্গে যায়, ভেয়ে ভেয়ে বিকার।
বিচ্ছেদ বলে,—মা রে! মা রে! গাঁ-শুদ্ধ মানুষ মারে,
ও মহারাজ! দোহাই দিব কার॥ ৭৭
ভাল বৈ করিনে মন্দ, কি কপাল—হে গোবিন্দ!
আমাকে মার্‌তে সকলেরি সলা।
আমি বিচ্ছেদ নাম ধরি, পিরীতকে পবিত্র করি,
যখন পিরীতে বাধে মলা॥ ৭৮
বসনের ময়লা যেমন, কেটে দেয় সাবানে।
মনের ময়লা কাটে যেমন, সুরধুনী-স্নানে॥
ফট্‌কিরিতে জলের ময়লা কাটে জগতে জানে।
গুড়ের ময়লা সেওলায় কাটে, ক্ষুরের ময়লা শাণে॥ ৭৯
জেতের ময়লা কাটে যেমন, সমন্বয়ের গুণে।
ধেতের ময়লা কাটে যেমন, ঔষধ-সেবনে॥ ৮০
নয়নের ময়লা যেমন, কেটে দেয় অঞ্জনে।
দাঁতের ময়লা কাটে যেমন হুগলীর মঞ্জনে॥ ৮১

চুলের ময়লা কাটে যেমন, দিলে আমলা বেটে।
উত্তম করণে যেমন, কুলের ময়লা কাটে॥ ৮২
যেমন আগুনে সোণার ময়লা কেটে করে খাঁটি।
আমি বিচ্ছেদ,—সেইরূপ পিরীতির ময়লা কাটি॥ ৮৩

খাম্বাজ—খেমটা।

ওহে মহারাজ! বিচ্ছেদ-উপরে কিসের জন্যে রাগ?
প্রেমের রঙ্গভঙ্গ—ভাঙ্গ্‌লে করি,—ভঙ্গ-প্রেমের অঙ্গ-রাগ
আমি রই সুরাগের পথে, অনুরাগ যায় না কি রাগেতে?
আমি ঐ রাগে পৈরাগ যেতে চাই,—
অন্তরে ঘটে বৈরাগ॥ (চ)

রূপের নামে শমন; রূপ বলিয়া বৃন্দাবন হইতে
রূপ-গোঁসাঞিকে ধরিয়া আনা।

মহারাজ! শুন বিনয়, বিচ্ছেদের দোষ নয়,
প্রেমেরো নয়,—প্রেমচাঁদেরো নয়।
নারীকে মজালে রূপ, সেই বেটা হ'য়ে বিরূপ,
সকল অগ্রে পলাতকা হয়॥ ৮৪
রূপ হ'য়েছিল ঋতুপতি, রূপ দেখে প্রেমের উৎপত্তি,
প্রেমচাঁদ প্রেম করেছিল রূপ দেখে।

আছে এমনি পূর্ব্বাপর, মজেছিলেন পরাশর,—
জেলের মেয়ের রূপটি দেখে চ'খে ॥ ৮৫
অহল্যার দেখে রূপ, কীর্ত্তি করলে অপরূপ,
ইন্দ্রকে ইন্দ্রিয়-দোষে ধরে।
দেখে দ্রৌপদীর রূপের ছটা, ভীমের হাতে কীচক বেটা,—
অপমৃত্যু মলো আন্ধার ঘরে ॥ ৮৬
মোহিনী হইয়েছিলেন কৃষ্ণ, সেই রূপ করিয়া দৃষ্ট,
হরির সঙ্গে মিশিয়েছিলেন হর।
শিব ক্ষেপেছেন থাকুক অন্যে, জাতি যায় রূপের জন্যে,—
ডোমের কন্যে ভজেন দ্বিজবর ॥ ৮৭
প্রেমমণি হয়েছে জীর্ণ, কিছু নাই রূপের চিহ্ন,
বয়েস বেয়াল্লিশ উত্তীর্ণ প্রায়।
কেশ হ'য়েছে পক্কতা, কিসে হবে ঐক্যতা,
সখ্যতা ভেঙ্গেছে দু'জনায় ॥ ৮৮
কৃষ্ণবর্ণ কলেবর, অধো হ'য়েছে পয়োধর,
নাগর গিয়েছে তাইতে বেঁকে।
অতএব হে ঋতুবর। রূপকে ধ'রে শাসন কর,
না যায় যেন যুবতীর অঙ্গ থেকে ॥ ৮৯
এ সওয়ালে এজলাসে, হুকুম হলো খালাসে,
বে-কসুর বিচ্ছেদ যায় বাটী।

রূপকে এনে হাজির করা, হুজুরের হরকরা,—
প্রতি অমনি হলো হুকুমৰ্ণচিঠি ॥ ৯০
বাঙ্গলা খোঁজে চাপরাশী, শেষ খোঁজে কাশ্মীর কাশী,
গয়ার গোয়েন্দা অনেক যোটে।
এক শাক্ত বামুন দিচ্চে খবর,—ভেকধারী বৈরাগীর উপর,
এমনি রাগ—কালীতলাতে কাটে ॥ ৯১
বলে, ও ভাই চাপরাশি ! এসো দেখিয়ে দিয়ে আসি,—
রূপ-বেটা রয়েছে বৃন্দাবনে।
নাম তার রূপ গোসাঞি, নারী-মজানো ব্যবসাই,
সেই বেটাদের জানে জগজনে ॥ ৯২
শুনে যায় চপরাশিগণ, যেখানে রূপ-সনাতন,—
বৃন্দাবনে ল'য়ে আথড়াধারী।
রসি দিয়ে রূপের করে, তুম্বী ধ'রে তম্বি করে ;
এক জন কয়—ক'সে ধ'রে দাড়ি ॥ ৯৩
খুঁজে খুঁজে মলাম ধরা, ওরে বেটা ধুমড়ি-ধরা !
এখানে এসে করেছো ঘরকন্না।
ভজিবে যদি বংশীধারী, এত কেন প্রকাণ্ড দাড়ি ?
রামকৃষ্ণ রাম-ছাগলতো খান না ॥ ৯৪
যার ভক্ত রাজা বলি, যার প্রেয়সী চন্দ্রাবলী,
ভজিবে বলি তুমি রয়েছ হেথা।

হজুরে হচ্ছে বলাবলি, কেড়ে নিয়ে তোর নামাবলি,—
চণ্ডীতলায় বলি দেবার কথা॥ ৯৫
কথা শুন না—এর ভিতরি, মালা তিলক কুৎরি,
খোদ্‌কারী ঘুচাবেন খোদাবন্দ।
নারী-মজানো চাকরি গেল, তোমার দফা ডিক্রী হলো,
ধূকড়ি তোল,—ছুকরি নালিশ-বন্দ॥ ৯৬

এই কথা শুনিয়া, গোসাঞি কাতর হ'য়ে কহিছেন ;—

সুরট—ঝাঁপতাল।

বসন্ত-রাজদূত! দিও না দুঃখ কদাচিত,
বলো না অনুচিত, আমার চিত ও রসে বঞ্চিত,—
রতনে রত নহে চিত,—হ'লে চৈতন্য বঞ্চিত॥
সোণার বাসনা ভঙ্গ, ক'রে দিলেন আমার সঙ্গ,
সোণার অঙ্গ গৌরাঙ্গ,—সনাতন সখা সহিত॥ (ছ)

দূত বলে,—বুঝিছি ভাবে; আজি তুমি চৈতন্য পাবে,
গৌরাঙ্গ হবে রক্তপাতে।
ভেঙ্গে পিরীতের আখড়া, রূপ গোঁসাঞিকে পাকড়া;—
ক'রে দূত আনে রাজসভাতে॥ ৯৭

কাঁদিয়ে কহিছে রূপ, মহারাজ! কি অপরূপ,

বিশ্বরূপ-স্বরূপ মহাশয়!

কিছু জানিনে হে গৌরাঙ্গ! আমায় ল'য়ে একি রঙ্গ!

রাজা কন,—তোমার ত তলব নয়॥ ৯৮

* * *

বসন্ত-চাপরাশিগণ কর্ত্তৃক বউ-বাজারে রূপের দর্শন-লাভ;—

আদালতে রূপের এজাহার।

তখন চাপরাশীদের চাকরি যানা,

ছ-মাস ফাটক জরিমানা,

রূপ-গোসাঞি গেলেন বৃন্দাবনে।

দোসরা চাপরাশী উপরে, হুজুরের হুকুম পড়ে,

নারী-মজা'নে রূপকে ধ'রে আনে॥ ৯৯

ঘোর সঙ্কট পেয়াদার, খোঁজে বাঙ্গালা দ্বার দ্বার,

পথে একদিন হলো দৈববাণী।

রূপকে যদি ধরবি দূত! যাও যেখানে বিদ্যুৎ,

রূপ ধ'রে রেখেছে সৌদামিনী॥ ১০০

তখন চঞ্চল হইয়ে চরে, চলে চঞ্চলার ঘরে,

চঞ্চলা কন পরে, রূপ বসন্ত-দাস।

রূপকে যদি ধর্‌তে চাও, মদন-সদনে যাও,

অনঙ্গের [illegible] রূপের বাস॥ ১০১

মদন বলেন, পদাতিক! রূপ রেখেছেন কার্ত্তিক,
শুনে গেল কার্ত্তিকের দ্বারে।
সুধাচ্ছেন কার্ত্তিকেয়, কিসের জন্য দাঁড়িয়ে কেও?
দূত বলে, এসেছি রূপের তরে॥ ১০২
শুনে কচ্ছেন ষড়ানন, আমার বাধ্য রূপ নন,
চাঁদের শরীরে রূপের বাসা।
শুনে বসন্ত-অনুচর, চলিল চাঁদের ঘর,
রূপকে ধরিবার করি আশা॥ ১০৩
চাঁদ কন বসন্ত-চরে, আমার রূপ চুরি ক'রে,
পালিয়েছে জন-কতক রমণী।
রূপকে যদি ধরিবি—যা রে!—কলিকাতার বৌবাজারে;
যে ধনীদের খাসিদ গৌরমণি॥ ১০৪
বিধুবদনী বিনোদিনী, কাদম্বিনী নিতম্বিনী,
কাঞ্চনী কামিনী কনক-লতা।
গোলবদনী গোলাপী চাঁপা, দশ যুবতী চাঁদের দফা,—
সেরেছে—তাদের শুন রূপের কথা॥ ১০৫
তাদের রূপ দেখিয়া উর্ব্বশী, একবারে গিয়েছেন বসি,
আমি শশী—মসী হয়েছি দুঃখে।
নারদ আদি বৈরাগীর, যোগ ভঙ্গ হয় যোগীর,
মুণীর তপির চক্ষু দেখে॥ ১০৬

সে ধনীদের দেখ্‌লে কাণ, অন্য কাণ না বিকান,
সব কাণ লুকান কান হেরে।
আপ্‌শোষে রোদন করে, বদন দেখে নজরে,
মদন মদন-জ্বরে মরে॥ ১০৭
শতদল-কলিকার, আগে ছিল অহঙ্কার,
কুচায় ঘুচায় তার মান।
বুক নয় সে কি কারখানা, বসন্তের বালাখানা,
সেই ধন্য—যারে তাহা দান॥ ১০৮
শুকের ওষ্ঠ জিনি নাক, ভুরু কামের পিণাক,
গলায় গলায় রতিকান্তে।
গতির তারিফ কত, হাতীর খাতির হত,
মতির খাতির নাই দন্তে॥ ১০৯
দেখে ধনীদের মধ্যদেশ, সিংহ কাঁদে ক'রে দ্বেষ,
কি ছার সুন্দরী সর্ব্বোপরি।
যাচ্ছে কত উমেদারে, না পায় ঢুকিতে দ্বারে,
রূপ বেটা সেই খানে গড়াগড়ি॥ ১১০
গিয়ে চর চটক পায়, বৌবাজারে রূপকে পায়,
ধ'রে তায়—বসন্তের কাছে আনে।
রূপ কয়,—করি করযোড়, মহারাজ! না কর জোর,
নেক-নজর কর কাঙ্গাল পানে॥ ১১১

ভদ্র কি নীচ জাতির, আমি কোন যুবতীর,—
বে-খাতির করি নে মহাশয়!
যো পাই নে থাক্‌তে আর, যার জোরে থাকা আমার,—
সে যে অগ্রে পলাতকা হয় ॥ ১১২

খাম্বাজ—একতালা।

আমি রূপ, রই কি রূপ, করি ভূপ! কি রঙ্গ।
রূপ থাকে কার কাছে, যৌবন যখন গেছে,—
ত্যজে যুবতীর অঙ্গ।
য'দিন যৌবন বুকে রেখেছিল ধনী,
ছিল দেখেছি গৌরাঙ্গ অঙ্গ-খানি,
ছেড়ে রঙ্গ ভঙ্গ, যে পথে গৌরাঙ্গ,
রূপ সনাতন লয় তার সঙ্গ ॥ (জ)

খাম্বাজ—পোস্তা।

বল রূপ, থাক্‌বে কি রূপ, রূপ থাকে কি যৌবন গেলে।
কখন সরোবরে, হংস চরে, জল শুকালে ॥
যুবতীর গৌরাঙ্গ, ছিল যৌবনের কালে।
গৌরাঙ্গ যান যে পথে, তাঁর রূপ-সনাতন সঙ্গে চলে ॥(ঝ)

যৌবনের নামে পরোয়ানা,—বসন্তের আদালতে
যৌবনের এজাহার।

এইরূপ কথাতে রূপ, ভূপের কাছে কয়।
যৌবন-উপরে পরে পরোয়ানা হয়॥ ১১৩
হুকুম-পত্র, প্রাপ্তমাত্র, চল্‌লো অনুচরে।
দেব-রসিকে, উর্ব্বশীকে, আগে গিয়া ধরে॥ ১১৪
কয় উর্ব্বশী, ও চাপরাশি! হেথা যৌবন নাই।
হুকুমনামা, তিলোত্তমা,—কাছে ল'য়ে যাও ভাই।॥১১৫
শুনে চর, তার গোচর, যৌবন ধর্‌তে যায়।
চরকে ধরি, বিদ্যাধরী, বলে হায় হায়!॥ ১১৬
ছিল ধন, তা এখন, আর কি আমার আছে?
ধর গে তায়, কল্‌কাতায়, বকনা প্যারীর কাছে॥ ১১৭
সুলুক পেয়ে, চল্‌লো ধেয়ে, বকনা প্যারী যথা।
বকনা বলে, ফেক্‌না করে, দেখ্‌'না যৌবন কোথা॥১১৮
তখন চাপরাশী, ঘর-তলাসি, করে পরদা খুলে।
দেখে,—নাই সে রাগে,অধোভাগে, অধর পড়েছে ঝুলে॥
লজ্জা পেয়ে, চল্‌লো ধেয়ে, দামড়া গুপীর বাড়ী।
দামড়া বলে, কোথায় এলে, কর্‌তে হুকুমজারী॥ ১২০
সে যৌবন, চোদ্দ সন, হারা হয়েছি আমি।
এখন তাকে, রেখেছে বুকে, বর্দ্ধমানের রাণী॥ ১২১

ঘোর সন্ধানে, বর্দ্ধমানে, ধেয়ে যায় চাপরাশী।
দেখে রামী, গরকামী,—ঘরে রয়েছে বসি ॥ ১২২
দেখে দূত, যৌবনের ভেঙ্গে গিয়েছে মাথা।
হারিয়ে রতন, মলিন-বদন, নীরস ব্যাকুলতা ॥ ১২৩
সকল মাল, গোলমাল, শাল রুমাল আছে।
গিয়েছে কদর, অরুণ অধর, পয়মাল হ'য়েছে ॥ ১২৪
কিছু নাই সার, কেবল পশার,—পাতিয়ে নাগর রাখা।
মেখে মাখন, চিকণ-চাকন, ঢাকন দিয়ে থাকা ॥ ১২৫
না পেয়ে টের, যৌবনের, চিন্তিত চাপরাশী।
অমনি কলিকাতার গোয়েন্দায় জনেক বল্‌ছে আসি ॥১২৬
রূপাকে যথায়, ধরেছে তথায়, যৌবনের থানা।
শুনে যায় চর, হয়ে তৎপর, হস্তে পরোয়ানা ॥ ১২৭
গিয়ে রূপের ঘরে, করে করে, বাঁধিয়ে যৌবনে।
যথা বিরাজ, ঋতুরাজ, আনে বিদ্যমানে ॥ ১২৮
বলে যৌবন, শুন হে রাজন্। তুমিত সুজন ভুপ।
নারীর হৃদয়ে, দগ্ধ হ'য়ে, আমি থাকি কিরূপ ॥ ১২৯
হ'লে সন্তান, তার কাছে মান, যৌবনের কি রয়?
অধিকার আমার, কামিনী-কুমার, জোর ক'রে সে লয় ১৩০
এসায়ে বসন, করেছে শাসন, আমাকে তাড়া দিয়ে।
হ'য়ে বলবান্, করে পয় পান, পয়োধর ধরিয়ে ॥ ১৩১

কালাংড়া—একতালা।

আমারে, ধনীর কুমারে, স্থান দিলে না হৃদয়-পরে।
বলে,—যৌবন! তুই বেটা কি পিণ্ডং-দত্ত্বা-ধনং-হরে।
আমি যত করি মানা, ধরে কে তায় কর্‌বে মানা!
ধনীর শিশু তো আমায় ধরে না,—
সদয় হ'য়ে, অধর দিয়ে, আপ্‌নি পয়োধরে ধরে॥ (ঐ)

———

যৌবন কর্ত্তৃক নারী-হৃদয়ের উপর দোষারোপ,—নারী-হৃদয় নাবালক হেতু মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌,—বিচ্ছেদান্তে প্রেমমণির প্রেম-মিলন।

হুজুরে দোষ দিয়ে শিশুর, যৌবন তো বে-কসুর!
উকীলে-ফৈরাদি প্রতি কয়।
নাবালক বালক উপরে, নালিশ-বন্দ হ'লে পরে,
আইনে তজবীজ গ্রাহ্য নয়॥ ১৩২
কহেন বসন্ত-ভূপ, শিশুর তলপ মহুকুপ,
ডিস্‌মিস্‌ হইল মোকদ্দমা।
শত্রু নেচে উঠিল রুখে, প্রেমমণি যায় অধোমুখে,
মনোদুঃখে হ'য়ে মৃত্যুসমা॥ ১৩৩
মাথায় কলঙ্ক ডালি, ভুলে দিলেন বনমালী,
অপমান-টা হলো খালি, মুখে উঠে মার্গের কালি,

প্রেমচাঁদের সাহস-আলি, বেড়ে উঠ্‌লো নাগরালি,
পিরীত দিচ্ছে গালাগালি, বিচ্ছেদ দিচ্ছে হাত-তালি,
রূপ বল্‌ছে,—মরুক শালী, যৌবন বলে,—পোড়াকপালী,
আবার আমাকে চান।
হেঁলো বেটি! একি বেজায়, দোয়া দুদ কি বাঁটে যায়,
ছেড়ে গঙ্গা ফিরে বাউড়ে যান না॥ ১৩৪
তখন প্রেমমণি ধর্ম্ম-ঘরে, আদালতে আপীল করে,
আপীলে ফিরিল মোকদ্দমা।
প্রীত প্রেমচাঁদ যৌবনাদি, শরণাগত সকল বাদী,
তাইতে ধনী দিল রাজিনামা॥ ১৩৫
ভেটিয়াছিল যৌবন, পুনরায় ধরে উজোন,
বসিল গিয়ে প্রেমমণির বক্ষে।
রূপ গিয়ে গায়ে মিশান, পিরীত ত্বরিত যান,
প্রেমচাঁদ সদয় নারীর পক্ষে॥ ১৩৬
পূর্ব্বের অপূর্ব্ব ভাব, বরং কিছু প্রাদুর্ভাব,
হলো পিরীত—বিচ্ছেদের-পরে।
প্রেমমণি পাইয়ে জয়, সহচরী প্রতি কয়,—
মগ্ন হ'য়ে আনন্দ-সাগরে॥ ১৩৭

খট্—পোস্তা।

তেমনি সুখ সজনি লো ! বিচ্ছেদের পর পিরীত খানি।
অনাবৃষ্টি পরে মেঘ দেখে যেমন চাতকিনী॥
যদ্যপি পড়ে খুলে, অঞ্চলের মাণিক জলে,
আবার তাই যদি কেউ করে তুলে দেয় লো ধনি !
পেয়ে প্রাণ বিচ্ছেদ-শরে, চৌদ্দ বৎসরের পরে,—
যেমন রামকে হেরে, অযোধ্যা-বাসীর পরাণী॥ (ট)

নলিনী-ভ্রমরের বিরহ।

নাগর ভৃঙ্গের অদর্শনে কমলিনীর বিরহ ;—বিলাপ ;—
কুমুদিনীর সহিত কথা।

দিন দুই তিন কমলিনী না হেরিয়ে ভৃঙ্গে।
কুমুদিনী কন ভাসি নয়ন-তরঙ্গে॥ ১
'এই আসি প্রেয়সী' ব'লে ক'রে চাতুরি রঙ্গে।
বুঝি মজেছে পাতকী বেটা কেতকীর সঙ্গে॥ ২
হায় বিধি! আমারে কেন মিলালি কুসঙ্গে।
এ মিলন হয়েছে যেন পতঙ্গে মাতঙ্গে॥ ৩
ধরাতে না পেয়ে পতি, ধরেছি পতঙ্গে।
গঙ্গা ত'রের মেয়ে হয়ে পড়েছি অগঙ্গে॥ ৪
সর্ব্বদা আমারে ব্যঙ্গ করে অঙ্গে-বঙ্গে।
অপমান অঙ্গীকার করিব কত অঙ্গে॥ ৫
অপাঙ্গের বারি সদা নিবারি অপাঙ্গে।
সোণার অঙ্গ দিলাম আমি, এমন পাপাঙ্গে॥ ৬
দহিছে মন,—সদা যেন দংশিছে ভুজঙ্গে।
প্রকাশিলে ব্যঙ্গ করি, হাসে লো বৈরঙ্গে॥ ৭

এমন পাপিষ্ঠ বেটা সত্যবন্ধী লঙ্ঘে।
এ জ্বালা এড়াই দিদি! যদি ল'ন গঙ্গে ॥ ৮
অরসিক কি বশে থাকে রসের প্রসঙ্গে।
রসনায় নাই রস-বোধ,—ভয় কি রসভঙ্গে ॥ ৯

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন দিয়ে অরসিকে মরি!
মরি মরি মনাগুনে গুমরি,—যায় বুঝি যায় গো!
ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে,—
বিরলে কাঁদি গুন গুন রবে সহচরি ॥
অবলারে ক'রে ধাপ্পা সই!
মজালে মজিব বলে সে মজিল কৈ?
সে আমায়, যে কাঁদায়,—প্রেমদায়—একি দায়!
তথাপি তাহারে কেন মন চায়,—কি করি ॥ (ক)

কিছু দিন বই কমলিনীর নিকট ভ্রমরের আগমন;—কমলিনীর ক্রোধ,—[illegible]কে [illegible] সনা।

কিছু দিন বই সরো[illegible].—নিকটে হলো হাজির,
ভ্রম[illegible] নানা বানে।

নলিনী রাগে গর্ গর্, গর্জ্জে যেন অজাগর,
কহিছে চাহিয়ে কোপ-নয়নে ॥ ১০
ওরে বেটা ভ্রমরা! ক'রে বেঁড়ে চোমরা,
মান বাড়ালাম—তার ফল দিলি।
ক'রে শত্রু হাসাহাসি, বাসা ক'রে মাসামাসি,
বেটা! তোর মাসীর কাছে ছিলি ॥ ১১
যদি শুন্‌তে পাই স্থল-পদ্ম, তোর দিবে কি স্থল,—পদ্ম?
পাদপদ্মে পড়ে যদি থাকিস্।
যদি অশোকের সঙ্গে শুনি আসোক্,
আমি কি তোর করিব রে শোক!
প্রাণের নাশক হব,—বেটা! দেখিস্ ॥ ১২
যদি শুনি মজেছ বকে, যেন ক্ষুদ্র মীন খায় বকে,—
তেমতি হানিয়া প্রাণে মারিব।
যদি শুনি বেলফুলের কথা,
বেল-ভাঙ্গার ন্যায় ভাঙ্গ্‌ব মাথা,
বেলমোক্তা মোক্তা মারা সারিব ॥ ১৩
যদি শুনি নাম অতসীর, এখনি করিব হত-শির,
সে মাসীর আর করো না ভরসা।
যদি শুনি টগরের নাগর, নগরের মাঝে বাজায়ে ডগর,
গোরু দিয়া গৌরব কর্‌ব ফরসা ॥ ১৪

শুন্‌তে পাই যদি যাতি, বজায় রবে কি বজ্জাতি?
যূথীর কথা শুন্‌লে, শু'নে একুশ জুতি ঝাড়িব।
যদি জবার কথা কেহ কয়, য'বার আমার ইচ্ছা হয়,—
ত'বার মুণ্ডেতে নাথি মারিব॥ ১৫
যদি গিয়ে থাক কাঞ্চনে, বাকি রবে কি লাঞ্ছনে?
গোলাপের সঙ্গে আলাপ শুন্‌লে, প্রলাপ দেখাব ভারি
যদি, নাগেশ্বরের নাগর শুনি,
যেমন নাগের মুখে যায় ভেকের প্রাণী,—
নাগিলে বেটা! গিলে খেতে পারি॥ ১৬
যদি কদম্ব সঙ্গে শুনি লেটা, বেদম ক'রে রাখিব বেটা
আদরিণীর আদর ঘুচালি যেমন।
যদি খেয়ে থাক মধু রে, অসার ফুলে—সত্বরে,—
দেখাব তোরে শমন॥ ১৭
নয় বুঝিয়া কায়দা-কারণ, মধু খাও গে অন্য কানন,
কোথা রবে করলে কানুন জারী।
করতে পারি পয়মাল, দিতে পারি দায়মাল,
যে মাল করেছ তুমি চুরি॥ ১৮
ছি! ছি! রাখা যায় কি দুঃখের কথা,
[illegible] হ'লো রাজ-জামাতা,
[illegible]য়েছে মেখে, চণ্ডালের অঙ্গে।

পরাণে কি সহ্য পায়, কুড়ুনীর বেটার উড়ুনী গায়,
ভাঁড়ানীর বেটার আড়ানী যায় সঙ্গে ॥ ১৯
এখন দুঃখে জ্বলে গাত্র, পাত্র বুঝি মধুর পাত্র,—
দিলে পর কি এমন ধারা ডুবি রে?
হ'লো খুব ক্ষেতি মোর খেলা খেলে,
গোলমাল করিয়ে মেলে,—
বদরঙ্গের গোলাম বিবিরে ॥ ২০

* * *

তো হ'তে আমার অপমান কেমন ;—

যেমন রাখাল বসে বাদসার পাটে।
যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে চাটে। দক্ষের মুণ্ড ভূতে কাটে।
লঙ্কা পোড়ায় মরকটে।
[illegible]কা অম্র করীর পেটে। মুক্তার মালা বানরে কাটে।
রতির আমদানী মতির হাটে।
আদার আবাদ আফিনের মাঠে।
ভস্ম যেমন শিবের ললাটে।
ফরাসের উপর ছাগলে হাঁটে ॥ ২১

সুরট—কাওয়ালী।

হায় রে ! ঘটালে বিধি কি রঙ্গ।
ধিক্ ধিক্ রে যৌবনে প্রাণে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্‌-
ধিক্ ধিক্ ধিক্ কি লোকে করে ব্যঙ্গ, হলো রসভঙ্গ,
ভাতার পতঙ্গ কালো কুজ ভৃঙ্গ ॥
বাছার কিবে রূপের ছটা, বরণ কালো চরণ ছটা,
কি সুঠাম !—রাম রাম ! পাকা জাম, যিনি সুরঙ্গ।
অগণ্য নির্গুণে,—কেবল গুণের মধ্যে গুন গুন গুন গুন।
আমায় মজালে রে কি গুণে বেটা চঙ্গ ॥
নীচ-সহবাসে ভালো কেহ তো না বাসে,
কি বাসে প্রবাসে রে হাসে যত বৈরঙ্গ।
তাপের প্রতাপে কাঁপে সদা অঙ্গ ;—
থর থর থর নিরন্তর নয়নেরো নীরে বয় তরঙ্গ ॥ (ধ

নলিনীর ভৎসনায় ভ্রমরের ক্রোধ,—নলিনীকে তিরস্কার।

নলিনীর কথায় ক্রোধে জ্বলে, কোমর বেঁধে ভ্রমর বলে,
হেঁলো বেটি ! এত কি অবিজ্ঞে !
যদি হারায় হা[illegible]র টাকার তোড়া, তবু সয় না মান-তোড়া
[illegible] করি[illegible] একখান, যা থাকে আজি ভাগ্যে ॥ দুই

যদি পীরিতে লোকে মজে বটে,
স্বভাব ছিল না রেগে উঠে,—
বেজায় হলো,—যায় বুঝি প্রেম কেঁচে।
ক্রমে ক্রমে তোর দেখে কু-রীত,
পিরীতের আর নাই লো পিরীত,—
ভঙ্গ হলে—ভঙ্গ যায় বেঁচে॥ ২৩

আমি এতই কি অক্ষম অলি, অলীক ক'রে বলাবলি,—
আপনারি সর্ব্বদা জোর জারী।
জানে সবে আমার বাহাদুরী, বৃহৎ কাষ্ঠ বাহাদুরী,—
তাতে আমি বিঁধ কর্‌তে পারি॥ ২৪

অবলার বলা ব'লে তাতিনে, উড়িয়ে দিই গায় পাতিনে,
মান রেখে আপনি যাই হ'টে।
নৈলে আমি ক্ষমা করি সে রীত,কত বেটীর সঙ্গে পিরীত
আদর পূর্ব্বকে যায় প'টে॥ ২৫

* * *

আর আর ফুলের কাছে আমার কেমন আদর, তা জানিস্?—

আর আর ফুলের কাছে, আমার এম্‌নি আদর আছে।
যেমন একজেতে পুরুতের আদর যজমানের কাছে॥
রোগী যেমন যত্ন করি, বৈদ্যের আদর রাখে।
চাকুরে ডাক্তারের আদর, যেমন যেগের কাছে থাকে॥

ষষ্ঠীর আদর যেমন, পোয়াতীর নিকটে।
বব্বলের আদর যেমন, ফরিয়াদীর কাছে ঘটে ॥
লোচ্চার কাছেতে যেমন, কুট্‌নী আদর পায়।
গোসায়ের আদর যেমন, বৈরাগীর আখ্‌ড়ায় ॥
মাতালের নিকটে যেমন, শুঁড়ির আদর ঘটে।
ভগবানের আদর যেমন, ভক্তের নিকটে ॥
গুণবোদ্ধার কাছে যেমন, গুণীর সমাদর।
চাষার নিকটে যেমন, বলদের আদর ॥
হাড়িঝির আদর যেমন, নারী-প্রসবের সময়।
পাঁঠা বিক্রীর আদর যেমন, আশ্বিন মাসে হয় ॥ ২৬

* * *

নলিনীর মুখে ভ্রমরের নিন্দা,—অখ্যাতি।

নলিনী বলে, তোর আদর কেন না করিবে ফুলে?
মান্যমান কুলবান্ তুমি যে কুলীনের ছেলে ॥ ২৭
যার মুখ্‌টি কালো,—কালামুখো জগতে কয় তারে।
তোর সর্ব্বাঙ্গ কালো, লজ্জা থাক্‌বে কি প্রকারে? ২৮
চারি পেয়ে হ'লে পর, তাঁর যেমন মান্য।
তুমি ছ'পেয়ে নাগর আমার, তাদের দেড়া মান্য ॥ ২৯
দু-দলে থাকিলে পর, ঠক বলে লোকে।
সে দখা [illegible] তুমি, শতদলে থেকে ॥ ৩০

পদ্মিনী,—ভ্রমরকে বরখাস্ত করিবে,—এইরূপ ভয়-প্রদর্শন।

কমলিনী কয় ভ্রমরে, কেন মিথ্যা ভ্রম রে।
ঘুচিল মনের ভ্রম রে, দূর হও রে দুরাচার।
আমার কায নাই এমন নাগরে,
গিয়ে অন্য ফুলে লাগ রে,
ঘরে রেখে নাগরে, নাগর-ভয় অনিবার॥ ৩১
হব না তোর হিংসক, যে ফুলে তোর হয় আসোক,
যারে বেটা। কিসের শোক, গেলে পাজির হিল্লে।
কোন রূপে করব না তোর উদ্দেশ,
মৌত-খবর শুন্‌লে॥ ৩২
যাও কল্‌কাতা কি শা'লকে, কিম্বা কোন মুল্লুকে,
আবার পূরে রাখিবে।
মরি লোকের গঞ্জনালীতে আর গেলে,
তোকে দিয়ে মধু রে।
ওরে বেটা। তুই গেলে, নলিনী সুখে থাকিবে॥ ৩৩
আমি ডঙ্কা দিচ্ছি সহরে, থাকিব না তোর সহ রে,
যাতনা দুঃসহ রে, সইতে না আর পারিব।
তোর বাবা যদি মাথা কেটে,
তবু তোকে দখল দিব না কোটে,
দরখাস্ত দিয়ে কোটে, দাবীর দায়ে সারিব॥ ৩৪

সঁপিলে ভাণ্ডার, সব লোটে কি ক'রে মর্ত্ত্যে।
এখন ভ্রমরা আমার সঙ্গে নাই, রটলে কথা গঙ্গা নাই,
বেটাকে আর দিব না ভাই! পাতে ভোজন করতে ॥ ৩৫

বসন্ত—তিওট।

ছি ছি! নাই তোর সঙ্গে প্রেম-প্রয়োজন।
মিছে আয়োজন,—
ওরে দুর্জ্জনের সঙ্গে আলাপ,
রাখে না সজ্জনে, দেয় বিসর্জ্জন ॥
আমায় বিধি কি বৈরঙ্গে ভঙ্গ,
করি তোর সঙ্গেতে রসরঙ্গ,—
করে ব্যঙ্গ তায় অঙ্গে বঙ্গে, তোর অঙ্গে ক'রে রঙ্গ বিতরণ।
আমি নিরন্তর বাস করি জলে, যায় না জলে,
সদা ভাসিতেছে নয়ন,—পোড়ে বিষ-মাখা অঞ্জন ॥ (গ)

পদ্মিনীর প্রাচীন দশা;—তাই ভ্রমর তাহার প্রতি বিরূপ।

শুনে রেগে কয় ভ্রমর, হেঁলো বেটি!—এত গুমোর,
কিছু মান রাখ না মোর, এত গৌরব কর লো।
আমি এখন হ'লাম অযোগ্য, বাবা ব'লে দিয়ে অর্ঘ্য,
শালা ব'লে শেষে মার্গ,—মধ্যে জল পোর লো ॥ ৩৬

নিজে হয়েছি কর্ম্মনাশা, তোমারো প্রায় প্রাচীন দশা,
দৈবেই আমাকে খুঁজে বাসা, যেতে হলো তফাতে।
দশা তোমার দেখবে দশে, কিসে আমাকে রাখ্‌বে বশে,
আট্‌কা রই টাট্‌কা রসে, ঢুঢু সে দফাতে॥ ৩৭

বিষয় থাকিলেই জামাই বেহাই,
পরকে ডেকে খাওয়াই পরাই,
বিষয় গেলে বিষ লাগে সকলে।

বসেছ তুমি হারিয়ে বিষয়, কিসে আর থাকিবে আশয়,
ভোমরা পোষা আর কি লো সয়, তোর এমন কালে? ৩৮

* * *

পদ্মিনীর আর মধুও নাই,—কাজেই, তার মানও নাই,—সে কেমন?

বস্তু গেলে পূর্ব্বাপর আছে এম্‌নি স্বভাব।
মহাজন দেউলে পড়িলে গদীয়ানে জবাব॥
মেয়ে মরিলে জামায়েরে মনে কেউ রাখে না।
দন্তের দফায় অন্ত হ'লে, ভুজো ভাজায় মন থাকে না॥
মাগ-মরা পুরুষের কোথা ঘরে থাকে আঁটুনি।
গুজার ঘাটে জল শুকালে, জবাব পান পাটুনি॥
চক্ষে চাল্‌শে ধর্‌লে কেহ, আয়না ধ'রে চায় না।
আঁটকুড়ী মাগীরে কখন ষষ্ঠীতলায় যায় না॥

জমাজমি বিকিলে চাষার, বলদ পোষা মিছে।
মানী লোকের মান গেলে পর, প্রাণের করে না পিছে ॥
নাই রস-কস, কর্কশ বাক্য কেবল তোমার কাছে।
কিসে রাখ্‌বে ক'সে, পাপড়ি খ'সে,—
ফুলের শোভা গেছে ॥ ৩৯

* * *

পাপড়ি সকল তোমার কি প্রকার শোভা ছিল ;—যেমন,—

কালীর শোভা করে অসি, শিবের শোভা শিরে শশী,
কৃষ্ণের শোভা চূড়া বাঁশী।
বৃক্ষের শোভা শাখা, পক্ষীর শোভা পাখা,
সন্ন্যাসীর শোভা ছাই মাখা ॥
দালানের শোভা দেয়ালগিরি, নারীর শোভা কুচগিরি,
গানের শোভা বট্‌কিরি ।
হাটের শোভা পসারি, খাটের শোভা মশারি ॥
বাগানের শোভা ফুল, মাথার শোভা চুল ॥
কপালের শোভা তিলক, নথের শোভা নলক ॥
পথের শোভা বারাশত, গ্রামের শোভা ইমারত,—
দালান কোটা বাড়ী। মোল্লার শোভা দাড়ি ॥

গ্রন্থের শোভা টীপ্পনি, বৈরাগীর শোভা কপ্নি,
বিয়ের শোভা বাদ্যদণ্ড চরকি বোম।
ভেড়ার শোভা লোম, রাজার শোভা ভোম॥
ভূমির শোভা ফসল, ঢেঁকির শোভা মুষল॥
মুহুরির শোভা খোসনবিসী, মিলন জুলন খুট॥
পলটনের শোভা হাতী ঘোড়া উট। এঁড়ের শোভা ঝুট॥
সতীর শোভা নাথ, হাতীর শোভা দাঁত।
প্যায়াদার শোভা পাগড়ী।
ভেকধারী নেড়াদের শোভা হরে-বুলি আর ধুকড়ি॥
তেম্নি তো পদ্মিনী ছিল তোমার শোভা পাপড়ি॥ ৪০

সুরট,—কাওয়ালী।

কি সুখে আর আস্‌বে অলি!
যে গুমর, সে গুড়ে বালি॥
এখন তোর ফোঁপল লয়ে ফোঁপল-দালালি।
এখন শ্রী-ভিন্ন হলে, অতি প্রাচীন কালে,
আছে কি চিহ্ন ফুলে, রসহীন,—সুদিন গিয়েছে,—
হ'য়েছে কুদিন,—কর্‌লে যতনে যতন যত দিন লো।
কমলিনি! বুকে ছিল, সুকোমল সুখের কলি॥ (ঘ)

ভৃঙ্গের তিরস্কারে পদ্মিনীর অভিমান।

ভ্রমরের বাক্য-শরে মুখে নাহি বাক্য সরে,
দুখে নলিনী আলাপে দিয়া ক্ষান্ত।
দেখে অপ্রমাণ অপমান, করেন দুরন্ত মান,
উঠিলো মান বিমান পর্য্যন্ত ॥ ৪১
ঢেকে ঢেকে মকরন্দ, করেন প্রেমের দ্বার বন্ধ,—
প্রতিজ্ঞা,—আর দেখ্‌ব না ভ্রমরে।
ভাব দেখে ভ্রমরের সন্ধ, হায়! কি কর্‌লাম ক'রে দ্বন্দ্ব,
বুক ভেঙ্গে যায় পিরীত-ভাঙ্গা ডরে ॥ ৪২
কেঁদে ওঠে প্রাণ ক্রমে ক্রমে, মন বাঁধা নলিনীর প্রেমে,
সাধে সাধে ভেঙ্গে সাধের বাসা।
কর্‌তে নারেন প্রস্থান, বসে বসে পস্তান,—
হায়! কেন বলেছি কটু ভাষা ॥ ৪৩
কাতর হ'য়ে কন ভৃঙ্গ, ওহে প্রিয়ে! একি রঙ্গ!
পিরীতের কাজিয়ে—রসের কুঠী।
তুমি ইথে করিবে রিষ, অমৃতে উঠিবে বিষ,
না বুঝে করেছি আমি ত্রুটী ॥ ৪৪
রসের কথায় কেউ যায় জ্ব'লে, জামাইকে শাশুড়ে ব'লে,
কোন্ কালে হয়েছে লাটালাটি!

এমন কি জানে ভ্রমর, তপ্ত জলে পুড়িবে ঘর,—
তোমার সঙ্গে হবে চটাচটি ॥ ৪৫

ভ্রমরের সহিত পদ্মিনীর কেমন মিলন,—

তোমায় আমায় যে ভিন্নতা, সেটা কেবল কথার কথা,
তুমি পর্ব্বত আমি লতা।
আমি তোমার চরণের লাগি, তুমি চণ্ডী আমি সিঙ্গি ॥
তোমাতে আমাতে ছাড়া নাই।
তুমি সন্ন্যাসী, আমি ছাই ॥
তুমি চাল, আমি খুঁটি। তুমি বেদনা, আমি পটী।
তুমি রোগী, আমি পাটি ॥
তুমি বাস, আমি কোঁড়া। তুমি দরগা, আমি ঘোড়া।
তুমি শিল, আমি নোড়া ॥
তুমি জমি, আমি কৃষাণ। তুমি ভাঁড়, আমি দশান ॥
তুমি খোঁপা, আমি চাঁপা। তুমি তাবিজ, আমি ঝাঁপা ॥
তুমি মঠ, আমি ত্রিশূল। তুমি উদুখল, আমি মুষল ॥
তুমি আকাশ, আমি তারা। তুমি আয়না, আমি পারা ॥
তুমি মালা, আমি সূত। তুমি শ্মশান, আমি ভূত ॥
তুমি দাড়ি, আমি ক্ষুর। তুমি মসক, আমি গুড় ॥
তুমি মড়া, আমি খাটুলি। তুমি জন্তু, আমি এঁটুলি ॥ ৪৬

ভৃঙ্গ,—পদ্মিনীর মান ভঞ্জন করিতে অপারগ ;—ভৃঙ্গের বৈরাগ্য।

অনেক রসের কথা বলি, প্রাণান্ত করিয়া অলি,
মানান্ত করিতে না পারিল।
মানিনী দেখি নলিনীরে, বসি নয়নের নীরে,
ভৃঙ্গ-অঙ্গ ভাসিতে লাগিল ॥ ৪৭
করে বিচ্ছেদ-জ্বরে ছটফট, মৃত্যু-লক্ষণ ঝটপট,
শরীরের ইন্দ্রিয় সব ছুট্‌লো।
নারীকে দেখে মানে ব'সে, যায় ভ্রমরার নাড়ী ব'সে,
গঙ্গা-যাত্রার বিধি হয়ে উঠ্‌লো ॥ ৪৮

রোজার সঙ্গে রাগারাগি, কি ক'রে বাঁচেন রোগী,—
উঠিতে নাহি শক্তি—উপবাসে।
দুঃখের কথা বল্‌তে যত, পক্ষাঘাতের রোগী-মত,—
যান ভৃঙ্গ,—কুমুদিনীর পাশে ॥ ৪৯
কেঁদে কন বার বার, উঠ্‌লো সুখের কারবার!
বিপদ শুনেছ ঠাকুরঝি লো!
করেছিলাম আচ্ছা হাত, হ'য়ে কমলিনীর নাথ!—
তাঁতখানা ভাই! পেতেছিলাম ভালো ॥ ৫০
ক'রে অনেক আনাগোনা, কাড়িয়ে সোহাগের টানা,
জড়িয়ে সুতো প্রেম-মানার মুখে লো!

বুকে পাতলাম ক'রে আদর, বুন্‌বো ব'লে সুখের চাদর,
বিধি বড় মেরেছে বাণ বুকে লো॥ ৫১

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ওলো কুমুদিনি! হায় হায়!
ভ্রমরের প্রেমের তাঁত গেলো।
প্রেমের মানায়, সূতো মানায় না আর,—
টানায় কোঁচকা লাগিল লো॥
বল্‌বো কা'কে মনে গণি, কত কল্লেম টানাটানি,
কপাল গুণে দ্বিগুণ বেড়ে,—
ফের লেগে যায়,—আমার বড় ফের হলো॥ (ঙ)

ভ্রমরে বলে, কুমুদি! দেখ্‌লাম আমি নয়ন মুদি,
সকলি অসার, কেঁদে মরি আর কেন।
ঐহিকে উঠিলো সুখের পাই, শেষটা রক্ষার চেষ্টা পাই,
ভ্রষ্টা বেটীদের চেষ্টা আর করিনে॥ ৫২
পিরীতে হ'য়েছি দেকদারী, হব আমি ভেকধারী,
তীর্থাশ্রমে করিব প্রস্থান।
বলিয়ে গৌর-তন্ত্র, বাবাজী দিলেন মন্ত্র,
আদরে অধরামৃত খান॥ ৫৩

বাসনা,—বৃন্দাবনে বাস, পরণে পরি বহির্ব্বাস,
বহির্ভূত বাস হৈতে অলি।
প্রেমের ভরে গদ-গদ, শচী-নন্দনের পদ,—
বন্দিয়া সানন্দে যান অলি॥ ৫৪
যদি কেহ সুধায়,—ভৃঙ্গ! ওহে ভাই! একি রঙ্গ!
কি সুখে প্রেয়সী ত্যজে ভ্রম।
এ কারখানা কার দ্বেষে, কৌপিন কেন কটিদেশে!
বিনয় ক'রে ভ্রমর বলে শোন!॥ ৫৫
যাক্—ও সব কথায় কাজ নাই! গৌর গৌর বল ভাই॥
পর-কাল রাখার পর নাই।
প্রেমদাতা মোর গুরুজীর,—হুকুমে আছি হাজির,
পাজীর নজদিগে নাহি যাই॥ ৫৬
ছিলাম আমি অচৈতন্য, এখন আমায় চৈতন্য,—
চৈতন্য দিয়েছেন কৃপা করি।
ছিল, নিত্য জ্বালা নলিনীর কাছে, নিত্যানন্দ ঘুচায়েছে,
যাব নিত্যধাম ব্রজপুরী॥ ৫৭
মিছে পুত্র—মিছে ভার্য্যে,—তারা, লাগে কোন্ কার্য্যে,
মুদিলে নয়ন কি সাহায্যে থাকে?
মাতা বলো—পিতা বলো, সব মিথ্যা—নিতাই বলো,—
যদি পার পাইবে বিপাকে॥ ৫৮

কেন তোল আর কমলের বচন, হৃৎকমলে কমললোচন,—
ধ্যান ক'রে—সব ধ্যান গিয়েছে দূরে।
আমার কত কাল বা দুঃখে বৈত, অনাথের নাথ অদ্বৈত,—
অবধৌত না কর্‌লে কৃপা মোরে ॥ ৫৯

বৈরাগী ভ্রমর বৃন্দাবনে,—সঙ্গে সেবাদাসী মধুমালতী।

ভ্রমর করিছেন সন্ন্যাস, দেখে বেশ-বিন্যাস,
ভ্রমরকে ডেকে মধুমালতী কয়।
কেন তর দিয়ে বেতর বেশ, ধর ওহে দরবেশ !
বেশ !—ও বেশ মন্দ নয় ॥ ৬০
ভ্রমর বলে, ঈষৎ হাসি, হব বৃন্দাবন-বাসী,
হ'তে পার সেবাদাসী,
তোমায় কিছু ভালবাসি জন্য।
ভ্রমণ কিম্বা উপার্জ্জন, ভজন কিম্বা পূজন,
দুই জনে হয় ভাল কর্ম্ম ॥ ৬১
দেখাব কত সাধুর আখ্‌ড়া, দিব তোমাকে শিক্ষা পড়া,
ভাবিলে গৌর—মনের আঁধার যাবে।
রস-বৃন্দাবনে গিয়ে, দিব প্রেমের পথ দেখিয়ে,
কর্ত্তাভজন কর্‌তে হদিশ পাবে ॥ ৬২

হৃদে দেখাব নদের গোরা, ওহে ফকীরের মনো-চোরা!

কুলে রয়েছ,—স্থূলের কথা ভুলে।

তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিব, শিখাব,—চৈতন্য ক'রে দিব,—

চৈতন্য-চরিতামৃত খুলে ॥ ৬৩

পরণে পর হীরেবলি, নাসায় পর রসকলি,

হরি-বুলি সার কর বদনে।

যদি আমার সঙ্গে ফকিরী,—কর ছুক্‌রি। তবে ধুকড়ি,—

ধর—চল ন'দের-চাঁদ-দরশনে ॥ ৬৪

দেখাব জয়দেবের পাট, পথে দেখাব রাণাঘাট,

যে সব আখড়ায় পিরীত পাকড়া থাকে।

যেখানে যেখানে প্রেমের আখড়া,

সম্প্রতি চল বাগ্‌নাপাড়া,

বলরাম দেখিয়ে আনি তোকে ॥ ৬৫

মধুকরের বাক্য-ছলে, মধুমালতী রসে গ'লে,

বলে,—কি করেছি পুণ্য কবে।

মরি মরি ওহে ভৃঙ্গ! আমারে কি গৌরাঙ্গ—

কৃপা করিবেন—এমন দিন কি হবে? ॥ ৬৬

ম'জে মন হলো উদাসী, স্বীকার ক'রে সেবাদাসী,—

অলি সঙ্গে মালতী সুখে যান।

সঙ্গেতে রমণী পে'য়ে, ভৃঙ্গ অঙ্গ জুড়াইয়ে,
রঙ্গেতে গৌরাঙ্গ গুণ গান ॥ ৬৭

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

করলে নিতাই আমার মন বাউলের মতন।
কৃপা করেছেন আমায়,—
আমার প্রেমের গুরু রূপ-সনাতন ॥
প্রেম-সাগরে ডুবিলাম আমি করিয়ে যতন
ডুব দিয়ে তুল্‌লো নিতাই আসি,
গোরার প্রেম অমূল্য রতন ॥ (চ)

মধুর বসন্ত কালে, মধুসূদন দেখিব ব'লে,
মধুর গৌরাঙ্গ গুণ-গানে।
ল'য়ে মধুমালতী মধুকর, মধুর প্রেমে হ'য়ে তর্,
চলেন মধুর বৃন্দাবনে ॥ ৬৮
সুখের নাই সুমোর, পিতৃদত্ত নামটি ভ্রমর,—
ভাঁড়িয়ে সে নাম—অন্য নাম ধার্য্য।
প্রেমদাস নাম ধরেন আপনি,
সেবাদাসীর নাম গৌরমণি,
আখড়ায় কত পূজ্য ॥ ৬৯

বৃন্দাবনে হ'য়ে প্রবিষ্ট, মদনের বাপ কৃষ্ণ,—
মদনমোহন দেখে নয়ন গলে।
ভাবে গদ্‌গদ হ'য়ে, ভালবাসা-প্রেয়সী ল'য়ে,
বাসা কর্‌লেন কেলি-কদম্বের তলে ॥ ৭০

* * *

ভৃঙ্গ-বিরহে পদ্মিনীর ক্লেশ,—ভেকের মুখে ভৃঙ্গের
বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ,—পদ্মিনীর বিলাপ।

হেথা নলিনীর মান ভঙ্গ, না হেরে নাগর ভৃঙ্গ,—
অনঙ্গ-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসে।
বিরহে দংশে শরীর, যেন দংশন কেশরীর,
পাবে পাবে পাবকে বিনাশে ॥ ৭১
যেন বিছের কামড় বিছানায়, ভুজেতে ভুজঙ্গ খায়,
পৃষ্ঠে যেন পিটয় গদাতে।
গুমরে গুমরে মরে, কোমরে কুম্ভীরে ধরে,
চিতের আগুন জ্বলে যেন চিতে ॥ ৭২
বাগে পেয়ে রাগে ধরি, কুচ্‌ ক'রে যায় কুচগিরি,
কটিতে যেন কোটি নাগে লাগে।
বক্ষেতে তক্ষকে পায়, ভালেতে ভল্লুকে খায়,
গুল্লে পোড়ে গুলের আগুন লেগে ॥ ৭৩

বসিলেন গা তুলিয়ে, উঠ্‌ছে রস উথলিয়ে,
ধরে না অঙ্গে, ধারা ব'য়ে পড়ে।
যেমন সুত-হারা সূতিকা ঘরে,
পোয়াতি মরে দুগ্ধের ভরে,
কেবা খায়,—পয়োধরে না ধরে ॥ ৭৪

সুখের সরোবর শুকালো, সরোবরে জল দ্বিগুণ হলো,—
সরোজীর নয়নের জলে।
ভেকের বদনে শুনি, ভেক-আশ্রিত গুণমণি,
কাঁদয়ে 'প্রাণ-ভৃঙ্গ! কোথা—' ব'লে ॥ ৭৫

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কোথা রইলে রে মনো-চোরা আমার কাল ভৃঙ্গ!
ক'রে অসময় যাদু! সাধু-সঙ্গ।—
করে করঙ্গ ধ'রে, কটিতে কৌপিন প'রে,
কাঙ্গালি ক'রে যেমন, শচী মাকে কাঁদালে গৌরাঙ্গ ॥(ছ)

ভৃঙ্গকে পাক্‌ড়া করিবার জন্য পদ্মিনীর বৃন্দাবন যাত্রা,—পদ্মিনীকে দেখিয়া ভৃঙ্গের কাতরতা—পলায়ন।

পদ্মিনী পড়িয়া পাকে, বসন্ত রাজাকে ডাকে,—
দেন পত্র,—মান্য করি অশেষ।

লেখনে সুচরিতেষু, আসিতে হবে আশু,
লিখনং প্রয়োজনঞ্চ বিশেষ ॥ ৭৬
রাখিস্ যদি এ সব ঠাট, যাত্রা করিস্ পত্রপাঠ,—
নইলে রে নিলামে লাট ডাকে।
বেটা! তোমার নাইকো ডর, কাল-বসন্ত কালেক্‌টর,—
সহল দিলে কি মহল বাহাল থাকে? ॥ ৭৭
এ কারবার যে হাল সাল, প্রায় বন্দ ইরসাল,
পুণ্যের বিলেতে পলাতকা।
বাদিয়ে ভারি গোলমাল, এবার হলি পয়মাল,
মালামাল এরূপে কি যায় রাখা? ॥ ৭৮
নূতন আইন শুন নাই? উঠে গিয়েছে সস্‌মাই,
এখনকার বিষয়ের মিছে ভরসা।
হাকিম ভারি মুদ্দই, মাসের হলে চৌদ্দই,—
সূর্য্য-অস্ত হইলে দফা ফরসা ॥ ৭৯
যদি আসামীর করার যায়, ঢেঁড়া পড়ে কড়ার দায়,
ক্রান্তি একটি ভ্রান্তি নাই ভূপে।
খাতির করা নাইকো কা'রে, বসন্তের অধিকারে,
কাল-কাটান হয়েছে কোন রূপে ॥ ৮০
বেটা! হেরিয়ে তোর গলা বোঁচা, করি না তার তলা-গোচা,
ভাবনা,—ভুবনে শত্রু হাসিবে।

কোন্ দিনে কে নিলামে কিনে,
এসে তোর কোট জিনে,
ঈশান কোণে নিশান গেড়ে বসিবে॥ ৮১
একালে তোর মত মূর্খে, কর্‌তে নারে বিষয় রক্ষে,
গেলি বুঝি মদনের কায়দা দেখে।
বেটা! আমি যে তোর ভার সই, বসে বসে ঢেরা সই,—
তুই যদি করিস্ ঘরে থেকে॥ ৮২
তখন ডাকমুন্সী কালো কোকিল,
ডাকে ডাকে পত্র দাখিল,—
ক'রে দিল বৃন্দাবনের ডাকে।
শিরোনামা ভ্রমরের নামে, হরকরা গিয়া দিল ধামে,
ভ্রমর বলে,—এ পত্র কা'কে॥ ৮৩
বিশ বৎসর ব্রজে বাস, আমার নাম প্রেমদাস,
ভ্রমর বলে,—লিখেছে কোন্ বেটী?
ব'লে না করেন দৃষ্ট, অমনি হ'য়ে বিয়ারিং পোষ্ট,—
ফিরে এলো পদ্মিনীর কাছে চিঠী॥ ৮৪
না হইল কর্ম্ম-উসুল, লাভে হ'তে ডবল মাশুল,
রাগে হয় রাগের তুল্য মতি।
ত্যজে লোক-বৃন্দাবনে, ভ্রমরকে ধর্‌তে বৃন্দাবনে,
আপনি চলেন রসবতী॥ ৮৫

দূরে হৈতে দেখে অলি, ধর্‌লে পাছে—মার্‌লে শালী,
পলায় অলি পদ্মিনীর ত্রাসে।
কাতর দেখে ভ্রমরায়, পদ্মিনীর রাগ ফুরায়,
ডাকেন ভ্রমরে মিষ্টভাসে॥ ৮৬

ললিত—একতালা।

বধিব না,—আয় রে নলিনীর অবোধ ভৃঙ্গ!
কি যশ আছে, লোকের কাছে, তোরে ব'ধে রে পতঙ্গ!॥
ডাকে যত, পলায় তত, অলি পাইয়ে আতঙ্গ।
মান বাড়াতে মান-ভরে, ছিলাম মান-সরোবরে,
সে মান হরে, হাসালি রে বৈরঙ্গ!॥
কমল ফেলে, রস কি পেলে,—ক'রে মালতীরে সঙ্গ।
তোর কি দুধের তৃষ্ণা ঘোলে হ'য়েছে রে ভঙ্গ॥ (জ)

পলাতকা ভৃঙ্গের বিরুদ্ধে পদ্মিনী কর্ত্তৃক বসন্ত-মাজিষ্ট্রেরের নিকট দরখাস্ত দান,—চাপরাশীগণ কর্ত্তৃক বউবাজারে ভৃঙ্গের সন্ধানলাভ,—ভৃঙ্গের বিচার।

নলিনী যত দেয় আশ্বাস, ভ্রমরের অবিশ্বাস,
এই কথা ভাবেন মনে মনে।

যদি ফণী চায় মণি দিতে, তার নিকটে ঘনাইতে,

ভরসা করে না ভদ্রজনে ॥ ৮৭

এত বলি পলায়ন, নলিনী রক্ত-নয়ন,

মালতী পানে বিষ-দৃষ্টে চেয়ে।

বলে, ধিক্ ধিক্ তোর পরাণে,

পরে কি হবে তা না গ'ণে,—

পরেছ কাণে পরের সোণা লয়ে ॥ ৮৮

মানে বসেছিলাম আমি, ভাঙ্গিতো আমার ভৃঙ্গ স্বামী,

ভাঙ্গিয়ে যে নিস্—টোট্‌কা দিয়ে তায় লো।

যেমন ভগীরথ প্রস্রাবে বসে, সেই ইত্যবকাশে,

শঙ্খাসুরে গঙ্গা লয়ে যায় লো ॥ ৮৯

যেমন রাজার আহার ক্ষীরসে থাকে,

বিরলে গিয়ে খায় বিড়ালে তাকে,

তেম্‌নি তুই পেয়েছিস্ ভ্রমরায় লো।

পরিয়া রাজরাণী-সাটী, ধোপানী যেমন সাজায় ভাটি,

বল্ না,—তার কি শোভাটি পায় লো ॥ ৯০

আমার অলিকে ক'রে বাধ্য, হৃদ্যভাবে দিন চৌদ্দ,

গদ্য করলি অদ্য তোর ভ্রমরা যে পলায় লো ॥৯১

হেথা ভ্রমর হলে অদর্শন, নলিনী বলে শোন!

কতক্ষণ থাকিবে বেটা উপস।

বিবাদের পথ না বাধিয়ে, মন ফিরে দিয়ে—ধরা দিয়ে,
আপত্ত ঘুচাও,—ক'রে আপোষ ॥ ৯২
লুটে আমার সর্ব্বস্ব, গায়েতে মেখেছে ভস্ম,
পরের মাল পয়মাল,—বাসনা।
ভ্রমর বলে, তোর কি ধার ধারি?
ভাবিতে দিলেন বংশীধারী,—
এই কথা বলি, তিন দিকে তিন জনা ॥ ৯৩
তখন ভ্রমরকে শীঘ্র ধরিতে,
আরজী লিখে মাজিষ্টরীতে,—
দেয় আরজী—লুঠ-দরাজী বলি।
বসন্ত মাজিষ্টরের রোকে, মদন-দারোগার তদারকে,
বৌবাজারে ধরা পড়িলেন অলি ॥ ৯৪
কড়া কড়া বেঁধে করে, হুজুরে হাজির করে,
দাবির জবাব চান ভূপ।
আশের দুষ্ট আশামী, প্রকাশ হ'য়ে আসামী,
একেবারে হয়ে আছে চুপ ॥ ৯৫
ডিক্রী হলো সরোজীর, কেউ বলে,—যাবে জিঁজির,
দায়মাল হইবে কেহ বলে।
বসন্ত কন,—কর্ম্ম-যোগ্য, সাজা দিলে রাজা—বিজ্ঞ,—
বলিবে আমাকে জগতে সকলে ॥ ৯৬

খুনের বদলে হবে খুন, ঠকের গালে কালি চূণ,
বব্বলে বেটাদের কাটা জিহ্বা।
চোরের সাজা গাটি কাটা, আর এক সাজা হাত কাটা,
জাল করে জঞ্জাল ঘটায় যেবা॥ ৯৭

যেটা নিয়ে যার কারদানি, ঘুচাও তার মর্দ্দানি,
হুল কাটা ব্যবস্থা এ বেটার।
বলে অম্‌নি আইল ফুলে, আঘাত করেন হুলে,
ভ্রমর বলে, করিব কি নাচার॥ ৯৮

রাজ-সমাজে বেঁড়ে হয়ে, জ্বলে যায় মার্গে হাত দিয়ে,
মন্ত্রণা করিছে গিয়ে দূরে।
হিন্দুর পথটা ছাড়ালে বেটা,
চড়ালে বেটা জেতে বাটা,
কাটা নাম রটালে জগৎ জুড়ে॥ ৯৯

কাটালে—ভয় কি তাতে, কাটা হ'য়ে কাল কাটাইতে,
এমন একটা শঙ্কাই কি ভারি!
কে আমার ঘুচাবে ফিকীর, ছিলাম বৈরাগী—হব ফকীর,
সমান ভিক্ষা গৃহস্থের বাড়ী॥ ১০০

এমন একটা কিসের তোয়াকা, যেতাম কাশী—যাব মক্কা,
বল্‌তাম রাধা,—ক্ষতি কি খোদা বল্‌তে।

যেতাম, গোপাল দেখ্‌তে সাঁজের বেলা,
না হয় যাব দরগা তলা,
ম'লে তো হবে এক পথেই চল্‌তে ॥ ১০১
আমি উহু গণিতে হাপু বলি, পিসি না বলিব—ফুফু বলি,
পানি না ব'লে,—বলি জল মিষ্টি।
এক বস্তু,—কথার পালন, বল্‌তাম ব্যঞ্জন,—বলিব ছালন,
কলা কেলা খেতে সমান মিষ্টি ॥ ১০২
ছেলের নাম রাখিতাম রাম,
না হয় রাখিব রছুল এমাম,
ছিল সব চুল,—না হয় রাখিব দাড়ি।
জীব-হত্যা নিষেধ বটে, না হয় মার্‌লাম গির্‌গিটে,
এ মতে নাই,—আর মতে ত পারি ? ॥ ১০৩
এখন ধ'রে ফকীরের বেশ, প্রথম গিয়ে হন প্রবেশ,—
ভিক্ষা-ছলে পদ্মিনীর ডেরা।
বলে,—যা পীর করে গা ভালা, মহম্মদ খোদা-তালা,
মুস্কিল আসান হোগে তেরা ॥ ১০৪
কি নাম ধ'রো,—কোন গাঁয়, কোন পীরের দরগায় ?—
বাসা তব,—নলিনী জিজ্ঞাসে।
গুমর করি ভ্রমর কহে,—ফকীরকো এয়ছা পুছনা ক্যাহে,
বে-ক্যা মতলব ক্যায়সে ॥ ১০৫

এক মুষ্টি লেগা তেরা, এৎনে বাত কাহে তেরা ?
দোয়াগীর মেই,—ক্যা বখেড়া হামছে।
যাঁহা ইঁ্যায় মেরে ডেরা, ক্যা কাম করেগা তেরা,
ক্যা করেগা মেরা নামছে ? ॥ ১০৬

খট্—পোস্তা।

মেরে নাম মজনু ফকীর, মোকাম মেরি মটীয়ারি।
ঝট ভিখ দে মুঝে ! এৎনে কাহেকো দেকদারি ॥
এয়সে হেয় তোম লোককো,
ম্যালিক গ্রাম জান্‌নে পীরকো,
মেই কান্ধেহোকে ওনকে হুঁই, নিয়া ফকীরী ॥ (ঝ)

ব্যাঙের বিরহ।

নলিনীর চরিত্রে ভ্রমরের সন্দেহ,—নলিনীকে ভৎ সনা।

একদিন কার্ত্তিক মাসে, মধু-পান-আশে।
উত্তরিল অলি-রাজ, নলিনীর পাশে॥ ১
দেখে, সোণা ব্যাঙ্গ এক পদ্মপত্র-পরে।
বসিয়া রয়েছে তথা প্রফুল্ল অন্তরে॥ ২
ভ্রমরের গুন গুন রব শুনি সেই ব্যাঙ।
জলমধ্যে লাফ দিল প্রসারিয়া ঠ্যাঙ্॥ ৩
জলেতে ডুবিল ভেক, আর না উঠিল।
দেখিয়া অলির মনে সন্দেহ জন্মিল॥ ৪
বলে, এই ভেক বেটা অবশ্যই দূষী।
নতুবা লুকাবে কেন জলেতে প্রবেশি॥ ৫
জলেতে না দেখে ভেকে অলি গেল জ্বলে।
ক্রোধান্বিত হ'য়ে তখন পদ্ম প্রতি বলে॥ ৬
শোন্ লো পদি। হারামজাদী! একি ব্যাভার তোর!
চুরি ক'রে, পিরীত কর, এখন ধরা প'ড়েছে চোর॥ ৭
ভেকের পিরীতে প'ড়ে, গেছিস্ তুই ভেকিয়ে।
নিত্য ভেকে মধু দিস্, আমাকে তুই ঠকিয়ে॥ ৮

তাইতে এখন, নাই সে বরণ, পাই না মধু আর।
ভেক বেটা, এমনি ঠেঁটা, তোর চাকি করেছে সার॥ ৯

* * *

ভ্রমরের তিরস্কার-বাক্যে নলিনীর উত্তর।

শুনিয়ে কথা, পাইয়ে ব্যথা, পদ্মিনী তখন।
করি মিনতি, অলি প্রতি, বলিছে বচন॥ ১০
এযে কার্ত্তিক মাস, বহিছে বাতাস, শীতল হ'য়েছে নীর।
তাইতে ভেক,—পত্র-পরে,
দিবাকর-করে, শুকায় শরীর॥ ১১
ছি ছি! লাজের কথা! যাব আমি কোথা,
লোকে যদ্যপি শুনে।
করবে সন্দ, বলবে মন্দ, মরিব পরাণে॥ ১২
কিসে গেল রূপ, কই তার স্বরূপ, শুন হে প্রাণের কান্ত।
হইও না ভ্রান্ত, শুন তদন্ত, আইল যে হেমন্ত॥ ১৩
পড়িছে শিশির, দহিছে শরীর, কেমনে থাকবে মধু।
হেমন্ত আমার, বড়ই শত্রু, শুন হে প্রাণের যাদু!॥ ১৪

* * *

ভ্রমরের বৈরাগ্য।

নলিনী ভ্রমরে যত বিনয়েতে বলে।
শুনিয়ে ভ্রমর—অগ্নিসম জ্বলে॥ ১৫

বলে, আমি খুব জানি ছিনালের রীতি।
পতির কাছে থেকে তবু চায় উপপতি ॥ ১৬
এখনি ত ধর্‌লাম আমি, তবু মানিস্ কৈ।
দেখলে তোরে, ঘৃণা করে, ইচ্ছা হয় না ছুঁই ॥ ১৭
কাজ নাই পিরীতের পায়ে করি নমস্কার।
তীর্থ-বাসে যাব,—হলো বৈরাগ্য আমার ॥ ১৮

ললিত—ঝাঁপতাল।

চল রে মন। তীর্থবাস ;—করো না আর মধুর আশ।
নয়ন মন সফল কর, হেরিয়ে সেই পীতবাস ॥
কুলটার কুটিল প্রেমে, মজো না মজো না আর,
ভজ ভজ রে সদা সত্য-নিত্য-সারাৎসার,—
অন্তিমে পাইবে অতুল গোলোক-বাস ॥
ও যে মুখে বলে ভাল বাসি, অন্তরে গরল-রাশি,
কেন তার প্রেম-অভিলাষী, হ'তে ভাল বাস,—
মায়ার ছলনে পড়ে, ভুল না ভুল না আর,—
এখনও সময় আছে, কর তার প্রতীকার,—
নতুবা করিতে হবে নরকেতে বাস ॥ (ক)

বিবিধ সঙ্গীত।

শ্রীশ্রীগণেশ-বিষয়ক।

ইমন্‌—মধ্যমান।

মানস! গণেশ ভাব না।
ভাবিলে তব রবে না,—
রবি-সুত-ভাবনা॥
সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র যাঁকে,
ভজ গিরীন্দ্র-সুতা-সুত করীন্দ্রমুখে,
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা॥
ভাব,—খর্ব্বদেহ—দুঃখ-খর্ব্বকারীরে,
হবে সর্ব্ব সুখ তব লভ্য শরীরে,
ভেবে,—দিব্য জ্ঞান লভ না॥
মুক্তি-কারণ গুণযুক্ত হৃদয়,
প্রভু,—ভক্ত-কায়-অনুরক্ত ভক্ত-প্রিয়,
ব্যক্ত গুণনিধি-বক্তে,—
সতত লভে মুক্তি,—সাধে যে জনা॥ ১

শ্রীশ্রীগঙ্গা-বিষয়ক।

সুরট্—কাওয়ালী।

শমন-দমনি শিব-রমণি মা তরঙ্গিণি!
এ ভব-তরঙ্গে তারো গঙ্গে!—গতি-প্রদায়িণি!
বরদে ব্রহ্মাণি ব্রহ্মময়ি ব্রহ্মাণ্ড-জননি!
ব্রহ্মস্বরূপিণি ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-নিবাসিনি! ২

আলিয়া—একতালা।

হের মা! অপাঙ্গ-ভঙ্গে!—
সুখ-মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে!
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-সুর-শরণি!
শশধর-ধর-শিরো-বিহারিণি!
শমন-ভবন-গমন-বারিণি!
দমন-কারিণী—সুর-মাতঙ্গে॥
স্মরণ-মনন-সাধন-ভকতি,—
সঙ্গতি-হীন দীন দাশরথি,
স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ-সময়ে,
দিও স্থান মা! এ পাপাঙ্গে॥ ৩

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

অন্তে পদ-প্রান্তে মোরে,—
রেখো গো মা সুরধুনি!
ভয়ে ডাকি গঙ্গে! ভয়-ভঙ্গিনি রঙ্গিনি! ॥
জনক-জননী-দারা-সুত-বন্ধু-বান্ধবে,
নয়ন মুদিলে গঙ্গে! কেহ না সঙ্গে রবে,
ভব-সঙ্কটেতে তব ভরসা—জননি! ॥ ৪

আলিয়া—কাওয়ালী।

তুমি যা কর করুণাময়ি গঙ্গে!
ভীতোঽহং তরঙ্গে।
পায় পথ কুপথ-গামী,
পায় যদি মা! রাখ তুমি,—
পতিত-পাবনি!—এ পাপাঙ্গে ॥
ভরসা করে ভাগীরথী-বাসিগণ,
প্রবল পাপী আসি সকলে লয় শরণ;—
শমন আমারে বল্ করিবে যখন,
সে বল্ ঘুচাব,—আছে বল্ এমন,

শিব এসে মোর হবেন সখা,
অন্তে যদি ঘটে দেখা,—
অভয়-দায়িনী মায়ের সঙ্গে ॥ ৫

আলিয়া—কাওয়ালী।

তুমি কি আর করিবে তপন-তনয়!—
যদি হয় অপ্রণয়।
এ নয় অধিকার-ভূমি,
শমনেরে করেছি আমি,—নিরাশ্রয়,—
ল'য়ে জননীরো তীরাশ্রয় ॥
তুমি দুঃখ দিবে রে নিতান্ত,
হৃদয় কঠিন তোর নিদয় কৃতান্ত!
তোরে ক'রে বঞ্চিত একান্ত,
মা ক'রেছেন স্বগুণে দুঃখান্ত ;—
দেখে সন্তানে অকৃতী,
ভার লয়েছেন ভাগীরথী,
দাশরথির সঙ্গে দেখা আর কি হয়? ॥ ৬

শ্রীশ্রীশ্যামা-বিষয়ক।

(১)

সুরট—ঝাঁপতাল।

ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভব-বিপদভঞ্জিনী,
ভক্ত-মনোরঞ্জিনী, নাচে দৈত্য-রণ জিনি'।
পদভরে কাঁপে মেদিনী, ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
দেখাইছে দৈত্যদলে, ভুবনান্ধকার ধনী॥
কটি-তটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর,
কপালে শিশু-সুধাকর, এলোকেশী উলঙ্গিনী;—
অসিতে অসি-প্রহরণে, সব প্রায় নাশিল রণে,
শরণ বিনে এ রণে, ত্রাণ নাই রে দাশরথি-বাণী॥ ৭

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শঙ্করে করে বাস,—বিবসনা।
কে লোল-রসনা, পূরায় কার বাসনা,—
জবা দিয়ে পদোপরে, কে করে উপাসনা॥
দনুজ-রণে প্রবেশি, নাচে উন্মত্তবেশী,
ঘোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা,—
অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট-দশনা॥

যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাস্য-বদনী,
বরাভয়-যোগে সুরে সম্ভাষণা,—
শব-অঙ্গ সব স্থলে, যুগল শ্রুতি-মণ্ডলে,—
শব দিলে তাহে শবাসনা,—
দাশরথির দুঃখ-হরা শিশু-শশি-বিভূষণা॥ ৮

বসন্ত—একতালা।

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দম্ভিতা ধনী—মুখ করাল,
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী॥
দিগ্বসনী চন্দ্র-ভাল, আলুয়ে পড়ে কেশ-জাল,
শোভিত-অসি,—করে কপাল, প্রখরা শিখর-নন্দিনী॥
চারি দিকে যত দিক্‌পাল, ভৈরবী শিবে তাল-বেতাল,
একি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী কলুষ-খণ্ডিনী॥ ৯

ইমন্—একতালা।

কার রমণী নাচে সমরে।
বিগলিত কেশে কে সে,—বর দেয় অমরে॥
দনুজ-নাশে গগনে, রক্ত পিয়ে খগ-গণে,
নাহি হেরি ত্রিভুবনে,—এ বামার সম রে॥ ১০

রামকেলি—একতালা।

কা'র কামিনী, হ'য়ে উলঙ্গিনী,
দনুজ-সমরে নীলাভ-বরণী।
না জানি কি বু'ঝে, হৃদয়-অম্বুজে,
মহাকাল ধরে চরণ দুখানি॥
বিহরিছে কিবা হ'য়ে শান্তা মূর্ত্তি,
কালোরূপে কাল,—বিকাশিয়ে দীপ্তি,
সুধাপানে সুধামুখী সম-তৃপ্তি,
অনুরক্ত রক্ত যোগাচ্ছে যোগিনী।
কে বটে ও নারী—চিনিতে না পারি,
মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী—রণে উন্মাদিনী॥
উন্মত্তা বেশে—বিগলিতা কেশে,
বিবাসে দিগ্‌বাস-হৃদে দাঁড়ায়েছে,—
দেখ মহারাজ! একি নারীর সাজ,
লাজে লাজ দিলে—নাহি কুল-লাজ,
রণে ক্ষান্ত হও—রণে নাহি কাজ,
করে করি অসি সৈন্য-নাশিনী॥ ১১

আলিয়া—কাওয়ালী।

রণে শবাসনা নাশে সব সৈন্যে।
বড় বিপদ সম্প্রতি,—রে দনুজকুল প্রতি,—
প্রতিকূল এ রমণী,—কার কুল-কন্যে ॥
ঘন ঘন কম্পিতা পদ-ভরে ধরা,
ধরা না দেয় রণে—কে রে অসি-ধরা,
প্রাণ ধরা ভার ওঁর কৃপা-ভিন্নে ;—
অনুমানি,—এ রমণী, ত্রিভঙ্গিনী ত্রিলোচনী,
ত্রিলোচন-হৃদি-বাসিনী ত্রিলোক-ধন্যে ॥
সুসিদ্ধ নয় রণ—নিষিদ্ধ, এ যে হ'লো প্রসিদ্ধ,
ধায়ে দনুজোপরে,—
কি হেতু অপ্রীতি, দিতি-সুতগণ প্রতি,
শ্যামা শমনরূপিণী কেন সমরে,—
বরাভয়-প্রদায়িনী যত অমরে,—
ত্যজ্য কেন কর দাশরথি রে।
ও পদ-শরণ বিনে, উপায় নাই আর অন্যে ॥ ১২

বসন্ত—একতালা।

ও কে ঘনরূপা ঘন হাসিছে,—
নাশিছে অসিতে অসুরগণ।

দিতি-সুত-প্রাণ নাশে, সুরে আশু তোষে,
অন্তে তোষে অরিগণ ॥
পদ-ভরে টলমল ভূমণ্ডল,—
কম্পিত,—ধ্বনি শুনি আখণ্ডল,
অসুর-শিশুর কুণ্ডল,—শ্রুতিমণ্ডলে সুশোভন।
করে খড়্গ অসি, শিরে শিশুশশী,
বিগলিত-কেশী, ও কার প্রেয়সী,
কি দোষী—ধনীর কাছে শ্মশানবাসী,—
পদাশ্রিত কি কারণ ॥ ১৩

ইমন্—মধ্যমান।

কে রে রমণী উলঙ্গে।
মনো-রমণীয় কে নাচে রণরঙ্গে ॥
কি হেরি অম্বরোপরে, না হেরি অম্বর পরে,
মহেশেরে মোহে সে রে, ঈষৎ অপাঙ্গে ॥ ১৪

আলিয়া—কাওয়ালী।

রণে কে নীলবরণী,—চেন কি উহারে।
কে হরে—মিহরে।

বুঝি, হরের মহিষী, হাসিতে হাসিতে আসি,
অসুর নাশিছে অসি-প্রহারে ॥
নিতান্ত মরি বুঝি স-দলে,
কৃতান্ত-দলনী বুঝি দনুজ-কুল দলে,
ত্রিপত্র প্রভৃতি শতদলে, চরণ পূজিছে অমর-দলে ;—
যাবে জীবন—চিন্‌তে নারি,—
এ যে নারী—জীবনারি,
জেনেছি আপনারি ব্যবহারে ॥ ১৫

মূলতান—একতালা।

ভ্রান্ত ! কে আছে তোর ঐ সমরে !
করিলি সাহস কি বিষম রে !
শুম্ভ ! হারাবি জীবন,—
শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী-সমরে ॥
ঐ দেখ হাসিতে হাসিতে,—এলো অসিতে নাশিতে,
তোরে শাসিতে নাশিতে পারে,—কে ও রে।
যাঁর চরণে শিব আরাধে, অনন্ত জীব আরাধে,
চরণাধারে দেখ রে শশধরে ॥
শুম্ভ। তোর এমন রে উন্মত্ত মন,—
চাও জিন্‌তে।—শশী ধরা বামনে সাধ করে।

ধর এত শক্তি মনে, গঙ্গাধর-শক্তি সনে,
চল্‌লে রণে,—প্রাণ-বাসনা দিয়ে দূরে,—
ওরে দাশরথি! ত্বরায় শোন, কুমতি রণ-বাসন,
ছাড় ছাড় ছাড় রে জ্ঞান-শরে,—
জ্ঞান-গঙ্গাজল,—ভক্তি-শতদল,—
দিয়ে লও গে শরণ—দিয়ে বিল্বদল ঐ পদোপরে ॥১৬

মূলতান—একতালা।

চক্ষে না দেখি না পাই শুনিতে,—
করে রণজয় কার রমণীতে!
কাঁপে ধ্বনিতে ধরণী,—ধনী বনিতে কার অবনীতে ॥
ভালে ভাল শোভা করে রে বালক-সুধাকরে,
দিক্ আলো করে, ও দিগ্বাসিনীতে ॥
মরি মরি শিরোহারে, কি শোভা করে;—
উহারে এত কি রমণীয় সাজে মণিতে ॥
নীল জলধর, নিন্দি কলেবর,
দেবী তড়িত-নিন্দিত, কত শোভা করিছে শোণিতে ॥
বড় বিপদ সম্প্রতি, রে দনুজ-অধিপতি,—
সব সেনাপতি সহ পতিত মেদিনীতে।

সব হস্তী সব হয়, ক্রমে সব শব হয়,
শেষে প্রাণ না পায় এক প্রাণীতে,—
না ঘটে মরণ, তেয়াগিয়ে রণ,
বামার চরণে হও দাস, দাশরথি! ত্বরান্বিতে ॥ ১৭

পূরবী—কাওয়ালী।

শবে কে রমণী,—ভাই! হের সবে।
অসিতে সব করিল শব,—
নগনা মগনা হইয়ে আসবে ॥
লক্ষণে ভাবি,—হবে দক্ষ-তনয়ে,
হর-বক্ষ-বাসিনী এ,—
বিপক্ষ হইলে নাহি রক্ষে,
ও পায় সাধিল কে সবে।
ধরণী কম্পে ঘন ধনীর ধ্বনিতে,
ঘোর শব্দ,—সাধ্য কা'র স'বে ॥
দাশরথি-ভারতী,—ভকতি ভাবে ভজ,
প'ড়ে ভ্রান্ত দনুজ! পদ-প্রান্তে গে মজ,
নহে প্রাণ তো এ রমণীর করে না রবে ॥ ১৮

আলিয়া—একতালা।

বামারে কেউ পারো রে চিন্‌তে।
এর সনে রণ,—মরণ-চিন্তে।
মদন-নিধন-কারী ত্রিপুরারি,—
শরণ ল'য়েছে চরণ-প্রান্তে॥
বামার এ কি অসম্ভব ভাব দেখি,
ক্রোধে রক্তজবা-প্রভা তিন আঁখি,
উষাকালে যেন হেরি হাস্যমুখী,
কোটি চপলা খেলিছে বিকট দন্তে॥ ১৭

শ্রীশ্রীশ্যামা-বিষয়ক।

(২)

টৌরী—একতালা।

জাগ জাগ জননি!—
মূলাধারে নিদ্রাগত, কত দিন গত,—
হ'ল কুলকুণ্ডলিনি!
স্বকার্য্য-সাধনে চল শিরোমধ্যে,
পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,

ক'রে ষট্‌চক্র ভেদ,
পূরাও মনের খেদ,—চৈতন্যরূপিণি !
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না,
চিন্‌তে নারি এ তিন নাড়ী,—
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শিবরূপে দেবতারা,
নিয়ত জপে তারা, তারা গো !
তোমার অধিষ্ঠান,—হ'য়ে স্বাধিষ্ঠান-পরে,
চিন্তাহরা ! চল চিন্তামণিপুরে,
জীবাত্মা যে স্থানে অনাহত চক্রে,—
দীপ-শিখার ন্যায় জ্বলে দিবা-রজনী ॥
এই দেহ-বিশ্বচক্রে, যে বিশুদ্ধ ষোল-দল,—
কমল—শোভা পায় তাহে অৰ্দ্ধ নাভি-সরে,
সদা সেবা করে—শাকিনী নামে শক্তি,—
তথা ওগো কুণ্ডলিনি !
কর গো গমন আদ্য-অক্ষর-মধ্যে,—
দ্বিদল পদ্মে—মন,—ক'রে ষট্‌চক্র-ভ্রমণ,
কৃষ্ণধনকে সাধন করাও মা সৰ্ব্বাণি ! ॥ ২০

সুরট—কাওয়ালী।

ও মোর পামর মন! এখনো বল না কালী।
ক'রো না'রে মন! আর আজি-কালি॥
আজি কালি ক'রে কি কাটাবি চিরকালি,
কি হবে রে কাল এলো,
কেন কালী-পদে না বিকালি॥
ত্যজে মিছে কাজ, ভজ না রে কালী,
মিছে কাজে থেকো না, মন-কালি!
অঙ্গেতে লিখিয়া কালী,
কর কালী-নামাবলি,
না লিখিয়া কালী,—
কেন বিষয়-কালি মাখালি॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা শিখালি,
এবার কালীর পদ ভজিব ত্রিকালি,
সে বচনে দিয়া কালি,
দাশরথি! কি আঁকালি,
বলিব বলিয়া কালী,—
কেন বদন বাঁকালি॥ ২১

আলিয়া—কাওয়ালী।

কালি ! অকূল সাগরে কূল দেখি নে
কি হবে কু-লীনে !
আকুল দেখিয়ে যদি অনুকূল হ'য়ে,—
কুলকুণ্ডলিনি ! কুলাও কুল-বিহীনে ॥
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত,
কুলের পাতক মা ! হয়েছি একান্ত,
কাল-বশে করিয়ে কালান্ত,
কূলে এলাম হ'য়ে কূলশ্রান্ত,
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথি প্রতি কূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা ! স্বগুণে ॥ ২২

বাগেশ্রী—একতালা।

এ কি বিকার শঙ্করি ! তরি—পেলে কৃপা-ধন্বন্তরী
অনিত্য-গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ !
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ॥
ও মা ! অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,—
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে !

মায়ারূপা কাকনিদ্রা সদা দাশরথির নয়ন-যুগলে,—
হিংসারূপ হ'লো সেই উদরে ক্রিমি,
মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হলো ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি, তন্নামে অরুচি, দিবস-শর্ব্বরী ॥২৩

বাগেশ্রী—একতালা।

দোষ কারো নয় গো মা!
আমি, স্বখাদ সলিলে ডু'বে মরি শ্যামা!
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্য-ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল,—কাল্‌রূপ জল,—কাল-মনোরমা!
আমার কি হবে তারিণি! ত্রিগুণধারিণি!
বিগুণ করেছি স্বগুণে,—
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,—
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি,—চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি! করি ক্ষমা ॥ ২৪

আলিয়া—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণি ! ঋণী তব পায়।
মা ! আমার অনুপায় ॥
ভজন পূজন—দিয়ে বিসর্জ্জন, জননি গো !
বিষয়-বিষ-ভোজনে প্রাণ যায় ॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বলিলাম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চলিলাম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে,
ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,—
ধরায় পতিত হ'য়ে, রয়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনি ! ভুলে মা ! তোমায় ॥
হলো না সাধনা আর হয় না !
হে দুর্গে মা ! আমার দুঃখ তো আর সয় না,
অপার দাশরথি,—শঙ্করি !
হয় না মানস বশ,—কি করি !
মা ! যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
কর মুক্ত, মুক্তকেশি ! এ ভববন্ধন-দায় ॥ ২৫

মূলতান—কাওয়ালী।

আপদের আপদ তারিণী-পদ,—চিন্ত ভ্রান্ত মন।
যে জন যতনে ভাবে তারা-পদ, তারা হরে তার আপদ,
যে পদ বাঞ্ছিত রে যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র,—
ভাবিলে যে পদ, ভবসাগর গোষ্পদ-বোধ,
যে পদ সদা সদাশিবের সম্পদ ॥
ও রে দেবের দেবত্ব, যখন হরিল দৈত্য,
পদ ভেবে পায় অমরে স্বপদ,—
যে পদ স্মরণে, পরমার্থ কৃতার্থ,—
যথার্থ দোষ পদে পদে কেনে, নিরন্তর পদ-ধ্যানে,
দাশরথির কর মতি নিরাপদ ॥ ২৬

ইমন্—কাওয়ালী।

হের কালকান্তে মা! ত্বং সময়-গতং শরণাগতং।
ত্রিতাপহারিণি! ত্রিপুরান্তকারিণি! প্রাণকান্তে-শিবে!
জীবের অন্তে গতি সতি! ত্বাং বিনে কিং ভবে,
সদা ভাবিতং সভয়স্তুতং
দাসানুদাসোঽহং দাশরথ্যাতি সুদীন,
ধর্ম্মজ্ঞানহীন, জন্মপাপাধীন,—
হে শিবে! কিং ভবে সদা ভাবিত সভয়স্তুতং ॥ ২৭

টৌরী—কাওয়ালী।

দিন দিলে না মা! দিনতারিণি! দীনে!
দীন-দয়াময়ী হ'য়ে, কেন দুঃখ দিলে দীনে।
অতুল মহিমে,—দীন-নিস্তারিণী নামে!
কেন ডুবাবে সে নাম,—অযশার্ণব জীবনে॥
দিবস রজনী দুঃখানলে জ্বলে কলেবর,
স্বকর্ম্ম-ফলে ভাবী গতি দুঃখ ভাবিনে,—
দিলে দুঃখ যত—তাতো সহিল মা।
আর সহে না দুঃখ,—দিও না,—
সঁপে এ দীন দাশরথিরে দিনমণি-সন্তানে॥ ২৮

আলিয়া—কাওয়ালী।

যদি হের গো তারিণি! কৃপা-নেত্রে।
আমি ভজন-পূজন,—হীন অভাজন,
বৃথা জনম হ'লো আমার কর্ম্মক্ষেত্রে॥
তবাংঘ্রি-সরোজ-সাধন বিনে,
নাই অন্য ধন দিনময়ি গো! নিধন-দিনে,—
নিবারণে দিনমণি-পুত্রে,—
মনে করি পদ ধরি,—ধ্যান করি গো শঙ্করি!
কিছু করিতে দিলে না কর্ম্ম-সূত্রে॥

মন তো পামর মোর সদার্থলোভে জ্ঞান,—
পদার্থ-হীন—দোষে মজিলাম,
না হয় তৎপদে নত, যাতে ঘটে পদচ্যুত,
াদে পদে সে বিপদে মজিলাম,
কবল অলসে অতুল পদ ত্যজিলাম,—
াখন ভরসা-স্থল, দাশরথির কেবল,
াামি শুনেছি, ত্যজে না মা! মায়ে পুত্রে ॥ ২৯

ভৈরোঁ—একতালা।

ভাব নবজলধর-বরণীরে।
যদি তরিবে স্মরি রে।
দুঃখ-নাশিনী ঈশানী ঈশ-হৃদয়-বাসিনী,—
পদ ভাবিলে ভাবনা যায় দূরে— রে।
ও রে অন্তর! ভাব দনুজান্তকারিণী,—
সে কৃতান্ত-বারিণী শ্যামা মা'রে!
যে রূপে অসিতবরণী অসি ধ'রে,
বাসনা পূরে জননী, বাসনা-ফল-দায়িনী,
.বাস করে, সদা পতি-পরে,—
কিবা সুন্দর কর শোভা করে,
নর-নরক-বারিণী নরশিরে ॥

শিবে শঙ্কর-দারা, সব সঙ্কটহরা,
নাম-রসে—বশ কর রসনারে,
তারা-নাম পরিণামে দুঃখ হরে ;—
গত দিন দ্রুতগতি, গতির কর সঙ্গতি,
দাশরথি ! কেন চিন্ত না রে—
শ্যামা জনমহারিণী জননীরে,
কেন জনম-মরণ ফিরে ফিরে ॥ ৩০

ভৈরবী—একতালা।

ব্রহ্মাণী ভবানী সে বাণী,—বল না রসনা ! অনিবার।
ভব-তরিবার তরণী তারিণী-চরণ-স্মরণ-সার ॥
মন ! তারা বল বল,
বল পাবে—হবে সম্বল, পথ চলিবার,—
নিত্য ধন ত্যজি অনিত্য-আশ্রয়,
কেন পাপচয় কর রে সঞ্চয়,
দারা-সুতচয়, পথ-পরিচয়,
পরিণামে বাদী পরিবার ॥
ভয়-নিবারণ অভয়-কারণ,
অভয়-চরণ অভয়ার,—

দশানন-ভয়ে ভীত, হইয়া আশ্রিত,
দাশরথি শ্রীচরণে যার ॥ ৩১

ভৈরবী—একতালা।

দীন-তারা ভব-তারা ভবদারা,—
গুণালাপে দিন হর রে, সার কর রে,—
শমন-ভবন-গমন-বারণকারিণী তারিণী,
ত্রিতাপ-হারিণী,
যে তারিণী-পদ তরণী, বিপদ-সাগরে ॥
আপনি আপন, এ পণ-স্বপন,
বৃথা আলাপন ছাড় রে।
সদা ধর ধর, গঙ্গাধর-প্রিয়ে,
ধরাধর-মেয়ের গুণ অধরে ॥
ত্যজে মায়ানিদ্রা হ'য়ে জাগরণ,
কর রে স্মরণ জননী-চরণ,
জন্মিবে সুখ জনম-বারণ,—
বারম্বার—জঠরে !
সঘন সে ঘন-বরণী,—সুরেশস্মরণীয় গুণ স্মর রে,
যেন লয়-কালে, নাহি লয় কালে,
কালি-দাস বলি দাশরথিরে ॥ ৩২

ভৈরোঁ—একতালা।

মা! সে দিন প্রভাত কবে হবে।
পূরাতে বাসনা, ও মা শবাসনা!
রসনা লোল-রসনা জপিবে॥
কলুষান্ধকারে ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি,—
হারা হ'য়ে আছি, শিবে!—হৃদয়-আকাশে,—
তারা! কবে এসে, পুণ্যের বিপাক-তিমির নাশিবে।
দেহ-মুক্ত হব, দেহ যাবে ত্বরা,
এ দীনে সে দিনে হে দীন-তারা!
প্রকাশিও করুণা-নয়ন তারা। ক্রিয়া-বিহীন জীবে।
মিছে কাযে দিন, গত প্রতি দিন,
এ দিন দীনের কি হবে,—
দীন দৈন্য গণি, যে দিন জননী,—
দ্বিজ দাশরথি দীনে দিন দিবে॥ ৩৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দীন-তারা! তারা তা'রা লাভ করে।—
যে যে জন ক'রে পণ, করিল সমর্পণ,—
জ্ঞান-নয়নের তারা, তারার পদোপরে॥

প্রাপ্ত হ'য়ে জ্ঞানোদয়, তারাময় সমুদয়,—
ত্রিভুবন দরশন করে,—
ভব-তারাগুণ শুনে, তারা তারাকারা ঝোরে।
ভব-আসা দিনে,—যারা পায় শুভ-চন্দ্র-তারা,
কেবল তারা—তারা আরাধিয়ে তরে,—
যে না ভজে দীন-তারা, দেখে তারা দিনে তারা,
তারা মাত্র আসিয়া সংহারে,—
দাশরথি দেখে তারা, যদি জ্ঞানাঞ্জন পরে॥ ৩৪

বসন্ত—একতালা।

ও রে রসনা! রস না বুঝে,—
কেন তুমি কুরসে মজেছো ভাই!
ডাক তারা তারা বলে,—তারা চিরকালে,—
আমি যেন তাই পাই॥
তারানাথ-বাণী,—তারা নাম-রস,—
পাইয়ে সুরস সুরেশাদি বশ,
তা ত্যজিয়া কেন অন্য রসে ভাস,
যে রসে পৌরষ নাই,—

রসময় বাক্য ভাব যদি তবে,
রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে,
দাশরথির অন্তে বিরস ঘটাবে,
তোর নাকি অন্তরে তাই ॥ ৩৫

সুরট—আড়া।

কত পাতকী তরে,—তারি তরে,—তারা!—
তোরে ডাকি কাতরে।
গতি-নাথ প্রিয় গতি, তুমি গতির সঙ্গতি,
গতিহীনগণে গতি, বিলাও অকাতরে ॥
দেহ মা! শ্রীপদ-তরি, ত্বরিতে দুস্তরে তরি,
নতুবা কি ব'লে দীন ভবে উত্তরে।
সত্ত্ব-রসে না থেকে বশে, মত্ত মন তম-রসে,
কাল বুঝি এসে কেশে, ধরে সত্বরে ॥ ৩৬

ইমন্—কাওয়ালী।

ত্রাণ কর,—তারা ত্রিনয়নি!
হে ভবানি ভবরাণি ভব-ভয়বারিণি!
ভয়ঙ্করি ভীমে ভূভার-হারিণি!
ত্রিভুবন-তারিণি ত্রিগুণ-ধারিণি।
ত্রিজন-সৃজন-কারিণি।

এ মা শারদে শুভদে সুরেন্দ্রপালিকে !
গিরীন্দ্র-বালিকে কালিকে। যোগেন্দ্র-মনোমোহিনি।
হে শিবে শর্ব্বাণি গিরিজা গীর্ব্বাণি !
নির্ব্বাণ-পদ-দায়িনি !
তারা ! এ ভব দুস্তার, দাশরথিরে তার,
ভবান্ধকার-বারিণি ! ॥ ৩৭

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিবে ! সম্প্রতি ওমা !
সংসার-বাসনা-মতি সংহর সকল রিপু,—
শমন সন্নিকট হলো মা।
তব করুণা-সিন্ধু,—তদ্বিন্দু-বরিষণে,
বিন্ধ্যবাসিনি ! ইন্দু করে ধরে বামনে,
ইন্দ্রত্ব-ভার—কোন্ ছার, ওগো হর-মনোরমা।
দূর কর তারিণি দুঃখহারিণি !
মম দুঃখ-ভার,—বারম্বার, কর যাতায়াত-সীমা ॥
অন্তে এই করো, গমনে তট ভাগীরথীর,—
দাশরথির যেন ঘটে,—
অন্তরে নিরখি তব রূপ নীরদ-বরণি শ্যামা ! ৩৮

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মন ! কেন এখন দুঃখ পেয়ে রোদন কর ব'সে।
জান না রে ! অভয়ার অপ্রিয় হ'য়েছ নিজ-দোষে ॥
রিপুবশে ত্যজে ধর্ম্ম, হত ক'রে সে গত জন্ম,—
ভেবে না করেছ কর্ম্ম, ক'রে ভাবিছ এসে ॥
যখন পেলে জন্ম তুমি অবনীতে,
দুর্ল্লভ যোনিতে, কেন দুর্নীতে !—
হারালি দিন দুর্জ্জন-সহবাসে ॥
সদা করেছ পরানিষ্ট,
পরমিষ্ট পরদেবে ছিল না দৃষ্ট,
দাশরথি যে পরে কষ্ট,—
পাবে—ছিল না তা মানসে ॥ ৩৯

মূলতান—কাওয়ালী।

শমন নিকটে গো শঙ্করি !
কি হবে !—হারালাম পরিণাম তন্নাম না করি ॥
না ভাবি তব চরণ, তন্নাম-উচ্চারণ,
মূঢ়মতি আমার তৎস্মরণ,—
বিস্মরণ,—বিবশ দিবস বিভাবরী ॥ ৪০

পূরবী—কাওয়ালী।

তব সুতের অবসান হ'ল গো শিবে!
হে শিবে! সঙ্কটনাশিনি!
ও পদ কি এ দীন অধমে দিবে।
দুর্ল্লভ নরোদরে জন্ম লইয়ে ওগো ব্রহ্মরূপিণি!
কিছু কর্ম্ম হলো না,—রিপুধর্ম্মে অধর্ম্মে ভ্রমণ ভবে।
তন্নামে নাস্তি মতি-গতি, কু-পথে গতি,—
দাশরথির গতি মা! কি হবে॥
ভক্ত-মানস-অনুরক্ত ওগো মুক্তিদায়িকে!
পাতকে নাহি—নাম উক্ত এ মুখে,
মুক্তি কি পাবে পাপযুক্ত জীবে॥ ৪১

পূরবী—কাওয়ালী।

ভাব কি,—ভাবনা মন! ভবানীরে।
গেল দিন, দীনতারিণীপদ-তরিতে,—
তরণা মন! ভব-নীরে॥
ওরে মনোমধুকর!
কি কর রে সুধাকর-শেখর—
রমণী-নাম-সুধা পান কর, গান কর,
দুস্তর ভাস্কর-তনয়,—ভাবনা যাবে দূরে॥ ৪২

ছায়নট—কাওয়ালী।

কু-সঙ্গ ছাড় রে ও মোর পামর মন!
ভবাণী-বাণী ভব-নিস্তারকারিণী,
বল বল বল মন! নিকটে বিকট শমন॥
গেল গেল দিন, কি দিন এলো ভাব না,
সুদুরন্ত সে কৃতান্ত দায় রে! হায় রে,
তারা-নামে দিয়া সাড়া, রিপু্ কর বপু্ ছাড়া,
তারা ছাড়া হ'লে হবে, তারাধন আরাধন॥
বল সারাদিন সে দীন-তারা মন রে!
তারা-নাম পরমার্থ গুরুদত্ত ধন রে,
মন রে! সে ধন সাধন কর,—শুধিবে শমন-কর,
করো না দুষ্কর ভবে দাশরথির পতন॥ ৪৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি পতিত,—পতিত-পাবনি!
মম জন্ম অনিত্য অবনী,—
পুণ্যহীন পাপ-নৈপুণ্য মা! প্রপন্নে দিয়ে পদ, অপর্ণে!
যদি সাধ পূর্ণ কর আপনি॥
যদি কর এ দুরাচার, নির্গুণে গুণ-বিচার,
প্রচার তবে নাই গো মা! শিবসুন্দরি শ্যামা!

হেতু দাশরথির ত্রাণ, জীবনান্ত-দিনে যেন,
জীবনে আশ্রয় দেন সুরধুনী ॥ ৪৪

সুরট—কাওয়ালী।

তারা! দীন-তারা দীন-দুঃখবারিণি!
দুস্তার-তরণি ভবানি!—মা! মোর মানস-তরণি!
ডুবে কলুষ-ভারে, কামাদি রিপু-ব্যাভারে,
ভার কে লবে ভব-দুস্তারে,—
ভয়ে ডাকি তোমারে,
ভবঘোরে ভরসা তোমার গো ভবানি!
স্মরণ-মনন-ধ্যান-জ্ঞান-বিহীনং ক্রিয়াহীন মামতি!
কিং ভবে মা! মম গতিং,—
পাপাগুনে মন দহতি,
দ্বিজ-দাশরথি-দীন-দুঃখ,—হর মা হররাণি ॥ ৪৫

আলিয়া—একতালা।

কর কর নৃত্য নৃত্য-কালি! একবার মন-সাধে,—
রণক্ষেত্রে—মা! মোর হৃদয়-মাঝে।
দেহের ভেদী ছ-জন কু-জন,—
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাজে ॥

জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন,
নিবেদন,—চরণ-সরোজে,—
আগে বধ ব্রহ্মময়ি!—মোর কু-মতি-রক্তবীজে,—
ও তোর ভক্ত দাশরথি,—
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে॥ ৪৬

সুরট—আড়া।

এ কি রে হইল আমায়।
নয়ন মেলিতে দেখি,—নয়নে শ্যামায়॥
যদি আঁখি মুদে থাকি, বলা যায় সে কথা কি,
অন্তরে ব্যাপিত দেখি,—সদা শ্যামা মায়॥ ৪৭

সুরট—কাওয়ালী।

কি জন্যে ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন।
ত্যজ দুষ্টাহার-সংসার এখন,—
তারা-নাম-মহৌষধি কর রে সেবন,—
কু-মতি-চূর্ণ আর ভক্তি-মধু তার অনুপান॥
যাবে সব বেদনা শুনরে মন-বেদে।
কালী-নাম-পাবকে কর রে তনু-স্বেদে,

নয়ন-রোগ-নাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,
তারাতে দেখিবে তারা,—
তিনি দিলে জ্ঞানাঞ্জন ॥
নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন,
তবে ত হইবে প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন,
যোগ-সুধা পথ্য ক'রে, হবে বল্—হ'লে পরে,
আরোগ্য-নির্ব্বাণ-পুরে দাশরথির গমন ॥ ৪৮

শ্রীশ্রীশিব-দুর্গা বিষয়ক।

ভৈরবী—একতালা।

ত্রাণ কর, হে শঙ্কর!
আশুতোষ নাম, গুণে গুণ-ধাম,
হর মম দুঃখ হর,—হর!
বিপদ-কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারি!
বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর,—
পাপে হ'য়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি,
ওহে গঙ্গাধর! ধর ধর ॥
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ-হারি!
ত্রিপুরান্তক ত্রিশূল-ধারি!

ত্রিজগৎ-পাপ-তাপ নিবারি !
কৃপা-নয়নে হের,—
কি করি শঙ্কর ! শমন-কিঙ্কর,—
বাঁধে কর হে ! কি কর কি কর !
কর শত্রু-জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয় !
দাশরথি কাঁপে থর থর ॥ ৪৯

সিন্ধু—পোস্তা।

ত্বং মায়া-রূপিণী দুর্গে !
কে জানে মায়া,—জননি !
কখন দরিদ্র-জায়া, কখন হও রাজ-রাণী ॥
ত্বং পুরুষ—ত্বংহি কন্যা, ধন্যা তুমি—তুমি দৈন্যা,
দয়াময়ী—দয়াশূন্যা, সৃজন-লয়-কারিণী ॥
তুমি সুখ—তুমি ক্লেশ, ত্বং পীযূষ তুমি বিষ,
তুমি আদ্য তুমি শেষ, তুমি অনাদ্যা-রূপিণী ॥
সরলা—অতি দুর্বলা, অচলা—অতি চঞ্চলা,
কুলহীনা—কুলবালা, কুলোজ্জ্বলা—কলঙ্কিনী ॥ ৫০

ছায়ানট—কাওয়ালী।

হেরম্ব-জননি ! হের মা দীনে।
হে দীনতারিণি !—দুঃখ দিওনা আর দীনে ॥

যায় যায় যায় প্রাণ,— মা! দেহ দহে পাপাগুনে॥
ডাকি অনিবার,—একবার কৃপা-নয়নে,
কর দৃষ্ট,—দুরদৃষ্টহরা তারা।
ভূ-ভার-হারিণি! তোরে,—
কি ভার দীনের ভারে,—
সুধাকরে করে ধরে,—করুণা হৈলে বামনে॥ ৫১

সিন্ধু—পোস্তা।

যা কর গো দুর্গে! ভব-দুঃখে—দুঃখহরা তুমি।
করিয়ে কু-কর্ম্ম,—অঙ্গ—ঢেলেছি তরঙ্গে আমি॥
নিত্য ধন না করি তত্ত্ব, নীচ-কর্ম্মাশ্রিত নিত্য,
সাধিলাম অনিত্য অর্থ, ব্যর্থ এসে কর্ম্ম-ভূমি॥ ৫২

সুরট—একতালা।

গিরিশ-রাণি! পরমেশানি! সম্প্রতি মা! হের!
দীন-দয়াময়ি! হের মরি দীনে,
দিন গত,—দিন দেহি মা! সুদীনে,
দিনমণি-সুত এল দিন গ'ণে,
নির্গুণে নিস্তার॥

মা! তুমি যা কর,— শিখর-তনয়া!
প্রখর কলুষে দহে মম কায়া,
গুণ-হীন-দোষ নিজগুণে নিবার,—
স্মরণ-মনন-সাধন না জানি,
দাশরথি অতি ভীত,—মা ভবানি!
শঙ্কাবারিণি,—শঙ্কর-রাণি!
সঙ্কটে উদ্ধার॥ ৫৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দুর্গে! পার কর এ ভবে।
দেখে পাপের ভার,—কুব্যবহার,
তুমি ভার হ'লে মা! কে ভার সবে॥
রাজন ভাজন কিম্বা অভাজন,
কে তব অপ্রিয় কে বা প্রিয়জন,
কি সুজন দীন-জন কি দুর্জ্জন,—
সৃজন তোমারি সবে;—
যা কর মা! শমন এলো শীঘ্রগতি,
দাও যদি মা! গাত—দেখিয়ে দুর্গতি,
তবে দাশরথির গতি,
(নয়) অসঙ্গতি দুর্গতি সদত রবে॥ ৫৪

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি রূপ-মাধুরী!
হিমগিরি-রাজসুতা রাজরাজেশ্বরী।
পদাশ্রিত পঞ্চে, পঞ্চদেব মঞ্চে,
বঞ্চে ত্রিপুরা সুন্দরী॥
কত মায়া—তাতো জ্ঞাত নাহি কালে,
বিধিতে বিদিত নাহি কোন কালে,
দক্ষযজ্ঞ-কালে মায়ায় মহাকালে,
ভুলালেন ঐ রূপ ধরি॥
ও পদ দাশরথি! কেন না চিন্ত শুনি,
যে পদ-চিন্তাতে আছেন চিন্তামণি,
ব্রহ্মা-চিন্তামণির চিন্তা-নিবারিণী,
ঐ বিল্বগ্রামেশ্বরী॥ ৫৫

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক।

খাম্বাজ—একতালা।

জীব-মীন রে! জীবন গেল।
হ'য়ে কাল, পেয়ে কাল, কাল-ধীবর এলো।
বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানিবে কর্ম্ম-সূত্রে,
ফেলিয়া জঞ্জাল-জাল॥

কেন আশ্রয় করলি এ সংসার-বারি,
কাল, জাল যা'য় ফেলিতে অধিকারী,
এ পাপ-জল-অরি, পরিহরি হরি,
চরণ,—গভীর-জলে চল ॥
দাশরথি বলে,—নয়ন-জলে ভাসি,
জল কেন হ'য়ে এ জল-অভিলাষী,
যে জল মাঝারে জ্বলে দিবা-নিশি,
কলুষ বাড়বানল ॥ ৫৬

খাম্বাজ—একতালা।

মম মানস শুকপাখি!
সুখ-মোক্ষধাম,—সুকোমল নামটী কমল-আঁখি,—
ঐ বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর,
শুক নারদ যা'য় সুখী ॥
সদা বল তুমি কৃষ্ণ-রাধা-রাধা,
পাবে সুধা,—ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা,
কেন খাও রে ফলহীন ফল সদা,
বিষয়-কাননে থাকি।

আশা-বৃক্ষে বাস আর কেন নিয়ত,
এখন হও দাশরথির অনুগত,
আয় রে আমি তোরে হেম-বিনিন্দিত,
প্রেম-পিঞ্জরেতে রাখি ॥ ৫৭

সিন্ধু—আড়-কাওয়ালী।

মন রে! বিপদে ত্রাণ আর হ'লিনে।
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে।
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে ॥
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি,—আর ভুলিনে।
সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে.—
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন!
সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে ॥
পাপ-ধূলি গায় মাখিলে,—হরিপদ-হ্রদজলে,—
একবার প্রবেশিয়ে, সে ধূলী তুই ধুলিনে,—
নিরখিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন,
দূরে রেখে আঁখিতে মাখিলিনে।

রে অধমাধিপ, তুইতো জ্ঞানপ্রদীপ,—
নিভাইলি—দাশরথিরে
নিস্তার-পথ দেখালিনে ॥ ৫৮

আলিয়া—কাওয়ালী।

বুঝি সঁপিলি রে স্বমন! আমায় শমনে।
কুপথ-ভ্রমণে পাবি রে ত্রাণ কেমনে ॥
ভেবেছ রে কি মনে,
একবার ভাবিলিনে রে রাধারমণে,
না ভেবে বরণ কাল,—
হলো রে হরণ কাল, চিরকাল,—
আসিবে পাইয়ে কাল, শিয়রে বসিবে কাল,
সে কালে তুই কি ডাকিবিনে রে কালদমনে ॥ ৫৯

মল্লার—কাওয়ালী।

চল গো হেরিগে কালার কাল-বরণে।
কালান্ত কেন আরো, প্রাণান্ত হলো মোর,
একান্ত যাব সখি! সে কান্ত-সদনে ॥
সাজ সাজ সখি! সব সাজ সদনে,—
চল সে বনে—সেই পদ-সেবনে,
বিপদভঞ্জন হরির শ্রীপদ-দরশনে ॥

সাজ সাজ সখীসব! যাতনা কত আর স'ব,
দিয়ে সব হয়ে সবে শবাকার,—
হৃদয়ে উৎসব নাই আর সবার;—
ব্যাকুল হইয়ে কালার বাঁশীর রবে,
কুল-গৌরবে কেবা রবে,—
গোকুল মাঝারে সখি গো! কুল-ভয় কেনে॥ ৬০

আলিয়া—কাওয়ালী।

জীব! জান না কি হবে জীবনান্তে।
আছে চরমে পরমাপদ,—শমন-সহ বিবাদ,—
হবে না,—হরির চরণ-বিনে চিন্তে॥
দুর্লভ জনম ল'য়ে ভবে কি কাজ করিলি,
যখন জননী-জঠরে ছিলি,—
ব'লেছিলি ভজিব শ্রীকান্তে;—
পরিহরি হরি-পদ, পরিবারে সদা সাধ,
তবে, মিছে কেন পরিবাদ;—এলি কিন্‌তে॥
অদ্য অথবা শতান্তরে, দেহ যাবে, নাহি রবে তো,-
র'য়েছ কি গৌরবে রে!—
নাম যাবে,—দাশরথি!—শয়ন করিয়ে ক্ষিতি,

নয়ন মুদিয়ে হবি শব রে!
যাবে দারা-সুত-সহিত উৎসব রে!
শব দেখি যাবে সবে, তখন সে ভার কে সবে,
কেন না মজিলি, কেশবের পদ-প্রান্তে॥ ৬১

খাম্বাজ—আড়া।

জীবের আর ক'-দিন,—এ দেহে জীবন রবে।
আজ যদি না বলো,—তবে কৃষ্ণ- কথা কবে ক'বে॥
দেহ-তত্ত্বে মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ,
চিন্ত নীল-দেহ,—(কেন) মিছে দেহের গৌরবে র'বে॥
কি চিন্ত রে দাশরথি! বাকী দিন আর অল্প অতি,
আর কবে শরণ,—হরির চরণ-পল্লবে লবে॥ ৬২

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ও রে অচেতন কেন তুমি,—চিত!
এ নহে উচিত,—হর যা'য় বাঞ্ছিত,—
না চিন্তিয়া চিন্তামণি,—পদ হইলে বঞ্চিত।
তাঁরে চিন্তা বিনা গতি, পথের কোন সঙ্গতি,—
নাহি বিধি,—বিধি-বিরচিত,—
ভব-দুস্তরে নিস্তার,—চিত! নাহি কদাচিত॥ ৬৩

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক।

মেঘ-মল্লার—একতালা।

আমায় কে শুনালি রে,—
এমন সময় শ্রীরাম-নামের ধ্বনি।
ছিল আমার চিত, মরণে বাঞ্ছিত,
সুধাতে সিঞ্চিত,—হ'ল অমনি॥
এমন দিন কি হবে, হয় না অনুভবে,
বাদী বিধি আমায় সে নিধি মিলাবে,
হৃদয়-মাঝে শ্রীরামচন্দ্রের উদয় হবে,
পোহাবে কি আমার কুহূ-রজনী॥
দুঃখে স্থান দিয়েছি অন্তরে,
(এখনি) দূর ক'রে দিই তারে,
আমি দুঃখেরে পাঠাই দূরে,
কত দূরে,—বল সে চিন্তামণি॥ ৬২

ঝিঁঝিট—যৎ।

ওহে দিনমণি-কুলোদ্ভব দীনবন্ধু রাম!
দীনে তাঁরো,—তাইতে তারকব্রহ্ম নাম॥

দুস্তর-ভব-কাণ্ডারী, দুর্জ্জন-দমন-কারী,
দুর্ব্বলের বল তুমি দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
দশ জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ-নাশ,—
মানসে দাশরথি রেখেছে—
শ্রীরাম-নাম মোক্ষ-ধাম॥ ৬৫

ব্রহ্ম-বিষয়ক।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভাব,—নির্ব্বিকার নিত্য-নিরঞ্জন।—
যে করে ত্রিজগ-জন-সৃজন,—আয়োজন বিসর্জ্জন॥
সে জনে নির্জ্জনে ভাব,—
স্বত্ত্ব-রজঃ-তমো-বিসর্জ্জন॥
ভাব ব্রহ্ম সনাতনে, চেতনে যতনে,—
সে রতনে সহজ প্রেমে কর উপার্জ্জন;—
বৃথা পূজনে কি আছে প্রয়োজন॥
সর্ব্ব-মনোরঞ্জন, সর্ব্বজন-প্রিয়জন,
সর্ব্ব ঘটে ঘটে বিরাজমান,—
দেখা ঘটে—কৃপা করলে সাধু জন;—
গুরু দিয়েছেন যার চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন॥ ৬৬

দেহ-তত্ত্ব।

কল্যাণ—মধ্যমান।

রাগ-চণ্ডালেরে আগে প্রাণে কর নিধন।
ভূত হবে বশীভূত,—সব রিপু পরাভূত,
গুরু-দত্ত মহা-তত্ত্বমসি,—কর আরাধন॥
আগমে বলে ঈশান, শান-ঈ শান-ঈ-শান,
"মরা মরা" বলিতে,—হবে রাম-সম্বোধন,—
সাধনের এই সার, অসার হবে সুসার,
সদাশিব মন-সাধে,—সাধে সে পরম ধন॥ ৬৭

সুরট—কাওয়ালী।

দেখি রে কত জ্বালা সয়!
জল-আশয় ক'রে কিসে পাব জলাশয়॥
পিপাসা কেমনে বারি, যাই,—যথা পাই বারি,
তত্ত্ব করি পলাবারি,—তাতেও নিরাশয়।
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে,—আসিয়ে প'ড়েছি কারে,
এখন ডাকিব কা'রে,—জীবন-সংশয়,—
হৃদি-পুর—দীর্ঘিকায়, কিম্বা মণি-কর্ণিকায়,
কালী-হ্রদে শিব-কায়,—পড়িলে ডুবায়॥ ৬৮

ব্যঙ্গ-রঙ্গ।

আলিয়া—কাওয়ালী।

সই লো ! তোর মরা মানুষ ফিরেছে ;—
কিন্তু পচে নাই,—কিঞ্চিৎ র'সেছে।
আমি দেখে এলাম রাণাঘাটে,—
ভাস্তে ভাস্তে আস্তেছে॥
নেড়া মাথা বুনো ওল,
ফুলিয়ে হয়েছে ঢোল,
বোধ করি,—রসা সাল্সা খেয়েছে,—
শুন ও লো যতি। হবে তোর পতি,
আবার অভিমানে, মনের দুঃখে,
ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে॥ ৬৯

পরিশিষ্ট।

বন্দনা।

(এই পাঁচালী-গ্রন্থের "ভূমিকায়" "দ্বিতীয় বন্দনা"র কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ অংশ ছাপা হইবার পর, আমরা সম্পূর্ণ বন্দনাটি প্রাপ্ত হই। এ স্থলে তাহা যথাবৎ সন্নিবেশিত করিলাম।)

বিষ্ণুরব করি মুখে, প্রথমতঃ করিমুখে,
করি স্তুতি করিয়া যতন।
সহ দুর্গা শূলপাণি, চক্রপাণি বীণাপাণি,—
স্মরি কাব্য করি বিরচন ॥
হর-চিত্ত-হর হরি, রাধার কলঙ্ক হরি,
দেন তত্ত্ব শুন যথাবিধি।
কংস-ধ্বংস-বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
রাবণান্ত বৃত্তান্ত আদি ॥
থাকে গ্রন্থ দোষ-ভুক্ত, ত্যজে দোষ তোষ-যুক্ত,
স্ব-গুণে হবেন যত গুণী।
যে দুগ্ধে মিশ্রিত নীর, নীরাংশ ত্যজিয়া ক্ষীর,—
হংস-বংশে পান করে শুনি ॥

গ্রাম-নাম বাঁদমুড়া, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-চূড়া,
দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহং দীন তত্তনয়, পিলায় মাতুলালয়,
ইদানী মাতুল-ধামে ধাম॥
সাধুর সন্তাপ-দূর,—জন্য যত সুমধুর,
সারতত্ত্ব হইল যোজন।
শ্রবণেতে জীব মুক্ত, ভারতী ভারত-উক্ত,—
শ্রীগোবিন্দ-গুণানুকীর্ত্তন॥
অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ,
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম-বিচ্ছেদের বাণী,
রসিক-রঞ্জন রসরঙ্গ॥
তদন্তরে নানা গীত, নানা-রাগ-সম্মিলিত,
সুললিত ললিত প্রভৃতি।
রচিল পাঞ্চালী গ্রন্থ, পাঞ্চালীর পঞ্চ কান্ত,—
সখা-চিন্তাযোগে দাশরথি॥

সম্পূর্ণ।

৺ দাশরথিরায়-কৃত

পাঁচালীর ব্যাখ্যা।

ভূমিকা।

প্রথম—গণেশ-বন্দনা।

১। সিদ্ধি করিবারে—সিদ্ধ করিবার জন্য, পূর্ণ করিবার জন্য। আশ—আশা, (কর্ম্মপদ) আশাকে। বর-অভিলাষ—(বহুব্রীহি) বরপ্রার্থী, বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন, অথবা বর। অভিলাষ—(লুপ্ত হেতু তৃতীয়া) দেবতার বরের আকাঙ্ক্ষায়, বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়া। করিবরবদনে—গজেন্দ্রবদনকে, গণেশকে। প্রণতি—প্র+নম+ক্তি; প্রণাম করি। আমি কবিযশঃপ্রাপ্তির আশা পূর্ণ করিবার জন্য বরপ্রার্থী হইয়া বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়া গণেশকে প্রণাম করিব। গণেশ যে গজানন হ'ন তাহার কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শিবপুরাণে কথিত হইয়াছে। শনির দৃষ্টিতে শিশু গণেশের মস্তক বিনষ্ট হইলে গজরাজের মস্তক গণেশদেহে যোজিত হয় এবং গজরাজের দেহে নবসৃষ্ট মস্তক যোজিত হয়। অনন্তর উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হন। ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মত।

দুর্গা একটী পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করেন। তাহার মুখ হস্তীর ন্যায় হয়, সেই হস্তিমুখ-পুত্তলিকার প্রাণ দান করিলে, তিনিই গণেশ হন। শিব-পুরাণের মত এইরূপ।

গণেশধ্যানে কথিত হইয়াছে—

"গজেন্দ্রবদনং——সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু"

কবি, তাই সিদ্ধি প্রার্থনায় গণেশ-বন্দনা করিয়াছেন। গণেশের পূজা সর্ব্বাগ্রে বিহিত, যথা ভবিষ্যপুরাণে—

'দেবতাদৌ যদা মোহাৎ গণেশো ন চ পূজ্যতে।
তদা পূজাফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ॥'

বহ্বৃচ গৃহ্যপরিশিষ্টে কথিত হইয়াছে—'আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যঃ' বিনায়ক অর্থাৎ গণেশ।

এই পূজা সম্বন্ধে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অন্যপ্রকার মত আছে।

অগতি—যাহার উপায় দুর্লভ, পাপী বা দরিদ্র। গতি-গতি—(বহুব্রীহি) প্রথম গতিশব্দের অর্থ নিস্তারের বা দুঃখনাশের উপায়, দ্বিতীয় গতিশব্দের অর্থ প্রাপ্তি, প্রবেশ বা উপাসনা। যাঁহাতে প্রবেশ বা যাঁহার উপাসনা করিলে পাপীর নিস্তার হয়।

'পাপং পুনাসি বৈ যস্মাৎ তস্মাৎ পাবক উচ্যসে।' দিব্যতত্ত্ব। অথবা যাঁহার উপাসনায় দরিদ্রের ধন লাভ হয়। যথা, মৎস্যপুরাণে—

'ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।'

নমামি—নম+লট্+মি, নমস্কার করি, (নমামি, বন্দে, তব, মম, অহং, তস্য, ত্বং ইত্যাদি কতিপয় সংস্কৃত পদ বাঙ্গলার পদ্যে ব্যবহৃত হয়; আধুনিক পদ্যে এ সকল পদের প্রচলন কম হইলেও পূর্ব্বে বহু প্রচলন ছিল।) মানস—মানসে, মনে মনে। অতি—অতিশয়, (নমামি ক্রিয়ার বিশেষণ)। শীঘ্রগতি-গতি—(বহুব্রীহি) শীঘ্রগতি—শীঘ্র অবস্থা,

শীঘ্র অবস্থায়—(শীঘ্র) যাহার গতি গমন—অর্থাৎ আশুগবায়ু।
সঙ্গতি—সং+গম+ক্তি (কর্ত্তরি) অর্থাৎ সঙ্গী। বায়ুর সঙ্গী—যাহার সখা বায়ু। বায়ুসখা, অগ্নি। যাঁহার কৃপায় অগতির গতি-হয় সেই অগ্নিদেবকে আমি মনে মনে দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

কালিকা পুরাণে লিখিত আছে ;—

'শিবং ভাস্করমগ্নিঞ্চ কেশবং কৌশিকীং তথা।
মনসা নার্চ্চয়ন্ যাতি দেবলোকাদধোগতিম্ ॥'

শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব এবং দেবীকে অন্ততঃ মনে মনেও পূজা না করিলে দেবলোকে স্থান পায় না, নরকগামী হয়।

২। প্রণমামি—প্র+নম+লট্+মি ; প্রণাম করি। করি—করিয়া। কমলযোনি—ব্রহ্মা ; বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মার নাম কমলযোনি। রত্ন—রত্নবৎ, অতি আদরের বস্তু। কমলা—লক্ষ্মী। কমলাক্ষ—পুণ্ডরীকাক্ষ, নারায়ণ। আমি যত্ন করিয়া ব্রহ্মার আদরের বস্তু নারায়ণকে লক্ষ্মীর সহিত প্রণাম করি।

'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥' বামনপুরাণ।
'সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সম্পূজ্য বিষ্ণুবল্লভাম্।'
দেবীপুরাণ।

বন্দি—বন্দনা করি। বীণাপাণি—সরস্বতী, (কর্ম্মপদ)। বাণীকৃপা—সরস্বতীর দয়া। বাণীবিহীন—কথাহীন, বাক্‌শক্তি-বর্জ্জিত। সুরাদি—দেবতা প্রভৃতি ; দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইত্যাদি। ('সুরাদি নর যক্ষ' পদ্যে মার্জ্জনীয় ; সুর, নর, যক্ষাদি এইরূপ হওয়া উচিত)। আমি সেই বীণাপাণি সরস্বতীর বন্দনা করি ; যাঁহার কৃপা ব্যতীত দেবতা, যক্ষ, মানব ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ জীবগণ বাক্‌শক্তি-হীন হইয়া যায়।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।'

এবং 'সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥'

ইত্যাদি মার্কণ্ডেয়পুরাণস্থ দেবীমাহাত্ম্য বচন প্রভৃতি প্রমাণে জানা যায়, লক্ষ্মী-সরস্বতীও দুর্গা হইতে অভিন্না। সুতরাং লক্ষ্মী-সরস্বতীর বন্দনা হইলেই দুর্গাবন্দনা হইল। অভেদ-বুদ্ধিসম্পন্ন কবি এই অভিপ্রায়েই পঞ্চদেবতার বন্দনামধ্যে দুর্গাবন্দনা নিবেশিত করেন নাই।

স্কন্দপুরাণে আছে—

'সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন সর্ব্বং সিধ্যতি বাঙ্ময়ম্।'

সরস্বতী যে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী তাহা সুপ্রসিদ্ধ, গ্রন্থ রচনায় দক্ষতা লাভের জন্য তাঁহার বন্দনা করা চিরপদ্ধতি।

৩। ভব-চরণে—ভবের চরণে ; (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) ভব-অর্থে শিব। ভব-নিধি-নিস্তরণে—সংসার-সাগর হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ; ভব—সংসার। নিধি—জলনিধি (একদেশগ্রহণেন সমুদায়গ্রহণমিতিন্যায়াৎ ভীমো ভীমসেন ইত্যাদিবৎ)। অথবা ভব-সংসারই যাহাদের পক্ষে নিধি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রত্নস্বরূপ, তাহারাই ভবনিধি, সংসারের দাস। সংসারে আসক্ত সংসার-দাসেরাও শিবের চরণের গুণে নিস্তার পায়। এইজন্য 'ভবনিধি নিস্তরণে' ইহা চরণের বিশেষণ ; বিশেষণে বিভক্তি ছন্দো-রক্ষার জন্য, অথবা 'নিস্তরণে' এই একার বিভক্তি-চিহ্ন নহে, ছন্দো-রক্ষার জন্য প্রাচীন রীতিক্রমে একটী অতিরিক্ত একার যোজিত হইয়াছে। বিশেষ্য পদের পরে বিশেষণপদের স্থিতি পদ্যে নিতান্ত অমার্জ্জনীয় নহে। 'ভবে জন্ম হত যৎকৃপায়'—যাঁহার কৃপা হইলে সংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; সেই শিবের চরণে প্রণাম।

'জ্ঞানন্তু শঙ্করাদিচ্ছেৎ' 'শিবপ্রসাদেন হি মুক্তিরুত্তমা'

ইত্যাদি আহ্নিকতত্ত্ব ও শিবার্চ্চনদীপিকাধৃত মৎস্যপুরাণাদি বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, শিবের প্রসাদে জঠর-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অথবা এই পদ্যেই হরপার্ব্বতীর বন্দনা আছে, যথা,—

ভবনিধি—ভবের নিধি (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। ভব—অর্থে শিব, নিধি অর্থে অসামান্য রত্ন; যিনি শিবের অসাধারণ রত্নের ন্যায় আদরের বস্তু, তিনিই ভবনিধি, তিনি পার্ব্বতী। আমি নিস্তারের জন্য ভবচরণে প্রণাম করি এবং ভবনিধি অদ্যাশক্তিকে প্রণাম করি। ভবনিধির পাদপদ্ম সদা-শিবেরই আয়ত্ত, সেবক সন্তান সে চরণ পাইব না ভাবিয়া অভিমান-ভরে এখানে আর চরণের উল্লেখ করিলেন না। নিস্তরণে (চতুর্থী বিভক্তি)। যৎকৃপায়—(যয়োঃ কৃপা, যৎকৃপা) যে দুজনের কৃপায় ভবে জন্ম হয় না।

'যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।' মার্কণ্ডেয়চণ্ডী।

দিনপতি—সূর্য্য, (সম্বোধন) হে দিনপতি, (সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে দিনপতে!' কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য পদ্যে এরূপ ব্যবহার অল্প)। দিনান্ত—দিন গত, অর্থাৎ মরণ কাল উপস্থিত। ত্বং—তুমি। বিতর—বি+তৃ+লোট্ হি, দান কর; দীনপতি উপায় দান কর। হে সূর্য্য! আমি তোমাকে প্রণাম করি, মরণ কাল উপস্থিত প্রায়, সম্প্রতি দীনহীনের নিস্তারের উপায় কর।

'সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।'
ঈশোপনিষৎ।

৪। অহং—আমি, অহং অতি হীনবুদ্ধি—অহমতি হীনবুদ্ধি, অর্থাৎ আমি, অতি নির্ব্বোধ; সুতরাং আমার গ্রন্থমধ্যে বর্ণাশুদ্ধি, দূষ্য কথা, গ্রাম্য কথা এবং শাস্ত্রবহির্ভূত কথা থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভব; কিন্তু আমি 'অগণ্য'—গণনার অযোগ্য, যত সগুণ অর্থাৎ গুণবান্ আছেন, তাঁহারা

'স্বগুণে'—নিজগুণে আমার দোষ অগণ্য করিয়া অর্থাৎ গণনা না করিয়া 'ধন্য' অর্থাৎ আমাকে কৃতার্থ করিবেন বা আমার প্রশংসাই করিবেন।

৫। তুল্য—তুল্যতা, তুলনা (ভাবপ্রধান নির্দ্দেশ) দিতে—প্রদান করিতে। অপ্রমাণ—প্রমাণাভাব। যাঁহার তুলনা প্রদানে প্রমাণ নাই, অথবা অপ্রমাণ শব্দে অযোগ্য অর্থাৎ যাঁহার তুলনা প্রদানের যোগ্য পাত্র নাই,—যাঁহার মান মান্ধাতার তুল্য, ভূপবর্গের শীর্ষস্থানীয় সেই বর্দ্ধমান-নিবাসী শ্রীমান্ ভূপতির অধিকারস্থ ভূমি বাঁদমুড়া গ্রাম।

৬। সেই গ্রামে কুলীনগণের বাস, এইজন্য গ্রামের বিশেষ গৌরব আছে; তথা হইতে অল্পদূরেই গঙ্গা। ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা। "ভাগীরথী ত্রিপথ-গা ত্রিস্রোতা ভীষ্মসূরপি" অমরকোষ। ধাম—বাস। দ্বিজরাজ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

৭। তস্যাত্মজ,—তাঁহার পুত্র। অহং—আমি। দীন—দরিদ্র, অর্থাৎ অকৃতী। এ সঞ্চয়—এই সঞ্চয়, গ্রন্থ রচনা কৌশলের সঞ্চয় অর্থাৎ শিক্ষা। আমি তাঁহার অকৃতী পুত্র; আমি ব্রাহ্মণের আজ্ঞাধীন, কেবল ব্রাহ্মণ-চরণবলেই গ্রন্থরচনা-কৌশল প্রভৃতির শিক্ষা হইয়াছে। তদন্তরে—তৎপরে। দীনের নিবেদন—এই যে দীনের দ্বিতীয় পরিচয় সর্ব্বজনে শ্রবণ করুন।

৮। ধরি—ধারণা করি, বিশ্বাস করি। পৃথিবীর মধ্যে অগ্রদ্বীপকে ধন্য ও অগ্রগণ্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যথা—যেখানে। যেহেতু অগ্র-দ্বীপে শ্রীগোপীনাথের অদ্ভুতলীলা বর্ত্তমান। যাম্য—দক্ষিণ। তাহার নিকটস্থ দক্ষিণদিকে জনরম্য এক গ্রাম আছে, গ্রামের নাম পিলা; এই পিলা গ্রাম পাটুলিসমাজের পার্শ্বে বিদ্যমান। জনরম্য—লোকে রমণীয়, মনোহর, উত্তম।

৯। কত দেব-দেব্যালয়—কত দেবদেবীর মন্দির সেই গ্রামে আছে, তথায় এই দীনের মাতুলালয়। মাতুলের নাম শ্রীরামজীবন চক্রবর্ত্তী, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের স্থায় অশেষগুণসম্পন্ন এবং জীবন্মুক্ত। কবি মাতুলের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিযুক্ত বলিয়াই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যাঁহার সংসার-বন্ধনের হেতু অজ্ঞান থাকে না; কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রভাবে দেহ বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। মৃত্যুর পর প্রায় সকলেরই গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কেবল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের তাহা হয় না। জীবন্মুক্তের মৃত্যু অর্থাৎ দেহপাত হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। এযুগে আমরা জীবন্মুক্ত দেখিতে পাই না।

১০। ধন্য—প্রশংসনীয়। তস্য—তাঁহার। হৃদে—হৃদয়ে। চিন্তে—চিন্তা করিয়া। ত্রিলোচনী—দুর্গা। হৃদয়ে দুর্গাকে চিন্তা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ সেবক ব্রাহ্মণ দাশরথি গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত।

দ্বিতীয় বন্দনা।

১১। বিষ্ণুরব—বিষ্ণুর নাম, নারায়ণের নাম।

করিমুখে—গণেশে। স্তুতি—স্তব।

বিষ্ণুরব ইত্যাদি—মুখে বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে গণেশের পূজা এবং তাঁহার স্তুতি করিতেছি।

সহ—সহিত। শূলপাণি—মহাদেব। চক্রপাণি—বিষ্ণু।

বীণাপাণি—সরস্বতী। স্মরি—স্মরণ করিয়া।

সহ দুর্গা ইত্যাদি—দুর্গার সহিত মহাদেব অর্থাৎ হরগৌরী এবং বিষ্ণু ও সরস্বতীকে স্মরণ করিয়া আমি এই পাঁচালী কাব্য রচনা করিতেছি।

১২। ধাম—বাড়ী। ব্রাহ্মণচূড়া—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

অহং—আমি। তৎ-তনয়—তাঁহার পুত্র।

ধাম ইত্যাদি—বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দেবীপ্রসাদ দেব শর্ম্মার বাস। আমি (এই দাশরথি রায়) তাঁহারই পুত্র। পিলা গ্রামে আমার মামার বাড়ী। এখন মামার বাড়ীতেই আমার বাস।

১৩। ভগবচ্চরণে—ভগবানের চরণে।

সঁপে মতি—মন অর্পণ করিয়া। পাঞ্চালীর—দ্রৌপদীর।

পঞ্চ কান্ত—পাঁচটি স্বামী। সখা—বন্ধু। পঞ্চালী—পাঁচালী।

পাঞ্চালীর ইত্যাদি—দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবের যিনি বন্ধু—শ্রীকৃষ্ণ।

চিন্তা-যোগে—ধ্যান করিতে করিতে, অথবা শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তারূপ যে যোগ, সেই যোগের বলে। ভগবৎচরণে ইত্যাদি ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মে মন সমর্পণ করিয়া, দ্রৌপদীর পঞ্চ পতির সখা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বলে দাশরথি এই পাঁচালী গ্রন্থ রচনা করিল।

জন্মাষ্টমী।

মথুরায় দৈত্যরাজ কংস অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। লোক সমূহের উপর নানারূপ পীড়ন করিতে লাগিল। হরিনামে—ভগবানের নামে—দেব-ব্রাহ্মণে তাহার ঘোরতর বিদ্বেষ জন্মিল। কংস-রাজ্যে বাস করিয়া যে ব্যক্তি একবার মাত্রও হরি-নাম উচ্চারণ করিত, সে আর বহুক্ষণ জীবিত রহিত না; কংসের আদেশে অবিলম্বে তাহার হত্যা করা হইত। শাস্ত্র-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ হরিনামসেবী ভাগবদ্‌গণ নানারূপে উৎ-পীড়িত হইতে লাগিলেন,—অনেকেই কংস-রাজ্য ত্যাগ করিলেন।

পৃথিবী আর কংসের ভার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গিয়া মনোদুঃখ জানাইলেন,—প্রতিকারের প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা,—পৃথিবীকে লইয়া,—ক্ষীরোদসাগরের তীরে শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরিকে পৃথিবীর মনঃ-কষ্টের সকল কথা জানান হইল। দয়াল শ্রীহরি তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দৈববাণীতে কহিলেন, আমি পৃথিবীর ভার ঘুচাইবার জন্য দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। অতঃপর শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধ-রাত্রে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। ইহাই জন্মাষ্টমী।

কংসভার-পীড়িতা পৃথিবীর প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গমন,—পরে ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরির নিকট যাত্রা,—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত। দাশরথি রায় মহাশয় এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ। তবে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—"ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত

হইয়া, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন, আর সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার-জন্য-ক্লেশ অপহরণ করিবে" ইত্যাদি। (বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, প্রথম অধ্যায়)।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অন্যরূপ। "পৃথিবী দেবগণের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া, দৈত্যগণের ভারাদি-জনিত পীড়ন নিবেদন করিলেন। * * জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করত দেবগণ ও পৃথিবীর সহিত কৈলাসে শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। * * পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর উভয়ে ভক্তগণের ক্লেশের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন; ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর দেবগণকে ও বসুন্ধরাকে সযত্নে আশ্বাস দান করিয়া, গৃহে প্রেরণ করিলেন। পরে উভয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মন্দিরে আসিয়া, তাঁহার সহিত বিবেচনা করত হরি-ভবন বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীহরি কহিলেন,—সুরগণ! তোমরা গোলোকে গমন কর; পশ্চাৎ আমি লক্ষ্মীর সহিত তথায় গমন করিতেছি। দেবগণও হরিকে প্রণাম করিয়া পরম অদ্ভুত গোলোক-ধামে গমন করিলেন। ইত্যাদি।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড; চতুর্থ অধ্যায়)।

হরিবংশে লিখিত আছে,—দেবর্ষি নারদই নারায়ণকে বলিয়াছিলেন,—"যে সমস্ত দানবকে আপনি নিহত ও নিরাকৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহারা মানুষ-শরীর ধারণ করিয়া, ভূলোকে মানবগণকে পীড়ন করিতেছে। এই সমস্ত দানব আপনার কথায় দ্বেষ করে এবং আপনার ভক্ত মানবগণকে হনন করিয়া থাকে। * * হে শ্রীধর! দুর্ব্বৃত্ত দানবকে আপনিই নিহত করেন; অন্য কোন ব্যক্তি তাহার বিনাশ

সাধন করিতে সমর্থ নহে। * * আপনি ক্ষিতিতলে আগমন করুন।” ইত্যাদি। (হরিবংশ, চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়)।

১। দ্বিজবর—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, (কর্ম্মপদ) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে। পীতাম্বর—বিষ্ণু; যাঁহার অম্বর পীতবর্ণ। অম্বর অর্থে বস্ত্র। “পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী” ভাগবত। বিষ্ণু ব্রাহ্মণরূপে ভূতলে বিরাজ করেন, ব্রাহ্মণের সহিত বিষ্ণুর ভেদ নাই প্রমাণ—

‘বিপ্রো মানবরূপী চ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।’ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

দ্বিজবরকে আরাধনা করিলে, সেই দ্বিজের বরে অর্থাৎ আশীর্ব্বাদে কি না হয়?—ধর্ম্ম, অর্থ—ধন, কাম অর্থাৎ মনোগত স্ত্রীপুত্রাদি লাভ. এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে।

২। জীব—প্রাণী, মানব। মানব মনে করিলে, স্বগ্রামেই অনায়াসে স্বর্গ-ধাম প্রাপ্ত হয়; যেহেতু, যেখানে ব্রাহ্মণের বিশ্রাম, সেই স্থানই স্বর্গধাম। স্বর্গধাম—স্বর্গ, এবং স্বর্গতুল্য শ্রীধাম। শ্রীকৃষ্ণ যার জ্ঞান হরণ করিয়া লন সেই ব্যক্তিই গৃহ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যায়, নতুবা ব্রাহ্মণ-বিশ্রাম স্থানই বৃন্দাবনধাম। কেন না, ব্রাহ্মণ যখন সাক্ষাৎ নারায়ণ, তখন তাঁহার বিশ্রামস্থান বৃন্দাবন না হইবে কেন?

৩। শর্ব্বাণী—দুর্গা, শিবের মুখে সর্ব্বদাই এই কথা শুনেন যে ব্রাহ্মণ-চরণে সর্ব্বতীর্থ বর্ত্তমান। প্রমাণ যথা—

শিব, দুর্গাকে বলিতেছেন—

“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

কর্ম্মভূমি—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, যে স্থানে শুভাশুভ কার্য্য করিলে, সকলকেই স্থানান্তরে ফলভোগ করিতে হয়.

সেই স্থানই কর্ম্মভূমি বা কর্ম্মক্ষেত্র। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই কেবল-মাত্র কর্ম্মক্ষেত্র।

"বিশ্বকর্ম্মন্নিদং পুণ্যং কর্ম্মক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্।
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ভোগোঽন্যত্র শুভাশুভম্॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ যেন এই কর্ম্মভূমির বীজস্বরূপ। সর্ব্বকর্ম্ম বিফল ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ না হইলে, কোন কর্ম্মেই ফললাভ হয় না। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে,—"ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সমস্ত লোকযাত্রা হইয়া থাকে।" (অনুসাশনপর্ব্ব ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়)। মনু-সংহিতায় লিখিত আছে,—

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

১ম অধ্যায় ৯৮ম ও ৯৯ম শ্লোক।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমতী অবস্থা। ধর্ম্মার্থে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মসমূহ রক্ষার জন্য সর্ব্বজীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন।

৪। ধর্ম্ম বিফল ইত্যাদি—সত্য বিনা ধর্ম্মে ফল কি?

মনুসংহিতা বলিতেছেন,—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯২ম শ্লোক।

অপিচ,—"মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।" ৫ম অধ্যায় ১০৯ শ্লোক। অর্থাৎ ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ দশটী;—ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তি স্বত্ত্বে অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয়সংসর্গেও মনের অধিকার), অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (যথাশাস্ত্র মৃজ্জলাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) সত্য এবং অক্রোধ,—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং সত্য না থাকিলে, ধর্ম্মের পুর্ণতা থাকে না,—বিফল হয়। অপিচ, মন,—সত্য দ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে। মহাভারতে লিখিত আছে, সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ হইতেও এক সত্যই শ্রেষ্ঠ।

পথ্য—আরোগ্যযোগ্য খাদ্য।

ঔষধ বিফল ইত্যাদি—যাহার পথ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবলমাত্র ঔষধ-সেবনে তাহার কি ফল হইবে? সুপথ্যের এমনি গুণ যে, মহর্ষি চরক বলেন,—

"শেষত্বাদায়ুষো যাপ্যমসাধ্যং পথ্যসেবয়া।
লব্ধাল্পসুখমল্পেন হেতুনাশুপ্রবর্ত্তকম্॥" চরকসংহিতা; সূত্রস্থান।

অর্থাৎ,—"রোগ অসাধ্য হইলেও যদি আয়ুর বল থাকে, তবে পথ্য, সেবা প্রভৃতি গুণে কাল কাটিয়া যাইতে পারে।" ইত্যাদি।

গৃহ-বিফল ইত্যাদি—যে গৃহে অতিথি নাই,—অতিথির সেবা নাই,—সে গৃহ গৃহই নহে। মনুস্মৃতি বলেন,—

"দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ স ন জীবতি॥"

অর্থাৎ,—* * * দেবতা, অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃ-লোক ও আত্মা,—এই পঞ্চ জনকে যে ব্যক্তি পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি প্রদান না করে,

সে নিশ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও, জীবিত নহে; অর্থাৎ তাহার জীবন বৃথা।

নয়ন—চক্ষু। দৃষ্টি,—বস্তু দর্শন করিবার শক্তি।

নয়ন বিফল ইত্যাদি—চক্ষুতে যদি দেখিতেই না পাইলাম, তবে সে চক্ষু থাকায় ফল কি ?

ইষ্ট-পানে—ইষ্ট—পরম গুরু বা মঙ্গল। পানে—প্রতি।

ভবে—সংসারে।

দৃষ্টি বিফল ইত্যাদি—এ সংসারে আপন পরমারাধ্য দেবের প্রতি বা নিজ মঙ্গলের প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই,—তাহার দর্শন-শক্তি থাকা আর না থাকা দুইই সমান;—তাহার দৃষ্টিশক্তি থাকায় কোন ফল নাই।

৫। হরি—নারায়ণ। দ্বিজমুখে—ব্রাহ্মণের মুখে।

ভোজন আমার দ্বিজমুখে—শ্রীহরি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণের মুখেই আমি ভোজন করিয়া থাকি"; অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে খাওয়াইলেই আমাকে খাওয়ান হয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে;—

"ত্বং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে॥
যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥" ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ—"দেবলোক ও পিতৃলোক হব্য-কব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তদ্দ্বারা নিখিল জগৎসংসার রক্ষা হইবে বলিয়া, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন। বাস্তবিক স্বর্গবাসী দেবগণও যাঁহার মুখে হবনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ যাঁহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে আর কে আছে ?

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—"সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা ভগবান্ হরি, ব্রাহ্মণ-মুখে সমর্পিত হবিঃ দ্বারা যেরূপ তৃপ্ত হন, অগ্নিমুখে হুত হবিঃ দ্বারা তাঁহার সে রূপ তৃপ্তি হয় না।" (সপ্তম স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়)।

চতুর্ম্মুখের—ব্রহ্মার। ব্রহ্মার চারিটি মুখ।

চতুর্ম্মুখের ইত্যাদি—ব্রহ্মাও ঐ কথাই বলিয়া থাকেন।

পাষণ্ডগণে—পাপী বা নাস্তিক লোকসকল।

গণে—ঠিক করে ; মনে করে।

এখন অনেক ইত্যাদি—আজ কাল অনেক পাপী মনে করে, কলির ব্রাহ্মণে কোন সার বস্তু নাই।

৬। পায় না ফল ইত্যাদি—হাতে হাতে ফল পায় না।

বিষধরে—সাপে ; (এখানে) সাপকে।

বিষ নাই ব'লে ইত্যাদি—বিষ নাই মনে ক'রে বিষধর সাপকে ধরে। অর্থাৎ কলির ব্রাহ্মণে কোন বস্তু নাই' এই মনে ক'রে আজ কাল অনেক পাষণ্ড ব্রাহ্মণের অপমান করে। এই অপমান করার ফল হাতে হাতে পায় না ব'লেই তারা মনে করে, কলির ব্রাহ্মণে কোন বস্তু নাই।

অমোঘ—যাহা বিফল হয় না।

দ্বিজের বাক্য—ব্রাহ্মণের কথা।

কিন্তু অমোঘ ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ যাহা বলেন, তাহা কখনও বিফল হয় না।

মোক্ষ—মুক্তি।

নরের নরক-মোক্ষ—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে মনুষ্যের মোক্ষ লাভ এবং ব্রাহ্মণের শাপে নরকে পতন,—এই দুই-ই কাল পূর্ণ হইলেই ফলিয়া থাকে, এটা কিন্তু কেহই ভাবে না।

৭। যেই দণ্ডে—যে সময়ে। যমে দণ্ডে—যমে শাসন করে।

পাপ করে ইত্যাদি—পাপী যখনই পাপ করে, তখনি কি যম তাহার শাসন করিয়া থাকে ?

মনু বলিতেছেন,—

"না ধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥"

অর্থাৎ,—ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব করিতে পারে না, তদ্রূপ ইহ সংসারে অধর্ম্মাচরণের ফলও সদ্য পাওয়া যায় না ; পরন্তু অধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কালক্রমে এরূপ ঘটে যে, অধর্ম্মকর্ত্তা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দাশরথি রায় মহাশয়ও এই কথাই পরেই বলিতেছেন।

বাঞ্ছা পূর্ণ—ইচ্ছা পূর্ণ।

পুণ্য করলে ইত্যাদি—সৎকর্ম্ম করিলে, তাহার ফলও কি হাতে হাতে তখনি পাওয়া যায় ?

যেই দিবে—যে দিন।

বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি—যে দিন গাছ রোপণ করা হয়, সেই দিনই কি গাছে ফল ফলে ?

৮। কুপথ্য-যোগ—কুপথ্য আহার। কুপথ্য—যাহা আহার করিলে পীড়া হইতে পারে। মূল—হেতু, কারণ। ধাত্রী—ধাই।

৯। হাতে হাতে—তখনি, সঙ্গে সঙ্গে।

যে দিন দেয় ইত্যাদি—গুরু মহাশয়ের নিকট যে দিন বালকের লেখা-পড়া শিক্ষার আরম্ভ হয়।

চণ্ডী—চণ্ডীগ্রন্থ।

পাঠ হয় ইত্যাদি—যে দিন বালক বিদ্যারম্ভ করে, সেই দিনই কি সে চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করিতে পারে ?

গয়াভূমে—গয়াক্ষেত্রে। শাস্ত্রমতে পিণ্ডদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজনীয়তা। পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ'॥

যে দিন সন্তান ইত্যাদি—যে দিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই দিনই কি সে গয়ায় গিয়া, পিতার পিণ্ড দিয়া আসিতে পারে ?

১০। ব্রহ্মমন্যু—ব্রাহ্মণের অভিশাপ।

আশীর্ব্বাদ—আশীষ-কথা বা বর।

কালে ফলে ইত্যাদি—কাল পূর্ণ হইলেই ফলে ; বাদ যায় না।

দ্বিজ রূপে চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি—ব্রাহ্মণের রূপ চন্দ্র-সূর্য্যের তুল্য ; ব্রহ্মতেজের জন্যই ত ব্রাহ্মণ এত জ্যোতির্ম্ময়,—ব্রাহ্মণের এত তেজ।

১১। অসাধনে—ভজনা না করিলে। অধোগতি—পতন।

সাধিলে—ভজনা করিলে। সাদরে—আদরের সহিত।

অসাধনে ইত্যাদি—ব্রাহ্মণের আরাধনা না করিলে পতন ; এবং আরাধনা করিলেই উন্নতি ও সম্পদ লাভ হইয়া থাকে।

সাধ রে—ভজনা কর রে। দ্বিজ-পদ—ব্রাহ্মণের চরণ।

অতএব ইত্যাদি—অতএব যত্ন করিয়া ব্রাহ্মণের উপাসনা কর।

গান।—(ক)

মম—আমার। মানস—মন। সদা—সর্ব্বদা। ভজ—ভজনা করো।

দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ—ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম।

মম মানস ইত্যাদি—হে আমার মন! সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম ভজনা করো।

দ্বিজরাজ—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বামনে—খর্ব্বকায় লোকে।

বামন—যাহার দেহ খুব ছোট। দ্বিজরাজ—চাঁদ।

দ্বিজরাজ করিলে ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে অতি-খর্ব্বকায় বামনেও চাঁদ ধরিতে পারে।

হরিতে—নষ্ট করিতে। ব্যাধি—রোগ।

বৈদ্য—চিকিৎসক। বিধি—ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মণ-চরণ-রজঃ—ব্রাহ্মণের পদধূলি।

হরিতে অসাধ্য ব্যাধি ইত্যাদি—যে অসাধ্য রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা বৈদ্য খুঁজিয়া পান না, ব্রাহ্মণের পদধূলিই কেবল সে রোগের ঔষধ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে,—

"মহারোগী যদি পিবেৎ বিপ্রপাদোদকং দ্বিজ।
মুচ্যতে সর্ব্বরোগাচ্চ মাসমেকন্তু ভক্তিতঃ॥"

ব্রহ্মখণ্ডে ১১শ অধ্যায়।

অর্থাৎ যদি কেহ মহারোগী হইয়াও ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্র-চিত্তে একমাস কাল ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করেন, তাহা হইলে তিনি সকল রোগ হইতে মুক্ত হন।

ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব জ্বর হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিজরাজে—গরুড়ে। যাঁর গমন ইত্যাদি—গরুড় যাঁহার বাহন।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র।

যাহার নখরে ইত্যাদি—যাঁহার নখরে চন্দ্র বিরাজিত;—যাঁহার নখরে চন্দ্রের জ্যোতিঃ।

দ্বিজপদ—ব্রাহ্মণের পদ। হৃদয়-সরোজ—হৃদয়রূপ পদ্ম।

দ্বিজপদ ইত্যাদি—যাঁহার বক্ষঃস্থলে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন শোভমান।

হেন দ্বিজের—এমন শ্রীকৃষ্ণের। পূর্ব্বেই পাঁচালীকার মহাশয় বলিয়াছেন,—"দ্বিজরূপেতে পীতাম্বর"—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যাহা, নারায়ণও তাহাই, উভয়ে কোনরূপ ভেদপার্থক্য নাই। তাই এ স্থলে ব্রাহ্মণের কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের সহিত একাত্মক ব্রাহ্মণ-হিতকারী ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের কথাই গ্রন্থকার বলিতেছেন,—প্রথমে ব্রাহ্মণের বন্দনা করিয়া, পরে ভগবানের বন্দনা করিতেছেন।

যাঁর গমন দ্বিজরাজে ইত্যাদি—গরুড় যাঁহার বাহন, নখরে যাঁহার চন্দ্র, ভৃগুমুনির পদচিহ্ন যাঁহার বক্ষঃস্থলে, এ হেন শ্রীকৃষ্ণের অভয় পদে দাস না হইয়া, একান্ত ভ্রান্ত হে দাশরথি! তুমি যে দুঃখ পাইতেছ, সে তোমার নিজেরই দোষে।

১২। বেদের ধ্বনি—বেদে প্রকাশ।

ধনী—যাহার অনেক ধন; বড় লোক।

দ্বিজপূজ্য ইত্যাদি—বেদও বলেন, ব্রাহ্মণই পূজ্য।

নাহি দেন কাণ—মানেন না; শুনেন না।

বেদের অর্থ—বেদ বস্তুত যাহা বলিতেছেন।

অর্থ-অর্থ—টাকা-টাকা। অনর্থ—অনিষ্ট।

না মেনে বেদের অর্থ—বেদ যাহা বলিতেছেন, তাহা না মানিয়া কলি-কালের কোন কোন ধনী কেবল টাকার জন্য বিব্রত; ফলে, টাকার জন্যই তাঁহারা নানা বিপদে পড়িতেছেন।

১৩। নিধন—নাশ।

হারাইয়া জ্ঞান-ধন ইত্যাদি—কোন কোন জ্ঞানহীন ধনিলোক কেবল টাকার জন্য ব্রাহ্মণকে নষ্ট করেন,—ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করেন।

তার সাক্ষী—তার প্রমাণ। ব্রহ্মত্বে—লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর জমি।

ব্রহ্মত্বে দিয়ে টান—নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি কাড়িয়া লইয়া।

মহাপুণ্যের—মহৎ ধর্ম্ম-কার্য্যের; সৎকর্ম্মের (ব্যাজস্তুতি)।

পুণ্যাহ—প্রধানতঃ শুভ দিন। বিশেষতঃ, যে দিন বৎসরের খাজনা আদায়ের আরম্ভ; যে দিন ইহার জন্য দেবপূজন হইয়া থাকে।

মহাপুণ্যের ইত্যাদি,—সেই দিনই তিনি মহাপুণ্যময় কার্য্যের আরম্ভ করেন—অর্থাৎ কি না সেই দিনই তাঁহার পাপ-কার্য্যের সূত্রপাত হয়।

১৪। আমিন—যে ব্যক্তি জমি জরিপ করে।

আমিন পাঠান যায়—যাহাকে তিনি (ঐ ধনী ব্যক্তি) আমিন করিয়া পাঠাইয়া দেন।

পাঠানপ্রায়—বড়ই নিষ্ঠুর। বকেয়া—পুরাণো।

আমীন পাঠান যায় ইত্যাদি—ঐ ধনী ব্যক্তি যাহাকে আমীন নিযুক্ত করিয়া, জমি জরিপ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, সে বড়ই দুর্দ্দান্ত;—যমদূত অপেক্ষা ভয়ঙ্কর।

চিটে—যাহাতে জমির পরিমাণ ও অবস্থা প্রভৃতির কথা লিখিত থাকে।

ভিটে—বাস্ত; যে স্থানে বাস করা যায়।

কেলেন গিয়ে রসি—মাপ করেন।

১৫। যার বিষয় নহে তস্য—যার বিষয়, তাহার আর হইল না।

তপূতস্য—তাহার জরিপ এবং চৌহদ্দি করেন; তপূ—তৎ-পূর্ব্ব—পূর্ব্ব সীমা। মাল—যে জমির খাজনা দিতে হয়।

ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি—জরিপ করিবার পর ঐ আমীন বলে,—ভট্টাচার্য্য!—এত তোমার নিষ্কর জমি নহে, এ যে মাল।

এগার বিঘা হল কালি—মোট জমি এগার বিঘা হইল।

খাজনা দিতে হবে কালি—কা'ল-ই খাজনা দিতে হইবে।

দ্বিজ অমনি ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ অমনি মনোদুঃখে বিবর্ণ হইয়া পড়ে।

কালি—বিবর্ণ। কালী—জগদম্বা।

বলে মা ইত্যাদি—তখন ব্রাহ্মণ বলে,—মা কালি! তুই আমার এ কি কল্লি!

পয়মাল—সর্ব্বস্বান্ত ; মাটী।

১৬। আটক্—বাজেয়াপ্ত।

এগার বন্দ—এগার কিতা, এগার দফা।

উপজীবিকা—জীবনোপায়, অবলম্বন।

যোত্র—সম্বল ; উপায়। তায়দাদ—একরূপ দলিল।

১৭। ক্রো সাহেবের ছাড়—ক্রো সাহেব এক সময়ে এবং ইয়ং সাহেব অন্য সময়ে সেটেলমেণ্ট অফিসার বা গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। যিনি ইহাঁদের প্রদত্ত ছাড়পত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি আপন ভোগদখলী নিষ্কর জমি ফেরৎ পাইতেন ; যিনি এরূপ ছাড় দেখাইতে পারিতেন না, তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত।

দিতে পারি ছাড়—ছাড়িয়া দিতে পারি।

১৮। আমার আশী বৎসর ইত্যাদি—এই সব জমি আমি আশী বৎসর ভোগ করিয়া আসিতেছি।

১৯। দ্বিজ-মাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণের মহিমা।

শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব ইত্যাদি—শুক-মুখ হইতে গলিত অমৃত-রসের ন্যায় যে শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব, তাহাই এখন শুন।

২০। দ্বিজেরে—ব্রাহ্মণকে। দ্বিজসুতের মন্যুজন্য—ব্রাহ্মণ-পুত্র যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই অভিশাপের জন্য। রাজা পরীক্ষিত শমীক ঋষির গলদেশে মৃত সর্প জড়াইয়া দিয়াছিলেন,—ইহাতে শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিতকে শাপ দেন,—"অদ্য হইতে সাত দিন মধ্যে তক্ষক-সর্প-দংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।"

জাহ্নবীর তটে—গঙ্গাতীরে।

আশু কাল নিকটে—মৃত্যুকাল উপস্থিত।

কি পরীক্ষায় পরীক্ষিত—আমার মৃত্যুকাল ত উপস্থিত; আমার গতি কি হইবে?

২১। সগর বংশ ইত্যাদি—যে ব্রাহ্মণের কোপে সগর বংশের ধ্বংস হইয়াছিল। কপিল মুনির শাপে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হয়।

যে ব্রাহ্মণ গণ্ডূষে ইত্যাদি—যে ব্রাহ্মণ গণ্ডূষ করিয়া সমুদ্র পান করেন। অগস্ত্য মুনি সাতটি সমুদ্রের জল এক গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন।

২২। দিব্যাঙ্গ—সুন্দর দেহ।

ভগীরথের দিব্যাঙ্গ ইত্যাদি—যে ব্রাহ্মণের বরে ভগীরথ দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগীরথ যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন কেবল মাংসপিণ্ড; তাঁহার দেহে অস্থি মাত্র ছিল না। পরে অষ্টাবক্র মুনির বরে তিনি দিব্যাঙ্গ প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র-কলেবরে—ইন্দ্রের দেহে।

যে ব্রাহ্মণ-শাপে ইত্যাদি—গৌতম মুনির শাপে দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যোনির উৎপত্তি হয়। গৌতম মুনি ইন্দ্রের গুরু। ইন্দ্র,—গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, গৌতম মুনি তাঁহাকে শাপ দেন,—তোমার সর্ব্বাঙ্গ যোনিময় হউক। পরে কিন্তু গৌতম মুনির কৃপাতেই ইন্দ্রের শরীরস্থ এই সমুদয় যোনি চক্ষু-রূপে পরিণত হয়। সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু বলিয়াই ইন্দ্রের একটী নাম সহস্রলোচন।

২৩। সুরধুনীকে—গঙ্গাকে।

যে ব্রাহ্মণ সুরধুনীকে ইত্যাদি—যে ব্রাহ্মণ গঙ্গাকে পেটে পূরিয়াছিলেন। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনেন, সেই সময় গঙ্গার জল-স্রোতে জহ্নু মুনির কুটীর ভাসিয়া যায়; এই রাগে মুনি—গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন; পরে আবার জানু কাটিয়া বাহির করিয়া দেন।

যে ব্রাহ্মণের পদ ইত্যাদি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণের চরণ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ভৃগুমুনির পদ-চিহ্ন বিরাজিত।

২৪। আমি ত করেছি ইত্যাদি—আমি এ হেন ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছি; দুস্তর সংসার হইতে আমি কি আর উত্তীর্ণ হইতে পারিব?

২৫। সম্ভাষণ—আলাপ। আমার সনে—আমার সহিত।

আসি বন্ধু জন ইত্যাদি—আমার বন্ধু বান্ধবেরা এই সময়ে আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিতেছেন; তাঁহারা বলিতেছেন, তক্ষক-দংশনের কথায় আপনার এত ভয় কিসের? ধন্বন্তরিকে ডাকিয়া নিকটে রাখিয়া দিউন, আর সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকুন, তাহা হইলেই, তক্ষক আসিয়া আপনাকে দংশন করিতে পারিবে না; আর দংশন করিলেই বা ভয় কি? ধন্বন্তরি আপনাকে সুস্থ করিয়া দিবেন।

২৬। তারা সকলে—আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে।

বোঝে না অন্ত ইত্যাদি—শেষ টুকু বা মূল কারণ বা হদিস্ টুকু তাহারা বুঝিতে পারে না। জীবনের শেষে আমি কেমন করিয়া পার পাইব, সে টুকু ত তাহারা বুঝিতেছে না!

২৭। সে নয় এসে—ধন্বন্তরি না হয় আসিয়া।

হবে বিনাশক—বিনষ্ট করিবে।

জীবনান্তে—জীবনের শেষে। ফণী—সাপ।

সে নয় এসে ইত্যাদি—ধন্বন্তরি আসিয়া না হয় আমাকে এই সামান্য বিষ হইতেই রক্ষা করিবে—এই সামান্য বিষের জ্বালাই না হয় সে নষ্ট করিয়া দিবে—কিন্তু আমার জীবনের শেষে আমায় যে ভীষণ সর্প দংশন করিবে, তাঁহার বিষের চিকিৎসা করিবে কে, অর্থাৎ কি না,—মৃত্যুর হাত হইতে আমায় বাঁচাইবে কে?

গান।—(খ)

মুনি ঐ ভয় ইত্যাদি—হে মুনি! (শুকদেব) জীবনের শেষ দায় হইতে আমি কেমন করিয়া রক্ষা পাইব,—এই ভয়ই আমার মনে বড় বেশী হইয়াছে।

শমন-তক্ষক-বিষে ইত্যাদি—যম রূপ যে তক্ষক (সাপ বিশেষ), তাহার বিষ হইতে কে আমায় ধন্বন্তরি হইয়া বাঁচাইবে?

মণি-মন্ত্রে—মণি (মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ)-ধারণে সর্পবিষ বিনষ্ট হয় বা মন্ত্র-প্রয়োগে সর্পবিষ বিদূরিত হয়।

মন্ত্র শুনে ইত্যাদি—সামান্য সাপ না হয় মন্ত্র শু'নে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু হে মুনি! যম-রূপ যে সর্প,—সে সর্প ত আর মণি-মন্ত্রে বশ হইবে না!

কাল পেয়ে—সময় পেয়ে। কাল-ফণী—যমরূপ সাপ।

জন্মাবধি ইত্যাদি—জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি আমি কু-পথেই ভ্রমণ করিয়াছি।

রাধারমণ—শ্রীকৃষ্ণ। সে রাধারমণ ইত্যাদি—সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন আমার কখনও অনুরাগী হয় নাই।

কাল-কালীয়-দমন—যমরূপ যে কালীয় সর্প, সে সর্পের দমন কেমন করিয়া হইবে?

কালাগত—সময় আগত। বিষহরি—সর্প।

করিত কি অন্তে ইত্যাদি—যমরূপ সর্প তাহা হইলে আমার অন্ত-কালে কি করিতে পারিত?

বিষহরির—সাপের। হরি—হরণ করিয়া; নষ্ট করিয়া।

হরি—শ্রীকৃষ্ণ।

যদি ভজিত ইত্যাদি—[illegible]-ভোগ ত্যাগ করিয়া, হে দাশরথি! যদি তুমি শ্রীহরির ভজনা তাহা হইলে কি যমরূপ সর্প তোমায়

বিনাশ করিতে পারিত ? তাহা হইলে, স্বয়ং শ্রীহরি সেই যমরূপ সর্পের বিষ নষ্ট করিয়া, হে দাস দাশরথি ! তোমাকে জীবন দান করিতেন,—বাঁচাইতেন ।

---

২৮ । হরিতে—নষ্ট করিতে । সুধামাখা—অমৃত মাখা ।

জন্ম যদি হয় ইত্যাদি—সংসারে যার জন্ম হয়, তারই ত ভয় ; যার জন্ম-গ্রহণ ঘুচিয়া গিয়াছে, তার আর ভয় কি ? ভয় করিয়াই বা ফল কি ?

২৯ । হরি-কথাতে—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথায় ।

জন্মে মতি—অনুরাগ হয় । অব্যাহতি—পরিত্রাণ ; মুক্তি ।

যায় হরি-কথাতে ইত্যাদি—শ্রীহরির লীলা-কথা শ্রবণে যাহার অনুরাগ হইয়াছে, তাহার জন্ম-জ্বালাও ঘুচিয়া গিয়াছে ; আর তাহাকে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না ।

জন্ম-মৃত্যু-হর-হরি—যে শ্রীহরি জীবের জন্ম এবং মৃত্যুর দায় ঘুচাইয়া দেন ।

লবেন তোমার ইত্যাদি—সেই ভগবান্ শ্রীহরির অনুগ্রহে আর তোমায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না ।

৩০ । রসাতল—পাতাল-বিশেষ, এখানে তোলপাড় ।

ধরায়—পৃথিবীতে । পাতকীর—পাপীর । অগ্রগণ্য—প্রধান ।

পাতকীর অগ্রগণ্য—অতিবড় পাপী ।

সভাসদ্—মন্ত্রী প্রভৃতি ।

ভবিষ্যৎ ভবমাত্র শূন্য—ভবিষ্যতে যে কি হইবে, সে বুদ্ধি কাহারই ছিল না—সেরূপ বুদ্ধিহীন ।

৩১ । কৃষ্ণেতে প্রবল দ্বেষ—কৃষ্ণের উপর তাহার বড়ই শত্রুভাব ।

কৃষ্ণ-নাম-শূন্য-দেশ—দেশে কাহারও মুখে কৃষ্ণ-নাম নাই ।

করিয়া করিল ইত্যাদি—কৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাব করিয়া, আর দেশকে কৃষ্ণ-নাম-শূন্য করিয়া, কংস—রাজ্যটাকে পাপের রাজ্য করিয়া তুলিল।

কৃষ্ণ পায়—হত হয়। কংস তাহাকেই মারিয়া ফেলে।

কৃষ্ণদ্বেষী ইত্যাদি—কৃষ্ণের প্রতি যাহার দ্বেষ বা বিরাগ, কংসের নিকট তাহারই আদর।

৩২। হরি-মন্দির—তিলক। নাসায়—নাকে।

৩৩। ভূপ—রাজা।

হরির বেয়ান্—একালে যেমন দেখনহাসি, গঙ্গাজল, সই, মিতিন পাতানো হয়, সে কালে তেমনি একজনের সহিত অপর জন হরি-বেয়ান পাতাইত। এরূপ বেয়ানে-বেয়ানে খুব ভালবাসা হইত।

হরিণ-বাড়ীতে—জেলে। ত্যেজে—ত্যাগ করে।

৩৪। ত্যেজে অগ্নি ইত্যাদি—পোয়াতীর জন্য ঝাল-সেকের ব্যবস্থা না করিয়া তখন যদি কেহ "হরির লুট" করিত, তাহা হইলে কংস,—পোয়াতী ও ছেলে,—দুই জনকেই মারিয়া ফেলিত।

৩৫। বিধির—ব্রহ্মার। তব সৃষ্টি ইত্যাদি—হে বিধি! তোমার সৃষ্টি বুঝি লোপ পায়। কর বিধি—ব্যবস্থা কর।

৩৬। অনন্ত শয্যায়—ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত সর্পের শয্যায়—বিছানায়।

বিধির নিধি—ব্রহ্মার আরাধ্য ধন।

গান—(গ)

অনন্ত—নারায়ণ;—যাঁর অন্ত নাই।

ভূতল—পৃথিবী। রসাতল—পাতালস্থ।

সুরদর্প—দেবগণের অহঙ্কার।

করলে ইত্যাদি—বলবান্ কংস-দৈত্য—দেবগণের অহঙ্কার নষ্ট করিয়া দিল।

ধরা—পৃথিবী। শ্রীকান্ত—লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।

ব্যাকুল ধরা ইত্যাদি—হে শ্রীকান্ত—নারায়ণ! কংসের ভারে পৃথিবী বড় ব্যাকুল হইয়াছেন; তাঁহার আর সে ভার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই।

স্বভগ্নী—আপনার ভগিনী দেবকীর। শিলে—পাথর।

কি পাপ কংস ইত্যাদি—দুরন্ত কংস কি পাপীই হইয়াছে! আপনার সহোদরা সুশীলা সতী দেবকীরও বুকে সে পাষাণ চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

ভুবন-জীবন—সংসারের প্রাণস্বরূপ হে নারায়ণ!

পাপ-জীবনের—পাপী কংসের। জীবনান্ত—বিনাশ।

পাপ-জীবনের ইত্যাদি—এ হেন পাপী কংসের বিনাশ কর।

৩৮। ঐক্য করিলে—অন্য দেশ ধরিলে।

লোপাপত্তি—নষ্ট।

৩৯। কাশীনাথ—মহাদেব। পশুপতি—মহাদেব।

৪০। বসুমতী—পৃথিবী।

৪১। প্রকাশি—প্রকাশ করি।

দৈত্যনাশিনী—যিনি দৈত্য নাশ করেন—এমন নারী।

কলিকে নারি—কলিকে পারিয়া উঠি না।

অবাক্ হ'য়ে ইত্যাদি—আমার কার্ত্তিক গণেশ ছেলে দুটীর মুখে ত আর কথাই সরে না।

৪২। উৎকল—উড়িষ্যা।

করিলেন শ্রীহরি—যাত্রা করিলেন।

৪৪। ছিল কয় জন ইত্যাদি—পাণ্ডবাদি কয় জন আমার প্রিয়পাত্র ছিল ; কলির অধিকার হইবামাত্রই তাঁহাদিগকে আমি স্বর্গে পাঠাইয়া দিয়াছি।

৪৫। মেদিনী—পৃথিবী। ভাগীরথী—গঙ্গা।

গান—(ঘ)

হর—মহাদেব। হরি—জগন্নাথ। হর-কামিনী—গঙ্গা।

হর নিদয় ইত্যাদি—হে গঙ্গে ! আমার প্রতি মহাদেব এবং নারায়ণ উভয়েই নিদয়—দয়াশূন্য হইয়াছেন। নিস্তার-পথ—পরিত্রাণের পথ।

ত্রিপথ গামিনী—তিন পথে—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যাঁহার গতি।

স্বীয়—নিজ ; আপনার। ভবে—সংসারে।

হ'লে পতিত পদে—তোমার পায়ে পড়িলে।

পতিতে—পতিত ব্যক্তিকে।

পতিত-পাবনী—পতিত ব্যক্তিকে পবিত্র করেন,—এমন যিনি।

হরি-পদ-রজ-বিহারিণী—শ্রীকৃষ্ণের চরণে যিনি বিহার করেন,—গঙ্গা।

স্বীয় কর্ম্মদোষে ইত্যাদি—হে মা পতিতপাবনি হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে ! আমি শুনেছি, নিজ কর্ম্মদোষে এ সংসারে যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দুঃখভোগ করিয়া, তোমার পদে পতিত হয়, তুমি তাহাকে পদে স্থান দাও ; ইহা শুনিয়াই আজ আমি তোমার পদ ধারণ করিয়াছি।

আরাধিয়ে পীতাম্বর ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া এবং মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়াও, কোন রূপ বর না পাইয়া, হে গঙ্গে ! আমি মনে বড় দুঃখ পাইয়াছি।

গিরিবর-নন্দিনী—পর্ব্বতের কন্যা,—গঙ্গা।

জীবনান্ত জেনে অন্তে ইত্যাদি—[illegible] যায় দেখে, শেষে তোমার জলেই এসেছি

ভব জীবনে—তোমার জলে।

জীবন-রূপিণী—জলরূপিণী বা প্রাণদায়িনী।

দুঃখ-নিবারিণী—যিনি দুঃখ নাশ করেন; দুঃখহারিণী।

তোমা বিনে ইত্যাদি—তোমা ছাড়া এ ত্রিসংসারে দাশরথির দুঃখ-হারিণী আর কে আছে?

৪৬। গঙ্গালাভ—মৃত্যু। তরঙ্গ প্রবল—বড় ঢেউ।

৪৭। যোগে-যাগে—কোন রকমে। কষ্টে-স্থষ্টে।

ক্ষীণ—সরু।

গণ্তির দিন—পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হইতে যে সময়টা বাকী।

৪৮। তরণী—নৌকা।

৪৯। কৃত্তিবাস—মহাদেব।

সতীনের দ্বেষ—সতীনের হিংসা।

দুর্গতিহারিণী—বিপদ-নাশিনী;—দুর্গা।

৫১। শূলপাণি—মহাদেব।

৫২। কাটি-গঙ্গা ক'রে—গঙ্গা হইতে খাল কাটিয়া।

আমার ধারা—আমার স্রোত। নরে—মানুষে।

সন্দ—সন্দেহ। মল মূত্র—গু মূত।

৫৩। দৈববাণীতে—আকাশ-বাণীতে। আশু—শীঘ্র।

দেবকী—বসুদেবের পত্নী,—কংসের ভগিনী।

গর্ব্ব—অহঙ্কার।

দেবকীর অষ্টম ইত্যাদি—দেবকীর অষ্টম গর্ভচ্ছলে ভূতলে গিয়া আমি জন্মগ্রহণ করিব।

৫৪। পক্ষ অসিতে—কৃষ্ণপক্ষে। অর্দ্ধ নিশিতে—অর্দ্ধ রাত্রে

গান।—(৬)

যোগেন্দ্র-হৃদি-নিধি—মহাদেবের হৃদয়ের রত্ন,—শ্রীকৃষ্ণ।

সিঞ্চন করিল ইত্যাদি—শত শত জন্ম ধরিয়া দেবকী যে পুণ্য-বীজে ভক্তিরূপ জল-সেচন করিয়াছিলেন, এখন সেই পুণ্য রূপ বৃক্ষের ফল স্বরূপ তিনি শ্রীকৃষ্ণধনকে প্রাপ্ত হইলেন।

৫৫। কমল-আঁখির—পদ্মের ন্যায় চক্ষু যাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের।

অনিমিষ হয় আঁখির—চক্ষের পলক পড়ে না।

বিস্ময়—আশ্চর্য্য।

ভব-আরাধ্য—সংসারের সকল লোকে যাঁহাকে আরাধনা করে অথবা মহাদেব যাঁহার ভজনা করেন।

৫৬। প্রভাতের প্রভাকর—প্রাতঃকালের সূর্য্য যেমন লোহিতবর্ণ, সেইরূপ।

প্রভাকর-সুতের কর— শমনের হস্ত বা রাজস্ব।

চরণ দুটি ইত্যাদি—প্রভাত-সূর্য্যের যেরূপ শোভা, শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুটীরও সেইরূপ শোভা;—এই পদ স্মরণ করিলে, জীব,—যমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়।

পীতাম্বরে—শ্রীকৃষ্ণে।

পীতাম্বরে—হরিদ্রা বর্ণের বসনে—হলুদ রঙ্গের কাপড়ে।

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। ঘনে—মেঘে।

জগৎপিতা পীতাম্বরে ইত্যাদি—মেঘে যেমন স্থির বিদ্যুতের শোভা, শ্রীকৃষ্ণের কালো অঙ্গে হরিদ্রা-বর্ণ বসনেরও তেমনি শোভা।

৫৭। কর চারি—চারিটি হাত। কৈলাস-গিরি-বিহারী,—কৈলাস পর্ব্বতে যিনি বিহার করেন।

ফণিহারী—সাপ যাঁহার মালা স্বরূপ।

মণিহারী—জ্যোতিতে যে মণিকেও হারাইয়া দিয়াছে।

কিবা শোভা কর চারি—শ্রীকৃষ্ণের হাত চারি খানির কেমন শোভা!

কৈলাস-গিরিবিহারী ইত্যাদি—কৈলাসনাথ মহাদেব যে ফণির মালা ধারণ করেন,—সেই ফণির মাথায় যে মণি, সেই মণি অপেক্ষাও অধিক-তর দ্যুতিশালী বন-ফুল-হার শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে বিরাজিত।

কটির—কটিদেশের—কাঁকালের। বঙ্ক—বাঁক।

শঙ্খ—শাঁখ। (গ্রীবার শোভা হেরিয়া শঙ্খ শঙ্কিত।)

৫৮। যুগ্ম-করে—যোড় হাতে। শঙ্করে—মহাদেবকে।

সংহারের ভার—বিনাশ করিবার ভার।

অচিন্ত্যরূপ—চিন্তা করিয়া তোমার রূপ নির্ণয় করিতে পায়া যায় না।

চিন্তা-মণি—তুমিই চিন্তার সর্ব্বপ্রধান বস্তু।

সুরমণির—ইন্দ্রের। শিরোমণি—মাথার মণি। ধাতার—ব্রহ্মার।

৫৯। হর—নষ্ট কর।

বি-বরণ—বিবর্ণ। শ্যামবরণ—শ্রীকৃষ্ণ। সম্বরণ কর—লুকাও।

৬০। তুমি বিশ্বের জনক ইত্যাদি—তুমি বিশ্বভুবনের সৃষ্টি-কর্ত্তা, বিধাতা; আমরা যে সেই তোমার পিতা-মাতা, ইহা কেমন করিয়া লোকের বিশ্বাসজনক হইবে?—লোকে কি ইহা বিশ্বাস করিবে?

বিজ্ঞে—জ্ঞানী লোকে। অবিজ্ঞে—অজ্ঞান লোকে।

অবজ্ঞে—ঘৃণা; অশ্রদ্ধা। মাধব—শ্রীকৃষ্ণ।

৬১। বিশেষ ওহে ইত্যাদি—বিশেষতঃ হে বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! কংস আমাদিগকে বিষতুল্য বোধ করিয়া থাকে।

এরূপ দেখিলে ইত্যাদি—তোমার এরূপ রূপ দেখিলে, কংস না জানি, কি কাণ্ডই করিবে!

ভাবে যদি করেছ মায়া—কংস যদি মনে করে যে, আমাদের প্রতি তোমার মায়া হইয়াছে,—স্বয়ং ভগবান্ তুমি কৃপা করিয়া, আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

তেয়াগিয়ে দয়া মায়া—দয়া মায়া ত্যাগ করিয়া।

উভয়কে—দুই জনকেই।

গান—(চ)

সম্বর ইত্যাদি—হে কমল-আঁখি! এ রূপ তুমি গোপন করো। ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরে, তাঁকে দেবকী গর্ভে ধারণ করিয়াছে, ইহা যে বড় অসম্ভব,—লোকে এ কথা ত মানিবে না!

হৃদয়ে পাষাণ দিয়ে—বুকে পাথর চাপিয়ে। পাষাণ-হৃদয়—নিষ্ঠুর।

পাসরিয়ে—ভুলিয়ে। কলঙ্কী—মহাপাপী কংস।

ভুলিয়া আছে ইত্যাদি—মহাপাপী কংস আমাদের প্রতি মমতা ভুলিয়া গিয়াছে।

নীরদকায়—মেঘের ন্যায় যাঁহার অঙ্গের বর্ণ—শ্রীকৃষ্ণ।

ষট্পুত্র—ছয়টি পুত্র। সনক—ব্রহ্মার মানস-পুত্র।

তপোধন—ঋষি। বিরিঞ্চির—ব্রহ্মার।

নন্দন—পুত্র।

সনকাদি তপোধন—সনক প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার সাধনা করেন, শুক, নারদ প্রভৃতি যাঁহার প্রেমে বিবেকী হইয়াছেন,—হইয়া সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন,—যিনি অহল্যা পাষাণীকে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার পদে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, অজামিল যাঁহাকে ডাকিয়া মুক্তি পাইয়াছে, মহাদেব ও ব্রহ্মার যিনি চির-আদরের ধন, তিনি যে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন তপস্যা—এমন পুণ্য আমার কি আছে?

৬২। ঝরে নেত্র—চক্ষু হইতে অশ্রুজল পড়িতেছে।

নিরখি কমল-নেত্র—শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া।

প্রসন্ন—তুষ্ট।

৬৩। করেছিলে কঠিন যোগ ইত্যাদি—আত্মা ও মনঃসংযোগ করিয়া, তুমি কঠিন যোগ করিয়াছিলে,—ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে;—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'হে সতি! পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার পৃশ্নি নাম ছিল। তৎকালে এই নিষ্পাপ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তোমাদিগের দুই জনকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে তোমরা ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযম করিয়া, তপস্যা আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে; বর্ষা, বাত, রৌদ্র, শিশির, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কাল গুণ সকল তোমাদিগের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল; তোমরা প্রাণায়াম দ্বারা মনোমল ধৌত করিলে এবং শীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলে। আমার নিকট অভিলষিত ফললাভ করিতে বাঞ্ছা করিয়া, শান্ত চিত্তে আমার আরাধনা করিতে লাগিলে। ভদ্রে! আমাতে চিত্তবন্ধন পূর্ব্বক তোমরা এইরূপ পরম দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসর অতীত হইয়া গেল। হে নিষ্পাপে! তখন তপস্যা, শ্রদ্ধা ও নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা চিন্তিত হইয়া, বরদশ্রেষ্ঠ আমি তোমাদিগের উপর প্রসন্ন হইলাম এবং বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়া, এই শরীর ধারণ করত আবির্ভূত হইয়া কহিলাম,—বর প্রার্থনা কর। এই কথায় তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। * * এই জন্মেও সেই আমিই সেই শরীর ধারণ করিয়া, পুনর্ব্বার সেই তোমাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম।" শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ; তৃতীয় অধ্যায়।

৬৪। চতুর্ভুজ—চারিখানি হস্তবিশিষ্ট।

সজল—জলপূর্ণ।

জলদ-গাত্র—সজল মেঘের ন্যায় যাঁহার দেহের বর্ণ।

৬৫। ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ইত্যাদি—আমি ভক্তের অন্তরের কথা জানিয়া ভক্তের মানস পূরাই :—ধর্ম্ম, অর্থ মোক্ষ, কাম যাহার যে রূপ কামনা, তাহাকে সেইরূপ বস্তুই প্রদান করি।

৬৬। কংসালয়—কংসের ভবন।

নন্দের জায়া—নন্দের স্ত্রী—যশোদা বা যশোমতী।

নন্দ—গোকুলের রাজা এবং কংসের গোপতি। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, কংসকে ইনি বৎসর বৎসর রাজস্ব দিতেন।

লয়—নাশ। প্রসবিয়ে—প্রসব করিয়ে।

নিদ্রাযোগে—নিদ্রিত হইয়া। পরিবর্ত্ত করি—বদল করিয়া।

শুভঙ্করী—মঙ্গলকারিণী যোগমায়া। সুধা—অমৃত।

৬৮। শ্রেয় হলো—উচিত মনে হইল। পরিহরি—ত্যাগ করিয়া।

৬৯। দ্বারপাল—দ্বাররক্ষক ; দরোয়ান।

৭০। যোগনিদ্রা—মায়া-নিদ্রা।

আবির্ভাব সকলের ইত্যাদি—প্রহরিগণের চক্ষে যোগ-নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল।

লয় বল হরি—নিদ্রা,—সকলের শক্তি হরণ করিয়া লইল।

বাঞ্ছিত—ইচ্ছাযুক্ত।

সন্ধ্যাকালে বাঞ্ছিত—সন্ধ্যাকালেই সকলের শয়ন করিবার জন্য ইচ্ছা হইল।

৭১। জন্মে জন্মে ইত্যাদি—একজন দ্বারীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা ছিল।

৭৩। সুরধুনীতে—গঙ্গায়। অবগাহন—স্নান।

বাল্য হ'তে সুরধুনীতে ইত্যাদি—ছেলেবেলা হইতে বরাবর নিয়মিত ভাবে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে, আর আজ মরণ-কালে গঙ্গা ছাড়িয়া, গঙ্গা হীন দেশ—বঙ্গদেশে চলিলে,—তোমাদের অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! গঙ্গায় মৃত্যু হইলে, জীবের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বলিতেছেন,—

"দেহিনাং মরণং বিপ্র জন্মনা সহ জায়তে।
তচ্চেদ্‌গঙ্গাজলে ভূতং জন্মনা সহ নশ্যতি॥
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি তির্য্যগ্‌ বা যোগবিচ্চ বা।
গঙ্গা-মৃত্যুমবাপ্যৈব পরং পদমবাপ্নুতে॥".

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ষড়বিংশোঽধ্যায়।

অর্থাৎ ;—

"হে দ্বিজবর! জীবের জন্মের সহিতই মরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে; যদি সেই মরণ গঙ্গাজলে হয়, তবে তাহার চিরদিনের মত জন্মও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ গঙ্গামৃত ব্যক্তিকে আর দেহ ধারণের কষ্ট পাইতে হয় না। সামান্য পক্ষী হইতে পরম যোগী পর্য্যন্ত যে কোন জীব, জ্ঞান বা অজ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিবা মাত্র মুক্তি-লাভ করে।"

বঙ্গদেশে—অর্থাৎ গঙ্গাহীন দেশে।

৭৪। স্বপাকেতে—নিজে রাঁধিয়া।

জঠর-জ্বালায়—পেটের জ্বালায়।

যবনান্ন—ম্লেচ্ছের ভাত।

৭৫। নিশি—রাত্রি। টলূলে—ঘুমে কাতর হ'লে।

আজি-কৃষ্ণ দরশনের—আজ রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হইবার কথা।

গান—(ছ)

দেবকীনন্দনে—শ্রীকৃষ্ণকে।

মূলাধার—তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রের অন্যবিধ চক্র।

কুল-কুণ্ডলিনী—মূলাধারস্থ শক্তি-বিশেষ।

তিনি যদি ইত্যাদি—তিনি যদি সচেতন হন।

চিন্তে—চিন্তা বা ধ্যান করিয়া।

পার হবে জলধি—সংসাররূপ সমুদ্র পার হইবে।

জাগিলে হরির পায় সবে পায়—জাগিয়া থাকিলে—সচেতন থাকিলে—মায়ানিদ্রায় মুগ্ধ হইয়া না পড়িলে, সকলেই হরির চরণ লাভ করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

চিত্ত—মন। নিত্যতত্ত্ব—যে বস্তুর কখন নাশ নাই।

তত্ত্ব কর্‌লে—অন্বেষণ করিলে। অর্থ—ইষ্ট বস্তু।

৭৬।—কর্ণ-কুহরে—কাণে। হন বিরূপা—বেজার হন।

জাগরণে লক্ষীর কৃপা—জাগিয়া থাকিলে যদি লক্ষ্মীর কৃপা নাইই হইবে, তবে লোকে কোজাগর-পুর্ণিমার রাত্রে জাগিয়া থাকে কেন?

৭৭।—বর্ব্বর—বোকা।

৭৮।—শব—মড়া। এখানে অর্থ—যেন মরার মত।

করে সংহার—মারিয়া ফেলে।

৭৯।—নিদ্রাতুর—নিদ্রাযুক্ত; ঘুম-কাতর।

বিদ্যায় অধিকার নাই—[illegible] শিক্ষা হয় না।

৮১।—বিপাক—বিপদ। হিতকরী—যে মঙ্গল করে।

বিভাবরী—রাত্রি। যার নিদ্রা ইত্যাদি—রাত্রি-কালে যাহার ঘুম হয় না।

নিদ্রা নৈলে ইত্যাদি—রাত্রে ঘুম না হইলে রোগ জন্মে।

৮৩। হেথায় মহাদেব-আরাধ্য ইত্যাদি—এখানে বসুদেব মহাদেবের আরাধ্য ধন শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া, কংসের ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছেন।

অমনি হ'লো অ-খিল—অমনি খিল সব খুলিয়া গেল।

অখিলপতি—শ্রীকৃষ্ণ ; ব্রহ্মাণ্ডের পতি।

৮৪। হয়ে পুরী বহির্ভূত—পুরীর বাহিরে গিয়া।

অদ্ভূত—বিচিত্র, আশ্চর্য্যজনক। পবন—বাতাস। ঘন-পবন—ঝড়।

অন্ধকার ঘন ইত্যাদি—খুব অন্ধকার হইয়াছে আর ঘন বাতাস—ঝড় বহিতেছে।

ভুবনময়—শ্রীকৃষ্ণ। ভুবনময়—সমগ্র সংসারে।

কোলে আছেন ইত্যাদি—সমস্ত সংসারই যাঁহার ভৃত্য, এ হেন শ্রীকৃষ্ণ যে কোলে বিরাজ করিতেছেন, বিপত্তির মধুসূদন যে তখন তাঁহারই কোলে রহিয়াছেন,—বসুদেব তাহা কিন্তু ভাবিতেছেন না।

৮৫। অপরূপ—অদ্ভুত ব্যাপার। শ্রবণে—কর্ণে।

অনন্তের—অনন্ত-সর্পের।

অনন্তের আগমন ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্মরণ করিলেন, অমনি পাতাল হইতে অনন্ত-সর্প আসিয়া উপস্থিত হইল।

গান—(জ)

চলেন গোকুলে ইত্যাদি—হরি,—কাল হরণ করিবার জন্য গোকুলে যাইতেছেন।

ঘন বারি—খুব বৃষ্টি পড়িতেছে।

রসাতল থেকে ইত্যাদি—অনন্ত সর্প,—রসাতল হইতে আসিয়া অনন্তের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধরিলেন—অর্থাৎ তাঁহার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া রাখিলেন,—মাথায় আর বৃষ্টি পড়িতে পারিল না।

হৃদয়ে সন্ধ ইত্যাদি—বসুদেব ভাবিতেছেন,—অন্ধকারে ত পথ দেখিতে পাইতেছি না, কেমন করিয়া নন্দের বাড়ী যাই?

সকলি হরির দূত—দূত অর্থে এখানে ভৃত্য—নফর। সকলেই ত শ্রীহরির ভৃত্য; শ্রীহরির ভৃত্য বিদ্যুৎ অমনি ঘন ঘন চমকিতে লাগিল; অন্ধকার নষ্ট করিয়া, বিদ্যুৎ,—বসুদেবকে পথ দেখাইয়া দিতে থাকিল।

বসু—বসুদেব। সহকারী—সহায়।

না লাগে জীবন—জল পড়িতেছে না।

জীবনের জীবন—প্রাণের প্রাণ।

যমুনা-জীবন—যমুনার জল।

বসু করে দরশন ইত্যাদি—বসুদেব দেখিতেছেন, চারিদিকেই বৃষ্টি পড়িতেছে; (দেখিয়া ভাবিতেছেন) কোন দেবতা আমার সহায় হইয়াছেন, তাই আমার দেহে জল পড়িতেছে না। ইহাতে আমার এখন ভরসা হইতেছে যে, জীবনের জীবন শ্রীকৃষ্ণকে এইবার আমি যমুনার পারে (নন্দালয়ে) রাখিয়া আসিতে পারিব।

৮৬। ভব-কর্ণধারে—সংসারের যিনি নাবিক—শ্রীকৃষ্ণকে।

উপনীত—উপস্থিত। তরঙ্গ—ঢেউ। কুরঙ্গ—হরিণ।

হেরে যমুনার তরঙ্গ ইত্যাদি—বাঘকে দেখিয়া হরিণ যেমন ভয়ে কাঁপে, যমুনার ঢেউ—তুফান দেখিয়া বসুদেব সেইরূপ কাঁপিতে লাগিলেন।

৮৭। খরতর—অত্যন্ত।

স্রোতে তৃণ শতখান—যমুনায় এত জোর তুফান যে, একখানি তৃণ—ঘাস ফেলিয়া দিলেও তাহা শত টুকরা হইয়া যায়।

বি-চিত্ত—চিত্ত-হারা।

শুনে চিত্ত ইত্যাদি—যমুনার বিচিত্র কল-কল শব্দ শুনিয়া, বসুদেব চিত্ত হারা হইয়া পড়িলেন।

চিত্রবৎ—পটে আঁকা ছবির মত—স্থির হইয়া।

৮৮। এ তরঙ্গ হয়ে পার ইত্যাদি—যমুনার এই ঢেউ—এই তুফান—এই ব্যাপার—পার হ'য়ে ও-পারে গোকুলে এই কৃষ্ণধনকে রাখিয়া, যোগ-মায়াকে লইয়া আসা বিষম ভার হইয়া উঠিল দেখিতেছি। অথবা, যমুনায় এ তরঙ্গ পার হইয়া এই বাণিজ্য করা,—এই কৃষ্ণধনকে রাখিয়া, (অন্য ধন)—যোগমায়া লাভ করা বিষম মুস্কিল হইল দেখিতেছি।

ব্যাপার—বাণিজ্য বা ঘটনা।

মনোবাসনা—মনের ইচ্ছা। মনের বিকার—মনের ভুল।

৮৯। করে ধরে শশধরে—হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরে।

কামুক—লম্পট। কামনা—ইচ্ছা।

ভূপতির পত্নী সনে—রাজার স্ত্রীর সহিত।

৯০। মক্ষিকার—মাছির। করিবরে—হাতীকে।

নিপাত—বিনাশ।

অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকার—অতি ছোট মাছির এত মনের ভুল যে, সে প্রকাণ্ড হাতীকেও বিনাশ করিতে সাধ করে। মাছির মনের ভ্রমটা যেন অন্ধকারের মত :— মনের ভুলে সে কিছুই ঠিক করিতে পারে না।

তাল ধর্‌তে—বেগ থামাইতে।

আরাম কর্‌তে—সুস্থ কর্‌তে। আতুরে সন্নিপাত—ঘোর সন্নিপাত।

৯১। গগনের তারা—আকাশের নক্ষত্র।

ভেকের—বেঙের। কাল-ফণী—কাল সাপ।

করিতে ব্রহ্মনিরূপণ ইত্যাদি—ব্রহ্ম বা ভগবান যে কি বস্তু, তাহার নির্ণয় করিবার জন্য যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেও ত পাগল মধ্যে গণ্য। ব্রহ্মনিরূপণ কে করিতে পারে ?

৯২। মনের অগ্রে ইত্যাদি—মন যত শীঘ্র যাইতে পারে, এত শীঘ্র আর কেহই পারে না ; সমীরণ অর্থাৎ বাতাসও মনের মত শীঘ্র যাইতে পারে না। সেই মনের আগেও অর্থাৎ কি না, মনের অপেক্ষাও শীঘ্রতর যাইতে পারে,—এমন ক্ষমতা কার আছে ?

আমার তেম্নি ইত্যাদি—আমারও তেমনি এই অকূল যমুনা পার হ'য়ে, গোকুলে গিয়ে এই বালককে রেখে আসার আশা মিথ্যা।

৯৩। নাবিক—মাঝি। তরী—নৌকা। তরি—পার হই।

শোক নাই নিজ পতনে ইত্যাদি—নিজে মরি, তাতে ক্ষতি নাই—শোক নাই ; কংস পাপীর হাত হইতে এই বংশরতন শ্রীকৃষ্ণকে কেমন করিয়া বাঁচাইব, তাহাই আমার ভাবনা।

গান।—(ঝ)

কেঁদে আকুল ইত্যাদি—যমুনায় বিষম তুফান দেখিয়া, ব্যাকুল বসুদেব যমুনা-তীরে বসিয়া কাঁদিতেছেন,—কেমন করিয়া এ তুফান পার হইবেন,—এই ভাবিয়াই কাঁদিতেছেন,—কিন্তু তাঁহার কোলে যে অকূলের কাণ্ডারী—নাবিক শ্রীহরি রহিয়াছেন,—তাহা ত তিনি জানেন না!

প্রতিকুল বিধি—বিধাতা বিরূপ হইল।

দিয়ে লয় বা নিধি—এমন রত্ন—শ্রীকৃষ্ণ-রত্নকে আমায় দিয়া, বিধাতা আবার বুঝি কাড়িয়া লয়।

কৃপানিধি—দয়াময়। কূল—উপায়, গতি।

কৃপানিধি—দয়াময় শ্রীহরি ।　দীনের—এ হতভাগ্যের ।

পাষাণ হৃদে—নিষ্ঠুর প্রাণে ।　কুলের তিলক—শ্রীকৃষ্ণ ।

গেল একূল ওকূল ইত্যাদি—আমার এখন একূলও গেল,—ওকূলও গেল ; এই তুফান পার হইয়া গোকুলে গিয়া কুলের তিলক এই শ্রীকৃষ্ণকে যে রাখিয়া আসিব, তাহার উপায়ও দেখিতে পাই না ।

৯৪ । নিধি—রত্ন । হরিবার—হরণ করিয়া লইবার ।

তরে—জন্যে ।　মত্ত—হিতাহিতজ্ঞানহীন ।

৯৫ । নাই নিস্তার তার করে—কংসের হাতে পরিত্রাণ নাই ।

হরের রমণী—গৌরী ।　পশুপতির—মহাদেবের ।

অপেক্ষা নাই ইত্যাদি—মহাদেবের নিকট অনুমতি না চাহিয়াই ।

৯৬ । দুগ্ধপোষ্য বিঘ্নহর—শিশু গণেশ ।

কালের বুকে—মহাদেবের বুকে ।

৯৭ । ঈশ—মহাদেব ।

৯৮ । বিশ্ব-মূলাধার—এই বিশ্বের,—ব্রহ্মাণ্ডের—আদি-কারণ যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ।

ভবজলধির কর্ণধার—সংসাররূপ সমুদ্রের নাবিক ; যিনি সংসার-সমুদ্র পার করেন ।

যিনি বিশ্ব-মূলাধার ইত্যাদি—যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যিনি সংসার-সমুদ্রের নাবিক, তাঁকে কিনা তুমি এই সামান্য যমুনার জলে পার করিবে !

আরাধিয়ে তাঁর পায় ইত্যাদি—তাঁহার পাদপদ্ম ভাবিয়া,—অর্থাৎ কি না তাঁহাকে ভজনা করিয়া ।

ভুবন নিস্তার পায়—জগতের জীব যম-যন্ত্রণা এড়ায় ।

তারি পায়—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই পার হইবার—সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার—উপায়-স্বরূপ।

৯৯। দুর্গা বলেন ইত্যাদি—মহাদেবের কথা শুনিয়া তখন দুর্গা বলিতেছেন,—হাঁ, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু শক্তি না থাকিলে তিনি বলবান হইবেন কিরূপে?—যে শক্তির জন্য তাঁহার এত বল, সেই শক্তিই যে আমি।

বিনা সাধনা ইত্যাদি—তুমি কি জানো না যে, এ সংসারে শক্তির ভজনা না করিলে, কোন ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করিতে পারে না!

১০০। শক্তিব্রহ্ম—শক্তিই ত ব্রহ্ম।

যার ঘটে—যার দেহে।

যেমন শক্তি ইত্যাদি—যার যেমন শক্তি, সে ততটুকুই কর্ম্ম করিয়া থাকে।

তুমি সংহার ইত্যাদি—তুমি যে এই সংসারের সংহার—বিনাশ করিয়া থাক, তাহাও ত কেবল শক্তির জোরে!

১০১। গোড়ে—গড়িয়া—অকর্ম্মণ্য—কুঁড়ে—যে গড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া থাকিতে ভাল বাসে।

উঠো ধানের পত্তি—পত্তি কিনা পথ্য;—খাওয়া। মাঠ হইতে যে ধান খামারে বা ঘরে উঠিয়াছে, সেই ধান হইতে উৎপন্ন চাউলের যে পথ্য করে; এমন শক্তিও তাহার নাই। উঠো—উঠা।

১০২। রসনা—জিহ্বা। দ্বেষ সন্দেশে—সন্দেশ তার খাইতে ভাল লাগে না।

১০৩। ক্ষীরসে—ক্ষীর। ক্ষীর ও ক্ষীরসে প্রায় একই কথা।

১০৪। সিদ্ধ পক্ক—ভাতে পোড়া।

১০৫। তারিণী—দুর্গা। জম্বুকীরূপে—শিয়ালীর রূপ ধরিয়া।

গান—(ঐ)

হ'য়ে শিবে—শিয়ালী হইয়া।

শিবে—পার্ব্বতী—গৌরী।

বিবন্ধে—বিপদে ; সঙ্কটে। যার তরে—যার জন্য। তরে—পার হয়।

১০৭। মধ্যজলে—জলের মাঝখানে।

জীবনে জীবন্মৃত—বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মৃতবৎ।

১০৮। জীবনে—জলে। জীবন-ইষ্ট—জীবনের ইষ্টরূপী শ্রীকৃষ্ণ।

জীবনধর—শ্রীকৃষ্ণ। কিঞ্চিৎকাল ইত্যাদি—কিছুকাল পরে যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই ভাসিয়া উঠিলেন।

১০৯। ফণী যেমন ইত্যাদি—সাপ যেমন মাথার মণি হারাইয়া পুনরায় তাহা মাথায় পাইলে আনন্দিত হয়, বসুদেবও তেমনি হারানো চিন্তামণিকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

দিননাথ-সুতার জলে—যমুনার জলে।

১১০। নন্দজায়া—যশোদা।

১১২। শেরা—শ্রেষ্ঠ ; প্রধান।

কর্ম্মের শেরা নিষ্কাম—যে কর্ম্মে ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই, সেই কর্ম্মই উত্তম। তারকব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম জীবের ত্রাণ করেন।

শ্রীপতির—শ্রীকৃষ্ণের।

১১৩। যোগবল—তপস্যারূপ বল।

মোক্ষফল—মুক্তিরূপ ফল। ভারত—মহাভারত।

পুষ্পকরথ—কুবেরের রথ।

১১৪। মন্দাকিনী—গঙ্গা। আশ্বিনে পূজা—দুর্গাপূজা।

দশভুজা—দুর্গা।

১১৫। চাঁচর—কোঁকড়ান। ব্রহ্মকুল—ব্রাহ্মণ বংশ।

কমল—পদ্ম। কমলযোনি—ব্রহ্মা।

নির্ব্বাণ তন্ত্র—মহানির্ব্বাণ নামক তন্ত্র।

১১৬। হরি-স্মৃতি—হরির স্মরণ বা জপ।

মেষের রৌদ্র—বৈশাখ মাসের রৌদ্র।

ধূপের—রৌদ্রের। হরমনোমোহিনী—এখানে যোগমায়া।

গান—(ট)

হরের—মহাদেবের।

শশী আসি ইত্যাদি—প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার পদতলের জ্যোতি; সেই পদনখরে চন্দ্র আসিয়া বাস করিতেছে; অর্থাৎ পদ-নখের জ্যোতি চন্দ্রের ন্যায়।

হেরি যোগেন্দ্র-কামিনী ইত্যাদি—যোগেন্দ্রকামিনী অর্থাৎ মহাদেব-মহিষী যোগমায়ার এমনই রূপ যে, সেই রূপ দেখিয়া এমন যে রূপের রাণী বিদ্যুৎ, সেও হতমান হইয়াছে; হতমান হইয়া আকাশে মেঘের সহিত মিশিয়াছে;—অথবা আকাশে অতি চঞ্চল ভাবে চলিতেছে।

হিমগিরি-কুমারী—হিমালয়ের কন্যা—গৌরী—যোগমায়া।

হেম-গিরি—সোনার পাহাড়।

মরি কি মাধুরী ইত্যাদি—হিমালয়ের কন্যা যোগমায়ার এমনই রূপমাধুরী যে, সেই রূপমাধুরী দেখিয়া সোনার পাহাড়ও দুঃখে মলিন হইয়া গিয়াছে!

নন্দহিতার্থে—নন্দের মঙ্গলের জন্য।

কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে—কৃষ্ণের প্রীতি বা আনন্দের জন্য।

জনমিল যোগমায়া ইত্যাদি—এমন যে যোগমায়া, তিনি আসিয়া যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ত্রিলোচনী—যাঁহার তিনটী চক্ষু।

এলোকেশী—যাঁহার মাথার চুল এলায়িত।

সুরূপসী—যাঁহার রূপ অত্যন্ত সুন্দর।

খর্ব্বকেশী—যাঁহার মাথার চুল ছোট।

শশী মসি-দোষী ইত্যাদি—যোগমায়ার মুখমণ্ডলের রূপ দেখিয়া, আকাশের চন্দ্রকেও কলঙ্ক দোষে দুষ্ট হইতে হইয়াছে।

শ্রুতি নাসার তুলনা—কর্ণ ও নাসিকার উপমা।

শ্রুতিমূল—কর্ণ।

শ্রুতি-মূলেতে মেলে না—যোগমায়ার কর্ণ ও নাসিকার উপমার কথা আর কোথাও কর্ণগোচর হয় না—আর কোথাও শুনিতে পাই না।

অতুলনা ললনা শ্রুতি বলে—বেদ বলেন, এ নারীর আর তুলনা নাই।

জ্ঞান-চক্ষু-যোগ— জ্ঞানরূপ চক্ষুর মিলন।

১১৭। মতান্তরে এই বাণী ইত্যাদি—কাহারও কাহারও মতে যশোদার গর্ভেই যোগমায়া এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই জন্ম গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে পরম ভাগবত শ্রীমৎরূপগোস্বামি-বিরচিত এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়গণ কর্তৃক সম্পাদিত লঘু-ভাগবতামৃত নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃপ্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষানকদুন্দুভেঃ॥
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্॥
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎপুরম্।
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্॥"

অর্থাৎ,—"এই প্রকরণে কোন কোন পুরাতন ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন ;—বসুদেব গৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব, আর গোকুলে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হন। আনকদুন্দুভি গোকুলে গমনপূর্ব্বক, যশোদার সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া, কেবল মাত্র একটি কন্যাই দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই কন্যাটীকে লইয়া মথুরায় আগমন করিলেন। এদিকে বাসুদেবও লীলাপুরুষোত্তমে প্রবিষ্ট হইলেন।" ১১৮। সঁপে—দিয়ে।

সুনিদ্র সূতিকা ঘরে—যে আঁতুড় ঘরের সকল লোকই নিদ্রিত।

১২১। যেমন শমন—যমের মত। প্রকৃতি—যোগমায়া

না যায় মনোবিকৃতি ইত্যাদি—যোগমায়া দেখিয়াও কংসের মনের বিকার কাটিল না ; তাহাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইল।

১২৩। নারদের কথায় চল্‌লে—নারদই কংসকে বলিয়া দেন, "দেবকীর অষ্টম গর্ভে হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে,"—হরিবংশে এইরূপই লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে কিন্তু লিখিত আছে,—দৈববাণী হইতেই কংস এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল। কংস,—ভগিনী দেবকীকে রথে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন,—"এমন সময়ে পথিমধ্যে অশরীরী আকাশবাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—'রে অবোধ! তুই যাঁহাকে বহন করিতেছিস্, ইহাঁর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোর প্রাণবধ করিবেন।" ইহা হইল শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ।

রহিল কুত্র—কোথায় রহিল ? বিধিপুত্র—ব্রহ্মার পুত্র নারদ।

অষ্টমে জন্মিবে পুত্র ইত্যাদি—নারদ যে তোমায় বলিয়াছিলেন, আমার অষ্টম গর্ভে পুত্র হইবে, সে কথা এখন কোথায় রহিল ? এই ত আমার কন্যা হইয়াছে ; পুত্র ত হয় নাই। নারদ মিথ্যাবাদী।

১২৪। হয়ে শিষ্ট—শান্ত হ'য়ে।

রাখ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট—কিছু অবশিষ্ট রাখো ; আমার ছয়টী পুত্রকে ত নাশ করিয়াছ ; এ মেয়েটীকে আর হত্যা করিও না।

ইষ্ট—মনের সাধ।

কুমারী—কন্যা। কুমারী—আইবুড় মেয়ে।

গিরিরাজ-কুমারী—গৌরী।

গান—(ঠ)

এ নয় তনয় ইত্যাদি—এটি ত পুত্র নয়,—কেন শত্রু-ভাবে ইহাকে দেখিতেছ ? এ মেয়ে হ'তে তোমার কি অমঙ্গল হ'বে !

তনয়া—কন্যা। বধিলে আমার ষষ্ঠ—আমার ছয়টি ছেলেকে ত মারিয়া ফেলিয়াছ।

১২৫। জবা—জবাফুল। কোকনদ—লাল পদ্মফুল।

শুনে কথা দেবকীর ইত্যাদি—দেবকীর এই কথা শুনিয়া রাগে কংসের দুই চক্ষু জবাফুল বা রক্তপদ্মের মত লালবর্ণ হইল।

করিছি কিরে—দিব্য করেছি।

১২৬। অন্ত করা—হত্যা করা। অন্তরে—মনে।

১২৭। শিখী—ময়ূর।

১২৮। ঢাকী—এখানে প্রসূতি,—জননী।

নৈলে ঢাকী ইত্যাদি—নৈলে তোকে শুদ্ধ মারিয়া ফেলিতাম।

১২৯। পাষাণ হইয়ে—নিষ্ঠুর হইয়ে।

১৩০। সেই যোগে—সেই সময়ে ; সেই অবসরে।

মানবী-কায়া—মানুষীর দেহ। অষ্টভুজা—আটটি হাত যাঁর।

দেবদলে—দেবগণে।

বিল্বদল—বিল্ব পত্র।

৩১। শশিধরমহিষীর—মহাদেব-মহিষী যোগমায়ার।

শশীর কাঁপিল শির ইত্যাদি—যোগমায়ার চাঁদমুখ খানি দেখিয়া, আকাশের চাঁদের মাথা কাঁপিয়া উঠিল,—মুখের এমনই রূপ।

বর্ণনাতে হারে বর্ণ—যোগমায়ার এমনই বর্ণ যে, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না।

অতসীর—অতসী ফুলের। অপ্রসন্ন—মলিন।

১৩২। কেশরী—সিংহ।

কটিতট ইত্যাদি—যোগমায়ার কটিতট,—সিংহের কটিতটকে জয় করিয়াছে। পিক—কোকিল।

রবে পিক ইত্যাদি—যোগমায়ার মধুর স্বর শুনিয়া, কোকিল নীরব হইয়া গিয়াছে।

বেণী—সম্বদ্ধ কেশরাশি, বনান চুল।

ভুবন মত্ত নাসিকায় ইত্যাদি—যোগমায়ার নাসিকা দেখিয়া, ভুবন উন্মত্ত। এই নাসিকা দুঃখই নাশ করে; কিন্তু ইহা শুক পক্ষীর সুখও নাশ করিয়াছে; (কেননা, শুক পক্ষীর নাসিকা, উত্তম বলিয়া, সকলেই প্রশংসা করিত, এখন ত তাহা আর কেহ করিবে না।)

১৩৩। রবিকরে—সূর্য্যের কিরণে। দিনকরে—সূর্য্যকে।

ক্ষীণ—মলিন; তেজোহীন। দীনতারিণীর—দুঃখবারিণী যোগমায়ার।

কত আলো ইত্যাদি—সূর্য্য-কিরণে কতই বা আলো হয়!—দীন তারিণীর এমনই রূপের আলো, যে, সে রূপের আলো সূর্য্যকেও মলিন করিয়াছে!

মৃগ-মদ—হরিণের অহঙ্কার।

মৃগমদ ইত্যাদি—যোগমায়ার চক্ষুর এমনই শোভা যে, তাহা হরিণের

অহঙ্কারকে নষ্ট করিয়াছে। হরিণের চক্ষুর অত্যন্ত শোভা, এখন এ কথা আর বলা চলিবে না। আয়ুধ—অস্ত্র।

বিবিধ আয়ুধ ইত্যাদি—যোগমায়ার আট হাতে নানারূপ অস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত মতে আটটী অস্ত্র এইরূপ—ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম বা ঢাল, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদা। হরিবংশ কিন্তু বলিতেছেন,—ইনি "বাহু-চতুষ্টয়শালিনী" অর্থাৎ ইঁহার হাত চারিটি মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে আটটি হাতের কথাই আছে।

ঘন দৃষ্টি করে কংসভূপ—কংসরাজা,—যোগমায়াকে বার বার দেখিতে লাগিলেন।

১৩৪। শিবে—যোগমায়া।

তুমি যারে বিনাশিবে ইত্যাদি—তুমি যাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিতেছ, সেই তোমাকে বিনাশ করিবে; সে নিকটেই আছে, তোমার কাল পূর্ণ হইলেই সে তোমার নিকটে আসিবে।

গান। (ড)

ধ্বংস—বিনাশ। সকুলে—সবংশে।

হেন পুণ্য প্রকাশিলে—এখানে অর্থ—তোমার এত পাপ!

রজ্জু—দড়ি। হৃদে—বুকে। শিলে—পাথর। বসু—বসুদেব।

পদে রজ্জু ইত্যাদি—দেবকী আর বসুদেবের বুকে পাষাণ চাপাইয়া, পায়ে দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়াছ।

নর-উদরে—মনুষ্যের পেটে।

কর্ম্ম কর ইত্যাদি—মনুষ্যের গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার কর্ম্ম যেন পশুর মত।

ওরে মূঢ় ইত্যাদি—ওরে জ্ঞানহীন মূঢ়!

বৈরিভাব—শত্রুভাব।

যারে বৈরিভাব ইত্যাদি—যে মাধবকে—শ্রীকৃষ্ণকে তুমি শত্রু ভাবিতেছ, তিনি সকল কার্য্যেই আছেন; সকল কার্য্যেই তাঁহার কথা।

সতের হাট—ভাল লোকের—সাধু লোকের একত্র মিলন-স্থান।

দেখ্‌লিনে ইত্যাদি—তুই কখন সাধুলোকের সহিত মিশিলি না।

শিখ্‌লিনে সতের পাঠ ইত্যাদি—সাধু ব্যক্তিরা কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তুই কখন শিখিলি না।

লিখ্‌লিনে ইত্যাদি—পরমারাধ্য গুরুদেবকে তুই কখনও ভক্তি করলি না।

ভুতলে জন্ম ইত্যাদি—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে মন্দ বই তুই কখন ভাল হ'লি না।

১৩৫। কংসের মৃত্যুর বিবরণ ইত্যাদি—যোগমায়া কংসকে তাহার মৃত্যুর বিবরণ বলিয়া, অর্থাৎ যাহাকে তুমি বিনাশ করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিতেছ, সেইই তোমাকে বিনাশ করিবে ইত্যাদি কথা বলিয়া—স্বীয় রূপ সংবরণ করিয়া—রূপ লুকাইয়া আপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"কংস সেই ভগিনী-সুতা মায়া-দেবীর—পা ধরিয়া আছাড় মারিল। দুষ্ট কংস, সেই বিষ্ণুর অনুজাকে শিলা-তলে নিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি তাহার হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং দেবী হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। * * ভগবতী মায়াদেবী কংসকে এই কথা কহিয়া (কংসের মৃত্যুর বিবরণ কহিয়া) বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে নানা নামে বিখ্যাত হইলেন।" হরিবংশে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"দেবী (অর্থাৎ যোগমায়া) এই নিদারুণ বাক্য বলিয়াই, ইচ্ছানুরূপ পথে আকাশে আরোহণ করত, স্বগণে পরিবৃত হইয়া, কন্যাভাবেই সুর-সদন সমূহে

বিচরণ করিতে লাগিলেন।" "কংস অবজ্ঞা সহকারে সবলে যোগমায়ার পদদ্বয় ধারণ ও উদ্‌ভ্রামিত করিয়া, সহসা শিলাতলে নিক্ষেপ করিল,"—হরিবংশে এইরূপই প্রকটিত। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চম অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"এই কথা বলিয়া দেবী সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, আকাশ-মার্গে অন্তর্হিত হইলেন।" বিষ্ণুপুরাণও বলিতেছেন,—"কংস সেই কন্যাকে গ্রহণ করত শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল" কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের কথা অন্য রূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"প্রহরীরা সেই বালিকাকে লইয়া কংস-সমীপে গমন করিল। * * কংস তাঁহাকে গ্রহণ করত পাষাণ-খণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে বসুদেব দৈবকী তাঁহাকে নানারূপে বিনয় করিতে লাগিলেন,—কংস যাহাতে কন্যাটীকে বিনষ্ট না করে,—তাহার জন্য নানারূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; * * * তাহাতে বিচারজ্ঞ কংস কিছু সন্তুষ্ট হইল; এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"তোমার বিনাশকারী ব্যক্তি কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাল পাইলেই প্রকাশিত হইবেন। কংসরাজ এইরূপে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, বালিকাকে পরিত্যাগ করিল, তখন বসুদেব ও দৈবকী সেই বালিকা কন্যাকে সানন্দ হৃদয়ে ধারণ করত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। * * বসুদেব তাঁহাকে রুক্মিণীর বিবাহ-সময়ে ভক্তিপুরঃসর শঙ্করাংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন।"

চৈতন্য পাইয়া ইত্যাদি—যশোমতী সচেতন হইয়া,—নিদ্রা হইতে জাগিয়া, উঠিয়া।

৩৩৬। সুন্দর সুত-প্রসব ইত্যাদি—মনোহর পুত্র হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহার আর আনন্দ ধরে না।

না জানি কোন বেদনা ইত্যাদি—পুত্র-প্রসব-জন্য কোন বেদনা আমি জানিতে পারি নাই,—ইহা করালবদনা কালীরই কৃপা।

১৩৭। নন্দ-মনোরমা—নন্দের মনোরমা—যশোমতী।

নীল জলধর নিধি ইত্যাদি—নীল জলধর—নীল রঙ্গের মেঘ;—এমন নীলমেঘ-রূপ রত্ন। এই যে নীল-মেঘরূপ রত্ন,—আমার শ্রীকৃষ্ণ ধন—এই রত্ন বুঝি স্বয়ং বিধাতা খোদিত করিয়া—নির্ম্মাণ করিয়া—আমাকে দিয়া গিয়াছেন।

১৩৮। পুলকে—আনন্দে। মোহিত—মুগ্ধ। মহীতে—পৃথিবীতে।

পুলকে অঙ্গ ইত্যাদি—আনন্দে যশোদা মুগ্ধ হইলেন; হইয়া বলিতে লাগিলেন,—এতদিনে পৃথিবীতে আমি ভাগ্যবতী হইলাম।

নীলকমলে—নীলপদ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণকে। হৃৎ-কমলে—বক্ষস্থলে।

বদন-কমলে—মুখ-পদ্মে।

নীলকমলে ইত্যাদি—যশোদা নীল-পদ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষস্থলে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার পদ্মমুখে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

১৩৯। নন্দ এসে ইত্যাদি—অমনি নন্দ আসিয়াও নীলমণিকে কোলে তুলিয়া লইলেন; তখন তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রের পদও তুচ্ছ বোধ হইল।

আনন্দে ইত্যাদি—নন্দ পুত্র-লাভে আনন্দিত হইয়া, টাকা ও গো-ধন—গাভী বিলাইতে লাগিলেন।

১৪০। এ নৈলে ধন কি নিমিত্তে ইত্যাদি—পুত্র না হইলে, ধন কি জন্য,—অথবা,—এরূপ উৎসবে ধন বিতরণ করিতে না পারিলে, ধন কি জন্য? এত দিন আমার রাজা নাম মিথ্যা হইয়া ছিল; এখন আমি প্রকৃতপক্ষে গোকুলের রাজা হইলাম।

১৪১। হংসাসনে—হংসের উপর চড়িয়া।

বৃষাসনে—বলদের উপর চড়িয়া।

ঈশানীসনে—পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া।

অজাসনে—ছাগলের উপর চড়িয়া।

সহ-ভার্য্যা—ভার্য্যা—শচীকে সঙ্গে লইয়া।

গজাসনে—ঐরাবত হাতীর উপর চড়িয়া।

নন্দপুরে—নন্দের বাড়ী।

পুরন্দর—ইন্দ্র।

গোকুলে হরি-দরশনে ইত্যাদি—ব্রহ্মা হংসের উপর আরোহণ করিয়া, হর-পার্ব্বতী বৃষের উপর আরোহণ করিয়া, অগ্নি,—ছাগের উপর আরোহণ করিয়া, শচীসহ ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া, নন্দের ভবনে শ্রীহরি দেখিতে চলিলেন।

১৪২। গোকুল-চন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ।

সজ্জা হেতু ইত্যাদি—সাজগোজ করিতে আদেশ করিলেন।

পুষ্যা আদি রেবতী—চন্দ্রের সাতাইশটী পত্নী—সাতাইশটী নক্ষত্র;—তাহাদের নাম এই,—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ বলেন,—এই সাতাইশ পত্নীর মধ্যে কেবল রোহিণীই চন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা এবং রসিকা; মোট আঠারটী পত্নী গুণবতী—আঠারটী নক্ষত্র শুভ।

আনন্দ-মতি-অতি—মনে অত্যন্ত আমোদ। অত্যন্ত আনন্দিত।

১৪৩। চিত্ত-মাঝে—মনোমধ্যে।

আনন্দময় শ্রবণে—শুনিয়া বড় আনন্দ

—স্ত্রী। ভরণী—ভরণী প্রভৃতি চন্দ্রের নয় জন পত্নী। চন্দ্রের সাতাইশটী স্ত্রীর মধ্যে নয়টী স্ত্রী। প্রবৃত্তি—ইচ্ছা।

শুভ দিন যার ইত্যাদি—যাহার মঙ্গলের দিন,—সুখের দিন উপস্থিত হয়, তাহার বাড়ী যাইতে ভরণী প্রভৃতি নয়টী নক্ষত্রের ইচ্ছা নহে।

১৪৪। করে বেশ-বিন্যাস—সাজ সজ্জা করিয়া।

যে দিন লোকের ইত্যাদি—যে দিন লোকের সর্ব্বনাশ—বিপদ উপস্থিত হয়, সেই দিনই ভরণী ও মঘা বেশভূষা করিয়া তাহার বাড়ী গমন করে। লোকের বিপদ দেখিলে, ইহাদের ভারি আনন্দ।

ব্যঙ্গ ছলে—ব্যঙ্গ করিয়া—ঠাট্টা করিয়া।

১৪৫। ধরণী—পৃথিবী।

ওলো দিদি ইত্যাদি—ও দিদি ভরণি ! এখন আর তোমার পৃথিবীতে গিয়া কাজ কি ? তুমি ত শ্রীহরিকে দেখিয়া সুখী হইবে না !

ঝোলা—রোদ-লাগা। রোদ লাগার দরুণ মরণ-সঙ্কট মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

যুটো—উপস্থিত হইও।

১৪৬। কফাধিক্যে—শ্লেষ্মার আধিক্যে—আতিশয্যে।

রোগীকে ফেলে ইত্যাদি—রোগীর উপর শ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ

নাড়ী বসায়ে—নাড়ী লোপ করিয়ে দিয়ে। তুলে হিক্কে—হেঁচকি তুলিয়ে।

চালিয়ে সিক্কে—রোগীর প্রাণ নষ্ট ক'রে।

রোগীকে ফেলে ইত্যাদি—রোগীর উপর খুব শ্লেষার প্রকোপ ক'রে, তার নাড়ী লোপ ক'রে, তার হেঁচকি তুলিয়ে, তাকে প্রাণে মেরে, তবে তুমি বাড়ী ফিরে এসো।

বৈরাগীকে নন মাটী—যদি বৈরাগী হয়, তবে তাহাকে গোর দিও।

১৪৭। কফ আর পিত্তিকে ইত্যাদি—কফ, পিত্তি এবং মৃত্যুকে আশ্রয় ক'রে ; অর্থাৎ কফ ও পিত্তির প্রকোপ করিয়ে, তার মরণ ঘটিয়ে দিয়ে।

ভিটের তার ইত্যাদি—তার বাস্তুবাড়ীতে ঘুঘু চরাইতে পারো,—তাহাকে নির্ব্বংশ করিতে পারো,—তাহার বাড়ী সমভূম করিয়া দিতে পারো।

১৪৮। মঘের মত—সে কালে প্রবাদ ছিল, মঘেরা মানুষ খাইত। সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশের লোককে মঘ বলে।

দিও না সাড়া—ডাকিলে জবাব দিও না।

বিপদের পাড়া—বিপদের উপর বিপদ।

১৪৯। জায়া—স্ত্রী।

১৫০। ত্রিলোকের—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—এই ত্রিভুবনের।

শ্রীমুখ হেরি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ দেখিয়া।

গান—(৮)

নিত্যগোপাল—যে গোপাল—শ্রীকৃষ্ণ নিত্য—সনাতন।

নেত্রে—চক্ষে। বারি—অশ্রু।

কি আনন্দ ইত্যাদি—নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া, নন্দের আজ কি আনন্দ ; নন্দের মন আনন্দে নাচিতেছে,—সে নাচ আর থামে না।

ত্রিনেত্র—মহাদেব। ত্রিনেত্রে—তিনটী চক্ষু।

মুনিগণ আসিয়ে ইত্যাদি—মুনিগণ আসিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, নন্দকে বলিতেছেন,—'হে নন্দ! তোমার এই যে পুত্র,—ইনি বড় সামান্য ধন নহেন, ত্রিলোচন মহাদেব তিনটী চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়া, জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা এই ধনকে সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেখিতেছেন।'

চন্দ্রমুখী—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ-শ্রী যাঁহাদের ;—অথবা সাগী—চন্দ্রের দিকে সর্ব্বদাই মুখ রাখিয়াছে যাঁহাদের।

হেরে চন্দ্রানন - শ্রীকৃষ্ণের চাঁদবদন দেখিয়া।

চান্দ্রায়ণ—প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ ; এখানে অর্থ বিপদ।

চন্দ্রের চন্দ্রায়ণ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী দেখিয়া, চন্দ্রের বড় বিপদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি করিলেন কি ?—ন', গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নখরূপ চন্দ্রের শরণ লইলেন ;—নখচন্দ্রে মিশিয়া গেলেন।

১৫১। কুল-রমণী—কুল-স্ত্রী ; গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকেরা।

মৌখিকেতে—কেবল মুখে,—আন্তরিক নহে—ভাসা-ভাসা।

১৫২। নয়ন মুদে—চক্ষু বুজিয়া।

রোগী যেন ইত্যাদি—রোগী যেমন রোগের দায়ে চক্ষু বুজিয়া অতি কষ্টে অতি-তিক্ত নিম্ব বা নিম খায়, জটিলেও সেইরূপ দায়ে পড়িয়া, স্যাতকা ঘরে প্রবেশ করিল।

পরের সুখে জ্বলে গাত্র ইত্যাতি—হিংসক লোক মাত্রেরই পরের সুখ দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে একবার চকিতে দেখিয়াই জটিলা পলাইল।

১৫৩। গর্গ মুনি-সীমন্তিনী—যদুবংশের পুরোহিত যে গর্গ-মুনি,—তাঁহারই স্ত্রী।

১৫৪। সুধান—জিজ্ঞাসা করেন।

পোড়া কাষ্ঠ—আগুনে-পোড়া কাঠের মত—এমনই কালো কুৎসিৎ।

১৫৫। জয়কেতে—যে দিকে জয়, সেই দিকেই যাহাদের ঝোঁক,—সেই পক্ষেই যাহারা অনুরক্ত। নন্দ গোকুলের রাজা, অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বলবান্ এবং ধনবান্ ; সুতরাং গোকুলে তাঁহারই এখন জয়-জয়-কার ;—তাঁহারই পক্ষের যত স্ত্রীলোক।

১৫ । বস্ত্রাভাবে—কাপড়ের অভাবে।

কেন জ্বল—সংসারের তাপে কেন পুড়িয়া মরিতেছ ?

গুণ-জলধি—গুণের জলধি—কিনা সমুদ্র—শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ জল।

ঢাল কায়—দেহ ঢালিয়া দাও।

জাহ্নবী—গঙ্গা।

জলদবরণ-পায়—মেঘের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ যাঁহার,—এমন যে, শ্রীকৃষ্ণ,—তাঁহার পায়।

দাশরথি কেন জ্বল ইত্যাদি—হে দাশরথি! আর কেন তুমি সংসারের তাপে পুড়িয়া মরিতেছ? ঐ গুণসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ জল যত দূর পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, তুমি ততদূর পর্য্যন্ত গিয়াই সেই লীলা-সলিলে আপন অঙ্গ ঢালিয়া দাও,—আর কি, না, সেই গুণ-সিন্ধুর চরণে তুমি মিশিয়া যাও; এই চরণ হইতেই ত জলরূপিণী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। (গঙ্গার মহিমাই যখন এত, তখন যে চরণ হইতে সেই গঙ্গার উৎপত্তি, না জানি, সে চরণের কতই মহিমা!)

দাশরথি রায়ের পাঁচালীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থের মূল্যাদি নিরূপণ।

"বন্দনা" ও কেবল "জন্মাষ্টমী" পালার ব্যাখ্যাই এই সমগ্র মূল পাঁচালী গ্রন্থের সহিত সন্নিবিষ্ট হইল। দাশুরায়ের ষাটটী পালারই এইরূপ বিশদ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। কেবল এই ষাটটী পালার ব্যাখ্যাই এক বিরাট ব্যাপার,—এক বিরাট গ্রন্থের উপাদান। পরিশিষ্ট খণ্ডে অবশিষ্ট ঊনষাটটি পালার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইবে। পরিশিষ্ট খণ্ডে এই ব্যাখ্যা ত থাকিবেই, ৶ দাশরথি রায় সংক্রান্ত অন্যান্য অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ও থাকিবে। এই বিরাট পরিশিষ্ট খণ্ড আগামী ৶ দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

এই "ব্যাখ্যা"-গ্রন্থের মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা। যাঁহারা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ৶ পূজার সময় লইবেন, তাঁহারা উহার গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইবার জন্য এক এক খানি পোষ্টকার্ড মাত্র এখন আমাদের নিকট লিখিবেন, অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে না,—ভ্যালুপেবলে ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ৶ পূজার পূর্ব্বে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হওয়া সম্ভব।

পাঁচালী-সম্পাদক

সন ১৩০৮ সাল।

৺দাশরথি রায়।

পাঁচালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেস হইতে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।